শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-সংখ্যা

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২৯ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৪ : ১৪ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ ; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ইং ১৯৪০, সোমবার } ১ম-২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ গোবিন্দ, সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ, গৌরাব্দ, ৪৫৪

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

—:::•:::—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া
শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং
তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

আজ এই পরমশুভদিনে ভুবনমঙ্গলময় শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব ও মহাবদান্য, পরম করুণাময়ী পরমপবিত্রা, সর্ব্বশুভপ্রদা ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীফাল্গুনীপূর্ণিমা-তিথির আরতি করিয়া শ্রীনদীয়াপ্রকাশ নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা শুদ্ধসত্ত্বময়ী, সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপিণী, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বানর্থ-বিমোচনকারিণী, ভগবৎ-প্রীতিদায়িনী সাধন-ভক্তি-জননী। শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ, ব্রহ্ম-শিবাদি দেবতাগণ—সকলেই এই শ্রীগৌরজয়ন্তীর আরাধনা করেন। শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমা মধুরা হইতেও মধুরা।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের নিকট শ্রীফাল্গুন-পূর্ণিমা কেবল মাধুর্য্যময়ী নহে, মাধুর্য্যরসক্রোড়ীভূত-ঔদার্য্যময়ী। শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমালক্ষ্মী শ্রীগৌর-জয়ন্তী নিখিল জয়ন্তী তিথির সম্রাজ্ঞী। সকল মহাপুণ্যা লোকপাবনী তিথি এই শ্রীফাল্গুনী-পূর্ণিমার আরতি করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শ্রীগৌরভক্তের নিকট তাঁহাদিগের প্রিয়তম শ্রীগৌরহরির ন্যায় শ্রীগৌর-প্রকটপূর্ণিমা পরমানন্দের বস্তু। জগতে অনেক প্রকার উৎসব আছে; কিন্তু প্রকট-পূর্ণিমোৎসব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌর-সুন্দর যেরূপ সর্ব্বোত্তমভজনারাধ্য, তাঁহার প্রকটতিথির উৎসবও সর্ব্বোল্লাসকর।" এই শ্রীফাল্গুনী পৌর্ণমাসীতেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে স্বেচ্ছায় আবির্ভাব। ভগবৎপার্ষদ ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

"নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি'॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥
একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যা'রে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥
এই মত চৈতন্য-গোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের নিত্যকৃপাভিখারী, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য নগণ্য কিঙ্করাণুকিঙ্করাভাস আমরা আজ শুভদিনে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিবরার করজোড়ে বন্দনা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন নদীয়াপ্রকাশ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া কৃপাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমরা সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ও অপরাধী হইলেও মহাকৃপালু তাঁহারা এই অযোগ্যগণকে শ্রীচরণসিন্ধানে আত্মসাৎ করিয়া নিজগুণে অনায়াস কৃপা করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে কাতর নিবেদন ও সকাকু প্রার্থনা।

মাদৃশ পতিত পামর পাতকী সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য ও মহা অপরাধী হইলেও যাঁহাদের কৃপাই তাহার একমাত্র সর্ব্বস্ব ও সহায়-সম্বল, সেই কৃপাময়গণের কৃপাসঙ্গ লাভের আশা ছাড়িতে পারিতেছে না এবং কখনও ছাড়িতে পারিবে না। তাই শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের অনুসরণে আজ সে পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরুনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতেছে,—

"আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ॥
অধম পামর মুঞি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাঙ—চৈতন্যচরণ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হঞা সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
নির্ব্বয়ে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। তিনি সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। তিনি অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের রসরাজ ও মহাভাব—এই দুইটী রূপ। রসরাজস্বরূপে তিনি সম্ভোগবিগ্রহ অপ্রাকৃত নবীনমদন, আর মহাভাব-স্বরূপে তিনি মহাবদান্য—পরমকরুণ শ্রীগৌর। তাঁহার রসরাজ-স্বরূপটী মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-রূপ, আর মহাভাব-স্বরূপটী ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌররূপ। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দর, আর শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর। ভুবনসুন্দরের এই দুইটী রূপই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন মাধুর্য্যের দাতা বা মহাবদান্যলীলার প্রকাশকারী, তখন তিনি পরমকরুণ শ্রীগৌর, আর যখন তিনি মাধুর্য্যের ভোক্তা, তখন তিনি রসরাজ বা রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ। মাধুর্য্যবিগ্রহ হইতে ঔদার্য্যবিগ্রহের কারুণ্য এবং ঔদার্য্যবিগ্রহ হইতে মাধুর্য্যবিগ্রহের প্রেমের সন্ধান লাভ হয়। দাতা শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর, আর ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশ্যাম-সুন্দর। শ্রীস্বরূপরূপানুগ শ্রীগৌড়ীয়গণের হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য 'ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও দাতা শ্রীকৃষ্ণ'-রূপে অবতীর্ণ হন। ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ ভোক্তা হইয়াও স্বরূপশক্তি শ্রীর বশীভূত, আর দাতা শ্রীকৃষ্ণ স্বশক্তি-শ্রী বিতরণের জন্য 'শ্রী'র সহিত সমাশ্লিষ্ট—'শ্রী'র ভাবকান্তিবিভাবিত। শ্রীগৌর-লীলা শ্রীকৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট ও সাধ্য-শিরোমণি। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধামাধব-মিলিততনু। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য নিত্যপ্রকাশ। কে অগ্রে, কে পশ্চাৎ, বলা যায় না। অগ্রে শ্রীচৈতন্য ছিলেন, পরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ হইলেন, আবার সেই দুই একত্র হইয়া এখন শ্রীচৈতন্য হইয়াছেন।—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ আগে, কেহ পাছে, এরূপ নয়—দুইপ্রকাশই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই, দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজনবিষয় প্রতিভাত, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণ আশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণ-

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি।

শ্রীভগবানের এজেন্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনিব, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, কুতর্ক প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্যাবতী কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে—হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে। তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। সেই শরণাগত হৃদয়ে চতুর্থমান অর্থাৎ তুরীয় অতীন্দ্রিয়রাজ্যের স্বতঃপ্রকাশ সত্য স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। এই উপায়েই সত্য জানা যায়, অন্য কোন পন্থায় আর অকৈতব সত্য জানিবার উপায় নাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদভক্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সুতরাং সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণভজন করিবে। সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে মণ্ডিত থাকিবে অনুক্ষণ কৃষ্ণেচ্ছার অধীন থাকিতে হইবে।

যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল।
ত্যজিয়া আপন-ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে।
কৃষ্ণ-ইচ্ছাবিপরীত যে করে বাসনা।
তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥

(শুভনামা

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—যো হি ভগবচ্ছরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব ভবতীনঃ; স তং যৎ কারয়তি, তদেব করোতি; যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব তিষ্ঠতি; যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌ক্তে, ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্॥"

যিনি শ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার সমস্ত ভারই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহার আর দুঃখ ও চিন্তা থাকে না। তাই আশ্রিত ব্যক্তি সতত সুখে অবস্থান করেন। তাঁহার পাপমোচনভার, সংসারমোচনভার ও ভগবৎপ্রাপ্তির ভার—সমস্তই গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এমন কি, শরণাগতের দেহ-ব্যবহারভার-পর্য্যন্তও শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শরণাগত জীব চিরনিশ্চিন্ত হইয়া চিরকাল সুখে বাস করেন। শ্রীভগবানের কথা যাওয়াই—'আমি তোমার হইলাম', ইহাই শরণাগতি। শরণাগত শ্রীভগবানকে গোপ্তা, রক্ষা অর্থাৎ তিনি ব্যতীত আমার আর রক্ষক কেহ নাই—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন। যে-কোন প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হইলেও শ্রীভগবান্ আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন—ইহা তিনি আন্তরিক অনুভূতির সহিত সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

শরণাগতি ষড়্‌বিধ—শ্রীহরির সুখানুসন্ধানের যাহা অনুকূল অর্থাৎ পোষক, তদর্থে দৃঢ়সঙ্কল্প; আর শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানের যাহা প্রাতিকূল্য অর্থাৎ বাধক, তাহার বিশেষরূপে বর্জ্জন; 'শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করিবেন' বলিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাস; তাঁহাকে গোপ্তা অর্থাৎ পালকরূপে বরণ; তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মাহুতি ও দীনতা। এই ছয়টির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে গোপ্তা বা ভর্ত্তৃরূপে বরণই অঙ্গী। বাকীগুলি তদঙ্গ। গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতির স্বরূপ। বরণ না করিলে আবরণ যায় না। শরণাগত ব্যক্তি নিজ বলচেষ্টা বা জাগতিক কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভরসা না করিয়া শ্রীভগবানের কৃপা বা ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না, ইহা তিনি বিশেষভাবে জানেন। ভক্তিজগতে কৃপাই রক্ষক, কৃপাই পালক, কৃপাই সব। এইজন্য শরণাগত কৃপাভিখারী। কৃপাভিক্ষাই তাঁহার কাজ। কৃপাই বস্তু।

আত্মনিক্ষেপ শরণাগতির একটি অঙ্গ। আমি যজমানের, শ্রীগুরুকৃষ্ণ যন্ত্রী—এই বুদ্ধিই আত্মনিক্ষেপ। আত্মনিক্ষেপ জিনিষটা পরিচালিত-অভিমান বা নমস্কার করা—অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করা। অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শরণাগত হওয়াই প্রণাম। 'আমি পরিচালিত, আমি পরিচালক নহি; আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; আমার নিয়ামক সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে অনুক্ষণ যেভাবে নিয়মিত করিতেছেন, আমি সেইরূপই করিতেছি'—এইরূপ অকপট অনুভবের সহিত সর্ব্বপ্রকার স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগই আত্মনিক্ষেপ। স্বতন্ত্রতাই সংসার, আর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই ভক্তি। স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগেরই নামান্তর 'আত্মনিক্ষেপ'।

'কার্পণ্য' শব্দের অর্থ—দীনতা। দীনতা নিজের অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত আত্মদৈন্য। আপনাকে অযোগ্য, হীন, শোচ্য, সর্ব্বদোষাকর ও অত্যন্ত অপরাধী অনুভব করিয়া সকাতরে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের যে অযোগ্যতা অভীষ্টদেবের নিকট জ্ঞাপন, তাহাই কার্পণ্য। যাঁহার যত অযোগ্যতার অনুভূতি তীব্র হয়, প্রণত করুণ প্রণয়রজ্জুতে অভীষ্টদেবকে তিনি আকর্ষণ করিতে পারেন।

শ্রীবিষ্ণুকে গোপ্তা বা পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণই গোপ্তৃত্বে বরণ। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ নিজের বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-ধন জন যৌবন প্রভৃতিকে পালক বলিয়া বরণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা বিশ্বম্ভর শ্রীবিষ্ণুকে পালনকর্ত্তা বা ভরণপোষণকারী না জানিয়া সঞ্চিত অর্থ, জীবনবীমা, কোম্পানীর কাগজ, স্বর্ণ, ভূমি, পশু ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনকে পালনকর্ত্তা অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে বরণ করিয়াছে।

কিন্তু ঐসকল নশ্বর ও প্রকৃতিজাত বস্তু কখনই মায়াধীশ, সর্ব্বপালক শ্রীবিষ্ণু বা বিশ্বম্ভর হইতে পারে না। দেবদেব শ্রীজনার্দ্দনই একমাত্র নিত্যপালক।

যাহা ভক্তের অনুকূল বা ইচ্ছা, তাহাই আনুকূল্য বা ভক্তির অনুকূল। আর তদ্বিপরীত যাহা, তাহাই ভক্তির প্রতিকূল। ভক্তের যাহাতে সুখ, তাহাতেই শ্রীভগবানের সুখ। ভক্তসম্রাট্ শ্রীগুরুদেবের সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহাতেই শ্রীভগবানের সুখ হয়। ভক্তের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইতে পারিলেই প্রকৃত আনুকূল্য সম্ভব হয়। শরণাগত সকল সময় ইষ্টদেবের সুখের দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া সতত সজাগ থাকেন। তিনি ইষ্টদেব-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া হয় নয়। তাঁহার বেতালে পা পড়ে না। অনুক্ষণ প্রভুর প্রভুত্ব বা পরিচালকত্ব অনুভব করিয়া তিনি আনন্দে ডুবিয়া থাকেন। শরণাগত ভক্ত আনন্দে ডুবিয়া ইষ্টদেবের ইচ্ছানত ইষ্টদেবের সুখের জন্য সব চেষ্টা করিয়া থাকেন। শরণাগত হইলে ভীত নির্ভীক হয়, চিন্তিত নিশ্চিন্ত হয় এবং দুঃখী সুখী হইয়া থাকে। শরণাগতের নিজের জন্য কোন চিন্তা নাই। তিনি অনুক্ষণ ইষ্টদেবের সুখচিন্তায় ভরপুর। আশ্রিত ইষ্টদেবের চিন্তা করেন; আর আশ্রিতবৎসল ইষ্টদেব আশ্রিতের চিন্তা করিয়া থাকেন। এইজন্যই আশ্রিতের মঙ্গল না হইয়া পারে না। মঙ্গলময় যাঁহার চিন্তা করেন, তাহার কি আর অমঙ্গল থাকে? শরণাগত কখনও মরিবে না—ভগবৎসাক্ষাৎকার বা প্রেমলাভে বঞ্চিত হইবে না। শ্রীভগবান তাহাকে রক্ষা করিবেনই করিবেন—দর্শন দিবেনই দিবেন। যাহার ভয় আছে, অনর্থনিবৃত্তি হইবে, কি না হইবে অথবা ভগবান্‌কে পাইব, কি না পাইব বলিয়া ভয় বা চিন্তা আছে, সে শরণাগত নহে। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীগুরুদেব পরমানন্দমূর্ত্তি। এই শ্রীগুরুদেবকে যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা সুখাশ্রিত হইয়াছেন। সুখাশ্রিত সুখেই থাকে। সুতরাং শরণাগত সতত সুখেই থাকেন, দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

'শরণাগতি' ও 'আত্মনিবেদনে'র মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ষড়ঙ্গা শরণাগতির অন্যতম অঙ্গ যে আত্মনিক্ষেপ, তাহা হইতেও নবধা-ভক্তির অন্যতম আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তির বৈশিষ্ট্য আছে। আবার 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ' (ভাঃ ৭।৫।২৩) ইত্যাদি শ্লোকে 'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা'-বাক্যে 'পুংসার্পিতা' অর্থাৎ ভক্তি অর্থাৎ পুরুষ বা সাধক কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা বা তৎসুখার্থ সাধিতা হইয়া যে নবলক্ষণা ভক্তিক্রিয়া, তাহার সহিতও আত্মনিবেদন ও আত্মনিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগতিতে মুক্তি ও প্রেমপর্য্যন্ত লাভ হয়। কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে আবার বৈশিষ্ট্য বা চমৎকারিতা অর্থাৎ প্রেমের নানা যে পরিমাণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বা মাধুর্য্যানুভব—যেমন, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব বা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সম্বন্ধময় অভিমান—তাহা আত্মনিবেদনের দ্বারাই উদিত হয়, যদি সেই আত্মনিবেদনটী অর্থাৎ দেহ হইতে দেহী। নিজকে। পৃথক্ নিবেদনটী শ্রীকৃষ্ণের ভাবের সহিত অর্থাৎ সম্বন্ধময় অভিমানের সহিত ও অভীষ্টবস্তুর সুখানুসন্ধানময় আবেশমূলে সম্পাদিত হয়। আত্মনিবেদনটী শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা অর্থাৎ ধারিত। ধারণা বা আবেশের সহিত কৃতা; না শ্রীভগবানেরই সুখানুসন্ধানমূলে কোন বিশেষ সম্বন্ধ বা কোন বিশেষ অভিমানের সহিত সম্পাদিত হইলেই তাহা ঐরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। আত্মনিবেদনে (১) নিজের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টারাহিত্য ও (২) বিক্রীত পশুবৎ নিজের ভরণপোষণচিন্তারাহিত্য—এই লক্ষণদ্বয় প্রকাশিত থাকে। গাভী বা অশ্বকে কেহ বিক্রয় করিয়া দিলে যেরূপ ক্রেতাই উহাদিগকে নিজের কার্য্যে নিযুক্ত করে, উহারা আর বিক্রেতার কার্য্যে নিযুক্ত হয় না, তদ্রূপ যে দেহ-ক্রিয়াদির সহিত দেহীকে (আত্মাকে) আত্মনিবেদনের দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিরবিক্রয় করা হয়, সেই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি বা দেহী আত্মাকে শিষ্য নিজের সুখানুসন্ধানমূলক কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন না অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কাম-কামনারূপ দেহগত সুখানুসন্ধানে ও মোক্ষকামনারূপ দেহিগত সুখানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন না এবং বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির ভরণ-পোষণের জন্য যেরূপ বিক্রেতা কখনও চিন্তা করে না, ক্রেতাই চিন্তা করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিও নিজের ভরণ-পোষণের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করেন না।

এই আত্মনিবেদন ভাব (অভিমান বা রাগ-শূন্যরূপে একপ্রকার ও ভাব-বিশেষ বা সম্বন্ধাভিমানের সহিত আর একপ্রকার। ভাব বা অভিমান-ব্যতীত আত্মনিবেদন সুষ্ঠুপথ্যোত্তরা মুক্তি প্রদান করিতে পারে, কিন্তু তাহা প্রেম দান করিবে না। এই আত্মনিবেদনের মধ্যে যে 'আত্ম'-শব্দ, তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বাচক অর্থাৎ আত্মায় বা ব্রহ্মে নিবেদন, পরমাত্মায় নিবেদন ও শ্রীভগবানে নিবেদন বা অর্পণ বলিতে যে আত্মনিবেদন, তাহা ভাব বা অভিমান ব্যতীত আত্মার্পণ; তাহার ফলে সার্ষ্টি মুক্তি প্রভৃতি লাভ হয়।

আত্মনিবেদন-ব্যাপারটী পূর্ব্বে অর্পিত অর্থাৎ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান-আবেশের সহিত কৃত হইলেই তাহা 'সাক্ষাদ্ভক্তি'

তাঁহার কথা নাহি পাই। কেবল

হইবে, নতুবা তচ্ছব্দবাচ্য নহে অর্থাৎ কর্ম্মাদি অর্পণরূপা পারম্পরিকী বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি অর্থাৎ কর্ম্মার্পণমাত্র হইয়া থাকে। শ্রীবামনদেবে শ্রীবলির যে অর্পণ, তাহা প্রথমে কর্ম্মার্পণমূলক হইয়াছিল, পরে শ্রীবামনদেবের পাদস্পর্শে তাহা সাক্ষাদ্ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

ভাব, অভিমান বা রাগের পূর্ব্বে রাগানুগ সাধনাবস্থায় ও পরে সাধ্যাবস্থায় আত্মনিবেদন-ভেদে দ্বিবিধ ভাবযুক্ত আত্মনিবেদন হইয়া থাকে। শ্রীরুক্মিণীদেবীর "আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ" ভাঃ ১০।৫২।৩৯ বাক্যে যে আত্মার্পণের কথা আছে, তাহা অনুরাগময় ও সম্বন্ধময় অভিমানের সহিত হওয়ার পরে আত্মনিবেদন, ইহার ফল—ভগবন্মাধুর্য্যানুভবরূপ প্রেম-লাভ।

আত্মনিবেদনটী আদৌ অর্পিতা অর্থাৎ 'তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা' অর্থাৎ ইহা অভীষ্টের সুখের জন্য,—এরূপ অনুসন্ধান বা চিন্তা বা ধ্যানের সহিত এবং সম্বন্ধ বা ভাববিশেষের সহিত কৃত হইলেই তাহা প্রেমের পরিমাণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে। তাহা কেবল বৈধী শরণাগতির দ্বারা হয় না। মহতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার সুখানুসন্ধানমূলে আত্মনিবেদন, সুখানুসন্ধানাবেশ ও সম্বন্ধাভিমানের সহিত প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্য্যারূপা উপাসনার দ্বারা ভগবন্মাধুর্য্যানুভবরূপ প্রেমলাভ হয়। 'আদৌ অর্পিতা' বাক্যাংশের দ্বারা পূর্ব্বে সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি ও পরে নবধা-ভক্তির আকারবিশিষ্ট ক্রিয়া বুঝায়। যে স্থানে ভক্তির আকার মাত্র আছে, কিন্তু সুখানুসন্ধানাবেশ নাই, তাহা কখনও কর্ম্মকাণ্ড বা শাস্ত্রোক্ত আদেশপালনমূলে অনুষ্ঠিত হইলে শ্রীনামনরূপ কর্ম্মার্পণ হইতে পারে। শরণাগতি মানসিক ব্যাপার, আর আত্মনিবেদনটী ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া সিদ্ধদেহ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে নিবেদন। আত্মনিক্ষেপদ্বারা বৈধী শরণাগতির একতম অঙ্গ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ অর্থাৎ 'আমি অধীন, আমি পরিচালিত, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব আমার প্রভু—নিয়ামক, আমি নিত্য বশ্য—নিয়ম্য', এইরূপ মানসিক ভাব উদিত হয়। শরণাগতির একতম অঙ্গরূপ স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগের দ্বারা মাধুর্য্যানুভব হয় না; তদ্দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা সংসারমুক্তি লাভ হইতে পারে। কিন্তু কোন বিশেষ সম্বন্ধ বা বিশেষ অভিমানযুক্ত হইয়া অভীষ্টবস্তুর সুখানুসন্ধানমূলে রুচির সহিত যে আত্মনিবেদন, তদ্দ্বারা মাধুর্য্যানুভব হয়। কর্ম্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে চিত্তশুদ্ধি, সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিতে মুক্তি ও ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির পোষকতা—প্রেমানুবৃত্তিময়ী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি অথবা আত্মনিবেদন; তৎফলে প্রেম ও প্রেমবৈশিষ্ট্য লাভ হয়।

শাস্ত্র অশরণাগতের ভয় ও শরণাগতের অভয় জ্ঞাপন করিয়া জীবকে শরণাগত হইতে প্ররোচিত করেন বটে, কিন্তু স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষের দ্বারা হৃদয় আকৃষ্ট না হইলে কেহ শরণাগত হইতে পারে না। পৃথিবীর বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কামাদি রিপুর তাড়নায় তাড়িত ও ত্রিতাপের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াও কামাদি রিপুবর্গেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু একমাত্র শরণ্য পরতত্ত্বের আশ্রয়গ্রহণ করিতে চাহে না। ইহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্ত্তে অনন্তভাবে দৃষ্ট হইতেছে। আবার, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গত্যাগ, বিলাসত্যাগ, কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগাদি করিবার অভিনয় করিলেই তাহাকে শরণাগত বলা যায় না, যতক্ষণ না জীব স্বরূপশক্তির কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত হইয়া শ্রীহরিকে নিত্যপালনকর্ত্তৃরূপে বরণ করে। অতএব শরণ্য পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষ যখন হৃদয়ে অবতীর্ণ হন, তখনই জীব সেই কৃপাসঞ্চারিত হইয়া অদ্বিতীয় শরণ্য পরতত্ত্বের শরণ গ্রহণ করে।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——:::※:::——

হরিভজনে উন্নতি লাভ করিতে হইলে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতেই হইবে। নিজের অপেক্ষা যাঁহার সরলতা, সেবানিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি, দৃঢ়শ্রদ্ধা বেশী, তাঁহার সঙ্গ করিতেই হইবে। তাহা হইলে ভজনে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হইবে। সবলের সঙ্গ করিলে—উৎসাহীর আদর্শ গ্রহণ করিলে হৃদয়ে খুব বল পাওয়া যাইবে—হরিভজনে উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে। সঙ্গ হইতেই কামনা জন্মে। যাহার সঙ্গ হইবে, তাহার ন্যায় কামনা জাগিবেই। সাধুগণ শ্রীভগবানের সুখবিধান করেন, সেবা করেন; সাধুর প্রবৃত্তির নামই—হরিভজনপ্রবৃত্তি বা সেবাপ্রবৃত্তি। সাধুর সঙ্গ হইলেই সেই প্রবৃত্তি লাভ হইবে। অনর্থযুক্ত নিবৃত্তানর্থ সাধুর সঙ্গ না করিলে তাহার অনর্থনিবৃত্তি হইবে না—সে হৃদয়ে সৎসাহস ও বল পাইবে না। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণগুলি নিজজীবনে পালন করিবার জন্য সযত্নচেষ্টা হওয়া বিশেষ দরকার। জীবনে উন্নতিলাভ করিতে হইলেই নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনযাপন-প্রণালীকে আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে। হরিভজনশীল ব্যক্তির আদর্শানুসারী নিজজীবনকে গঠন করিবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। কেবল নিশ্চিন্তে দিন কাটাইলে বাস্তব উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইবে না। চিন্তাশীল হইতেই হইবে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের করুণার কথা সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতে হইবে তাঁহাদের স্নেহশীলতার কথা উদার-হৃদয়তার কথা যতই চিন্তা করা যাইবে, ততই তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে ও তৎফলে আনুষঙ্গিকভাবে জগতের প্রতি অনাসক্তি আসিবেই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ হইলেই জগতের প্রতি বিকর্ষণ আসিবে। শ্রীভগবান্ ও ভক্তকেই ভালবাসিতে হইবে, অপর কাহাকেও ভালবাসিতে হইবে না। তাঁহাদিগকেই সুখী করিতে হইবে, অন্য কাহাকেও সুখদিবার বা নিজে সুখী হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে না। গুরুগৃহে বা শ্রীধামেই আসক্ত হইতে হইবে—প্রীতি করিতে হইবে—আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রীধামই—শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবভগবানের বসতিস্থান; তাহাই আমারও বসতিস্থান বলিয়া তাহাতে রতি করিতে হইবে।

অনর্থযুক্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমরা সাধু-গুরুর নিকট হইতে বল লাভ না করা পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিব না। হরিভজনের রাজ্যে আমরা অন্ধ, খঞ্জ—অতি শিশুর ন্যায়। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা বলবান্ সাধুর সঙ্গ না পাই বা তাঁহার সঙ্গ না করি, তাহা হইলে আমরা হরিভজনের কথা কিছু বুঝিবও না এবং একপদ অগ্রসরও হইতে পারিব না। দেহ-গেহাসক্তি আমাদের অত্যন্ত প্রবল। এমতাবস্থায় যাঁহার দেহ-গেহাসক্তি নাই বা অত্যন্ত শ্লথ হইয়াছে—যিনি নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গ যদি না করি অর্থাৎ তাঁহার অনুসরণ না করি, তাহা হইলে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারা যাইবে না। বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছি, চিরকাল এই অবস্থায় থাকা যাইবে না। সেখানে একমুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকা চলিবে না। সেখানে সর্ব্বক্ষণ চলা দরকার। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে—হয় ভোগের গর্ত্তে, না হয় ত্যাগের গর্ত্তে পড়িয়া যাইতে হইবে। ভক্তির পথে অনেক প্রলোভনীয় বস্তু আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-কামনা, লাভপূজাপ্রতিষ্ঠা, আরাম-আয়াস প্রভৃতি আসিয়া মধ্যপথে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখায়। তখন কাতরকণ্ঠে শ্রীগুরুবর্গের নাম—শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের নাম ধরিয়া ডাকিলে এইসকল শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে; নতুবা উপায় নাই। নিষ্কপট কৃপাভিখারী না হইলে আর উপায় নাই।

সর্ব্বক্ষণ ভক্তির অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল ত্যাগে তৎপর হইয়া বৈষ্ণবগণের উপদেশানুসারে চলিতে হইবে। যদি কোন বস্তু হরিভজন-প্রগতিতে বাধা দেয়, তবে তাহা সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত চিরতরে বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যত্র খুঁটিনাটির প্রতি মন দিলে ব্রজবাসী গুরুবর্গের অনুসরণ করা যাইবে না। শ্রবণকীর্ত্তনমুখে ভক্তির অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন জানিয়া নিরন্তর সাধুজনসঙ্গে হরিকথারঙ্গে থাকিতে হইবে। সাধুর বাণীকে নিয়ামক জানিয়া চলিতে হইবে। সাধুর বাণীর মধ্যে—উপদেশের মধ্যে কোন বঞ্চনা নাই। বাণীর অনুগত না হইয়া—বাণীর অনুসরণ না করিয়া সেবা করিতে গেলেই বঞ্চিত হইতে হইবে। বাণীই আমাদিগকে নানাপ্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। সর্ব্বক্ষণ সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শব্দরূপে—উপদেশাকারে সাধুর মুখদ্বারে অবতীর্ণ হন এবং শুশ্রূষু কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়স্থিত যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত করিয়া সেখানে স্বারাজ্য বিস্তার করেন। সর্ব্বক্ষণ সাধুর কৃপা ও সঙ্গলাভের আশায় লুব্ধ থাকিতে হইবে। যখন অন্তর-বাহিরে অনুক্ষণ কৃপার অনুসন্ধানতৎপর হইব, তখনই কৃপাময়ের কৃপা হইবে। যখন আমাদের মন নিরন্তর শ্রীভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিবে, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তখনই তাঁহাদের কৃপা হইবে। নিজেকে সর্ব্বদা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিয়া তাঁহাদের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে। সাধুসঙ্গের জন্য—হরিকথাশ্রবণের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্রব্যাকুল থাকিতে হইবে।

বিভুচৈতন্য ও অণুচৈতন্য—উভয়েই প্রীতিধর্ম্মবিশিষ্ট। আত্মাব্যতীত আর কিছুতেই বিশুদ্ধ প্রীতিধর্ম্ম নাই। আত্মা ছাড়া যে মায়াপ্রসূত জড়, তাহাতে সেই বিশুদ্ধধর্ম্মের বিকৃতিমাত্র আছে; স্বয়ং তথায় নাই। এই কারণেই জড়জগতে কোন ভৌতিক বস্তুতে প্রীতির বিশুদ্ধ-স্বরূপ নাই। পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ; তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয়, ইন্দ্রিয়চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গরহিত ও কৃষ্ণময়। সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে বোধ লুকাইত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পদার্থ বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অরুণবর্ণ শ্রীপাদপদ্মে আমার কায়মনোবাক্যে প্রেম দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক। শুদ্ধবৈষ্ণবে আমার প্রীতি থাকুক, প্রভুর গুণসাগরে আমার প্রীতি থাকুক, আশ্রিত জনে এবং ভজনোন্মুখ ব্যক্তিতে আমার প্রীতি থাকুক, কৃষ্ণোন্মুখ জীব আত্মায় আমার এরূপ প্রীতি থাকুক, যাহাতে কৃষ্ণভক্ত হয়—ইহাই প্রেমিকের প্রার্থনা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১৫ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৩ : ৩০শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ ; ১৪ই মার্চ্চ, ইং ১৯৪০, বুধবার } ৩০৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বিষ্ণু স্বাপ্ন অনিরুদ্ধ, গৌরাব্দ, ৪৫৩

শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

স্মার্ত্ত-পরমার্থ ভেদে বৈদিক আর্য্য শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিভাগের অধিকারী, তাঁহারা স্বভাবতঃ পরমার্থ-শাস্ত্রে রুচি প্রাপ্ত হন। নিজ নিজ রুচি অনুসারেই মানবের বিচার-সিদ্ধান্ত-ক্রিয়া ও জীবনের উদ্দেশ্য গঠিত হয়। স্মার্ত্তগণ নিজ নিজ রুচি-সম্মত-শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস করেন। পারমার্থিক শাস্ত্রে তাঁহাদের সেরূপ অধিকার না থাকায় সেরূপ অবস্থাও প্রকাশ করেন না। এরূপ বিভাগের কর্ত্তা--বিধাতা। সুতরাং ইহাতে জগৎপাতার একটী গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, সন্দেহ নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সে উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয়। অধিকার-চ্যুত হইলেই পতন হয়। মানবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে কর্ম্মাধিকার ও ভক্ত্যধিকার-বশে বিবিধ অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত মানবের কর্ম্মাধিকার থাকে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার স্মার্ত্তপথই শ্রেয়। কর্ম্মাধিকার অতিক্রমপূর্ব্বক যখন তিনি ভক্ত্যধিকারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পারমার্থিক পথে স্বভাবতঃ রুচি জন্মে। এতন্নিবন্ধন বিধাতা স্মার্ত্ত-পরমার্থভেদে বিবিধ শাস্ত্র করিয়াছেন।

স্মার্ত্ত-শাস্ত্র মানবগণকে সর্ব্বদা কর্ম্মাধিকারে নিষ্ঠা লাভ করাইবার চেষ্টায় অনেক-প্রকার বিধি-বিধান করিয়াছেন। এমন কি, সেইসকল বিধি-বিধানে বিশেষ নিষ্ঠা দিবার জন্য পরমার্থ-শাস্ত্রের প্রতি অনেকস্থলে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র এক হইলেও লোকের নিকট ইহার দুইপ্রকার ভাব। অধিকার-নিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল হয় না। তাই শাস্ত্র স্মার্ত্ত-পরমার্থ ভেদে বিবিধ বলিয়া প্রতীত।

স্মার্ত্তশাস্ত্র বৎসরকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশমাসে সর্ব্ব সংকর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমগত সমস্ত কর্ম্মই যখন দ্বাদশ মাসে বিভক্ত হইল, তখন 'অধিমাস' কর্ম্মহীন মাস হইয়া গেল। অধিমাসে কোন সংকর্ম্ম নাই। চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাসে একটী করিয়া মাস বাদ দিতে হয়। সেই মাসটীর নাম 'অধিমাস'। স্মার্ত্তগণ অধিমাসকে 'মলমাস' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'মলিম্লুচ', 'মলিনমাস' ইত্যাদি নাম দিয়া অধিমাসকে ঘৃণিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এদিকে পরমারাধ্য পরমার্থ-শাস্ত্র অধিমাসকে পরমার্থ-কার্য্যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করেন। জীবন—অনিত্য। জীবনের কোন অংশই বৃথা যাপন করা উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে থাকাই জীবের কর্ত্তব্য। সুতরাং প্রত্যেক তৃতীয় বৎসরে যে অধিমাস হয়, তাহাও হরিভজনের উপযোগী হউক—ইহাই পরমার্থশাস্ত্রের নিগূঢ় চেষ্টা। আবার যখন কর্ম্মিগণ ঐ মাসকে সমস্ত সংকর্ম্মশূন্য বলিয়া জানিলেন, তখন সর্ব্ব-জীবের উদ্ধারের জন্য পরমার্থ-শাস্ত্র সেই কালকে ভজনের বিশেষ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন। পরমার্থ-শাস্ত্র বলেন,—হে জীব! কেন অধিমাসে হরিভজনে আলস্য কর? এই মাস শ্রীমদ্‌গোলোকনাথ-কর্ত্তৃক সর্ব্বোপরি স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি, ইহা কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখাদি মহাপুণ্যমাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই মাসে বিশেষ ভজন-বিধির সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চ্চন কর। সমস্ত লাভ হইবে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে অধিমাসের মাহাত্ম্য একত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশমাসের আধিপত্য ও আপনার অপমান বিচার করিয়া অধিমাস বড়কষ্টে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক নিজদুঃখ শ্রীনারায়ণকে জানাইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠপতি কৃপা করিয়া অধিমাসকে সঙ্গে লইয়া গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মলমাসের আর্ত্তিশ্রবণপূর্ব্বক দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন,—

"অহমেতৈর্যথা লোকে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তথায়মপি লোকেষু প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
অস্মৈ সমর্পিতাঃ সর্ব্বে যে
গুণা ময়ি সংস্থিতাঃ।
মৎসাদৃশ্যমুপাগম্য মাসানামধিপো ভবেৎ॥
জগৎপূজ্যো জগদ্বন্দ্যো
মাসোঽয়ং তু ভবিষ্যতি।
সর্ব্বে মাসাঃ সকামাশ্চ
নিষ্কামোঽয়ং ময়া কৃতঃ॥
অকামঃ সর্ব্বকামো বা
যোঽধিমাসং প্রপূজয়েৎ।
কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥
কদাচিন্মম ভক্তানামপরাধোঽভিগণ্যতে।
পুরুষোত্তম ভক্তানাং নাপরাধঃ কদাচন॥
য এতস্মিন্মহামূঢ়া জপদানাদি-বর্জ্জিতাঃ।
সংকর্ম্মস্নান-রহিতা দেব-তীর্থ-দ্বিজ-দ্বিষঃ॥
জায়ন্তে দুর্ভগা দুষ্টাঃ পরভাগ্যোপজীবিনঃ।
ন কদাচিৎ সুখং তেষাং
স্বপ্নেঽপি শশশৃঙ্গবৎ॥
যেনাহমর্চ্চিতো ভক্ত্যা
মাসেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে।
ধনপুত্রসুখং ভুক্ত্বা পশ্চাদ্গোলোক-
বাসভাক্॥"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রমাপতি! আমি যেরূপ এই জগতে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত, এই অধিমাসও তদ্রূপ লোকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে। আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে, সেই সমস্তই এই মাসে অর্পিত হইল। আমার সদৃশ হইয়া এই অধিমাস অন্য সকল মাসের অধিপতি হইল।

এই মাস জগৎপূজ্য ও জগদ্বন্দ্য। অন্য সকল মাস সকাম। এই মাসটী নিষ্কাম। যিনি অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া এই মাসের পূজা করেন, তিনি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। আমার ভক্তদিগের কদাচিৎ অপরাধ হয়, কিন্তু এই পুরুষোত্তম-মাসের ভক্তগণের কখনই অপরাধ হইবে না। যে সকল মহামূঢ় এই অধিমাসে জপ-দানাদি-বর্জ্জিত, সংকর্ম্ম ও স্নানাদিরহিত থাকে এবং দেব, তীর্থ ও দ্বিজগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেইসকল দুষ্ট দুর্ভাগা পরভাগ্যোপজীবী হইয়া স্বপ্নেও কিছুমাত্র সুখ পায় না। এই পুরুষোত্তমমাসে যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চন করেন, তিনি ধন-পুত্রাদি লাভে সুখভোগ করিয়া অবশেষে গোলোকবাসী হন।

শ্রীপুরুষোত্তমমাসের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে অনেকগুলি পৌরাণিক প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। শ্রীদ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মেধাঋষির কন্যা ছিলেন। শ্রীদুর্ব্বাসা প্রোক্ত পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য শুনিয়াও তিনি ঐ মাসকে অবহেলা করেন, তাহাতে তিনি সেই জন্মে কষ্ট পাইয়া শ্রীদ্রৌপদী-জন্মে পঞ্চপতির অধীন হন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে পাণ্ডবগণ শ্রীদ্রৌপদীর সহিত পুরুষোত্তমমাসব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত বনবাস দুঃখের পার প্রাপ্ত হন। যথা,—

"এবং সর্ব্বেষু তীর্থেষু ভ্রমন্তঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
পুরুষোত্তমমাসস্য ব্রতং চেরুর্বিধানতঃ॥
তদন্তে রাজ্যমতুলমবাপুর্গত কণ্টকম্।
পূর্ব্বে চতুর্দ্দশে বর্ষে ... কৃপয়া মুনে।"

দৃঢ়ধন্বা রাজার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্তে পুরুষোত্তম-মাসমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রীবাল্মিকী মুনি দৃঢ়ধন্বার প্রসঙ্গে যে ব্রতপ্রকরণ বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীনারদ শ্রীনারায়ণ ঋষির নিকট [illegible] শ্রবণ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণের আহ্নিকবিধি নিরূপিত আছে, তদ্রূপ সাত্বত-শাস্ত্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে পুরুষোত্তম-সেবকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তমমাসে স্নান-বিধানে বলিয়াছেন যে,—

"সমুদ্রগা নদীস্নানমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
বাপীকূপতড়াগেষু মধ্যমং কথিতং বুধৈঃ॥
গৃহে স্নানন্তু সামান্যং গৃহস্থস্য প্রকীর্ত্তিতম্॥"

শ্রীপুরুষোত্তমব্রতী স্নান করিয়া,—

"সপবিত্রেণ হস্তেন কৃত্যাদাচমনক্রিয়াম্।
আনীয় তিলকং কুর্য্যাদ্গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদুং সৌম্যং দণ্ডাকারং প্রকল্পয়েৎ।
শঙ্খচক্রাদিকং ধার্য্যং গোপীচন্দনমৃৎস্নয়া॥"

শ্রীকৃষ্ণপূজা শ্রীপুরুষোত্তমমাসে কর্ত্তব্য যথা,—

"পুরুষোত্তমমাসস্য দৈবতং পুরুষোত্তমঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমম্॥"

শ্রীবাল্মিকী কহিলেন,—হে দৃঢ়ধন্বা! পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পুরুষোত্তমমাসের অধিদেবতা। অতএব এই মাসে প্রতিদিন ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

"ষোড়শৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলোপাসনাই কর্ত্তব্য; যথা —

"আগচ্ছ দেবদেবেশ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম।
রাধয়া সহিতশ্চাত্র গৃহাণ পূজনং মম॥"

শ্রীপুরুষোত্তমমাসে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা শ্রীবাল্মিকী কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"হবিষ্যান্নঞ্চ ভুঞ্জীত প্রথমং পুরুষোত্তমে।
গোধূমাঃ শালয়ঃ সর্ব্বাঃ সিতা
মুদ্গা যবাস্তিলাঃ॥
কলায়কঙ্গুনীবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা।
ষষ্টিকং কালশাকঞ্চ মূলকং কন্দকর্কটীম্।
রম্ভা সৈন্ধবসামুদ্রে লবণে দধিসর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঞ্চৈব তিন্তিড়ী।
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যং প্রবদন্তি হি॥
হবিষ্যভোজনং নৃণামুপবাসসমং বিদুঃ।
সর্ব্বমামিষমাৎসঞ্চ ক্ষৌদ্রং সৌবীরকং তথা।
রাজমাষাদিকঞ্চৈব রাজিকা মাদকং তথা॥
দ্বিদলং তিলতৈলঞ্চ [illegible] ভাবদূষিতম্।
ক্রিয়াদুষ্টং শব্দদুষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
পরান্নঞ্চ পরদ্রোহং পরদারাভিগমনং তথা।
তীর্থং বিনা দূরদেশং পরদেশং
পরিত্যজেৎ॥
দেব-বেদ-দ্বিজানাঞ্চ গুরু-গো-ব্রতিনাং তথা।
স্ত্রীরাজ-মহতাং নিন্দাং বর্জ্জয়েৎ
পুরুষোত্তমে॥
প্রাণ্যঙ্গমামিষং চূর্ণং ফলে জম্বীরমামিষম্।
ধান্যে মসূরিকা প্রোক্তা অন্নং
পর্য্যুষিতং তথা॥
অজা-গো-মহিষী দুগ্ধাদন্যদুগ্ধাদিকামিষম্।
দ্বিজ ক্রীতা রসাঃ সর্ব্বে লবণং
ভূমিজং তথা॥
তাম্রপাত্রস্থিতং গব্যং জলং চর্ম্মণি সংস্থিতম্।
আত্মার্থং পাচিতং চান্নমামিষং
তদ্বুধৈঃ স্মৃতম্॥
ব্রহ্মচর্য্যমধঃ শয্যাং পত্রাবল্যাঞ্চ ভোজনম্।
চতুর্থকালে ভুক্তিঞ্চ প্রকুর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে॥
রজস্বলাং ত্যজন্ ম্লেচ্ছ পতিতৈ-
ব্রাত্যকৈঃ সহ।
দ্বিজ দ্বিট্ বেদ বাহ্যৈশ্চ ন বদেৎ
পুরুষোত্তমে॥
এভিঃ দৃষ্টঞ্চ কাকৈশ্চ সূতকান্নং
চ বর্জ্জয়েৎ।
দ্বিপাচিতঞ্চ দগ্ধান্নং নৈবেদ্যাৎ পুরুষোত্তমে।
পলাণ্ডুং লশুনং মুস্তাং ছত্রাকং গৃঞ্জনং তথা।
নালিকং মূলকং শীগ্রুং বর্জ্জয়েৎ পুরুষোত্তমে॥
[illegible] বর্জ্জয়েৎ কিঞ্চিৎ
পুরুষোত্তমতুষ্টয়ে।
তৎপুনর্ব্রাহ্মণে দত্ত্বা ভক্ষয়েৎ সর্ব্বদেব হি॥
কুর্য্যাদেতাংশ্চ নিয়মান্ ব্রতী
কার্ত্তিক মাঘয়োঃ।
পূর্ব্বোক্ত প্রাতরুত্থায় কৃত্বা
পৌর্ব্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ॥
গৃহ্নীয়ান্নিয়মং ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণং হৃদি স্মরন্।
উপবাসস্য নক্তস্য চৈকভুক্তস্য ভূপতে।
একঞ্চ নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা শ্রোতব্যং পুরুষোত্তমে।
তৎপুণ্যং বচসা বক্তুং বিধাতা
পি ন শক্নুয়াৎ॥
শালগ্রামার্চ্চনং কার্য্যং মাসে
শ্রীপুরুষোত্তমে।
একমাসব্রতং রাজন্ শ্রেষ্ঠং ক্রতুশতাদপি॥
ক্রতুং কৃত্বাপ্নুয়াৎ স্বর্গং গোলোকং
পুরুষোত্তমে॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ক্ষেত্রাণি
সর্ব্বদেবতাঃ।
তদ্দেহে তানি তিষ্ঠন্তি যঃ কুর্য্যাৎ
পুরুষোত্তমম্॥
কর্ত্তব্যং দীপদানঞ্চ পুরুষোত্তম-তুষ্টয়ে।
তিল তৈলেন কর্ত্তব্যং সর্পিষা বৈভবে সতি॥
[illegible] ন কিঞ্চিত্তে
কাননে বসতোঽনঘ।
ইঙ্গুদীজেন তৈলেন দীপং কার্য্যস্ত্বয়ানঘ॥
যোগো জ্ঞানং তথা
সাংখ্যং তন্ত্রাণি সকলান্যপি।
পুরুষোত্তম-দীপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥"

পুরুষোত্তম-ব্রতী হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন। গোধূম, শালি তণ্ডুল, মুদ্গ, যব, তিল, মটর, কাঙ্গনী তণ্ডুল, উড়ী তণ্ডুল, বাস্তুক শাক, হিলমোচিকা শাক, আদ্রক, কালশাক, মূলক, কন্দমূল, কাঁকুড়, রম্ভা, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, দধি, ঘৃত, অনুদ্ধৃত দুগ্ধসার, পনস, আম্র, হরিতকী, পিপ্পলী, জীরক, শুঁঠ, তেঁতুল, ক্রমুক, আতা, আমলকী ফল, ইক্ষুজাত চিনি, মিশ্রি, অতৈল পক্ক ব্যঞ্জনাদি দ্রব্য,—এই সমস্ত হবিষ্যান্ন। উপবাস ও হবিষ্যান্নে একই প্রকার ফল। সর্ব্বপ্রকার মৎস্য ও আমিষ, মাংস, মধু, কুলকর্কটী ফল, রাইসর্ষপ এবং সমস্ত মাদক-দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। দ্বিদল অর্থাৎ চনকাদি দাল, তিল, তৈল, কাঁকরযুক্ত অন্ন, ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট ও শব্দদুষ্ট দ্রব্যসকল বর্জ্জন করিবে। পরান্ন-ভোজন, পরদ্রোহ, পরদার-গমন, তীর্থযাত্রা-বিনা দূরদেশ ও পরদেশগমন পরিত্যাগ করিবে। পুরুষোত্তম-মাসে দেবতা, বেদ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রীলোক, রাজা ও মহজ্জনের নিন্দা পরিত্যাগ করিবে। জন্তুর অঙ্গোদ্ভূত চূর্ণ, আমিষ ও ফলের মধ্যে জম্বীর অর্থাৎ গোঁড়ালেবু আমিষ। ধান্যের মধ্যে মসূরিকা ও পর্য্যুষিত অন্ন আমিষ। অজা, গো, মহিষের দুগ্ধ ব্যতীত অন্য দুগ্ধ আমিষ। ব্রাহ্মণের বিক্রীত সর্ব্বপ্রকার লবণ ও ভূমিজাত লবণ, তাম্রপাত্রস্থিত গব্য, চর্ম্মস্থিত জল ও নিজের জন্য পাচিত অন্ন আমিষ মধ্যে গণিত। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ অমৈথুন, অধঃশয্যা, পত্রাবলিতে ভোজন, চতুর্থযামে ভোজন পুরুষোত্তমমাসে প্রশস্ত। রজঃস্বলা, ম্লেচ্ছ, পতিত, ব্রাত্য ব্যক্তি, দ্বিজদ্বেষী, বেদ-বাহ্য—এই সকলের সহিত আলাপ করিবে না। এই সকল ব্যক্তির দৃষ্ট এবং কাক-দৃষ্ট-অন্ন, সূতকান্ন, দ্বিপাচিত অন্ন ও দগ্ধান্ন খাইবে না। পলাণ্ডু, লশুন, মুস্তা, ছত্রাক, গৃঞ্জন, নালিকা, কেমুক-নামক মূলক, সজিনা—এই সমস্ত বর্জ্জন করিবে। পুরুষোত্তমমাস বিগত হইলে ঐ বর্জ্জিত দ্রব্য-সকল ব্রাহ্মণকে দিয়া ভক্ষণ করিবে। কার্ত্তিক এবং মাঘেও এই সকল নিয়মে ব্রত করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া পৌর্ব্বাহ্ণিকী ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়ে স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করিবে। ব্রত তিনপ্রকার অর্থাৎ উপবাস, নক্তহবিষ্যান্ন-গ্রহণ ও এক-ভোজন। যাঁহার পক্ষে যেটী কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া এই ব্রত আচরণ করিবে। পুরুষোত্তমমাসে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিবে। শ্রীভাগবত-শ্রবণের পুণ্য বিধাতাও বলিতে পারেন না। ভক্তগণ শ্রীশালগ্রাম শিলার অর্চ্চন করিবেন। এই মাসে ব্রত শতক্রতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, ক্রতু করিয়া স্বর্গলাভ হয়। যিনি পুরুষোত্তম-ব্রত করেন, তাঁহার দেহে সকল তীর্থ, ক্ষেত্র ও দেবতাগণ থাকেন। পুরুষোত্তম-তুষ্টির জন্য দীপ-দান করা কর্ত্তব্য। বৈভব থাকিলে ঘৃত-প্রদীপ, নতুবা তিলতৈল-প্রদীপ দেওয়া বিধেয়। হে মণিগ্রীব! তোমার বনবাসে ঘৃত ও তিলতৈল পাওয়া যাইবে না। তুমি ইঙ্গুদি-তৈলে দীপ দান কর। অষ্টাঙ্গযোগ, ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যজ্ঞান এবং সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া পুরুষোত্তম-মাসে দীপ-দানের ষোড়শীকলারও তুল্য হয় না। এই ব্রত-উদ্‌যাপন সম্বন্ধে শ্রীবাল্মীকি বলিলেন,—হে মহারাজ! কৃষ্ণ-পক্ষে চতুর্দ্দশী, নবমী অথবা অষ্টমী তিথিতে পুরুষোত্তম-মাসে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হয়। বিশুদ্ধ ভক্ত-ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমাহিত মনে উদ্‌যাপন ক্রিয়া করিবে। পঞ্চধান্যের দ্বারা অতিসুন্দর সর্ব্বতোভদ্র রচনা করিবে। চারিটী কলস মণ্ডলোপরি স্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে চতুর্ব্যূহ প্রীতি-কামনায় প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। বস্ত্র-বেষ্টিত পানপাত্র চতুর্ব্যূহ স্থাপন করিবে। শ্রীরাধামাধবকে কলসের সহিত স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গ-পরাগ বৈষ্ণবাচার্য্যকে বরণ করিবে চতুর্দ্দিকে চারিটী দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবে। ক্রমে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত সপত্নীক নারিকেলাদি অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র,—

"দেব দেব নমস্তুভ্যং পুরাণ-পুরুষোত্তম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিত হরে॥"

এই মন্ত্র বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"বন্দে নবঘন-শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
পীতাম্বরধরং দেবং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥"

তদন্তরে তিল হোম করিয়া নীরাজন করিবে। নীরাজন-মন্ত্র এই,—

"নীরাজয়ামি দেবেশমিন্দীবর-দলচ্ছবিম্।
রাধিকারমণং প্রেমণা কোটিকন্দর্পসুন্দরম্॥"

অথ ধ্যান মন্ত্র,—

"অম্বুজ্যোতিরণন্ত-রত্ন রচিতে
সিংহাসনে সংস্থিতম্।
বংশীনাদ-বিমোহিত ব্রজবধূ-বৃন্দাবনে সুন্দরম্॥
ধ্যায়েদ্ রাধিকয়া সকে স্তুতমণি-
প্রদ্যোতিতোরস্থলম্।
রাজদ্রত্ন কিরীট কুণ্ডলধরং
প্রত্যগ্র পীতাম্বরম্॥"

ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে ও এই মন্ত্রে নমস্কার করিবে,—

"নৌমি নবঘনশ্যামং পীতবাসসমচ্যুতম্।
শ্রীবৎস-ভাসিতোরস্কং রাধিকা-
সহিতং হরিম্॥"

পরে ভক্ত-ব্রাহ্মণে পূর্ণপাত্র দান করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে দান করিবে। এই সময়ে উপযুক্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভাগবত দান করিবার বিধি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে সংপুটিত কাংস্য-পাত্র দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত পায়স ভোজন করাইবে। পরে সকলকে

চরিত্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও তার কৃষ্ণধাম।

অন্ন বিভাগ করিয়া দিয়া স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। উদ্যাপন করিয়া ব্রত-নিয়ম পরিত্যাগ করিবে।

এই মাসে শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সমস্ত বিধি-নিয়ম লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত সর্ব্ব-বর্ণ-বয়সপরায়ণ প্রাণিমাত্র লোকে পালনীয়। গ্রন্থশেষে বৈদিকশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ গোস্বামী ঋষিগণকে এই বলিয়াছেন,—

"তাস্বতে জন্মবাসাত্ত পুরুষোত্তমমুত্তমম্।
সেবন্তে ন সুখস্থি গৃহাসক্তা নরাধমাঃ॥
গতাগতং ভজন্তেহত্র দুর্ভগা জন্মজন্মনি।
পুত্রমিত্রকলত্রাপ্ত বিয়োগাদ্ দুঃখভাগিনঃ
অস্মিন্মাসে দ্বিজশ্রেষ্ঠা নাসচ্ছাস্ত্রাণ্যুদাহরেৎ।
ন স্বপেৎ পরশয্যায়াং নালপেদ্ বিতথং ক্বচিৎ॥
পরাপবাদান্ ত্রয়ায় কথঞ্চিৎ করাচন।
পরান্নঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন কুর্ব্বীত পরক্রিয়াম্॥
বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো দানং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
বিত্তবানে ধনে শাঠ্যং কুর্ব্বাণো
রৌরবং ব্রজেৎ।
দিনে দিনে দ্বিজেভ্যশ্চ দত্বা ভোজনমুত্তমম্।
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে ব্রতী ভোজনমাচরেৎ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নঃ শতদ্যুম্নো যৌবনাশ্বো ভগীরথঃ।
পুরুষোত্তমমারাধ্য যযুর্ভগবদন্তিকম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংসেব্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বসাধনতঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বার্থ ফলদায়কঃ॥
গোবর্দ্ধনধরং বন্দে গোপালং গোপরূপিণম্।
গোকুলোৎসবমীশানং গোবিন্দং
গোপিকা প্রিয়ম্।
কৌণ্ডিন্যেন পুরা প্রোক্তমিমং
মন্ত্রং পুনঃ পুনঃ।
জপন্মাসং নয়েদ্ভক্ত্যা পুরুষোত্তমমাপ্নুয়াৎ।
ধ্যায়েন্নবঘনশ্যামং দ্বিভুজং মুরলীধরম্।
লসৎপীতপটং রম্যং সরাধং পুরুষোত্তমম্॥
ধ্যায়ং ধ্যায়ং নয়েন্মাসং পূজয়ন্ পুরুষোত্তমং।
এবং য একতে ভক্ত্যা স্বাভীষ্টং সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ॥"

ভারতভূমিতে জন্ম লাভ করিয়া যে গৃহাসক্ত নরাধমগণ শ্রীপুরুষোত্তমব্রতকথা শ্রবণ এবং ব্রত পালন করে না, সেই লোকগণ জন্ম-মরণ এবং পুত্র, মিত্র, কলত্র ও নিজজনের বিয়োগজনিত দুঃখভাগী হয়। হে দ্বিজবরগণ! এই পুরুষোত্তমমাসে বৃথা কাব্য-নাটকাদি অসৎশাস্ত্র আলোচনা করিবে না। পরশয্যায় শয়ন এবং অনিত্য বিষয়ালাপ করিবে না। পরনিন্দা বাক্য আলাপে করিবে না। পরান্ন-ভোজন ও পরকার্য্য করিবে না। বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। ধন থাকিতে শাঠ্য করা রৌরবগমনের কারণ হয়। প্রতিদিন বৈষ্ণবব্রাহ্মণদিগকে উত্তম ভোজন দিবে। ব্রতী নিজে দিবসের অষ্টম ভাগে ভোজন করিবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন, শতদ্যুম্ন, যৌবনাশ্ব ও শ্রীভগীরথ রাজগণ শ্রীপুরুষোত্তমকে আরাধনা করিয়া ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুরুষোত্তমের সেবা করিবে। এই পুরুষোত্তমসেবা সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বার্থ ফলদায়ক। 'গোবর্দ্ধন-ধরং' প্রভৃতি মন্ত্র পূর্ব্বে কৌণ্ডিন্যমুনি পুনঃ পুনঃ জপ করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তমমাসে এই মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে প্রাপ্ত হইবে। নবঘন শ্যাম দ্বিভুজ-মুরলীধর পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার সহিত নিরত ধ্যান করিতে করিতে শ্রীপুরুষোত্তমমাসকে যাপিত করিবে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক এরূপ করেন, তিনি সকল অভীষ্ট লাভ করেন।

পরন্তু ত্রিবিধ প্রকার অর্থাৎ বর্ণিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল—বর্ণিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষেই বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ও ভক্তগণ নিজ নিজ আচার্য্য নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রতপালনের নিয়মানুসারে পুরুষোত্তমব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিষ্ঠের সহিত অবসরতঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনামশ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন; যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চরম-উপদেশে বিষ্ণুরহস্যবাক্য,—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সক্তানাং সৈব বিমলা মতিঃ।
পরিতোষয়তে বিষ্ণুং নোপবাসো জিতাত্মনঃ

যাঁহাদের মতি ভক্তিপূত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে অনাসক্ত, তাঁহাদের মতি স্বভাবতঃ বিমলা সুতরাং তাঁহারা জিতাত্মা; সর্ব্বসময়েই স্বাভাবিকী ভক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করেন উপবাসাদি তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী একান্তীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন,—

একান্তেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং
স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥
ভাবেন কেনচিৎ প্রেষ্ঠ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি
সেবনে।
স্যাদিচ্ছৈষাং স্বমন্ত্রেণ স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ॥
বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হিতে
ইত্যাদ্যেকান্তিনাং ভাতি মাহাত্ম্যং
লিখিতং কিয়ৎ॥

একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণস্মরণ আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া হয় না। ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। পরমপ্রীতির সহিত উক্ত অঙ্গদ্বয় পালনে তাঁহারা এতদূর আগ্রহবিশিষ্ট যে, অন্য কোনও অঙ্গ তাঁহাদের রুচি সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনসেবা কোন বিশেষ ভাবের সহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা প্রবলা হয়, সুতরাং কিছু স্বতন্ত্রভাব সহিত এবং রসের অনুকূলভাবে কৃষ্ণার্চ্চনসেবাই তাঁহাদের বিধি হয়। ঋষিগণ বিধি বিধান করিয়াছেন, তাহাতে একান্তি ভক্তদিগের বিধি-বাধ্য ভাব নাই। স্বয়ং প্রবৃত্তিভাবই স্বভাবতঃ বর্ত্তমান হয়। ইহাই একান্ত ভক্তদিগের মাহাত্ম্য।

ভক্তগণ বর্ণিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও একান্তভাবভেদে যথাধিকার শ্রীপুরুষোত্তমমাস পালন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভগবান্ ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণ এই মাসের অধিপতি। সুতরাং 'অধিমাস'—ভক্তমাত্রেরই প্রিয়মাস; যেহেতু ঘটনাক্রমে এ মাসে কোন কর্ম্মকাণ্ডের পীড়ন আসিয়া ভক্তির ব্যাঘাত করিবে না।

যৎকিঞ্চিৎ

মনের স্মরণ প্রাণ। মনের কার্য্য চিন্তা করা, স্মরণ করা। মন একমুহূর্ত্তও কোন কিছু চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই তাহার স্বরূপ, বুদ্ধি বা প্রাণ। সে কিছু না কিছু চিন্তা করিবেই করিবে। হয় তাহার চিন্তার গতি সেবামুখী, কৃষ্ণমুখী হইবে, না হয় ভোগামুখী—মায়ামুখী হইবে। ইহাদের একটীও স্মৃতিহীন—অভিনিবেশহীন অবস্থানে স্থায়ী মঙ্গল হয় না। স্মৃতিহীনতার জন্যই ভক্তিতে আমাদের কোনও উন্নতি হইতেছে না। আমরা সকল কার্য্যের মধ্যেই আছি, সব কাজই করিতেছি, কিন্তু মূলে ভুল হইয়া যাইতেছে—শ্রীগুরুকৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে আসিতেছেন না। যাঁহাদের লইয়াই সব কাজ—যাঁহাদের সুখবিধানের জন্য এত যত্নচেষ্টা, সেই ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে কতক্ষণ থাকে? সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহাদের সুখময়ী চিন্তা কতক্ষণের জন্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়? আগে চিন্তা, তাহার পরে ক্রিয়া। যেখানে শ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখময়ী চিন্তাই হৃদয়ে স্থান পাইল না, সেখানে সেবার আশা কোথায়? স্মৃতিহীন কি প্রীতি হয়? প্রীতিহীন কি সেবা হয়? আমাদের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে, সুতরাং ভজনে উন্নতি হইবে কি করিয়া? প্রভুর সুখময়ী চিন্তা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে তোলপাড় না করিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে কি করিয়া?

ভক্তগণ সতত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কৃষ্ণচিন্তায় ব্যস্ত। তাঁহাদের চেতন মন—সেবোন্মুখ মনে কৃষ্ণচিন্তাস্রোতঃ সতত উথলিয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের স্মৃতিতে সতত শ্রীগৌরকৃষ্ণ খেলা করেন। চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের স্মৃতি সতত জাগে হয়। নিষ্কপট জীব যেকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণব ও নিত্যানন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীগৌর নিত্যানন্দের পদকমলকে সুদৃঢ় করিতে সম্যগ্ররূপে দীন হীন হইয়া ... কৃপা ... সমস্ত ... উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, তৎকালে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়, তখনই তাঁহার সংসার-বাসনা তুচ্ছ এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় জীবের বিষয়ের দম্ভ, অন্যাভিলাষিতা, প্রতিষ্ঠালাভ স্পৃহা, অন্যে মানদানে অনিচ্ছা বিনষ্ট হয়। হৃদয় নিষ্কলুষ হইলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্মৃতি সহজ ও অবিচ্ছিন্ন হয়।

ইষ্টদেবকে সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে রাখিতে হইবে। তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণস্মৃতির অনুকূলে হওয়া প্রয়োজন। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তাহা বিধির নামে অবিধি। এই বিষয়টীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে যাবতীয় বিধিকে এই কৃষ্ণস্মৃতির অনুগত করিতে না পারিলে সেই বিধির কোন মূল্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনফলে স্মরণ হয়।

যখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছি, তখন হইতেই পাপপুণ্য আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাজ্য। এই সব অনিত্য বস্তু ছাড়িয়া ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইবার যত্ন করিলেই সকল সন্তাপ যাইবে, হৃদয় নির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন হইবে। মুখে হরিনাম ও মনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে হইবে; মনে মুখে এক না হইলে হরিনাম হয় না, কাজও আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল শাস্ত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবার কথা বলিয়াছেন। সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর, আর মুখে হরিনাম—কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণস্মরণ কর, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ।

অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ, মাতা মুখে বল হরি॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি—কৃষ্ণে দেহ মন॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ... ও শ্রীশ্রীগৌর-... কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ... ফাল্গুন ... প্রকাশিত হইল না।

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•::-

নিয়মাবলী

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপঞ্চিক মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা সম্পন্নতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সাৰ্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা মানাপমানে উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য – অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না ; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় হইতে সে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ভগবৎ-অবতারবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অন্যান্য [illegible] পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—- ::•::—-

বাঙলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

গত ২রা মার্চ্চ—বাঙ্গলার জেলা স্কুল বোর্ডসমূহের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিদের এক সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বৈঠকে স্থির হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন,—

১। ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা শুধু অবশ্য পাঠ্য হইবে না, উহা একটি পরীক্ষার বিষয়ও হইবে এবং প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

২। প্রত্যেক প্রাথমিক শ্রেণীতে—উহা যে কোন বিদ্যালয়েই হউক একই ধরণের পাঠ্যতালিকা হইবে।

৩। নিখিল বঙ্গ জেলা স্কুল বোর্ড সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে একটি অরগ্যানাইজিং কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

অপরাহ্নে বাঙ্গলার শিক্ষাসচিব এক চায়ের মজলিসে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি ও জেলা স্কুল পরিদর্শকদের সহিত প্রাথমিক শিক্ষার বর্ত্তমান ও যুদ্ধোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যে অবিলম্বে প্রয়োজন, ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি

মিঃ পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এস-সি, ও মিঃ কমলাক্ষ দাশগুপ্ত, এম-এস-সি, ১৯৪৩ সালের জন্য বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ দাশগুপ্ত বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামের নলিনাক্ষ দাশগুপ্তের মধ্যম পুত্র। তাঁহার মৌলিক গবেষণার বিষয় ছিল "রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে পরমাণু বিচার"। তিনি অধ্যাপক বি, সি, রায়ের পরিচালনায় গবেষণা করেন। বর্ত্তমানে তিনি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। এই বৎসর আরও একজন ছাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন তাঁহার নাম মিঃ পরেশ বাবু ডাঃ মেঘনাদ সাহার ছাত্র। অধ্যাপক কে, এস, কৃষ্ণাণ, এফ-আর-এস, ডাঃ ডি, এম, বসু ও ডাঃ এস, কে, ব্যানার্জ্জী উভয় ছাত্রেরই পরীক্ষক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কমলাক্ষ বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ১৯৪১ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

আসানসোলে বাঙলার গভর্ণর

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিঃ আর, জি, কেসী আসানসোলের কয়েকটি প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সেক্রেটারী মিঃ এ, ই, পোর্টার এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন জে, সি, আরউইন সমভিব্যাহারে গভর্ণর বাহাদুর বিমানযোগে আসানসোলে পৌঁছিলে সেখানে স্যার বীরেন মুখার্জ্জী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। বার্ণপুরে আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের সহিত মিঃ আর, টি, লিনটন, গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা জানাইয়া কারখানা ঘুরাইয়া দেখান। গভর্ণর বাহাদুর সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া বিভিন্ন জিনিষের প্রস্তুত প্রণালী দেখেন এবং গ্যাস-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও ফারনেস পরিদর্শন করেন। তৎপর সদলবলে গভর্ণর বাহাদুর বার্ণপুর হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া কুলটির ষ্টিলের কারখানা দেখিতে যান। স্যার বীরেন মুখার্জ্জীর সহিত দ্বিপ্রাহরিক আহার করিয়া গভর্ণর বাহাদুর কুলটি হইতে ১৫ই মাইল দূরে জে, কে, নগরে এ্যালুমিনিয়মের কারখানা দেখিতে যান ; সেখানে লালা লক্ষীপৎ সিংহানিয়া ও মিঃ জে, এন, ট্যাণ্ডন তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

আলীগড় চিকিৎসালয়

এক সংবাদে বলা হইয়াছে, আলীগড় মোসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজ তহবিলে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৫ লক্ষ ৭ হাজার ৩৭৮৲ টাকা ছয় আনা ৭ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙলা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ টাকা (১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩১২৲ টাকা) পাওয়া গিয়াছে।

সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তর

নিউইয়র্কের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সম্পর্কিত কোন এক ভ্রাতা নাকি এক প্রকারের যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে নাকি সূর্য্যরশ্মিকে কাজে লাগাইয়া সমুদ্রের জলকে পানীয় জলে রূপান্তরিত করা যায়। এই যন্ত্রে ৮ ঘণ্টায় এক পাইণ্ট হইতে এক কোয়ার্টার পর্য্যন্ত পানীয় জল পরিষ্কৃত হইতে পারে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীব্রজকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হন। মধ্যম অধিকারে "যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে"—এই মহাজনবাক্যের বিচার উদিত হয়। তিনি কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষার বিচার উপলব্ধি করিতে পারেন। কনিষ্ঠাধিকারী জগতের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারেন না। মধ্যম অধিকারীই প্রকৃত পরোপকার করিতে পারেন। উন্নত উত্তম অধিকারী সর্বাপেক্ষা অধিকরূপে পরোপকার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবের সেবাবিচারটী যাঁহার যত অধিক পরিমাণে উদিত হইয়াছে, তিনি তত অধিক বৈষ্ণবতা লাভ করিতে পারেন এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসেবকাভিমানেই গুরুত্ব সংপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের উপকরণই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ও শ্রীকৃষ্ণের—পরস্পরের মধ্যে বিলাস নিত্যকাল চলিতেছে। সেই বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া যে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের চেষ্টা বা ইচ্ছা, তাহা নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানমাত্র। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, যাঁহাকে লইয়া শ্রীভগবানের ভগবত্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব, তিনিই 'বৈষ্ণব'। তাঁহার সেবার জন্য সর্বক্ষণ যাঁহার হৃদয়ে তীব্র বিরহ জাগরূক হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারই প্রতি বৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হইতেছে। আর সেই বৈষ্ণবের আবেদনে অমন্দোদয় দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই দয়া করিতেছেন। আমার বৈষ্ণবসেবা হইল না বলিয়া বৈষ্ণবসেবক-মাত্রেরই দৈন্য থাকা দরকার। সেই নিষ্কপট দৈন্য যাঁহার যত বেশী, তিনি তত অধিক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট তত অধিক আকৃষ্ট। বৈষ্ণবসেবার বিচারই প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং তাদৃশী ভক্তিই 'শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী'। বৈষ্ণবসেবক নিজে নিজে শ্রীনামপরায়ণ থাকিয়া প্রত্যেকে যাহাতে শ্রীনামের শ্রবণকীর্তনে উন্মুখ থাকেন, তজ্জন্য চেষ্টা করা দরকার। প্রত্যেকেরই অধিকার যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্য পরস্পরের মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করা আবশ্যক।

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণনামই পরমধর্ম। নিরপরাধে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে শুদ্ধ-বৈষ্ণব সকলেই সমান হন সত্য, কিন্তু যে বৈষ্ণবে যতদূর নাম-বলোদয় হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব ততদূর বলবান। নামবল দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বল্পবল ও বহুবল। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবে … শুদ্ধনামের … বল হয়। মধ্যমবৈষ্ণবে তদপেক্ষা অধিক বল হইলেও বহুবল উত্তমদের তুলনায় মধ্যমবৈষ্ণব স্বল্পবল বা মধ্যবল। উত্তমবৈষ্ণব বহুবলযুক্ত। জগতে দুইপ্রকার লোক অর্থাৎ বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ। বহির্মুখের কেবল আত্মতর্পণমাত্র ধর্ম, বৈষ্ণবসেবা নাই। অন্তর্মুখ আবার দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈষ্ণববলজ্ঞ ও বৈষ্ণববলানভিজ্ঞ। বৈষ্ণববলানভিজ্ঞব্যক্তিগণ বিষয়ী, অল্পবুদ্ধি, ভিক্ষুক বা জুয়বেশ দেখিলেই ভীত হয়, কাহাকে বৈষ্ণববল বলা যায় বা সেই বলের তারতম্য কি, তাহা তাহারা জানে না। বৈষ্ণবাগ্নির স্বল্পাগ্নিত্ব ও মহাগ্নিত্বের বিশেষ তাহারা অবগত নয়। সেই বৈষ্ণববলানভিজ্ঞ বিষয়ী, বৈষ্ণবপ্রায় কনিষ্ঠভক্তগণ বালিশ মধ্যে … দীক্ষিত হইয়া অর্চ্চন করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত ও তদিতরের ভেদ করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতে অক্ষম। তাহারা বেশধারী বা অতিথিমাত্রকেই সমতার সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য। তাহারা যদি ভেদ করিতে আরম্ভ করে, তবে অজ্ঞতা-বশতঃ শুদ্ধবৈষ্ণব ত্যাগ করিয়া অভক্তলোকের সেবামাত্র করিয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং তাহাদের অজ্ঞতাদোষের সমতাই পথ্য। কিন্তু বৈষ্ণববলজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ নয়। ব্যবহার-পরমার্থী বৈষ্ণব শ্রবণ, দর্শন ও শুদ্ধ-সম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা বিশেষবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বল্পবল-বহুবল-বিচারে প্রবীণ—কাহার দেহে কৃষ্ণের কি পরিমাণ তেজ স্বল্প বা বহু, তাহা সকলই জানেন। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের বলানুসারে বিশেষবুদ্ধি করিবেন। বলাবল না বুঝিয়া যদি ব্যবহার করেন তাহা হইলে দোষভাগী হন। স্বল্পবল ও বহুবলবৈষ্ণব উপস্থিত হইলে অগ্রে বহুবলের পূজা কর্ত্তব্য, পরে সাধারণ বলের। অসাক্ষাতেও তদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। বাড়বাগ্নি নির্বাপিত হইলে প্রদীপাগ্নি সহজেই নির্বাপিত হয়। যদি মহাবল ও মহাতেজা বৈষ্ণবের অগ্রে পূজা দেখিয়া স্বল্পতেজা বৈষ্ণব ক্রোধ করেন, তবে ক্রুদ্ধ, অন্যায়কারী মহতের তেজে ভগ্নতেজ হইয়া পূজাকারীর নিগ্রহ করিতে পারিবে না। এই সমস্ত ব্যবসায়ী দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ ব্যবহার-পরমার্থজ্ঞ হইয়া অবশ্য জানেন; জানিয়াও যদি বৈষ্ণববলানভিজ্ঞের ন্যায় সদ্ব্যবহার করেন, তবে অবশ্য নষ্ট হইবেন। যদি মধ্যম বৈষ্ণবগণ ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষারূপ বলাবল বিচারিত কার্য্য না করেন, তবে বৈষ্ণবতা কিরূপে থাকিবে? বৈষ্ণব জীবনই বা তাঁহাদের কিরূপে সিদ্ধ হইবে? শুদ্ধবৈষ্ণবকে যথাযোগ্য সেবা করিলে সুমেরু পর্ব্বতের আশ্রিতজনের ন্যায় তাঁহারা ভয়শূন্য হইবেন, অন্যে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের বলাবল-বিচারপূর্ব্বক অত্যন্ত স্বল্পবলের সম্মান, মধ্যবলের পূজা … সেবা যথাযথ করিয়া কৃষ্ণসংসার নির্বাহ করিবেন। তাহা হইলে বৈষ্ণবনিন্দাদোষে নামাপরাধ হইবে না।

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবে না। প্রমাদেও বৈষ্ণবের অবহেলা করিবে না। বৈষ্ণবের জন্ম যদি নীচ হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই। কদাচার দেখিয়া বৈষ্ণবে দোষারোপ করিবে না। বৈষ্ণবের দৈবাগত পাপের নিন্দা করিবে না। যেহেতু বৈষ্ণবাঙ্গে কৃষ্ণাগ্নি আছে। সেই অগ্নিবলে পাপ আসিতে পারে না। যদি দৈবাৎ আসে, তবে সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

একমাত্র কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ। শ্রীগুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভজনক্রমে যে রসোদয় করিতে পারা যায়, তাহারই নাম—'বৈষ্ণবতা'। নিরপরাধে কদাচিৎ নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণব'। সেইরূপ নিরন্তর নাম হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতর' হন। হ্লাদিনী-শক্তির উদয় হইলে তিনি 'বৈষ্ণবতম' হন। শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণবই শ্রীচৈতন্যচরণানুগত বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত। সান্তর-নামানুশীলকই—'বৈষ্ণব'। নিরন্তর-নামানুশীলকই 'বৈষ্ণবতর'। এইসকল সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য। যাঁহার যে পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণনামে রতি হইয়াছে, তিনি ততদূর বৈষ্ণব।

অন্তর্মুখ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে তিন প্রকার। কনিষ্ঠ অন্তর্মুখগণ অন্য দেবাদি ত্যাগ করিয়া সর্বকাম হইয়া কৃষ্ণার্চ্চন করেন; কিন্তু স্ব-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও ভক্তস্বরূপ অনভিজ্ঞ; মূঢ় হইলেও অপরাধী নহেন। ইঁহাদের মধ্যেই স্বনিষ্ঠ-প্রবৃত্তি; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব না হইলেও 'বৈষ্ণবপ্রায়'। মধ্যম অন্তর্মুখগণ শুদ্ধবৈষ্ণব ও পরিনিষ্ঠিত। উত্তম অন্তর্মুখের ত' কথাই নাই; তিনি—নিরপেক্ষ। শ্রীনাম নামীতে অভেদবুদ্ধি ব্যতীত কেহ কখনও অন্তর্মুখ হইতে পারেন না। অন্তর্মুখমাত্রেরই ভগবানে অনন্যশরণতা আছে। মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী।

বৈষ্ণবকৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব'-পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। বৈষ্ণব গৃহস্থ হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ভক্তিসমৃদ্ধিই তাঁহার সমস্ত সম্মানের কারণ। যাঁহার যতদূর ভক্তিসম্পত্তি হইয়াছে, তাঁহাকে ততই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান করিতে হয়। অন্য কোন কারণে বৈষ্ণবের তারতম্য নাই। যাঁহার ভক্তি আছে, তিনি—গৃহস্থই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, দুর্বলই হউন বা বলবানই হউন—বৈষ্ণব। ছাব্বিশটী গুণলক্ষণের দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। এই গুণগণমধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা-গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। অনন্যকৃষ্ণৈকশরণই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ।

রুচি-অনুসারে ভক্তগণ তিনপ্রকার অর্থাৎ প্রচার-প্রধান-ভক্ত, আচার-প্রধান-ভক্ত ও আচার-প্রচারসম্পন্ন ভক্ত। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বিচার করিলে আচারপ্রচারসম্পন্নই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেবল আচারপ্রধান-ভক্ত—মধ্যম, কেবল প্রচারপ্রধানভক্ত—কনিষ্ঠ। শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ হইয়া যিনি সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়, তিনি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ। তিনিই ভক্তির উত্তমাধিকারী। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে বিশেষ নিপুণ নহেন, অথচ দৃঢ়শ্রদ্ধ, তিনি ভক্তির মধ্যমাধিকারী। যিনি পরম্পরাগতিকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির আশ্রয় করেন নাই, তিনি কোমল-শ্রদ্ধ। সাধুসঙ্গ হইলে শাস্ত্রার্থবিশ্বাসের সহিত তিনিও ক্রমশঃ প্রৌঢ়শ্রদ্ধ হইতে পারেন।

বৈষ্ণবসম্মান ও বৈষ্ণবসেবায় কেবল মধ্যম-বৈষ্ণবেরই অধিকার। মধ্যমবৈষ্ণবের পক্ষে—একবার যিনি কৃষ্ণনাম করেন, নিরন্তর যিনি কৃষ্ণনাম করেন ও যাঁহাকে দেখিলে কৃষ্ণনাম মুখে আসে—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবা প্রয়োজন। বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের তারতম্য-অনুসারে উপযুক্ত সেবা কর্ত্তব্য। মধ্যমাধিকারী শুদ্ধভক্তের কর্ত্তব্য এই যে, শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরে প্রেম, শুদ্ধভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও দ্বেষী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিবেন। ভক্তিতারতম্য অনুসারে মৈত্রীর তারতম্য উপযুক্ত। বালিশের মূঢ়তার অথচ সরলতার পরিমাণ অনুসারে কৃপার তারতম্য উপযুক্ত। দ্বেষিব্যক্তির দ্বেষের তারতম্য-অনুসারে তাঁহার প্রতি উপেক্ষার তারতম্য উপযুক্ত।

সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধ-ভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না; শুদ্ধভক্তগণ সর্বদা নিরপেক্ষ। বৈষ্ণবচরিত্র নিষ্পাপ, তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। চরিত্রশুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণবপদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না।

বৈষ্ণবের কৃপাতেই বৈষ্ণব চিনা যায়। বৈষ্ণবগণ কৃপাপূর্ব্বক নিজের স্বরূপ প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে বা জানিতে পারে না। স্নেহশীলা মাতা যেমন পুত্রের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ করুণাময় বৈষ্ণবও স্নেহপ্রীতিশীল আশ্রিত শরণাগত জনের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন। প্রাকৃত জগতে যেমন মাতা-পুত্র এবং পতি-পত্নী পরস্পরে হৃদয় কতকটা জানিতে পারে, সেইপ্রকার অপ্রাকৃত জগতে একান্ত আশ্রিত শরণাগত জন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের হৃদয় জানিতে পারেন। বৈষ্ণব এবং তদাশ্রিত জন উভয়েই উভয়ের হৃদয় জানেন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা

উচিত নহে, তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। বৈষ্ণব কি করেন?—ইহা জানিবার চেষ্টা করাই মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। বৈষ্ণবের জীবন-প্রণালী-বিচার-পূর্ব্বক অনুসরণ করিলে এবং 'আমি অধম' এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়া দীনভাবে সহিত দর্শন করিলে তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে। নিজেকে 'বৈষ্ণব' মনে করা বৈষ্ণবতা নহে; ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্য প্রার্থনা ও আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে। বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে। অপতিত বৈষ্ণবের আদর্শ সর্ব্বক্ষণ সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে হইবে। আদর্শ অপতিত না হইলে ভক্তিপথে কখনও অগ্রসর লাভ করিতে পারা যাইবে না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ পরমকারুণিক—জীবে অহৈতুক-দয়াময়। তাই কৃপাপূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য সর্ব্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। আদর্শ প্রদর্শন বা প্রকটন—আদর্শ-প্রদর্শনকারী গুরু-বস্তুর অহৈতুক-কৃপা-সঞ্জাত ব্যাপার। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু। তাঁহার ওজন খুব বেশী। তাঁহাকে কেহ মাপিয়া লইতে পারে না শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ দুর্ব্বল, লঘুর নিকট যে আদর্শ প্রদর্শন করেন, তাহা গুরুবৈষ্ণবের অসাধারণ কৃপা। এইরূপ অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। পরন্তু:বস্তুতঃ সদ্গুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ও আচার সম্পূর্ণ এক তাৎপর্য্যপর বলিয়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা পরমমঙ্গলদায়ক অনুসরণযোগ্য হয়। দুর্ব্বল জীব ও সদ্গুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না—যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুষ্প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরুদেবের মহান্ আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটী পতনোন্মুখের বা পতিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তবে পতিতপাবন সদ্গুরুর পরমপাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসদ্গুরুর আদর্শে সর্ব্বদাই পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনোন্মুখতা-প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অন্ধতামিস্রে পতিত হয়।

বৈষ্ণবের কৃপাতেই বৈষ্ণব চিনা যায়। যখন প্রকৃত বৈষ্ণব স্বেচ্ছা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা—এই দুইটী বৃত্তির অদ্ভুতপূর্ব্ব যুগপৎ সমন্বয়ে জগতে আবির্ভূত হন, তখন সেই পরমকারুণিক ভাগবত অত্যন্ত পতিত ও বহির্ম্মুখ জীবকুলের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যে-কোনরূপে, যে-কোনস্থলে, যে-কোনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। যখন কেই ভাগবতগণ জীবসমূহে কৃষ্ণভক্তির সন্ধান দিবার জন্য নিজের প্রেমভক্তি-সম্পত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে আশঙ্কা করেন—আমার প্রিয়তম প্রাণসদৃশ বৈষ্ণবে যেসকল জীব আত্মসমর্পণ করে, সেইসকল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। আমার প্রিয় বৈষ্ণবে শরণাগত ব্যক্তিগণের অধীন হইয়া পড়িবে ও তাহারা ইচ্ছামাত্রই আমাকে তাহাদের কবলে কবলিত করিতে পারিবে। এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহান্তের লক্ষণসমূহকে সাধারণ লোকচক্ষুর সম্মুখে কোন কোন সময় আবৃত করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জীবের বাস্তবসত্যের প্রতি অনুরাগকে পরীক্ষা ও অধিকতর প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তি-প্রভাবে অন্যাভিলাষী জীবসমূহ প্রকৃত বৈষ্ণবে মহান্তের লক্ষণ নাই, তদ্বিপরীত লক্ষণ আছে,—এইরূপ মনে করিয়া থাকে। অতএব পরম করুণাময় বৈষ্ণবের নিজ স্বতন্ত্রেচ্ছা ব্যতীত কেহ বৈষ্ণবের কোন লক্ষণ দর্শন করিবার বা শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ দেখিয়াও বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির যোগ্যতা-প্রাপ্ত হয় না। অনেক সময়, প্রকৃত বৈষ্ণব বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেন। উহা-দিগকে প্রতিষ্ঠা দিয়া উহাদের সঙ্গ হইতে যত্নপূর্ব্বক দূরে থাকেন, কখনও বা জনসঙ্গভয়ে নিজ স্বাভাবিক লক্ষণসমূহ গোপন করিয়া থাকেন। কোন কোন লোককে বাহিরে শিষ্য করিবার অভিনয় এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ বেষ্টিত থাকিবার অভিনয়, সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অভিনয় ও তাঁহাদের সেবা গ্রহণের অভিনয় করিয়াও তাঁহাদের নিকট নিজের প্রকৃত স্বরূপের আচ্ছাদন করেন। ব্রজ-মণ্ডলে কোন এক ভজনানন্দী বৈষ্ণব শ্রীরাধা-কুণ্ডের উত্তরে দূরবর্ত্তী কোন একগ্রামে ভজন করিতেন। নানাপ্রকার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের ব্যবহারিক (শারীরিক ও মানসিক) দুঃখ নিবারণের ভরসা দিতেন। ক্রমে তাঁহার ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইলে লোকসমূহ তাঁহাকে "সিদ্ধ বাবাজী" বলিয়া বিধামাত্র ব্যক্তিবাদ করিতে লাগিল। তিনি খুব বৈরাগ্যবান, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-শূন্য, জীবের প্রতি দয়াময়, অদোষদর্শী পরম বৈষ্ণব—এইরূপ প্রতিষ্ঠা রটনা করিয়া বহুলোক তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। তখন উক্ত ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব কোন এক ধনীলোকের নিকট হইতে মাসিক কিছু অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া সেই অর্থের দ্বারা এক 'ভাঙ্গীর' (মেথরের) যুবতী স্ত্রীকে নিজের কুটীরের সম্মুখে সমস্ত দিন বসাইয়া রাখিলেন। ইহাতে লোকসকল উক্ত বৈষ্ণবকে স্ত্রী-সঙ্গী, অর্থলোভী প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। আবার কতকগুলি লোক ঐ ভজনানন্দী মহাত্মার নিকট হইতে কোন আধিভৌতিক ফল পাইতেছে না দেখিয়া যাতায়াতও বন্ধ করিয়া দিল। বস্তুতঃ তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবগণ যখন করুণাবশতঃ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণে অকপট কাতর প্রার্থনা থাকিলে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন ও দৈন্যপূর্ণ হইলে শ্রীনিতাই-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব নিতাই-গৌরকে জানাইয়া দেন, আবার নিতাই-গৌর ও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন।

বৈষ্ণবগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' ন্যায়ানুসারে অনেক ভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল বরণ করিব না দেখিয়া তাঁহারা আমাদের রুচির অনুকূল নানাকথা বলিয়া নিজেরা অন্তরে নির্ব্বিঘ্নে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীল পরমহংস গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন, ভোগোন্মুখ কপটতাময় চিত্তবৃত্তি লইয়া কখনও সাধুসঙ্গ হয় না, সাধুর সম্পূর্ণ শরণাগত হইলে সাধু সেবোন্মুখ শরণাগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন ও অনাহার একান্ত সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ

——::(:):: ——

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণীসভার একপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদ ও তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচালনায় বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের প্রস্তাবে ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ সভাপতি মহোদয়ের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ মহোদয় পূর্ব্ববৎসরের অধিবেশন-বিবরণ পাঠ করিলে পর শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তি-বান্ধব প্রভুর প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত অনন্তমঙ্গেশ হলদিপুর, বম্বে; শ্রীযুক্ত যদুনন্দন সাহাই, ফতেপুর সিক্রি; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শীল বি-এ, ময়মনসিংহ; উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার খাসনবীশ বি-এল, ময়মনসিংহ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দেব, দিল্লী ও শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ কপূর, বম্বে—এই ছয়জন ভদ্রমহোদয় শ্রীধাম-প্রচারিণীসভার সদস্যপদে গৃহীত হন। অতঃপর মহামহোপাদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু পরমহংস শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট, কয়েকজন মঠবাসীর নির্য্যাণ ও দেশের কয়েক-জন বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়ের স্বধামগমন-সংবাদ পাঠ করিয়া সভার পক্ষ হইতে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগরপ্রভু পরবিদ্যাপীঠের পরীক্ষার ফল পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় বিশেষ সাহায্যকারী ভক্ত ও সজ্জন-গণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয় স্বদেশ জ্ঞাপন করিয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর উপসংহার সঙ্গীত কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাশীল বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মূল্যের অংশ টাকা পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। [illegible], ঐশ্বর্য্য, [illegible], অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে আন্তরিক নিষ্কপট ইচ্ছাই প্রাপ্তির ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় সর্ব্বদা [illegible], শরণাগতি, সেবোন্মুখতা, বালকের ন্যায় অকার্পণ্য, অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা পাণ্ডিত্যাদিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, [illegible] দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, পাপ, অর্থ, মুক্তি ও বাঞ্ছা—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের অনুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পারমার্থিক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের বাজেট পেশ করিয়া অর্থসচিব জানান যে, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৪৮-৪৫ সালে) ১৫৫ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৬৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। বর্ত্তমান বৎসরে সমর বিভাগের জন্য রাজস্ব খাতে ব্যয় মূল বরাদ্দ ২৭৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার স্থানে ৩৯৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার এবং মূলধন খাতে ব্যয় মূল বরাদ্দ ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার স্থানে ৫৯ কোটি ৪১ লক্ষ টাকায় উঠিবে।

অর্থসচিব আরও জানান যে, আয়করের পরিমাণ স্থির হওয়ার পূর্ব্বে সম্ভাবিত কর জমা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে ৬০ কোটি টাকা অগ্রিম আদায় হইয়াছে এবং ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত জনসাধারণ ২৮৬ কোটি টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক ক্রীত কোম্পানী কাগজের মোট মূল্য ৮২২ কোটি টাকায় উঠিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই উত্তরাধিকার করসংক্রান্ত বিল পেশ করা হইবে বলিয়া অর্থসচিব প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালায় প্রেরিত খাদ্যশস্য

নয়াদিল্লী, ২৮শে ফেব্রুয়ারী—আজ কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুত এ, এন চট্টোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যসচিব স্যার জ্বালা-প্রসাদ শ্রীবাস্তব বলেন যে, ১৯৪৪ সালে বাঙ্গলা সরকার মোট ১০ লক্ষ টন চাউল কিনিয়াছিলেন এবং ১৯৪৪ সালের শেষে তাঁহাদের হাতে প্রায় ৫ লক্ষ টন চাউল মজুদ ছিল।

খাদ্যসচিব আরও প্রকাশ করেন যে, ১৯৪৩ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯৪৪ সালের ২রা নবেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গলা দেশে ২,৩৫,৪৭০ টন চাউল এবং ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সালের ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪,৬৯,১২৭ টন গম পাঠান।

অপর প্রশ্নের জবাবে খাদ্যসচিব বলেন যে বাঙ্গলা দেশে চাউলের গুণানুসারে মূল্য নির্দ্ধারণের প্রশ্ন বিবেচিত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের প্রথম দিনে আজ সকালে খাদ্যসচিব স্যার জে, পি শ্রীবাস্তব বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট খাদ্য দপ্তরে একটি নূতন বিভাগ যোজনার প্রশ্ন বিবেচনা করিতেছেন। এই বিভাগ চিনি, লবণ, সংরক্ষিত খাদ্য বা তাজা খাদ্য এবং বিদেশ হইতে আমদানী খাদ্যদ্রব্য বণ্টন সম্পর্কে বিশেষ যত্ন লইবেন।

ব্যাঘ্র শিকারে গুরুতর আহত

রায়গঞ্জ, (দিনাজপুর), গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী—রায়গঞ্জ থানার অধীন [illegible] পালটবাড়ী গ্রামের মোঃ সরমজান খাঁ বাঘ শিকার করিতে যাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছেন। বিবরণে প্রকাশ, উক্ত দিবস সকালে বাঘটিকে সদর রাস্তার জঙ্গলের ধারে একটি ছাগল খাইতে দেখা যায়। সরমজান খাঁ বন্দুক ও গ্রামবাসীসহ জঙ্গল ঘেরাও করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন। ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাঘটি সরমজান খাঁকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভীষণভাবে আহত করিয়া সরিয়া পড়ে। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে আনা হইয়াছিল। জানা যাইতেছে বাঘটি বহু গরু ও ছাগল নিহত করিয়াছে। বাঘের উপদ্রবে উক্ত গ্রামবাসীদের রাস্তায় চলাফেরা করাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

রায়গঞ্জে ধরপাকড়

রায়গঞ্জ, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—এখানে ভীষণ ধরপাকড় আরম্ভ হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত স্থানীয় কয়েকজন বস্ত্র ব্যবসায়ী ভারতরক্ষা আইনে অভিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে সকলেই ২০০৲ টাকা করিয়া জামীনে খালাস আছেন। তাহা ছাড়া ৬টি কাপড়ের দোকান হইতে কর্ত্তৃপক্ষ কিছু ধুতি ও সাড়ী বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষা

বাঙলা গভর্মেণ্ট সম্প্রতি ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের সভাপতিত্বে বাঙলায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষার উন্নতিকল্পে পরিকল্পনাদি আলোচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

এই কমিটিতে আছেন—ডাঃ এ, এইচ, পাণ্ডা, মিঃ জে, চেম্বার্স, মিঃ জে, এফ, রাসেল, মিঃ ডব্লিউ, এম, রাইট, মেজর এ, মেয়ার, মিঃ ফজলুর রহমান, এম-এল-এ, মিঃ এস, পি, সেন, মিঃ শউকৎ মের এবং মিঃ এস, আর, সেনগুপ্ত।

[illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৯; ৯ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ২৩শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪০, শুক্রবার } ৯-১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ পুরুষোত্তম নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীগুরুভক্তি

---::(:※:)::---

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

সুবিস্তৃত সংসার-জালে-আবদ্ধ, মায়ামোহে অন্ধ জীবগণ সুখাশায় মুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান সকলের নিকট সুখ অন্বেষণ করে, কিন্তু কোনওক্রমে আপনাকে সুখী করিতে পারে না। এইরূপে জীবের অনেকজন্ম গত হয়। বহু-জন্মার্জ্জিত সুকৃতিপুঞ্জের ফলে যখন জীবহৃদয়ে ভগবদ্বিষয়িনী শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়, তখনই তাহার সুখলাভের সূচনা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্, জীবগণ তাঁহার নিত্য-কিঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে জীবের সর্ব্বক্লেশ দূর হইয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ জীব স্বল্পকালেই সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করেন। শ্রীগুরুকৃপাবলেই তাহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সাধুগুরু জীবগণকে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জানিয়া তাহাদের নিকট নিরন্তর ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। আবার যখন তাহারা ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈষ্ণবচরণাশ্রয় করেন, বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুরূপে তখন তাহাদিগকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন। ভজনবিজ্ঞ অনন্যচেতা উপযুক্ত শিষ্যকে আবার কৃপা-সঞ্চার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ভাণ্ডারদর্শনে শক্তি প্রদান করেন। এইরূপ বৈষ্ণব-কৃপার অবধি নাই। কত শত অনর্থ-পরিপূরিত, নানারূপে মায়াবিড়ম্বিত, সংসারসাগরে নিপতিত অতি ক্ষুদ্র অধম জীবকে যিনি শ্রীগুরুরূপে চরণে স্থান দেন, তাহার ভজন-বিহীন জীবনের ভার আপনি গ্রহণ করেন, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র এবং সুদৃঢ় ভজনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে ভজনমার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর করান, তাঁহার অপার কৃপায় বাস্তবিকই কোন সীমা নাই, তাহা অনন্ত ও অদ্ভুত। এইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু, কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদি প্রকাশিত
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যা'তে
বেদে গায় যাহার চরিত॥"

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ভেদে শ্রীগুরু দ্বিবিধ। যাহার নিকট মন্ত্র লাভ হয়, তিনি দীক্ষাগুরু; যাহার নিকট ভজন শিক্ষা করা যায়, তিনিই শিক্ষাগুরু। উভয়কেই শিষ্য সমান সম্মান প্রদর্শন করিবেন; উভয়কেই কৃষ্ণশক্তির প্রকাশ বলিয়া জানিবেন; তাঁহাদিগের প্রতি কোন ভেদভাব থাকিলে শিষ্য অপরাধী হইবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ॥"

গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞান করা অপরাধের কার্য্য, যেহেতু তাহাতে জীবে ঈশ্বরে সমতাজ্ঞানরূপ মায়াবাদ-মত হয়। তবে শ্রীগুরুকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিশেষ বা শ্রীভগবানের শক্তিরূপে ভক্তি করিলে কোন দোষ থাকে না। প্রেমময় শ্রীভগবান্ই শ্রীগুরুদেবে প্রকটিত হইয়া দীক্ষা-শিক্ষা দিতেছেন, শিষ্যের মনে এই ভাব থাকিলেই মঙ্গল হইবে—শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইবে এবং তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি হইবে।

শ্রদ্ধাবান্ জীব বহুযত্নে সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিবেন। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বিবিধ শাস্ত্র হইতে শ্রীগুরুলক্ষণ ও শিষ্যলক্ষণ স্বীয় শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য এই—দৃঢ়-চরিত্র, বিশুদ্ধ ভক্ত-ভাগবতোত্তমই জীবের গুরু এবং নিষ্পাপ, শুদ্ধশ্রদ্ধ, বিনীত শিষ্যই শিক্ষার উপযুক্ত। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই অনর্থ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য এই যে,—"যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।" এবং "গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ।" প্রভুর শ্রীমুখবাক্য সর্ব্বত্রই সত্য হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গুরু বহুদিন যাবৎ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন এবং শিষ্যও শ্রীগুরুচরিত্র সন্দর্শন করিবেন। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ দুই দিনের জন্য নহে, জীবনের পরেও তাহা বর্ত্তমান থাকে। শিষ্য যত্ন-সহকারে অন্বেষণ করিয়া সদ্গুরু আশ্রয় না করিতে পারিলে নানা কারণে গুরুদেবের প্রতি অচলা-ভক্তি রাখিতে পারেন না এবং গুরুর প্রতি অবজ্ঞা-দোষে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। গুরু যদি অযোগ্য হন, তবে শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সদ্গুরু স্বীকার করিবেন। শিষ্যও যদি পতিত হয় এবং শ্রীগুরু তাহাকে সংশোধন করিতে অপারক হন, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যেরূপ আজ্ঞা করেন, দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত তাহা পালন করা উচিত। তাহা না করিয়া নানাজনের নিকট গিয়া নানাপ্রকারের উপদেশ শ্রবণ করিলে লৌল্য-দোষে তাহার ভজন হইবে না। তবে দেখিতে হইবে, শ্রীগুরুদেব যাহা আজ্ঞা করেন, তাহা সৎশাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না। যদি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বোধ হয়, তবে সরলভাবে শ্রীগুরুচরণে তাহা জ্ঞাপন করিয়া শাস্ত্র-বাক্যের সহিত সমন্বয় করিয়া লইবেন। শ্রীগুরুদেব যেরূপ আজ্ঞা দেন, বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তার সহিত তাহা পালন না করিলে কোন প্রকারেই গুরু-কৃপা লাভ করা যায় না। ভাগবতোত্তম শ্রীগুরুদেব ইচ্ছা করিলেই শিষ্যকে শক্তিসঞ্চার করিয়া পরমভাগবত করিতে পারেন, কিন্তু অযোগ্য শিষ্যকে সেরূপ করিতে শ্রীগুরুদেবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না। জীব যত্নসহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন করিয়া অচিরকালেই গুরুকৃপা-ধনে অধিকারী হন। তখন শ্রীগুরু-কৃপা কি বস্তু, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। যতদিন ভজনে অনর্থ থাকে ততদিন যত্নসহকারে শাস্ত্রবিধি-নিষেধ-গুলি পালন করিয়া শ্রীগুরূপদিষ্ট ভজনপথে অগ্রসর হইতে হয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শিষ্য যখন অনর্থ-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া নিষ্ঠা এবং তদনন্তর রুচির রাজ্যে উপস্থিত হন, তখনই শ্রীগুরুকৃপা প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। শ্রীগুরুদেব তখন জীবনের ধন হইয়া থাকেন। তাঁহার উপর শিষ্যের মমতা জন্মে এবং ক্রমশঃ ভজনলৌল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ মমতা পরিপাক হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপূর্ব্ব দাস্যরস বিস্তার করে। শিষ্য শ্রীগুরুদেবের পদে অতি দৃঢ়

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি

আপন জীবন সমর্পণ করেন। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক প্রীতির উদয় না হয়, ততদিন শ্রীগুরুকৃপা লাভের জন্য তাঁহার সেবা করা শিষ্যের একান্ত আবশ্যক। যত্ন-সহকারে শ্রীগুরুবাক্য পালন করাই তাঁহার প্রধান সেবা। অনেকে শ্রীগুরুদেবের বাক্য আচরণে তত যত্ন প্রকাশ করেন না, কিন্তু কোনপ্রকারে শ্রীগুরুদেবের পাদসেবন বা বায়ু বীজন করিবার জন্য বড় ব্যতিব্যস্ত হন। যদি সাহজিক প্রীতির সহিত তাহা কৃত হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যুত্তম। কিন্তু যদি অন্তরে কপটতা থাকে বা এইরূপ সেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হইব—এই আশা থাকে, তাহা হইলে তাহা তত ভাল নহে। তাহাতে শ্রীগুরুদেবের প্রিয় হওয়া যায় না। তাঁহার মনে তিনি বড় সন্তোষ লাভ করেন। ঐরূপ সেবন অবশ্য মন্দ নহে; উহার ফলে শ্রীগুরুবাক্য প্রতিপালনের শক্তি জন্মে এবং তাহা হইতেই শ্রীগুরুপ্রসাদ লাভ হয়। সাহজিক প্রীতিজনিত সেবাফলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

সাধুসঙ্গ

-::০::(৩)::০::-

সঙ্গ ছাড়া কেহ থাকিতে পারে না। সঙ্গই চেতনের ধর্ম্ম। যে বস্তুর প্রতি প্রীতি বা আদর থাকে, তাহারই সঙ্গ হয়। নিজ-সুখবাঞ্ছামূলে যে সঙ্গ, তাহা অসৎসঙ্গ। শ্রীভগবান্ ও ভাগবতজনের সুখানুসন্ধানমূলে যে সঙ্গ, তাহাই সৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গের নাম ভোগ, আর সৎসঙ্গের নাম সেবা। ভোগ্যের সঙ্গ ভোগ, আর সেব্যের সঙ্গ সেবা। সেবক-অভিমানে ইষ্টদেবের সুখের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই সেবা বা প্রভুসঙ্গ। অভিমান না হইলে সেবা হয় না। সেবক না হইলে সেবা হয় না। সেবকই সেবা করেন, তজ্জন্যই প্রভুর কৃপা করেন। সেবকের দিক্ হইতে প্রথমে সেবক বলিয়া অভিমান এবং সেব্যের দিক্ হইতে সেবক বলিয়া গ্রহণ—যুগপৎ দুইটি একইকালে হইলে তবেই সঙ্গ বা সেবা হয়। সেবক হইলে সেবা এবং সঙ্গী হইলে সঙ্গ হয়। অন্তরে সেবক অভিমান রাখিয়া সেবা করিলে তবেই প্রকৃত সেবা হয়। অভিমান না থাকিলে প্রকৃত সেবা হয় না। অপ্রাকৃত অভিমান বা সাধুগুরুর দাসাভিমানে অভিমানী হইয়া অভীষ্টদেবের যে সুখানুসন্ধান-চেষ্টা, তাহাই সঙ্গ বা সেবা।

যে যেরূপ সঙ্গ করিবে, তাহার চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ হইবে। সাধুগুরু বলেন যে, সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ না করিলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে। সকল সময়ই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য—সাধুর বাণী শ্রবণের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে, একমুহূর্ত্তও সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না, দুষ্টমন বা উহার অধীশ্বরী মায়া বা প্রকৃতি বা 'সংসার-বাসনার কবলে কবলিত হইবে। সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণকীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সাধুর সঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। সাধুসঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে। অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে।

সাধুগুরু বড় কৃপালু, স্নেহময়। অকপট দেখিলেই তাঁহারা কৃপা করেন। তাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে, ঠকাইতে বা ধোঁকা দিতে চাহেন না। আমাদের বিমুখতা, অন্যাভিলাষিতা দেখিলে তাঁহারা দুঃখিত হইয়া আত্মগোপন করেন, তজ্জন্যই আমরা বঞ্চিত হইয়া যাই। আমরা বাস্তবিকই চাই কিনা, শ্রীভগবান্ নানা-প্রকারে নানা আপদ্-বিপদ্ ও সঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া পরীক্ষা করেন। অকপটে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিলে এই বিপদাপদ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সাধুগুরুর সঙ্গ অনুক্ষণ হইলে ইষ্টদেবের সুখময়ী স্মৃতিও অনুক্ষণ থাকিবে। অভীষ্টদেবের প্রতি প্রীতি হইলে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে অনুক্ষণ থাকিবেই। যেখানে প্রীতি, সেইখানেই স্মৃতি, প্রীতি থাকিলেই স্মৃতি থাকিবে। অনুরাগ বা প্রীতির লক্ষণই স্মৃতি। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি ও স্থিতি যুগপৎ হয়। সাধুগুরুর স্মৃতি অনুক্ষণ থাকিলে ভীতি থাকিতে পারে না। অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলে ভয় হয়। যেখানে ইষ্টের স্মৃতি, আবেশ ও অভিনিবেশ—ইষ্টের সুখানুসন্ধান, সেখানে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। স্মৃতি-হীন ব্যক্তি ভগবৎপ্রীতিহীন, অপরাধী; অপরাধফলেই জীব স্মৃতিহীন হইয়া থাকে। অভীষ্টদেবের অনুক্ষণ স্মৃতিই সকল মঙ্গলের মূল। স্মৃতিশূন্য ভক্তি, স্মৃতিশূন্য অনুষ্ঠান—সবই বৃথা। সর্ব্বদা ইষ্টের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি থাকিবে, তাহা হইলে সেবা হইবে। অন্যাভিলাষশূন্য—ভগবদাবিষ্টমনে ইষ্টদেবের স্মৃতি নিরন্তর থাকিবে।

সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেই সঙ্গজনিত অনুক্ষণ চিত্তস্মৃতিই সিদ্ধিলাভের রহস্য। সাধুগুরুর কৃপাসঙ্গপ্রভাবে তাঁহার আলোকদান জনিত, হার্দ্দ ও বাচনিক করুণাধারায় জীবের অন্তরের কলুষকালিমা অপসারিত হয়, তাহাতে চৈতন্যের স্রোতঃ প্রবাহিত এবং চক্ষুতে চৈতন্যার্দ্র-প্রীতির ধারা প্রবাহিত হয়। সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে তন্মুখ-বিগলিত বাণীর শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন ও চিন্তন-ফলে অভিনিবেশ চিত্তরাজ্য অধিকার করে। এই অভিনিবেশই প্রয়োজন। স্মৃতি বা অভিনিবেশ না হইলে সাধনভজনের অভিনয় কেবল কৃত্রিমতায় পরিণত হয়। অনুসন্ধান বা স্মৃতিই ভক্তের জীবন। অনুক্ষণ প্রিয়ের সুখানুসন্ধান প্রীতির ধর্ম্ম। সঙ্গ হইতেই স্মৃতির উদয় হয়। যেরূপ সঙ্গ হয়, সেইরূপ স্মৃতিই প্রবল হয়। শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই বিষয়ের সঙ্গ হইতে বিষয়ের প্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় হয়। অসতের সঙ্গ করিলে অসৎস্মৃতি, সাধুগুরুর সঙ্গ করিলে সৎস্মৃতি, আবেশ, অভিনিবেশ বা সুখানুসন্ধান প্রবল হইয়া থাকে। সাধুর-সঙ্গ যে পরিমাণে কম হইবে, সেই পরিমাণে অসতের বা ক্ষুদ্রের সঙ্গ আমাদের উপর প্রভাব-বিস্তার করিয়া সেই স্মৃতিতে আমাদিগকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে বিভাবিত করিবে। অনিত্যবস্তুর সঙ্গ অনিত্যবস্তুর প্রতি আবেশ ও অভিনিবেশ বৃদ্ধি করে। যাঁহার প্রতি প্রীতি অধিক, আমরা তাঁহারই অধিক সঙ্গ ও স্মৃতিতে আবিষ্ট হই। শ্রীভগবানের নাম, ধাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার সহিত সঙ্গ, তৎপ্রতি প্রীতি ও স্মৃতির উদয় করায়। নিরন্তর স্মৃতি হইতে মাত্র রাগের সহিত যে সম্বন্ধ, তাহাই ভজনরূপ সৎসঙ্গ। যাঁহার স্মৃতি বা নিরন্তর কৃষ্ণসুখানুসন্ধানবৃত্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহাতে শ্রীহ্লাদিনীর কৃপা হইয়াছে জানিতে হইবে। শ্রীহ্লাদিনীর কৃপা ব্যতীত ভগবৎস্মৃতি বা অভিনিবেশ হইতে পারে না।

সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে গেলে শ্রীনাম স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন না, নামাপরাধ হয় মাত্র। সাধুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ধাম-বাস ত' দূরের কথা, ধামদর্শন বা ধামে প্রবেশ-লাভও হয় না। সাধুর নিকট প্রণত না হইয়া যিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমূর্ত্তিসেবায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, ঐ শ্রদ্ধা প্রাকৃত শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাস-মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিলাভ করিতে হইলে একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সাধুর কৃপাভাজন হওয়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভের একমাত্র সোপান। শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে সাধুর পরিপূর্ণ অকপট কৃপালাভের জন্য যত্ন একমাত্র সাধন। একান্ত নিরুপাধিক ভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিত্যরতি-লাভের অন্য কোন পথ নাই এবং একমাত্র সাধুসঙ্গ এবং সাধুর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ভগবদ্-ভক্তি লাভেরও কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা, স্বাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান ও তাহার সাফল্য অর্থাৎ সেই সেই সাধনে সিদ্ধিলাভ সাধকের স্বীয় যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কর্ম্মফলদাতা দেবতাগণের কর্ম্মফলদানবিষয়ে 'কোন স্বতন্ত্রতা নাই, কর্ম্মানুষ্ঠাতার কর্ম্মের অনুষ্ঠানানুসারে কর্ম্মফল দান করিতে তাঁহারা বাধ্য। জ্ঞান ও যোগাদি-মার্গে যে নির্বিশেষ বস্তু চরম লক্ষ্য-বস্তু বলিয়া উপাসিত হন, তাঁহার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বাধীনতা বা স্বতঃকর্তৃত্বের প্রকাশ নাই; সুতরাং কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর পক্ষে উপাস্যবস্তুর প্রসাদভিখারী হইবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ঐপ্রকার ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করিতে বাধ্য করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, নিরঙ্কুশ, অপ্রতিহতকাম স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম জীব প্রচুর যত্ন করিতে পারেন, সাধনের ক্লেশস্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু তথাপি কৃষ্ণের কৃপা না-ও হইতে পারে, কারণ; তিনি ত' কাহারও বাধ্য বা অপেক্ষাযুক্ত নহেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায়—সাধুর অনুগ্রহ ভাজন হওয়া; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পরমস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপ্রেমবশীভূত। ভক্ত যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন না হইয়া পারেন না।

অনাদিবদ্ধ, দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রগাঢ় আসক্তিযুক্ত, স্বভাবতঃ পাপাচরণশীল, অসংখ্য অনর্থগ্রস্ত জীবের শ্রীভগবানে মতি বা তদ্বিষয়িণী মতি হয় না।

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"
(ভাঃ ৭।৫।৩০)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিরুপাধিকী প্রেমলক্ষণা ভক্তি ত' দূরের কথা, সাধুসঙ্গ ও সাধুর কৃপা ব্যতীত জীবের অনর্থনাশ বা মুক্তি লাভও সম্ভবপর হয় না। অনাদিবহির্ম্মুখ, ইতরাভিনিবিষ্ট জীব শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোন-প্রকার ব্যাকুলতা অনুভব করে না; তজ্জন্য সাধুসঙ্গেও তাহাদের প্রবৃত্তি বা তৎপ্রতি মনোযোগ দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ অনর্থশীল কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্ত দুঃখসন্তপ্ত, গৃহমেধী বদ্ধজীবকুলের নিস্তারকল্পার্থ যদৃচ্ছাক্রমে জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥"
(ভাঃ ১০।৫১।৫৩)

যে-কালে সংসারে ভ্রমণশীল পুরুষের ভববন্ধ ক্ষয় হইবার কাল উপস্থিত হয়,

তখনই তাঁহার সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। যেমন বিচারকের আদেশ ব্যতীত বন্দীর মুক্তি হইতে পারে না বলিয়া যখনই মুক্তির সময় হয়, তখনই বিচারক মুক্তির আদেশ প্রদান করেন, সেইরূপ সাধুর এবং দয়া ভগবদনুগ্রহ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের সংসারমুক্তি হয় না বলিয়া যখন কোন জীবের সংসার-বন্ধন মোচন হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই ভগবৎপ্রেষ্ঠ কৃপাবতার সাধু তাঁহার নিকট উপস্থিত হন।

ভক্তির উদয়বিষয়ে প্রথম সাধনারম্ভ হইতে প্রেমভক্তি লাভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সাধনের পূর্ণাপ্তি পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়। প্রয়োজন-প্রাপ্তির পরও সাধুসঙ্গের প্রতি সবিশেষ প্রীতি ও আদর দেখা যায়, পরন্তু প্রয়োজন লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায় না। সর্ব্বপ্রথম ভক্তসঙ্গ হইতে উৎপন্না শ্রদ্ধা এবং ভক্তপরম্পরাগতা রুচি প্রভৃতির দ্বারা ভগবৎসান্মুখ্য লাভ হয়; অতঃপর তত্ত্ববিষয়ক আসক্তিপ্রভাবেই ভজনীয় শ্রীভগবানের মূর্ত্তি-বিশেষে এবং তদীয় ভজনমার্গ-বিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে। ভগবদ্ভজনে সামান্যতঃ রুচি উৎপন্ন হইলে সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। বৈষ্ণবের সঙ্গ ও সেবাফলেই জীবের অনর্থনিবৃত্তিক্রমে নৈষ্ঠিকী ভক্তি লাভ ও ক্রমশঃ ভজনবলে মায়ামুক্তির পর শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভগবৎকথাসেবাফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহৎকৃপাপ্রভাবে মহতের সেবা লাভ হয়, অর্থাৎ সাধুর শ্রীমুখ-গলিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণের ইচ্ছা জন্মে। সেই মহতের সেবাফলে সামান্যতঃ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে জাতশ্রদ্ধ পুরুষ সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণরূপ দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গক্রমে যে শাস্ত্রযুক্তিমূলা দৃঢ়া শ্রদ্ধা জন্মে, সেই শ্রদ্ধাই শ্রীহরি-কথায় রুচিরূপে পর্য্যবসিত হয়। বাসুদেব-কথায় রুচি হইলে সাধুগণের মুখে হরিকথার শ্রবণ ও পরে কীর্ত্তনকারীর সুকৃতিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ নিজ কথাশ্রবণকারিগণের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ের অসৎ-বাসনা বিনাশ করেন। তদনন্তর শ্রীহরিকথা-প্রভাবে অর্দ্ধা গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবত-সেবাফলে নামাপরাধলক্ষণ অভদ্রসমূহ বিনষ্ট হইলে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানে একাগ্রচিত্তময়ী ভক্তির উদয় হয়। এই নিষ্ঠা ক্রমশঃ রুচি ও আসক্তিরূপে পরিণতি লাভ করে।

অনর্থনিবৃত্তির পর কামলোভাদি রজস্তমোগুণ-প্রসূত বৃত্তিসমূহ নিষ্ঠাবান্ ভক্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। সেইকালে ত্রিপ্রসঙ্গ অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব বাসু-দেবাশ্রিত হয় এবং তাঁহার নির্ম্মল চিত্তেই ভগবদাবির্ভাব হয়।

কোন কার্য্য না করিয়া সাধুর নিকট যদি মৌনভাবে বসিয়াও থাকা যায়, তাহা হইলেও নারায়ণ সাধুর প্রভাবে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে নাম-গ্রহণে রুচিবিশিষ্ট করায়। মহাজনগণ বলেন যে, যদি কোনপ্রকারের চিত্তচাঞ্চল্য দমন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তের নিকট গমন করিয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিলে উহা নিশ্চয়ই দমিত হইবে, সাধুসঙ্গের এতদূর প্রভাব! সাধুর অনুসরণ করিবার জন্য যে সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুর বাক্যে শ্রদ্ধা, সাধুর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা অর্থাৎ সাধুর প্রতি মনুষ্যবুদ্ধি ও প্রীতি এবং অকপট শ্রবণ-পিপাসা ও সেবার ইচ্ছা না থাকিলে সাধুর নিকট চব্বিশঘণ্টা অবস্থান করিয়াও সাধুর দর্শন লাভ বা সেবা হয় না। শ্রদ্ধা থাকিলেই সাধুর উপদিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার জন্য যত্নাগ্রহ হয়, শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহা হয় না। সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাই প্রয়োজন। যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, তজ্জন্য অকপটভাবে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। শ্রদ্ধা বলিতে সাধুর কীর্ত্তিত বাক্যে এবং সাধুর প্রতি অহৈতুকী প্রীতি বা আপনবুদ্ধি, এই দুইটীই বুঝিতে হইবে।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

— -::•::(•)::•::— --

শ্রীতুলসী পাতার ছোট বড় নাই, সুতরাং সকলেই একই রকমের ভগবদ্ভক্ত বা যাহাকে তাহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিতে হইবে,—এরূপ হইতে পারে না। শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য অনেকের স্পৃহা হইতে পারে, কিন্তু সেই সেবায় কিরূপে সিদ্ধি হয়, সে বিষয়ে যাহাদের প্রশ্ন জাগে নাই, তাহারা বঞ্চিত হইয়া যাইবে। সে কি পরিমাণে ভগবদ্ভক্ত, ইহা যাহাদের বিচার হইতেছে না, তাহাদের ত' উন্নতি হইবেই না বরং সেবার জন্য যে স্পৃহাটী উদিত হইয়াছিল, সেইটীও কমিয়া যাইবে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তির যে দিকে ভাব দেখা যাইতেছিল, ভগবদ্ভক্ত না চেনার দরুণ সেই দিকে রংটুকুও চলিয়া যাইবে।

মধ্যম অধিকারীর ঠাকুর-পূজা শেষ হইয়াছে, তবে তিনি ঠাকুর-পূজার বিরোধী নহেন বা কনিষ্ঠাধিকারীকে ঠাকুর-পূজায় বাধা দেন না; আর তিনি কল্পনা করিয়া ঠাকুর দেখেন না। যিনি ঠাকুরের ভজন করেন—নিরন্তর হরিকীর্ত্তনের দ্বারা, মধ্যম-অধিকারী তাঁহারই সেবা করিতে থাকেন। তিনি জানেন—হরিকীর্ত্তনকারীই জগতে আমার শ্রেষ্ঠবন্ধু। হরিকীর্ত্তনকারী বলেন,—চব্বিশঘণ্টা কীর্ত্তনমুখে সেবা কর। ভজনীয় বস্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।

মধ্যম-অধিকারে প্রচারকার্য্য বা কীর্ত্তন। এই প্রচার-সেবা বা কীর্ত্তন ব্যতীত কখনও মঙ্গল হইবে না। প্রচারকার্য্যে অর্থাৎ কীর্ত্তনে যোগ না দিলে অধিকার উন্নত হইবে না। শ্রুতবিষয় সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া প্রথমে নিজেকে সেইসকল কথা শুনাইতে হইবে, তাহাতে অপরে শুনিলে শুনিবেন, না হয় না শুনিবেন। হরিকথা-শ্রবণানুকীর্ত্তনের দ্বারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হয়।

অশ্রদ্দধানকে শ্রীহরিনাম-উপদেশ করিতে হইবে না। অশ্রদ্দধান কে? যে শব্দ ও শরীরে ভেদ করে। "আমি শ্রীবিগ্রহ দেখিতেছি"—এরূপ বুদ্ধি, ভোগবুদ্ধি। এরূপ ভোগবুদ্ধি থাকিলে মঙ্গল হয় না, অনেক সময় অবজ্ঞাই আবাহন করিতে হয়—অপরাধ হয়। "শ্রীভগবান্ আমাকে দেখিতেছেন এবং দেখিয়া সুখী হইতেছেন"—এইরূপ বুদ্ধির সহিত শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যাইতে হয়। শ্রীভগবানকে আমি দেখিব এরূপবুদ্ধি আধ্যক্ষিকতা। কৃপাময় শ্রীবিগ্রহ আমাকে দর্শন দান করিয়া সুখী হইবেন—এ বিচার ভক্তের। শ্রীবিগ্রহ আমাকে দেখিতেছেন, আমার অনাবৃত-স্বরূপ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছেন—তাই হইল শ্রীবিগ্রহদর্শন। শ্রদ্ধাও প্রীতিতেই দর্শন হয়। শ্রদ্ধাতে মুখ্যদর্শন হয় না, প্রীতিতেই বাস্তবস্তুর সাক্ষাদ্দর্শন হয়। প্রীতি থাকিলে বাস্তববস্তু তাঁহার স্বরূপ গোপন করিতে পারেন না। প্রীতির তারতম্যানুসারে বাস্তববস্তুর স্বরূপদর্শনে তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা যদি না হয়, তাহা হইলে সাধু বা ভগবদ্দর্শন হয় না, মৎসরতা বা হিংসা আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসা আসে কেন? অন্য লোক আমার উপর উঠিয়া যাইতেছে, এজন্যই হিংসা হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের গোড়ায়ই ভাগবতধর্ম্মকে নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম বলিয়া বলা হইয়াছে।

অপরাধশূন্য হইয়া শ্রীনামগ্রহণ করিলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। যাহাদের ভাগবতদের প্রতি অকপট সেবাপ্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই-সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নৈরন্তর্য্য না থাকায় ভোগ-বিচার আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমরা প্রজল্পে মগ্ন হইয়া গ্রাম্য-বার্ত্তার বিচার হারাইব, গ্রাম্যবাস করিয়া বসিব, মায়া অসুবিধায় পড়িব। শ্রীহরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনই সাধন ও সাধ্য। কত ভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, কত ভাগ্য-ফলে শুরুকৃপাপ্রসাদে শ্রীধামে আসিবার সৌভাগ্য হয়; প্রজল্পেই যদি সময় কাটে, তাহা হইলে এই সৌভাগ্যকে অবজ্ঞা করা হইল। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা ও হরিসম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুশীলন কর্ত্তব্য। ভগবৎপ্রসাদের অনুশীলনেই শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইতে ভগবদ্বৈমুখ্য পরিহারে প্রবৃত্তি হয়, তৃণাদপি সুনীচতার আসে। সম্যক্কীর্ত্তন উপাধিযুক্ত নহে। সম্যক্কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধা-ভক্তির অনুশীলন হয়। বদ্ধজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণবসেবা।

যদি আমরা দাম্ভিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবান্কে যে-প্রকার ভক্তি করিতে চাই, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপদার্থ হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—ভক্তিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া মঙ্গল অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ। তাঁহার সকল ব্যবস্থাই আদরের। আমাদের জন্ম-জন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগপদাঙ্কের অনুগমন করিতে পারি। আমি অযোগ—এই বিচার যদি স্বতঃপরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব। এখানে আমরা ভগবান্কে দেখিতে পাই না। ভগবান্কে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্ত-বৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন।

প্রাক্তন কর্ম্মবাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হইতে পারে না। আরোহবাদিগণ কৃত্রিম যোগ, তপস্যা প্রভৃতিদ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্যবিধানের চেষ্টা করে, তাহাতে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও হরিলীলা আলোচনার দ্বারা যে স্বাভাবিক স্মরণের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হইতে পারে। হউক না কেন চিত্ত শতভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্মের জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তাহা হইলে চিত্ত কোথায় যাইবে? হরিসেবার জন্য সহস্র কামনা, হরিসেবার জন্য লৌল্য চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

বহুসুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপাক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

জন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তিকে-বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয়করত ভজনশিক্ষা করিতে হয়। ভজনবলেই জীবের ভগবৎ-কৃপা লাভ হয়।

জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত আমরা সম্প্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্নপূর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাবচরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। কেবল অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, যত্নপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

এক সিদ্ধভক্ত অন্য সাধকভক্তকে ভক্তি-সঞ্চার করেন। ভক্তি চিন্ময়ী প্রবৃত্তি-বিশেষ। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাহার স্থিতিগতি সিদ্ধ হয়। কোন আত্মা যখন বিবোধভাব-শূন্য হইয়া ভক্তিপ্রবণ হন, তখন সিদ্ধ কৃপাময় অপর আত্মা হইতে সেই আত্মায় ভক্তি-সঞ্চারিত হন; ইহাই এক রহস্য।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

———::(:❀:)::— —

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজয়ন্তী

গৌড়ীয়-মিশনের অন্যতম শাখা বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার দিবস ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও নাটমন্দির নানাবিধ বস্ত্র ও পত্র-পুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। উষঃকালে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা ও শ্রীগৌরমহিমাসূচক মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ভক্তিশাস্ত্রী ব্যাগালকার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে "ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ" কীর্ত্তনমুখে শ্রীতুলসী-পরিক্রমা হয়।

অপরাহ্ণ ৩।।০ ঘটিকার সময় নাটমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু "শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী"-সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রভু "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনচরিত ও তাঁহার দানবৈশিষ্ট্য"-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক হয়। সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ নিতাইদাস প্রভু 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা'-সম্বন্ধে একঘণ্টার অধিককাল হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। "জয় রাধাবল্লভ জয় কুঞ্জবিহারী" পদটি কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় বহুবিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলার সমাগম হইয়াছিল। সমাগত প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়

বিবিধ সংবাদ

::❀::-

প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল-কেন্দ্রের উৎসব

কিছুদিন পূর্ব্বে টাউন শ্রীপুর মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রংপুরের জেলা-জজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। উক্ত কেন্দ্রের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যায় যে, গৃহ পরিদর্শন ব্যতীত প্রত্যেক দিন প্রায় ৩০০ শিশু ও মাতাকে উক্ত কেন্দ্র হইতে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগের যক্ষ্মা-নিবারণ-প্রচেষ্টার বিশেষ কর্ম্মচারী ডাঃ সুধীন মজুমদার বলেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করিলে স্বাস্থ্য পরিদর্শিকার কার্য্য অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। অনুষ্ঠান শেষে আলোকচিত্র-সহকারে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র সিংহ স্বাস্থ্য ও যক্ষ্মা রোগ-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বাঙলার প্রাক্তন শিক্ষা-সচিব

বাঙলার প্রাক্তন শিক্ষা-সচিব বাহাদুর আব্দুল করিম গত ১লা মার্চ্চ তারিখে ত্রিপুরা জেলাস্থ পল্লী-ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ত্রিপুরা জেলার নেতৃস্থানীয় আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংরাজী ১৯০০ সালে তিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::❀::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপ্রাকৃত মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীআনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ { ১৩ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৪ ; ১৩ই চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ ; ২৭শে মার্চ্চ, ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার } ১৩-১৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পুরুষোত্তম শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ, ৪৫৪

সাধন ক্রিয়া ও সাধনভক্তি

সাধনক্রিয়া ও সাধনভক্তি এক নহে সাধনভক্তি ও সাধনক্রিয়ার পরস্পর সম্বন্ধ ও ভেদ সম্যক্ বুঝিতে না পারায় সর্ব্বত্র নানা-প্রকার মতবাদ ও মনগড়া সাধন-প্রণালী সৃষ্ট হইয়াছে। ঐগুলি জীবের অনর্থ-বৃদ্ধির হেতু।

ভক্তি জিনিষটী নৈষ্ঠিকী বা ঐকান্তিকী। তাহাতে বহুমুখীত্ব বা স্বসুখবাঞ্ছা নাই। ভক্তি জিনিষটী অর্থ বলিয়া ভক্তি ও অনর্থ যুগপৎ থাকিতে পারে না। ভক্তি আত্মার ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম নহে। ভগবৎসেবার নাম ভক্তি। শ্রীভগবান্ সকলেরই প্রিয়; তিনি আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ। প্রিয় বস্তুর সেবা স্বতঃই সুখরূপা। অতএব যেখানে ভক্তি, সেখানে দুঃখ বা শ্রম নাই। ভক্তি ক্লেশঘ্নী ও শুভদা বা সুখদা। ভক্তি কি সাধনাবস্থায়, কি সিদ্ধাবস্থায়—কোন অবস্থায়ই দুঃখদায়ক নহে। এইজন্য ভক্তগণ পরম দয়ালু, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, আশ্রিতবৎসল, স্নেহশীল ও সুখাত্মক। ভক্তগণ শ্রীভগবানের ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ যেমন সুখময়, ভক্তিও সেইরূপ স্বতঃই সুখরূপা। ভক্তই সুখী এবং ভক্তিই সুখ। যেখানে ভক্তি নাই, সেখানে সুখ বলিয়া কোন জিনিষ থাকিতে পারে না। ভক্তিতে দুঃখ, চিন্তা বা ভয় নাই। অভয়, আনন্দ ও প্রীতিই ভক্তির ফল। ভক্তি জিনিষটী প্রীতি বা ভালবাসা। সাধনাবস্থায় তাহাকে ভক্তি (অভিরুচি) এবং সাধ্যাবস্থায় তাহাকে প্রীতি বলা হয়।

জীবাত্মার কোনও অচিদ্বৃত্তি কিংবা মায়ার ভোগ বা ত্যাগধর্ম্ম নাই। যে-স্থানে বদ্ধজীবে অচিদ্বৃত্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেইস্থানে জীবাত্ম-স্বরূপ সুপ্ত বা শুষ্ক। চিদাভাস মনই সেইস্থানে অচিৎএর ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছে। জীবাত্ম-স্বরূপের হরিসেবাবৃত্তি বা চিদ্বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও মায়িক ক্রিয়া নাই। বিবর্ত্তক্রমে জীব চিদাভাসের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া ভ্রান্ত হইতেছে। একথা শুনিয়া কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি জীবাত্মা স্বরূপতঃ মায়াবৃত্তি হইতে সর্ব্বদা মুক্তই থাকে এবং অচিৎএর ক্রিয়া যদি দেহ ও মনের উপরই ক্রিয়াবতী হয়, তাহা হইলে ত' উহা মায়াবাদীর যুক্তির ন্যায় হইয়া পড়ে, আর ঐরূপ অবস্থায় সাধনেরই বা আবশ্যকতা কি? তদুত্তরে গৌরপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ইহা মায়াবাদীর যুক্তি-সদৃশ হইতে পারে না। মায়াবাদিগণ নিত্যজীবাত্মার অবস্থান স্বীকার করেন না এবং জীবাত্মার হরিসেবা-রূপা যে নিত্যবৃত্তি বর্ত্তমান, তাহাও স্বীকার করেন না। নশ্বর সাধনক্রিয়া কিছু শুদ্ধ আত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। পরিণামময়ী সাধনক্রিয়া চিদাভাসের ভূমিকায়ই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কালাধীন হরিবৈমুখ্যনাশিনী সাধনক্রিয়া ও নিত্যভক্তিতে কিছু প্রকার-ভেদ আছে। যেসকল ভক্ত্যঙ্গের যাজন-দ্বারা অনর্থ-নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাই সাধনক্রিয়া। এ বিষয়ে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে,—যেমন একটী দর্পণ বহুকালের সঞ্চিত ধূলিরাশিদ্বারা আবৃত রহিয়াছে; তজ্জন্য ঐ দর্পণে আর মুখ দেখা যাইতেছে না সত্য, কিন্তু ঐ দর্পণটির মুখ-মণ্ডলে প্রতিবিম্বিত করার যোগ্যতাও কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই, মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-যোগ্যতা উহাতে পূর্ব্বের ন্যায়ই পূর্ণ-মাত্রায় ঠিক আছে। ঐ দর্পণের উপর হইতে ধূলিরাশি ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দিলেই যেরূপ উহাতে মুখমণ্ডল পুনরায় দেখা যাইতে পারে, তদ্রূপ জীবাত্মার উপরে যে চিদাভাসের আবরণ রহিয়াছে এবং চিদাভাসে আত্মবুদ্ধি করিয়া যে বিবর্ত্তজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিলেই জীবাত্ম-স্বরূপের শুদ্ধহরিভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকিবে। এই 'ঝাড়িয়া পুঁছিয়া ফেলিয়া দেওয়া' কার্য্যটিই সাধনক্রিয়া। যেমন সঞ্চিতশক্তিবিশিষ্ট একটি ইঞ্জিন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া তৎকালে ইঞ্জিনের ক্রিয়া-শক্তি কিছু নষ্ট হইয়া যায় না, তদ্রূপ জীবাত্ম-স্বরূপেও নিত্যহরিসেবা-বৃত্তি স্বতঃই বিরাজিত। সাধনক্রিয়া শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কার্য্যকরী নহে; কিন্তু সাধনভক্তি আত্মার ভূমিকায় নিত্য ক্রিয়াবতী। সাধন-ভক্তির পরিপকাবস্থা-ক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটি আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা; তন্মধ্যে পক্বফলটি কৃষ্ণসেবারসের সম্পূর্ণ উপযোগী। সাধনক্রিয়া সে জাতীয় পক্বাবস্থা নহে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,—যেমন একটি কাঁচের শিশিতে নির্ম্মল মধু রহিয়াছে; হঠাৎ সেই শিশির গায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া গেল; ঐ কাদা শিশির গায়ে লাগিয়াছে বটে; কিন্তু উহা মধুকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। শিশির গায়ে কাদা লাগিয়াছে বলিয়া শিশির অভ্যন্তরস্থিত মধুকেও জল-দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হয় না। পরন্তু কেবলমাত্র মধুর আবরণ-পাত্র কাঁচের শিশিটির কাদা ধোয়াই আবশ্যক। তদ্রূপ শুদ্ধ মুক্ত আত্মার উপর কোনও সাধনক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে না—বিকার-যোগ্য চিদাভাস মনের উপরই সাধন-ক্রিয়াদি প্রযুক্ত হয়। এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—"সর্ব্বে মনোনিগ্রহ-লক্ষণান্তাঃ"। সাধনাদি যাহা কিছু সকলই মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। মনোধর্ম্ম নিগৃহীত হইলেই শুদ্ধ আত্মবৃত্তি বিকাশ লাভ করে। আত্মবৃত্তিতে সাধনভক্তি প্রকাশিত হইলে জীব ক্রমে ভাব ও প্রেমভক্তিতে আরূঢ় হন

ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। স্বরূপশক্তির কৃপা ব্যতীত কেহ কখনও ভক্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুদেবই শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি। সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভ অসম্ভব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

ভয় ও অভয়

প্রীতি ও ভীতি পরস্পর বিপরীত জিনিষ। প্রীতিতে ভীতি নাই। যেখানে ভীতি, সেখানে প্রীতি নাই। আলোকের ভিতর অন্ধকার নাই, অভয়ের ভিতর ভয় নাই এবং শ্রীভগবানের ভিতর মায়া নাই। যেখানে সাধুগুরু ভিন্ন অন্য বস্তুতে আসক্তি, সেখানে ভয় থাকিবেই। ইহার নাম দ্বিতীয়াভিনিবেশ। এক অর্থে শ্রীভগবান্। একের প্রতি অভি-নিবেশ যেখানে, সেখানে দ্বিতীয়-বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ নাই। ভক্তের রক্ষক আছেন; তিনি শ্রীভগবান-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পালিত হন। ভক্ত একের প্রতি অভি-নিবেশযুক্ত বলিয়া তাঁহার ভয় নাই। শ্রীভগবানই অভয়। ভক্ত নিজেকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বিক্রয় করিয়াছেন। শ্রীভগবানও তাঁহার আশ্রিত ভক্তকে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়

রক্ষা করেন। ভক্ত সরল, একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক, বলিয়া তাঁহার ভয় নাই। যেখানে একনিষ্ঠতার অভাবে বহুমুখিনী চেষ্টা, সেখানেই ভয়। যাহার ভোগ্য-অভিমান, পাল্য-অভিমান নাই, পরন্তু যাহার নিজেকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া অভিমান আছে, তাহার রক্ষাকর্ত্তা নাই, সে ভীত ও সন্ত্রস্ত। ভক্ত মনে করেন, কৃপাময়ের সবই কৃপা; অতএব যেখানে সবই কৃপার উপলব্ধি, সেখানে অকৃপা বা ভয় কোথায়?

ভক্তের 'অভয়ের আমি' অভিমান। অভয়ের আমির ভয় কোথায়? ভয় সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। ভয় মানে কাল বা মৃত্যু। শ্রীহরিনামের ত্রিসীমানায় কাল বা মৃত্যুর যাতায়াত নাই। এই শ্রীহরিনামের আশ্রিত হরিজনেরও ভয় নাই। ভীত ভক্ত নহে। ভক্তের সর্ব্বত্র সেব্যদর্শন বা গুরুদর্শন। সেব্যদর্শনে বা গুরুদর্শনে ভয় নাই। হরিবিমুখের ভয় প্রবল। যাহারা শ্রীহরিনামের চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তায় আসক্ত, তাহারা মৃত্যুকে ভয় করে। হরিবিমুখজনই দেহ-গেহাদিতে আসক্ত।

ভয় যাঁহাকে ভয় করে, সেই পরিকর-ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আশ্রয় না করিলে ভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। যে-কোন প্রকারে একের প্রতি অভিনিবেশ হওয়া চাই। একাভিনিবেশ না হইলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ যাইবে না। দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর করিয়া একাভিনিবেশ হওয়া যায় না। নিজের বলদ্বারা দ্বিতীয়াভিনিবেশ—মায়াভিনিবেশ দূর করা কখনও সম্ভবপর হয় না। একাভিনিবেশের ফলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নিজেই দূরীভূত হয়। একাভিনিবেশই সৎসঙ্গ; দ্বিতীয় বা জড়ের প্রতি অভিনিবেশই অসৎসঙ্গ। অসৎসঙ্গী ভীত। দাসাভিমানে নির্ভীকতা, আর প্রভু-অভিমানে ভয়। সাধুগুরুভৃত্যের—দীন হীন কাঙ্গালের ভয় নাই। যেখানে দম্ভ, সেখানেই ভয়। দীন হীন কাঙ্গাল সাধুগুরুচরণে আশ্রিত বলিয়া তাঁহারা নির্ভীক। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক প্রহ্লাদের উপর কত অত্যাচার সত্ত্বেও ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রীভগবান্‌কে একমুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন নাই। শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষি দুর্ব্বাসার যোগানলজাত অনলস্বরূপা অসিহস্তা কৃত্যা যখন কালানলের ন্যায় ভক্তপ্রবর শ্রীঅম্বরীষের প্রতি ধাবিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীঅম্বরীষ স্বস্থান হইতে একচুলও বিচ্যুত হন নাই। নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি যখন যবনগণের ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তখন তিনি বিন্দুমাত্রও ভীত হন নাই। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি অচল-অটল থাকিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে এইকথা বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥"

মৃত্যুকে ভয় করিবার আমাদের কি আছে? ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের সুখবিধানের জন্য কোটি-মৃত্যুকে অক্লেশে বরণ করিতে পারেন। নামাভাসেই জন্ম-মরণমালা নিবৃত্ত হয়। নামাভাস হইলে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না। ভক্ত্যাভাস, সেবাভাস-ফলেই জীব মুক্ত হয়। শুদ্ধনামের ফল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মলাভ। যাঁহারা শ্রীনামপ্রভুকে একমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ভয় কোথায়? ভয় তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পলায়ন করে। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামপ্রভুর কৃপা পাইবার জন্য নিরন্তর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তিক্রন্দন জানাইলে কৃপাময় শ্রীনামপ্রভু কৃপা করিবেনই। যখন যে অবস্থায় থাকি না কেন, সেবোন্মুখ হইয়া অনুক্ষণ কৃপার কাঙ্গাল হইয়া তাঁহার সুখময়ী সেবা লাভ করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি জানাইলে তিনি কৃপা করিয়া সেবা দিবেনই।

কোন বিপদ বা ভয় ভক্তের গন্তব্যপথে বাধা জন্মাইতে বা তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারে না। ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু চান না, অন্য কিছু জানেন না, অন্য কোন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাঁহার অন্তর-বাহির কৃষ্ণময়। যে সর্ব্বক্ষণ অভয়ের সুখবিধানে চিন্তাযুক্ত তাঁহার আবার ভয় কোথায়? যেখানে সাধুগুরু-ভগবানের সুখবিধানস্মৃতি, সেখানে কোন চিন্তা বা ভয় নাই। সংসারের চিন্তায় ভয় হয়, দুঃখ হয়। অভয়ের চিন্তায় সুখ হয়। শ্রীভগবান্ ও তদীয় বস্তু ছাড়া সবই দুঃখপ্রদ ও ভয়াবহ। শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তের আশ্রয় ব্যতীত অন্য সমস্তই দুঃখবহুল। শ্রীভগবানের আশ্রিতজনের ভয় নাই। তিনি সমস্ত বিঘ্ন-বিপদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আনন্দে অভীষ্টদেবের সেবার জন্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"
(ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব, হে ভগবান্, আপনাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরমভাগবতগণ কখনও পথভ্রষ্ট হন না বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদন কারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।

গুরুকৃপা

——::(*)::——

নিত্যবদ্ধ জীবকে শতসহস্র অসুবিধা অপরাধ, অযোগ্যতা, দুর্ব্বলতার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবৎপরিকর-বৈশিষ্ট্য অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত। তিনি কালের পূর্ব্বে আছেন এবং পরেও চিরদিন থাকিবেন। শ্রীভগবানের অনুগ্রহপ্রার্থী হইলে জানিব যে, কি প্রকারে ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন। যিনি ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট—সেবার তারতম্যনির্দ্দেশে পরমবুদ্ধিমান্, সেইরূপ মহাপুরুষ যদি অবতীর্ণ হন, তখন আমাদের প্রকৃত বিষয় গ্রহণের যোগ্যতা হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা করিবার জন্য যাইতে হইবে, তাহাই যোগ্যতা। শ্রীভগবানে সেবাবুদ্ধি ব্যতীত কেহ শ্রীভগবানের কথা বুঝিতে পারে না। আমাদের মঙ্গলের জন্য গুরুবর্গ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। আমাদের কেশে ধরিয়া সুবিধা করিয়া দিবার জন্য গুরুবর্গ ইহজগতে আসেন। আমাদের গুরুবর্গ—নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা সাধনসিদ্ধমাত্র নহেন।

ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। শ্রীভগবানও তাঁহার প্রীতি-বিধান করেন। সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা একমাত্র শ্রীভগবান্‌ই দিতে পারেন। শ্রীভগবান্ বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি কৃপা করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে উপস্থিত হন। তাঁহার কৃপাফলে তাঁহার সেবা লাভ হয়। ভগবৎ-কৃপাতে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতে শ্রীভগবানের বিশ্রম্ভ-সেবা-লাভ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রচুর পরিমাণে সেবার বিচার থাকিলে আমরা শ্রেষ্ঠ নাম, মন্ত্র ইত্যাদি অনেক বস্তু পাইতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে পরমবস্তুর সন্ধান প্রদান করিয়া প্রচুর কৃপা করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভ সেবায় অধিকার না আসা পর্য্যন্ত উক্ত বস্তুগুলির উপলব্ধি হয় না। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় এই দুর্ল্লভ বস্তুগুলি লাভের বিষয় হয়।

সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করিতে হয়, শ্রীগুরুদেবকেও সেইরূপ বিচার করিতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবান অপেক্ষাও অধিক কৃপাময়। তাঁহার প্রসাদে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। তাঁহার স্নেহ-রূপাতেই শ্রীভগবানের বিশ্রম্ভসেবায় অধিকার লাভ হয়। শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন—শ্রীভগবানের প্রকাশমূর্ত্তিরূপে উপলব্ধি না হইলে কোন দিনই শ্রীভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হয় না। ব্রজজনের কৃপা না হইলে ব্রজবিহারী শ্রীরাধামাধবের সেবা পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ব্রজজন। তিনি নিরন্তর ব্রজজনবিহারীর সেবায় তৎপর। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানতৎপর। সেইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয়াংশরূপ প্রদর্শন করিয়া আশ্রয়াংশিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার প্রদান করেন। অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সরল, নিষ্কপট না হইলে তিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীরাধামাধবের সেবার অধিকার প্রদান করেন না। শ্রেষ্ঠ না হইলে শ্রেষ্ঠ সেবার অধিকারের আশা দুরাশা মাত্র। সতী স্ত্রীই স্বামীসেবায় নিপুণ। যাহার নিজেকে সতী বলিয়া অভিমান নাই, তাহার স্বামী-সেবার আশা দুরাশা মাত্র। এই অভিমান সাধুগুরুর কৃপাফলে হইয়া থাকে। যিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সাধুগুরুর অনুকূল-সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তি-বিজ্ঞপ্তি জানান, তিনিই তাঁহাদের স্নিগ্ধ-সেবায় অধিকার লাভ করেন। সাধুগুরু অতীব কৃপাময়। শ্রীভগবান্ যেরূপ দীনবৎসল সাধুগুরুও সেইরূপ দীনবৎসল। শ্রীভগবানের ন্যায় সাধুগুরুও শরণাগত-পালক। দীনের প্রতি তাঁহাদের অধিক কৃপা। দাম্ভিককে কখনও তাঁহারা কৃপা করেন না। দাম্ভিক নিজেকে জাহির করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। সে নিজের সুখের জন্য পাগল। দীন সাধুগুরুর সেবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। সাধুগুরুও দীনের প্রতি কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত।

নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। নিজের যতই দোষ-ত্রুটি থাকুক না কেন, তথাপি তাঁহারা রক্ষা করিবেনই। তাঁহারা অদোষদর্শী। তাঁহারা দীনের বিন্দুমাত্র দোষ দর্শন করেন না। দীনের দোষেরও অন্ত নাই ও তাহার আশারও অন্ত নাই। দীন নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিতে পারে। এমন কি, সাধুগুরুর সুখবিধানের জন্য নিজে নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত। দীন সর্ব্বস্ব দিতে পারে। দীনের সাধুগুরু ছাড়া আর কেহ নাই। দীনই অকিঞ্চন। দীন জগতের কিছুই চায় না। জগতের প্রতি ভরসা তাহার নাই। দীনের একমাত্র সাধুগুরুর পদরেণুই ভরসা। সাধুগুরুর পদরেণু দীনের মস্তকের ভূষণ। দীনই প্রীতির কাঙ্গাল দীনই প্রীতিধন পাইবার জন্য আকুলপ্রাণে প্রীতির পাত্র শ্রীভগবানের নিকট আর্ত্তি জানাইতে পারে। প্রীতি নিজের চেষ্টায় হয় না। প্রীতির পাত্র প্রীতি করায় ও প্রীতি দেয়। যদি তাঁহারা প্রীতিধন না দেন তবে প্রীতি হয় না। অত্যন্ত স্নিগ্ধ সেবক না হইলে এই গুরুতম প্রীতিধন তাঁহারা দেন না। ইহা অত্যন্ত

অক্রিয় অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

গাপনীয় জিনিষ। অতীব নিষ্কপট সবককে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া এই প্রীতিধন দিয়া থাকেন। সাধুগুরু-ভগবানের দওয়াই স্বভাব। যাঁহারা প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছু চান না, তাঁহাদিগকে তাঁহারা 5 দিবেনই। আমরা আমাদের সর্ব্বপ্রকার কপটতা ছাড়িয়া—অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আশ্রয় দিবেনই। প্রীতিই একমাত্র আশ্রয়। প্রীতিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়—আকাঙ্ক্ষনীয় হউক, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::•::(•)::•::——

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণের পর শ্রীহরির প্রতি যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতে একটু শরণাপত্তির উদয় হয়। 'শ্রদ্ধা' ও 'শরণাপত্তি' প্রায় একই তত্ত্ব। জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রয়োজন সিদ্ধির উত্তম উপায় নহে, ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়—এই প্রকার শাস্ত্রবিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম—শ্রদ্ধা। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গম্। কিন্তু কর্ম্মণ্যর্থিনামর্থবিদ্বত্তাদনন্যভাত্থ্যায়াং ভক্তাবধিকারিবিশেষণমেব। শ্রদ্ধা' হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। ততো তাস্যাঃ শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।" অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়। কিন্তু অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারনিবারক বিশেষণমাত্র। শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র তাহা শরণাপত্তিলক্ষণে লক্ষিত।

শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই। অতএব আমি সেই অভয়পদে শরণাপন্ন হইলাম—এই দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা ভক্তি। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারেই বুঝিবেন না। শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই তাহার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোন কার্য্য ক্রিয়া হয় না। আদরের সহিত, শীলনই উৎসাহ। যদি ভজনপ্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং সেই উৎসাহ শীতল না হয়া পড়ে, তবে আর কখনও শ্রীনামভজনে শিথিলতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভজনক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠিতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থা লাভ করে।

'শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন'—ইহা শরণাগতের বিচার। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। হে কৌন্তেয়! তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ আপন ধর্ম্মবলে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু আমার ভক্ত পদস্খলিত হইলেও আমি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত ভক্ত এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালয়িতা শরণাগতের এইরূপ বুদ্ধি আছে। অন্য ব্যক্তি আমাকে পালন করেন বা আমি অর্জ্জন করিয়া আপনাকে পালন করি, এইরূপ বুদ্ধি অতিশয় নিকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল না হইলে কেহ আমাকে পালন করিবেন না এবং আমিও স্বয়ং অর্জ্জন করিতে পারিব না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আমার আর কেহ পালনকর্ত্তা নাই। আমি কেহই নহি; আমি যতকিছু 'আমার' বলিয়া বলি, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের; আমি শ্রীকৃষ্ণের সংসারের দাস মাত্র; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল; আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নিরর্থক; শ্রীকৃষ্ণেচ্ছার অনুগত থাকাই আমার স্বভাব। এই বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ।

দৃঢ়তাই সাধনের মূল: 'আজকার মত এই প্রতিকূল-বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে সাবধান হইব'—এইরূপ হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধনকার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। দৃঢ়তার সহিত ধৈর্য্যেরও বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোনজন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণাশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না। শ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই-ই, শতজন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁহাকে চাই-ই; কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নাই—গতি নাই; এইরূপ আকুলতা ও দৃঢ়তা থাকা দরকার। তাঁহাকে পাওয়াই আমাদের সত্তা, আমাদের স্বভাব; আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা নাই। তিনি আমাকে দৈহিক ও মানসিক যতই কষ্ট দিন অথবা না-ই দিন, তথাপি তিনি ছাড়া আমার আর গতি নাই—এইরূপ নিষ্ঠাকে দৃঢ়তা বলে। আমার যোগ্যতা কিছুই নাই, তথাপি তিনি আত্মসাৎ করুন—এই প্রার্থনা অকপটে অনুক্ষণ না হইলে হইবে না।

জগতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। এখানে বিরহই ভজন। যেখানে মিলনের অভাব, সেইস্থানে বিরহ। এখানে সাক্ষাৎকার একমাত্র শ্রীনামে। এখানে ভগবানের একপাদ প্রকাশ। ভগবানের 'শ্রী'র বা রূপের অন্য কোন প্রকাশ এখানে নাই। একমাত্র শ্রীনামেই পূর্ণ প্রকট। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করানই বিধি। শ্রীনামরূপেই শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকটিত হন, তাই শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার উপায় জানাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীকৃষ্ণনাম দান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভজনীয় বস্তুকে 'কখন পাইব'—এই বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। পাওয়া গিয়াছে বিচার যেখানে, সেখানেই মায়া। 'অপরিকলিতপূর্ব্ব' —শ্রীকৃষ্ণ অপাররসসিন্ধু, সেখানে পার পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া মানেই মায়া। তিনি নিজেই পার পান না—তৃপ্ত হন না। তাঁহার উপাদানও অপার, যেখানে অণুচৈতন্য জীবের পার পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া মানে মায়ামায়। আমি তোমার জিনিষ, হায়! কি দুর্দ্দৈব, তোমাকে পাই না; সেবা-প্রবৃত্তির উন্মেষে এই কথা যখন হৃদয়ে জাগরূক হয়, তখন দর্শনীয় বস্তুকে ডাকিয়া তাঁহা জানাইতে চায়। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে হইবে। এখানে অনুসন্ধানই সাক্ষাৎকার। যেখানে মিলন নাই, সেখানে অনুরাগাঞ্জনের আহ্বান।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারাই সর্ব্বসুমঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনামকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বাদ দিয়া মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না; কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তাহা দ্বারা মথুরাবাসের ফল, সাধুসঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধার সেবনের ফল ও ভাগবতশ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। শ্রীনামভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একমাত্র শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কীর্ত্তন-চিন্তনফলে জীব মুক্ত হন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজেকে শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেদিন তাঁহার মুখে শ্রীহরিনাম নৃত্য করিতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধালোক্য উৎকৃষ্ট সাধন—কীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাইবে, নতুবা ঐ সকলকে সাধনের ব্যাঘাত মাত্র জানিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীভগবানে আত্ম(?) করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহত কীর্ত্তন করিলে তবেই হরিকীর্ত্তন হইবে।

এ সংসারে ত্রিতাপ আছে। আধ্যাত্মিক তাপ জাগতিক কোনও উপায়েই কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। আধিভৌতিক তাপ—এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির উপর, এক পশু বা প্রাণী অন্য একটী মনুষ্য, পশু বা প্রাণীর উপর অত্যাচার। ভক্ত ও ভগবানের কৃপার আভাসে এই ত্রিতাপের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

সাধনভক্তির রাজ্য হইতে ভাবভক্তির রাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তির রাজত্বে বা নিত্যলীলায় প্রবেশই পূর্ব্বভূমিকা হইতে অপ্রকট। ইহজগতে থাকাকালে গোলোকস্থিত বস্তুর পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবা করিলে প্রাপঞ্চিক অবস্থা থামিয়া যাইবে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্বরূপ-সিদ্ধি, তৎপরে বস্তুসিদ্ধি বা নিত্যলীলায় প্রবেশ। স্থূলশরীর পতনের পূর্ব্বে স্বরূপসিদ্ধি না হইলে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। স্বরূপে অবস্থিত হইবার পরে যদি আমরা ভগবৎসেবাবিচ্যুত হইয়া পড়ি, তবে জীবন্মুক্ত হইলেও সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু অন্তর-বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে সর্ব্বক্ষণ যদি কৃষ্ণের সেবা করি, তাহা হইলে আর অমঙ্গল আসিতে পারে না। হরিকথার প্রাচুর্য্য হইতে ভক্তির সিদ্ধি হয়। প্রেমভক্তিতে অবস্থানই প্রকৃত জড়বাসনা হইতে বিরাম লাভ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বলিবার, বুঝাবার মত জিনিষ নহে। যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ কৃপাক্রমে উহা উন্মেষিত হয়, তিনিই বলিতে পারেন, জানিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি হইলে এ জগতের চিন্তাস্রোত থামিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি হইলে এজগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। যেমুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিব, ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হইবে। ইহজগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই। ইহজগতের কথা [illegible] ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় হয়।

জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

-::(:•:)::——

নির্ব্বাণ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীচৈতন্যমঠবাসী শ্রীপাদ সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু গত ৫ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ্চ সোমবার শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রিত শ্রীচটকপর্ব্বতের সান্নিধ্যে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীক্ষেত্ররজঃ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীপাদ সত্যানন্দ প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীধামের সেবায়, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি বিভিন্ন মঠে অবস্থানপূর্ব্বক অকপটে সেবা করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সরলতা, ঐকান্তিকতা, দৃঢ়তা ও সাধুজনের প্রতি আপনজ্ঞান শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আশ্রিত-বৎসল করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপুরীধামে শুভবিজয় করিয়া স্নেহের সহিত শ্রীপাদ সত্যানন্দ প্রভুকে প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন। নিজাভীষ্টদেবের সেই কৃপাস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া শ্রীপাদ সত্যানন্দ প্রভু স্বধামে গমন করিলেন। এইরূপ নিষ্কপট সেবকের আকস্মিক অপ্রকটে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁহার আদর্শ অনুসরণে আমরাও যাহাতে যাবজ্জীবন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিষ্কপট সেবালাভের সৌভাগ্য পাইয়া সাধু-গণের পদরজোঽভিষিক্ত হইয়া যেন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি, ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

বিবিধ সংবাদ

——::(•)::——

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

গত ১১ই মার্চ্চ রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাঙ্গণে বাঙলা সরকারের সার্জ্জন-জেনারেল মেজর ডবলিউ. সি. পেটন কলেজের ছাত্রছাত্রী-দিগের ভোজনাগারের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মিসেস্ পেটন ভিত্তিভূমির সন্নিকটে একটি আমের চারা রোপণ করেন।

মেজর-জেনারেল পেটন অদূর-ভবিষ্যতে রাজকীয় সরকারের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। এতদুপলক্ষে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

প্রারম্ভে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইউ, পি, বসু মেজর-জেনারেল পেটনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন যে, মেজর-জেনারেল পেটনের কার্য্যকালে কলেজে একজন হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা হইয়াছে, স্নায়ুতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষাদানের অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং একটি নূতন শিশু-চিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মেজর-জেনারেল পেটন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধের পরে জগতে চিকিৎসাশাস্ত্র-সংক্রান্ত যে প্রভূতভাবে প্রসার-লাভ করিবে এবং ভারতবর্ষে চিকিৎসা বিস্তার প্রসার সাধনে বাঙলা দেশ যে সম্পূর্ণভাবেই তাহার কর্ত্তব্যসাধন করিবে, এ-বিষয়ে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ নাই। তিনি আশা করেন যে, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল কলেজ স্বরূপে তাহার সুনাম রক্ষা করিবে।

ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষ হইতে শুভেন্দ্র-নারায়ণ রায় ও কুমারী কল্যাণী মজুমদারও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT.

NOTICE.

Sealed tenders are invited for the conveyance of mails by Horsedrawn carriages daily between Krishnagar and Krishnagar R. S. for up and down journeys throughout the year on a fixed monthly remuneration for a period of three years commencing from the 16th December, 1945. The form of tender and a copy of the schedule showing the number, timings and other details of the service required together with particulars regarding other conditions of the contract may be obtained on application from the office of the undersigned at Krishnagar on payment of Rs. 5/- in advance, which wi not be refunded in any case. Tenders must reach the undersigned on or before the 16th April, 1945 by 12-0 hours.

Dated Krishnagar 16. 3. 45

B. Ganguli, Capt
Supdt. of Post Offices, Nadia Division.

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(•)::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনলিনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীকা শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সত্তার কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ১৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ১৯শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫১ ; ২রা মার্চ্চ, ইং ১৯৪৫, সোমবার } ১৭-২০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ পুরুষোত্তম সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ, ৪৫৯

অনন্য ভক্ত

যিনি অন্য উপায় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামকেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই অনন্য ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণসেবাই আমার জীবনে, মরণে, শয়নে, স্বপনে একমাত্র কৃত্য—এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস বা নিশ্চয় ধারণা তাঁহার আছে। শ্রীহরিনাম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই, গতি নাই—ইহা তিনি জানেন। তাই তিনি শ্রীহরিনামকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন। অনন্য ভক্ত ঐকান্তিক। তিনি সৎ। যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনন্যভাবে ভজন করেন, তিনিই সাধু। তাঁহাকে অসাধু কল্পনা করিলে অপরাধ হয়। অন্য-উপাসনারহিত ভগবৎ-উপাসনারত ব্যক্তিই অনন্য। অনন্য কৃষ্ণাশ্রিত পুরুষে দুরাচার দৃষ্ট হইলেও তিনি সৎ বা সাধু। ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না; যদিই বা দৈবাৎ কোনরূপে কোন পাপ-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও শ্রীভগবানের অনুক্ষণ স্মরণেই আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"

যিনি অনন্যভাবে শ্রীভগবানের পাদকমলযুগের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের হৃদয়ে কোনরূপ বিকর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদয় হইলেও তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"পার্থিব সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা শ্রীভগবানের পদসেবায় নিযুক্ত থাকেন, সেইসকল শ্রীহরিপ্রিয় জনগণের হৃদয়ে বিবেকমূলে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাদের যাবতীয় পাপপ্রবৃত্তি বিনাশ করেন। বদ্ধজীবগণ ইতর চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া পাপে নিমগ্ন হইবার অনুক্ষণ যোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে প্রপন্ন জীবগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহাদের বিপরীত বুদ্ধি হইতে রক্ষা করেন। তাঁহারা পার্থিব ভোগপ্রবৃত্তি-চালিত হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হন না। যদিও তাঁহাদিগের কখনও কখনও পতিত হইবার উপক্রম দেখা যায়, তথাপি শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে পাপে ডুবিয়া যাইতে দেন না। ভগবদ্ভক্ত কখনও স্বীয় প্রবৃত্তি-তাড়নায় বিনষ্ট হন না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন,

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥"
(গীতা ৯।৩০)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি তিনি সাধু বলিয়াই মান্য। যেহেতু, তিনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"মানব যদি অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি না করিয়া পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই সাধু-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে। যেহেতু তাঁহার উত্তম উদ্যম। 'পরমেশ্বরের সেবাদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব—তিনি এই প্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করিয়াছেন।"

অনন্যভক্তের কখনও পাপ-প্রবৃত্তি হয় না। নামানুশীলনরূপ একটী চিন্তাপায় অনন্য ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। জড়গত পাপ তাহার ভয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যদি কোন ঘটনাক্রমে হঠাৎ পাপক্রিয়া হয় এবং সে পাপ যদিও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সুদুরাচার বলিয়াও কথিত হয়, তথাপি আমার অনন্য ভক্তের নিন্দা করিবে না কেন না,—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি অনন্যভক্তি লাভ করিতেছে, তাহার চরিত্রে কেবল দুই প্রকারে কিছু কিছু পাপ দেখা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার এই যে, বিশেষ ভাগ্যক্রমে কোন জীবের সাধুসঙ্গে রুচি হইল, কিন্তু তৎপূর্ব্ব হইতে তাহার আর কোন একটি পাপসংসর্গ ছিল,—অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ, মৎস্য-মাংসাহার, আসবসেবা প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি চিরনিবদ্ধ পাপ ছিল। অনন্য ভক্তি উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য পাপ-প্রবৃত্তি দূর হইল, কিন্তু ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটি যাইতে কিছুকাল বিলম্ব করে। অনন্যভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ অন্যোপায় সকলকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নামের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐ চিরনিবদ্ধ পাপটি যাইতে যাইতেও যাইতে চাহে না, কিছুকাল থাকে। যেকাল পর্য্যন্ত নির্ম্মূল না হয়, সে-পর্য্যন্ত সেই অনন্য-ভক্তকে তন্নিবন্ধন অবজ্ঞা করিবে না। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, অনন্যভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আমার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহ সম্বন্ধে কখনও কোন গতিকে রোগীর অমেধ্য-সংযুক্ত ঔষধ-সেবনের ন্যায় কোন পাপক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অস্থায়ী কেন-না, প্রবৃত্তিগত নহে। সুতরাং এই দুইপ্রকার পাপ হইতে আমার অনন্য ভক্ত অতিশীঘ্রই আমার ভক্তিকৃপায় শুদ্ধ ধর্ম্মাত্মা হইয়া পাপ হইতে শান্তিলাভ করেন। হে কৌন্তেয়! আমার অনন্যভক্ত কখনও নষ্ট হইবে না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রসিক-রঞ্জনভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। বদ্ধজীবের আচার দুইপ্রকার,—'সাম্বন্ধিক' ও 'স্বরূপগত'। শরীররক্ষা, সমাজরক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই 'সাম্বন্ধিক'। শুদ্ধজীবস্বরূপ অর্থাৎ আমার প্রতি যে চিৎকার্য্যরূপ ভজন-আচার আছে, তাহা জীবের স্বরূপগত; তাহার অন্য নাম 'অমিশ্রা' বা 'কেবলা-ভক্তি'। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা-ভক্তির সাম্বন্ধিক-আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে। বদ্ধজীবের অনন্যভজনরূপ ভক্তি উদিত হইলেও দেহ থাকা-কাল পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর রুচি থাকে না। যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্ব হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতররুচি বল প্রকাশপূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে; কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহা শ্রীকৃষ্ণ-রুচির দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উচ্চ-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবহার—সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে দুরাচার এমত কি, সুদুরাচার। পরহিংসা, পরদ্রব্যহরণ, পরদারগমন, ইত্যাদি ভক্তের

সহজে রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপা মত্তক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে। কোন কোন পরম-ভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব্ব-সংগৃহীত পরদার-সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাহাদিগকে 'অসাধু' মনে করিবে না।

• হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও ঘটনাবশতঃ তাঁহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তি দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্যবন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরমশান্তি লাভ করিবেন। হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা গতি লাভ করে।

আমার ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতিবর্ণাদি সম্বন্ধী কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই। অন্ত্যজ জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; কেননা, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্রই প্রশমিত হয়।

• পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"দ্বাদশ বৈষ্ণবের অন্যতম ধর্ম্মরাজ যমের সভায় শ্রীগীতার ঐ শ্লোকের একটী সংশয়ভঞ্জনার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সেই সভায় ঐ শ্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অনন্য-ভাক্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাহার অনন্যা ভক্তি আছে, 'অপি' যদি, 'চেৎ' ও অর্থাৎ যদি ও তিনি 'সুদুরাচার' অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা জঘন্য আচারবিশিষ্ট হন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মনে করিতে হইবে। যেহেতু তিনি 'সম্যগ্ব্যবসিত' অর্থাৎ সম্যক্ প্রযত্নশীল, একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক। তিনি শীঘ্রই 'ধর্ম্মাত্মা' হন ও নিত্যশান্তি লাভ করেন। "ঐকান্তিক ভক্তকে শীঘ্রই ধার্ম্মিক হইবার কথা বলা হইল কেন? যিনি ধর্ম্মের শেষফল ঐকান্তিকতা বা অনন্যভজন-পরায়ণতা লাভ করিয়াছেন, যিনি শ্রীভগবান্‌কে বশ করিয়াছেন, তাঁহার কি ধর্ম্ম অর্থাৎ সুনীতি বা শান্তির অভাব আছে, অনন্যভক্ত কি অধার্ম্মিক ও অশান্ত?"—যমরাজের সভায় সকলে এই প্রশ্ন করিলেন। শ্রীগীতার উপদেষ্টা শ্রীপার্থ-সারথি প্রভুপাদেশ প্রদান করিয়া বলিয়াছেন,—ঐকান্তিক ভক্ত যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিতে হইবে। কিন্তু, সংশয় এই যে, সাধু কিরূপে অধর্ম্মাত্মা ও অশান্ত হন? দেবতাগণের এই সংশয় শ্রীশিব, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ ও শ্রীযম—কেহই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সভায় যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীশিব-ব্রহ্ম-নারদাদি বৈষ্ণববৃন্দ ও দেবতাগণ নিজ নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অভ্যর্থনা করিলেন; কেন-না, অপ্রাকৃত ব্রজবাসী, সাক্ষাৎ স্বরূপার অন্তরঙ্গ, কেশ-শেষাদির অগম্যা গোপী-শিরোমণির নিজজন আগমন করিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে দর্শন করিয়া সকলে তাঁহার নিকট তাঁহাদের সংশয় জ্ঞাপন করিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যে ভাবে ঐ সংশয় নিরসন করিলেন, সেই তাৎপর্য্যটী শ্রীল প্রভুপাদ "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ" শ্লোকের অনুবৃত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্যভজনকারীর 'লোকদেখান' দুরাচারত্বে লক্ষিত না হইয়া যিনি তাঁহার সাধুত্ব দর্শন করেন, সেইরূপ দর্শনকারী শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমশান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্যভজনকারীকে গুরুজ্ঞান ও নিজেকে শিষ্য-জ্ঞান করিয়া যিনি তাঁহাকে (অনন্যভজনকারীকে) মায়াজগতের সুনীতি ও দুর্নীতির মাপকাঠির আসামী করেন না, তাঁহারই শীঘ্র সাধুত্ব লাভ হয়।"—এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া স্বরূপার নিজজন ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদকে ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ সংশয়শূন্য হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

যাঁহারা অন্যাভিলাষরহিত হইয়া একমাত্র ভগবানের ভজনা করেন, সেই সকল শরণাগত ব্যক্তিরই সমস্ত ভার শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদের পূজা অবৈধ। তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে। অন্য দেবতা-পিতৃগণের উপাসকগণ ক্ষয়িষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের উপাসকগণ নিত্য মঙ্গল লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তির বশ। তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের একনিষ্ঠ ভজনকারী ব্যক্তি স্থূল দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুরাচার প্রতীত হইলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের ভজনকারীর প্রকৃত কোন দুরাচার থাকে না। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই। অতিশয় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভজনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সেবা লাভ করা যাইবে।

একমাত্র শুদ্ধভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়। শুদ্ধভক্তিযোগই রাজবিদ্যা—রাজগুহ্য যোগ'। প্রকৃতি মূলকারণ নহে। শ্রীভগবানের ঈক্ষণেই তাহার সৃষ্টিসামর্থ্য। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নিত্য। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনই শুদ্ধভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। অন্য দেবতার স্বতন্ত্র পূজা অবৈধ। ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই। সকল শুদ্ধ জীবাত্মাই ভক্তির অধিকারী।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:※:)::——

শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের নিকট কৃপা-প্রার্থনাই চেতনের ধর্ম্ম। কৃপা-প্রার্থনা—সেবা-প্রার্থনাই তাঁহার সত্তায় অবস্থিত। চেতন কখনই অচেতনের—জড়ের—মায়িক বস্তুর সেবা চায় না। চেতন বস্তু তাঁহার আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য, সুখের জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। সেবা করিয়াও সেবা করিতে পারিলাম না, সেবা পাইলাম না বলিয়া সে সর্ব্বদা সেবা প্রার্থনা করে। যেখানে সেবা-প্রার্থনা নাই, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে, জানিতে হইবে। অমৃত-সাগরের নিকট থাকিয়া যদি আমরা অমৃত না চাই, তাহা হইলে অমৃত-সাগরের নিকট যাওয়া হয় নাই, জানিতে হইবে। অভাববোধ না হইলে চাওয়া যায় না। যাহার অভাব নাই, সে আবার কি চাহিবে? অভাব হইলে সেই অভাব পূরণের জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। ভিখারীর অভাব হয়। ভিখারীই কাঙ্গাল। কাঙ্গাল না হইলে কাঙ্গালের ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ কাঙ্গালের ঠাকুর। কাঙ্গালের ঠাকুরকে কাঙ্গালই পায়, যাহারা কাঙ্গাল হয় না, তাহারা কাঙ্গালের ঠাকুরকে পায় না। কাঙ্গাল হইলেই অভাব বোধ হয়—অভাব বোধ হইলেই অভাবপূরণের জন্য চেষ্টা হয়। আমি কৃপা পাইলাম না—এই অভাববোধ হইলে আমি কৃপা চাহিব; কৃপাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও আমাকে কৃপা করিবেন। যদি কুটিলতা থাকে, তাহা হইলে যে বস্তু হইতে ভয় হয় বা বন্ধন হয়, সেই বস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়। যদি আমাদের সংসার ক্লেশবোধ না হইয়া থাকে, 'কেন মোরে আরে তাপত্রয়' এই প্রশ্নের উদয় না হয় তবে গুরুর কাছে আসা বৃথা। সেইজন্য আমাদের এইরূপ প্রার্থনা হওয়া উচিত,—

"কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণবনিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥"

সংসারকে যদি অনলবোধ না হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করিবার প্রার্থনা আমাদের জাগিবে না। যেখানে সংসারকে চন্দ্রকিরণের মত শীতল অনুভব হয়, সেখানে তাহা বজায় রাখিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে। শ্রীগুরুকৃষ্ণ-প্রসাদেই সংসার অনলবোধ হয়। প্রার্থনা জানাইলে শ্রীগুরুদেবের দয়া হইবেই হইবে। শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক। যদি আমরা শ্রীগুরুদেবের কাছে কৃপা চাই, তবে নিশ্চয়ই কৃপা পাইব। তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে না গেলে তিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন শ্রীকৃষ্ণই। সেই শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্যরূপে নিজেকে প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা দেন। যেখানে প্রাপ্য-বস্তু প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা দেন, সেখানে প্রাপ্তিসম্বন্ধে অজ্ঞান বা সন্দেহ থাকে না। সেইজন্য মহাজনগণ আচার্য্যদিগকে পরতত্ত্বলাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়াছেন।

আমরা যদি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হই, তবে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। তিনি আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিয়াছেন। কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব। সূর্য্যের স্বভাবই আলোক দান, কিন্তু সূর্য্যের আলোককে আবরণ করিলে অন্ধকার লাভ হয়। নিজেকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে। সেবাব্যতীত অন্য কোন প্রার্থনা যেখানে আছে, সেখানে কৃপা-ভিক্ষা নাই, বুঝিতে হইবে। কল্পতরুর নিকট আসিয়া যদি আমরা তাহার সেবাসুখ না চাহিয়া ছাইপাঁশ চাই, তবে তাহাই লাভ হইবে।

যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা বা কৃপা চান, তাঁহারা এ জগতের কিছু চান না। এ জগতে আমার ভোগ্য কিছু আছে, এরূপ চিন্তাস্রোত কৃপাভিখারীর নাই। 'তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব, গুরু অভিমান ত্যজি' ইহাই তাঁহার সহজবৃত্তি। অন্যাপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ-অভিমানই গুরু-অভিমান, কিঙ্করাভিমানী সেবকের এই অসৎ অভিমান নাই। তাই তিনি কাহারও পূজা, কাহার পিতা বা কাহারও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়া মনে করেন না; তিনি দীনহীন-কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ সাধু-গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কাতর ক্রন্দনময় কৃপা-প্রার্থনামুখে জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে। চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা সাধুর

ন্ন থাকিতে হইবে। অনুক্ষণ সাধুর নিকট বসিয়া থাকিলেই সাধুসঙ্গ হয় না; আবার সাধুর নিকট হইতে দূরে থাকিলেও হয় না। যেখানে সাধুর চিত্তবৃত্তির অনুশীলন,—সাধুর সুখানুসন্ধান-স্পৃহা—সাধুর বাণীর অনুশীলন, সেইখানেই সাধুসঙ্গ। যেখানে অভিগমন, সেইখানেই সঙ্গ।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকপট কৃপাগণের মধ্যে গুরুসেবাবৃত্তি যতটুকু আছে, সেই বৃত্তিটুকুকে প্রভুর কৃপাবৃত্তি জানিয়া প্রতি অকপট নমস্কার বিধান করিলে এবং নিজে অকপট সেবাদৈন্যে বিভূষিত হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ, উপদেশ ও আদর্শ-আচরণ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করিলে এজগতে কেহই আমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। তখন জগতের কোন প্রকার ঘুষ আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া পরনিন্দা পরছিদ্রান্বেষণে সময় নষ্ট করিবার দুর্বুদ্ধি দিতে পারিবে না। যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বতোভাবে নিয়ামক, সেখানে কোন সন্দেহ পতনাশঙ্কা নাই। যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের অনলস হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে পারে না। যত বিপদই আসুক না কেন, সর্বাবস্থাতে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাঁহাদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। যেমুহূর্তে আমরা শ্রীগুরুদেবের জীবন এবং তাঁহার আদর্শ আচরণানুসরণ হইতে বিন্দুমাত্র এই হইব, চ্যুত হইতে আমরা নিরপেক্ষ হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিতে পারিব না। গুরুপাদপদ্ম যে কত বড় জিনিষ, তাহা জগৎ চিন্তায়ও আনিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে আমাদের মত কোটী কোটী লোক উদ্ধার করিবে। এমন কোন পাণ্ডিত্য জগতে —এমন কোন সদ্বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে —কোন মনুষ্যদেবতার নাই, যা' নাকি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলির একটী কণার তুল্য ভারী হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি এত ভারী জিনিষ।" সেবা চাতুর্য্য সেবাকৌশলই পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা। পদধূলিতে অভিষিক্ত হওয়ার ন্যায় গৌরবের বিষয় আর কিছু নাই। আমাদের একমাত্র কাম্য। সাধুর অভিষিক্ত বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কণ্ঠা যাইবে না। অকিঞ্চন গুরুদাসগণ দপি সুনীচ ও নিরহঙ্কার। গুরুদাসাভিমান শুদ্ধ অহঙ্কার তাঁহাদের আছে। নিজেকে সাধুগুরুর শ্রীপাদপদ্মস্থিত ধূলি-জ্ঞান করেন। তাঁহাদের অপ্রাকৃত দম্ভ প্রাকৃত মাৎসর্য্যোদ্ভূত দম্ভকে করিয়া মহতের অসমোর্দ্ধ বা তাঁহার অপার-করুণার কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সুদৈন্যময় শুদ্ধ দাসাভিমান সাধুর প্রকৃষ্ট কৃপারই পরিচয়

যৎকিঞ্চিৎ

——::●::(●)::●::——

জড়েন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, তাহা জড়। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীনাম জড়বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অধোক্ষজ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অতীন্দ্রিয় ও গুণাতীত বস্তু। নির্গুণ অবস্থায় অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদ, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ—শ্রীকৃষ্ণের নিজজন; তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা কোনরূপ অত্যাচারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। নির্গুণ আত্মাই শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া থাকেন। শুদ্ধাত্মাই শ্রীহরিনাম করেন। মন অশুদ্ধ বুদ্ধি বা মায়িক বুদ্ধির অধীন হইয়া সর্বক্ষণ সঙ্কল্প-বিকল্প করিতেছে। জড়-বিচারে যে জ্ঞানলাভ সবই অনিত্য। মন অতীব অসত্য, অনিত্য ও চঞ্চল। মনের অবস্থা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রিতে মন একরকম থাকে না, এবং মনকে বশীভূত করা বড়ই কঠিন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অমানি-মানদ হইয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিবার কথা বলিয়াছেন। গুরু-বুদ্ধিতে সকলকে শ্রীকৃষ্ণের নিজজনজ্ঞানে মানদান করিতে না পারিলে শ্রীকৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি হয় না। যিনি সকলের আত্মাতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন, তিনিই অমানী ও মানদ। পুরুষাভিমানে ভোগবুদ্ধি বা নাপিয়া লইবার বুদ্ধি থাকিলে শ্রীনাম-স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না। সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করিলে অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইলে শ্রীনাম স্বতঃই সেবকের শুদ্ধ-হৃদয়ে উদিত হইয়া জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। সেবকের সর্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীনাম-সূর্য্যের উদয়ের আভাসেও সকল অজ্ঞান-অনর্থ-অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়। যে-স্থানে আলোক, সেস্থানে অন্ধকার নাই, যেখানে অন্ধকার, সেখানে আলোক নাই। আবার কৃত্রিম আলোর দ্বারা সূর্য্যকে দেখা যায় না। যিনি জগতের জড় বিষয়ের প্রতি যতটা বৈরাগ্যবান হইয়াছেন, তিনি শ্রীভগবানের ততটা শরণাপন্ন হইয়াছেন। শরণাগতের নিকট ভগবান্ গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা হয় না। আত্মার চিদিন্দ্রিয়ে সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয়।

অনিত্য দেবতা উপাসনা করিলে অনিত্য ফল লাভ হয়। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষবাঞ্ছাহীন নিকপট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে তাঁহার আর পতন হয় না। হরিভক্তির নিকট চতুর্ব্বর্গের পিপাসা তুচ্ছ হইয়া যায়। আমরা সত্য সত্যই ভগবানকে চাই কিনা, তাহা শ্রীভগবান্ নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সাধক কৃষ্ণভজন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহার পরীক্ষার জন্য প্রচুর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা আনিয়া উপস্থিত করেন। আমরা যদি নিকপট হই, তাহা হইলে চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এরূপ চিবল দেন যে, মায়ার কোন প্রলোভনই আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা জড়ৈশ্বর্য্য কামনা করেন না। শ্রীকুন্তীদেবী রাজমাতা হইয়া রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ভগবৎ-স্মৃতির অনুকূল বিপদের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমরা জগতের কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া আনি নাই, আর সঙ্গে কিছু লইয়া যাইতে পারিবও না। জগতের সকলেই শ্রীজগন্নাথের বস্তু, সুতরাং সকল বস্তুই যাঁহার, তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং তিনিই কর্ত্তা। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ—বিষ্ণু সর্ব্বত্র আছেন, এইরূপ বিচার করিতেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব্বদা সুদৃঢ়ভাবে সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ তিনি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে অবগত আছেন, তিনি নিজেকে জড়ের ভোক্তা বলিয়া জানেন না। তিনি শ্রীবিষ্ণুকে একমাত্র ভোক্তা, কর্ত্তা ও স্রষ্টা বলিয়া জানিতেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ—যিনি বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবা করিয়া তাঁহাদের আহ্লাদ-আনন্দ বিধান করেন। হিরণ্যকশিপু দেহাত্মবাদী, নাস্তিক ও নির্বিশেষবাদী। সে হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণ এবং কশিপু অর্থাৎ উত্তম শয্যায় (কামিনীতে) আসক্ত, সুতরাং সে নিজেকে অমর, ভোক্তা ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করে—সর্ব্বত্র জড়দর্শন করে। ঈশ্বর বলিয়া কোন সত্ত্ব আছে—ইহা সে বিশ্বাস করে না। বৈষ্ণবকে বধ্য, পুত্রজ্ঞানে হীন করিয়া সে শ্রীপ্রহ্লাদকে নানাভাবে নির্য্যাতিত করিয়াছিল। শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করত স্বীয় সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বকর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব প্রদর্শনার্থে এবং ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত অপূর্ব্ব নরসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব, তিনি পশুও নহেন, জড়ও নহেন।

ভক্তই শ্রীভগবানের কৃপালাভ করেন। অভক্ত অপরাধী দুর্ব্বুদ্ধিবশে নিরয়গামী হয় সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনই হরিভজনকারীর সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আত্মসমর্পণকারীর জড়ীয় অভিমান থাকে না। তিনি নিজেকে যন্ত্র এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে যন্ত্রী বলিয়া জানেন। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না। সুযন্ত্রস্বরূপ আমার যন্ত্রী শ্রীগুরুদেব। তিনি হৃদয়ে বসিয়া যে প্রেরণা দেন, তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী। যাহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ হয় না—যে কৃষ্ণশক্তির সহিত যোগযুক্ত নহে, তাহার ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় থাকিবে। সে কেবল কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা চাহিবে।

আত্মা বলিতে সকলে বুঝায় অর্থাৎ তাহাতে দেহ মন বাদ থাকে না। আবার দেহমনও আত্মা নহে। দেহ-মন পৃথক আবরণ-স্বরূপ, আর আত্মা আবরণের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ। তদ্রূপ মনুষ্য-পশু-পক্ষী-স্ত্রী-পুরুষ-বিচার, বালক-বৃদ্ধরূপে দর্শন—আত্মার বহিরাবরণের—দেহমনের পরিচয়, আত্মার পরিচয় নহে। আত্মনিবেদন করিলে সমস্ত নিবেদন করা হয়। নারিকেল ফলের উপর প্রথমে ছোবড়া, তৎপরে কঠিন আবরণ থাকে। ঐগুলি ছাড়াইলে শাঁস ও জল পাওয়া যায়। শ্রীভগবানকে কেহ ছোবড়া বা নারিকেলের কঠিন আবরণটী নিবেদন করে না, শাঁসজলই নিবেদন করে; তদ্রূপ চেতন আত্মাকেই ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ প্রভৃতি মহাজনগণ আত্মনিবেদনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত আত্ম-নিবেদন হয় না। এই জগতের সম্বন্ধ অনিত্য, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, সখা-সখী প্রভৃতি সম্বন্ধসমূহ অচেতনের সম্বন্ধ। সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতীত হরিভজন হয় না, বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সেবক অপ্রাকৃত। তাঁহার জাতিকুল বিচার নাই।

——

ভজনের ফল কি ?

তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খজন॥
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে॥

(চৈঃ চঃ)

নামসংকীর্ত্তনের ফল কি ?

নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥

(চৈঃ চঃ)

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শ্রবণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজানিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শুদ্ধভক্ত ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত টিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভক্তিবিশ্বাসে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

- কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

জার্ম্মাণ বন্দী-শিবিরের ভারতীয় সৈন্য

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ,—লালফৌজ পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় দ্রুত অগ্রসর হইয়া সেখানকার বহু জার্ম্মাণ বন্দী-শিবির দখল করার ফলে বহু বন্দী মিত্রসৈন্য মুক্তি পাইয়াছে। মুক্ত সৈন্যদের মধ্যে কিছু ভারতীয় সৈন্যও আছে। তাহারা বর্ত্তমানে ওডেসার এক পথচলতি শিবিরে দেশে ফিরিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেখানে ভারতীয় সৈন্যরা বেশ সুখে আছে। মুক্ত এলাকায় লালফৌজের মতই তাহারা সকল সুখ-সুবিধা পাইয়া থাকে।

মুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের অনেকেরই জার্ম্মাণ বন্দী-শিবির সম্পর্কে বহু দিনের অভিজ্ঞতা হইয়াছে। নটরাজ নামে একজন মাদ্রাজী সৈনিক ১৯৪২ সনে উত্তর আফ্রিকায় বন্দী হইয়া জার্ম্মাণীতে ষ্টালাগ বন্দীশালায় প্রেরিত হয়। কয়েক দিন পরে তাহাকে ফ্রান্সের [illegible] বন্দীশালায় পাঠান হয়। সেখানে পাঁচ মাস থাকার পর জার্ম্মাণরা তাহাকে পূর্ব্ব প্রুশিয়ার বন্দী-শিবিরে পাঠাইয়া দেয়। সেখান হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতাল

গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলার "দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতাল" গুলি মহামারী রোগের যে চিকিৎসা করিয়াছে, তাহার রিপোর্ট বেশ সন্তোষজনক। কলিকাতায় এই সময় মোট ৯০০ শয্যাযুক্ত সাতটি "দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতাল" কাজ করিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে এই সময় ১৭ জন ডাক্তার, ৯১ জন মহিলা ও ২৪ জন পুরুষ শুশ্রূষাকারী নিযুক্ত ছিলেন। একটি ৫০ শয্যাযুক্ত ও ছয়টি ২০ শয্যাযুক্ত হাসপাতাল লইয়া বাঙ্গলায় মোট ১৯,৮০০টি "দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতাল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত হাসপাতালগুলির ২,১৩৭টি শয্যা সংক্রামক রোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু অবস্থা বিশেষে আরও ১,৩০৯টি সাধারণ রোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট শয্যাকে সংক্রামক রোগের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হয়। ফেব্রুয়ারী এই সময় ২৬টি জেলার [illegible] ভ্রাম্যমান চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে [illegible] জন রোগীর ও [illegible]টি জেলায় [illegible]টি শাখা চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে ২১৬,৩৫২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা

গোরক্ষপুর হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে। কন্ট্রোল দর অপেক্ষা বেশী দরে গুড় বিক্রীর অভিযোগে অভিযুক্ত পাঞ্জাবী সুগার মিলসের ও দেওরিয়া ও বৈতালপুর সুগার মিলসের ম্যানেজিং এজেন্ট লালা করমচাঁদ থাপার এবং উক্ত মিলের ম্যানেজারদ্বয়কে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

লালা করমচাঁদকে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা বা ৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। পাঞ্জাবী মিলসের ম্যানেজারের ১০ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাঁহাকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। বৈতালপুর মিলসের ম্যানেজারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে, অথবা দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

হাতে তৈয়ারী কাগজ

"বাজারে কাগজের যেরূপ দুষ্প্রাপ্যতা, তাহাতে এ সময় হাতে তৈয়ারী কাগজ বিশেষ আদরণীয়, সন্দেহ নাই। বাঁকুড়া শহরে এই কাগজ হাতে তৈয়ারী হইতেছে, তাহা ভালই হইয়াছে। বাঁকুড়া টাউনে মুখ্যতঃ স্ত্রীলোকেরাই এই কাগজ-শিল্পটি অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করিতেছেন। অতি সামান্য মূলধনে ও অতি সহজ প্রণালীতে এই কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।"—'শ্রীরামপুর-সমাচার' (হুগলী), ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫।

জার্ম্মাণ-সেনাপতির পদচ্যুতি

মস্কো রেডিও সংবাদ দিয়াছেন যে, হিটলার পূর্ব্ব রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি গুডেরিয়ানকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে জেনারেল কাউনাল্ড শোয়েরনার্ককে নিযুক্ত করিয়াছেন। জেনারেল শোয়েরনার্ক এক সময় বাল্টিক রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

বাঙলার জেলাগুলিতে বিনামূল্যে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ বিতরণ উদ্দেশ্যে ইতঃপূর্ব্বে যে ২০ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে এই উদ্দেশ্যে আরও ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

'নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীআনন্দ-কন্দোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২২ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৪ ; ২২শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ ; ৫ই এপ্রিল, ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার } ২১২তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২পুরুষোত্তম ভূতাদিকারণোদশায়ী গৌরাব্দ,৪৫৪

শ্রীপুরুষোত্তমধাম

শ্রীপুরুষোত্তমধাম বা শ্রীক্ষেত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের নিত্যবাসস্থান। শ্রীপুরীধাম স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলাক্ষেত্র এবং মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী। শ্রীপুরুষোত্তমদেব নিত্যকাল এই শ্রীধামে অবস্থান করিয়া জীবগণকে দর্শনাদি দানে কৃপা করিতেছেন। এই শ্রীক্ষেত্র নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচার-প্রচারক্ষেত্র। শ্রীপুরুষোত্তমে দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় যেমন একদিকে ভক্তে জাতিবুদ্ধি ও শ্রীমহাপ্রসাদে প্রাকৃতবুদ্ধি প্রভৃতি নাই, অন্যদিকে সেইরূপ সচলজগন্নাথ কপটমানব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপায় এখানে সর্ব্ব-ভজন-সম্পদও সম্প্রকাশিত হইয়াছে। দেবতাগণ এই শ্রীক্ষেত্রবাসিগণকে চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করেন। শ্রীক্ষেত্রবাসিগণকে প্রাকৃত দর্শন করা অপরাধ। মানুষের এই শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক অনুক্ষণ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর বা তদভিন্নমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁহার নিজজনগণের নিকট করজোড়ে কৃপাভিক্ষা করিয়া আপনস্থানে তাঁহাদের সেবা-লাভের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল থাকাই নিত্যমঙ্গলের একমাত্র উপায়।

শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গৌরজন-গণের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণলীলাক্ষেত্র। এই স্থানের প্রতি রেণু-পরমাণু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর ও তন্নিজজনগণের স্মৃতি বিজড়িত। সুতরাং এই স্থান বিশ্বমানবের নিত্যসিদ্ধ-হরিসেবাবৃত্তি-উদ্দীপনের বিশেষ অনুকূল। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীআচার্য্যের আনুগত্যে এই স্থানে বাস করিয়া অকপটে ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজন করিলে অতি সহজে জীব পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতে পারে।

শ্রীপুরুষোত্তমধামের অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য বিভিন্ন শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবকীটের এই বিষ্ণু-শ্রীধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা বিন্দুমাত্রও নাই; তবে সাধু ও শাস্ত্র কৃপাপূর্ব্বক যাহা বর্ণন করিয়াছেন, করযোড়ে তাঁহারই স্মৃতি করিয়া আজ শ্রীধাম, শ্রীধামেশ্বর ও শ্রীধামবাসিগণের কৃপা ও পদরজঃ ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তমধাম-সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীমহাদেবকে বলিয়াছেন, -

"সিন্ধু-তীরে বট-মূলে 'নীলাচল'-নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্ব-কাল সেইস্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
'ভুবনমঙ্গল' করি কাহয়ে সে-স্থানে॥
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ-নামে স্থানে মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম॥
সে-স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য এই-রূপ বর্ণিত আছে,—

"লবণাম্ভোনিধেস্তীরে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকং।
পুরং তদ্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুদুর্লভং॥
যস্মিন্ পুরে তু বিপ্র যতঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
পুরুষোত্তমনিত্যাখ্যং তস্মাত্তম্মানবেন্দ্রবিদঃ॥
ক্ষেত্রং তদুত্তমং বিপ্র সমন্তাৎ দশযোজনং।
তত্রস্থা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ চতুর্ভুজাঃ॥
প্রবিশন্তস্তু তৎক্ষেত্রং সর্ব্বেষ্যানিন্দ্রিয়সুন্দরঃ।
তস্মাদ্বিচারণা তত্র ন কর্ত্তব্যা কিল্বিষৈঃ॥
চণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং গ্রাহ্যং তত্রান্নমগ্রজৈঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যতস্তত্র চণ্ডালোপি দ্বিজোত্তমঃ॥
তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাত্তদন্নং বিপ্রৈর্দেবৈস্তৈরপি দুর্লভং॥
হরিভুক্তাবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভুবি দুর্লভং।
অন্নং যে ভুঞ্জতে মর্ত্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্নদুর্লভা॥
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে তদন্নমতি দুর্লভং।
ভুঞ্জতে নিত্যমাদত্তা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥
ন যত্র রমতে চিত্তং তস্মিন্নন্নে সুদুর্লভে।
তমেব বিষ্ণুদ্বেষ্টারং প্রাহুঃ সুজ্ঞে মহর্ষয়ঃ॥
পবিত্রং ভুবি সর্ব্বত্র যথা গঙ্গাজলং দ্বিজ।
তথা পবিত্রং সর্ব্বত্র তদন্নং পাপনাশনং॥
তদন্নং কোমলং দিব্যং যদ্যপি দ্বিজসত্তম।
তথাপি বজ্রতুল্যং স্যাৎ পাপপর্ব্বতদারণে॥
পূর্ব্বার্জ্জিতানি পাপানি ক্ষয়ং যাস্যন্তি যস্য বৈ।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্ততে তস্মিন্নন্নে তস্য সুদুর্লভে॥
বহু জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং যস্য যাস্যতি সংক্ষয়ং।
তস্মিন্নন্নে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য ভক্তি প্রবর্ত্ততে॥"

সত্যযুগে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন নামক একজন ভগবদ্ভক্ত নৃপতি ছিলেন। শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীনারদের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে করুণাময় ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীব্রহ্মার কৃপাভিষিক্ত শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে বহু বৈষ্ণবজন-সমক্ষে নিজ পূজাবিধি জানাইয়াছিলেন। শ্রীনীলাচলনাথ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে জানাইয়া-ছিলেন, —

"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ আমার প্রীতির জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, প্রজা প্রভৃতি যাবতীয় ভোগোপকরণ ত্যাগ করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া তোমার নিকট আবির্ভূত হইয়াছি এবং তোমাকে আমার প্রতি পরমপাবনী ভক্তি বরস্বরূপে প্রদান করিতেছি। আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, এই প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইলেও আমি কদাচ এই স্থান পরিত্যাগ করিব না। অতএব তুমি আমার নির্দ্দেশমত আমার পূজার সুব্যবস্থা কর। ইহাতে তোমার ভক্তি অবিচলিত এবং তোমার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহতভাবে আচন্দ্রকাল জগতে বিরাজিত থাকিবে। আমি জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় অবতীর্ণ হইয়াছি, সুতরাং ঐ দিবস আমার পবিত্র জন্মদিন। সেইদিন আমার মহাস্নান ও পূজাদি করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত আমার শ্রীমন্দির বন্ধ রাখিবে। পুনরায় আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে আমার শয়ন, শ্রাবণী পূর্ণিমাতে পবিত্রারোপণ, ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে আমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে আমার উত্থান, অগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠীতে প্রাবরণ, পৌষ-পূর্ণিমাতে পুষ্যাভিষেক, উত্তরায়ণ মকর-সংক্রান্তিতে মাঘোৎসব, ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে দোলোৎসব, চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমনকার্পণ এবং বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা-মহোৎসবের যথারীতি অনুষ্ঠান করিবে।"

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অলৌকিকী অপূর্ব্ব লীলা-কাহিনী ... কালের চিহ্ন

আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও সিংহদ্বারের দৃশ্য অতি মনোহর, চিত্তাকর্ষক ও ভক্তিদীপক। এই শ্রীমন্দিরের চতুর্দিকে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণদ্বারভায় প্রবেশ করিয়া দক্ষিণদিকে শ্রীষড়্ভুজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সীমানার মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের দুইটি পুষ্পোদ্যান ও শ্রীতুলসী-কানন আছে। এই শ্রীমন্দির উচ্চে ১৯২ ফিট এবং শ্রীবিষ্ণুচক্র ও ধ্বজাধারা শোভিত। উৎকলের রাজা গজপতিবংশীয় শ্রীঅনঙ্গভীমের রাজত্বকালে ১১১০ শকাব্দে এ শ্রীমন্দির প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন।

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের মূল দ্বারকে সিংহদ্বার বলে। সিংহদ্বারের বাহিরে ও সম্মুখে একটি অরুণস্তম্ভ আছে। 'সিংহ-দ্বারের ভিতরে পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথদেবের লেপ্যা-মূর্ত্তি বিরাজিত থাকিয়া পাপজাতি-গণকে নিত্য দর্শন দান করিয়া কৃপা করিতে-ছেন। সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে 'বাইশ-পহাছ' অর্থাৎ শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে উঠিবার বাইশধাপ পাথরের সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে উঠিতে বামদিকে শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তি আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যহ ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন করিতেন। শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদনরূপে দর্শন করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দূর হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইতেন। মহাভাগবতকুল-চূড়ামণি নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীরূপ সনাতনাদি আচার্য্যগণ এই শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়া মহাভাবে উদ্দীপ্ত হইতেন। কমলপুর হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের ধ্বজা দর্শন হয়। কমলপুর হইতে ধ্বজা দর্শন করিয়া শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণ পরমানন্দে মগ্ন হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পুলকিত হইতেন।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা হয়। এই সময় শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা স্নানবেদীতে 'পহাণ্ডি' বিজয় করেন। স্নানবেদীতে সুবর্ণের সহিত এই দিন শ্রীবিগ্রহ ১০৮টি স্বর্ণকুম্ভপূর্ণ শীতলজলে 'স্নান' করেন; তৎপরে শ্রীজগন্নাথ গজরূপ ধারণ করেন। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের নির্ম্মিত স্নানবেদী জীর্ণ হওয়ার পর মহারাজ শ্রীঅনঙ্গভীম বর্ত্তমান স্নানবেদী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। কথিত হয়, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে শ্রীজগন্নাথদেব প্রকাশিত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ দিবস তাঁহার জন্মদিন। শ্রীস্নানযাত্রার পর পনর দিনকাল শ্রীজগন্নাথের দর্শন হয় না, তাহাকে 'অনবসরকাল' বলে।

শ্রীপুরীধামবাসিগণ যেখানে শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমহাপ্রসাদ লাভের মহাসৌভাগ্য পান, তাহাকে 'আনন্দবাজার' বলে। এই আনন্দ-বাজারের সন্নিকটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদী বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে উত্তর-পার্শ্বে যে শীতলাদেবীর স্থান রহিয়াছে, উহারই সম্মুখে একটি সর্ব্বতীর্থময় কূপ বিরাজিত। ঐ কূপ এক বৎসরকাল আবৃত ও বদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র জ্যৈষ্ঠী শুক্লা-চতুর্দ্দশীতিথিতে অর্থাৎ স্নানযাত্রার পূর্ব্বদিবস ঐ কূপ আবরণ-মুক্ত করিয়া শাস্ত্রোক্তবিধানে সংস্কৃত করা হয় এবং ঐ দিবস রাত্রে সেই কূপের জলদ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অধিবাসোৎসব সম্পন্ন হয়। তৎপরদিবস প্রাতঃকালে 'মঙ্গলার্পণ' অনুষ্ঠানের পর শ্রীশ্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর স্নান-বেদিকায় 'পহাণ্ডি' (বিজয়) হয়।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগদীশের দন্তধাবনাদি অবকাশ-পূজা হয়। উৎকল-ভাষায় যাহাকে 'কুস্তাটিয়া বৃক্ষ' বলে, সেই বৃক্ষের শাখাই শ্রীজগদীশের দন্তকাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় শ্রীসুন্দরাচল নামক স্থানে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে গমন করেন। শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ীতে নয় দিন উৎসব হয়, ইহার নাম নবরাত্র-যাত্রা। শ্রীমন্দিরকে যেরূপ শ্রীনীলাচল বলা হয়, শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরও সেইরূপ শ্রীসুন্দরাচল নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরে আগমনের পূর্ব্বে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করা হয়। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এই শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর গুণ্ডিচা-বাড়ীর নিকটে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৮৬ ফিট ও প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণদিগকে যখন কোটি কোটি গাভী দান করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের ক্ষুরের দ্বারা খনিত হইয়া এই সরোবরের উদ্ভব হইয়াছে রূপ কিংবদন্তী আছে।

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া-তিথি হইতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে আনা হয়। শ্রীমদনমোহন সর্ব্বাঙ্গে মলয়জচন্দন মাখিয়া তাঁহার সখা শ্রীলোকনাথ মহাদেবাদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস করেন, ইহারই নাম শ্রীচন্দন-যাত্রা। এইজন্য শ্রীনরেন্দ্র সরোবর চন্দনপুষ্করিণী-নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৮ম অধ্যায়ে চন্দন-যাত্রা ও ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্যদেবের নর্ত্তন-কীর্ত্তনের কথা বর্ণিত আছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে এইস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের চন্দনযাত্রা-মহোৎসব প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীপরমানন্দপুরী গোস্বামী প্রভুর কূপের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শ্রীপরমানন্দপুরী শ্রীজগন্নাথমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি মঠ স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। মঠের সংলগ্ন কূপটি অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা-অনুসারে ভোগবতী গঙ্গা এই কূপে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপের জল সুনির্ম্মল করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যিনি এই কূপে স্নান করিবেন, তাঁহার সত্য সত্যই গঙ্গাস্নানের পরিপূর্ণ ফল নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। বাসেলিশাহি পুলিশ-ষ্টেশনের সীমানার মধ্যে বর্ত্তমানে এই কূপটি রহিয়াছে। এই কূপের স্থিতিস্থান-সম্বন্ধে সাধারণের অনেকেই সংবাদ রাখিতেন না। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপের পুনরুদ্ধার করেন এবং তাঁহারই অনুগত কোন ভক্তের অর্থানুকূল্যে এই কূপের সংস্কার ও চতুর্দ্দিক বাঁধান হয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার তীরে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের স্থান ছিল। এই স্থানে অমানি-মানদ-ধর্ম্মের শিক্ষকের লীলাভিনয়কারী শ্রীচৈতন্যদেব সাতদিন পর্য্যন্ত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। অষ্টম দিবসে শ্রীসার্ব্বভৌম মৌনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু মায়াবাদভাষ্যের বিবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসূত্রে অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপিত জানাইলেন এবং 'আত্মারাম' শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম তখন মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে শরণ গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে তাঁহাকে চতুর্ভুজ, পরে দ্বিভুজ মুরলীবদন রূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একশত শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই বিবরণ বর্ণিত আছে। পরে এই স্থানে শ্রীগঙ্গামাতা মঠ স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্য, তচ্ছিষ্য পণ্ডিত শ্রীহরিদাস, শ্রীহরিদাসের শিষ্যা---শ্রীগঙ্গামাতা।

শ্রীপুরীধামে শ্রীসিদ্ধবকুলে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ভজন করিতেন। শ্রীল রূপ-সনাতনও এই স্থানে অবস্থান করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীরূপকে দর্শন দান করিয়া এখানে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীসিদ্ধবকুলে অবস্থান করিয়া শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক রচনা করেন। এইস্থানে শ্রীসিদ্ধ-বকুল-বৃক্ষরাজ অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরভক্তের মাহাত্ম্য ও স্মৃতি উদ্দীপিত করিতেছেন। এই বৃক্ষরাজ শাখা-প্রশাখাযুক্ত হইয়া কেবল একটি বাকলের উপর বিরাজিত আছেন। কিংবদন্তী এই যে, এই স্থানের বকুলবৃক্ষ-দ্বারা শ্রীজগন্নাথদেবের রথচক্র নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়া এই বৃক্ষটি ছেদনের চেষ্টা হইলে ছায়ার অভাবে নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ভজন-সুখের ব্যাঘাত হইবে জানিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাতেই বৃক্ষটি ফাঁপা হইয়া পড়ে। এখনও সেই অবস্থায় সেই বকুল-বৃক্ষটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রীসিদ্ধবকুল শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনস্থলী শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন শ্রীগম্ভীরার সন্নিকটে অবস্থিত। সেই শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনকে বর্ত্তমানে শ্রীরাধাকান্ত-মঠ বলে। শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরভক্তের পদাঙ্কপূত এই পরমপবিত্র স্থানটি অতি মনোরম, নির্জ্জন ও ভগবৎস্মৃতি-উদ্দীপক বলিয়া ভজনের অত্যন্ত অনুকূল।

ইংরাজী ১৯০২ সালে শ্রীপুরীর সমুদ্রের তীরে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত, শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ গুরুবর্গের অনুষ্ঠিত স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভজনকুটী নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানে অনুক্ষণ বিপ্রলম্ভভাবে ভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাই শ্রীভক্তিকুটীর প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি প্রস্তরফলকে খচিত ঠাকুরের রচিত এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদনামা।
কোঽপি স্থিতো ভক্তিকুটীরকোষ্ঠে
স্বরূপানুগো নামগুণং মুদাস্তে ॥

এই শ্রীভক্তিকুটীরের দক্ষিণে অতি সন্নিকটে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর [illegible] প্রকাশ করেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীটোটাগোপীনাথ মন্দিরের সন্নিকটে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তমমঠ প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীভক্তিকুটীর-সংলগ্ন-স্থানই সুপ্রাচীন শ্রীসাতাসনমঠ। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভু, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

প্রভু, শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু প্রমুখ গৌরপার্ষদগণ এই শ্রীসাতাসনমঠে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, বড়-আসন, কদলী-পটকাসন, শ্রীগিরিধারী-আসন, গোঁফা-আসন, শ্রীমদনমোহনদেব-আসন, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম-আসন ও শ্রীশ্যামসুন্দরদেব-আসন—এই সাতটি আসন লইয়া শ্রীসাতাসনমঠ। 'বড়-আসনে' শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। 'কদলী-পটকাসনে' সিদ্ধমহাত্মা শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। 'শ্রীগিরিধারী-আসন' শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আসন ও ভজনস্থান। কেহ কেহ বলেন—'শ্রীমদন-মোহনদেব-আসনে' শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। আবার কেহ কেহ 'শ্রীগিরিধারী-আসন'কেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনাসন বলিয়া থাকেন।

কিংবদন্তী এই যে, অতিপুরাকালে সপ্তর্ষি শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একান্তে ভজন করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্নস্থানে সাতটি আসন রচনা করেন। তাহা হইতেই "সাতাসনমঠের" নামকরণ হইয়াছে। একদিন মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রস্নান করিতে আসিয়া দেখেন যে, সাতজন ঋষি সমুদ্রতীরে নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। রাজা ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তর্ষি রাজার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এ দিকে মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন শ্রীজগন্নাথ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—তুমি এই সপ্তর্ষিকে ভজনের উপযোগী জমি ও প্রত্যহ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিবে। তদনুসারে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন 'জিরাকান্দি' নামক একটি মৌজা এবং সপ্তর্ষির জন্য প্রত্যহ সাত আটকিয়া ও সাতকড়িয়া মহাপ্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। সপ্তর্ষি রাজার প্রেরিত সামগ্রী দেখিয়া বলিলেন—আমাদের জমির কোন দরকার নাই, রাজার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রসাদ পাঠাইতে পারেন। সপ্তর্ষি নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ-সেবা বা গোষ্ঠীগত ভজনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যখন সপ্তর্ষিগণের ভজন-স্থানে শ্রীবিগ্রহসেবা ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার প্রদত্ত জমি সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীপুরীতে 'সাতসাহি' অর্থাৎ সাতটি সাহি আছে; যথা,—গৌরবাটসাহি, [illegible]সাহি', কুণ্ডেইবেণ্টসাহি, 'দোলমণ্ডপ-সাহি', 'বালিসাহি', 'চুড়ঙ্গসাহি' ও মার্কণ্ডেশ্বরসাহি। এখানে শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রীসিদ্ধবকুলমঠ, শ্রীগঙ্গামাতামঠ, শ্রীপুরুষোত্তমমঠ, শ্রীটোটাগোপীনাথ, শ্রীহরিদাসঠাকুরের সমাধি, শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যান, শ্রীকুজমঠ, শ্রীনারায়ণছাতা, শ্রীঝাঁজ-পিটা-মঠ, শ্রীসাতাসনমঠ, এমারমঠ, উত্তর-পার্শ্বমঠ প্রভৃতি ৫২টি মঠ আছে।

শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সন্নিকটে "বড়দাণ্ডের (বড় রাস্তার বা পুরীর প্রধান পথের, যে রাস্তা দিয়া রথ টানা হয়) উপরে রামচন্দ্র আঢ্যের ভাড়াটিয়া বাড়ীর উত্তর দিকের বাসায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাস করিতেন। সেই বাসার সংলগ্ন স্থান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গণের 'নারায়ণছাতা' অদ্যাপি বর্ত্তমান। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৩৮৭, বঙ্গাব্দ ১২৮০ ও খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪ সালের মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ২৫শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিকীর্ত্তনমুখরিত ভবনে শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবের ছয়মাস পর রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথ সেইস্থানে আসিয়া আটকাইয়া যায়, কিছুতেই আর অগ্রসর হয় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে এখানে তিনদিন ব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকে। তখন শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়স্থ শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং হাত বাড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ ও প্রসাদীমালা গ্রহণ করেন।

পুরীর সমুদ্রতীরে যমেশ্বর শ্রীমহাদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে ও শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে সুবৃহৎ বালুকাস্তূপ রহিয়াছে, তাহাই চটকপর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ। এই চটকপর্ব্বত-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজ-মণ্ডলের শ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের স্মৃতির উদ্দীপনা হইত।

পুরীতে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে সমুদ্রবালুকা-পথে 'যমেশ্বর টোটা' নামক স্থান। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারপাল বা 'দেওয়ান'-স্বরূপ পঞ্চ শিবমূর্ত্তি শ্রীপুরুষোত্তমে বর্ত্তমান। তাঁহাদের নাম—(১) যমেশ্বর, (২) নীলকণ্ঠেশ্বর (ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর-তটে), (৩) লোকনাথ (শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে), (৪) কপালমোচন (শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দরজার নিকটে) ও (৫) মার্কণ্ডেশ্বর (মার্কণ্ডেয় সরোবরের তীরে)।

শ্রীযমেশ্বর, হরিহরমূর্ত্তি, তাঁহার সম্মুখে গরুড়স্তম্ভ ও বৃষস্তম্ভ। যমেশ্বর-মূর্ত্তির উত্তরে পার্ব্বতী দেবীর মন্দির। যমেশ্বরের বিজয়-বিগ্রহ হরিহর-মূর্ত্তি— বিভিন্ন উৎসব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বিজয় করিয়া শ্রীজগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিজয়-বিগ্রহ ধাতুময়ী চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি।

শ্রীযমেশ্বর-টোটায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে বাসস্থান দিয়াছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোপীনাথের সেবা করিতেন। অদ্যাপি তথায় শ্রীগোপীনাথের সেবা বর্ত্তমান আছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু অনেকসময় যমেশ্বর-টোটায় আগমন করিতেন। যমেশ্বর-টোটাদর্শনে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন স্ফূর্ত্তি হইত, শ্রীচটকপর্ব্বত-দর্শনে শ্রীগোবর্দ্ধন এবং সমুদ্রদর্শনে শ্রীযমুনার উদ্দীপনা হইত।

শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে 'বংশীবট' আছেন। কিংবদন্তী এই যে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু অত্যন্ত প্রাচীন হইলে কুব্জ হইয়া পড়েন, তখন শ্রীগোপীনাথের মস্তক ও শ্রীমুখমণ্ডল পর্য্যন্ত শৃঙ্গারসেবা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথ সেবকের সুবিধার জন্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে পদদ্বয় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করেন। সেইরূপ অবস্থায়ই শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমানে 'যমেশ্বর-টোটায়' প্রকাশিত রহিয়াছেন। শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর শ্রীমামু ঠাকুর টোটা-গোপীনাথের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন।

শ্রীপুরীধামে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর ও শ্রীমার্কণ্ডেয়-সরোবর আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে নৌকা-বিহার করেন। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে ও শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে জলকেলি করিয়াছেন।

যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান-লীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকালে শ্রীপুরীধামে অবস্থান করিতেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণদর্শনার্থ গৌড়দেশ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, কুলীন গ্রামবাসী ভক্তগণ, শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণ ও অন্যান্য বহু শ্রীশিবানন্দসেনের সহিত পুরীতে আগমন করিতেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই এই শ্রীপুরীধামে আগমন করিয়াছেন।

আষাঢ়মাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব হইয়া থাকে। ব্রজবাসিগণ কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া ব্রজরূপ বিবিধপ্রকার ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতে চাহেন, শ্রীচৈতন্যদেব ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ সেই বিচারেই নীলাচল (কুরুক্ষেত্র) হইতে সুন্দরাচল (বৃন্দাবন) শ্রীরথের পথ টানিয়া লইয়া যান। শ্রীরথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছানুসারেই চলিয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ কেহ চালাইতে পারে না—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীপুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীপুরুষোত্তমের রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গচরণে বিক্রীত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীরায় রামানন্দ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি এই শ্রীনীলাচল ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীল নরসুন্দর সন্ন্যাস লীলা প্রদর্শন করিবার পর চব্বিশ বৎসরের মধ্যে আঠার বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়া নিজে আচরণপূর্ব্বক জীবগণকে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে ছয় বৎসর তিনি নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য, গৌড়দেশ, বারাণসী, প্রয়াগ, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়াছিলেন। এই শ্রীনীলাচলে এককালে মুক্তাতমান জীবগণ যুগপৎ চলাচল দুই ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীগৌর-শ্যামরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীনামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর স্বেচ্ছায় অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চিদানন্দময় দেহ ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করেন এবং সমুদ্রতটে সংকীর্ত্তনমুখে স্বহস্তে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন। শ্রীভগবানের এই ভক্তবাৎসল্য স্বাভাবিক। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সেই সমাধি অদ্যাপি সমুদ্রকূলে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের স্মৃতি উদ্দীপিত করিতেছেন।

মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া জীবের প্রতি যে কি অপূর্ব্ব অমন্দোদয়দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিবার সাধ্য সহস্রবদন শ্রীঅনন্ত-দেবেরও নাই। শ্রীনীলাচলক্ষেত্র যে, শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত আদরের ও সেবার বস্তু, তাহা বলাই বাহুল্য। এখনও শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে বা শ্রীরাধাকান্তমঠে গম্ভীরা বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনস্থলী বিরাজ করিতেছেন। এখনও শ্রীরায় রামানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরপদাঙ্কিত শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান বিরাজিত থাকিয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের পবিত্র স্মৃতি উদ্দীপন করিয়া দিতেছে। নবরাত্র যাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে এই শ্রীজগন্নাথবল্লভে অবস্থান করিতেন। কোন সময় বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীতে আশ্রমের ভাবে প্রমত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'

উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাপ্রকার দিব্যোন্মাদ প্রকাশ করিতে করিতে আচম্বিতে অশোকের তলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের সংলগ্নস্থানে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর ভজনস্থলী অদ্যাপি বিরাজিত আছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে শ্রীগরুড়স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। তাঁহার সুকোমল শ্রীচরণস্পর্শে সেই স্থানের প্রস্তর বিগলিত হইয়া যাওয়ায় শ্রীগৌরহরির পদযুগল তথায় অঙ্কাকারে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ঐ পদাঙ্কদ্বয় বর্ত্তমানে শ্রীমন্দিরের বাহিরে উত্তরদিকে শ্রীমন্দির-প্রাকারের মধ্যে [illegible] উচ্চবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

যাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় শ্রীপুরী ধামে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ভাগ্যানুসারে শ্রীজগন্নাথদেবের অপার কৃপা ও অদ্ভুত প্রভাব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

বিবিধ সংবাদ

বোম্বাই সরকারের বাজেট

গত ২৮শে মার্চ্চ— বর্ত্তমানে যে সকল কর ও শুল্ক ধার্য্য আছে, তাহা বহাল থাকিলে নূতন কর ধার্য্য না করিলেও বোম্বাই সরকারের ১৯৪৫-৪৬ সালের বাজেটে মোট ২৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

বাজেটে আনুমানিক আয় মোট ২৯ কোটী ৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা এবং মোট ২৯ কোটী ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন, ঋণ পরিশোধ এবং জাতিগঠন পরিকল্পনা আগামী বৎসরের বাজেটের প্রধান বিশেষত্ব।

বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন তহবিলে ৭ কোটী টাকা মজুত ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে ঐ তহবিলে আর ৪ কোটী টাকা রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে ঐ তহবিলের টাকার পরিমাণ মোট ১১ কোটী টাকা হইবে। ঋণ পরিশোধ খাতে ২ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য আগামী বৎসরে ৬৪ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষা চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, সড়কব্যবস্থা, কৃষি পশুচিকিৎসা সমবায় এবং পল্লী উন্নয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল ছাড়া গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত বৃহত্তর বোম্বাই পরিকল্পনা খাতে ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে বেতার সম্পর্কে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে চলতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইজারা ও ঋণ মূলে ৮০৫টি রেডিও সেট পাওয়া গিয়াছে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামী বৎসরের বাজেট বরাদ্দ বিশ্লেষণ ব্যপদেশে বোম্বাইয়ের অস্থায়ী গবর্ণর স্যার হেনরী নাইট এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই বাজেটই সম্ভবতঃ বোম্বাই প্রদেশের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা আমলের শেষ বাজেট হইবে।

সিনকোনাজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স

বাঙ্গালার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জানাইতেছেন যে, ইতিপূর্ব্বে সিনকোনাজাত দ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে-সব লাইসেন্স এবং বিনামূল্যে সিনকোনা বিতরণের জন্য যে পারমিট দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চের পর আর চলিবে না। বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকারী অথবা অন্য কোন সূত্রে প্রাপ্ত সিনকোনাজাত দ্রব্যাদি যাহাদের নিকট আছে, তাহাদিগকে তাহাদের লাইসেন্স অথবা পারমিট বদলাইয়া লওয়ার জন্য ১৯৪৫ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে তাঁহাদের এলাকার ডিষ্ট্রিক্ট রেশনিং অথরিটির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নিখিল ভারত কয়লা খনি মজদুর ইউনিয়ন

আগামী ৮ই এপ্রিল ঝরিয়াতে নিখিল ভারত কয়লাখনি মজদুর ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়নের সভাপতি মিঃ ভি বি কার্ণিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন। জামসেদপুরের শ্রমিক নেতা মিঃ মানেক হোমি সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন।

ইউনিয়নের পঞ্চাশ সহস্র সদস্য কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রায় দুইশত প্রতিনিধি বিভিন্ন স্থান হইতে সম্মেলনে যোগদান করিবেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত সম্মেলনে শ্রমিকদের নিম্নলিখিত কয়েকটি দাবী সম্পর্কে আলোচনা হইবে :—

মজুরি দ্বিগুণ বৃদ্ধি ; মজুরীর সর্ব্বনিম্ন হার স্থিরীকরণ ; বোনাস ; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ; গ্র্যাচুইটি ইত্যাদির ব্যবস্থা, কয়লাখনির শ্রমিকদের জন্য একটী শ্রমিক উপনিবেশের পত্তন প্রভৃতি।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ পারমার্থিকরূপে শ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা, পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব— এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত মূল্য।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, সদ্গুরুপদাশ্রয়, সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকপটতা অর্থাৎ [illegible] অভাব বা পরিজ্ঞানিত উক্ত ও নিয়মে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দেশ, কাল, পাত্র ও ক্রিয়াতে অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্ত্তব্য।

৪। শুদ্ধভক্তগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফে[illegible] প্রবন্ধলেখকগণ লেখের কাগজের দুইধার [illegible] কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্দর্শনবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করা অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া— এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিকান্ত সম্পাদিত ও শ্রীআনন্দকুমার ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ | ২৬ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪০৯; ২৬শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩০১; ৯ই এপ্রিল, ইং ১৯৪০, সোমবার | ২৪-২৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬পুরুষোত্তম সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীভক্তিরস

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

জড়রসমত্ত জনগণ তাঁহাদের অনুরূপ রসে আকৃষ্ট হইয়া সংসারে বিচরণ করেন এবং উত্তরোত্তর রসসম্বর্দ্ধনে ব্যস্ত থাকেন। জড়-রসরসিক স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণমুখে আনন্দলাভের জন্য ভোগিসূত্রে রসের আস্বাদক হন এবং তাহাই জীবের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া মানেন। ভগবৎসেবাবিস্মৃত জীবগণ সেই তাৎকালিক আনন্দলাভের উদ্দেশে যে-সকল আস্বাদ্যের সহিত সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইতে বিযুক্ত না হইলে তাঁহাদের চিদ্রসবোধ হয় না।

জড়রস ভগবৎসেবাবিমুখ জীবের চিত্ত অপহরণ করে। চিদ্রসের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও চিদ্রস শ্রীভগবানের বিমল আনন্দ বিধান করে। সুতরাং ভগবৎ-সেবাসুখকে জড়সুখের সহিত তুলনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের রসের পরিমাণ স্বল্প, আর তাঁহার তাহা পূর্ণ। অর্থাৎ আস্বাদকসূত্রে আস্বাদনের পরিমাণ আমাদের নিতান্ত অল্প এবং তাৎকালিক-স্থিতিবিশিষ্ট; কিন্তু শ্রীভগবানেই পূর্ণ, শুদ্ধ ও সমগ্র রসের নিত্যাবস্থান। সকল চেতন-বৈচিত্র্যের সান্নিধ্যে তাঁহার রস উত্তরোত্তর নবনবায়মান হইয়া সমৃদ্ধ হয়; আর আস্বাদক ও আস্বাদ্যসূত্রে আস্বাদন-বিচারে জীবের অণুত্বধর্ম্ম অবস্থিত হওয়ায় জীবত্বের সহিত ব্রহ্মত্বের বা পূর্ণত্বের একটি বিস্তৃত পার্থক্য লক্ষ্য করি।

আমাদের সকল রস একসময়ে উপলব্ধির বিষয় হয় না, কিন্তু তাঁহার রসবৈচিত্র্যাস্বাদন সমকালে উদ্দীপ্ত থাকিয়া বিচিত্রতা-জন্য অভাব সৃষ্টি করে না। পূর্ণবস্তুতে পূর্ণরসের প্রাকট্যে যে পরিমাণগত অণুত্ব বা বৃহত্ত্ব, তাহাও উপাদেয়-তাৎপর্য্যে সর্ব্বদা সেবা করিতে ব্যস্ত। কিন্তু, উহাতে আমাদের হেয়ত্বের বা অভাবের ক্লেশসমূহ রসবিশেষ হইতে পৃথক্ অনুভূতি আনয়ন করে।

আমাদের রসাপ্তি ক্ষণভঙ্গুরধর্ম্মে অবস্থিত। আমাদের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—সমস্তই খণ্ডকালের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া শ্রীভগবানের নিত্যত্ব অর্থাৎ নিত্যসত্তাই স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। জ্ঞানের আবরণ-যোগ্যতাটি অনুপাদেয় অনুভূতিযুক্ত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের রসবিশেষ-বিচিত্রতা অবরতা উৎপাদন করে না।

জড়রসরহিত মায়াবাদীর চিত্ত চিদ্রসকেও আবরণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি "রসো বৈ সঃ"—বিচারকে জড়রস মনে করিয়া রসরাহিত্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষধর্ম্মেই সমূহ রস অবস্থিত জানিয়া অভাব বা জড়-রসরাহিত্যকেই প্রতিপাদন করেন।

আধ্যক্ষিকতাই চিদ্রসসাহিত্যের চিন্ময়-রসের বিষয়কে জড়রসের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদনজাতীয় কণ্টকানুভূতিময় বিচারে পাতিত করে। ভক্তির বিরোধী ব্যক্তি ভক্তির স্বরূপদর্শনে বিফলমনোরথ হইয়া নিজ কল্পনাপ্রভাবে ভক্তিরসকেও জড়রস-জাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কামক্রোধাদি রিপুষট্‌কের অবরতা জড়ভোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের সাহায্যদানমুখে বিপৎপাত আনয়ন করে বলিয়া সেই জড়ধর্ম্মের অবরতাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বৈকুণ্ঠের দিকে অভিযানে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতাই অর্গলরূপে বাধা দেয়। তাঁহার বিচারে চিদ্রসবৈচিত্র্যও অজ্ঞান-তমোধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত।

আধ্যক্ষিক বদ্ধজীবের শুভাশুভ-বিচার তাঁহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানোত্থ বলিয়া বৈকুণ্ঠে বিভিন্নরসের স্থায়িভাব 'রতি' লক্ষ্য করিতে তিনি অসমর্থ। রসবিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী সুখদুঃখজনক জড়ভোগের বিরোধ করিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিলে ভাল হয়, কিন্তু তিনি চিদ্রসের সহিতও সর্ব্বদা বিরোধ করিতে অগ্রসর—ইহাই তাঁহার মায়াবাদের তাণ্ডবনৃত্য।

ভোগিকুল ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া জড়সেবায় স্বীয় তৎপরতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু ভক্তিতে জড়রসসাহিত্য দর্শন করিতে গেলে মায়াবাদীর সেই বৃত্তিটী 'অভক্তি'-শব্দবাচ্য হইয়া পড়ে। অভক্তির বিচারকেই ভক্তিপর্য্যায়ে গণন করিবার জন্য ভজনীয়-বস্তুর বিলাসবৈচিত্র্যকে বিকৃত বলিয়া জ্ঞান করায় মায়াবাদীকে অবাস্তববস্তুর ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করায়। ভজনীয় শ্রীভগবৎকলেবরকে মানস-কল্পিত অধিষ্ঠান জ্ঞান করিলে আধ্যক্ষিক স্বীয় বদ্ধভাবজনিত কল্পনার দ্বারা তাঁহাকে কর্দ্দমাক্ত করিয়াই থাকে।

আবার ভজনীয় বস্তুর জ্ঞানের অভাবে ভোগ্যবস্তুকে 'ভজনীয়' বলিয়া স্থাপন জড়রসভোগিসম্প্রদায়ের একমাত্র কৃত্য। নিজভোগের অনুভূতি তাঁহাকে ভগবৎসেবাসুখ হইতে বঞ্চিত করায়। তখন অনিত্য পরিবর্ত্তনশীলতা বা বাস্তববস্তু-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অপহৃত হইয়া অবস্তুকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবার রুচি উপস্থিত হয়।

রসবস্তু—আস্বাদ্য এবং ভক্তি—আস্বাদন-বৃত্তি। আস্বাদনবৃত্তির আস্বাদ্য ব্যতিরেকে অবস্থিতি অসম্ভব। তথাপি উভয় ব্যাপারের অচিন্ত্য-বৈচিত্র্য অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। তজ্জন্য আস্বাদন ও আস্বাদ্য-পদার্থ আস্বাদকের সহিত সংযুক্ত না হইলে বিয়োগধর্ম্মক্রমে মায়ারচিত ভেদজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া পড়ে।

চিৎপদার্থসমূহের মধ্যে ভেদ ও জড়ে জড়ে ভেদে বৃত্তিগত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি নিত্যশক্তিধৃক্, সম্বিৎশক্তিধৃক্ ও আনন্দময়শক্তিপূর্ণ; আর অপরটী তাৎকালিক ধর্ম্মে অবস্থিতিহেতু অনভ্যুদিত হইয়া পরবর্ত্তি-কালে বা অবস্থায় অভ্যুদিত, ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত এবং পরে প্রকাশবর্জ্জিত ধর্ম্মে বিলুপ্ত হয়।

আস্বাদকজাতীয়ের নিত্যত্ব, অবিমিশ্র-জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ের সুষ্ঠু অনুসন্ধানে পূর্ণ-নিপুণতা থাকা আবশ্যক। বদ্ধজীবের সচ্চিদানন্দানুভূতিরাহিত্যে গুণত্রয়ের অবস্থান-জন্য যে রসবিকার তাহাকে প্রমত্ত করায়, সেরূপ রসবিকার ভজনীয় বস্তুর ভজনকারীর ভজনে থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

এইজন্যই শুদ্ধভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় তাঁহার ভোগি-পিতৃপরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী হিরণ্য-কশিপুকে বলিয়াছিলেন যে, আদৌ শরণাগত হইয়া অর্থাৎ জড়জগতের ভোগীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমায়ারচিত জগতের কারণরূপা শক্তির অধীশ্বর শক্তিমানের কথা শ্রবণ করা আবশ্যক, কীর্ত্তন করা আবশ্যক এবং স্মরণ করা আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ বা অন্য ছয়-প্রকার ভক্তির আবাহন করিতে গেলে প্রকৃত-প্রস্তাবে মঙ্গলোদয় হয় না, মঙ্গলাভাস-প্রতিম [illegible] হইতে পারে। মঙ্গলাভাস অস্থায়ী, অজ্ঞানপুষ্ট অকিঞ্চিৎকর আনন্দের নিদর্শন অল্পকালের জন্য প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইবার যোগ্য।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

যাঁহারা বদ্ধভাব সংরক্ষণ করিয়া 'ব্রজে' যাইবার অভিনয় করেন, তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণু-স্মরণের পরিবর্তে বিষ্ণুমায়ার অপার্থিনীয়া বাধ্যীর শরণমাত্র হইয়া পড়ে, আর সেই কথা কীর্ত্তন করিতে যে অপসৃতি হয়, তাহা অন্যান্য দেহস্মরণের পথ বলিত হয়।

যাঁহাদের নিকট ভক্তি-ব্যাপারটি 'রস' বর্ণনা পরিচিত নহে, অথবা ভক্তিকে জড়-রসের অন্তর্গত অস্বাস্থ্য জানিয়া যাঁহারা অপরা বৃত্তির পরিচালন করেন, তাঁহাদের সেবা স্বীয় ভোগতাৎপর্য্যেই উদ্দিষ্ট হয়। ভক্তিরসের পরিপুষ্টিতে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই রসসপ্তক বৈকুণ্ঠবস্তুর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইলে সেইগুলির তাৎকালিকতা বা হেয়তা ভক্তিরসের পোষক নহে বলিয়া জানা যায়।

স্থায়িভাব-রতিই রসের উৎপাদক সামগ্রী বা উপাদানসমূহ একতাৎপর্য্য-পর-বস্তুতে সম্মিলিত হইলে রসোদয় হয়। সেইরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভেদে প্রকাশবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

জড়জগতে অস্থায়িভাবকে 'রতি'-সংজ্ঞায় অভিহিত করিলে তাহা ফলকালে জড়বিচারপর বিভাবানুভাবাদি সামগ্রীর যোগে জড়রস উৎপাদন করে। চেতনের ভূমিকায় রসোৎপত্তির বিচারের সহিত জড়-ভূমিকায় রসোৎপত্তির কথার সাদৃশ্য থাকিলেও একটি বাস্তববস্তুর প্রতীতিতে সচ্চিদানন্দ-ধামে অবস্থিত, আর অন্যটি অবাস্তববস্তু-বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সচ্চিদানন্দ-বস্তুকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-অন্তর্গত বলিয়া দর্শন করিলে বাস্তববস্তু-প্রতীতির পরিবর্তে অবাস্তববস্তুকে 'বাস্তব-বস্তু' বলিয়া জ্ঞান করিবার ফলে বৈষম্য, বিরোধ ও জ্ঞানাভাব লক্ষিত হয়

দৃশ্য জগতে নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তিটি মূর্ত্তি-সাপেক্ষ। নির্মূর্ত্ত বস্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। জীবের চেতনাভাব প্রবল থাকিলে চেতনাভাস জড়ীয়-দর্শনে যে জাড্য উৎপাদন করে, তাহাতে বিশ্বের প্রতীতিজনিত ভাবসমূহে অবরত, অনুপাদেয়ত্ব প্রভৃতি দোষসমূহ বাধা দেয়। জীবের চিৎস্বরূপে বাস্তববস্তুর দর্শনে ঐরূপ বাধা বাস্তববস্তুর বৃত্তির সান্নিধ্যে; বাস্তব ভাবিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই জড় অলৌকিক-বাদ চিন্ময় রসের সংবৃত অনুভূতির স্থানে প্রবৃত্ত হয়।

পূর্ব্বোক্তবিচারপ্রণালী আশ্রয়জাতীয়-বিলাস নিরর্থকতা প্রসব করে। আশ্রয়ের সংবৃত বৃত্তিপ্রাপ্ত না হইলে বিষয়ের মূর্ত্ত সন্দর্শনে অসামর্থ্য ঘটে। মূর্ত্তিমান্ বস্তুর দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এই বিচার অবলম্বনে থাকিলে বাস্তববস্তুর নির্দ্দিষ্ট স্থাপন-বিষয়ে নানাবিধ তর্কযুক্ত বিবাদ করায়। চিৎসবিশেষ বা চিন্ময় মূর্ত্তি জড়মহী ধারণায় অবস্থিত—এইরূপ বুদ্ধি করিবার নির্ব্বুদ্ধিতা বদ্ধজীবের রোগবিশেষ। উহা হইতে নিরাময় হইবার যত্ন করিতে হইলে শরণাগতিই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।

বদ্ধজীবানুভূতি লইয়া বৈকুণ্ঠকে বদ্ধ-ধামজ্ঞানে বিচার করিবার যে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাতে বাধা দিবার জন্য জড় তারকা-রাশি, উৎসাহ প্রদান করে; কিন্তু চেতনময়ী তারকারাশির স্বীয় ক্ষীণালোক প্রদর্শন করিয়াও চন্দ্রজ্যোৎস্নার মহিমাই প্রচার করে। ক্ষীণপ্রভা তারকা, আর উজ্জ্বল-প্রভা মুখ্যা তারকা স্ব-স্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করে; কিন্তু যাঁহার উজ্জ্বলিত-প্রভায় জ্যোতির্ম্মিষ্ট হইয়া তারকা স্বীয় উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে, তাঁহারও স্বয়ং-রূপা মূর্ত্তি আছে।

আশ্রয়ের খণ্ডধর্ম্মের মূর্ত্তিতে ও বিষয়ের পূর্ণমূর্ত্তিতে যে পরস্পর বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারেন না, তাঁহারাই জড়মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে গিয়া চেতনরাজ্যের চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিও বদ্ধজীবোচিত স্বীয়-বৃত্তিসমূহের আরোপ করিতে থাকেন। 'বদ্ধজীব' বলিতে ভগবৎ-সেবাবিমুখ জড়ভোগী বা ত্যাগী মানব, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি। ইহারা শ্রীভগবানের সেবার কোন কার্য্যে লাগে না। এরূপ বহির্ম্মুখ-প্রতীতি ও সত্তাযুক্ত জড়

দৃশ্য মূর্ত্তির বা আকারের প্রকাশশক্তি লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা ভ্রান্ত হয়েন, তাঁহারা স্বতঃ-প্রকাশিত বৃত্তির সহিত বস্তু অভিন্ন—এইরূপ প্রতীতি ও এরূপ কদমাক্ত চিন্তাস্রোতঃ লইয়া বস্তুকে বিকৃত করিবার ভাব পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু, তাহা জন্ম-জন্মার্জ্জিত ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্যেরই ফলমাত্র। দৃঢ়তা-সহকারে নির্ব্বুদ্ধিতার সমাশ্রয় জীবকে চিন্ময়ী মূর্ত্তির আকার-প্রকার প্রভৃতি দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রতীতিবিশেষে বাধা দেয়। ভোগের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত থাকিলে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির অনুসন্ধান পাওয়া দুর্ঘট-ব্যাপার। এইজন্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ও তারকা-রাশির ক্ষীণালোকে লালিত্য-বর্জ্জিতা স্নিগ্ধা জ্যোৎস্নার সমপর্য্যায়ে অবস্থিতা আশ্রয়সম্পূর্ণা মূর্ত্তি সেবিকা-হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করিবে না। মধ্যমুখ্যা স্নিগ্ধা শ্যামা ও শালিতাময়ী ললিতা মূর্ত্তিমতী আশ্রয়সম্পূর্ণার বৈশিষ্ট্য-সম্পাদনে নিযুক্তা। তাঁহারা নিজ মুখ্যার বিরুদ্ধাচারে কখনও অবস্থিত নহেন, পরন্তু সর্ব্বকালেই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিয়া বরমুখ্যারই শোভাবৃত্তি বর্দ্ধন করেন।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি মধুররসাস্বাদনে আশ্রয়-বিভিন্নতার সম্মোহনতায় আকৃষ্ট। ইহারা সকলেই আশ্রয়জাতীয়াকর্ষিণী, আকর্ষক অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আকৃষ্টস্থানীয়া এবং উহাদের চমৎকারিতা-বর্দ্ধিনীরূপে প্রতিষ্ঠিতা। চমৎকারিতার অনুভবকারী অখিলরসামৃতমূর্ত্তি আশ্রয়গণের উত্তরোত্তর চমৎকারিণী শোভা সন্দর্শন করিয়া আকৃষ্ট এবং নিজ শোভা প্রবর্দ্ধন করিয়া আকৃষ্টা-গণের জয়োৎকর্ষী। সুতরাং, চিন্ময়মূর্ত্তিধৃক্ নিত্যবাস্তব শরীরসমূহ মায়িকক্ষেত্রের অবস্থার আরোপের দ্বারা রসাভাস-দোষদুষ্ট করা না।

এক রসের বিপর্য্যয়ে ভোগভূমিকায় যে প্রতীতিগত তারতম্য বর্ত্তমান, তাহা সর্ব্বদা সাধনাভিনিবেশজা কৃপার বা কৃষ্ণের ও ভক্তের প্রসাদজ কৃপার অপেক্ষা করিয়া থাকে। অবরুদ্ধভাবোধ বর্ত্তমান থাকিলে চমৎকারিতাবৃত্তির অনুভব সম্ভবপর নহে; কিন্তু জড়রাজ্যে অভাবের ধর্ম্ম যে নিরানন্দ, জ্ঞানের অভাব ও অনিত্য-প্রতীতির বিকার বর্ত্তমান, সেইগুলির সহিত সমন্বয় করিবার প্রয়াসমূলে চেতনবিচিত্রতায়ও যেন হেয় ও অনুপাদেয় বৈষম্য বা জুগুপ্সা-বৃত্তির উৎপাদন না করে

সেবাবিমুখতাক্রমে সর্ব্বমঙ্গলময়ী মূর্ত্তিকেও বর্ত্তমান সময়ের বদ্ধানুভূতিতে আমরা জড়ময়ী ধারণার দ্বারা চিত্রিত করি। সুতরাং, কৈবল্যে অবস্থিত না হওয়ায় যে ভজনাভাস আমাদিগকে তাহার কদর্য্য রূপ প্রদর্শন করে, সেবার নামে ভোক্তার বৃত্তিগ্রহণরূপ সেই ভজনাভাস শুদ্ধভক্তির বাধকমাত্র।

ভগবানে শ্রদ্ধার অভাব হইলে জড়বস্তুতেই শ্রদ্ধা অন্তর্নিহিত থাকে। তাহার অপর নাম 'ভোগ' বা 'অভক্তি'। ভোগ অপসারিত করিয়া যে নিভোগ-বিচার, তাহাও ভজন-বিরোধিনী নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র।

পূর্ণের অঙ্গহানি করিবার জন্য আমাদের জড়বুদ্ধির প্রাপঞ্চিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সঞ্চালিত হয়। এজন্য ব্যাধি থাকাকাল পর্য্যন্ত নিজস্বরূপ, নিজসেব্যস্বরূপ ও নিজ নিত্যসেবার পরিচয়ে পরিচিত হই না বা অনুভব করি না

অপার 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র অবতারকারী পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন শ্রীরূপ আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া তাঁহার সেবা সচ্চিদা-নন্দরূপের শোভা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং, যোগ্যতা লাভ করিয়া আমরা যেন শ্রীরূপসম্পত্তির সেবাধিকার লাভ করি। তাহা করিতে হইলে অখিলরসামৃতমূর্ত্তির রূপ দর্শনাভিলাষ ও তাঁহার মহিমার শ্রবণমুখে তদানুগত্যকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিব।

অকিঞ্চন ও ধনী

অভিধানে আমরা 'অকিঞ্চন'-শব্দের অর্থ এইরূপ পাই,—যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দ্দকশূন্য তাহারাই অকিঞ্চন। যাহার ধন-জন কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই 'অকিঞ্চন'-শব্দবাচ্য। কিন্তু বৈষ্ণবগণের বিচারের অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ প্রাকৃত-বুদ্ধিতে যাহারা অকিঞ্চন বলিয়া উদ্দিষ্ট হয়, তাহারা প্রকৃত-পক্ষে অকিঞ্চন নহে। পারমার্থিকগণ অকিঞ্চন বলিতে যতটা নিঃস্বতা বুঝিয়া থাকেন, ততটা নিঃস্ব এজগতে কেহই নাই। জড়জগতের বিচারে যাহার কিছু নাই, পারমার্থিক-বিচারে তাহার কিছু আছে, সে একেবারে নিঃস্ব নহে। সে কিছুই না-ই রাখুন, সে অন্ততঃ নিজের দেহটীকে নিজের বলিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং দেহ বলিয়া যাহার কিছু আছে, সে অকিঞ্চন কি করিয়া হইবে?

পারমার্থিকের বিচারে ধনিমাত্রেই যে অকিঞ্চন, আর নির্ধনমাত্রেই অকিঞ্চন নহে, তাহা নহে, ধনশালিতা বা নির্ধনতা তাঁহাদের অকিঞ্চনতার ভিত্তি নহে। পারমার্থিকের বিচারে অকিঞ্চন, আর জড়-জগতের বিচারে অকিঞ্চনের মধ্যে একটী পার্থক্য আছে। তাহা সহজে সকলে উপলব্ধি করিতে পারে না। যাঁহারা নিগূঢ় সত্য অনুসন্ধান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। জড়জগতের অকিঞ্চন—অভাবগ্রস্ত, প্রার্থিত বস্তুর, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা অপ্রাপ্তি-জনিত শোকে ম্রিয়মাণ। পারমার্থিক যাঁহাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু একেবারেই ইহার বিপরীত। জড়জগতের যাহা একমাত্র কামনার বিষয়, তাহার অভাববোধ তাঁহাকে পীড়িত করে না; চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে কোন বস্তুই তাঁহার কাম্য নহে বলিয়া তাঁহার চিত্ত শান্ত, অনাকুল, তাঁহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয়ও নাই। স্থূলদর্শনে তিনি কপর্দ্দকহীন, নিঃস্ব; তথাপি তিনি জড়জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সমশ্রেণীস্থ নহেন; কারণ, তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের ন্যায় অভাববোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্থূলদর্শনে তিনি যদি অতুল ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও থাকেন, তথাপি তিনি প্রাকৃত-জগতের ধনিসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহেন, কারণ, তাঁহাদের ন্যায় তিনি ঐসকল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী নহেন।

জড়জগতের অকিঞ্চন—দরিদ্র, অভাব-গ্রস্ত, সকলের উপহাস, অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও নিকট বড় জোর অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। চেতনরাজ্যে কিন্তু সেরূপ

ক্ষোর নাই। চেতনরাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি সর্ব্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাঁহার আসন তত ঊর্দ্ধে। অকিঞ্চনের ন্যায় এত ধন কাহার আছে? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরমমহত্ত্ববিশিষ্ট শ্রীভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয় রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাপ হয়? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন!

ঐশ্বর্য্য, জন্ম, শ্রুত ও শ্রী—ইহাই জড়-জগতের সম্পত্তি। এই জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, আবার এই চারিটীর মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্ত। এই অভাববোধ-জনিত ক্লেশ ও বিত্তাবত্তার মত্ততা উভয়ই পারমার্থিক অকিঞ্চনতা লাভের বিঘ্নস্বরূপ। জড়জগতে ধনী, কাঙ্গাল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্। কিন্তু চেতন-রাজ্যের রহস্য এই যে, চেতনরাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্য্যবান্। যিনি প্রেমসম্পদ্‌দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্‌কে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্যের কি তুলনা আছে? "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই ভাগবত-বাক্যে বিদ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরা-বিদ্যায় যিনি পারঙ্গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর কাহার হইতে পারে? যিনি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে স্বীয়রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধধর্ম্মী করিয়া তুলেন, সেই "অসমানোর্দ্ধ রূপ শ্রীবিস্মাপিতচরাচর" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র যাঁহার রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, সেই অকিঞ্চনের রূপের ন্যায় রূপ আর কাহার আছে?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক। আবার সেই ভগবদ্বস্তু যাঁহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক। অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার অন্যদিকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। যে বস্তু যতটা লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, তদুপরি বিরজা, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোম, সেই পরব্যোমের উন্নতপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণলোক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কাজেই অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপারমেয়, দীনতা সেইরূপই অপারমেয় রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভারী; কারণ, সমস্ত ভগবদ্বস্তুর মূল অংশী শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পদ, শ্রীগুরু-দেবে পরিপূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব। এইজন্য শ্রীগুরু-দেব—অকিঞ্চনসম্রাট্।

অকিঞ্চনতার ন্যায় সম্পদ্ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে এ কথা বলিতে পারেন— "যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাই পাই, তোমার করুণা সার" তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে কৃপার কাঙ্গাল হন, তিনি পরিপূর্ণ কৃপালাভ করিয়া থাকেন। "শ্রীগুরুচরণে রতি না হৈল আমার" বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন, "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন।" —এই চিন্তা যাঁহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার ন্যায় অনুরাগী—প্রেমিক জগতে বিরল। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,— "অকিঞ্চনেরই শ্রীভগবান্। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্ন কৌপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতির রূপ—শোভা। শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীনামসেবাসৌন্দর্য্য আমাদের অনুশীলনীয় হয়। অকিঞ্চনতার মধ্যেই তৃণাদপি সুনীচত্ব বর্ত্তমান। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ'-বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।

অকিঞ্চনই প্রকৃত ধনী। কারণ, তিনি বাহিরে কৌপীনপরিহিত হইয়াও ষড়ৈশ্বর্য্যের মালিক শ্রীনারায়ণের অংশী শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

মনুষ্য জীবন লাভ করিবার পর যে-সকল সৌভাগ্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে হরিভজন করিবার যে প্রবৃত্তি লাভ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। এতদ্রূপ সৌভাগ্যবান্ সকলের মধ্যেও আবার যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা আরও সৌভাগ্য-বান্। তন্মধ্যেও আবার যাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের স্নিগ্ধ শিষ্য হইবার পরম সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইয়াছেন—যাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারই ইচ্ছা ও ইঙ্গিতানুসারে চলিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মর্ম্মী সেবক হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের ভাগ্যের আর তুলনা নাই। মহা অযোগ্য দুর্ভাগা ব্যক্তিরও যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভের সুযোগ হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা মহা সৌভাগ্যের কথা আর কি থাকিতে পারে? এই সৌভাগ্যলাভে যেন আমরা কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত না হই। শ্রীকৃষ্ণের নিজজনকে আমার একমাত্র নিজজন বলিয়া—একমাত্র প্রভু বলিয়া পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের করুণা শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার স্নেহ-কৃপাকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়ার ন্যায় সৌভাগ্য আর নাই।

মঙ্গলের বিঘ্ন অপসারিত করিতে হইলে শ্রবণের আবশ্যক। কর্ণদ্বারাই সর্ব্বাগ্রে পরম-মঙ্গলের কথা সাধুগুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বরণের সৌভাগ্য হয়। আত্মবস্তুর বিষয় কীর্ত্তিত না হইলে অপরের শ্রবণের সুযোগ হয় না। শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন না করিয়া থাকা যায় না। আবার শ্রুত ও কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ না হইয়াও যায় না। যে বস্তু নিত্য, যাহার সহিত সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না, সেই বস্তুই নিত্য স্মরণীয়। কীর্ত্তনকারীর কৃপায় সেই বস্তুর শ্রবণ হইলেই তাহা স্মরণীয় হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময়ী কথা নাই— আর কোন শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কারীর দান—মহা দান। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনে যে আনন্দ উদিত হয়, তাহা অতুলনীয়।

সেব্যের বিষয়ে সেবকের যে-সকল বৃত্তি পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে নিজের ও পরের প্রকৃত উপকার হয় না। সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা নিজের ও পরের বাস্তব মঙ্গল হয়। সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে নিজের ও পরের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস উৎপাদনই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা।

পরম আশ্রয়দাতার সান্নিধ্যলাভমাত্রই শেষ কথা নহে। তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার অনুশীলন আবশ্যক। তদ্ব্যতীত অন্য পথে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি জিনিষটি রস। জ্ঞানাদি রসহীন শুষ্ক। কর্ম্মাদি সাময়িক ও ভঙ্গুরসযুক্ত, কখনও বা নীরস। জগতে যে রস আছে, তাহাতে নানাপ্রকার অভাব থাকায় দরুণ আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ—রসরাজ। শ্রীকৃষ্ণভক্তি—রসময়, রসসমুদ্র। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ প্রকার রসের দ্বারা সেবিত হন। সেই সেবারসের সন্ধান পুরুষোত্তমসেবকগণের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

সকলের একমাত্র ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী ভগবৎসেবা উদ্দিষ্ট হইলে—সকলেই ভগবৎ-সেবায় একতাৎপর্য্যপর হইলে সেখানে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। আমরা সকলেই মৃত্যুপথের পথিক, তাই সকলেরই একতাৎপর্য্যপর হইয়া শোকমোহ-ভয়াপহা ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়গ্রহণ করা উচিত। এজগতে যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই কয়দিন প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রত্যেক হস্তপদ সঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণানুশীলনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান হইতেছে কিনা। যদি কৃষ্ণানু-শীলন সময়ে নিজের কিছু সুখাভিলাষ প্রবেশ করে, তবে তাহা কৃষ্ণানুশীলন হইবে না— প্রীতি লাভ হইবে না। অনুশীলন ইষ্টদেবের সুখের জন্য করিতেছি, না নিজের দেহ-মনের ভোগও তাহাতে কিছুটা রাখিতেছি—এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

সরল ও দৃঢ়চিত্ত হইতে হইবে। নতুবা হরিভজনের আশা নাই। ভুক্তি, মুক্তি-কামনা-বাসনা যাঁহার নাই, তিনিই সরল। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখ ভিন্ন অন্য কিছু জানেন না, তিনি সরল। সরলই শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকারী। সরলই শ্রীকৃষ্ণকে পায়। ভক্তই সরল। সরলতাই ভক্তের প্রাণ। কুটিলের হরিভজন হয় না। নোঙ্গর পুঁতিয়া রাখিয়া কেবল কৃপার দোষ দিলে মঙ্গল হইবে না। কৃপার কোন দোষ নাই। আমি জলে না নামিলে সাঁতার শিখাইবেন কিরূপে? কৃপা যাহারা চায় না, তাহারা কৃপা কি করিয়া পাইবে? যিনিই কৃপা চান, তিনি কৃপা পান এবং পাইবেনই। কৃপা যাঁহার জীবন, ভূষণ, সর্ব্বস্ব তিনিই কৃপার অধিকারী। দীন না হইলে—কাঙ্গাল না হইলে কৃপা পাওয়া যায় না। দীনই কৃপার কাঙ্গাল। তাঁহার আর অন্য বল ভরসা নাই। কৃপাই তাঁহার বল—কৃপাই তাঁহার ভরসা—সর্ব্বস্ব। যিনি ইষ্টদেবের কেবল কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সুখ আসুক, দুঃখ আসুক, সবই তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপার নিদর্শন অন্তরে উপলব্ধি করেন।

সাধুসঙ্গ লাভ অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও নিষ্কপট সেবাপ্রার্থীকে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণই সাধুসঙ্গের সুযোগ করিয়া দেন। কৃষ্ণপ্রিয় সাধুর সঙ্গলাভের জন্য নিষ্কপট প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে জানাইলে তিনি নিজেই চৈত্যগুরুরূপে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। আমরা নিজের ইচ্ছায় এবং শ্রেষ্ঠ সাধু খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে পারি না। আমরা শ্রীগুরুকৃষ্ণের নিকট অকপটে নিজের আর্ত্তি জানাইলে, দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়জনের সহিত, আমাদিগকে মিলন করান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

নিজজনের সহিত সেবোন্মুখ জীবকে মিলন করান, আবার সাধুগুরু অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া দীন-কাঙ্গালগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করান। শ্রীকৃষ্ণের দয়ার তুলনা নাই! আমরা যাহাতে অভক্তের ভোগায় পড়িয়া না যাই, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণই হৃদয়ে সদ্বিচার ও সৎসাহস প্রদান করেন। মোহ ও অপরাধবশতঃই আমরা হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারি না! অচিন্ত্য-বস্তুর চিন্তাদ্বারাই জীব মোহগ্রস্ত হয়। সেইজন্য সদ্‌গ্রন্থ শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারজে কালাতিপাত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

-- ::(০):: --

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশে ভারত সরকার হিসাবের খাতা প্রস্তুতকারকদের অনেক সুবিধা দিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা এখন ১৯৪৩ সালের মোট ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ ব্যবহারের অনুমতি পাইয়াছেন।

সম্প্রতি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ ১৯৪৪ সালের জুন হইতে এক বৎসরের মধ্যেই কাজে লাগাইতে হইবে বলিয়া কোন বাধাধরা নির্দেশ নাই। যে-কোন বছরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত উহার মেয়াদ থাকিবে। হিসাবের খাতা প্রস্তুতকারকেরা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজের শতকরা ৬০ ভাগ ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসেই খরচ করিতে পারিবেন। কিন্তু বাকী ৪০ ভাগ কাগজ ১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত সমান তিন কিস্তিতে খরচ করিতে হইবে। তবে প্রথম তিন মাসের বরাদ্দ কাগজ সবটা খরচা না হইলে ঐ বাড়তি কাগজ পরবর্তী তিন কিস্তিতে ব্যবহার করা চলিবে।

ভারতে বৃটিশ পণ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

গত ১৩ই মার্চ---ভারতে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র সম্বন্ধে এখানে বে-সরকারী আলোচনা শেষ হইয়াছে, তাহার পর ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসরে ছয় কোটি পাউণ্ড মূল্যের বৃটিশ পণ্য গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। বৃটিশ সরকার ভারতের শিল্পের প্রসার---বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্পের প্রসারে উৎসাহ দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি প্রায় অদ্ধেক বৃদ্ধি পাইবে। বৃটেনের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে কল-কারখানা খুলিবার অথবা যুদ্ধের পর ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সহযোগিতা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী কমনওয়েলথ কনফারেন্স সম্পর্কে এখানে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ পণ্য ভালই বিক্রয় হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন

মিঃ আলতাফ আলির মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন সদস্যের আসন শূন্য হওয়ায় উহা পূরণের উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানকে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য গবর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে আহ্বান করিয়াছেন। ২২শে মার্চ্চ মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার শেষ তারিখ। ২৩শে মার্চ্চ মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষিত হইবে। ৭ই এপ্রিল ভোট লওয়া হইবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রেসনোট প্রচার করিয়াছেন :---

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খাঁ সাহেব আবদুল আজিজের মৃত্যু হওয়ায় প্রেসিডেন্সী বিভাগ দক্ষিণপন্থী মুসলমান নির্ব্বাচনকেন্দ্রকে তাঁহার স্থলে ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে বলা হইয়াছে। ২৭শে মার্চ্চ রিটার্ণিং অফিসারের (প্রেসিডেন্সী বিভাগের) নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ও ২রা এপ্রিল মনোনয়নপত্র পরীক্ষার দিন বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বস্ত্র রেশনিং

গত ১৭ই মার্চ্চ--- এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই-সরকার মিলের ধুতি ও সাড়ী রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৯শে মার্চ্চ হইতে প্রতি ৬ মাসে একটি পরিবারের নিকট এক জোড়ার বেশী ধুতি ও এক জোড়ার বেশী সাড়ী বিক্রয় করা হইবে না।

পরিবারের কর্ত্তার নিকট যে রেশন কার্ড দেওয়া হইবে সেই রেশন না দেখাইতে পারিলে কাপড় পাওয়া যাইবে না।

এই নূতন পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক রিপোর্টার সমগ্র বোম্বাইয়ের কাপড়ের বাজার ঘুরিয়াও একখানি মিলের ধুতি কিম্বা সাড়ী জোগাড় করিতে পারেন নাই। এক মাস পূর্ব্বে খুচরা দোকানদারদের ধুতি ও সাড়ী আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াই উক্ত রিপোর্টার কাপড় পান নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(০)::-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধায় বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাধিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব---এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহারপ্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য ---অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের মুখোল্লাসন---এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি---শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া---এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

---কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীআনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ } ২৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৪ : ২৯শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ ; ১২ই এপ্রিল, ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার | ২৭-২৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯পুরুষোত্তম আদি কারণোশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৪

অভিমান

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জীবনিচয় স্বরূপতঃ ভগবদংশ তত্ত্ব। ভগবানের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম। সেই দাস্যাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসেবা-তৎপর জীবগণই মুক্ত। স্বীয় সুখভোগবাঞ্ছা-বশতঃ কতকগুলি জীব ভগবদ্দাস্য স্বীকার করেন না, তাহারাই বদ্ধ। কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃত হইবামাত্র মায়ার অবিদ্যাবৃত্তিজনিত একটি আবরণ জীবকে আচ্ছন্ন করে এবং সেই মায়া ক্রমশঃ লিঙ্গ ও স্থূলসত্তা বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিয়া ফেলে। প্রথমেই জীবের একটী অভিমানের উদয় হয়, তাহাতে আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার ধন, আমার জন, আমার পতি, পুত্র প্রভৃতি নানারূপ অহংতা ও মমতা-ভাবের সৃজন হয়। এইপ্রকার অভিমানই সকল ক্লেশের মূল। যাবৎ এই অভিমান দূর হইয়া স্বরূপ উদয় না হয়, তাবৎ মায়াভোগ অনিবার্য্য।

সৌভাগ্যক্রমে জীবের বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং বহু সুকৃতিফলেই ভগবদ্বিষয়ে ইচ্ছা হয়। তাদৃশ জীব সর্ব্বক্ষণই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন। অহংতা-মমতা প্রভৃতি দুষ্ট-ভাবগুলিকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত করিয়া ভগবদ্দাস্যরূপ বিমল ভাব অর্জ্জন-চেষ্টায় তিনি নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকেন, পরন্তু কোন প্রকারেই আত্মাভিমানের প্রশ্রয় দিয়া আত্মতত্ত্ব হইতে দূরে পড়েন না। অভিমান বাস্তবিকই সর্ব্বনাশের হেতু। অভিমানহেতু অশেষ-অপরাধ-বিনাশক, ভজনসাধক "ভক্ত-পদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন মহাবলে" শ্রদ্ধা জন্মে না। স্বীয় বর্ণ বা আশ্রমোচিত-অভিমানবশতঃ আদৌ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহদপরাধ উপস্থিত হয়। বহুযত্নে বৈষ্ণবের চরণামৃতে বা অধরামৃতে স্বর শ্রদ্ধাও আনা যায় না। অভিমানহেতু আপনা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ভক্তবরকে দণ্ডবৎ করিতে শঙ্কা হয়, কিন্তু ভক্ত স্বীয় স্বভাবসুলভ তৃণাদপি নীচতা-গুণে প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হন না। কখন কখনও আশীর্ব্বাদ করিতে না পারিয়া বা মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিতে বিফল-মনোরথ হইয়া ক্ষোভিত হইতেও কাহাকে দেখা যায়। হায়, মায়ার কি অচিন্ত্যনীয় প্রভাব! বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াও এবং বিস্তর সদুপদেশ স্বীকার করিয়াও জীব কোনমতেই স্বীয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না।

দুষ্ট মায়াশ্রিত এই অভিমান ত্যাগ না করিলে কোনমতেই ভক্তি লাভ হয় না। সদ্বুদ্ধি সাধকগণ বহু যত্নে "তৃণাদপি" শ্লোকটিকে জীবন-সহচর করিয়া লন এবং অহংতা ও মমতাজনিত সমস্ত দুষ্ট-ভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তকৃপায় ভক্তিলাভে যত্নপর হন। শাস্ত্রের এই বাক্যটি তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ করেন,—

"জ্যাতিবিদ্যামহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
বর্জ্জয়েত্তু সু-যত্নেন পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ ॥"

"জাতি বিদ্যারূপ আর মহত্ত্ব যৌবন।
এই পঞ্চ অভিমান করহ বর্জ্জন ॥
এসব থাকিলে কৃষ্ণে ভক্তি নহে কভু।"

বর্ণলিঙ্গ বা আশ্রমলিঙ্গ ধারণ করিলেই কোনপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে না। বিদ্যাবুদ্ধি-রূপ-গুণ-গত বা বর্ণাশ্রম-গর্ত্ত অভিমানে কোন লাভই নাই। তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করা যায় না। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়। এই তুচ্ছ জগতে হয়ত দু'দিনের জন্য জাতি, বিদ্যা বা বর্ণাশ্রমের পূজা হয়, কিন্তু নিত্যপ্রভু ভগবানের চক্ষে তাহার কোন মূল্যই নাই। ভক্তই তাঁহার প্রিয় এবং ভক্তের ভক্তিই তাঁহার আকর্ষণী। হায়, আমরা কি মূর্খ, বুদ্ধিদোষে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া আত্মাভিমান-বশতঃ আমরা ভক্তের ভক্তির মূল্য বুঝি না, বৈষ্ণবের সম্মান করি না। যাঁহাদিগের অপেক্ষা পরমপাবন পূজনীয় জগৎ-সংসারে আর কেহ নাই, সেই বৈষ্ণবগণের নিকট যাইয়া অভিমানবশতঃ আমরা আত্মপ্রাধান্য দেখাইবার প্রয়াস পাই। অপার কৃপাময় বৈষ্ণবগণের কৃপায় কবে আমাদের হৃদয় হইতে প্রতিষ্ঠাশা ও ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হইবে এবং অসদাত্মাভিমান-বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইবে। তাঁহাদিগের কৃপায় তৃণাপেক্ষা নীচতা-গুণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে ভক্ত-চরণতলে শায়িত করিয়া চরণকমল-সংস্পর্শ-জনিত বিমল আনন্দে অভিভূত করিবে। ভক্তগণের নিষ্কপট কৃপায় কতদিন আমরা সকল অনর্থ শূন্য হইয়া ভক্তিলাভের অধিকারী হইব।

দৈন্য-স্বভাব স্বীকার করতঃ যাঁহারা অকপটে বৈষ্ণবচরণাশ্রয় করিয়াছেন, বৈষ্ণবের কৃপাবলে যাঁহাদের সকল অভিমানই দূর হইয়াছে। বৈষ্ণবকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে যেরূপ ভাব হইতেছে, তাহা শ্রীসার্ব্বভৌম-কথিত নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বড়ই মনোহররূপে উক্ত হইয়াছে।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥"

ঐকান্তিকের স্বরূপ

——::(::●::)::——

ভক্তিপথ—একটী। সেবোন্মুখ ব্যক্তি-মাত্রেই একপথের পথিক। যেখানে এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখতা, এক সর্ব্বসেব্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য চেষ্টা, সেখানে উন্মুখগণের পরস্পরের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বা অনৈক্য থাকিতে পারে না। শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত-মাত্রেরই কেন্দ্রস্থল—লক্ষ্যস্থল—উদ্দেশ্য এক। এই এক উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয় হয় নাই। লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর না হইলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান সম্ভবপর নহে। যেখানে কেন্দ্র ঠিক হয় নাই, সেখানে বৃত্ত অঙ্কিত হইতে পারে না। সেব্যের সহিত যেখানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আত্মীয়তা বা মমত্ববুদ্ধি হয় নাই, তাঁহার স্নেহকৃপাই একমাত্র সম্বল—এই বিচার যেখানে সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেখানে সেবার কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর আছে, প্রকৃতসেবা হইতেছে না। ঐরূপ সেবার দ্বারা নিজের দেহ-মনের তর্পণই হয় মাত্র। আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত—আমাদের প্রত্যেকটী কার্য্য, আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন, বিভিন্ন সেবাকার্য্য, অপরের সহিত ব্যবহার, এমন কি, আমাদের

আহার, বিহার, বিশ্রাম, প্রাণধারণ—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? এ সকল কি ইষ্টদেবের সুখের জন্য হইতেছে, না অন্য কোন ব্যাপারে লাগিয়াছে? ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানমূলে আমাদের সকল কার্য্যের পর্য্যবসান হইতেছে কি-না, ইহা অনুক্ষণ অনুধাবনের বিষয়। ভক্তিপথ তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায় হয় অতি দুর্গম, না হয় অতি সরল, সহজ। ইষ্টদেবের আশ্রিতজনের পক্ষে অতি সরল, সহজ। ইষ্টদেবের আশ্রিতজনের কোন চিন্তা নাই। তাঁহাকে ইষ্টদেবই হাত ধরিয়া লইয়া যান। ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি স্নেহ-প্রীতিমান জনের পতনের আশঙ্কা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নাই। আশ্রিতের নিজ মঙ্গলের চিন্তা ও চেষ্টা নাই। আশ্রিতের মঙ্গলবিধাতা আশ্রয়দাতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের। আশ্রিতের কেবলমাত্র অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-চেষ্টা ও চিন্তা আছে। আশ্রিতের জীবন-যাপন-প্রণালী কিরূপ, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপজনেরে আসিতে না দিব
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে॥"

"আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক, অভয় অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
রহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে তব ইচ্ছামত
থাকিয়া তোমার ঘরে॥"

ভক্তিপথে চলিতে হইলে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া চলিতে হইবে। "আমি কৃপা পাইবই, ইষ্টদেব আমাকে কৃপা করিবেনই"—এইরূপ আশা-ভরসা ও দৃঢ়তা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ভরপুর থাকিবে। তবেই অদম্য উৎসাহ ও উৎসাহভঙ্গ-রহিত অপ্রতিহত গতি থাকিবে। যে-মুহূর্ত্তে এই দৃঢ়তা থাকিবে না, অসতর্কতা আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই বিপথে, কুপথে অভিযান আরম্ভ হইবে। প্রত্যেকটী কার্য্য অনুভূতির সহিত হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্যহীন, অনুভূতিহীন কার্য্যের দ্বারা বাস্তবমঙ্গল হওয়া কঠিন। উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ভক্তি-যাজনের দ্বারা কোন প্রকারেই বাস্তবমঙ্গল লাভ হইবে না।

ভক্তিপথে চলিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠার প্রয়োজন। নিষ্ঠা অর্থাৎ ঐকান্তিকতা। নিষ্ঠা না থাকিলে সেবা হয় না। সেবকের সেব্যের প্রতি ও সেবার প্রতি নিষ্ঠা থাকিবেই। অন্যাভিলাষীর এই নিষ্ঠা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনর্থ থাকে, ততদিন ঐকান্তিকতা আসে না। সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণকীর্ত্তনফলে অনর্থগুলি দূরীভূত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। অনর্থযুক্তের শুদ্ধভজন হয় না। নিষ্ঠা হইতে প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়। অনর্থ না হইলে ভজন হয় না। ঐকান্তিকতার বিপরীত চিত্তবৃত্তি—ব্যভিচারপরায়ণতা। ঐকান্তিক—একাভিমুখী, আর ব্যভিচারী—বহুমুখী। যতদিন পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তি বহুর প্রতি ধাবিত হইতেছে, বহুর প্রতি তৃষ্ণা রহিয়াছে, একের প্রতি লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয় নাই, একের সুখবিধানের জন্যই সমস্ত জীবনীশক্তি নিযুক্ত হয় নাই, একের একাধিপত্য সাম্রাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয় নাই, ততদিন ঐকান্তিকতারউদয়ও হয় নাই এবং শুদ্ধভজনও আরম্ভ হয় নাই।

বাস্তবসত্যবস্তু এজগতে নিত্যকালই আছেন। নিজদুষ্কর্ম্মবশতঃ আমরা তাঁহার সন্ধান পাই না। কপাল ভাল হইলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা হইলে সত্যবস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইতে পারিব। সত্যবস্তুতে সুদৃঢ়নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত মনে কিছুতেই সোয়াস্তি পাওয়া যাইবে না, ভয় সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে আলোড়িত করিবে। বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ঐকান্তিক হইতেই হইবে। সতী-সাধ্বী হওয়া দরকার। সতী যেমন একমুহূর্ত্তও অপরের সঙ্গ কামনা করেন না, তদ্রূপ সত্যাশ্রিতজনও এজগতের ভোগবস্তুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না। 'দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়'—ইহাই শরণাগত ঐকান্তিকের উক্তি। যত বাধা আসে আসুক, যত আপদ্-বিপদ্ আসে আসুক, কিছুতেই ইষ্টদেবকে ছাড়িতে হইবে না। নিরন্তর অভীষ্টদেবের স্মৃতির মধ্যে থাকিলে বিপদাপদ কিছুই করিতে পারিবে না। ইষ্টদেবের আশ্রিত থাকিলে অনিষ্ট কোনপ্রকার ক্ষতি করিতে পারে না। ইষ্টদেবকে ছাড়িয়া দিলেই অনিষ্ট আসিয়া আক্রমণ করে। সত্যপথাশ্রিতমাত্রেরই 'আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে একমুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারিব না'—এইরূপ ব্যক্তিত্ব বা দৃঢ়তা আছেই। জগতের বহুরূপী প্রলোভনে তাঁহারা গা ভাসাইয়া দেন না। ইষ্টদেবের প্রতি নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা না থাকিলেই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে পড়িতে হইবে। ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকিলে মায়ার পদগোলক হইয়া লাথি খাইতে খাইতে প্রাণ বাহির হইবে।

ভজন-প্রগতির মূলবাধা হইতেছে দম্ভ বা অহংকার। শরণাগতিই ভজনের সহায় এবং দম্ভই বাধা। যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার পদধূলিকে নিজ নিত্যসত্তা বোধ করিতেছেন, তাঁহাদের ইষ্টদেবের প্রীতিময়ী সেবায় কোন বাধা, মায়ার কোন প্রলোভন তাঁহাদিগকে একচুলও বিচলিত করিতে পারে না। একান্ত প্রভুভৃত্য প্রভুর সুখের জন্য সব করিতে পারেন। প্রভুর সুখের জন্য মহানারকীর সেবা করিতেও প্রস্তুত; আবার পরম-আত্মীয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিতেও দৃঢ়-সঙ্কল্প। এইরূপ একান্তভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতিকার্য্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে বাধা উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের কিছুই করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সুখের জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট আছেন, তাঁহারা বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া ভীত হন না। না সেই-সকল বাধাকে প্রতিরোধ করিতেও যান না। সম্মুখে বাধা দেখিয়া পাশ কাটিয়া গিয়া প্রভুসেবায় তৎপর সচেষ্ট থাকেন। যাঁহারা কি সম্পদে, কি বিপদে, সবসময় শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন, সকল ব্যাপারের মধ্যেই তাঁহাদের কৃপাহস্ত দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাই ঐকান্তিক। সাময়িক বাধাবিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকতর সংলগ্নই করিয়া দেয়। ঐকান্তিক ভক্তের অভীষ্টলাভের যে বাধা, তাহা তাঁহাকে উত্তরোত্তর প্রভুর কৃপা-কাঙ্গাল করিয়াই দেয়। যাঁহারা সত্য সত্য অনন্যভাবে হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নানা প্রকার বিপদাপদ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণেচ্ছায় উপস্থিত হইতেছে। বিপদের মধ্যেই শুদ্ধভক্তের সেবোৎসাহ কোটিগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিপদে যে প্রকার আর্ত্তি সহজেই হৃদয়ে উদিত হয়, শরণাগতির পরিমাণ যে প্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ বিপদকে শ্রীভগবানের পরমকৃপা বলিয়া বরণ করেন এবং বিপদের মধ্যেই শ্রীভগবানের কৃপাহস্ত লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আশ্রয় নাই—এইটি যাঁহার যত উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি তত শরণাগত—তত ঐকান্তিক। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ বলেন—'আমি ত' তোমারই জন। আমাকে দণ্ড দিবে, নিন্দা-তিরস্কার করিবে কর, কিন্তু ছাড়িও না।' তাঁহারা জানেন—'আমি ত' তোমারই; সুতরাং আমাকে ছাড়িবে কেন? তাই তাঁহাদের ভয় নাই। শরণাগতের আচরণ এই—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর-দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

'আমি যে তোমার ইহ জ্ঞান সর্ব্বথায়'···ইহাই ঐকান্তিক শরণাগতের হৃদ্গত ভাব। ঐকান্তিক শরণাগতজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—

হরি হে!
আমি সেই দুষ্টমতি না দেখিয়া অন্য গতি
তব পদে লয়েছি শরণ।
জানিলাম আমি নাথ! তুমি প্রভু জগন্নাথ
আমি তব নিত্য পরিজন॥
সেই দিন কবে হ'বে ঐকান্তিক ভাবে যবে
নিত্যদাস ভাব লয়ে আমি।
মনোরথান্তর যত নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ
সেবিব আমার নিত্যস্বামী॥
নিরন্তর সেবা-মতি রহিবে চিত্তেতে সতী
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে
চিরদিন থাকি যেন ভোর॥"

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

কর্ত্তব্য কি ?

—::(•)::—

ভক্তিপথ আশ্রয় করিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করিতেই হইবে। গুরুর হৃদয় ভগবানের নিত্য বসতিস্থল। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥" শ্রীগুরুপাদপদ্ম অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় রত। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা শ্রীভগবানের সেবায় রত। ভগবৎসুখবিধানই তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব। শ্রীভগবান্‌ও অনুক্ষণ শ্রীগুরুদেবকেই লইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাভিন্ন আর অন্য কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। ভক্ত যাহা দেন, শ্রীভগবান্ তাহাতে সন্তুষ্ট। ভক্তের প্রদত্ত শাক-ফল-মূল যাহা কিছু সবই শ্রীভগবানের অতীব প্রিয়। অভক্তের প্রদত্ত চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় যাহা কিছু, সবই ভগবানের অপ্রিয়; তাহা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীধাম—শ্রীচৈতন্যবসতিস্থল। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত ব্যক্তিই শ্রীধামবাসী। গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া শ্রীধামবাসের অভিনয় করিলেও গ্রামবাসী হওয়া যাইবে। সেবাবিগ্রহ—শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ। আমরা সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস,—ইহাই আমাদের সত্তা। নিজেকে সেবাবিগ্রহ গুরু মনে করা অপরাধ। বৈষ্ণবগণ কখনও নিজেকে বৈষ্ণব মনে করেন না বা গুরুর সহিত পাল্লা দিতে যান না। বৈষ্ণবগণ চিরকালই শ্রীগুরুদেবের নিত্য দাসাভিমানী। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান ছাড়া আমাদের আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের দাস্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হওয়া উচিত। গুরুবৈষ্ণবকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান বা দাসাভিমান হৃদয়ে জাগ্রত হইলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিব।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ভীতসন্ত্রস্ত, কারণ অহঙ্কারাভিমানে বশবর্ত্তী হন এবং তজ্জন্য নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ও চতুর মনে করেন, তাঁহারা দীক্ষানামে অভিনয় করিয়াও ভগবৎকৃপালাভে বঞ্চিত হন। সেইজন্য শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,

"গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলব্ধার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥"

অর্থাৎ সমস্ত লব্ধবস্তু ভক্তিসহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক গুরুদেবতাত্ম সাধুভক্তসঙ্গে কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবা ও গুর্ব্বানুগত্যে ভগবন্নামাদির অনুশীলনফলে গুরুকৃপালাভক্রমে ভগবৎকৃপালাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুসেবায় অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি আত্মম্ভরী হইয়া গুরুপাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।

আমাদের যথাসর্ব্বস্ব কেবল মৌখিক মাত্র নহে, কার্য্যতঃ সত্য সত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া যাহাতে আমরা সত্য সত্য গুরুকৃপা লাভ করিতে পারি, তজ্জন্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গচরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাবল প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। আমরা যতই পতিত নির্গুণ্য হই না কেন, আমাদের অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনা থাকিলে আমাদের আর ভয় থাকে না। সাধুগুরুভগবান্ ভীতকে অভয় প্রদান করেন, দুর্ব্বলকে সবল করেন, আশাহীনকে আশা প্রদান করে। আমাদের একমাত্র আর্ত্তিক্রন্দন ও অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনা থাকা। অন্য কিছু যোগ্যতা যদি নাও থাকে, তাহা হইলেও সাধুগুরু-ভগবান্ সব করাইয়া দিবেন।

সাধুগুরুভগবান্ দেখেন—আমরা নিষ্কপটে তাঁহাদিগকে চাই কিনা, ভগবানের সুখবিধান করিবার ইচ্ছা আছে কিনা, আমরা ভোক্তা হইতে চাই, না ভোগ্য হইতে চাই, কিঙ্কর হইতে চাই, কি প্রভু হইতে চাই; দীন হইতে চাই, কি দাম্ভিক হইতে চাই। আমাদের ভাল-আমি হইবার বিন্দুমাত্র আন্তরিক অকপট ইচ্ছা থাকিলে কি করিয়া ভাল-আমি হওয়া যায়, কি প্রকারে শরণাগত হওয়া যায়, কি প্রকারে দীন হওয়া যায়, কি প্রকারে প্রার্থনা করা যায়, কি চাওয়া উচিত সবই তাঁহারা কৃপা করিয়া অন্তরে জানাইয়া দেন। নিজেকে কিছুই করিতে হয় না। সাধুগুরু বলেন,—জীব যদি একবার নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে চায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহার সব সুযোগ সুবিধা করিয়া দেন।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

—::•::(•)::•::

ভক্তিপথ কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের ন্যায় ভয়যুক্ত নহে। ভক্তিপথে ভক্তের কোন অশুভ ত' নাই-ই পরন্তু, তাঁহারা তাঁহাদের আশ্রিতগণকেও পরমমঙ্গল প্রদান করিতে পারেন। ভক্তগণ ভক্তিপথ হইতে কোনকালে বিচলিত বা ভ্রষ্ট হন না। ভগবৎকর্ত্তৃক তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারী দলপতিগণের মস্তকোপরি বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিবলে বিঘ্নসমূহ অনায়াসে জয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিহীন মুক্তাভিমানিজনগণ পরমপদ আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন। ভক্তের পরমপদারূঢ় অবস্থা হইতে পতন ত' হয়ই না; পরন্তু সাধনাবস্থা হইতেও বিচ্যুতি ঘটে না; যেহেতু শ্রীবৃত্র, শ্রীগজেন্দ্র ও শ্রীভরতাদি ভক্তগণের উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও তাঁহাদের ভক্তিবাসনার অনুসরণ পরজন্মেও দেখা গিয়াছে। ভক্তগণকে স্বর্গাদি অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ভক্তের ভক্তিময় জীবনপথে বহুবিঘ্ন আনয়ন করিলেও শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ভক্ত সেইসকল বিঘ্নের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারেন। ভক্তিপথে চলিতে চলিতে—হরিভজন করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তি অপক্বদশায় স্খলিত বা মৃতও হন, তথাপি তাঁহার অমঙ্গল ঘটে না। প্রাপঞ্চিক নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মবৃত্তি ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রপঞ্চে থাকাকালে দুর্ভাগ্যক্রমে ভজন-পরিপাকের পূর্ব্বেই ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট বা মৃত্যুগ্রস্ত হন, তথাপি আংশিক স্বধর্ম্মোপাসনা-জন্য কর্ম্মিদিগের ন্যায় সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভক্তিপথাবলম্বী মানব সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কখনও বিঘ্নকর্ত্তৃক বাধিত কিংবা নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কোন কর্ম্ম করিলেও স্খলিত বা পতিত হন না। ঐকান্তিক ভক্তের ভগবৎসেবা কখনও নিষ্ফল হয় না। ভক্তিপথাবলম্বী প্রাকৃত ভক্তকেও বিষয় অভিভূত করিতে পারে না। দুর্ব্বলতাবশতঃ ইচ্ছাসত্ত্বেও বিষয় পরিত্যাগে অসমর্থ প্রাকৃত ভক্তের চিত্তে যে বিষয় সংস্পর্শ দেখা যায়, সেস্থলেও শ্রীভগবানের প্রতি স্বীয় দৈন্যাদি নিবেদনদ্বারা ভক্তিরই অনুবর্ত্তন হইয়াছে, জানিতে হইবে।

যদিও বা শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষেরও প্রারব্ধকর্ম্মাদিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ আচরণ) হয়, তথাপি বিষয়সম্বন্ধকালেও তাহাকে বাধাপ্রদান করিয়া দৈন্যরূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগরুড়পুরাণ বলেন,—ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না, যদিও বা দৈবাৎ কোনরূপে কোন বিরুদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও শ্রীভগবানের অনুক্ষণ স্মরণে আনুষঙ্গিকভাবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষের ভক্তি বিঘ্নকারী সাময়িকভাবে স্থগিত হইলেও কর্ম্মত্যাগহেতু অনুতাপ করিতে হইবে না; কারণ, যদি কোন ব্যক্তি স্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজন আরম্ভ করিয়া অপক্বদশাতেই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু অমঙ্গল বা নীচজন্মাদি হয় না।

ভক্তি দুষ্ট জীবসকল হইতে ভয়বিনাশক; শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। হিরণ্যকশিপু বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও শ্রীপ্রহ্লাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ভক্তিতে কোন ভয় নাই। ভক্ত নির্ভীক। সুদর্শন যাহার রক্ষক, সেই ভক্তের কেহ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন,—যেখানে বিষ্ণুভক্তি থাকেন, সেখানে কোন বিগ্রহ পীড়ন করে না; কি রাজা, কি তস্কর, কি ব্যাধি—কাহারও উপদ্রব সেখানে থাকে না। প্রেত, পিশাচ, গ্রহ, উপগ্রহ, ডাকিনী, রাক্ষস প্রভৃতি কেহই ভক্তকে পীড়ন করিতে পারে না। ভক্তির আভাসেই সমস্ত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি লওয়া যায়। জরাদি-শারীরিক, শোকাদি মানসিক, অনাবৃষ্টি ও শীতাধিক্যাদি আধিদৈবিক, শত্রু ও হিংস্রজীবকৃত আধিভৌতিক ক্লেশসমূহ হরিভক্তকে ক্লেশ দিতে পারে না।

ভক্তি প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপই বিনাশ করেন। সুপ্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, ভগবদ্ভক্তিও সেইরূপ পাপসমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অবশেও 'শ্রীহরি' এই নামটী উচ্চারণ করেন, তিনি কোনপ্রকার যাতনা ভোগ করেন না। সূর্য্য যেরূপ স্বীয় রশ্মিদ্বারা হিমরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন, কিন্তু হিমরাশি বিনাশের জন্য সূর্য্যের কোন যত্নের আবশ্যক হয় না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তও কেবল ভক্তিদ্বারাই নিখিল পাপরাশি বিনষ্ট করেন, তজ্জন্য তাঁহার অন্য কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। পাপী ব্যক্তি শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের সেবার দ্বারা যেরূপ শুদ্ধ হইতে পারে, যাগ-যোগ-তপস্যাদির দ্বারা সেরূপ পবিত্র হইতে পারে না।

ভক্তি প্রারব্ধ-পাপও বিনাশ করেন। প্রারব্ধ-পাপের ফলে নীচকুলে জন্ম ও ব্যাধি প্রভৃতি হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার প্রতি নিষ্ঠাময়ী ভক্তি চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও তাহার জাতিদোষ হইতে শোধন করেন। স্কন্দপুরাণ বলেন,—শ্রীহরির স্মরণ ও কীর্ত্তনপ্রভাবে আধি অর্থাৎ মনঃপীড়া বা বিপদ্ এবং ব্যাধি অর্থাৎ রোগসমূহ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। ভক্তি পাপবাসনাকেও নষ্ট করিয়া থাকেন। তপঃ, দান ও ব্রতাদির দ্বারা পাপীর পাপসমূহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অধর্ম্মোত্থ হৃদয়মালিন্য বা পাপবাসনার সূক্ষ্ম সংস্কার নষ্ট হয় না; কেবলমাত্র হরিস্মরণ-প্রভাবেই পাপবাসনা ধ্বংস হইয়া থাকে।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥॥০॥॥-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু নির্মৎসর ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—প্রভৃতি শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সাংকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, সরলপ্রাণতা, সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপট্য অর্থাৎ কাপটিক লাভ ও অভাব বা হানিকালীন উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, তদ্বৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, ব্যক্তি, গুণ ও ক্রিয়ায় অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে; অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের বাম এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর [illegible] প্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বস্তুবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা

এক সংবাদে প্রকাশ,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিযুক্ত কমিটি সাংবাদিক বিদ্যার ডিপ্লোমা কোর্সের একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে যে, সিণ্ডিকেট কর্তৃক উক্ত যথারীতি অনুমোদিত হইলে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের জুন হইতে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপয়েন্টমেন্ট বোর্ডএর সহযোগিতায় ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘ কর্তৃক এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনায় সাংবাদিক বিদ্যার জন্য ২ বৎসরের কোর্স ও নিম্নলিখিত ৮টি পেপারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, (১) সাংবাদিকতার নীতি ও ইতিহাস, (২) পত্রিকার সৃষ্টি, যথা সম্পাদনা ও সংবাদ পরিবেষণ ইত্যাদি, (৩) রাজনৈতিক ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক [illegible], (৪) [illegible] ও দেশের আইন, (৫) ও (৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন ২টি— (ক) সাহিত্য ও শিল্প, (খ) শিক্ষা-বিষয়ক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবণতা, (গ) সাংবাদিক জগতের ব্যবসা পরিচালনা, ৭, ও (৮) বাস্তব জ্ঞান সম্পর্কে মৌখিক পরীক্ষা। বাস্তব জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সংবাদ জ্ঞানের উন্নতি, সংবাদের শ্রেণী বিভাগ, প্রেসনোট রচনা ইত্যাদি, টেলিগ্রাম হইতে সংবাদ আহরণ, রিপোর্ট দান, সংবাদের মুখকথা রচনা, প্রুফ-রিডিং, টাইপ সাজানোর রীতিনীতি, শিরোনামা, সংবাদ নির্বাচন ইত্যাদি, প্যারাগ্রাফ ও বিশেষ প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। এই কোর্সের কাল্পনিক অংশ সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে করিবেন এবং বাস্তব অংশের শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের ভিতর হইতে প্রতি ৩ জনকে যে কোন সংবাদপত্র অথবা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অফিসে সপ্তাহে একদিন করিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ছাড়া ভারতীয় সাংবাদিক সঙ্ঘের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থাও করিবেন।

সাধারণতঃ যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট অথবা কোন সংবাদপত্র অথবা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে পূর্ব অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন প্রার্থীকে সাংবাদিক বিদ্যায় ডিপ্লোমা পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হইবে।

মশক নিবারণ ব্যবস্থা

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে জাপ সৈন্য ছাড়াও মিত্রসৈন্যদের আরেকটি শত্রু আছে। তাহা হইতেছে মশা। ১৯৪২ সনে এই মশার উৎপাতে মিত্রসৈন্য একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল! তখন ব্রহ্ম সীমান্তে প্রতিদিন শতকরা গড়ে একজন মিত্রসৈন্য ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইত। তাই তখন হইতে সৈন্যবাহিনীতে মশক-নিবারণী দল গঠন করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশের চাষীদের দ্বারাই প্রধানতঃ এই দল গঠন করা হইয়াছে।

মশক-নিবারণী দলের লোকেরা যুদ্ধ এলাকার বদ্ধ ডোবার জল নিষ্কাশন করার জন্য নালা কাটে, মশক-প্রতিষেধক ঔষধ ছড়াইয়া দেয় এবং নালাগুলিকে সর্বদা তৈল ছড়াইয়া মশক সৃষ্টির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে। ইহা ছাড়া সৈন্যরা মশারি খাটাইয়া ঘুমায়, মেপাক্রিন ব্যবহার প্রভৃতি সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে বলিয়া ম্যালেরিয়া খুব কমিয়া গিয়াছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাঙলার রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ তারকনাথ মুখার্জীর সভাপতিত্বে গত ২৫শে মার্চ উত্তরপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যমশীলতার প্রশংসা করেন। উত্তরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ অমরনাথ মুখার্জী উক্ত স্কুলের ছাত্র বিভাগের সাহায্যার্থে মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি

১৯৪৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্থান এবং তিব্বতে প্রেরিতব্য প্রত্যেক সাধারণ টেলিগ্রামের জন্য বর্তমান প্রচলিত হারের উপরে অতিরিক্ত ।০ আনা এবং জরুরী টেলিগ্রামের উপর ॥০ আনা দিতে হইবে। ভারতের মধ্যে কোথাও টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইলে সাধারণ টেলিগ্রামে প্রথম ৮ কথার জন্য ৸৵০ আনা এবং অতিরিক্ত প্রতি কথার জন্য ৵০ আনা করিয়া লাগিবে।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২, টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীআনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ   ২০ বিষ্ণু   গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ৪ঠা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৭ই এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, মঙ্গলবার   ৩০৩১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিষ্ণু শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ, ৪৫৯

ভগবদ্দর্শন কিরূপ ?

———::(:০:)::———

পরমার্থ-পথের পথিকমাত্রেই ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত। ভগবদ্দর্শন কি, তাহার স্বরূপ কি, সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলেও ভগবদ্দর্শনই যে একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, ইহা সকলের হৃদয়েই বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সাধারণ মানবের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভগবদ্দর্শনের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভগবদ্দর্শনের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহারা শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপের শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা বলেন—এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা নাই। এই জগতে অপ্রাকৃত শ্রীনামাবতারই ভগবৎ-স্বরূপ। সেই নামরূপী নামীর স্ফূর্ত্তিই এই প্রপঞ্চে থাকাকালে ভগবদ্দর্শন। যাঁহার চেতনবৃত্তিতে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তিনিই ভগবদ্দর্শন করিতেছেন। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। শ্রীনামই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবান্ পৃথক বোধ হয়। মুক্তপুরুষগণ শ্রীনামকেই শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন। যিনি শ্রীনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধস্বরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইয়া শ্রীনাম উচ্চারিত হইতে হইতেই শ্রীকৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে সকল বিষয় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে।

হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তরূপ ভগবদ্দর্শনকারীর লক্ষণ এই যে, তিনি শ্রীনামের সেবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল। যতই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, ততই তিনি শ্রীনামকে অধিকতরভাবে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইবার জন্য কাতর হইতে কাতরতর, ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেছেন। ইহারই নাম—ভগবদ্দর্শন বা সিদ্ধি।

ভগবদ্দর্শনকারী বা সিদ্ধপুরুষ ভগবদ্দর্শন করিয়াছি বলিয়া তৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে অধিকতর আর্ত্ত হইয়া পড়েন। যিনি শ্রীভগবান্‌কে যত পাইয়াছেন, তাঁহাকে যত অধিক দর্শন করিয়াছেন, তিনি তত অধিক তাঁহার অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধান কার্য্যটি শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আদর্শে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবান্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া শ্রীনামসমূহের বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা—কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না।

প্রকৃত ভক্তমাত্রেই শ্রীভগবানের অধিকতর দর্শনকাতর—অধিকতর অতৃপ্ত। 'কবে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিব, কবে তাঁহার সেবায় অভিষিক্ত হইব'—যিনি শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ এইরূপ বিরহ বিদ্যমান। শ্রীভগবানের শ্রীনামকীর্ত্তন-সেবায় যিনি অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন। জীবহৃদয় নিরপরাধ নামাশ্রয়জনিত দৈন্যে, বিরহে নির্ম্মল, শুদ্ধ-সত্ত্ব ভগবদ্ধামরূপে প্রকাশিত হইলে তবে সে স্থানে শ্রীভগবান্ বসিবেন। 'আমি অত্যন্ত অযোগ্য, অত্যন্ত দীন, অত্যন্ত পতিত, হে প্রভো! আমাকে এই বিশ্বের রূপ কেন দেখাইতেছেন, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর' যে হৃদয় লোক না দেখাইয়া নিরন্তর এইরূপভাবে অকপটে ক্রন্দন করে, তাঁহারই শ্রীভগবন্নামস্ফূর্ত্তিরূপ ভগবদ্দর্শন হয়। এজগতের লোক কখনও অন্তরের সহিত 'আমার ভগবদ্দর্শন হইল না'—এইরূপ ভগবদ্বিরহে অভিভূত নহেন। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্দর্শনের জন্য কাতর হইয়াছেন, ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষপিপাসা কোনপ্রকার কামনা-বাসনা তাঁহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তাঁহারা এজগতের কোন কিছুর জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহাদিগকে এজগতের সুখৈশ্বর্য্য—ব্রহ্মানন্দও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে পারে না। দৈন্যই শ্রীভগবান্‌কে আকৃষ্ট করে। যাঁহার ভগবদ্দর্শনের জন্য সত্য সত্য বিরহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অনুক্ষণ শ্রীভগবানের নাম ধরিয়া কাতরভাবে ডাকিতে থাকেন। তিনি একমাত্র শ্রীভগবানের নামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রীতিতেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। প্রীতিহীন দর্শন অদর্শনের তুল্য। প্রীতি না থাকিলে বাস্তবস্বরূপ দর্শন হয় না। প্রীতিতে তৃপ্তি নাই। ভগবদ্দর্শনকারী ভক্ত অতৃপ্ত হইয়া স্বতঃই ভগবদ্দর্শনকাতর হইয়া থাকে। যাঁহারা নিত্যকাল ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ!
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥"

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে আমি তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর-হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

সুদুর্ল্লভ ভগবদ্দর্শন—মহা মহা যোগী ঋষিরও ধ্যানাদির অগম্য ভগবদ্দর্শন শ্রীনামের কৃপায় সুলভ হইয়াছে। নামদৃক্ হইলেই ভগবদ্দর্শন অনায়াস-লভ্য হয়। শ্রীনামাবতারের ও শ্রীনামাচার্য্যের নিকট অকপট-ভাবে আত্মসমর্পণই এই প্রপঞ্চে ভগবদ্দর্শনের একমাত্র উপায়

সেবা

— —::•::(•)::•:: — —

ভক্তি কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপা অবিদ্যাকে নষ্ট করেন। সেবা করিতে করিতে 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এই শুদ্ধ অভিমান জাগ্রত হইলে অবিদ্যা বা যাবতীয় জড়াভিমান দূর হয়। যাঁহার ভক্তি আছে, জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভক্ত অন্যাভিলাষরহিত হইলেও যদি কখনও তিনি তুচ্ছ স্বর্গাদি ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষসুখ অথবা বৈকুণ্ঠাদি ধামপ্রাপ্তি প্রভৃতি কোনপ্রকার সুখবাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি ভক্তিপ্রভাবে সেইসকল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। ভক্তি স্বভাবতঃই পরমসুখ প্রদান করেন বলিয়া কর্ম্মজ্ঞানাদি তাঁহার নিকট অতি হেয় ও তুচ্ছ।

ভক্তিই শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে উপনীত হইবার সুগম পন্থা। ভক্তিপথে ঐকান্তিক আশ্রিতজনের, কুপথে-বিপথে গমন করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না। ভক্তিপথই একমাত্র মঙ্গলের পথ। ইহাতে অমঙ্গল, ভয় বা হতাশার কথা নাই। ইহা অশোক, অভয় ও অমৃত। সেইজন্য সাধুগণ এই ভক্তিপথেই বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যাগ করেন, তিনিও আমার ভক্তগণের ন্যায় ফল লাভ করেন না।

প্রকৃত সেবক অভীষ্টদেবের সেবা করিয়া নিজসুখ কিছু চাহেন না। অভীষ্টদেবের সুখ হউক—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। অহৈতুক সেবক ইষ্টদেবের সেবা করিয়া নিজলাভ কামনা করেন —ইষ্টদেবের সুখই তাঁহার লাভ; তাহাই তাঁহার একমাত্র কামনা-বাসনা। অভীষ্টদেবের সেবার মধ্যে কোনপ্রকার উদ্দেশ্য থাকিলে তাহাতে তাঁহার শুদ্ধ সুখবিধান হয় না। সেবার মধ্যে কোনপ্রকার হেতু থাকিলে, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত সুখ বা আনন্দ হয় না। অভীষ্টদেবের জন্যই যেখানে সেবা, তাঁহার সুখবিধানই যেখানে কামনা, তাঁহার প্রতি নিরবচ্ছিন্না প্রীতিই যেখানে সেবককে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করায়, তাহাই প্রকৃত সেবা বা ভক্তি। প্রীতিই যেখানে সেবকের চালক, নিয়ামক, সেখানেই শুদ্ধসেবা। অভীষ্টদেবকে সুখী দেখিতে ভাললাগা-প্রবৃত্তি সেবকের পরিচালক। এই প্রবৃত্তিই সেবকের চিত্তে ইষ্টদেবের নিরবচ্ছিন্না স্মৃতি আনিয়া দেয়। ইষ্টদেবের এই অভিনিবেশময়ী সুখানুসন্ধানই প্রকৃত ভক্তি। প্রীতিই যেখানে সেবককে ইষ্টদেবের সেবায় পরিচালিত করে, সেখানে নিরবচ্ছিন্না স্মৃতি, আবেশ ও অভিনিবেশ হইয়া থাকে। প্রীতি ও স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য। প্রীতি থাকিলেই স্মৃতি ও অভিনিবেশ থাকিবে। আবেশহীন ভক্তি ভক্তিযোগ নহে। বাহিরে ভক্তির আকার থাকিলেও যদি প্রীতিযুক্ত স্মৃতি ও অভিনিবেশ না থাকে, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে—ঐরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় না। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ কিছু ভক্তি নহে, প্রীতিই ভক্তি। প্রীতির দ্বারাই ইষ্টদেবের সুখবিধান করা যায়। প্রীতিযুক্ত সেবকের বাহ্যিক স্থূল বা সূক্ষ্ম বাধাবিপত্তি বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না; আবার প্রীতিহীন সেবকের স্থূল-সূক্ষ্ম ভক্ত্যঙ্গও বিশেষ সাহায্যকারী হয় না। ভক্তি হৃদয়ের বৃত্তি। হৃদয়দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয়। হৃদয়ের বৃত্তি প্রীতিই তাঁহার সুখবিধান করে।

অভীষ্টদেবের সুখবিধানের নাম ভক্তি বা ভজন। অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখ যেখানে নাই, তাহা ভজন বা ভক্তি নহে। ইষ্টদেবের সুখ উৎপাদন, আনন্দ দানের নাম সেবা। যাহাতে অভীষ্টদেবের সুখ হয়, তাহা করার নামই সেবা বা ভক্তি। সেবকের দিক্ হইতে কোন হেতুমূলে যে অনুষ্ঠান, তাহা প্রকৃত সেবা নহে। সেব্যকে সুখ, আনন্দ দানই যেখানে হেতু, তাহাই সেবা। সেব্যের সুখ হইবে, ইহা লক্ষ্য করিয়া সেবার অনুষ্ঠানের নাম ভক্তি। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিরূপ হেতু লইয়া যে সেবার অনুষ্ঠান, তাহাতে অভীষ্টদেবের সাক্ষাদ্ভাবে সুখের কোন কথা নাই। ফলানুসন্ধানরহিতা অর্থাৎ আরাধ্যদেবের সুখানুসন্ধানাত্মক অনুষ্ঠানই ভক্তি। ইহাই অনাবৃত চেতনের সহজবৃত্তি। জলের যেপ্রকার তারল্য ও শৈত্যধর্ম্ম, অগ্নির যেপ্রকার দগ্ধকারিণী বৃত্তি, সেই প্রকার চেতনের সরল সহজবৃত্তি—অভীষ্টদেবের সুখবিধান করা। ইহাতে কোন হেতু নাই। ইষ্টদেবের সুখবিধান করিলে আনন্দ, না করিয়া পারা যায় না, না করিলে কষ্ট হয়—এই চিত্তবৃত্তি ভক্তের। ভক্ত শ্রীভগবানের সুখবিধান না করিয়া পারেন না। ভগবানের সুখবিধান করাই ভক্তের সত্তা।

ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ অহৈতুক প্রীতির পাত্র। নিখিল জীবের তাঁহাদের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক। আপনার বলিতে একমাত্র তাঁহারাই। অভীষ্টদেব ব্যতীত আপনার জনও নিজজন আর কেহ নাই। তাঁহারা ভালবাসেন ও ভালবাসা চাহেন। ভালবাসা-দ্বারাই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। প্রীতি-ভালবাসা না থাকিলে তাঁহাদিগকে পাইয়াও না পাওয়ার মত, সেবা করিয়াও না করার মত। প্রীতি-ভালবাসা ছাড়া তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া পাওয়া যায় না। প্রীতি-ভালবাসা থাকিলে তাঁহাদের স্বরূপ জানা যায়, দর্শন-স্পর্শন, সেবা হয়। সতী পতির নিকট এবং মাতা পুত্রের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রীতির পাত্র প্রিয়জনের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রীতির পাত্র প্রিয়ের প্রীতিতে বশীভূত—অধীন হইয়া যান। প্রীতিতেই প্রিয়ের সন্নিকর্ষ লাভ হয়। প্রীতি পরস্পরের চিত্তবৃত্তিকে মিলন করায়। প্রীতিই উভয়কে উভয়ের প্রতি অভিমানযুক্ত করায়। প্রীতিই উভয়ে উভয়কে আপনার বোধ করায়। প্রীতির পাত্রের দর্শনাভাবে চিত্তেন্দ্রিয়কায়ের বিকার হয়। প্রীতিই সেবককে সেব্যের এবং সেব্যকে সেবকের অন্তরে প্রবিষ্ট করায়। প্রীতিতেই সেবক সেব্যের হৃদয় বুঝিয়া থাকেন ও তাঁহার রুচিকরী সেবায় অনুক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকেন।

অহৈতুক প্রীতির পাত্র শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসা যায়। প্রীতি থাকিলে সুদুর্ল্লভ বস্তুও সুলভ হইয়া যান। অবাঙ্মনসগোচর বস্তুকেও ভালবাসা যায়, আপনার করিয়া সেবা করা যায় প্রীতি থাকিলে। পাঁচ-প্রকারে তাঁহার দর্শন হয়—সেবা হয়। প্রীতিতেই ইহা উপলব্ধির বিষয়। এই-জন্যই ভগবদ্ভজন কষ্টকর নহে—অতি সহজ। প্রীতির পাত্রকে প্রীতি করিতে—ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিতে কোন কষ্ট হয় না বরং প্রীতি না করিলে, না ভালবাসিলেই কষ্ট হয়। প্রীতির পাত্রের সুখবিধান করিতে ও সুখ দেখিতে চাওয়া স্বাভাবিক ইহাতে কোন কারণ নাই। প্রীতিই প্রিয়-পাত্রের সুখবিধান, সেবা করায়। প্রীতির ধর্ম্মই প্রিয়ের সুখবিধান করা। অন্য কোন কারণের দ্বারা অভীষ্টদেবের সুখবিধান করা যায় না। ইষ্টদেব নিরুপাধিক প্রীতির পাত্র। স্বাভাবিক প্রীতির কাঙ্গাল তিনি।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(•):: —

ভক্তি— অহৈতুকী। শ্রীভগবানের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়। ভক্তি—রস। রসময় শ্রীভগবানই, সাধুগুরু-দ্বারে এই রস বিতরণ করেন এবং রসিকগণের দ্বারা নিত্যসেবিত হন। সাধু ও শাস্ত্র উভয়ঃ ভাগবত। উভয়ই শ্রীভগবানের প্রকাশ মূর্ত্তি। এই দুই ভাগবতের দ্বারাই শ্রীভগবান্ জগতে ভক্তিরস বিতরণ করেন। শাস্ত্র অশরণাগতকে ভয় ও শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়া—অমৃতের সন্ধান দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন। সাধুগণও শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়া—শ্রীভগবানের সেবা প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত কখনই ভক্তি হইতে পারে না। সাধুগুরুর বৃত্তিই ভক্তি। ভক্তি সাধুর কৃপাসাপেক্ষ। সাধুই ভক্ত। সাধুর পরিচালনে চালিত হওয়াই ভক্তি। আগে বরণ, তাহার পর গ্রহণ ও চালন। "আমার আমি তঁ নাথ না রহিনু আর। এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥"—ইহাই বরণ বা শরণাগতি। 'আমি তোমার'—এই অভিমান শরণাগতের। সাধুগুরু-কর্ত্তৃক আত্মসাৎকৃতজনই প্রকৃত সুখী। এই সাধু যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার কত আশা-ভরসা। 'আমি শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার পাইবই'—এই আশাই শরণাগতকে সর্ব্বক্ষণ চালিত ও উৎসাহিত করে। শরণাগতজন সাধু-গুরুই সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে চালিত করিতেছেন, ইহা নিয়ত অনুভব করেন। নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, তজ্জন্যই তিনি নির্ভীক। অভীষ্টদেব নিজেই কর্ত্তৃত্ব লইয়া শরণাগতকে দিয়া করাইতেছেন। তজ্জন্যই তিনি সুখী। অভীষ্টদেবকে সুখ প্রদানের নামই ভক্তি। অসুখী যিনি—সুখ যিনি পান নাই, তিনি ইষ্টদেবকে সুখপ্রদান করিবেন কি করিয়া? সুখীই সুখ প্রদান করিতে পারেন। এই সুখী কে? শরণাগত-জন—নিবেদিতাত্মজনই সুখী। সাধুশাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আত্ম-নিবেদন তুয়া পদে করি' হইনু পরমসুখী॥" "আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত।" আগে আত্মনিবেদন—সুখময়কে বরণ, তাহার পর ক্রিয়া বা ভক্তি। শরণাগতের সমস্ত কার্য্যই ভগবানের। শরণাগতকে চালিত করা শ্রীভগবানের কাজ। শ্রীভগবানের কাজই ভক্তি। ভক্তের কৃপাতেই এই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভক্তিলাভ হইতে পারে না।

ভক্তির দ্বারাই ভক্তি পাওয়া যায়। অভক্তির দ্বারা ভক্তি পাওয়া যায় না। সূর্য্যের আলোকে যেমন সূর্য্যদর্শন সম্ভব; তদ্রূপ ভগবৎকৃপাতেই ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভবকূপে পতিত ব্যক্তি শরণাগতিরূপ হস্তোত্তোলনের দ্বারা অবতীর্ণ ভগবৎকৃপারজ্জু গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা কৃপার পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম সাধনের ফলে শ্রীভগবানের রাজ্য জয় করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনও মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন না। কৃপাশক্তি ও ভক্তি সমজাতীয় বস্তু; শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা বা শরণাগতিই কৃপাসহচরী। নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবৎকৃপায় যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার নাই। যিনি যতটা কৃপার প্রতি শরণাগত অর্থাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিবেন, তাঁহার উপর ততটা ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে। শ্রীভগবানের নিত্যস্বভাবই সর্ব্বজীবে অহৈতুকী কৃপা বিতরণ। সংসার-অরোন্মুখ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভগবৎকৃপা, শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিতে থাকে।

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম।

অশরণাগত জীবেরই দুঃখ, ভয় ও চিন্তা; শরণাগতের এই সকল নাই। শরণাগত নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ও সুখী। যাহার দুঃখ, ভয় ও চিন্তা আছে, সে সুখময়, অভয় শ্রীভগবান্ ও সাধুগুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করে নাই। আশ্রিত নির্ভীক, অশোক ও সুখী। সুখময়কে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার দুঃখ বা অসুখ থাকিতে পারে না। অমৃত পান করিয়াও যেখানে মৃত্যুর ভয়, সেখানে প্রকৃত অমৃত-পান হয় নাই—অমৃতপানের কেবল ছলনা বা লোকবঞ্চনা হইয়াছে মাত্র। সাধুগুরুর প্রকৃত চরণাশ্রয় হইলে হতাশা, অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে না। যিনি সাধুগুরুর দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারই হতাশা থাকিতে পারে না, চরণাশ্রয় হইলে ত' কথাই নাই। সাধুগুরুর চরণাশ্রিত জন নবনবায়মানভাবে—বিচিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবার জন্য সুদৃঢ় আশাযুক্ত ও লৌল্য-বিশিষ্ট। শরণাগত শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেনই। তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কেহ বাধা দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের করুণালাভের জন্য তাঁহাদের নিকট অনর্গল ও অবিরাম ক্রন্দন করিয়া সঙ্গোপনে নিজ দুঃখের কাহিনী জানাইতে হইবে। তাঁহারা পরমকরুণ; জীবের এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তিক্রন্দনে তাঁহাদের করুণার উদয় হইবে। তাঁহাদের করুণার এমনই স্বভাব যে, যিনি যত সেই করুণাধারায় স্নান করিতে থাকেন, ততই করুণালাভের জন্য স্বাভাবিক আর্ত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃপার জন্যই সব করিতে হইবে। কৃপা-ক্রন্দনময়ী সমস্ত কার্য্য হইবে। ইষ্টদেবের স্নেহকৃপাই একমাত্র পাথেয়বস্তু। সেই কৃপাশক্তি শ্রীহ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ। শ্রীহ্লাদিনীর প্রেমবস্তুর প্রভাব। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাতেই প্রীতি লাভ হয়। সেইজন্য অনুক্ষণ সাধুগুরুর কৃপাপ্রার্থনাই একমাত্র কার্য্য। সাধুগুরুর স্নেহকৃপার প্রার্থনায় আর্ত্তি যাঁহার যত প্রবল ও ব্যবধান রহিত, তিনি ততই ভগবৎসেবার প্রতি উন্মুখ। যিনি যত দীনতাভিমানী, তিনি তত ঘনীভূতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের যোগ্য।

এই ভক্তি-অধিকারী ত্রিবিধ—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যাঁহার দেহে ও দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ ও শ্রীনামের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও আসক্তি উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কোনও প্রকারে উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী অতিশয় দুর্ব্বল। তাঁহাকে অপরে বিরুদ্ধ যুক্তিদ্বারা সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা কিছু কিছু শুনিলেও তাহাতে তাঁহার সুদৃঢ়তা ও তদ্বিষয়ে কিছু উপলব্ধি হয় না। কনিষ্ঠাধিকারী অনেকসময় নাস্তিক বা ভগবদ্বিদ্বেষীর উপকারের চেষ্টা করিতে গিয়া হয়ত' তাঁহারই কবলে কবলিত হয়। না হয়, তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক অভিভূত হইয়া পড়ে! এইজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর সর্ব্বদা মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠাধিকারী অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না, তাঁহাতে মহত্ত্ববুদ্ধি ত' দূরের কথা। কনিষ্ঠ-ভাগবত কেবল শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, কিন্তু ভক্তের পূজা করেন না, এজন্য তাঁহাকে 'প্রাকৃত' বলা হইয়াছে। তিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্য সত্যবস্তু, ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব তাঁহার অনুভূতির বিষয় হয় না; তিনি সে-কথা শাস্ত্র হইতে বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করেন। 'শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু'—একথা বিশ্বাস হইলেও 'তাঁহার সেবকও অপ্রাকৃত'—একথা বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা কনিষ্ঠাধিকারীর নাই। কনিষ্ঠাধিকারীর দর্শন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পর্য্যন্ত।

মধ্যমাধিকারী কাহাকেও নিজেন্দ্রিয়-ভোগ্য বিচার করেন না। তাঁহার দেহ-গেহাসক্তি অত্যন্ত প্রবল। তিনি তাঁহার সাধনপথে অভিযানকালে প্রত্যহ যাহাতে বাস্তব অনুভবনীয় উন্নতি লাভ পারেন, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় উত্তরোত্তর অনুরাগ ও আর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন, এ-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন। যদি কোন কার্য্য বা বস্তু তাঁহার হরিভজনের প্রগতিতে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত তাহা চিরতরে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। প্রতিকূল-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিময়ী অহৈতুকী সেবায় সুদৃঢ়তা উপস্থিত হইয়াছে। হরিসেবার আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচারই তাঁহার জীবন-যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার শুভানুধ্যায়ী ও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রকৃত সাধুর নিকট তাঁহার হৃদয় খুলিয়া কোন্‌টী তাঁহার পক্ষে অনুকূল, কোন্‌টী বা প্রতিকূল, তাহা জানিয়া লইয়া থাকেন। তিনি শ্রবণে অমনোযোগী নহেন। তিনি শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে ভক্তের অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি নিজেকে কাহারও প্রভু মনে করেন না। তিনি জানেন, প্রভু একমাত্র অপ্রাকৃত স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিজেকে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাসানুদাস জানিয়া তাঁহাদের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর আর্ত্তিবিশিষ্ট হন। তিনি সাধু ও অসাধু, ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে তারতম্য বুঝিতে পারেন। তিনি নিজে শরণাগতির পথে অগ্রসর হইতেছেন কি-না, তাহা সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা করেন।

কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারে উন্নীত হওয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপাসাপেক্ষ। অধিকার উন্নত হইতে শত শত জন্মও লাগিতে পারে, আবার শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপা হইলে একমুহূর্ত্তেও হইতে পারে। একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এবং ঐকান্তিক শরণাগতির দ্বারা অধিকার উন্নত হইবার সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠতমের কৃপার উপলব্ধি হয় না।

নিজের দুর্ব্বলতা থাকিলে আদর্শ আচরণ প্রকাশিত হইতে পারে না এবং তাঁহার উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। সত্যের প্রতি সুদৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার আদর্শ দর্শন করিয়া অপরে আকৃষ্ট হইতে পারে। আদর্শ আচরণবিহীন মৌখিক হরিকথা কীর্ত্তনের অভিনয়ের দ্বারা অর্থাৎ নিজে যাহা বলেন, নিজেই পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না বলিয়া অপরেও তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আকৃষ্ট হইতে পারেন না।

অজের জন্মভূমি

——:::——

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন? বৈকুণ্ঠ এ জগতে আসেন না। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ সে জগৎ হইতে এ জগতে আসেন, তাঁহাতে অধিক স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম আছে। মথুরা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ প্রপঞ্চাতীত পরম করুণাময় ধাম। বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ পরম করুণা বিস্তারার্থ তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য শক্তিকে ঔদাসীন্যময়ী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চাতীতভাবে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মথুরার বৈকুণ্ঠ হইতেও বৈশিষ্ট্য আছে। মথুরা কেবল কৃষ্ণজ্ঞানজন্মভূমি। তাহা অজের জন্মস্থান। বৈকুণ্ঠপদার্থ ব্যতীত বৈকুণ্ঠের ভোক্তা আর কেহ নাই। মথুরা প্রাপঞ্চিক জীবনিচয়ের নিকট দৃশ্যপদার্থরূপে আসিতে পারেন, অথচ তাহা জীবভোগ্য নহেন। যাঁহারা মথুরার সেবা করেন, তাঁহারা সারগ্রহণকারী। মথুরা শুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ। হৃদয়কে মথুরা বিচার করিতে হইবে—যে হৃদয় জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের অধীন নহেন। মথুরাকে শুদ্ধজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে—যেখানে পরমপ্রয়োজনীয় নিত্যধাম প্রকটিত হইয়াছেন—নিত্যধাম তাঁহার পরিপূর্ণতা ও স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্ম সংরক্ষিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই মথুরাই বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ।

মাথুরসকল শ্রীকৃষ্ণের সেবক। সেখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত—কৃষ্ণসেবক ব্যতীত ইতরানুভূতি বা ইতরবিষয় নাই। এরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে "তৃণাদপি-সুনীচ" হইতে হইবে। মথুরার প্রত্যেক তৃণগুল্মলতা হইতে আরম্ভ নিম্নে অবস্থিত ইহারা প্রত্যেকেই আমার গুরু—কৃষ্ণের সেবক। এইরূপ বুদ্ধি হইলেই মথুরাবাস সম্ভব। মাথুর ভক্তসকল লোককে আশ্রয় দেন। তাঁহারা তাপিতজনকে শীতল করেন।

মথুরা—ভগবজ্জন্মভূমি। এস্থান নিগম-শাস্ত্রপ্রাণী শাস্ত্রের পতনভূমি। এ পুরী মায়াবরণী গণিকাভাবযুক্তা কুব্জার চিন্তাস্রোতী-দমনী, লৌকিকজ্ঞানদৃপ্ত কংসজেয়ের প্রতাপবান্ পণ্ডয়স্বরূপ চাণূর ও মুষ্টিকাদি মল্লের মায়াবাদ অপসারণী, আর কর্ম্মজ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর সমাধিক্ষেত্র, সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভবিধায়িনী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ভক্তগোষ্ঠীসহিত শ্রীরূপের মাসাধিককালব্যাপী অধিষ্ঠান-ভূমিকা।

অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে ও চিন্ময় লীলা-পরিকরগণকে মথন করেন যে ধাম, তাহাই মথুরা ধাম। মথন করেন কিসের দ্বারা না ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বিৎসারভূত কৃষ্ণজ্ঞানের অথবা যেন হ্লাদিনী-সারভূত কৃষ্ণপ্রেমা নির্য্যাসের। এখানে 'ব্রহ্ম'—ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানের—ভগবজ্জ্ঞানের। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অবাঙ্মনোগোচর চিদ্ঘনানন্দ এক অদ্বিতীয় বস্তুকে তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলিয়া জানেন। সেই তত্ত্ববস্তু দর্শকের দর্শনে তিন প্রকারে প্রতীত হন। তাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবদ্রূপে দর্শন করিয়াছেন। 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলিতে কৃষ্ণজ্ঞান, প্রেমের নির্য্যাস এবং কৃষ্ণজ্ঞানধারা যে অপ্রাকৃত ধাম অনন্ত-কোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে মথন করেন, তাহাই মথুরা। সম্বিতের সারভূত কৃষ্ণজ্ঞান এবং হ্লাদিনীর সারভূত কৃষ্ণপ্রেমের নির্য্যাস যে ধামে আছে, তাহাই মধুপুরী অর্থাৎ মথুরাপুরী।

সেই মধুপুরী পরম মধুরা। "মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা।" সেব্য পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবকের প্রেম-বশীভূত—যিনি অবাঙ্মনসোগোচর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষেরও অতীত স্বরাট্‌, স্বেচ্ছালীলাময় বস্তু—যিনি কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃপাশক্তিতে প্রেমিক রসিক ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-বিধানের জন্য মুখ্যরূপে ও সুকৃতিগণের

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ২১ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৬ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৯শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার { ৩২-৩৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু তৃতাদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

দুঃখ যায় কিসে?

——*::(*)::*——

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাকর্ত্রী মায়াদেবী তাহাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীকৃত করিতেছেন। জীব যে কেবল বর্ত্তমান সময়েই দুঃখভোগ করিতেছে, ইহার পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এই ক্লেশ নিত্যকাল থাকিবে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই সংসারকারাগারে নানা অভাব-অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই দুঃখকষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় সুখময় শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। অন্ধকার-নিবৃত্তির উপায় যেমন আলোকের প্রতি উন্মুখ হওয়া, তদ্রূপ আলোক বাদ দিয়া কি অন্ধকারনিবৃত্তি হয়? এই কথার প্রতি বিশ্বাস বা এইরূপ চেষ্টা না করিয়া অন্য প্রকারে যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে কেহ সুফল লাভ করিতে পারিবে না। মরুভূমিতে জল চাহিলে বরং ভগবানের কৃপায় জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবানের শক্তি বাদ দিয়া শত শত চেষ্টায়ও প্রকৃতপক্ষে জীবের দুঃখ বিন্দুমাত্রও নিবারিত হইতে পারে না। যাহার সত্তায় যাহা নাই, তাহার নিকট তাহা চাহিয়া পাওয়া যায় কি? এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিয়া চালিত করিতে পারে কি? এক মায়াবদ্ধজীব অপর মায়াবদ্ধজীবকে মায়ার কবল হইতে নিস্তার করিবে কি করিয়া? জগতের সমস্ত অন্ধ-সম্প্রদায় একত্রে যদি বলে যে, আমরা সকলে মিলিয়া একজনকে পথ দেখাইতে পারিব না কেন, তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

করুণাময় শ্রীভগবান্ কখনও স্বয়ং এবং কখনও বা তাঁহার নিজজনকে পাঠাইয়া জীবের দুঃখ দূরীকরণের ব্যবস্থা করেন। যেসকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণকেই একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হন। তাঁহাদের ক্লেশমুক্ত হইবার জন্য এজগতের কাহারও সাহায্য বা কৃপার প্রয়োজন নাই। জীব ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভোগোন্মুখ হওয়ায় এই কষ্ট ভোগ করিতেছে, এখন যদি সেই জীব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের কৃপাতেই জীবের আর কোন ক্লেশ থাকিবে না। কিন্তু যাহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া—ধৈর্য্যধারণ না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিতই হইতে থাকেন। তাঁহার এক-দুঃখ দূর করিতে না করিতে আরও শত-সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। এই কৃত্রিম পন্থার নামই আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে মত্ত হইয়া ভগবানের কর্তৃত্ব-স্বীকারে বিমুখ হইয়া ভগবচ্চরণে আরও অধিকভাবে অপরাধী হন। কর্ত্তা যে একমাত্র শ্রীভগবান্, তাঁহার ইচ্ছাতেই যে সব হয়, জীব যে নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না, একথা অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম জীব বুঝিতে না পারিয়া কর্তৃত্বের ভার—মঙ্গলা-মঙ্গলের ভারটা নিজে লইতে গিয়া মহা-অসুবিধার মধ্যে পতিত হয়। কর্তৃত্বাভিমান প্রবল হইলে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্ত্তে ভগবদ্-বিদ্বেষই হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং
ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

যাহারা মন্নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি সংসারমধ্যে অশুভ অসুরযোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিবিদ্বেষী অসুর-স্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে।

সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন—ইহাতে অবিশ্বাসের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। অনিত্য বস্তুর প্রতি যাঁহার যত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, শ্রীভগবানে তাহার তত অবিশ্বাস আছে। এই অবিশ্বাস যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে আছে, সে সেই পরিমাণে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবতরূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে, শ্রীতুলসীরূপে, শ্রীগঙ্গারূপে, শ্রীযমুনারূপে জীবের ক্লেশনিবারণের জন্য প্রকটিত আছেন। ইঁহাদের যে-কোন একজনের কৃপা লাভ করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। ইঁহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর অসুবিধা নাই। ইঁহাদের কৃপার প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বকপোল-কল্পনামূলে জীব যতই চেষ্টা করুন না কেন, কিছুতেই মঙ্গললাভ করিতে পারিবে না। শ্রীভগবানের প্রতি অবিশ্বাস যতই বাড়িবে, ততই অধিক পরিমাণে মায়ার ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইবে। কৃষ্ণকার্য্যে অবিশ্বাসরূপ ভগবদ্বিদ্বেষ দিন দিন যত বাড়িতেছে, অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। জীব যতই ধ্বংসের পথে চলিবে, ততই সংশয়, নাস্তিক্য, কৃষ্ণকার্য্যবিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইবে। এই নাস্তিকতা দিন দিন জগৎকে ছাইয়া ফেলিতেছে।

মূল অসুবিধা কৃষ্ণবিমুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইলে নিজের অথবা জগতের কোন মঙ্গলই হইবে না। একমাত্র শ্রীনামসুখতৎপর হওয়া ব্যতীত বাঁচিবার অন্য উপায় নাই। বিশ্ব-বান্ধব, নামাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। 'দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়'—ইহাই রক্ষাকবচ। 'আমি ত' তোমার জন' এই রক্ষামন্ত্র অহর্নিশ জপ করিলে অনর্থাদি ভূতসমূহ দূরে পলায়ন করিবে। ভবরোগ-বৈদ্য শ্রীগৌরসুন্দর রোগ-দূরীকরণার্থ অনুক্ষণ জপ্য এইমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে 'কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে, বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইসকল কথা জগতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হউক, তাহা হইলে জগদ্বাসীর সকল প্রকার মঙ্গল হইবে। শ্রীহরিকথা শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই জীব পরবিদ্যাপীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক-মোহ-ভয়াতীত পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভে দক্ষ হন নামসংকীর্ত্তন-প্রভাবে সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা লাভ হয়। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে—অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতিতে বিভোর থাকিলে জীবের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হয় অন্যাভিলাষাদি হৃদয়ে স্থান পায় না। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি হইবে—হরিকীর্ত্তনদ্বারাই অনাবৃত্তি হইবে, অন্য উপায়ে নহে। কর্ম্মালোচনা বা জ্ঞানালোচনাদ্বারা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হইতে হয়, কিন্তু ভক্তিমার্গাশ্রয়ীর পতন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-নাম শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা নিরন্তর সেবিত হইলে নামীকৃষ্ণ চৈত্ত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া জীব-হৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা বিনষ্ট করেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য বলিয়াছেন। সংসারে যাহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত, সকল কলুষ-নাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক ভগবৎ-কথামৃত বিতরণ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য; সর্ব্বাপেক্ষা জীব হিতে ব্রতী। সাধু-শাস্ত্র-ভগবান্ শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই কলিযুগের কলুষনাশের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল কথার প্রতি বিশ্বাস না করিলে আমাদের মহা-অমঙ্গল হইবে নিজের বা জগতের অপর কাহারও মঙ্গল হইবে না।

সেইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে এইসকল কথা নিজজীবনে পালন করিয়া সকলের নিকট কীর্ত্তন করিবার চিত্তবৃত্তি আমাদের হউক, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। জগতে কৃষ্ণকথা শ্রবণকীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক, দেশে দেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে শুদ্ধভক্তের নিয়ামকত্বে পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপিত হউক—জগতের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে মুখরিত হউক, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনবন্যায় জগদ্বাসীর দুঃখদৈন্য চিরতরে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে—জগতের সুদিন উদয় হইবে—জগৎ কৃষ্ণপ্রেমবন্যার প্লাবনে প্লাবিত হইলে দুঃখরাশি জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবে

বেদ

——::(:❀:)::——

বেদ—পরতত্ত্বের শব্দাবতার অর্থাৎ পরব্রহ্মই শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্র বা 'বেদ'-নামে পরিচিত হন। বেদ—ব্রহ্ম; আর ব্রহ্মই—বেদ। বেদ—অক্ষরাকার ভগবান্ ব্রহ্মবস্তু। সেই বেদবাণী স্বতন্ত্র, বিভু। শ্রীভগবান্—সুখময়, আনন্দময়। তিনি আনন্দ উপভোগ করেন ও আনন্দ দেন। সুখের অভিন্নবিগ্রহ বেদ। আনন্দই বেদ। পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্ নিজেকে ধরা দিবার জন্য নিজেই যে উপদেশ দিলেন, তাহারই নাম—বেদ। বেদ—বেদ্য-বস্তুর অনুভব করায়, সাক্ষাৎকার করায়, আপনজ্ঞান করায়, পাওয়ায়। পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্‌কে পাইবার উপদেশ দেন—বেদ। পরমানন্দের সুখসন্দেশদাতা এই বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন লৌকিক পুরুষকর্ত্তৃক কৃত বা রচিত হয় নাই। তাহা স্বপ্রকাশ। এইজন্যই বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীভগবান্ নিত্য বেদকে বা পূর্ব্বকল্পে প্রকাশিত বেদকে নবকল্পারম্ভে কীর্ত্তন করেন। বেদ অপৌরুষেয়। তাহা কোন পুরুষের দ্বারা কৃত হয় নাই। ভ্রম-প্রমাদাদি গ্রস্ত কোন পুরুষ বেদ সৃষ্টি করেন নাই। কোন পুরুষকৃত বস্তু অনিত্য। বেদ কোন ব্যক্তি-দ্বারা কৃত বা রচিত হইলে তাহাও অনিত্য ও নানাপ্রকার দোষযুক্ত হইত। বেদই একমাত্র নিত্যশব্দ। বেদের নিত্যতা না থাকিলে কোন প্রমাণই সত্য হয় না। শব্দেরই একমাত্র প্রতিষ্ঠা আছে।

বেদ অনাদিকাল হইতেই বৈচিত্র্য-চতুষ্টয়ে বিরাজিত। সেই বৈচিত্র্য-চতুষ্টয় ঋগ্বেদরাশি, যজুর্ব্বেদরাশি, সামবেদরাশি ও অথর্ব্ববেদরাশি নামে নিত্য পরিচিত। শ্রীবেদব্যাস কেবল বেদের শাখা বিভাগ-মাত্র করেন।

মধু ও কৈটভ নামে দৈত্যদ্বয় বেদাভিমানী দেবতাকে অপহরণ করিয়াছিল, নতুবা যে বেদকে শ্রীভগবান্ অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করেন, যাহা নিত্য শব্দরাশিরূপে ব্যক্ত, তাহা কিরূপে অপরে হরণ করিতে পারে? যাহা শ্রীভগবানের হৃদয় মঞ্জুষায় আবদ্ধ, দৈত্যের তাহা অপহরণ করিবার ক্ষমতা নাই; আর পরিব্যক্ত নিত্য শব্দরাশিরই বা আকর্ষণ কিরূপে সম্ভব? সুতরাং মধু-কৈটভ যে সকল বেদাভিমানী দেবতাকে হরণ করিয়াছিল, শ্রীহয়গ্রীব ভগবান্ মধু-কৈটভকে বধ করিয়া সেই সকল দেবতাকে ব্রহ্মার হস্তে প্রদান করেন। ব্রহ্মাদি দেবতা-গণ প্রচণ্ডশক্তিশালী এবং অশেষ মেধাসম্পন্ন শ্রুতিধর! সুতরাং তাঁহাদের জন্য বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ রাখিবার আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাদের জিহ্বাতেই বেদ বিরাজিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে যখন জীবসমূহ অল্প-শক্তিক, অল্পমেধা হইতে থাকিলেন, তখন বেদ-রাশিকে স্মরণে রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইল। কখন ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা কাহার কাহারও নামের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তিথি, নক্ষত্র বা পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। শ্রুতি—ভগবদুপদেশ—পরম্পরা-প্রাপ্ত বাণী; আর উপনিষৎ—ঋষিদৃষ্ট। বেদান্তের মধ্যে যে যে ঋষি যে যে ভাগ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাগ তত্তৎঋষির নামানুসারে প্রসিদ্ধ। যেমন, কঠ ঋষির নামানুসারে কঠোপনিষৎ ইত্যাদি।

পরমদয়ালু সত্যবতীনন্দন শ্রীবেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমন বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ উপনিষদ্-বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যার্থ সংগ্রহ করিয়া প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ সূত্র সকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি শ্রীনারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য সংহিতা-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যেসকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্তসিদ্ধান্ত। শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে বেদান্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

বেদান্তসূত্রভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়তত্ত্বই সমস্ত-সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রামস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্ যখন সেই অদ্বয়তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন, তখন প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ নহেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান সমস্তই নির্গুণ।

কেবল অভেদবাদ সমস্ত বেদবিরুদ্ধ বেদ অনেক-স্থলে অভেদবাদ এবং অনেকস্থলে নিত্যভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীব-সকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য-পার্থক্য আছে। এই ভেদাভেদতত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্টৃস্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীভূত, তখনই তাঁহার কেবল ভেদদৃষ্টি হয়। জড় একটী নিত্যসিদ্ধতত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্‌রূপে ভাসমান হয়। ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে; প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি। পরমাত্মতত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রতীত হয়। তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম শ্রীভগবান্। ভগবদ্দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরমবস্তু আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায় তাহা স্বরূপ-প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীভগবান্‌ই অদ্বয়-তত্ত্বের চরমপ্রকাশ। তিনি পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাহারা শ্রীভগবান্‌কে সগুণ ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে নির্গুণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্তবিচারে পটু নহেন, অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ্য লাভ করেন নাই।

সেই অদ্বয়জ্ঞানরূপ অচ্যুততত্ত্ব স্বরূপতঃ শ্রীভগবান্। জীব দৃষ্টিভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই বৈদূর্য্যমণি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ তত্ত্বমণিও জীবের অধিকার-ভেদে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান।

জীবের বুদ্ধি ও দক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার। সেই অধিকারসমূহ স্থূল

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

রিদ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়। সেই টী অধিকারের নাম জ্ঞান, যোগ ও ক্ত। জ্ঞানাধিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই মণিকে ব্রহ্মস্বরূপে দৃষ্টি করেন। গাধিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে পরমাত্মা-স্বরূপে দৃষ্টি করেন। ভক্ত্যাধিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির ভগবৎস্বরূপ র্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ স্বরূপ, যেহেতু তাহাই বিশেষ্য তত্ত্ব। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণদ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কিছু ছিল তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই ভাবে শ্রীভগবানের একটী বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। "একটী সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দ্বিতীয়তঃ অনন্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তা-বিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব। অতএব ব্রহ্মই শ্রীভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপে বিশ্বসম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে। পরমাত্মাকে শ্রীভগবানের অংশ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না।

মুক্তি

——::❀::(❀)::❀::——

শ্রীবিষ্ণুপাদাব্জ লাভই প্রকৃত মুক্তি। যে মুক্তি হইলে শ্রীভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সে মুক্তিকে ভক্তগণ নরক হইতেও অধিক ঘৃণা করেন। সাধুশাস্ত্র নিরতিশয় আহ্লাদসুখরূপা শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্যের নাম মুক্তি। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারা বলেন, "মুক্তি-হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। এই স্বরূপ-ব্যবস্থিতির পর্য্যায় স্বরূপসাক্ষাৎকার— ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, ভগবৎপাদপদ্মে স্থিতি। কারণ, সংসারদশায়ও স্বরূপে অবস্থিতি থাকে। অর্থাৎ জীব যখন মায়াবদ্ধ হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করে, তখনও তাহার স্বরূপের কোন ব্যভিচার ঘটে না; তবে যে অন্যথারূপ প্রতীতি, তাহা কেবল নিজ স্বরূপজ্ঞানের অভাব। সেই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও ভক্তিহীন মোক্ষ— এই চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইলেও স্বরূপে ভগবৎসেবারূপ মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। এবং তাহাই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সর্ব্বদা কালভয়যুক্ত। কেবল দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎসুখপ্রাপ্তি হইলেই মুক্তি বলা যায়।

কেবল জীবস্বরূপের জ্ঞানদ্বারা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিনিবেশ বিদূরিত হয় না, পরতত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই তাহা বিদূরিত হয়। অতএব যে জীবস্বরূপসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যা-কল্পিত দেহাদি-সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হওয়া যায় জীবদ্দশাতেই সেই সাক্ষাৎকারের সহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবন্মুক্তিবিশেষ। জীবদ্দশায় মায়াসম্বন্ধ হইতে মুক্তিই— 'জীবন্মুক্তি'। যখন জীবের স্বরূপসাক্ষাৎকার হয়, তখন দেহ ও দৈহিক বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' বোধ থাকে না, কৃষ্ণসম্বন্ধেই জগদ্দর্শন হয় ও অখিলচেষ্টা কৃষ্ণসেবার্থ নিযুক্ত হয়। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে নারদীয় পুরাণের বাক্য হইতে জীবন্মুক্তের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থায় শ্রীহরির দাস্যের জন্য যাঁহার চেষ্টা, তিনিই জীবন্মুক্ত।

শাস্ত্রে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা শুনা যায়— সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সালোক্য-শব্দে—সমানলোকপ্রাপ্তি বা শ্রীবৈকুণ্ঠবাস। সার্ষ্টিশব্দে—শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ। সারূপ্যশব্দে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গে শ্রীভগবানের সমান-রূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজ-রূপাদির প্রকাশ। সামীপ্য বলিতে শ্রীভগবানের সমীপে গমনের অধিকার। সাযুজ্যে—কাহারও কাহারও ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রবেশলাভ ঘটিয়া থাকে।

উৎক্রান্তিদশায় মুক্তপুরুষগণ ভগবত্তুল্য হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজ লোকে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিতেছেন,—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥"
(ভাঃ ৩।১৫।১৪)

সেই ধামে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট, তাঁহারা নিষ্কাম ও পরমধর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে সার্ষ্টিমুক্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

যেকালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্টকর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সারূপ্যমুক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বি-
মুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং
পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥"
(ভাঃ ৮।৪।৬)

তৎকালে গজেন্দ্রও ভগবৎসংস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকর্দ্দম ঋষির সামীপ্য-মুক্তি বা ভগবৎপার্ষদত্ব লক্ষণপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সালোক্যাদি মুক্তির মত সাযুজ্য-মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ নাই। কারণ, সাযুজ্য-মুক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে। অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে সাধকগণেরও সাযুজ্য-মুক্তির রীতি বুঝিতে হইবে, ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভগবল্লক্ষণ-আনন্দে নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তি প্রধান সুখানুভব। কোথায়ও বা ইচ্ছানুসারে ভগবদনুগ্রহে তাঁহার ভোগসক্তিলেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে যোগ্যতানুরূপ ভগবৎপ্রদত্ত তদীয় ভোগোচ্ছিষ্ট লেশের অনুভব হইয়া থাকে।

সাধুগুরুর উপদেশের মধ্যে আরও পাই—কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছা-বশতঃ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। যেরূপ শিশুপাল ও দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

"বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥"
(ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দন্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরানুবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শত্রুতাজাত তীব্রধ্যানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

যাঁহার যে পরিমাণ প্রীতি-সম্পত্তি আছে, তাঁহার সেই পরিমাণ সাক্ষাৎকার সম্পত্তি লাভ হয়। সকলেই সকল অবস্থায় সুখের প্রার্থী। অতএব পরতত্ত্বানুভবেও প্রীতিই মুখ্য অর্থাৎ প্রীতিই পরমতম পুরুষার্থবস্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতে-ছেন,—আমার ভক্ত যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, মুক্তি, কি আমার ধাম— সকলই অনায়াসে পাইতে পারেন। প্রীতি-দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া পরমসুখোদয় হয়। শ্রীঋষভদেব বলিতেছেন, শ্রীবাসুদেব আমাতে যেকাল পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত দেহসম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না! প্রীতি ভিন্ন স্বরূপ ও স্বরূপধর্ম্মসমূহের সাক্ষাৎকার হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সাধু-দিগের প্রিয়-আত্মা আমি একমাত্র শ্রদ্ধাসঙ্গযুক্ত ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—আমার রূপ অংশ্য ব্রহ্ম, আদি, মধ্য ও অন্তবিবর্জ্জিত, স্বপ্রভু, সচ্চিদানন্দ ও অনন্য। ভক্তিদ্বারা তাহা জানা যায়। প্রীতিদ্বারাই পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মাঠর শ্রুতি বলেন, ভক্তিই পুরুষকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান। ভক্তিই শ্রীভগবানকে দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রীতির অনুরূপ পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপস্ফূর্ত্তি এবং ইতর বিষয়বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

প্রীতির লক্ষণ কি?

প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ'॥
(চৈঃ চঃ)

নিষ্কপট ভক্তের প্রার্থনা কি?

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ)

অনুরাগীর সেবা কিরূপ?

অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁ'র আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁ'র সুখের কারণে॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয়
কোটিসুখ-পোষ॥
গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রসূক্ষ্ম মর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানি এই সব ধর্ম্ম॥
(চৈঃ চৈঃ)

ধন কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::::•:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাল বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপাথিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ⁄১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অভ্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

রাষ্ট্রীয় পরিষদে ৬টী বিল পাশ

গত ১১ই এপ্রিল,—রাষ্ট্রীয় পরিষদে ৬টি সরকারী বিল, যথা,—ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন বিল, মার্চেণ্ডাইজ মার্কস আইন সংশোধন বিল, ১৯১১ সালের ভারতীয় সৈন্যদল সংক্রান্ত আইন সংশোধন বিল; ভারতীয় বিমান বাহিনী আইন সংশোধন বিল এবং বিভিন্ন আইন রদ ও সংশোধন বিল। এই বিলগুলি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইতোপূর্ব্বে পাশ হইয়াছিল।

স্যার ফিরোজ খাঁ নুন লণ্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলনে ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ান হইয়া গিয়াছে এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সানফ্রান্সিস্কোয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রেসিডেণ্ট বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথম মুলতুবী প্রস্তাবটি হইতেছে মিঃ থিরুমল রাওয়ের। ইহাতে স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের উক্তি "গুরুতর ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে" বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হইতেছে শ্রীযুক্ত পি, এন, সপ্রুর। বড়লাট মিঃ থিরুমলের মুলতুবী প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রেসিডেণ্ট জানান। শ্রীযুক্ত সপ্রু বলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অন্য বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের উক্তি হইতে মনে হয় যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে এমন একটি গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহা কার্য্যতঃ ডিক্টেটারী শাসনে পরিণত হইয়াছে।

নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে ধান চাউলের দর

শ্রীকোল (নদীয়া), ৫ই এপ্রিল—শ্রীকোল পল্লীর নিকটবর্ত্তী হাটে বাজারে চাউল মোটা আউশ ও আমন ১১৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা বিক্রয় হইতেছে। ধান্য ৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। গোটা বুট ৬৲ টাকা হইতে ৬৷০ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। গোটা অরহর ৭৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা মধ্যে। সরিষার তৈল ২৲ টাকা সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতে খাদ্যশস্যাদির উৎপাদন ও উৎকর্ষ এবং খাদ্য বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট নানাভাবে যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে ১৯৪৪-৪৫ সনে প্রায় ৮৷০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য বস্তু উৎপন্ন হইবে, আশা করা যাইতেছে।

জমিতে জলসেচ, সার ও শস্যবীজ বিতরণ, খাদ্যশস্যের জমি বাড়াইবার জন্য কৃষকদের সাহায্যদান প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে মোট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৪৪ টাকা এবং মোট ঋণ দান করিয়াছেন ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৮১ টাকা।

অনাবাদী জমি চাষে লাগাইবার ব্যবস্থা

"ফসল ফলাও" আন্দোলনানুযায়ী বাঙ্গলা সরকারের উন্নয়ন বিভাগ প্রদেশের অনাবাদী জমিগুলির তালিকা প্রস্তুত করিতেছে যত অধিক সংখ্যক সম্ভব জমিতে চাষ দেওয়া যায় তাহা ঠিক করাই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য। জটিল খুঁটিনাটী ব্যাপার বাদ দিয়াও যাহাতে বাঙ্গলাকে নিজের খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। অনুমান করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে সমগ্র প্রদেশে ৮২-৪ লক্ষ একর অনাবাদী জমি আছে। প্রথমতঃ, ঐ সকল জমির দখলকারীদের তাহাদের জমি চাষে লাগাইতে বলা হইবে এবং সেজন্য তাহা-দিগকে উন্নত ধরণের বীজ, সার ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্তের সুবিধা দেওয়া হইবে।

লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৩-৪৪ সনের যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে গবেষণা প্রতিষ্ঠান নানাবিধ সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লাক্ষা মিশ্রিত উপাদানের সাহায্যে শিশি বোতলের মুখের ঢাকনা এবং ছিপির মাথায় টোপর বসাইবার মত জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিবার অনুরোধ বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করেন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাহা রক্ষা করিয়াছেন।

বার্ণিশ এবং ফটোগ্রাফ আঁটিবার রাসায়নিক মিশ্রণও লাক্ষার সাহায্যে প্রস্তুত পদ্ধতি বাহির করা হইয়াছে।

সামরিক বিভাগের জন্য ৬০ হাজার ক্রীম রাখিবার কৌটা লাক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে তৈয়ার হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ২৬ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১০ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ২৩শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, সোমবার } ৩৪-৩৬শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ বিষ্ণু সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ, ৪৫৯

পরতত্ত্ব-বস্তু

——::(::*::)::——

এক অদ্বিতীয় পরতত্ত্বেরই আবির্ভাব-ভেদে ত্রিবিধ সংজ্ঞা। পরতত্ত্বের (১) অস্পষ্ট-বিশেষ আবির্ভাব ও (২) স্পষ্ট-বিশেষ আবির্ভাব। অস্পষ্টবিশেষ আবির্ভাবই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-আবির্ভাব; স্পষ্টবিশেষ আবির্ভাবই—সবিশেষ আবির্ভাব; তাহা দুইপ্রকার—পরমাত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্মাবির্ভাবে পরতত্ত্বের শক্তির কোন পরিচয় নাই। তাহাতে পরতত্ত্বের রূপ, গুণ ও ক্রিয়াদির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আরও সরল ভাষায় বলিতে গেলে, যে তত্ত্বে রকমারি নাই, তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। আর, যে তত্ত্বে রকমারি আছে, তাহাই পরমাত্মা ও ভগবান্। ভগবান্ নিজের শক্তির দ্বারা পরিচয় দান করেন। পরমাত্মা জীব ও মায়াকে লইয়া ক্রীড়া করেন। তাঁহাতে স্বরূপশক্তির পরিচয় অতি অল্প। শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত সর্ব্বক্ষণ ক্রীড়াশীল। যে-তত্ত্বে স্বরূপশক্তির পূর্ণ পরিচয় সম্প্রকাশিত আছে, তাহাই ভগবদাবির্ভাব। এজন্য, ব্রহ্মাবির্ভাবকে অসম্যক্, পরমাত্মাবির্ভাবকে আংশিক ও ভগবদাবির্ভাবকে পূর্ণ আবির্ভাব বলা হয়।

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীভগবানের স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার বিবিধ লীলাবিনোদনার্থ শক্তির তারতম্য ও সেবকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে আবির্ভাব-বিশেষের তারতম্য আবিষ্কৃত হয়। ভগবত্তার পূর্ণতম পরিচয় শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত। যুগলিত শ্রীরাধামাধব-স্বরূপ—পরতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা।

উপাসনা বলিলে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা—এই তিনটী বিষয় মনে হয়। নির্ব্বিশেষবাদিগণ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করায় তাঁহাদের ক্রিয়াকে উপাসনা বলা যায় না। কামনামূলে কল্পিত নানা দেব-দেবীর উপাসকের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যে অনিত্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া, তাহা বৈধ অর্থাৎ আত্মার নিত্য বৃত্তি নহে। যাঁহারা অন্তরে বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু এবং বাহিরে উপাসকের সজ্জায় সজ্জিত, তাঁহারা প্রকৃত উপাসক নহেন,—নকল বা মেকি। নিত্য উপাস্য বস্তু শ্রীভগবানের প্রতি নিত্য উপাসক জীবাত্মার যে নিত্য ক্রিয়া, তাহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে, তাহা দেহমনের অনিত্য ক্রিয়াবিশেষ নহে। কিন্তু আত্মার নিত্য বৃত্তি উপাসনাকার্য্যে দেহের সাহায্য কিয়ৎপরিমাণে প্রয়োজন হইলেও ঐ কার্য্যটী দৈহিক কার্য্যাপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ উপাসনা মানসিক কার্য্যও নহে, যেহেতু মন জড়প্রসূত ও সংকল্প-বিকল্পাত্মক। উপাসনা-ক্রিয়াটী তাদৃশ মনঃকল্পিত নহে।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই তিনটী অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃতবস্তুই অপ্রাকৃততত্ত্ব জানিয়া অপ্রাকৃত-উপাসনা করিতে সমর্থ। দেহ, বাক্য ও মন ইহারা জড়প্রসূত, সুতরাং প্রাকৃত। প্রাকৃতবস্তু অপ্রাকৃতবস্তুকে জানিতে পারে না। প্রাকৃতবস্তু অপ্রাকৃত-বস্তুর উপাসনা করিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর। দেহ ও মন উপাধিদ্বয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অযোগ্য জীবাত্মাই শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারে। কিন্তু যতদিন আত্মা প্রাকৃত শরীরবিশিষ্ট, ততদিন উপাসনা-ক্রিয়াও দেহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত থাকে, জিহ্বা তখন ভগবন্নাম কীর্ত্তন করে, চক্ষু ভগবদ্রূপ দর্শনে ও কর্ণ ভগবৎকথাশ্রবণে নিযুক্ত হয়, হস্ত পত্র-পুষ্পাদি ও নির্ম্মাল্য-বস্তু শ্রীভগবান্‌কে দিয়া তৃপ্ত হয়, পদ ভগবন্নামাদি কীর্ত্তনে নৃত্য ও ভগবদ্ধামসমূহে বিচরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। দেহে অষ্টসাত্ত্বিকবিকারাদি লক্ষিত হয়। কিন্তু এইসকল মুখ্য উপাসনা নহে, মুখ্য উপাসনার প্রকাশ মাত্র। বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুগণের মধ্যেও ঐ বাহ্য ক্রিয়াগুলি দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে নিত্য সেবা-প্রবৃত্তির অভাব বলিয়া তাহাদের ক্রিয়াগুলিকে উপাসনা বলা যায় না।

জড়বস্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গৃহীত হয়, কিন্তু ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ-তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তর্পণের বিষয় নহেন বলিয়া সেবা-প্রবৃত্তিক্রমেই তাঁহা হইতে অভিন্ন তাঁহার নামাদিগ্রহণ সম্ভব হয়, সেবোন্মুখ জিহ্বাই শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতে পারেন, সেবোন্মুখ চক্ষুই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত রূপদর্শনে সমর্থ, সেবোন্মুখ কর্ণই শ্রীভগবানের লীলা ও গুণসমূহ শ্রবণ করিবার যোগ্য।

যোগ্যতা বা অধিকারানুসারে বেদশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। ভোগময়-প্রবৃত্তি হইতে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্গম ও ত্যাগময় প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞানকাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভয়বিধ পথই বেদের উপাসনাকাণ্ড হইতে ভিন্ন। বদ্ধানুভূতি হইতে ঐ দুইটী পথের উৎপত্তি। মুক্তানুভূতিতে যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই বেদের উপাসনাকাণ্ড। তাহা কখনও সত্ত্বরজস্তমোগুণময় জড় কর্ম্মবিশেষ নহে, নির্গুণ। শাস্ত্র বলেন,—

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা
কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎ-
সেবায়াং তু নির্গুণা॥"

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী, মৎ-সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটীই সগুণ, সুতরাং নির্গুণ আত্মার নিত্যবৃত্তি নহে। শ্রীঅর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, ভোগ ও ত্যাগরাহিত্যই নির্গুণতার লক্ষণ। ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী জীবের নিত্য প্রবৃত্তির বাধক বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥"

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই বিষয়। বিষয়ে যে আসক্তি, তাহাকে রাগ বলে। বিষয়ের অভাব অথবা বিষয়গ্রহণে অসমর্থতা কিংবা অধিক সুখপ্রাপ্তির আশায় বিষয়গ্রহণ-জনিত ক্ষণিক সুখ পরিত্যাগ করার নাম দ্বেষ। এই দুইটী জীবের নিত্য-স্বরূপ-লাভের বিঘ্নস্বরূপ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সত্ত্বগুণ জীবকে জ্ঞান ও সুখদ্বারা বন্ধন করে। রজোগুণ কর্ম্মদ্বারা বন্ধন করে এবং তমোগুণ প্রমাদ, আলস্যাদি দ্বারা বন্ধন করে। এই ত্রিগুণাভিমানী জীব গুণাতীত রাজ্যের পরিচয় জানিতে পারে না।

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণদ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত। তাহারা আমার স্বরূপোপলব্ধিই অব্যয়-স্বরূপ জানিতে অসমর্থ, ভোগ বা ত্যাগ বেদের তাৎপর্য্য নহে।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম
আত্মবান্॥"

শাস্ত্র সমূহের দুই প্রকার বিষয়—উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টী যে শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়, আর যাহার নির্দ্দেশে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয়, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। বেদসমূহ নির্গুণ-তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন। নির্গুণ-তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিতে বেদসকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট-তত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোনস্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষস্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ শুদ্ধাত্ম-স্বভাবে স্থিতিপূর্ব্বক যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিযোগ-সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর। অতত্ত্বজ্ঞগণ বেদের অপ্রাকৃত উপাসনাকাণ্ডকে কর্ম্মকাণ্ডের অন্যতম মনে করেন, কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি সগুণ, সুতরাং অনিত্য বা ক্ষরধর্ম্ম-যুক্ত। যে ধর্ম্মাবলম্বনে ক্ষর-ধর্ম্মের মহিমা মলিনতা লাভ করে, তাহাই বেদের উপাসনা।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত ভয় হইতে মুক্তি লাভ করাই যাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন, তাঁহারা মুমুক্ষু এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুশীলন তাঁহাদেরই রুচিপ্রদ। পরমাত্মানুশীলনকারীও মুমুক্ষু, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পরতত্ত্বের ব্যক্তত্বের সহিত কিয়ৎপরিমাণে সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং তাঁহার সবিশেষভাব আংশিকরূপে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য তিনি প্রয়াস করেন। আর যে-সকল সৌভাগ্যবান্ জীব পরতত্ত্বকে ভালবাসেন, তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের প্রভু ও দাস্যজ্ঞানে উপাসনা করেন। তাঁহারা কেবল মুমুক্ষাদ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার আরাধনা করেন না, পরন্তু তাঁহার অভাব-বোধ করেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সুখানুসন্ধানরত হন। পরতত্ত্ব যেখানে ভালবাসেন এবং ভালবাসা পান, সেখানেই তাঁহার পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ। ভগবদ্ভক্ত পরতত্ত্বের সেই প্রকাশের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত। অভাববোধের উদয় হইলে পরতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তরে কিছুতেই তৃপ্তি হইতে পারে না। যাঁহারা এই অবস্থায় পরতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তাঁহারাই উন্মুখ—কেহ বা ব্রহ্মের প্রতি উন্মুখ বা জ্ঞানী, কেহ পরমাত্মার প্রতি উন্মুখ বা যোগী, আর কেহ শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ না ভক্ত।

জ্ঞানী ও যোগিগণ প্রায়ই নিজের উপর নির্ভর করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা সাধুসঙ্গ লাভ করিলেও তাঁহার কথা বিচার করিতে করিতে চলেন, বিচারের দ্বারা তাঁহারা যেটা উচিত বলিয়া মনে করেন, সেইটাই গ্রহণ করেন, আর তাহা না হইলে তাহা গ্রহণ করেন না। ইহাই আরোহপন্থা বা বিচার-প্রধানমার্গ। এই পথে চলিতে যদি ভক্তের সঙ্গ না হয়, অথবা পরতত্ত্বের উপলব্ধি কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় হইবে না, তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহার কোন কিছুরই সন্ধান আমি পাইতে পারি না,—এইপ্রকার উপলব্ধি করিয়া শরণাগতির পথ অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধিও সুদূরপরাহত! সেইজন্য শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় জানাইয়াছেন,—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তা-
সক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"
(গীঃ ১২।৫)

পরতত্ত্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার রুচি আছে, তাঁহার অভাবে অন্তরে কিছুতেই শান্তি নাই, কিন্তু তাহা লাভ করিবার মত যোগ্যতাও আমার কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার কৃপাই একমাত্র সম্বল—এইপ্রকার অনুভূতি হইতে সবেগে সাধুগুরুর শ্রীপাদপদ্ম-অবলম্বনের পথই রুচির পথ বা অবরোহপথ। এখানে প্রথম হইতেই 'পরতত্ত্বের সন্তোষ না হইলে আমার উপায় নাই—সুতরাং তাঁহার সন্তোষই একমাত্র প্রয়োজন—তিনি আমার অত্যন্ত আপন এবং তাঁহার সেবা আমার প্রয়োজন'—এইপ্রকার একটী অনুভূতি ন্যূনাধিক বর্ত্তমান। সুতরাং ইহাই ভক্তির পথ। সেবা করিবার ইচ্ছা আছে, অথবা বর্ত্তমান অবস্থায় আমি তাহা পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য—এই প্রকার দৈন্য ও আর্ত্তি কৃপাকে আকর্ষণ করায়। তখনই ভক্ত-সাধুর সঙ্গ হয় এবং সঙ্গ হইলে সাধকের অধিকার-অনুসারী তিনি তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির কথা কীর্ত্তন করেন। সেইসকল কথা তাঁহার নিকট হইতে সাধক যতই শ্রবণ করেন, ততই তাঁহার তাহাতে রুচি জন্মে এবং ক্রমশঃ তাঁহাতে দৃঢ়শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন তিনি সেইসকল শ্রুত-বিষয় আবৃত্তি বা কীর্ত্তন-মুখে শ্রবণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধুগুরুর পরিচর্য্যাক্রমে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া পরতত্ত্বের উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হন।

শুদ্ধভজন

—::*::(১)::*::—

যেখানে হৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সেইখানেই শুদ্ধভজনের কথা। জীব যখন নিশ্চিতভাবে জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার কারাগৃহ, সুতরাং হেয় এবং কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রাতিকূল্য যাহা কিছু হয়, তাহা দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক—ইহা দৃঢ়বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ। সম্বন্ধজ্ঞান হইতে অনন্যকৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়। হরিভজন করিতে হইলে ঐকান্তিক হওয়া চাই। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। যদি কেহ শুদ্ধভজন করিতে চান, তবে তিনি ভজন ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবেন না, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপট বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যতই হ্রাস পাইতে থাকিবে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতিনামে পরিচিত হন। সাধন-ভক্তি হইতে ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমভক্তি হয়।

আমরা অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করিয়া সাধন-ভজন করি বটে, কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সুফল উদয় হয় না। ইহার কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে, শুদ্ধভজন না হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। শুদ্ধভজন করিলে তৎফলে শুদ্ধা ভক্তি লাভ হয় এবং শুদ্ধা ভক্তির ফলে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভগবৎপাদপদ্ম-প্রাপ্তি ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা
প্রিয়ঃ সতাম্
"ন সাধয়তি মাং যোগো ন
সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা
ভক্তির্মমোর্জ্জিতা

শাস্ত্রালোচনা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতিদ্বারা কেহ কখনও শ্রীভগবানকে লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে যাঁহারা স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, শ্রীভগবান্ও তাঁহাদের নিকট আত্ম-বিক্রয় করেন। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানকর্ম্মপ্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই শুদ্ধভজনের মূল।

অনর্থযুক্তাবস্থা ও অনর্থমুক্তাবস্থা—এই দুই অবস্থাতেই ভজন হয়। হৃদয়ে যতদিন অনর্থ থাকে, ততদিন ভজন আবরিত্ত্বর অশুদ্ধ থাকে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে সাধুকৃপায় অনর্থ বিগত হইলে ভজন শুদ্ধ হয়। জীবের অনর্থ চারিপ্রকার—স্বরূপ-ভ্রম, অসতৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস—ইহা না জানাই স্বরূপ-ভ্রমরূপ প্রথম অনর্থ। এই অনর্থক্রমে নানারূপ উৎপাত আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া শুদ্ধভজন হয় না। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবার উপকরণ এই তত্ত্বজ্ঞান না হইলে জীবের অস্থিরতা যায় না। জ্ঞানিগণ শুষ্কবৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির আশা করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি না থাকায় তাঁহাদের মঙ্গল হয় না।

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥"

যোগিগণ যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-সহকারে আত্মা-পরমাত্মার সংযোগ সাধন করেন, কিন্তু তাহারাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ কর্ম্ম-মার্গে নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়াও ভক্তিলাভে অসমর্থ হয়। তাই শ্রীমন্মহা-প্রভু বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানকর্ম্ম-যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমবশ॥
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥"

কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ভজন করিলেই শুদ্ধভজন হয়। জীব কৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণ জীবের প্রভু, প্রেমই জীবের প্রয়োজন, প্রেমবলে কৃষ্ণলাভ হয় এবং ভক্তি-ফলেই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই শুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞান।

স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে হরিভজন হয় না। 'হে কৃষ্ণ, আমি—তোমার' এই কথা একবার বলিয়া যে শরণ গ্রহণ করে, তাহাকে কৃষ্ণ উদ্ধার করেন। শ্রীনামের এত কৃপা!

শ্রীনামের ন্যায় শ্রীধামও বড় করুণাময়! শ্রীধাম আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে ভজনে শীঘ্র উন্নতি হয়। অকপটে না থাকিলে শ্রীধাম আশ্রয় দেন না। কোন প্রকার ফল-কামনার নামই কপট। সরল হইতে হইবে। সেবাকাম ব্যতীত অন্য কামনা-রহিত ব্যক্তিই নিরপেক্ষ, অসঙ্গ বা সরল। সর্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা দরকার নতুবা ভজন হইবে না। প্রাকৃত-অভিমানই দম্ভ। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সর্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা যায়। অভিনিবেশ বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। কৃপা হইলেই শ্রদ্ধা বা রুচি বাড়িবে। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে তাহা হইলে কৃপার সহিত যোগযুক্ত হইতেছি না, বুঝিতে হইবে। নিজ হৃদয়কে পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে, কৃপা পাই নাই। এখন উপায় কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে জানানই এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। যাহার কেহ নাই, তাহার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয়। যদি কাঙ্গাল হওয়া যায়, তবে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকা যায়, নতুবা অন্য প্রার্থনা আসিয়া বাধা দেয়। শ্রীধাম, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবৈষ্ণব—এই সকল তদীয় বস্তুর আশ্রয় করিতে হইবে। ইঁহাদের কৃপার আভাসেই মঙ্গল হইবে, যদি কুটিলতা না থাকে। কথা শুনিয়াও আমরা কৃপা চাহিতে পারি না কেন বা আমাদের ভজনে উন্নতি হয় না কেন? ভজনে অগ্রসর হওয়া বা কৃপা চাওয়া চেতনের স্বভাব বা ধর্ম। যেখানে উহা বাধা-প্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে। শ্রীনামের কৃপায় সকল অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। অনিত্য বস্তুর চিন্তাদ্বারা মোহ আসে। সৎসঙ্গ ও সৎচিন্তা দ্বারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি হয়। সাধুসঙ্গদ্বারা মঙ্গল হয় সত্য, কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? সাধুগুরুর কৃপাতেই সাধু চিনা যায়। শরণাগত না হইলে সাধুকে চিনা যায় না। সাধুর চরণে শরণাগত ব্যক্তিই সাধুকে চিনিতে পারেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেবই ত' নিজেই সাধু—ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে যদি বঞ্চনা না করি, তবে তিনি বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি অকপটে সেবা চাই, তবে সেবা পাইবই! শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই ত' তিনি গুরু। আমরা যদি শরণাগত থাকি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন। নিজেকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব ত' কৃপা করিবার জন্যই—শ্রীকৃষ্ণকে দিবার জন্যই প্রস্তুত, কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব।"

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ : অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা বহুবিধ। শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত যাহা কিছু বাঞ্ছা, সবই অসত্তৃষ্ণা। অসত্তৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন শুদ্ধ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা সবই অসত্তৃষ্ণা।—

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥

সাধারণ প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া জীব কপটী হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত দুরাশা বা ছাইপাঁশের আশা ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভজন কি করিয়া হইবে? প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়ে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রীতিদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন? অতএব বহু-যত্নে ঐ দুষ্টাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য।

হৃদয়দৌর্ব্বল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসত্তৃষ্ণাবশতঃ জীব অসদ্বিষয়ে এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে যে, সে কোনক্রমে ভক্তিসাধক কার্য্যগুলিকে আদর করিতে পারে না, ইহার নাম হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গে নানাপ্রকার অসদালোচনা, কুটিনাটী ও বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হৃদয়-দৌর্ব্বল্যজাত কুটিনাটী হইতে বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজের জাতি বিদ্যা বা অন্যান্য অভিমানের ফলে বৈষ্ণব-অধরামৃত, তচ্চরণামৃত ও তৎপদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে; তাহাতে ভজনচেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়।

কুটিনাটী ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সেবাসুখ পাওয়া যায় না। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বশতঃ অনেক সময় ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব বলবান্ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই শুদ্ধভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে ॥

অপরাধ চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসত্তৃষ্ণা এবং অসত্তৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্ব্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ জন্মিলে বহু সাধনেও ফল হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব-অপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সকলেরই বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। শাস্ত্র বলেন,—

"সুখে ভব তরিতে যাহার চিত্ত ধরে।
সে জন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে ॥
বিধি কৃষ্ণনামে তাই গতি নাহি আন
বিধি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিত্রাণ
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥"

অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়। অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা ও স্বাধীন জ্ঞানকর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই শুদ্ধভজন হয় এবং শুদ্ধভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

যৎকিঞ্চিৎ

———::(:•:)::———

জড়জগতে আমরা 'রস' বলিয়া একটী জিনিষ দেখিতে পাই। এই রস আস্বাদনের বস্তু হইলেও ইহা নশ্বর ও হেয়; কিন্তু অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে এই রস উন্নতোজ্জ্বল। জড়রসের সহিত এই চিদ্রসের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। জড়রস খণ্ড ও অসম্পূর্ণ, চিদ্রসের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন। এই চিদ্রস আত্মার চিন্ময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; উহা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জড়রস নিত্যকাল স্থায়ী নয়; কিন্তু চিদ্রস বা শ্রীনামরস জড়রসের ন্যায় বিকৃত হয় না। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রেষ্ঠতর শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রসে রসিক না হই, অথবা কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আত্যন্তিক রুচিবিশিষ্ট না হই, সে-কাল পর্য্যন্ত আমাদের জড়রস-সম্ভোগে অনাস্থা বা ঔদাসীন্য উদিত হয় না। রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য পর্য্যবসিত। আমরা আমাদের নিজ নিজ কাম-কামনাপূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত নয়। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিযুক্ত করা উচিত। এজগতের যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি বা ভোক্তা ও কর্ত্তা—গোবিন্দ গোপীজনবল্লভ ও ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহ্য।

আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মালিক শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতনের সেবায় না লাগাইলে অচেতনের সেবায় পরিণত হইবে। তখন জড়রস আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। তাহার ফলে চিন্ময় শ্রীনামরস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। জড়রসের প্রতি আসক্তির দ্বারা আমাদের জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। রসরসিক শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ালু। তিনি আমাদিগকে জড়রস হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার শ্রীনামরস পান করান। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার শ্রীনামকীর্ত্তনে আমাদের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর তিনি তাহাতে উদিত হন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণমুক্ত। নাম-নামী অভিন্ন। জাগতিক শব্দ-শরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণনামের তুলনা করিতে হইবে না। অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণ-নামের সহিত শব্দ-সামান্যের তুলনা-স্থলে আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রমবশতঃই আমাদের নাম ও নামাপরাধে তুল্যবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। নাম কিন্তু নামাপরাধ নহে, নামাপরাধও নাম নহে। নাম—নির্ম্মল ভাস্কর, নামাপরাধ—গাঢ় অন্ধকারসদৃশ। নাম—পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু! আমরা ইন্দ্রিয়চালন-ব্যাপারে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্রবস্তু। শ্রীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণে অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। জড়জগতের শব্দ-উচ্চারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য অপর ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জড়ীয় নামের তুলনা করিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণনাম কোন জড়ীয় বস্তুদ্বারা আবৃত হন না। শ্রীকৃষ্ণ—স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়। জড়জগতের শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন না কোন ভেদ আছে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম-নামীর মধ্যে ভেদ নাই।

রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি বহু জাগতিক বস্তু আমাদের চিত্তে অঙ্কিত আছে। সেই সমস্ত বস্তু আমাদের চিত্তকে নিরয়গামী করায়। শ্রীনামের উচ্চারণে শ্রীনামের কৃপায় জড়ীয় চিত্তের উপর জড়ীয়-প্রভাব খর্ব্বিত হইয়া চিন্ময়প্রভাব বিস্তার লাভ করে। প্রথমে সাধু-গুরুমুখে দশবিধ নামাপরাধের বিষয় শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অপরাধশূন্য শ্রীনাম উচ্চারিত না হইলে চিন্ময়ধামে প্রবেশ করিবার অধিকার পাওয়া

যায় না। কৃষ্ণনাম সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্ব-ব্যাপক, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, নাম-নামী অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত অপর কোন নামে এরূপ শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব ও মুক্তত্ব নাই। শ্রীকৃষ্ণনাম ছাড়া অপর নামগুলি আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র ও পূর্ণ-সম্রাট। শ্রীনামশ্রবণে অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের রূপ স্ফূর্ত্তি-লাভ করে; রূপের স্ফূর্ত্তি হইলে গুণের স্ফূর্ত্তি হয়। গুণের স্ফূর্ত্তি হইলে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের এবং তৎপরে লীলার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

বিবিধ সংবাদ

--::(*)::--

পাটনা সহরাঞ্চলে বস্ত্র বিক্রয়

গত ১৪ই এপ্রিল—বিহার গবর্ণমেণ্টের একটি প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, সরবরাহ বিভাগের উপদেষ্টা মিঃ এল সি ব্যানলো রেক্ষ বস্ত্রের কন্ট্রোলার ও পাটনা বস্ত্র কমিটির সভ্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনার পর এইরূপ স্থির করা হয় যে, বস্ত্রসঙ্কট নিবারণের জরুরী ব্যবস্থা স্বরূপ বর্ত্তমানে পাটনা সহর অঞ্চলে সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বর্ত্তমান রেশনিং ব্যবস্থার মারফতে বস্ত্র বিক্রয় হইবে। ১৮ই এপ্রিল হইতে এই ব্যবস্থানুসারে বিক্রয় আরম্ভ হইবে। বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে শীঘ্রই আরও ঘোষণা করা হইবে।

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভারতীয়দের জন্য আমেরিকায় অর্থভাণ্ডার

ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ৪০ লক্ষ লোককে ১৯৪৫ সালে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকায় লক্ষ ডলার সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি ও কোয়েকার রিলিফ এজেন্সী এই অর্থভাণ্ডার পরিচালনা করিবেন। ১৯৪৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মারফৎ দুগ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বিহারে ধান চাউলের মূল্য

গত ১৪ই এপ্রিল,—এক ইস্তাহারে জানানো হইয়াছে, মজিহারী-দ্বারভাঙ্গা এলাকায় মিলমালিকদের এক বৈঠকে গবর্ণরের খাদ্য বিভাগের পরামর্শদাতা বলিয়াছেন কোন কারণেই ধান ও চাউলের বর্ত্তমান মূল্য বাড়ানো হইবে না। তিনি আরো বলিয়াছেন, মজুতদারগণ বাধ্য হইয়া মাল বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত লোককে খাদ্য দিবার মত খাদ্যশস্য গবর্ণমেণ্টের আছে। তবে ক্রয়কারী সিণ্ডিকেট গঠনের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ধান চাউলের গুণাগুণ বিচারের জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিবেন।

হরিদ্বারে অর্দ্ধকুম্ভমেলা

গত ১৩ই এপ্রিল—শুক্রবার সকালে হরিদ্বারে, সকালে অর্দ্ধকুম্ভ স্নান আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ যাত্রী ও অনেক সাধু গঙ্গার ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে স্নান করিয়াছেন। রেল-ভ্রমণে বাধা থাকায় ও যথেষ্ট যান না পাওয়া যাওয়ায় যাত্রিসংখ্যা অন্যান্য বার অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। মেলা আরও কয়েক দিন থাকিবে।

বৃহত্তম বিমান আক্রমণ

১৭ই এপ্রিল প্রায় ছয় হাজার বোমারু ও জঙ্গী বিমান জার্ম্মাণীতে হানা দিয়াছিল। এই যুদ্ধে ইহাই বৃহত্তম বিমান আক্রমণ। বার্লিন তিনবার আক্রান্ত হইয়াছে। বার্লিন বেতারের সংবাদে প্রকাশ যে, একবারের আক্রমণকারী বিমানসমূহ পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রুশ বিমানসমূহও বার্লিনে বিমানহানায় যোগ দিয়াছিল। আক্রমণ এরূপ বিধ্বংসী হইয়াছিল যে, রাত্রিতে কৃষিক্ষেত্রের মালিকগণ কৃষিদ্রব্যাদির ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্য ঐ সমুদয় ছড়াইয়া রাখিয়াছিল।

আট শতের অধিক জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। পক্ষান্তরে মিত্রপক্ষের ৮ খানা বোমারু এবং ৩৪ খানা জঙ্গী বিমান ধ্বংস হইয়াছে। তৃতীয় বিমানহানা জার্ম্মাণ অধিকৃত বন্দরে হইয়াছিল।

করাচীতে বস্ত্র রেশনিং

১১ই এপ্রিল—করাচীতে বস্ত্র রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম করাচী সহরেই কাপড়ের রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইল। এজন্য 'স্পেশ্যাল রেশন কার্ড' দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক রেশন কার্ডের মালিককে খাদ্যদ্রব্যের ইউনিটের সমসংখ্যক গজ মিহি কাপড় দশ আনা গজ দরে খরিদ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

টেক্সটাইলের এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার বলেন যে, কাপড়ের ঘাটতির জন্য এবং চোরাবাজার বন্ধের উদ্দেশ্যে রেশনিং অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, কাপড়ের কোটা বৃদ্ধির জন্য সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::o:::-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকসূত্রে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপট্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিপ্রবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক; সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীপ্রমীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীঅজিতকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৯, ১৩ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ২৬শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার / ৩৭-৩৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বিষ্ণু বৃহস্পতি বার:পাদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

কৃপা চাহিতেই হইবে

———॥::(॥)::॥———

ভক্তির পথ—কৃপার পথ। হরিভজনে সবই কৃপার উপর নির্ভর করে। যিনি যে পরিমাণে সাধুগুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কৃপা না হইলে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। নিজের শত শত যোগ্যতা থাকিলেও হরিভজনে এক পদ অগ্রসর হওয়া যায় না, যদি কৃপা না হয়। আবার সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য নিতান্ত হীনও হরিভজনে তীব্রবেগে অগ্রসর হয়। সবই শ্রীসাধুগুরুর কৃপার উপর নির্ভর করে। যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এজগতে না আসিতেন, তাহা হইলে এজগৎ হরিবিমুখ হইয়া থাকিত। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাঁহাদের আত্মপ্রকাশ কলিহত অপরাধী জীবের প্রতি মহা-কৃপার নিদর্শন। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণে আশ্রয় দিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যদি তাঁহারা সঙ্গ-সুযোগ না দেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গ করিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক রূপধারণ করিয়া এজগতে না আসিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ পতিত জীবের কিরূপেই বা মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত? তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক হরিসেবার বিভিন্ন প্রণালী, হরিসেবকগণের সঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের আনুগত্যে ও আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজনের চেষ্টা করিতেছি। সাধুগুরুবর্গ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এজগতে না-ও আসিতে পারেন, সঙ্গ-সুযোগ না-ও দিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা না-ও কীর্ত্তন করিতে পারেন। এজগতের সহিত তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি তাঁহারা জীব-প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এজগতে প্রকটলীলা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সকলের মূলে একমাত্র কৃপা। কৃপা ছাড়া সাধনভজন সবই বৃথা। কৃপা ছাড়া গতি নাই। যিনি যাহা করুন না কেন, তিনি যদি প্রকৃত মঙ্গললাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে—কৃপার ভিখারী হইতে হইবে। ভিখারী না হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। যাহার ভিক্ষার দরকার হয় নাই, তাহার ভিখারী হইবার কি প্রয়োজন। ভিখারী হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায়। ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সাধুগুরুর নিকট ভিক্ষা চাইলে সাধুগুরু ভিক্ষা দেন। তাঁহারা কৃপাভিক্ষা দেন। শ্রীগৌরসুন্দর মহাদাতা। তাঁহার নিজজনগণ তদপেক্ষা অধিকদাতা। এ দাতার দানের অন্ত নাই। তাঁহারা অযাচিতকেও যাচিয়া দান করেন। শ্রীভগবান্ নিজে নিজেকে দান করিয়া নিজের ভক্তবশ হইয়া পড়েন।

সাধুগুরুবর্গের কৃপা ব্যতীত আমরা যাহাই করি না কেন, সবই কর্ম্মকাণ্ড পরিগণিত হইবে। কৃপার প্রতি নির্ভরতা না আসিলে নির্ভীকতা আসিবে না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও অন্য কোন রূপে কৃপা করেন না। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বা সেবা সর্ব্বক্ষণ চাহিতে হইবে অর্থাৎ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সর্ব্বক্ষণ চাহিতে হইবে তাঁহার নিকট হইতে অন্য কিছু চাহিতে হইবে না। কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কেবল অমায়ায় কৃপাই চাহিতে হইবে। ষোল আনা শ্রীগুরুদেবকে চাহিতে হইবে। তাঁহাকে না চাহিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাহিতে গেলে বঞ্চনায়ই পড়িতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে পাওয়া গেলে সব পাওয়া যাইবে।

আমরা দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল! আমরা কৃপাবঞ্চিত—সেবাবঞ্চিত। কৃপা-প্রার্থনা, সেবাপ্রার্থনা ছাড়া আমাদের অন্য কৃত্য নাই। মহাসৌভাগ্য-ফলে আমরা কৃপার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার প্রেম দান করিবার জন্য কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবরূপে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার নিকট কৃপাই চাহিতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে ষোলআনা সমর্পণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে ষোলআনা চাহিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ আমাকে এই চিন্তা করিতে হইবে—আমি কৃপাবঞ্চিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগুণে আমাকে কৃপা করিবার জন্য এজগতে আসিয়াছেন। কৃপা বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। যিনি কৃপার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, কৃপাও তাঁহার উদাসীন হইয়াছেন। যিনি কৃপাকে—শ্রীগুরুদেবকে জীবন, প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়াছেন, কৃপাও তাঁহাকে জীবনদান দিয়াছেন। তিনি কৃপার কথা একমুহূর্ত্তও ভুলেন না; সর্ব্বক্ষণ কৃপার জন্য পাগল। তাঁহার চিত্তে যে চিন্তার উদয় হউক না কেন, তিনি সব সময় তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপা উপলব্ধি করেন। আমি তাঁহার কৃপার কথা ভুলিয়া যাই, সেইজন্য আমার ইষ্টদেব আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পাছে তাঁহার অধম ভৃত্যের অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে নানাপ্রকারে তাঁহার অসমোর্দ্ধ কৃপার কথা জানাইয়া দেন।

করুণাময় শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। তিনি সাধুমুখ-বিগলিত বাক্যধারা অনন্তকোটি জীবকুলকে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই—ইহা অসম্ভব কথা। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। যিনি সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন, তিনি শ্রীভগবানের কৃপা হইতে স্বেচ্ছায় দূরে থাকেন। আর যিনি সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তিনি শ্রীভগবানের নিত্যকৃপায় নিত্যকাল অভিষিক্ত হইয়া নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর নিত্যকৃপা লাভ করিতে পারেন। সাধুগুরু আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অন্বয়ভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কৃপার ভিখারী বা অকিঞ্চন না হইলে, তাঁহারা কি করিবেন! কৃপা চাহিলে কৃপা পাওয়া যাইবেই, ইহাতে কোন সংশয় [illegible] সাধুগুরু বলিয়াছেন—"অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া জানাই, আমি কে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও," তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে 'আমি যাহা', সেই স্বরূপ উপলব্ধি করাইবেন। সরল হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণোন্মুখ প্রীতিবিধান ছাড়া চিত্তে অন্য কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। ডাকার মধ্যে কোন ভেজাল না থাকিলে তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি হয়। ডাকিয়া যেখানে সাড়া পাওয়া যায় না, সেখানে ডাকার মধ্যে ভেজাল আছে, জানিতে হইবে। কৃপাগ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। অকপট হইয়া তাঁহার নিকট

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

কৃপা চাহিলে তিনি কৃপা করিবেনই। তিনি ত' কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপার উপলব্ধি হয় না। যিনি কৃপা প্রার্থনা করিবেন, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন এবং সেবাপ্রবৃত্তির সহিতই তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রচুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কৃপাই কৃপালাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগায়। ইহাই কৃপার ফল।

---::(::*::)::---

ভক্তিই ভজন। অনুকূল-সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার নাম ভজন। প্রীতি না থাকিলে ভজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রীতিহীন ভজন ক্ষুধাবিহীন ভোজনের ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি কৃষ্ণসুখবিধায়িনী, শ্রীকৃষ্ণসুখবল্লভা সতীশিরোমণি। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনী। তিনি শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও সঙ্গ করেন না। শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা হইলে অপরে সৎসঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের সৌভাগ্য পায়। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ও শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী। ভক্তি শ্রীভগবানকে দেখায়, ভগবানের কাছে লইয়া যায়। একমাত্র ভক্তিবলে জীব শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে। ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তু ইন্দ্রিয়ের অধীন হন একমাত্র ভক্তিবলে। ভক্তি বা প্রীতি ভগবানের সহিত যোগসূত্র। ভক্তি না থাকিলে ভক্ত হয় না। ভক্ত শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট, অভক্ত মায়ার প্রতি আকৃষ্ট। ভক্ত সেবোন্মুখী, আর অভক্ত ভোগোন্মুখী। ভক্তি চুম্বকের ন্যায় ভক্তকে আকর্ষণ করে ও নিজে আকৃষ্ট হয়।

আমরা বর্ত্তমানে মায়া-কবলিত। মায়াকবলিত হইয়া মায়ার শৃঙ্খল গলায় পরিয়াছি, সেইজন্য মায়ার সেবায় তৎপর—মায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণে চেষ্টাবিশিষ্ট। এই মায়ার হস্ত হইতে নিজের চেষ্টায় উদ্ধার পাওয়া যায় না। নিজের চেষ্টায় পরিত্রাণ পাইতে গেলে অধিকভাবে তাহার জালে আবদ্ধ হইতে হয়। মায়া শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তি অথবা শ্রীকৃষ্ণভক্তের শক্তি ব্যতীত এই মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান স্বয় বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে।"

আমার এই গুণময়ী দুরন্ত মায়ার হস্ত হইতে কেহ নিজের চেষ্টায় রক্ষা পাইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে আমাতে শরণাপন্ন, তিনিই আমাকর্ত্তৃক উদ্ধার লাভ পাইতে পারেন। মায়াক্রান্ত জীব সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরুসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারেন। শরণাগতিই ভজনের মূল। এই মূলকে উচ্ছেদ করিয়া অর্থাৎ অশরণাগত থাকিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আনুগত্য বা শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। দৈন্য ও অকিঞ্চনতা না থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। ভক্তই শরণাগত। ভক্তই অকিঞ্চন। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত। শরণাগতই—ভক্তই সুখী। কেবল ভক্তই শ্রীভগবানকে সুখ দিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার ভজন করিতে পারেন। নিজে প্রথমে সুখী না হইলে অপরকে সুখ দেওয়া যায় না। ভক্ত নিজে সুখী হওয়ায় ভগবানের সুখে তৎপর। ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-কামনা সবই দুঃখকর। তাহাতে শ্রীভগবানের চিদানন্দ-তর্পণের কোন কথা নাই। ভক্ত মোক্ষ-কামনাকে নরকতুল্য জ্ঞান করেন।

প্রথমেই দৈন্য থাকা চাই, কেন না, জড়ীয় অহঙ্কার থাকাকালে জীব কখনও শ্রীভগবানের শরণাগত হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের বলবিক্রমের প্রতি ভরসা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ শরণাগত হইতে পারে না। সুতরাং দীনতা, সরলতা, দৃঢ়তা, অকুটিলতা বা নিষ্কপটতা না থাকিলে কিছুই হইবে না। দীনই সরল। দীনের আনুগত্যই ভূষণ। আনুগত্য বা সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। কায়িক, বাচিক, মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্য। এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। আনুগত্যবিহীন সেবা হয় না; তাহা দাম্ভিকতা।

আনুগত্যহীনের দম্ভের অভিমান—কর্ত্তৃত্বের অভিমান প্রবল। যেখানে আনুগত্য, সেখানেই সেবোন্মুখতা। যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া নিজে হরিভজনের প্রয়াস করেন, তাহা মায়ার ভজনের প্রয়াসমাত্র। তাঁহাদের আনুগত্য বাদ দিলে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া যায়। কর্ত্তৃত্বাভিমানে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহা কাম। তাহার দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয় না। অনুগতের দাসাভিমান প্রবল। তাঁহার প্রভু যাহা করান, তিনি তাহাই করেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব নিজে যাহা করান, তাহাই তাঁহাদের সুখবিধান করে। তাহাতে সেব্যবস্তুর সুখ বেশী হয় এবং সেবকেরও পরমমঙ্গল হয়। ইহাই সেবকের শ্রেষ্ঠ ভজন। এইরূপ ভজনকারীর ভজনাঙ্গগুলি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। ভজনের মূলে শরণাপত্তি না থাকিলে তত্তৎ ভজনাঙ্গ কর্ম্মাঙ্গ হইয়া পড়ে। আমাদের এই বদ্ধাবস্থায় অনুক্ষণ আনুগত্য না থাকিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। ভক্তি না হইলে ভক্ত্যঙ্গগুলি যাজন হয় না। ভক্তি-বিহীন ভজনাঙ্গ-যাজন অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। ভক্তি লাভ হয় একমাত্র সাধুগুরু-কৃপায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

সাধুগুরু কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন, তিনিই ভক্তিলাভ করিতে পারেন, অপরে পারে না। তাঁহারা অনুগত সেবককেই সাধারণতঃ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন। নিজের বুদ্ধিবিচার-পাণ্ডিত্যদ্বারা কোন প্রকারে ভক্তির দ্বারে যাওয়া যায় না।

ভক্তিতে দাসাভিমান প্রবল। ভক্তিতে সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ হয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধী। সম্বন্ধ হয় অভিমানে। এই সম্বন্ধ করান শ্রীগুরুদেব। আমাদের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটী সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমরা সেই সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া মায়াদেবী তাহার কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল। এইদোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥" শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইলে আর ভয় থাকে না। তখন জীব আর কাহারও নয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণের হইলে শ্রীকৃষ্ণই রক্ষক ও পালক হন। প্রভু দাসকে রক্ষা ও পালন করিবেনই। রক্ষার ভার ও পালনের ভার শ্রীকৃষ্ণেরই। জীব সে ভার লইতে গেলে কেবল দুঃখ কষ্ট পায়।

শ্রীভক্তিবিনোদ উপদেশ

—::*::(*::*::——

আজকাল কতকগুলি লোকের মনে একরূপ মনে হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহার নাম-স্মরণ ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণভজনের আবশ্যক নাই।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই এ কথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্ত-মতে বা তান্ত্রিক-মতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণ-ভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। এইমাত্র বলা উচিত, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের বাহ্য-প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ের পর যাঁহারা প্রভুর উপদেশ মত প্রভুর লীলা-চরিতোদিত কৃষ্ণভক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যেরূপ অপূর্ব্ব উদয়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় না। কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরমধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাহাদের মত হইয়াছে, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের শ্রীগৌরকৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ততঃ প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভাল বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এইসকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। "আমরা শ্রীগৌর ভজিব, আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না"—একথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভজিব শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না, ইহাও মহাদুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতঃপ্রোত-ভাবে কলিজীবের পরমামৃতরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে শ্রীগৌর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজে নিজে কৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

হরিজ্ঞ অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামী-মণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন পন্থা হইল, বলিতে হইবে।

কতকগুলি মহাপুরুষের কেবল শ্রীগৌরাঙ্গে সমস্ত ভজনসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠা-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌর হইলেন, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরে নিত্য অবস্থিতি করিতেছি—এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব স্ব নিষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন সাধারণ ভক্তের পালনীয় নহে, ভক্ত-বিশেষের নিষ্ঠা মাত্র। কিন্তু ঐ সকল ভক্তেরা নিজ নিষ্ঠায় রত থাকিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভেদ-নিষ্ঠ ভক্তদিগের কখনই বিরুদ্ধ উপদেশ দেন নাই, তাঁহারাও যেখানে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইত, তথায় তাহাতেই যথেষ্ট মগ্ন থাকিতেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে শ্রীগৌর-ভজনরূপ একটী মতবাদ না হয়। নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করি, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন নিষেধ করিতে পারি না। বিশেষতঃ কেবল শ্রীগৌর-ভজনের দ্বারা পরে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণ ভজন দৃঢ় হইবে ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*):: ——

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। একমুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইলে মায়া প্রবেশ করিবে। সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা নাই। সেবক সর্ব্বদা সতর্ক। সেবক সর্ব্বদাই তাঁহার প্রভুর কি আজ্ঞা করিবেন, তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। একটুকু অন্যমনস্ক হইলে প্রভুর সন্তোষ উৎপাদনে বাধা উপস্থিত হয়। সেইজন্যই সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ নাই। নিজের দেহগেহাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিলে সেবা করা যায় না। সেবকের দেহগেহস্মৃতি নাই। তিনি সর্ব্বদাই তন্ময়। সেবক সেবাচিন্তায় ভরপূর হইয়া আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান।

সম্বন্ধটি ঠিক রাখিয়া যদি গুরুবর্গের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশান যায়, তাহা হইলে সবই মঙ্গল। সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে কিছু হয় না। আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্ব্বিষ হয়, যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে। শিব সকলকে জ্বালা দেয়, কিন্তু মহেশ্বরের নিকট তাহার ক্ষমতা নাই। এই জন্যই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। "গুরুবর্গ আমার, আমি তাঁহাদের"—এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হইলে তবেই কল্যাণ হইবে। গুরুবর্গ কৃপার মূর্ত্তি, আমি যদি তাঁহাদিগকে না ঠকাই, তাঁহাদের সহিত সরল প্রীতিময় ব্যবহার করি, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। এই জন্মেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইবে, তজ্জন্য আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আকুল ক্রন্দন হউক। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইয়া অনুক্ষণ কৃপার জন্য ক্রন্দন করিলে তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন। অকিঞ্চন কাঙ্গালের প্রতি তাঁহাদের অধিক দয়া। সর্ব্বক্ষণ দীন, কাঙ্গাল হইয়া কাঁদিতে হইবে।

স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রিয় চালনার নাম আধ্যক্ষিকতা বা পুরুষাভিমান। পুরুষাভিমান ছাড়িয়া আত্মনিবেদন করিতে হইবে। প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বক্ষণ চালিত হইতে হইবে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা, সেইরূপভাবে চলার নামই সেবা। নিজের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা রাখিতে হইবে না। আমাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারা প্রভু সুখী হন না, প্রভুর স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারাই প্রভু সুখী হন। প্রভু যে-ভাবে চলিতে বলেন, সেইভাবেই চলিব—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তিনিই শক্তিসামর্থ্য দিবেন। 'প্রভুর আমি'—একথা সর্ব্বক্ষণ মনে করিতে হইবে।

দূর হইতেও সাধুগুরুর সঙ্গ হয়, যদি প্রীতি থাকে। অপতিত আদর্শ সর্ব্বক্ষণ চোখের সামনে রাখিতে হইবে। আদর্শ না থাকিলেই ঠকিতে হইবে। পরজগৎ হইতে আগত অথবা এজগৎ হইতে পরজগতে অভিযানকারী সাধুর সঙ্গ অনুক্ষণ করিতে হইবে। এজগতের কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব বা শত্রুত্বভাব রাখিতে হইবে না। এজগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ ইষ্টদেবের কথার মধ্যে থাকিতে হইবে। প্রভুর প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি দেখিলে প্রভু প্রীত হন। প্রতিকূল স্থান ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রিয় স্থানে বাস করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, ইহা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে। যত দৈন্য বাড়িবে, ততই কৃপা আসিবে। কৃপা পাওয়া যাইবেই—আজ কিংবা দুইদিন পরে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমার দিক্ হইতে যেন স্বেচ্ছাকৃত কোন ত্রুটী না হয়। কেবল কৃপার প্রার্থী ছাড়া আর অন্য কোন কিছুর প্রার্থী হইতে হইবে না।

সর্ব্বস্ব চাহিতে হয়। আংশিক পাইয়া বা চাহিয়া সন্তুষ্ট হইতে নাই। সর্ব্বস্ব পাইতে গেলে আবার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অনেক পরীক্ষা করিবেন, তীব্র দুঃখ দিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে চাই কি-না, পরীক্ষা করিয়া লইবেন, সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একটা জেদ থাকা চাই যে, এই জন্মেই কৃষ্ণ পাইতে হইবে।

ঊর্দ্ধগতিই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। শ্রীহরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয় করার নাম ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর শ্রীহরিমন্দির, বৈষ্ণব-মাত্রেরই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা উচিত।

লব্ধতাপ জীব শ্রীগুরুদেবের পরীক্ষা সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদির দ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর থাকাকাল পর্য্যন্ত সেই তাপ ধারণ করিবার বিধান করেন। তাপ-সম্বন্ধে স্মৃতশাস্ত্র বলেন,—"যিনি চন্দনাদি দ্বারা হরিনামাঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন।" 'শ্রী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ে তপ্ত-চন্দনাদি ধারণের ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যপ্রভু চন্দনাদিদ্বারা শ্রীহরিনাম অঙ্কনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

হরিদাস-বৈষ্ণবক নামগ্রহণকেই নাম বলা হয়। শ্রীহরিপূজাই যাগ। শ্রীবিগ্রহ-পূজাপদ্ধতিই বৈষ্ণবযাগ। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়াই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন।

দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দনের শীতল তাপ বা রামানুজীয়গণের বিচারমতে উষ্ণতাপ, দ্বাদশাঙ্গে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, শ্রীভগবানের দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং যাগ অর্থাৎ শালগ্রাম পূজায় অধিকার—এই পাঁচটী অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য।

"তপঃপুণ্ড্র" শ্লোকের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আগমন করিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত আর কেহ দীক্ষালাভের অধিকারী নহেন। ইহা স্মরণ রাখিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত-চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন; পরম-কারুণিক কলিযুগপাবনাবতারী আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদিদ্বারা শিষ্যের দেহ অঙ্কিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পবিত্র করিয়া হরিমন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূল-জ্ঞানধারা অনুতাপকে স্থায়ী রাখা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলক দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হয়। সুতরাং তাহাকে একটি ভক্তিসূচক নাম দেওয়া উচিত। তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্রও দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধসিদ্ধ করিবেন। সংসার-সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম-সংস্কার। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস-সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে,
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানি-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে ॥"

ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর ব্যবহারের উপদেশ। শেষে দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানি-মানদভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণই ভজনের দাস্য-প্রকাশ। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মানস-সেবাই পরমগুহ্য।

কৃষ্ণদাস্যে কিরূপ আনন্দ?

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হইল পাগল ॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর, ॥
এসব পণ্ডিত লোক পরমমহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ কি?

তাহার কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম ॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবির খাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি' যার অরণ্যবিলাস ॥

(চৈঃ ভাঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বারদোল উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২৪শে এপ্রিল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::১০::-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত দরদার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, অন্যাভিলাষশূন্যা সেবোন্মুখতা, সর্ব্বতোভাবে আত্মার্পণ অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা সাংসারিক উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলোককল্পে সদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের অনুসন্ধান—এই সকল অপ্রাকৃত মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক পক্ষের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ

ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

মূল্য ৷৵০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

—::(*)::—

জার্ম্মাণ সেনানায়ক নিহত

মস্কো বেতারে প্রকাশ, ভিয়েনার বেতার ঘাঁটিতে যাইবার পথে ভিয়েনার জার্ম্মাণ অধিনায়ক সেপ ডিয়েট্রিচ গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

ভিয়েনাতে জার্ম্মাণরা যে প্রতিরোধ চালাইতেছে, তৎসম্পর্কে তিনি যথারীতি বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ৬ বার রিভলভারের গুলী ছোড়া হয়।

জার্ম্মাণ এস এস বাহিনীর কর্ণেল হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দলের প্রাক্তন চীফ কম্যাণ্ডার গত এক সপ্তাহের কম সময় হইতে ভিয়েনা রক্ষার ভার পাইয়াছিলেন। তিনি হিটলারের নিকটতম সহচরদের অন্যতম ছিলেন। তিনি নরম্যাণ্ডী ও আর্দ্দেনে জার্ম্মাণ পাল্টা আক্রমণে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনাবাদী ভূমিতে চাষের ব্যবস্থা

বঙ্গীয় খাদ্য-উৎপাদন আদেশ সফল করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের উন্নয়ন বিভাগ বাংলার সমস্ত অনাবাদী ভূমির একটী তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। বাংলা দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার জন্য সম্ভবমত অধিক পরিমাণে অনাবাদী ভূমিতে চাষ করিবার ব্যবস্থা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। হিসাবমত বর্ত্তমানে বাংলা দেশে ৪১ লক্ষ ৪০ হাজার একর অনাবাদী ভূমি আছে। এই সমস্ত ভূমির মালিকগণকে তাহাদের ভূমিতে চাষ করিতে আদেশ করা হইবে এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে উন্নত ধরণের বীজ, সার ও যথাসম্ভব জল নিকাশ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাহায্য করা হইবে।

৮২ ঘণ্টা সাইকেল চালনা

কাণপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে গত ১লা এপ্রিল আলিগড়ের মিঃ আনসার হোসেন অবিরাম ৮২ ঘণ্টা সাইকেল চালনার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি ২৯শে মার্চ্চ সকাল ৯ ঘটিকায় সাইকেল চালাইতে আরম্ভ করেন এবং ১লা এপ্রিল সকাল ৭ ঘটিকায় তাহা শেষ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৮ শত ৩০ মাইল দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেন। সাইকেল চালাইবার সময় তিনি কেবল কমলা-লেবুর রস ও চা পান করিয়াছিলেন।

৩৩ বছর পরে পত্র বিলি

বেনারসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বেনারসের রাজদরজার মাণিকচাঁদ মুক্তিচাঁদের নামে ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে গিরিডি ষ্টেশন হইতে একখানি পত্র ডাকে দেওয়া হয়। এতদিন পরে পত্রখানি গত ১৯শে মার্চ্চ বেণারসে পৌঁছিয়াছে। উক্ত মাণিকচন্দ্রের বহু দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। তাই পত্রখানি তাহার এক পৌত্রের নিকট বিলি করা হয়।

হাতে তৈরী কাগজের উৎপাদন

হাতে প্রস্তুত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্য পেশাদার কাগজীগণকে পাইকারী মূল্যে কাচা মাল সরবরাহ ও তৈরী দ্রব্যের বিক্রয়ে সাহায্যের জন্য বাংলা সরকার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ, করিমের হাতে পৌনঃপুনিক ঋণ হিসাবে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। গত আর্থিক বৎসরে ঢাকার আড়িয়ালের কাগজ প্রস্তুতকারকদের ৬ হাজার টাকা মূল্যের কাচা মাল সরবরাহ করা হয়। ঐ সময় ১২ হাজার টাকা মূল্যের প্রস্তুত কাগজ বিক্রয় করা হয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বে উক্ত কেন্দ্রে মাত্র ২৪ জন কাগজ প্রস্তুতকারক নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৬ জনে দাঁড়ায় ও কর্ম্মীদের মাসিক আয় দ্বিগুণ হয়। পৌনঃপুনিক ঋণের কিছুমাত্র ক্ষতি না করিয়া উক্ত ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা

প্রদেশের বিভিন্ন সাহায্য ব্যবস্থার জন্য বাংলা সরকার ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত আড়াই কোটি টাকার উর্দ্ধে মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮১০৲ টাকা এককালীন দান হিসাবে; ২৬ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৩২৲ টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে; ২৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৪৪৲ টাকা সেচ কার্য্য ও জল সরবরাহের জন্য; ৪৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬০৭৲ টাকা কারিগরগণের সাহায্যের জন্য ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৬০৲ টাকা পরীক্ষা-মূলক কার্য্যের জন্য ও ১২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৮৩৲ টাকা পরিত্যক্ত পুষ্করিণীসমূহের উন্নতিকল্পে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

৮৭৯ খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

১১ই এপ্রিল—জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাত্রে রুশ বিমান এবং বৃটিশ বিমান বার্লিনে হানা দিয়াছিল। রুশ ও বৃটিশ বিমান বাহিনী পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দিত করে। এই বিমান হানাকালে ৮৭৯ খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীকা শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুশীলন পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৭ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৩০শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, সোমবার { ৩৯৪০শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মধুসূদন সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

—::●::—

শাস্ত্রার্থাবধারণময়ী বা ভগবল্লীলামাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। শ্রদ্ধা হইলেও সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণকীর্ত্তন-লক্ষণা শ্রীহরিকথা সম্ভব হয় না। সৎসঙ্গেই ভগবন্নাম-গুণ-লীলানুকীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীহরিকীর্ত্তনই সকল মঙ্গলের আকর। বদ্ধজীব তটস্থশক্তির পরিণাম। হরিবিমুখই বদ্ধ। হরিসাম্মুখ্যদ্বারাই হরিবিমুখতা দূর হয়। বদ্ধজীব প্রথম হইতেই হরিবিমুখ। সে কখনও ভগবৎসাক্ষাৎকার পায় নাই। জীব অধীনতত্ত্ব। মায়াবশতাপন্ন হইলেই জীবের সংসারদুঃখ; আর স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে মায়ার অন্তর্দ্ধানে সংসার-নাশ বা স্ব-স্বরূপাবস্থিতি হয়। সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে যখন সাধুসঙ্গে জীবের শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ হয়, তখনই ভক্তিতে অধিকার হয়। শ্রদ্ধা হইলে সদ্গুরুচরণাশ্রয়রূপ সৎসঙ্গ-প্রভাব হইতে তত্ত্বশ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে, শ্রবণের পর যখন কীর্ত্তন হয়, তখন কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবস্বরূপ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। এই সংকীর্ত্তনে সপ্তপ্রকার ফলসিদ্ধির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন। কীর্ত্তন-ফলে জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃই জীবের বন্ধন এবং ভগবৎসাম্মুখ্যবশতঃই বন্ধনমুক্তি বা স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভগবদ্বিমুখতা হইতে মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবচিত্ত অবিদ্যা-মলদূষিত হওয়ায় সেই চিত্তদর্পণে স্বরূপদর্শন হইতেছে না। শ্রবণের পর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইলে জীবের সমস্ত অবিদ্যামল দূর হইয়া যায়, তখন সেই শুদ্ধ অহঙ্কারযুক্ত শুদ্ধজীব স্বচিত্তদর্পণে স্ব-পরস্বরূপ দর্শন করিতে পারে, তখনই জীবহৃদয়ে স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হইলে আর সংসার-প্রবৃত্তি থাকে না। জীবের প্রপঞ্চে জন্মই ভব। এই প্রপঞ্চেই ত্রিতাপের পরাক্রম আছে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না।

শ্রবণে চিত্তশুদ্ধি হয়, কামাদি কষায় বা পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হইবে। শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে সাধুগুরুর নিকট শ্রীভগবানের কথা শুনিলেই মঙ্গল হয়। শ্রবণ সাক্ষাদ্ভক্তি। আত্ম-নিবেদনের পর শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানের সুখ হয়—এই বিচারে শ্রবণই ভক্তি। দীন না হইলে শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়ার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয় না। দৈন্যের অভাবে প্রাকৃত-অভিমান আসিয়া অধঃপাতিত করে। দৈন্যই ইষ্টদেবের চিত্তকে বিচলিত করায়—দ্রবীভূত করায়। দৈন্যই সাধুগুরুর চিত্তকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র উপায়। সাধুর আকর্ষণে পড়িতে পারিলেই একমাত্র মঙ্গল। সাধুসঙ্গের দ্বারাই দীনতা আসিবে। চিত্ত দ্রবীভূত হইলে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়া মনে হইলে দীনবন্ধুর সন্ধান পাওয়া যায়। যদি সর্ব্বক্ষণ সতের সঙ্গ বা সচ্চিন্তা না হয়, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে। যেখানে শ্রীভগবান ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রিয়ত্ববোধ নাই, অথচ বিশ্বের প্রতি আসক্তি, বড় হইবার ইচ্ছা, পুরুষাভিমান, বিষয়-বাসনা বা জড়ৈশ্বর্য্যাকৃষ্টবৈভবের মদে মত্ততা আছে, তথায় ভক্তি নাই। শরণাগতি বা অভিনিবেশ কৃপার লক্ষণ। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে তবে বুঝিতে হইবে কৃপা পাইতেছি না। এইরূপ অবস্থা যদি হয়, তবে কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে ডাকিতে হইবে। যদি কুটিলতা না থাকে, আন্তরিক সরলতা থাকে, তবে তাঁহাদের কৃপা হইবেই।

শ্রীভগবান সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলজনক। ভক্তগণ সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান ও তাঁহার কৃপার কথা বুঝিতে পারেন। ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের সর্ব্বক্ষণ আদান প্রদান চলিতেছে। ভক্তের শ্রীভগবান ব্যতীত আর কেহ নাই। ভক্তের নিজের কোন ভোগ্যবস্তু নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন—সেব্যদর্শন। ভক্তগণ সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনে কোন ভ্রান্তি নাই, সকলকে ভগবৎ-সেবকরূপে না দেখিয়া যে-ভাবেই দেখা যাউক না কেন, সবই ভ্রান্ত-দর্শন। যিনি যাহা, তাঁহাকে সেইরূপে দর্শনই সুদর্শন। ইষ্ট-দেবকে চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত হৃদয়-নয়নের দ্বারা তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়। কৃপালাভের জন্য যত্ন অতীব প্রয়োজন। লোক না দেখাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কৃপার জন্য ক্রন্দন করা উচিত। অনুক্ষণ অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া কৃপার জন্য ক্রন্দন না করিলে ইষ্টদেবের হৃদয় গলিবে না—কৃপোন্মুখ হইবেন না। কপটতা না করিয়া আন্তরিকতার সহিত কৃপালাভের জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। কৃপার পথ ছাড়িয়া কৃত্রিমভাবে সাধনের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করিলে সব বিফল হইবে। কৃপার জন্য তাঁহার যত অধিক চেষ্টা হইবে, তাঁহার প্রতি তত কৃপা হইবে। কৃপার জন্য চেষ্টা করা আগে স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত হওয়া। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শরণাগতবৎসল। শরণাগতের প্রতি তাঁহাদের অধিক করুণা। যিনি স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ইচ্ছা ইষ্টদেবের ইচ্ছার সহিত অমিল হয় না। ইষ্টদেবের ইচ্ছা ও শরণাগতের ইচ্ছা একটাই জিনিষ। ইষ্টদেবের সম্বন্ধেই তাঁহার সব কাজ। ইষ্টদেবের সুখ-সম্বন্ধেই তাঁহার দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদন ও গমনাদি সব হইয়া থাকে। তাঁহার নিজের বলিতে কিছু নাই, তাঁহার অযোগ্যতার অনুভূতি খুব প্রবল। অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে তিনি ইষ্টদেবের কৃপা ও সঙ্গের জন্য অনুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া থাকেন। এইরূপ শরণাগতের প্রতি ইষ্টদেবের কৃপা স্বাভাবিক। সাধুগুরুর কৃপায় নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া যিনি কৃপার উপর যতটা নির্ভর করিতে পারিবেন এবং তজ্জাতীয় জন্য ব্যাকুল হইয়া বাহ্যিকতা বা স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া গুরুকৃষ্ণচরণে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিবেন, যিনি অকপট হইবেন, যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানকে যতটা আপনজ্ঞান করিতে পারিবেন, তাঁহার উপরই ততটা কৃপা হইবে। একদিক হইতে শরণাগতি ও অন্যদিক হইতে কৃপা দরকার; নতুবা কোন সুবিধা হইবে না। একদিক হইতে হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেওয়া চাই, আর সেদিক হইতে কৃপাও আসা চাই।

ব্যক্তিগত মঙ্গলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। নতুবা নিজ মঙ্গল হওয়া কঠিন। ব্যক্তিগত জীবনে সতর্ক থাকার

গোপন কথা স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিয়া, শরণাগত হইয়া প্রীতির সহিত হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ধারণ করা। সাধুগুরুর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের প্রতি শরণাগতি, ব্যক্তিত্বের প্রতি আত্মনিবেদন ও প্রীতি ব্যতীত ব্যক্তিগত ভজন হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ভজনই ব্যক্তিগত ভজন। এবিষয়ে লক্ষ্য ঠিক থাকা দরকার। লক্ষ্য হইবে শ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। কোন যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে কাতর ক্রন্দনকেই সম্বল করিতে হইবে। তাহা হইলেও প্রভু দয়া করিবেন। সেবাবঞ্চিত দীন কাঙ্গাল আমাদের প্রভুর সেবাকেই জীবন করিতে হইবে। সেবকের সেবাপ্রার্থনা হৃদয়ে অনুক্ষণ থাকিবে। কৃপাপ্রার্থীর হৃদয়ে যতই অকপটে কৃপাভিক্ষাপ্রবৃত্তি জাগিবে, ততই ইষ্টদেবের হৃদয়ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কৃপা যতই হইবে, ততই কৃপাভিখারী হৃদয়কে কৃপার জন্য কাতর করিয়া তুলিবে। যতই সেবা ও কৃপা আসিবে, ততই কৃপাকাঙ্ক্ষা কোটিগুণে হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া প্রভুর জন্য ব্যগ্রতা ও বিরহকাতরতা জাগাইবে। সেবার অভাব-উপলব্ধিই প্রকৃত দৈন্য। যেখানে বিরহ, সেবা-লোলুপতা, সেখানে দাসাভিমান, সহিষ্ণুতা, অমানি ও মানদস্বভাব স্বাভাবিক। এবিষয়ে উদাসীন হইলে সুবিধা হইবে না। যেখানে এ বিষয়ে অমনস্কতা, সেইখানেই বিপদ। যে নিজের দিকে লক্ষ্য করে না, ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখে না, তাহার প্রকৃত মঙ্গল কিরূপে হইবে? সর্ব্বক্ষণ আত্মসংশোধন করিতে হইবে। নিজের বুকে নিজে হাত দিয়া দেখিতে হইবে আমি কি ইষ্টদেবের সেবা করিতে পারিতেছি, না নিজেকে ও অপরকে কেবল ভোগা দিতেছি?

ভক্তগণ সতত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় কৃষ্ণচিন্তায় ব্যস্ত। তাঁহাদের চেতন মনে—সেবোন্মুখ মনে কৃষ্ণচিন্তাস্রোতঃ সতত উদ্বেলিত হইতেছে। তাঁহাদের শুদ্ধচিত্ত সতত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন। চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্মৃতি সহজভাবেই হয়। নিষ্কপট জীব যেকালে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরধামের আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌর নিত্যানন্দের পদকমলকেই সম্বল ও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন-হীন-নীচ-পতিত-জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বিরহে অকৃত্রিম দৈন্যভরে উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃপাপ্রার্থনা করেন, তৎকালে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়, তখনই তাঁহার সংসার-বাসনা তুচ্ছ এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় জীবের বিরূপের জন্য, অন্যাভিলাষিতা, মানপ্রতিষ্ঠা স্পৃহা ও অন্যে মানদানে অনিচ্ছা বিনষ্ট হয়। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্মৃতি সহজ ও অবিচ্ছিন্ন হয়।

ইষ্টদেবকে সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে রাখিতে হইবে। তাঁহাকে ভুলিলে চলিবে না। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণস্মৃতির অনুকূলে হওয়া প্রয়োজন। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে তাহা বিধির নামে অবিধি। এই বিষয়টীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে, যাবতীয় বিধিকে এই কৃষ্ণস্মৃতির অনুগত করিতে না পারিলে সেই বিধির কোন মূল্য নাই। সাধুসঙ্গে নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনফলে স্মরণ হয়।

নিরপরাধে শ্রবণকীর্ত্তন হইলে নির্ম্মল হয় ও ক্রমশঃ স্মরণের উদয় হয়। অপ্রাকৃত গুরুবৈষ্ণবের শুশ্রূষাকারী ও কখন শরণাগত নিবেদিতাত্মা শিষ্যের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম উদিত হন। শ্রীনামনিয়ামক বা প্রভু শ্রীনামাচার্য্যই শ্রীনামপ্রভুকে দিতে পারেন। গুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই।

যখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছি, তখন হইতেই পাপপুণ্য আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যজ্য। এই সব অনিত্যবস্তু ছাড়িয়া ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইবার যত্ন করিলেই সকল সন্তাপ যাইবে, হৃদয় নির্ম্মল ও সুখপ্রদ হইবে। মুখে হরিনাম ও মনে কৃষ্ণচিন্তা করিতে হইবে; মনে মুখে এক না হইলে হরিনাম হয় না, ছায়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল শাস্ত্র এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবার কথা বলিয়াছেন। সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের কথা শ্রবণ কর, আর মুখে হরিনাম—কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণস্মরণ কর, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ।

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ, বাক্য মুখে বল হরি॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ-ধন।
চরণে ধরিয়া বলি—কৃষ্ণে দেহ মন॥"

সাধুগুরু অতিমর্ত্ত্য

——•::(•)::•——

শ্রীভগবান্ যেরূপ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, তাঁহার ভক্তগণও সেইরূপ স্বতন্ত্র। ভক্তগণ শ্রীভগবানের ইচ্ছাধীন। তাঁহারা এজগতের বিধিনিষেধের অন্তর্গত নহেন। ভক্তি উদ্বুদ্ধ আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি। ভক্তি এজগতের দেশ, কাল ও পাত্রের অন্তর্গত ব্যাপার নহে। উদ্বুদ্ধ চেতন জীব যে-কোন দেশে, যে-কোন কালে, যে কোন পাত্রে অবস্থিত হইয়াও নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। ভক্তি এজগতের কোন ব্যাপারবিশেষ নহে। তাহা আত্মার নিত্যসিদ্ধ বৃত্তি। চেতনের প্রতি চেতনের প্রীতিই ভক্তি। এই ভক্তি অপ্রতিহতা। এইসকল প্রদর্শনের জন্যই শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণ বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন কাল ও বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া নিরপেক্ষ, অপ্রতিহতা ভক্তির কথা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ ও বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে বজ্রাঙ্গজী কপিকুলে, গরুড়, জটায়ু প্রভৃতি পক্ষীকুলে, বিভীষণ রাক্ষসকুলে, শ্রীবলি দৈত্যকুলে, শ্রীতুলসী বৃক্ষকুলে, শ্রীগঙ্গা-যমুনা জলকুলে, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ম্লেচ্ছকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে-কোন কুলে আসিলেও তাঁহাদিগকে সেই কুলের অন্তর্গত মনে করিতে হইবে না, করিলে মহা-অপরাধ হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, সকলকলুষ-বিনাশী শ্রীভগবন্নামে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহিত সমানবুদ্ধি করে, সে নারকী।"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"শোচা-দেশে, শোচাকুলে আপনসমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব 'অবতরে'।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে॥
জাতি, কুল, সব—নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি, শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে॥
প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান্।
এইমত হরিদাস নীচজাতি নাম॥"

শ্রীগুরুবৈষ্ণব কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় জগতে জন্মমৃত্যুর অধীন হন না। শ্রীভগবান বিষ্ণু যেরূপ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি বিদূরিত করিয়া ভাগবতধর্ম্ম স্থাপনের জন্য বাস্তবসত্যানুসন্ধিৎসুগণকে সত্যস্বরূপ নিজ-পাদপদ্মের সন্ধানদানে আনন্দবর্দ্ধনার্থ স্বেচ্ছায় এ জগতে আগমন করেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণও ভগবল্লীলাপুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় বা ভগবদিচ্ছায় এ জগতে অবতরণ করিয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তির সন্ধান প্রদান করেন। যখন অপরাধগ্রস্ত ভগবদ্বিমুখ জীব শ্রীভগবানের আচরিত ও প্রচারিত সত্যধর্ম্মকে আচ্ছাদিত ও বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা করে—যখন জীব ভক্তের আনুগত্যে ভগবানের সেবা বাদ দিয়া ভোগ করিতে গিয়া ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করিতে থাকে, সেই সময় ভগবৎ-প্রতিনিধি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ এজগতের বিভিন্ন দেশ, কাল, পাত্রের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া জীবকুলকে নরকের পথ হইতে রক্ষা করেন।

এ জগৎ ভগবদ্ভক্তের বাস করিবার স্থান নহে। এখানকার অধিকাংশ জীবই ভগবদ্বহির্ম্মুখ। সেইসকল বহির্ম্মুখ জীবজাতি ভগবদ্ভক্তকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিয়া—ভগবানের নাম, ধাম, কামের [illegible] হয়। তথাপি ভক্তগণ সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অন্যায়-অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াও আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যদি অন্ততঃ একটী জীবকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন। এরূপ জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা এ জগতে আসেন। কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের ন্যায় ভক্তগণ এ জগতে আসেন না। তাঁহারা ভগবল্লীলাপুষ্টির জন্যই এখানে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা জন্ম মৃত্যুর অতীত বস্তু। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"অতএব, 'বৈষ্ণবের' জন্ম-মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥"

এই ভক্তের সেবা ব্যতীত শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইতে পারে না। ভক্তের সেবা-রহিত যে ভগবানের ভজন, তাহাতে সিদ্ধিলাভ হইতেও পারে না হইতেও পারে। কারণ, ভগবান্ একমাত্র ভক্ত ব্যতীত সাক্ষাদ্ভাবে অন্য কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভক্তের সেবা অর্থাৎ ভক্তের সন্তোষ-বিধান করিয়া থাকিলে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::):: ——

১।

ভগবদ্ভক্তি প্রত্যেক জীবের আত্মগত বৃত্তি। অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের সেই বৃত্তি নিজ সুখবাসনাদ্বারা আবৃত হয়। সাধুসঙ্গফলে সেই আত্মবৃত্তি ক্রমশঃ অনাবৃত হইতে থাকে। যখন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারনির্ম্মুক্ত না হইয়াও অজ্ঞাত সুকৃতিবলে সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, "নিত্যপ্রভু শ্রীভগবানের সেবাই আমার ধর্ম্ম" বলিয়া জানিতে পারে, তখন সে তাহার কায়িক, বাচনিক ও মানসিক চেষ্টার ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিতাৎপর্য্যহীন সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এবং জ্ঞান সমস্তই বৃথা। কাম্য কর্ম্ম ত' দূরের কথা, নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহাও বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। সেইজন্য গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

(গীতা ৯।২৭-২৮)

হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু কর যাহা কিছু আহার কর, হোম কর, দান কর, বা তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে সমর্পণ কর। কর্ম্ম অন্তঃকরণ-সংস্কারে কৃত হইয়া গেলে ব্যবহারিক মতে কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ অবশেষে নামমাত্র আমাতে অর্পণের ছল দেখায়, কিন্তু তাহার নাম কর্ম্মার্পণ নহে। কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিয়া তাহারূপে অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিখিল কর্ম্মের ফল যে শুভাশুভ বন্ধন, তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাসযোগপূর্ব্বক 'আমার স্বরূপগত সেবা প্রাপ্ত হইবে।

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো
বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥"

(গীতা ১৮।৬৪-৬৫)

হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অত্যন্ত আত্মীয়, তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি; তুমি মদগতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য তোমাকে বলিলাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম,
যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ আজ্ঞা—বলবান্॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয়॥"

বদ্ধজীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। বদ্ধজীব হয় অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম করিবে, না হয় সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই সকল সৎকর্ম্মের দ্বারা জীবের বাস্তবমঙ্গল কখনই হইতে পারে না। কর্ম্মদ্বারা কখনও ভক্তিলাভ হয় না। কর্ম্ম কখনও ভক্তির জনক নহে। কর্ম্মার্পণদ্বারাও কৃষ্ণে ঐকান্তিক প্রেমভক্তি হইতে পারে না। সাম্মুখ্যাভাস-রূপ কর্ম্মার্পণদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ দৃঢ় হয়; চিত্ত দৃঢ় হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্যা কৃষ্ণভক্তিতে অধিকার হইয়া থাকে। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, ততই ভক্তির উদয় হইতে থাকে। সম্পূর্ণভাবে শ্রীভগবচ্চরণে নিবেদিতাত্মা হইয়া ভগবদিচ্ছাদ্বারা চালিত হইয়া যে ভগবৎসুখবিধানময়ী প্রচেষ্টা, তাহাই ভক্তি। স্বয়ং ভগবান্ বিপ্রশ্রেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমারই ন্যায় সচ্চিদানন্দময়ত্ব লাভে যোগ্য হ'ন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়া-ছেন,—

"তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজনবাসনা॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখ সার॥"

এইরূপ যে ইন্দ্রিয়চালনা, তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চালনা নহে। শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যময়ী ইন্দ্রিয়চালনাই নির্গুণা ভক্তি।

সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাধ্য হয়, তখনই তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধ-ভাব; সেই নিত্যবর্ত্তমান বা স্বতঃপ্রকাশ কৃষ্ণপ্রেমরূপ ভাবের জীবাত্ম-হৃদয়ে আবিষ্করণই সাধনযোগ্যতা। অতএব ইহার দ্বারা নির্গুণ, নিত্যসিদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি শরণাগত ইন্দ্রিয় প্রেরণা-দ্বারা সাধনীয়া —ইহাই উক্ত হইয়াছে।

জড়েন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বাক্, পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে নিজভোগতাৎপর্য্যে নিযুক্ত করিলে জীবের সংসারবন্ধন অবশ্যম্ভাবী। মুমুক্ষু হইয়া ঐসকল ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা নিরোধ করিলেও তদ্দ্বারা পরম লাভ হয় না। কিন্তু, সেই সকল ইন্দ্রিয়কে শ্রীভগবানের সেবোন্মুখ করিলেই অর্থাৎ তদ্দ্বারা নিজের বিলাস বা কাম-চরিতার্থ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের বিলাসে বা তাঁহার কামপূরণার্থ নিযুক্ত করিলেই পরমমঙ্গল অর্থাৎ সেবাসুখ লাভ হইতে পারে। এজন্য সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাধন-ভক্তিবলে বদ্ধজীব জড়ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিবৃত্তানর্থ হইয়া অপ্রাকৃত সেবায় অধিকারী হন। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমত্তার সীমা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"জীবের যে নিগূঢ় শক্তি আছে, তাহাতে কৃষ্ণ-কৃপা ও ভক্তকৃপাক্রমে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি-বৃত্তি-বিশেষ উদিত হইলে ভক্তির স্বরূপ উদিত হয়। জীবের শরীর, বাক্য ও মন—সকলই বর্ত্তমান অবস্থায় জড়ভাবাপন্ন; স্বীয় বিবেকশক্তিদ্বারা জীব যখন তাহাদিগকে চালিত করেন, যখন জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিরাগরূপে কোন শুষ্ক-ব্যবহার উদিত হয় মাত্র; ভক্তিবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ক্রিয়াবতী হইলেই শুদ্ধভক্তিবৃত্তির প্রকাশ হয়।"

ভক্তি নিরপেক্ষা। ভক্তি কখনও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধা আত্মবৃত্তি। সুতরাং নিত্যসিদ্ধ, নিরপেক্ষ, শুদ্ধ, অনন্ত, কেবল বা অনুকূল অভিধেয়দ্বারাই নিত্যসিদ্ধ স্বপ্রকাশ-বস্তুর উদয় হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-প্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমোধর্ম্ম॥"

(চৈঃ চঃ)

শুভ বা অশুভ-কর্ম্ম যদি ভক্তির অনুকূল না হয়, তাহা হইলে তাহাও অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম মাত্র। ভোগময় প্রাপঞ্চিক-দর্শনে জড় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মের বিরক্তিকে ভক্তির প্রসূতি বলিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হন, কিন্তু জ্ঞান ও বিরক্তি ভক্তির পূর্ব্বপুরুষ নহে। ভক্তি হইতেই শুদ্ধজ্ঞান ও ভগবদিতর ব্যাপারে বিরক্তি উৎপন্ন হয়।

বাস্তববস্তুর সহিত প্রতিবিম্বিত বস্তুর কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও বস্তু দুইটী যেমন পৃথক্, ভক্তি ও কর্ম্ম তদ্রূপ বহির্দৃষ্টিতে একইরূপে প্রতিভাত হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, একটি দেহ ও মনের নশ্বর কার্য্য-বিশেষ, অপরটি আত্মার নিত্যক্রিয়া। একটির ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কাম, অপরটি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ প্রেম। একটি খণ্ডকালের অন্তর্গত অপরটি নিত্য। দূর্গ-নিজদেহ-দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু ভক্তি প্রাকৃত দেহ ও মনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। ভক্ত ও ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি তদ্দ্বারা ভগবানের প্রতি যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাই ভক্তি। আত্মা যখন ভক্তিযোগে ভগবানের উপাসনা করিতে থাকেন, তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়, মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে; দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি ভাববিকার প্রকাশ করিতে থাকে; তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়সকল তখন ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতে থাকে; হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে, তাহা শ্রীভগবান্‌কেই প্রদান করিয়া তৃপ্ত হয়। পদ তীর্থ ও সাধুপ্রতিষ্ঠিত স্থান সকলে বিচরণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। জিহ্বা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকথা কীর্ত্তন ও শ্রবণাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। যাঁহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়পূর্ব্বক ভক্তির যথার্থ তাৎপর্য্য ও অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র বাহ্য আচরণ লইয়া টানাটানি করেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ভক্তগণের আচরণের সহিত বহির্দৃষ্টিতে প্রায় এক হইলেও 'এক' নহে। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বর্ত্তমান।

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা-ভক্তি ভগবৎ-সুখানুসন্ধানময়ী বৃত্তি লইয়া অনুক্ষণ অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। শ্রীভগবানের প্রতি অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনামস্মরণ, শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীনামপ্রচার, শ্রীভগবচ্চিন্তা, শ্রীভাগবতপাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম নহে।

অনুশীলনটী ক্রিয়া ও ভাব—উভয় প্রকার রূপধারী। যেখানে কেবল ক্রিয়া আছে, কিন্তু সেই ক্রিয়া ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানচিন্তা, অপ্রাকৃত ভাব বা অনুরাগের দ্বারা চালিত নহে, তাহা কর্ম্মকাণ্ড মাত্র। প্রীতিবিষয়াত্মক ভাব সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অনুশীলন অধিকতর ভাবময়। তাঁহাদের সেই ভাব দেহ, বাক্য প্রভৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাঁহারা অপ্রাকৃত প্রেমভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণচরিত গান করেন, শ্রবণ করেন, স্মরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদ-সেবন করেন, অর্চ্চন করেন, বন্দনা করেন—তাঁহাতে দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন এবং কখনও নৃত্য করেন, কখনও অশ্রু, কম্প, পুলক, মূর্চ্ছা, সিংহনাদ, হাস্য, রোদনাদিভাব-সমূহ তাঁহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কখনও বালকবৎ, কখনও অবধূতবৎ নানাপ্রকার ক্রিয়া-মুদ্রা তাঁহাদের চেষ্টার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্ত আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্ত কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

বাঙলায় কয়েকটি সেচ-ব্যবস্থা

সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে আরও চারিটি ছোট সেচ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পরিকল্পনায় জন্ত মোট ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করা হইয়াছে—বাঁকুড়া জেলায় বাকশী খাল সেচ পরিকল্পনা; বর্দ্ধমান জেলার খুঁড়ি নদী পরিকল্পনা; মুর্শিদাবাদ জেলার চিলনী বিল সেচ পরিকল্পনা ও ময়মনসিংহ জেলার পাথান বিল ও গড়াইখালীর মধ্যস্থ খাল সংস্কার। এই সময়ে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অপর তিনটি সেচ পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত পরিকল্পনায় জন্ত মোট ২৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রথানুসারে এই সমস্ত পরিকল্পনা জেলা-বোর্ড সমূহের সাহায্যে সম্পন্ন করা হইবে। পরিকল্পনাগুলি যথা—খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদীতে বিল নদীয়ার জল নিকাশের জন্ত জয়নগর খালের সংস্কার, খুলনা জেলার নবলাইবাণী খাল ও তেঁতুলতলা খাল সংস্কার।

সামরিক ব্যক্তিবর্গের সুখ-সুবিধা

বাঙলার বিভিন্ন জেলার নাবিক, সৈনিক ও বৈমানিক বোর্ড সমূহের মধ্যে পরস্পর সংযোগ ও তাহাদের কার্য্য তদারক এবং বাঙলার সামরিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ও তাহাদের পরিবারের সুখ-সুবিধার জন্ত বাঙলা সরকার "বঙ্গীয় প্রাদেশিক নাবিক সৈনিক ও বৈমানিক বোর্ড" নামে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

বাঙলার গভর্ণর এই বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্র-সচিব উহার সভাপতি এবং যুক্তপ্রদেশে ও পূর্ব্বভারতে সিভিল লিয়াজন অফিসার সহকারী-সভাপতি থাকিবেন। এরিয়া কমাণ্ডার অথবা প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের কমিশনারদ্বয়, বাঙলা ও আসাম সার্কেলের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল, প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর, লেবার কমিশনার, কলিকাতার সিপিং মাষ্টার, কলিকাতার রিক্রুটিং অফিসার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ব্যবস্থা পরিষদের দুইজন সদস্য, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন প্রতিনিধি সহ চারিজন বেসরকারী সদস্য এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের দুইজন এবং বাঙলার অবশিষ্ট অংশের জেলা বোর্ডসমূহের একজন, এই মোট নিতজন প্রতিনিধি লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী বোর্ডের সেক্রেটারী হইবেন।

দুর্গত অঞ্চলে সরকারী ঋণ

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের একটি প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে বন্যা ও ঝটিকার দরুণ শস্যহানির ফলে অধিক দুরাবস্থা দেখা দেওয়ায় দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসিগণকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে তাহার কিয়দংশ পরিশোধ করার কথা থাকিলেও গভর্ণমেণ্ট ঐ বৎসর কিছুই আদায় করেন নাই। ১৯৪৩-৪৪ সালেও গভর্ণমেণ্ট ঋণ আদায়ের জন্ত কোনও চাপ দেন নাই। গভর্ণমেণ্ট কাঁথি মহকুমা সম্পর্কে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ঐ মহকুমায় যতদূর সম্ভব আপোষে ঋণ আদায় করিতে হইবে এবং ইতিপূর্ব্বে যে কোন সার্টিফিকেটের মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে সকল ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের অসুবিধার কারণ ঘটিতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে মামলা তুলিয়া লওয়া হইবে। যাহাদের ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গতি থাকিলেও ইচ্ছা করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেছে না, তাহাদিগকে এই সুবিধা দেওয়া হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে কলেক্টার সার্টিফিকেটের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ মিঃ এম, এ, আজন (এম-এস-সি) নামক জনৈক শিক্ষার্থীকে প্লাসটিক্স শিল্প সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষার্থী ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪ বৎসর অবস্থান করিয়া সম্প্রতি তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি লসএঞ্জেলস (কালিফোর্ণিয়া) এর প্লাসটিক্স ইনডাষ্ট্রিজ টেক্নিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে প্লাসটিক্স ইঞ্জিনিয়াররূপে অনার্স সহ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত ইনষ্টিটিউটের সুবর্ণপদক লাভ করেন। তৎপরে তিনি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনকল্পে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

।• নটীকা শরণাগতি

=✽=

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

=✽=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৯শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২রা মে ইং ১৯৪৫, বুধবার { ৪১-৪২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫৯

দৈন্য ও কৃপা প্রার্থনা

——::(✽)::——

প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে দুর্দ্দশা লাভ হয়। এই দুর্দ্দশার উপলব্ধি যেখানে নাই, সেখানেই মোহ। অনাত্মাতে, অসতে আত্মবোধ হইলে শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ হয় না। ইহা অবিদ্যার কার্য্য। তুচ্ছাসক্তি, জড় নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ সাধুসঙ্গ হইলে যাইবে। প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যা দুইপ্রকারে সাধুসঙ্গ হয়। সঙ্গের ফল সঙ্গে সঙ্গেই হয়। সাধুর সঙ্গফলে অসাধুবৃত্তি চলিয়া গিয়া সাধুর বৃত্তি ভগবদ্রঞ্জন-প্রবৃত্তি লাভ হয়। সাধুসঙ্গে চরম উপাস্য শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গ—কায়মনোবাক্যে সাধুর আনুকূল্য বা সাধুতে অভিনিবেশ, সাধুর স্মৃতি বা সাধুর আচরণের অনুসরণ বুঝায়। সাধুসঙ্গ হইলে স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। স্বতন্ত্রতা থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ হইলে স্বতন্ত্রতা থাকে না। সাধুর ইচ্ছার সহিত যাঁহার ইচ্ছা এক, তিনিই শরণাগত বা সাধুসঙ্গী। হেয়-বস্তুর প্রতি উপাদেয় বোধ থাকিলে উপাদেয় বস্তুর সঙ্গ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ সাধুরূপে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি এ জগতে প্রেরণ করেন। সাধু শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি। জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তির আকর্ষণে পড়িবার সৌভাগ্য পান, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। যদি সাধুর অভিনিবেশসহ কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসা যায়, তবেই মঙ্গল হয়। সাধু ব্যতীত শ্রীভগবানের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। শ্রীভগবানের কৃপামূর্ত্তি সাধুর আশ্রয় যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই। সাধুকে একমাত্র আশ্রয়রূপে পাওয়াই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া। সাধুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেই সাধুকে পাওয়া যায়। সাধুর হৃদয় শ্রীভগবান্ এবং শ্রীভগবানের হৃদয় সাধু। সাধুর কান্দপ্রীতিতে শ্রীভগবান্ নিত্যকাল বাঁধা রহিয়াছেন। মিলন হয়—সঙ্গ হয়—প্রীতি হয় হৃদয়দ্বারা। সহৃদয় ব্যক্তিই সাধুসঙ্গ করিতে পারে। হৃদয়হীন ব্যক্তি সাধুর সঙ্গ করিতে পারে না। প্রীতি-ভালবাসাই হৃদয়ের বৃত্তি। প্রীতিমানই সহৃদয়।

সাধুগুরুর সহিত সকলসময় যুক্ত হওয়া যায় কি করিয়া? দম্ভরাহিত্য হইলেই হয়। দম্ভ অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান, স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রতা পরিহার করিতে পারিলে সাধুগুরুর সহিত যুক্ত থাকা যায়। স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিলে কখনও সাধুগুরুর সহিত মিলন হয় না। ইচ্ছা থাকিবে সাধুগুরুর। তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত নিজ-ইচ্ছার মিল হইলেই সাধুগুরুর সহিত মিলন হইবে—যুক্ত হইবে। সাধুগুরুর প্রতিকূল ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া তদিচ্ছার অনুকূল হইতে হইবে। প্রতিবান-স্পৃহা—অভক্তি। হৃদয়ের সহিত সাধুগুরুর ইচ্ছার অনুবাদ অর্থাৎ অনুসরণই ভক্তি। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, কৈতব অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কথায় না থাকে, তবেই সাধুর সহিত যুক্ত হওয়া যায়। সাধুগুরুর চিত্তবৃত্তির সহিত খাপে খাপে মিলিত হইবার পক্ষে দম্ভ ও কুটিলতাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায়। দম্ভ হইতে কুযুক্তি হয়—শ্রুতিকে না মানিয়া স্বৈরিণী যুক্তিকে ঈশ্বরী করা হয়। দম্ভ হইতে কুতর্কস্পৃহা প্রবল হয়। বাহিরে লোক-দেখান ভক্তির ভান—সাধুগুরুর আনুগত্য প্রদর্শন—শরণাগতের অভিনয়, আর অন্তরে তাঁহাদের শুভেচ্ছার প্রতিবাদ, ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে অনিচ্ছা—ইহাই কুটিলতা। অন্তর-বাহিরে সম-ব্যবহার যেখানে নাই, সেখানে সঙ্গ হয় না।

সংসার যখন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন সাধু-দর্শন হয়। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—হে মন, তুমি শীঘ্রকন্দর্পগঞ্জন শ্রীগুরুদেবকে পতিত তোমার জন্যই পতিত-পাবনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া জান। তিনি ব্যতীত জগতে তোমার আর গতি নাই। যদি মঙ্গল চাও, তবে স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় কর। সাধুগুরুকে মুনিবুদ্ধিসহকারে কেবল সম্মান না করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান।

সাধুসঙ্গক্রমে যখন দীনতা হইবে, তখন প্রাকৃত-অভিমান চলিয়া যাইবে। দ্রবীভূত চিত্ত হইতে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়া মনে হইলেই প্রাপ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। দীন, কাঙ্গাল, অকিঞ্চন হইয়া অনাথশরণ, দীনবন্ধু, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হইবে। যদি না হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইতেছে। যেখানে শ্রীভগবানের প্রতি প্রিয়ত্ববোধ নাই, স্থূল বা বিরাট্ বা মায়া-বৈভবের প্রতি আসক্তি, বড় হওয়ার ইচ্ছা, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে মত্ততা, পুরুষাভিমান, বিষয়-বাসনা, সেখানে ভক্তি হইবে না। পুরুষাভিমান থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা করা যায় না। দৈন্য বা কার্পণ্য শরণাগতির লক্ষণ। দীন না হইলে শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার জন্য চিত্ত দ্রবীভূত হইবে না। নিজেকে দীন পতিত বলিয়া উপলব্ধি হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে। কৃপা করা—শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়াই যাঁহার স্বভাব, তিনি কি কৃপা না করিয়া পারেন? আলো দেওয়া সূর্য্যের স্বভাব। সূর্য্যের আলো আবরণ করিলে অন্ধকারই লাভ হয়, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চাওয়া মানে তাঁহাকে বঞ্চনা করা। এগুলি সব বাধা।

প্রয়োজন একমাত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার ও সেবালাভ। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিত্যকাল প্রীতির সহিত তাঁহার সেবা লাভ করাই পরম প্রয়োজন লাভ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিবার ও তাঁহার সেবা প্রদান করিবার মালিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুর করুণাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে পারেন। এই স্বপ্রকাশশক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপা যাঁহার উপর হয়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ও সেবা পান, অপরে পান না। আমার একমাত্র প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার ও সপরিকর তাঁহার সেবা লাভ, কিন্তু তাহা আমার ভাগ্যে হইল না—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভক্ত অনুক্ষণ কৃপা প্রার্থনা করেন। ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতিহীন জানিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত দীন, পতিত, কাঙ্গাল মনে করেন। প্রয়োজনপ্রাপ্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর ও উৎকণ্ঠাক্রান্ত থাকে। অভাববোধ হইতে অযোগ্যতার অনুভূতি হয়। অভাববোধ হইলেই হৃদয়ে ক্রন্দন জাগে, চক্ষে জল আসে। এইরূপ দৈন্যার্ত্তিযুক্ত কাতর প্রার্থনাতেই করুণাময় ইষ্টদেবের হৃদয় বিগলিত হয়—কৃপার্দ্র হয়। দীনজননাথ নিত্যানন্দ কৃপা করেন।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

দ্বিতীয় নাই। চেতনরাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি সর্ব্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাঁহার আসন তত উর্দ্ধে। অকিঞ্চনের ন্যায় এত ধন কাহার আছে? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরমমঙ্গলবিশিষ্ট শ্রীভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয় রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাণ হয়? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন!

ঐশ্বর্য্য, জন্ম, শ্রুত ও শ্রী—ইহাই জড়-জগতের সম্পত্তি। এই জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, আবার এই চারিটীর মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্ত। এই অভাববোধ-জনিত ক্লেশ ও বিত্তাবস্থার মত্ততা উভয়ই পারমার্থিক অকিঞ্চনতা লাভের বিঘ্নস্বরূপ। জড়জগতে ধনী, কাঙ্গাল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্। কিন্তু চেতন-রাজ্যের রহস্য এই যে, চেতনরাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্য্যবান্। যিনি প্রেমসম্পদ্দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্‌কে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্যের কি তুলনা আছে? "সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" এই ভাগবত-বাক্যে বিদ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরা-বিদ্যায় যিনি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পণ্ডিত আর কাহার হইতে পারে? যিনি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে স্বীয়রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজধর্ম্মী করিয়া তুলেন, সেই 'অসমানোর্দ্ধ-রূপ শ্রীবিস্মাপিতচরাচর' স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, সেই অকিঞ্চনের রূপের ন্যায় রূপ আর কাহার আছে?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহত্তম হইতেছেন ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক। আবার সেই ভগবদ্বস্তু যাঁহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক। অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার অন্যদিকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। যে বস্তু যতটা লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই উর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি [illegible] [illegible] দেবীধাম, তদুর্দ্ধে বিরজা, তদুপরি ব্রহ্মলোক, তদুপরি পরব্যোম, সেই পরব্যোমের উচ্চপ্রদেশে শ্রীবৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কারণ অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপরিমেয়, দীনতা তেমনি অপরিমেয়। রূপাগ্রজবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভারী; কারণ, সমস্ত ভগবত্তত্ত্বের মূল অংশী শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পদ শ্রীগুরুদেবে পরিপূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব। এইজন্য শ্রীগুরুদেব—অকিঞ্চনসম্রাট্।

অকিঞ্চনতার ন্যায় সম্পদ্ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে এ কথা বলিতে পারেন—"যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার" তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে কৃপার কাঙ্গাল হন, তিনি পরিপূর্ণ কৃপালাভ করিয়া থাকেন। "শ্রীগুরুচরণে রতি না হৈল আমার" বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন, "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।"—এই চিন্তা যাঁহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার ন্যায় অনুরাগ-[illegible] জগতে বিরল। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"অকিঞ্চনেরই শ্রীভগবান্। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্ন কৌপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না।"

অকিঞ্চনতার স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতির রূপ—[illegible]। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীমানসসেবাসৌভাগ্য আমাদের অধিগমনীয় হয়। অকিঞ্চনতার মধ্যেই তৃণাদপি সুনীচত্ব বর্ত্তমান। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।

অকিঞ্চনই প্রকৃত ধনী। কারণ, তিনি বাহিরে কৌপীনপরিহিত হইয়াও ষড়ৈশ্বর্য্যের নায়ক স্বয়ং ভগবানের অংশী শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছেন।

যৎকিঞ্চিৎ

— [illegible] —

মনুষ্য জীবন লাভ করিবার পর যে সকল সৌভাগ্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে হরিভজন করিবার যে প্রবৃত্তি লাভ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য। এইরূপ সৌভাগ্যবান্ সকলের মধ্যেও আবার যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা আরও সৌভাগ্যবান্; তন্মধ্যে আবার যাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎ শিষ্য হইবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার [illegible] ও চরিত্রানুসারে চালিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সঙ্গী সেবক হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের ভাগ্যের আর তুলনা নাই। মহা অযোগ্য দুর্ভাগা ব্যক্তিরও যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভের সুযোগ হইয়াছে, উহা অপেক্ষা মহা সৌভাগ্যের কথা আর কি থাকিতে পারে? এই সৌভাগ্যলাভে যেন আমরা কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত না হই। শ্রীকৃষ্ণের নিজজনকে আমার একমাত্র নিজজন বলিয়া—একমাত্র প্রভু বলিয়া পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের করুণা শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহার স্নেহ-কৃপাকর্ষণে আকৃষ্ট হওয়ার ন্যায় সৌভাগ্য আর নাই।

মঙ্গলের বিঘ্ন অপসারিত করিতে হইলে শ্রবণের আবশ্যক। কর্ণধারই সর্ব্বাগ্রে পরম-মঙ্গলের কথা সাধুগুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া বরণের সৌভাগ্য হয়। আত্মসম্বন্ধ বিষয় কীর্ত্তিত না হইলে অপরের শ্রবণের সুযোগ হয় না। শ্রুত বিষয় কীর্ত্তন না করিয়া থাকা যায় না। আবার শ্রুত ও কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ না হইয়াও যায় না। যে বস্তু নিত্য, যাহার সহিত সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না, সেই বস্তুই নিত্য স্মরণীয়। কীর্ত্তনকারীর কৃপায় সেই বস্তুর শ্রবণ হইলেই তাহা স্মরণীয় হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন মঙ্গলময়ী কথা নাই—আর কোন শ্রেষ্ঠ লাভ নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কারীর দান—মহা দান। শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনে যে আনন্দ উদিত হয়, তাহা অতুলনীয়।

সেবার বিষয়ে সেবকের যে-সকল বৃত্তি পরিচালিত হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে নিজের ও পরের প্রকৃত উপকার হয় না। সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইলে তদ্দ্বারা নিজের ও পরের বাস্তব মঙ্গল হয়। সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না হইলে নিজের ও পরের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস উৎপাদনই ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা।

পরম আশ্রয়দাতার সান্নিধ্যলাভমাত্রই শেষ কথা নহে। তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার অনুশীলন আবশ্যক। তদ্ব্যতীত অন্য পথে মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি জিনিষটি রস। জ্ঞানাদি রসহীন শুষ্ক। কর্ম্মাঙ্গ সাময়িক ও পতনযুক্ত, কখনও বা নীরস। জগতে যে রস আছে, তাহাতে নানাপ্রকার অস্থায়িত্ব থাকায় দুঃখ আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ—রসরাজ। শ্রীকৃষ্ণভক্তি রসময়, রসসমুদ্র। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশ প্রকার রসের দ্বারা সেবিত হন। সেই সেবারসের সন্ধান পূর্ণ সেবকগণের নিকট হইতে পাওয়া [illegible]

[illegible] উচিত [illegible]—সেবোন্মুখ ভগবৎ-সেবায় একতানমনা হইলে সেখানে কো[illegible] থাকিতে পারে না; আর [illegible] সকলেই মৃত্যুপথের পথিক, তাই সকলেরই একতানমনা হইয়া সেবোন্মুখ-হৃদয়ে [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীকৃষ্ণকরুণা ভগবৎ-[illegible] আশ্রয়গ্রহণ করা উচিত। যেকয়দিন [illegible] বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই কয়দিন প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রত্যেক [illegible] সঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণানুশীলনের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান হইতেছে কিনা। যদি কৃষ্ণানু-শীলন সময়ে নিজের কিছু সুখাভিলাষ প্রবেশ করে, তবে তাহা কৃষ্ণানুশীলন হইবে না, প্রীতি লাভ হইবে না। অনুশীলন [illegible] সুখের জন্য করিতেছি, না নিজের স্নেহ-মানের ভাগও তাহাতে কিছুটা রাখিতেছি—এ বিষয় সতর্ক হইতে হইবে।

সরল উদারচিত্ত হইতে হইবে। নতুবা হরিভজনের আশা নাই। ভুক্তি, মুক্তি-কামনা-বাসনা যাহার নাই, তিনিই সরল। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সুখ ভিন্ন অন্য কিছু জানেন না, তিনি সরল। সরলই শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকারী। সরলই শ্রীকৃষ্ণকে পায়। ভক্তই সরল। সরলতাই ভক্তের প্রাণ। কুটিলের হরিভজন হয় না। দোষ খুঁজিয়া রাখিয়া কেবল কৃপার দোষ দিলে মঙ্গল হইবে না। কৃপার কোন দোষ নাই। আমি জলে না নামিলে সাঁতার শিখাইবেন কিরূপে? কৃপা যাহারা চায় না, তাহারা কৃপা কি করিয়া পাইবে? যিনি কৃপা চান, তিনি কৃপা পান এবং পাইবেনই। কৃপা যাহার জীবন, ভূষণ, সর্ব্বস্ব তিনিই কৃপার অধিকারী। দীন না হইলে—কাঙ্গাল না হইলে কৃপা পাওয়া যায় না। দীনই কৃপার কাঙ্গাল, তাহার আর অন্য বল ভরসা নাই। কৃপাই তাঁহার বল—কৃপাই তাঁহার ভরসা—সর্ব্বস্ব। যিনি ইষ্টদেবের কেবল কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সুখ আসুক, দুঃখ আসুক, সবই তিনি তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপার নিদর্শন অন্তরে উপলব্ধি করেন।

সাধুসঙ্গ লাভ অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও নিষ্কপট সেবাপ্রার্থীকে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণই সাধুসঙ্গের সুযোগ করিয়া দেন। কৃষ্ণপ্রিয় সাধুর সঙ্গলাভের জন্য নিষ্কপট প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে জানাইলে তিনি নিজেই চৈত্যগুরুরূপে আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রিয়জনের শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেন। আমরা নিজের ইচ্ছায় [illegible] খুঁজিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে পারি না। কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনন্য [illegible] জানাইলে, দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়জনের সহিত আমাদিগকে মিলন করান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার

নিরঞ্জনের সহিত সেবোন্মুখ জীবকে মিলন করান, আবার সাধুগুরু অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে দীন-কাঙ্গালগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করান। শ্রীকৃষ্ণের দয়ার তুলনা নাই! আমরা যাহাতে ভক্তের ভোগায় পড়িয়া না যাই, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণই হৃদয়ে সদ্বিচার ও সৎসাহস প্রদান করেন। মোহ ও অপরাধবশতঃই আমরা হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারি না। অচিন্ত্য-বস্তুর চিন্তাদ্বারাই জীব মোহগ্রস্ত হয়। সেইজন্য সাধুগণ গুরুভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে কালাতিপাত করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

--- ::*:: ---

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশে ভারত সরকার হিসাবের খাতা প্রস্তুতকারকদের অনেক সুবিধা দিয়াছেন। উহাতে তাঁহারা এখন ১৯৪৩ সালের মোট ব্যবহৃত কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ ব্যবহারের অনুমতি পাইয়াছেন।

সম্প্রতি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ ১৯৪৪ সালের জুন হইতে এক বৎসরের মধ্যেই কাজে লাগাইতে হইবে বলিয়া কোন বাধাধরা নির্দেশ নাই। যে-কোন বছরের ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উহার মেয়াদ থাকিবে। হিসাবের খাতা প্রস্তুতকারকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজের শতকরা ৬০ ভাগ ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসেই খরচ করিতে পারিবেন। কিন্তু বাকী ৪০ ভাগ কাগজ ১লা অক্টোবর হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সমান তিন কিস্তিতে খরচ করিতে হইবে। তবে প্রথম তিন মাসের বরাদ্দ কাগজ সবটা খরচা না হইলে ঐ বাড়তি কাগজ পরবর্ত্তী তিন কিস্তিতে ব্যবহার করা চলিবে।

ভারতে বৃটিশ পণ্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি

গত ১৩ই মার্চ—ভারতে বৃটিশ পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্র সম্বন্ধে এখানে যে-সরকারী আলোচনা শেষ হইয়াছে, তাহার পর ভারতবর্ষ প্রত্যেক বৎসরে ছয় কোটি পাউণ্ড মূল্যের বৃটিশ পণ্য গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। বৃটিশ সরকার ভারতের শিল্পের প্রসার—বিশেষতঃ বস্ত্রশিল্পের প্রসারে উৎসাহ দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভারতে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি প্রায় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। বৃটেনের বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতে কল-কারখানা খুলিবার অথবা যুদ্ধের পর ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সহযোগিতা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিক্রেতাদের প্রধান মন্ত্রী কমনওয়েলথ কনফারেন্স সম্পর্কে এখানে আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি পণ্য বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ পণ্য ভালই বিক্রয় হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন

মিঃ আলতাফ আলির মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত একজন সদস্যের আসন শূন্য হওয়ায় উহা পূরণের উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানকে নির্ব্বাচিত করিবার জন্য গবর্ণর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে আহ্বান করিয়াছেন। ২২শে মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার শেষ তারিখ। ২৩শে মার্চ মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষিত হইবে। ৭ই এপ্রিল ভোট লওয়া হইবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত প্রেসনোট প্রচার করিয়াছেন:—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য খাঁ সাহেব আবদুল আজিজের মৃত্যু হওয়ায় প্রেসিডেন্সী বিভাগ দক্ষিণপন্থী মুসলমান নির্ব্বাচনকেন্দ্রকে তাঁহার স্থলে ব্যবস্থাপক সভায় একজন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে বলা হইয়াছে। ২৭শে মার্চ রিটার্ণিং অফিসারের (প্রেসিডেন্সী বিভাগের) নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ও ২রা এপ্রিল মনোনয়নপত্র পরীক্ষার দিন বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে বস্ত্র রেশনিং

গত ১৭ই মার্চ—এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বোম্বাই-সরকার মিলের ধুতি ও সাড়ী রেশনিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে গত ১২শে মার্চ হইতে প্রতি ৩ মাসে একটি পরিবারের নিকট এক জোড়ার বেশী ধুতি ও এক জোড়ার বেশী সাড়ী বিক্রয় করা হইবে না।

পরিবারের কর্ত্তার নিকট যে রেশন কার্ড দেওয়া হইবে সেই রেশন না দেখাইতে পারিলে কাপড় পাওয়া যাইবে না।

এই নূতন পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক রিপোর্টার সমগ্র বোম্বাইয়ের কাপড়ের বাজার ঘুরিয়াও একখানি মিলের ধুতি কিম্বা সাড়ী জোগাড় করিতে পারেন নাই। এক মাস পূর্ব্বে পুরা দোকানদারদের ধুতি ও সাড়ী আটক করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াই উক্ত রিপোর্টার কাপড় পান নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রে প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রায় অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহারপ্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি ফেরৎযোগ্য নহে। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও জ্ঞানেন্দ্রকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২৯ পুরুষোত্তম গৌরাব্দ ৪৫৯. ২৯শে চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫১; ১২ই এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার { ২৭-২৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম আদি কারণোশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯,

অভিমান

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জীবনিচয় স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস তত্ত্ব। ভগবানের দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম। সেই দাস্যাভিমানের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণসেবা-তৎপর জীবগণই মুক্ত। স্বীয় সুখভোগবাঞ্ছা-বশতঃ কতকগুলি জীব ভগবদ্দাস্য স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বদ্ধ। কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃত হইবামাত্র মায়ার অবিদ্যাবৃত্তিজনিত একটি আবরণ জীবকে আচ্ছন্ন করে এবং সেই মায়া ক্রমশঃ লিঙ্গ ও স্থূলদেহ বিস্তার করিয়া জীবকে মোহিত করিয়া ফেলে। প্রথমেই জীবের একটী অভিমানের উদয় হয়, তাহাতে আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার ধন, আমার জন, আমার পতি, পুত্র প্রভৃতি নানারূপ অহংতা ও মমতা-ভাবের সৃজন হয়। এইপ্রকার অভিমানই সকল ক্লেশের মূল। যাবৎ এই অভিমান দূর হইয়া স্বরূপ উদয় না হয়, তাবৎ মায়াকোপ অনিবার্য।

সৌভাগ্যক্রমে জীবের বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে এবং বহু সুকৃতিফলেই ভগবদ্বিষয়ে ইচ্ছা হয়। তাদৃশ জীব সর্ব্বক্ষণই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন। অহংতা-মমতা প্রভৃতি দুষ্ট-ভাবগুলিকে হৃদয় হইতে দূরীকৃত করিয়া ভগবদ্দাস্যরূপ বিমল ভাব অর্জ্জন-চেষ্টায় তিনি নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকেন, পরন্তু কোন প্রকারেই আত্মাভিমানের প্রশ্রয় দিয়া আত্মতত্ত্ব হইতে দূরে পড়েন না। অভিমান বাস্তবিকই সর্ব্বনাশের হেতু। অভিমানহেতু অশেষ-অপরাধ-বিনাশক, ভজনসাধক "ভক্ত-পদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন মহাবলে" শ্রদ্ধা জন্মে না। স্বীয় বর্ণ বা আশ্রমোচিত-অভিমানবশতঃ আদৌ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ মহদপরাধ উপস্থিত হয়। মহৎকৃপা বৈষ্ণবের চরণামৃতে বা অধরামৃতে স্বল্প শ্রদ্ধাও আনা যায় না। অভিমানহেতু আপনা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ভক্তবরকে দণ্ডবৎ করিতে লজ্জা হয়, কিন্তু ভক্ত স্বীয় স্বভাবসুলভ তৃণাদপি নীচতা-গুণে প্রণাম করিলে আশীর্ব্বাদ করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হন না। কখন কখনও আশীর্ব্বাদ করিতে না পারিয়া বা মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিতে বিফল-মনোরথ হইয়া ক্ষোভিত হইতেও কাহাকে দেখা যায়। হায়, মায়ার কি অচিন্ত্যনীয় প্রভাব! বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াও এবং নিরন্তর সদুপদেশ স্বীকার করিয়াও জীব কোনমতেই স্বীয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় না।

দুষ্ট মায়াগ্রস্ত এই অভিমান ত্যাগ না করিলে কোনমতেই ভক্তি লাভ হয় না। সদ্বৃত্তি সাধকগণ বহু যত্নে "তৃণাদপি" শ্লোকটিকে জীবন-সম্বল করিয়া লন এবং অহংতা ও মমতাজনিত সমস্ত দুষ্ট-ভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তকৃপায় ভক্তিলাভে তৎপর হন। শাস্ত্রের এই বাক্যটি তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ করেন,—

"জাতিবিদ্যামহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
যত্নেন পরিবর্জ্জ্যানি পঞ্চৈতে ভক্তিকণ্টকাঃ॥"

"জাতি বিদ্যা রূপ আর মহত্ত্ব যৌবন।
এই পঞ্চ অভিমান করহ বর্জ্জন॥
এসব থাকিলে কৃষ্ণে ভক্তি নহে কভু।"

বর্ণলিঙ্গ বা আশ্রমলিঙ্গ ধারণ করিলেই কোনপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব জন্মে না। বিদ্যাবুদ্ধি-রূপ-গুণ-গত বা বর্ণাশ্রম-গত অভিমানে কোন লাভই নাই। তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসাদ লাভ করা যায় না। একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়। এই তুচ্ছ জগতে হয়ত দু'দিনের জন্য জাতি, বিদ্যা বা বর্ণাশ্রমের পূজা হয়, কিন্তু নিত্যপ্রভু ভগবানের চক্ষে তাহার কোন মূল্যই নাই। ভক্তই তাঁহার প্রিয় এবং ভক্তের ভক্তিই তাঁহার আকর্ষণী। হায়, আমরা কি মূর্খ, বুদ্ধিদোষে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া আত্মাভিমান-বশতঃ আমরা ভক্তের ভক্তির মূল্য বুঝি না, বৈষ্ণবের সম্মান করি না। যাঁহাদিগের অপেক্ষা পরমপাবন পূজনীয় জগৎ-সংসারে আর কেহ নাই, সেই বৈষ্ণবগণের নিকট যাইয়া অভিমানবশতঃ আমরা আত্মপ্রাধান্য দেখাইবার প্রয়াস পাই। অপার কৃপাময় বৈষ্ণবগণের কৃপায় কবে আমাদের হৃদয় হইতে প্রতিষ্ঠাশা ও ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হইবে এবং অসদাত্মাভিমান-বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইবে। তাঁহাদিগের কৃপায় তৃণাপেক্ষা নীচতা-গুণ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক আমাদিগকে ভক্ত-চরণতলে শায়িত করিয়া চরণকমল-সংস্পর্শ-জনিত বিমল আনন্দে অভিভূত করিবে। ভক্তগণের নিষ্কপট কৃপায় কতদিনে আমরা সকল অনর্থ মুক্ত হইয়া ভক্তিলাভের অধিকারী হইব।

দৈন্য-স্বভাব স্বীকার করতঃ যাঁহারা অকপটে বৈষ্ণবচরণাশ্রয় করিয়াছেন, বৈষ্ণবের কৃপাবলে তাঁহাদের সকল অভিমানই দূর হইয়াছে। বৈষ্ণবকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে যেরূপ ভাব হইয়াছে, তাহা শ্রীসার্ব্বভৌম-কথিত নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বড়ই মনোজ্ঞরূপে উক্ত হইয়াছে।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

ঐকান্তিকের স্বরূপ

—::(::@::)::—

ভক্তিপথ—একটী। সেবোন্মুখ ব্যক্তি-মাত্রেই একপথের পথিক। যেখানে এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের সেবার প্রতি উন্মুখতা, এক সর্ব্বসেব্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানের জন্য চেষ্টা, সেখানে উন্মুখগণের পরস্পরের উদ্দেশ্যের পার্থক্য বা অনৈক্য থাকিতে পারে না। শুদ্ধভক্তিপথাশ্রিত-মাত্রেরই কেন্দ্রস্থল—লক্ষ্যস্থল—উদ্দেশ্য এক। এই এক উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয় হয় নাই। লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর না হইলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছান সম্ভবপর নহে। যেখানে কেন্দ্র ঠিক হয় নাই, সেখানে বৃত্ত অঙ্কিত হইতে পারে না। সেব্যের সহিত যেখানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, আত্মীয়তা বা মমত্ববুদ্ধি হয় নাই, তাঁহার সেবাকৃপাই একমাত্র সম্বল—এই বিচার যেখানে সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেখানে সেবার কেবলমাত্র বাহ্যাড়ম্বর আছে, প্রকৃত সেবা হইতেছে না। ঐরূপ সেবার দ্বারা নিজের দেহ-মনের তর্পণই হয় মাত্র। আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত—আমাদের সেবাকাঙ্ক্ষী কাহা, আমাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন, বিগ্রহ সেবাকার্য্য, অপরের সহিত ব্যবহার, এমন কি, আমাদের

আহার, বিহার, বিশ্রাম, প্রাণধারণ—এ সকলের উদ্দেশ্য কি? এ সকল কি ইষ্টদেবের সুখের জন্য হইতেছে, না অন্য কোন ব্যাপারে লাগিয়াছে? ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানমূলে আমাদের সকল কার্য্যের পর্য্যবসান হইতেছে কি না, ইহা অনুক্ষণ অনুধাবনের বিষয়। ভক্তিপথ তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায় বড় অতি দুর্গম, না হয় অতি সরল, সহজ। ইষ্টদেবের আশ্রিতজনের পক্ষে অতি সরল, সহজ। ইষ্টদেবের আশ্রিতজনের কোন চিন্তা নাই। তাঁহাকে ইষ্টদেবই হাত ধরিয়া লইয়া যান। ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি স্নেহ-প্রীতিমান জনের পতনের আশঙ্কা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নাই। আশ্রিতের নিজ মঙ্গলের চিন্তা ও চেষ্টা নাই। আশ্রিতের মঙ্গলবিধাতা আশ্রয়দাতা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের। আশ্রিতের কেবলমাত্র অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-চেষ্টা ও চিন্তা আছে। আশ্রিতের জীবন-যাপন-প্রণালী কিরূপ, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শরণাগতিতে বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে আমারে পালিবে
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপজনেরে আসিতে না দিব
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে॥"

"আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥
অশোক, অভয় অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
বিশ্রাম লভিয়া
ছাড়িনু ভবের ভয়॥
তোমার সংসারে করিব সেবন
রহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ।
পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত আমার
কি কাজ অপর ধনে।
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।

থাকিয়া তোমার ঘরে।"

ভক্তিপথে চলিতে হইলে লক্ষ্য রাখিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া চলিতে হইবে। "আমি কৃপা পাইবই, ইষ্টদেব আমাকে কৃপা করিবেনই"—এইরূপ আশা-ভরসা ও দৃঢ়তা ভরপুর থাকিবে। তবেই উৎসাহ ও উৎসাহজন-রক্ষিত অপ্রতিহত গতি থাকিবে। যে মুহূর্ত্তে এই দৃঢ়তা থাকিবে না, অসতর্কতা আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই বিপথে, কুপথে অভিযান আরম্ভ হইবে। প্রত্যেকটী কার্য্য অনুভূতির সহিত হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্যহীন, অনুভূতিহীন কার্য্যের দ্বারা বাস্তবমঙ্গল হওয়া কঠিন। উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ভক্তিযাজনের দ্বারা কোন প্রকারেই বাস্তবমঙ্গল লাভ হইবে না।

ভক্তিপথে চলিতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠার প্রয়োজন। নিষ্ঠা অর্থাৎ ঐকান্তিকতা। নিষ্ঠা না থাকিলে সেবা হয় না। সেবকের সেব্যের প্রতি ও সেবার প্রতি নিষ্ঠা থাকিবেই। অন্যাভিলাষীর এই নিষ্ঠা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, প্রভৃতি অনর্থ থাকে, ততদিন ঐকান্তিকতা আসে না। সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে শ্রবণকীর্ত্তনফলে অনর্থগুলি দূরীভূত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। অনর্থযুক্তের শুদ্ধভজন হয় না। নিষ্ঠা হইতে প্রকৃত ভজন আরম্ভ হয়। অনন্য না হইলে ভজন হয় না। ঐকান্তিকতার বিপরীত চিত্তবৃত্তি ব্যভিচারপরায়ণতা। ঐকান্তিক একান্তিমুখী, আর ব্যভিচারী বহুমুখী। যতদিন পর্য্যন্ত চিত্তবৃত্তি বহুর প্রতি ধাবিত হইতেছে, বহুর প্রতি তৃষ্ণা রহিয়াছে, একের প্রতি লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত নাই, একের সুখবিধানের জন্যই সমস্ত জীবনীশক্তি নিযুক্ত হয় নাই, একের একাধিপত্য সাম্রাজ্য হৃদয়ে স্থাপিত হয় নাই, ততদিন ঐকান্তিকতার উদয়ও হয় নাই, শুদ্ধভজনও আরম্ভ হয় নাই।

বাস্তবসত্যবস্তু এজগতে নিত্যকালই আছেন; নিজদুর্দ্দৈববশতঃ আমরা তাঁহার সন্ধান পাই না। কপাল ভাল হইলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা হইলে সত্যবস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হইতে পারিব। সত্যবস্তুতে সুদৃঢ়নিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত মনে কিছুতেই সোয়াস্তি পাওয়া যাইবে না, ভয় সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে আলোড়িত করিবে। ধ্রুবসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ঐকান্তিক হইতেই হইবে। সতী-সাধ্বী হওয়া দরকার। সতী যেমন একমুহূর্ত্তও অপরের সঙ্গ কামনা করেন না, তদ্রূপ সত্যাশ্রিতজনও এরূপ ভোগবস্তুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হন না। 'দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়'—ইহাই শরণাগত ঐকান্তিকের উক্তি। যত বাধা আসে আসুক, যত আপদ্-বিপদ্ আসে আসুক, কিছুতেই ইষ্টদেবকে ছাড়িতে হইবে না। নিরন্তর অভীষ্টদেবের স্মৃতির মধ্যে থাকিলে বিপদাপদ কিছুই করিতে পারিবে না। ইষ্টদেবের আশ্রিত থাকিলে অনিষ্ট কোনপ্রকার ক্ষতি করিতে পারে না। ইষ্টদেবকে ছাড়িয়া দিলেই অনিষ্ট আসিয়া আক্রমণ করে। সত্যপদাশ্রিতমাত্রেরই 'আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে একমুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারিব না'—এইরূপ ব্যক্তিত্ব বা দৃঢ়তা আছেই। জগতের বহুরূপী প্রলোভনে তাঁহারা পা ভাসাইয়া দেন না। ইষ্টদেবের প্রতি নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা না থাকিলেই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে পড়িতে হইবে। ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকিলে মায়ার পদলেহক হইয়া লাথি খাইতে খাইতে প্রাণ বাহির হইবে।

ভজন প্রগতির মূলবাধা হইতেছে দম্ভ বা অহংকার। শরণাগতিই ভজনের সহায় এবং দম্ভই বাধা। যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার পদধূলিকে নিজ নিত্যসম্পদ বোধ করিতেছেন, তাঁহাদের ইষ্টদেবের প্রীত্যর্থ সেবায় কোন বাধা, মায়ার কোন প্রলোভন তাঁহাদিগকে একচুলও বিচলিত করিতে পারে না। একান্ত প্রভুভক্ত প্রভুর সুখের জন্য সব করিতে পারেন। প্রভুর সুখের জন্য যিনি নারকীর সেবা করিতেও প্রস্তুত, আবার পরম-আত্মীয়ের সঙ্গ ত্যাগ করিতেও দৃঢ়সঙ্কল্প। এইরূপ একান্তভক্ত যাঁহারা, তাঁহাদের প্রতিকার্য্যে, প্রতি পদবিক্ষেপে বাধা উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের কিছুই করিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীগুরু-কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সুখের জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট আছেন, তাঁহারা বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া ভীত হন না বা সেই-সকল বাধাকে প্রতিরোধ করিতেও যান না। সম্মুখে বাধা দেখিয়া পাশ কাটিয়া গিয়া প্রভুসেবায় সদা সচেষ্ট থাকেন। যাঁহারা কি সম্পদে, কি বিপদে, সবসময় শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন, সকল ব্যাপারের মধ্যেই তাঁহাদের কৃপাহস্ত দর্শন করিতেছেন, তাঁহারাই ঐকান্তিক। সাময়িক বাধাবিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে সেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক, অধিকন্তু সহায়ই করিয়া দেয়। ঐকান্তিক ভক্তের অভীষ্টলাভের যে বাধা, তাহা তাঁহাকে উত্তরোত্তর প্রভুর কৃপা-কাঙ্গাল করিয়াই দেয়। যাঁহারা সত্য সত্য অনন্যভাবে হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট নানা প্রকার বিপদাপদ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণেচ্ছায় উপস্থিত হইতেছে। বিপদের মধ্যেই শুদ্ধভক্তের সেবোৎসাহ কোটিগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়। বিপদে যে প্রকার আর্ত্তি সহজেই হৃদয়ে উদিত হয়, শরণাগতির পরিমাণ যে প্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ বিপদকে শ্রীভগবানের পরমকৃপা বলিয়া বরণ করেন এবং বিপদের মধ্যেই শ্রীভগবানের কৃপাহস্ত লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আশ্রয় নাই—এইটি যাহার যত উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি তত শরণাগত—তত ঐকান্তিক। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ বলেন—'আমি ত' তোমারই জন। আমাকে দণ্ড দিবে, নিন্দা-তিরস্কার করিবে কর, কিন্তু ছাড়িও না।' তাহারা জানেন—আমি ত' তোমারই; সুতরাং আমাকে ছাড়িবে কেন? তাই তাঁহাদের ভয় নাই। শরণাগতের আচরণ এই—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর-দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

'আমি যে তোমার হই জান সর্ব্বথায়'—ইহাই ঐকান্তিক শরণাগতের মনোগত ভাব। ঐকান্তিক শরণাগতজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—

"হরি হে!
আমি সেই দুষ্টমতি না দেখিয়া অন্য গতি
তব পদে লয়েছি শরণ।
জানিলাম আমি নাথ! তুমি প্রভু জগন্নাথ
আমি তব নিত্য পরিজন॥
সেই দিন কবে হ'বে ঐকান্তিক ভাবে যবে
নিত্যদাস ভাব লয়ে আমি।
মনোরথান্তর যত নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ
সেবিব আমার নিত্যস্বামী॥
নিরন্তর সেবা-বৃত্তি বাড়িবে চিত্তেতে সতী
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে কৃষ্ণসেবী-কুতূহলে
চিরদিন থাকি যেন তোর॥"

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ ২০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৪; ৪ঠা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৭; ১৭ই এপ্রিল, ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার { ৩০-৩১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বিষ্ণু দিন প্রচার গৌরাব্দ, ৪৫৪

ভগবদ্দর্শন কিরূপ?

পরমার্থ-পথের পথিকমাত্রেই ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত। ভগবদ্দর্শন কি, তাহার স্বরূপ কি, সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলেও ভগবদ্দর্শনই যে একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, ইহা সকলের হৃদয়েই বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সাধারণ মানবের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভগবদ্দর্শনের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভগবদ্দর্শনের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহারা শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপের শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা বলেন—এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা নাই। এই জগতে অপ্রাকৃত শ্রীনামাবতারই ভগবৎ-স্বরূপ। সেই নামরূপী নামীর স্ফূর্ত্তিই এই প্রপঞ্চে থাকাকালে ভগবদ্দর্শন। যাঁহার চেতনবৃত্তিতে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তিনিই ভগবদ্দর্শন করিতেছেন। শ্রীনাম গ্রহণ ও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। শ্রীনামই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবান্ পৃথক বোধ হয়। মুক্তপুরুষগণ শ্রীনামকেই শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন। যিনি শ্রীনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতার স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধস্বরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইয়া শ্রীনাম উচ্চারিত হইতে হইতেই শ্রীকৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে সকল বিষয় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ

হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তরূপ ভগবদ্দর্শনকারীর লক্ষণ এই যে, তিনি শ্রীনামের সেবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল। যতই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, ততই তিনি শ্রীনামকে অধিকতরভাবে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইবার জন্য কাতর হইতে কাতরতর, ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেছেন। ইহারই নাম—ভগবদ্দর্শন বা সিদ্ধি।

ভগবদ্দর্শনকারী বা সিদ্ধপুরুষ ভগবদ্দর্শন করিয়াছি বলিয়া তৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে অধিকতর আর্ত্ত হইয়া পড়েন। যিনি শ্রীভগবানকে যত পাইয়াছেন, তাঁহাকে যত অধিক দর্শন করিয়াছেন, তিনি তত অধিক তাঁহার অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধান কার্য্যটি শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আদর্শে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবান্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া শ্রীনামসমূহের বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা—কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না।

প্রকৃত ভক্তমাত্রেই শ্রীভগবানের অধিকতর দর্শনকাতর—অধিকতর অতৃপ্ত। 'কবে শ্রীভগবানকে দর্শন করিব, কবে তাঁহার সেবায় অভিষিক্ত হইব'—যিনি শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ এইরূপ বিরহ বিদ্যমান। শ্রীভগবানের শ্রীনামকীর্ত্তন-সেবায় যিনি অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানকে দর্শন করিতেছেন। জীবহৃদয় নিরপরাধ নামাশ্রয়জনিত দৈন্যে, বিরহে নির্ম্মল, শুদ্ধ-সত্ত্ব ভগবদ্ধামরূপে প্রকাশিত হইলে তখন সে স্থানে শ্রীভগবান্ বসিবেন। 'আমি অত্যন্ত অযোগ্য, অত্যন্ত দীন, অত্যন্ত পতিত, হে প্রভো! আমাকে এই বিশ্বের রূপ কেন দেখাইতেছেন, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর' যে হৃদয় লোক না দেখাইয়া নিরন্তর এইরূপভাবে অকপটে ক্রন্দন করে, তাঁহারই শ্রীভগবদ্দর্শন ভগবদ্দর্শন হয়। এজগতের লোক কখনও অন্তরের সহিত 'আমার ভগবদ্দর্শন হইল না'—এইরূপ ভগবদ্বিরহে অভিভূত নহেন। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্দর্শনের জন্য কাতর হইয়াছেন, ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষপিপাসা কোনপ্রকার কামনা-বাসনা তাঁহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তাঁহারা এ-জগতের কোন কিছুর জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহাদিগকে এজগতের সুখৈশ্বর্য্য—ব্রহ্মানন্দও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে পারে না। দৈন্যই শ্রীভগবানকে আকৃষ্ট করে। যাঁহার ভগবদ্দর্শনের জন্য সত্য সত্য বিরহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অনুক্ষণ শ্রীভগবানের নাম লইয়া কাতরভাবে ডাকিতে থাকেন। তিনি একমাত্র শ্রীভগবানের নামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রীতিতেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। প্রীতিহীন দর্শন অদর্শনের তুল্য। প্রীতি না থাকিলে বাস্তবস্বরূপ দর্শন হয় না। প্রীতিতে তৃপ্তি নাই। ভগবদ্দর্শনকারী ভক্ত অতৃপ্ত হইয়া স্বতঃই ভগবদ্দর্শনকাতর হইয়া থাকে। যাঁহারা নিত্যকাল ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ!
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্।"

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ! কবে আমি তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর-হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

সুতরাং ভগবদ্দর্শন—মহা মহা যোগি-ঋষিবৃন্দ ধ্যানাদির অগম্য ভগবদ্দর্শন শ্রীনামের কৃপায় সুলভ হইয়াছে। নামদৃষ্ট হইলেই ভগবদ্দর্শন অনায়াস-লভ্য হয়। শ্রীনামা-বতারের ও শ্রীনামাচার্য্যের নিকট অকপট-ভাবে আত্মসমর্পণই এই প্রপঞ্চে ভগবদ্দর্শনের একমাত্র উপায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ | ২০ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৯; ৪ঠা বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৭; ১৭ই এপ্রিল, ইং ১৯৪০, মঙ্গলবার | ৩০৩১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

• বিষ্ণু দিন প্রভাত গৌরাব্দ, ৪৫৯

ভগবদ্দর্শন কিরূপ ?

——:::●:::——

পরমার্থ-পথের পথিকমাত্রেই ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত। ভগবদ্দর্শন কি, তাহার স্বরূপ কি, সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলেও ভগবদ্দর্শনই যে একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু, ইহা সকলের হৃদয়েই বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সাধারণ মানবের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভগবদ্দর্শনের বিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণের ভগবদ্দর্শনের বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহারা শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপের শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা বলেন—এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা নাই। এই জগতে অপ্রাকৃত শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবৎ-স্বরূপ। সেই নামরূপী নামীর স্ফূর্ত্তিই এই প্রপঞ্চে থাকাকালে ভগবদ্দর্শন। যাঁহার চেতনবৃত্তিতে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তিনিই ভগবদ্দর্শন করিতেছেন। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। শ্রীনামই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে শ্রীভগবানের নাম ও শ্রীভগবান্ পৃথক বোধ হয়। মুক্তপুরুষগণ শ্রীনামকেই শ্রীভগবান্ বলিয়া জানেন। যিনি শ্রীনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অবিদ্যার স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধস্বরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইয়া শ্রীনাম উচ্চারিত হইতে হইতেই শ্রীকৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে সকল বিষয় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে।

হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তরূপ ভগবদ্দর্শনকারীর লক্ষণ এই যে, তিনি শ্রীনামের সেবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল। যতই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, ততই তিনি শ্রীনামকে অধিকতরভাবে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইবার জন্য কাতর হইতে কাতরতর, ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর হইতেছেন। ইহারই নাম—ভগবদ্দর্শন বা সিদ্ধি।

ভগবদ্দর্শনকারী বা সিদ্ধপুরুষ 'ভগবদ্দর্শন করিয়াছি বলিয়া তৃপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে অধিকতর আর্ত্ত হইয়া পড়েন। যিনি শ্রীভগবান্‌কে যত পাইয়াছেন, তাঁহাকে যত অধিক দর্শন করিয়াছেন, তিনি তত অধিক তাঁহার অনুসন্ধান করেন। সেই অনুসন্ধান কার্য্যটি শ্রীনামকীর্ত্তনমুখেই হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার আদর্শে প্রদর্শন করিয়াছেন।

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

হে ভগবান্! আপনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া শ্রীনামসমূহের বহুসংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই নামেই নামীর সকল প্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীনাম স্মরণ করিবার কাল কোন নিয়মে আবদ্ধ করেন নাই অর্থাৎ ভোজন, শয়ন ও নিদ্রা—কোন কালেই নাম স্মরণ করিবার অসুবিধা বিধান করেন নাই। কিন্তু আমার এতই দুর্ভাগ্য যে, শ্রীনামসমূহে কোন অনুরাগ জন্মিল না।

প্রকৃত ভক্তমাত্রেই শ্রীভগবানের অধিকতর দর্শনকাতর—অধিকতর অতৃপ্ত। 'কবে শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিব, কবে তাঁহার সেবায় অভিষিক্ত হইব'—যিনি শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ এইরূপ বিরহ বিদ্যমান। শ্রীভগবানের শ্রীনামকীর্ত্তন-সেবায় যিনি অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন। জীবহৃদয় নিরপরাধ নামাশ্রয়জনিত দৈন্যে, বিরহে নির্ম্মল, শুদ্ধ-সত্ত্ব ভগবদ্ধামরূপে প্রকাশিত হইলে তবে সে স্থানে শ্রীভগবান্ বসিবেন। 'আমি অত্যন্ত অযোগ্য, অত্যন্ত দীন, অত্যন্ত পতিত, হে প্রভো! আমাকে এই বিশ্বের রূপ কেন দেখাইতেছেন, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর' যে হৃদয় লোক না দেখাইয়া নিরন্তর এইরূপভাবে অকপটে ক্রন্দন করে, তাঁহারই শ্রীভগবন্নামস্ফূর্ত্তিরূপ ভগবদ্দর্শন হয়। এজগতের লোক কখনও অন্তরের সহিত 'আমার ভগবদ্দর্শন হইল না'—এইরূপ ভগবদ্বিরহে অভিভূত নহেন। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্দর্শনের জন্য কাতর হইয়াছেন, ধর্ম্ম, অর্থ কাম, মোক্ষপিপাসা কোনপ্রকার কামনা-বাসনা তাঁহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তাঁহারা এ-জগতের কোন কিছুর জন্য লালায়িত নহেন। তাঁহাদিগকে এজগতের সুখৈশ্বর্য্য—ব্রহ্মানন্দও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিতে পারে না। দৈন্যই শ্রীভগবান্‌কে আকৃষ্ট করে। যাঁহার ভগবদ্দর্শনের জন্য সত্য সত্য বিরহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অনুক্ষণ শ্রীভগবানের নাম লইয়া কাতরভাবে ডাকিতে থাকেন। তিনি একমাত্র শ্রীভগবানের নামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রীতিতেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। প্রীতিহীন দর্শন অদর্শনের তুল্য। প্রীতি না থাকিলে বাস্তবস্বরূপ দর্শন হয় না। প্রীতিতে তৃপ্তি নাই। ভগবদ্দর্শনকারী ভক্ত অতৃপ্ত হইয়া স্বতঃই ভগবদ্দর্শনকাতর হইয়া থাকে। যাঁহারা নিত্যকাল ভগবদ্দর্শন করেন, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন,—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ! হে মথুরানাথ!
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্॥"

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে আমি তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর-হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?

সুদুর্ল্লভ ভগবদ্দর্শন—যজ্ঞ, দান, যোগী ঋষিগণও ধ্যানাদির অগম্য ভগবদ্দর্শন শ্রীনামের কৃপায় সুলভ হইয়াছে। নামকৃপা হইলেই ভগবদ্দর্শন অনায়াস-লভ্য হয়। শ্রীনামাবতারের ও শ্রীনামাচার্য্যের নিকট সর্ব্বতো-ভাবে আত্মসমর্পণই এই প্রপঞ্চে ভগবদ্দর্শনের একমাত্র উপায়।

সেবা

—--::●::(●::●::——

ভক্তি কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপা অবিদ্যাকে নষ্ট করেন। সেবা করিতে করিতে 'আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস' এই শুদ্ধ অভিমান জাগ্রত হইলে অবিদ্যা বা যাবতীয় জড়াভিমান দূর হয়। যাঁহার ভক্তি আছে, জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভক্ত অন্যাভিলাষরহিত হইলেও যদি কখনও তিনি তুচ্ছ স্বর্গাদি ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষসুখ অথবা বৈকুণ্ঠাদি ধামপ্রাপ্তি প্রভৃতি কোনপ্রকার সুখবাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি ভক্তিপ্রভাবে সেইসকল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। ভক্তি স্বভাবতঃই পরমসুখ প্রদান করেন বলিয়া কর্মজ্ঞানাদি তাঁহার নিকট অতি হেয় ও তুচ্ছ।

ভক্তিই শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলে উপনীত হইবার সুগম পন্থা। ভক্তিপথে ঐকান্তিক আশ্রিতজনের কুপথে-বিপথে গমন করিয়া সময় নষ্ট করিতে হয় না। ভক্তিপথই একমাত্র মঙ্গলের পথ। ইহাতে অমঙ্গল, ভয় বা হতাশার কথা নাই। ইহা অশোক, অভয় ও অমৃত। সেইজন্য সাধুগণ এই ভক্তিপথেই বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যাগ করেন, তিনিও আমার ভক্তগণের ন্যায় ফল লাভ করেন না।

প্রকৃত সেবক অভীষ্টদেবের সেবা করিয়া নিজসুখ কিছু চাহেন না। অভীষ্টদেবের সুখ হউক—ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা; অহৈতুক সেবক ইষ্টদেবের সেবা করিয়া নিজলাভ কামনা করেন না—ইষ্টদেবের সুখই তাঁহার লাভ; তাহাই তাঁহার একমাত্র কামনা-বাসনা। অভীষ্টদেবের সেবার মধ্যে কোনপ্রকার উদ্দেশ্য থাকিলে তাহাতে তাঁহার শুদ্ধ সুখবিধান হয় না। সেবার মধ্যে কোনপ্রকার হেতু থাকিলে, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত সুখ বা আনন্দ হয় না। অভীষ্টদেবের জন্যই যেখানে সেবা, তাঁহার সুখবিধানই যেখানে কামনা, তাঁহার প্রতি নিরবচ্ছিন্না প্রীতিই যেখানে সেবককে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করায়, তাহাই প্রকৃত সেবা বা ভক্তি। প্রীতিই যেখানে সেবকের চালক, সুখী দেখিতে ভালবাসা-প্রবৃত্তিই সেবকের পরিচালক। এই প্রবৃত্তিই সেবকের চিত্তে ইষ্টদেবের নিরবচ্ছিন্না স্মৃতি আনিয়া দেয়। ইষ্টদেবের এই অভিনিবেশময়ী সুখানুসন্ধানই প্রকৃত ভক্তি। প্রীতিই যেখানে সেবককে ইষ্টদেবের সেবায় পরিচালিত করে, সেখানে নিরবচ্ছিন্না স্মৃতি, আবেশ ও অভিনিবেশ হইয়া থাকে। প্রীতি ও স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য। প্রীতি থাকিলেই স্মৃতি ও অভিনিবেশ থাকিবে। আবেশহীন ভক্তি ভক্তিযোগ নহে। বাহিরে ভক্তির আকার থাকিলেও যদি প্রীতিযুক্ত স্মৃতি ও অভিনিবেশ না থাকে, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে—ঐরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় না। বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ কিছু ভক্তি নহে, প্রীতিই ভক্তি। প্রীতির দ্বারাই ইষ্টদেবের সুখবিধান করা যায়। প্রীতিযুক্ত সেবকের বাহ্যিক স্থূল বা সূক্ষ্ম বাধাবিপত্তি বিশেষ কিছু ক্ষতি করিতে পারে না; আবার প্রীতিহীন সেবকের স্থূল সূক্ষ্ম ভক্ত্যঙ্গও বিশেষ সাহায্যকারী হয় না। ভক্তি হৃদয়েরই বৃত্তি। হৃদয়দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয়। হৃদয়ের বৃত্তি প্রীতিই তাঁহার সুখবিধান করে।

অভীষ্টদেবের সুখবিধানের নাম ভক্তি বা ভজন। অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখ যেখানে নাই, তাহা ভজন বা ভক্তি নহে। ইষ্টদেবের সুখ উৎপাদন, আনন্দ দানের নাম সেবা। যাহাতে অভীষ্টদেবের সুখ হয়, তাহা করার নামই সেবা বা ভক্তি। সেবকের দিক্ হইতে কোন হেতুমূলে যে অনুষ্ঠান, তাহা প্রকৃত সেবা নহে। সেব্যকে সুখ, আনন্দ দানই যেখানে হেতু, তাহাই সেবা। সেব্যের সুখ হইবে, ইহা লক্ষ্য করিয়া সেবার অনুষ্ঠানের নাম ভক্তি। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিরূপ হেতু লইয়া যে সেবার অনুষ্ঠান, তাহাতে অভীষ্টদেবের সাক্ষাদ্ভাবে সুখের কোন কথা নাই। অন্যানুসন্ধানরহিতা অর্থাৎ আরাধ্যদেবের সুখানুসন্ধানাত্মক অনুষ্ঠানই ভক্তি। ইহাই অনাবৃত চেতনের সহজবৃত্তি। জলের যেপ্রকার তারল্য ও শৈত্যধর্ম, অগ্নির যেপ্রকার দাহকারিণী বৃত্তি, সেই প্রকার চেতনের সরল সহজবৃত্তি—অভীষ্টদেবের সুখবিধান করা। ইহাতে কোন হেতু নাই। ইষ্টদেবের সুখবিধান করিলে আনন্দ, না করিয়া পারা যায় না, না করিলে কষ্ট হয়—এই চিত্তবৃত্তি ভক্তের। ভক্ত শ্রীভগবানের সুখবিধান না করিয়া পারেন না। ভগবানের সুখবিধান করাই ভক্তের সত্তা।

ইঁহারা! শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ অহৈতুক প্রীতির পাত্র। নিখিল জীবের তাঁহাদের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক। আপনার বলিতে একমাত্র তাঁহারাই। অভীষ্টদেব ব্যতীত আপনার জনও নিজজন আর কেহ নাই। তাঁহারা প্রীতিদ্বারাই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। প্রীতি-ভালবাসা না থাকিলে তাঁহাদিগকে পাইয়াও না পাওয়ার মত, সেবা করিয়াও না করার মত। প্রীতি-ভালবাসা ছাড়া তাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া পাওয়া যায় না। প্রীতি-ভালবাসা থাকিলে তাঁহাদের স্বরূপ জানা যায়, দর্শন-স্পর্শন, সেবা হয়। সতী পতির নিকট এবং মাতা পুত্রের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রীতির পাত্র প্রিয়জনের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রীতির পাত্র প্রিয়ের প্রীতিতে বশীভূত—অধীন হইয়া যান। প্রীতিতেই প্রিয়ের সান্নিধ্য লাভ হয়। প্রীতি পরস্পরের চিত্তবৃত্তিকে মিলন করায়। প্রীতিই উভয়কে উভয়ের প্রতি অভিমানযুক্ত করায়। প্রীতিই উভয়ে উভয়কে আপনার বোধ করায়। প্রীতির পাত্রের দর্শনাভাবে চিত্তেন্দ্রিয়কায়ের বিকার হয়। প্রীতিই সেবককে সেব্যের এবং সেব্যকে সেবকের অন্তরে প্রবিষ্ট করায়। প্রীতিতেই সেবক সেব্যের হৃদয় বুঝিয়া থাকেন ও তাঁহার রুচিকরী সেবায় অনুক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকেন।

অহৈতুক প্রীতির পাত্র শ্রীভগবানকে ভালবাসা যায়। প্রীতি থাকিলে সুদুর্লভ বস্তুও সুলভ হইয়া যান। অবাঙ্মনসগোচর বস্তুকেও ভালবাসা যায়, আপনার করিয়া সেবা করা যায় প্রীতি থাকিলে। পাঁচপ্রকারে তাঁহার দর্শন হয়—সেবা হয়। প্রীতিতেই ইহা উপলব্ধির বিষয়। এইজন্যই ভগবদ্ভজন কষ্টকর নহে—অতি সহজ। প্রীতির পাত্রকে প্রীতি করিতে—ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিতে কোন কষ্ট হয় না বরং প্রীতি না করিলে, না ভালবাসিলেই কষ্ট হয়। প্রীতির পাত্রের সুখবিধান করিতে ও সুখ দেখিতে চাওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কারণ নাই। প্রীতিই প্রিয়পাত্রের সুখবিধান, সেবা করায়। প্রীতির জন্যই প্রিয়ের সুখবিধান করা। অন্য কোন কারণের দ্বারা অভীষ্টদেবের সুখবিধান করা যায় না। ইষ্টদেব নিরুপাধিক প্রীতির পাত্র। স্বাভাবিক প্রীতির কাঙ্গাল তিনি।

——

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::●:: ——

ভক্তি— অহৈতুকী। শ্রীভগবানের কৃপাতেই ভক্তিলাভ হয়। ভক্তি—রস। রসময় শ্রীভগবানই সাধুগুরু-দ্বারে এই রস বিতরণ করেন এবং রসিকগণের দ্বারা নিত্যসেবিত হন। সাধু ও শাস্ত্র উভয়ঃ ভাগবত। উভয়ই শ্রীভগবানের প্রকাশ-মূর্ত্তি। এই দুই ভাগবতের দ্বারাঃ শ্রীভগবান জগতে ভক্তিরস বিতরণ করেন। শাস্ত্র অশরণাগতকে 'ভয়' ও শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়া—অমৃতের সন্ধান দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন। সাধুগণও শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়া—শ্রীভগবানের সেবা প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত কখনই ভক্তি হইতে পারে না। সাধুগুরুর বৃত্তিই ভক্তি। ভক্তি সাধুর কৃপাসাপেক্ষ। সাধুই ভক্ত। সাধুর পরিচালনে চালিত হওয়াই ভক্তি। আগে বরণ, তাহার পর গ্রহণ ও চালন। "আমার আমি ত' নাথ না রহিল আর। এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥"—ইহাই বরণ বা শরণাগতি। 'আমি তোমার'—এই অভিমান শরণাগতের। সাধুগুরু-কর্তৃক আত্মসাৎকৃতজনই প্রকৃত সুখী। এই সাধু যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার কত আশা-ভরসা। 'আমি শ্রীকৃষ্ণদাস্যাকাংক্ষায় পাইবই'—এই আশাই শরণাগতকে সর্ব্বক্ষণ চালিত ও উৎসাহিত করে। শরণাগতজন সাধু-গুরুই সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে চালিত করিতেছেন, ইহা নিয়ত অনুভব করেন। নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, তজ্জন্যই তিনি নির্ভীক। অভীষ্টদেব নিজেই কর্ত্তৃত্ব লইয়া শরণাগতকে দিয়া করাইতেছেন। তজ্জন্যই তিনি সুখী। অভীষ্টদেবকে সুখ প্রদানের নামই ভক্তি। অসুখী যিনি—সুখ যিনি পান নাই, তিনি ইষ্টদেবকে সুখপ্রদান করিবেন কি করিয়া? সুখীই সুখ প্রদান করিতে পারেন। এই সুখী কে? শরণাগত-জন—নিবেদিতাত্মজনই সুখী। সাধুগণ বলিয়াছেন,—"আত্ম-নিবেদন তুয়া পদে করি' হইনু পরমসুখী॥" "আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত।" আগে আত্মনিবেদন—সুখময়কে বরণ, তাহার পর ক্রিয়া বা ভক্তি। শরণাগতের সমস্ত কার্য্যই ভগবানের। শরণাগতকে চালিত করা শ্রীভগবানের কাজ। শ্রীভগবানের কাজই ভক্তি। ভক্তের কৃপাতেই এই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভক্তিলাভ হইতে পারে না।

অকিঞ্চন দ্বারাই ভক্তি পাওয়া যায়। অকিঞ্চন দ্বারা ভক্তি পাওয়া যায় না। সূর্য্যের আলোকে যেমন সূর্য্যদর্শন সম্ভব; তদ্রূপ ভগবৎকৃপাতেই ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভবকূপে পতিত ব্যক্তি শরণাগতিরূপ রজ্জ্বোত্তোলনের দ্বারা অবতীর্ণ ভগবৎকৃপাকে গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা কৃপার পথ পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম সাধনের ফলে শ্রীভগবানের রাজ্য জয় করিতে চাহেন, তাঁহারা কখনও মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন না। কৃপাশক্তি ও ভক্তি সমজাতীয় বস্তু; শ্রদ্ধা বা সেবোন্মুখতা বা শরণাগতিই কৃপাসহচরী। নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় ভগবৎকৃপায় যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার নাই। যিনি যতটা কৃপায় শরণাগত অর্থাৎ অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করিবেন, তাঁহার উপর ততটা ভগবৎকৃপা বর্ষিত হইবে। শ্রীভগবানের নিত্যস্বভাবই সর্ব্বজীবে অহৈতুকী কৃপা বিতরণ। সংসার-পরাঙ্মুখ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভগবৎকৃপা, শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ লাভ ঘটিতে থাকে।

হরিয়ে অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

অশরণাগত জীবেরই দুঃখ, ভয় ও চিন্তা; শরণাগতের এই সকল নাই। শরণাগত নিশ্চিন্ত, নির্ভীক ও সুখী। যাহার দুঃখ, ভয় ও চিন্তা আছে, সে সুখময়, অভয় শ্রীভগবান্ ও সাধুগুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করে নাই। আশ্রিত নির্ভীক, অশোক ও সুখী। সুখময়কে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার দুঃখ বা অসুখ থাকিতে পারে না। অমৃত পান করিয়াও যেখানে মৃত্যুর ভয়, সেখানে প্রকৃত অমৃত-পান হয় নাই—অমৃতপানের কেবল ছলনা বা লোকবঞ্চনা হইয়াছে মাত্র। সাধুগুরুর প্রকৃত চরণাশ্রয় হইলে হতাশা, অনিশ্চয়তা থাকিতে পারে না। যিনি সাধুগুরুর দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারই হতাশা থাকিতে পারে না, চরণাশ্রয় হইলে ত' কথাই নাই। সাধুগুরুর চরণাশ্রিত জন নবনবায়মানভাবে—বিচিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাইবার জন্য সুদৃঢ় আশাযুক্ত ও লৌল্য-বিশিষ্ট। শরণাগত শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেনই। তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কেহ বাধা দিতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের করুণালাভের জন্য তাঁহাদের নিকট অতন্দ্র ও অবিরাম ক্রন্দন করিয়া সঙ্গোপনে নিজ দুঃখের কাহিনী জানাইতে হইবে। তাঁহারা পরমকরুণ; জীবের এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তিক্রন্দনে তাঁহাদের করুণার উদয় হইবে। তাঁহাদের করুণার এমনই স্বভাব যে, যিনি যত সেই করুণাধারায় স্নান করিতে থাকেন, ততই করুণালাভের জন্য স্বাভাবিক আর্ত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কৃপার জন্যই সব করিতে হইবে। কৃপা-ক্রন্দনই সমস্ত কার্য্য হইবে। তাঁহাদের সেই কৃপাই একমাত্র পাথেয়। সেই কৃপাশক্তি শ্রীহ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ। হ্লাদিনীর প্রেমবন্যার প্রবাহ। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাতেই প্রীতি লাভ হয়। সেইজন্য অনুক্ষণ সাধুগুরুর কৃপাপ্রার্থনাই একমাত্র কার্য্য। সাধুগুরুর কৃপার প্রার্থনায় আর্ত্তি যাঁহার যত প্রবল ও ব্যবধান রহিত, তিনি তত ভগবৎসেবার প্রতি উন্মুখ। যিনি যত দীনাভিমানী, তিনি তত বশীভূতভাবে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের যোগ্য।

এই ভক্তি-অধিকারী ত্রিবিধ- কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। যাঁহার দেহে ও দেহসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান ও শ্রীনামের প্রতি অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও আসক্তি উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু কোনও প্রকারে উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই কনিষ্ঠাধিকারী। কনিষ্ঠাধিকারী অতিশয় দুর্ব্বল। তাঁহাকে অপরে বিরুদ্ধ যুক্তিদ্বারা সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা কিছু কিছু শুনিলেও তাহাতে তাঁহার সুদৃঢ়তা ও তদ্বিষয়ে কিছু উপলব্ধি হয় না। কনিষ্ঠাধিকারী অনেকসময় নাস্তিক বা ভক্তিবিদ্বেষীর উপকারের চেষ্টা করিতে গিয়া হয়ত' তাহারই কবলে কবলিত হয়। না হয়, তদ্দ্বারা ন্যূনাধিক অভিভূত হইয়া পড়ে! এইজন্য কনিষ্ঠাধিকারীর সর্ব্বদা মধ্যমাধিকারীর সঙ্গ করিয়া আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠাধিকারী অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চিনিতে পারেন না, তাঁহাতে মহদ্বুদ্ধি ত' দূরের কথা। কনিষ্ঠ-ভাগবত কেবল শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, কিন্তু ভক্তের পূজা করেন না, এজন্য তাঁহাকে 'প্রাকৃত' বলা হইয়াছে। তিনি শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্য সত্যবস্তু, ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করেন। শ্রীমূর্ত্তির অপ্রাকৃতত্ব তাঁহার অনুভূতির বিষয় হয় না; তিনি সেকথা শাস্ত্র হইতে বা সাধুমুখে শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করেন। 'শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু' একথা বিশ্বাস হইলেও 'তাঁহার সেবকও অপ্রাকৃত' একথা বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা কনিষ্ঠাধিকারীর নাই। কনিষ্ঠাধিকারীর দর্শন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পর্য্যন্ত।

মধ্যমাধিকারী কাহাকেও নিষ্কপট-ভাবে বিচার করেন না। তাঁহার দেহ-গেহাসক্তি অত্যন্ত অল্প। তিনি তাঁহার সাধনপথে অনুষ্ঠানকালে প্রত্যহ যাহাতে বাস্তব অকল্পনীয় উন্নতি লাভ করিতে পারেন, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবায় উত্তরোত্তর অনুরাগ ও আর্ত্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন, এ-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করেন। যদি কোন কার্য্য বা বস্তু তাঁহার চরিত্রগঠনের প্রগতিতে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তিনি সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত তাহা চিরতরে বর্জ্জন করিয়া থাকেন। প্রতিকূল-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিময়ী অহৈতুকী সেবায় সুদৃঢ়তা উপস্থিত হইয়াছে। হরিসেবার আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য-বিচারই তাঁহার জীবন-যাত্রার পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তিনি তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রকৃত সাধুর নিকট তাঁহার হৃদয় খুলিয়া কোনটী তাঁহার পক্ষে অনুকূল, কোন্‌টী বা প্রতিকূল, তাহা জানিয়া লইয়া থাকেন। তিনি শ্রবণে অমনোযোগী নহেন। তিনি শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে নামের অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি নিজেকে কাহারও প্রভু মনে করেন না। তিনি জানেন, প্রভু একমাত্র অপ্রাকৃত স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিজেকে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাসানুদাস জানিয়া তাঁহাদের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর আর্ত্তিবিশিষ্ট হন। তিনি সাধু ও অসাধু, ভক্ত ও অভক্তের মধ্যে তারতম্য বুঝিতে পারেন। তিনি নিজে শরণাগতির পথে অগ্রসর হইতেছেন কি-না, তাহা সর্ব্বক্ষণ পরীক্ষা করেন।

কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারে উন্নীত হওয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-কৃপাসাপেক্ষ। অধিকার উন্নত হইতে শত শত জন্মও লাগিতে পারে, আবার শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপা হইলে একমুহূর্ত্তেও হইতে পারে। একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় এবং ঐকান্তিক শরণাগতির দ্বারা অধিকার উন্নত হইবার সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমের কৃপার উপলব্ধি হয় না।

নিজের দুর্ব্বলতা থাকিলে আদর্শ আচরণ প্রকাশিত হইতে পারে না এবং তাঁহার উপদেশও কার্য্যকরী হয় না। সত্যে প্রীতি সুদৃঢ়তা ও একনিষ্ঠভাব আদর্শ দর্শন করিয়া অপরে আকৃষ্ট হইতে পারে। আদর্শ আচরণবিহীন নৈতিক হরিকথা কীর্ত্তনের অভিনয়ের দ্বারা অর্থাৎ নিজে যাহা বলেন, নিজেই পূর্ণভাবে নিষ্ঠার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না বলিয়া, অপরেও তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আকৃষ্ট হইতে পারেন না।

অজের জন্মভূমি

বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন? বৈকুণ্ঠ এ জগতে আসেন না। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ সে জগৎ হইতে এ জগতে আসেন, তাঁহাতে অধিক স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম আছে। মথুরা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ প্রপঞ্চাতীত পরম করুণাময় ধাম। বৈকুণ্ঠ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সর্ব্বদাই প্রপঞ্চাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু যে বৈকুণ্ঠ পরম করুণা বিস্তারার্থ তাঁহার সেই স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মকে উদাসীনী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চাতীতভাবে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মথুরার বৈকুণ্ঠ হইতেও বৈশিষ্ট্য আছে। মথুরা কেবল কৃষ্ণজ্ঞানময়ভূমি। তাহা অজের জন্মস্থান। বৈকুণ্ঠপদার্থ ব্যতীত বৈকুণ্ঠের ভোক্তা আর কেহ নাই। মথুরা প্রাপঞ্চিক জীবনিচয়ের নিকট দৃশ্যপদার্থরূপে আসিতে পারেন, অথচ তাহা জীবভোগ্য নহেন। যাঁহারা মথুরার সেবা করেন, তাঁহারা সারগ্রহণকারী। মথুরা জড়সঙ্কুল ভূখণ্ড। অথবাকে মথুরা বিচার করিতে হইবে—যে জন্য জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গের অধীন নহেন। মথুরাকে শুদ্ধজ্ঞানে সেবা করিতে হইবে যেখানে পরব্রহ্মরূপী নিত্যধাম প্রকটিত হইয়াছেন—নিত্যধাম তাঁহার পরিপূর্ণতা ও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সংরক্ষিত করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই মথুরাই বিশুদ্ধসত্ত্বধাম।

মাথুরসকল শ্রীকৃষ্ণের সেবক। সেখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত—কৃষ্ণসেবক ব্যতীত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা ইন্দ্রিয়বিষয় নাই। এরূপ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে "তৃণাদপি সুনীচ" হইতে হইবে। মথুরার প্রত্যেক তৃণগুল্মলতা হইতে আমি নিম্ন অবস্থিত। উহারা প্রত্যেকেই আমার গুরু—কৃষ্ণের সেবক। এইরূপ বুদ্ধি হইলেই মথুরাবাস সম্ভব। মাথুর জনসকল লোককে আশ্রয় দেন। তাঁহারা তাপিতজনকে শীতল করেন।

মথুরা—ভগবজ্জন্মভূমি। এস্থান নিরন্তর-বাঞ্ছাপ্রাপ্তি স্বাস্থ্যের জন্মভূমি। এ পুরী সাধারণী গণিকাস্বভাবযুক্তা দুষ্কার চিন্তাস্রোতী-

পথস্বরূপ চতুর্ব্বর্গ ও মুক্তিকামি মর্ত্ত্যের বাধাবাধ অপসারণী, আর কর্ম্মজ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর সমাধিক্ষেত্র, সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভনিরাসিনী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও তদনুগোষ্ঠীসহিত গৌরভক্তগণের মাসাধিককালাবধি অধিষ্ঠান-ভূমিকা।

অনন্তকোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে ও চিন্ময় লীলা-পরিকরগণকে মথন করেন যে ধাম, তাহাই মথুরা ধাম। মথন করেন কিসের দ্বারা? না ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বিৎসারভূত কৃষ্ণজ্ঞানের অথবা যেন হ্লাদিনী-সারভূত কৃষ্ণপ্রেমা নিধ্যাসেন। এখানে 'ব্রহ্ম'—ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানের—ভগবজ্জ্ঞানের। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

> "বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অপ্রাকৃত চিদানন্দ এক অদ্বিতীয় বস্তুকে তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্ব বলিয়া জানেন। সেই তত্ত্বের দর্শকের দর্শনে তিন প্রকারে প্রতীত হন। তাঁহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবদ্রূপে দর্শন করিয়াছেন। 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলিতে কৃষ্ণজ্ঞান, প্রেমের নির্য্যাস এবং কৃষ্ণজ্ঞানদ্বারা যে অপ্রাকৃত ধাম অনন্ত-কোটি চেতন ও অচেতন জগৎকে মথন করেন, তাহাই মথুরা। সম্বিতের সারভূত কৃষ্ণজ্ঞান এবং হ্লাদিনীর সারভূত কৃষ্ণপ্রেমের নির্য্যাস যে ধামে আছে, তাহাই মধুপুরী অর্থাৎ মথুরাপুরী।

সেই মধুপুরী পরম মধুর। "মধুরা মধুরা মধুরা মধুরা।" সেব্য পরব্রহ্ম যেখানে সর্ব্বক্ষণ সেবকের প্রেম-বশীভূত—যিনি অবাঙ্মনসোগোচর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষেরও অতীত স্বরাট্, স্বেচ্ছাধীনাময় বস্তু—যিনি কেবলমাত্র অহৈতুকী কৃপাশক্তিদ্বারা প্রেমিক রসিক ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-বিধানের জন্য মুখারূপ ও চক্ষুতিগণের

বিলাসাধিরূপ গৌণ প্রয়োজনের জন্য অন্যান্য অবতারগণকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবতীর্ণ, যেখানে অঘটনঘটন-পটিয়সী লীলাশক্তিকে অবলম্বন করিয়া বিপ্রলম্ভসেবকগণের প্রেমে বশীভূত হইয়া স্বয়ংরূপ অবতীর্ণ হন, সেই ধামই মথুরা। যেস্থানে অজিত হইয়াও শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রেমিক ভক্তের প্রেমজিত, প্রাকৃত প্রমার অতীত অপ্রমেয় হইয়াও যেস্থানে তিনি প্রমেয়, পরাৎপর বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয় চিৎস্বরূপ যেস্থানে বিগ্রহবান, 'অণোরণীয়ান', 'মহতো মহীয়ান' বস্তু হইয়াও যেস্থানে তিনি মাধ্যমিক আকারবিশিষ্ট, যেস্থানে তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে অতিক্রম করিয়া—নিমীলিত করিয়া দিয়া অনন্যাপেক্ষ মাধুর্য্যধারা স্বয়ং নরলীলায় বিরাজমান, সেই ভগবানের উদ্দীপন ধামই মথুরাধাম।

যিনি তাঁহার অনন্তোজ্জ্বলের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যধারা চরাচর জগৎকে বিস্মাপিত করেন, নবনবায়মান-ভাবে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান স্বীয় মদনমোহনাত্মক কামের, ইচ্ছার, বাসনার বা অভিলাষের পরিপূরণার্থ যিনি অতুলনীয় প্রেমমণ্ডিত পরিকরমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া অতুল মধুর লীলা-কল্লোলবারিধিস্বরূপে যেস্থানে নিত্যবিরাজমান ... পরিকরগণ পরব্যোমের পরিকরগণের ন্যায় কেবলমাত্র অধীন নহেন, যাঁহারা ... বস্তুর উপরও সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বিস্তার করিয়া তাঁহাকে প্রেমে বশীভূত করিয়া রাখেন, এমন অসমোর্দ্ধ পরিকরগণ যেস্থানে, যেস্থানে সেবক বা আশ্রয়ই প্রেমে গরীয়ান্ এবং সেব্য বা বিষয় প্রেমে কনীয়ান, সেস্থানই অপ্রাকৃত শ্রীধাম মথুরা।

বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল। তথায় সম্ভ্রমের সহিত শ্রীভগবানের সেবা হয়। সেব্য ও সেবকের মাখামাখি-ভাব বৈকুণ্ঠে নাই। সেবক সর্ব্বদাই সম্ভ্রমভরে দূরে দূরে অবস্থান করেন। 'সেব্য ভগবান্ পূজ্য, মহান, এবং আমি দীন দরিদ্র, অত্যন্ত ক্ষুদ্র' সেবকের এইরূপ অভিমানই বৈকুণ্ঠে প্রবল। বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রীমথুরাধাম "জনিতঃ" অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্মলীলাবিহারের ক্ষেত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকে পরাভূত করিয়া মথুরায় মাধুর্য্য প্রকাশিত। দেবলীলাকে ক্রোড়ীকৃত, অভিভূত করিয়া নরলীলা পরম-চমৎকারিতাপূর্ব্বকে প্রকাশিত। এই জন্ম বদ্ধজীবের জন্মের ন্যায় নহে। কর্ম্মফল-দ্বারা নিয়মিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীব যে-প্রকারে দেহ লাভ করে, শ্রীভগবানের জন্মলীলা সেরূপ প্রাকৃত ব্যাপারবিশেষ নহে। এইজন্য শ্রীভগবানের জন্মকে আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব বা উদয় বলা যায়।

বৈকুণ্ঠ যেরূপ জ্ঞানভূমিকা, মথুরাও তদ্রূপ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ভূমি।

"মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং
ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা-
সা নিগদ্যতে॥"

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান-শব্দে কৃষ্ণজ্ঞানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। কৃষ্ণজ্ঞানের দ্বারা বিনি জগৎকে মথন করেন: আবার সেই কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সার যেস্থানে বর্ত্তমান—সেই ধামই মথুরা। কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সারবস্তু যে পুরীতে বর্ত্তমান, সেই পুরীই 'মথুরা'। প্রেম ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় মথুরায় ঐশ্বর্য্য অভিভূত ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য মাধুর্য্যের কমনীয়তার নিকট ... হইয়াছে

বিবিধ সংবাদ

গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ

৩রা এপ্রিল—ভারতরক্ষা আইনবলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের গতিবিধি এই সহরের এলাকার ভিতর পুনরায় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ব্যক্তিগণ—শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীযুত অজিত লাহিড়ী, শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল মৈত্র, শ্রীযুক্ত স্বপন ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের উপর এতদিন সারংক্ষণ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। শ্রীযুত অজিত লাহিড়ী এবং শ্রীযুত সুখেন ভট্টাচার্য্যকে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা হইতে সকাল ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত বাড়ীর ভিতর থাকিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। জানা গেল যে, শ্রীযুত সুখময় রায় এবং শ্রীযুত কালী মজুমদারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ দিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেককেই প্রতি রবিবারে থানায় হাজিরা দিতে হইবে।

এক বৎসর পর্য্যন্ত জ্বলন্ত আলো-স্তম্ভ

সম্প্রতি এক বিদেশী খবর হইতে জানা গেল যে, বৃটিশ অন্তর্গত ... নিকট ... বিমান চলাচলের সময় দিক্ নির্ণয়ের জন্য একটি আলোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার আলোক ১০টি আধারে সঞ্চিত থাকে এবং গ্যাসের আলো যাহাতে নিভিয়া না যায়, তাহার বন্দোবস্ত আছে। এই আলোকস্তম্ভ নাকি একটানা এক বৎসর জ্বলিতে থাকিবে—এই সময়ের মধ্যে কোন আনানির প্রয়োজন হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—চৈত্রসংক্রান্তি ও নববর্ষ উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি ... শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা ... বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সদাচারে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ জাগতিক শাঠ্য ও অন্যায় বা ভাবি-জালিত উল্লাস ও বিমর্ষ বর্জ্জিত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দয়া, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহ ... না জানাইলে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ... ডাক টিকিট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া ... গ্রাহকের স্থানী ... সহিত সংযোগ করণীয়।

৪। প্রকৃত ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি ... ডাকটিকিট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে সে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উঁহাকে কোন ... কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া— এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু ... যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ... আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, ভূমিকায় ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে ... শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা ... এবং পরমার্থসম্বন্ধে ... সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীকা শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[illegible]০শ বর্ষ { ২২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৯; ৬ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ১৯শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার { ৩২-৩৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু তৃতীয়াদি কামদেবপ্রদী গৌরাব্দ, ৪৫৯

দুঃখ যায় কিসে ?

জীব যে মুহূর্তে কৃষ্ণবিমুখ হইয়া এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত হইতেই কারারক্ষী মায়াদেবী তাহাকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-নিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীকৃত করিতেছেন। জীব যে কেবল বর্ত্তমান সময়েই দুঃখভোগ করিতেছে, ইহার পূর্ব্বে ছিল না বা পরে থাকিবে না, তাহা নহে। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের এই ক্লেশ নিত্যকাল থাকিবে। কৃষ্ণবহির্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই সংসারকারাগারে নানা অভাব-অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই দুঃখকষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায় সুখময় শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া। অন্ধকার-নিবৃত্তির উপায় যেমন আলোকের প্রতি উন্মুখ হওয়া, তদ্রূপ আলোক বাদ দিয়া কি অন্ধকারনিবৃত্তি হয় ? এই কথার প্রতি বিশ্বাস বা এইরূপ চেষ্টা না করিয়া প্রকারে বহুই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাতে কেহ সুফল লাভ করিতে পারিবে না। মরুভূমিতে জল চাহিলে বরং ভগবানের কৃপায় জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবানের শক্তি বাদ দিয়া শত শত চেষ্টাতেও প্রকৃতপক্ষে জীবের দুঃখ বিন্দুমাত্রও নিবারিত হইতে পারে না। যাহার সত্তায় বাঞ্ছা নাই, তাহার নিকট তাহা চাহিয়া পাওয়া যায় কি ? এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ প্রদর্শন করিয়া চালিত করিতে পারে কি ? এক মায়াবদ্ধজীব অপর মায়াবদ্ধজীবকে মায়ার কবল হইতে নিস্তার করিবে কি করিয়া ? জগতের সমস্ত অন্ধ-সম্প্রদায় একত্রে যদি বলে যে, আমরা সকলে মিলিয়া একজনকে পথ দেখাইতে পারিব না কেন, তাহা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

করুণাময় শ্রীভগবান্ কখনও স্বয়ং এবং কখনও বা তাঁহার নিজজনকে পাঠাইয়া জীবের দুঃখ দূরীকরণের ব্যবস্থা করেন। যেসকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তগণকেই একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হন। তাঁহাদের ক্লেশমুক্ত হইবার জন্য এজগতের কাহারও সাহায্য বা কৃপার প্রয়োজন নাই। জীব ভগবানের সেবা পরিত্যাগ করিয়া ভোগোন্মুখ হওয়ায় এই কষ্ট ভোগ করিতেছে, এখন যদি সেই জীব ভোগ পরিত্যাগ করিয়া সেবোন্মুখ হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের কৃপাতেই জীবের আর কোন ক্লেশ থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া—ধৈর্য্যধারণ না করিয়া কৃত্রিম উপায়ে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের দুঃখ দূর হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিতই হইতে থাকেন। তাঁহার এক-দুঃখ দূর করিতে না করিতে আরও শত-সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। এই কৃত্রিম পন্থার নামই আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে মত্ত হইয়া ভগবানের কর্তৃত্ব-স্বীকারে বিমুখ হইয়া ভগবচ্চরণে আরও অধিকতর অপরাধী হন। কর্ত্তা যে একমাত্র শ্রীভগবান, তাঁহার ইচ্ছাতেই যে সব হয়, জীব যে নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না, একথা অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব বুঝিতে না পারিয়া কর্তৃত্বের ভার—মঙ্গলা-মঙ্গলের ভারটা নিজে লইতে গিয়া মহা-অসুবিধার মধ্যে পতিত হয়। কর্তৃত্বাভিমান প্রবল হইলে ভগবদ্ভক্তির পরিবর্ত্তে ভগবদ্-বিদ্বেষই হইয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং
ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

যাহারা মন্নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি সংসারমধ্যে অশুভ অসুরযোনিতে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিবিদ্বেষী অসুর-স্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে।

সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন—ইহাতে অবিশ্বাসের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। অনিত্য বস্তুর প্রতি যাহার যত শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, শ্রীভগবানে তাহার তত অবিশ্বাস আছে। এই অবিশ্বাস যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণে আছে, সে সেই পরিমাণে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবতরূপে, শ্রীনামরূপে, শ্রীধামরূপে, শ্রীতুলসীরূপে, শ্রীগঙ্গারূপে, শ্রীযমুনারূপে জীবের ক্লেশনিবারণের জন্য প্রকটিত আছেন। ইঁহাদের যে-কোন একজনের কৃপা লাভ করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। ইঁহাদের কৃপার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর অসুবিধা নাই। ইঁহাদের কৃপার প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বকপোল-কল্পনামূলে জীব যতই চেষ্টা করুন না কেন, কিছুতেই মঙ্গললাভ করিতে পারিবে না। শ্রীভগবানের প্রতি অবিশ্বাস যতই বাড়িবে, ততই অধিক পরিমাণে মায়ার ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইবে। কৃষ্ণকার্ষ্ণে অবিশ্বাসরূপ ভগবদ্বিদ্বেষ দিন দিন যত বাড়িতেছে, অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। জীব যতই ধ্বংসের পথে চলিবে, ততই সংশয়, নাস্তিক্য, কৃষ্ণকার্ষ্ণবিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইবে। এই নাস্তিকতা দিন দিন জগৎকে ছাইয়া ফেলিতেছে।

মূল অসুবিধা কৃষ্ণবিমুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হইলে নিজের অথবা জগতের কোন মঙ্গলই হইবে না। একমাত্র শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনপর হওয়া ব্যতীত বাঁচিবার অন্য উপায় নাই। বিশ্ব-বান্ধব, নামাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। 'দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়'—ইহাই রক্ষাকবচ। 'আমি তু' তোমার জন' এই রক্ষামন্ত্র অহর্নিশ জপ করিলে অনর্থাদি ভূতপ্রভূত দূরে পলায়ন করিবে। ভবরোগ বৈদ্য শ্রীগৌরসুন্দর রোগ-দূরীকরণার্থ অমূল্য জপ্য এইমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন,—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু বলে 'কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে, বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইসকল কথা জগতে বহুলভাবে প্রচারিত হউক, তাহা হইলে জগজ্জীবের সকল প্রকার মঙ্গল হইবে। শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল — অবিদ্যা, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই জীব পরবিদ্যাপীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক-মোহ-ভয় ও পরবিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভে ধন্য হন। নামসংকীর্ত্তন-প্রভাবে সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা লাভ হয়। নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে—অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতিতে বিভোর থাকিলে জীবের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হয়—অন্যাভিলাষাদি হৃদয়ে স্থান পায় না। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ'—শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি হইবে—হরিকীর্ত্তনদ্বারাই অনাবৃত্তি হইবে, অন্য উপায়ে নহে। কর্ম্মচেষ্টা বা জ্ঞানালোচনাদ্বারা ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও অধঃপতিত হইতে হয়, কিন্তু ভক্তিমার্গাশ্রয়ীর পতন নাই। শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা নিরন্তর সেবিত হইলে নামীকৃষ্ণ চৈত্ত্যগুরুরূপে উদিত হইয়া জীব-হৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা বিনষ্ট করেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য বলিয়াছেন। সংসারে যাহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত, সকল কলুষ-নাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক ভগবৎ-কথামৃত বিতরণ করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য; সর্ব্বাপেক্ষা জীবহিতে ব্রতী। সাধু-শাস্ত্র-ভগবান্ শ্রীনাম-কীর্ত্তনকেই কলিযুগের কলুষনাশের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল কথায় প্রতি বিশ্বাস না করিলে আমাদের মহা-অমঙ্গল হইবে নিজের বা জগতের অপর কাহারও মঙ্গল হইবে না।

সেইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে এইসকল কথা নিজ জীবনে পালন করিয়া সকলের নিকট প্রচার করিবার চিত্তবৃত্তি আমাদের হউক, তাহা হইলে মঙ্গল হইবে। জগতে কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের প্রচুর আয়োজন হউক, দেশে দেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে শুদ্ধভক্তের নিরানকত্বে পরম ঔদার্য্য সংস্থাপিত হউক—জগতের সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কোলাহলে মুখরিত হউক, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনবন্যায় জগদ্বাসীর দুঃখদৈন্য চিরতরে ভাসিয়া চলিয়া যাইবে—জগতের সুদিন উদয় হইবে—জগৎ কৃষ্ণপ্রেমবন্যার প্লাবনে প্লাবিত হইলে দুঃখরাশি জগৎ হইতে মুছিয়া যাইবে।

বেদ

——::(:*:)::——

বেদ—পরতত্ত্বের শব্দাবতার অর্থাৎ পরমতত্ত্ব শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্র বা 'বেদ'-নামে পরিচিত হন। বেদ—ব্রহ্ম; আর ব্রহ্মই—বেদ। বেদ—অক্ষরাকার ভগবান্ বাঙ্ময়। সেই বেদবাণী স্বতন্ত্র, বিভু। শ্রীভগবান্—সুখময়, আনন্দময়। তিনি আনন্দ উপভোগ করেন ও আনন্দ দেন। সুখের অভিন্নবিগ্রহ বেদ। আনন্দই বেদ। পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্ নিজেকে ধরা দিবার জন্য নিজেই যে উপদেশ দিলেন, তাহারই নাম—বেদ। বেদ—বেদ্য-বস্তুর অনুভব করায়, সাক্ষাৎকার করায়, আপনজ্ঞান করায়, পাওয়ায়। পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্‌কে পাইবার উপদেশ দেন—বেদ। পরমানন্দের সুখসন্দেশদাতা এই বেদ—অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন লৌকিক পুরুষকর্ত্তৃক কৃত বা রচিত হয় নাই। তাহা স্বপ্রকাশ। এইজন্যই বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীভগবান নিত্য বেদকে বা পূর্ব্বকল্পে প্রকাশিত বেদকে নবকল্পারম্ভে কীর্ত্তন করেন। বেদ অপৌরুষেয়। তাহা কোন পুরুষের দ্বারা কৃত হয় নাই ভ্রম-প্রমাদাদি গ্রস্ত কোন পুরুষ বেদ সৃষ্টি করেন নাই। কোন পুরুষকৃত বস্তু অনিত্য। বেদ কোন ব্যক্তি-দ্বারা কৃত বা রচিত হইলে তাহাও অনিত্য ও নানাপ্রকার দোষযুক্ত হইত। বেদই একমাত্র নিত্যশব্দ। বেদের নিত্যতা না থাকিলে কোন প্রামাণ্য সত্য হয় না। শব্দেরই একমাত্র প্রতিষ্ঠা আছে।

বেদ অনাদিকাল হইতেই বৈচিত্র্য-চতুষ্টয়ে বিরাজিত। সেই বৈচিত্র্য-চতুষ্টয় ঋগ্বেদরাশি, যজুর্ব্বেদরাশি, সামবেদরাশি ও অথর্ব্ববেদরাশি নামে নিত্য পরিচিত। শ্রীবেদব্যাস কেবল বেদের শাখা বিভাগ-মাত্র করেন।

মধু ও কৈটভ নামে দৈত্যদ্বয় বেদাভিমানী দেবতাকে অপহরণ করিয়াছিল, নতুবা যে বেদকে শ্রীভগবান্ অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে ধারণ করেন, যাহা নিত্য শব্দরাশিরূপে ব্যক্ত, তাহা কিরূপে অপরে হরণ করিতে পারে? যাহা শ্রীভগবানের হৃদয় মঞ্জুষায় আবদ্ধ, দৈত্যেরা তাহা অপহরণ করিবার ক্ষমতা নাই; আর পরিব্যাপ্ত নিত্য শব্দরাশিরই বা আকর্ষণ কিরূপে সম্ভব? সুতরাং মধু কৈটভ যে সকল বেদাভিমানী দেবতাকে হরণ করিয়াছিল, শ্রীহয়গ্রীব ভগবান্ মধু-কৈটভকে বধ করিয়া সেই সকল দেবতাকে রক্ষার জন্য প্রদান করেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মহাশক্তিশালী এবং অশেষ মেধাসম্পন্ন শ্রুতিধর। সুতরাং তাঁহাদের জন্য বেদ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ রাখিবার আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাদের জিহ্বাতেই বেদ বিরাজিত ছিল। পরবর্ত্তিকালে যখন জীবসমূহ অল্প-শক্তিক, অল্পমেধা হইতে থাকিলেন, তখন বেদ-রাশিকে স্মরণে রাখিবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হইল। কখন ও কাহার দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়, তাহা কাহার কাহারও নামের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তিথি, নক্ষত্র বা পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। শ্রুতি—ভগবদুপদেশ—পরম্পরা-প্রাপ্ত বাণী; আর উপনিষৎ—ঋষিদৃষ্ট। বেদান্তের মধ্যে যে যে ঋষি যে যে ভাগ দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাগ তত্তৎঋষির নামানুসারে প্রসিদ্ধ। যেমন, কঠ ঋষির নামানুসারে কঠোপনিষৎ ইত্যাদি।

পরমদয়ালু সত্যবতীনন্দন শ্রীবেদব্যাস জীবের সুবিধার জন্য যেমন বেদসকলকে বিভাগ করিলেন, সেইরূপ উপনিষদ-বাক্যের তাৎপর্য্য সহজ করিবার অভিপ্রায়ে সমস্ত বেদান্তবাক্যার্থ সংগ্রহ করিয়া প্রায় সাড়ে পাঁচশত সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বলিয়া তাহাদের নামকরণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ সূত্র সকলের যথার্থ অর্থ-সংগ্রহে অক্ষম হইলে পরে তিনি শ্রীনারদের আজ্ঞাক্রমে পারমহংস্য সংহিতা-রূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ নির্ম্মাণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রীব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যেসকল সিদ্ধান্ত আছে, সে সমুদায়ই যথার্থ বেদান্তসিদ্ধান্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে বেদান্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

বেদান্তসূত্রভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া শব্দিত হন। এস্থলে বিবেচ্য এই যে, অদ্বয়তত্ত্বই সমস্ত-সিদ্ধান্তের চরম বিশ্রামস্থল। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্ যখন সেই অদ্বয়তত্ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তখন প্রকাশত্রয়ের মধ্যে কেহ সগুণ নহেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীভগবান্ সমস্তই নির্গুণ।

কেবল অভেদবাদ সমস্ত বেদবিরুদ্ধ। বেদ অনেক স্থলে অভেদ বাদ এবং অনেকস্থলে নিত্যভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীব-সকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য, অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য-পার্থক্য আছে। এই ভেদাভেদতত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্টৃস্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত দৃষ্টির বশীকৃত, তখনই তাঁহার কেবল ভেদদৃষ্টি হয়। জড় একটী নিত্যসিদ্ধতত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্‌রূপে ভাসমান হয়। ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানের সহিত দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞান উদয় হইতে হইতেই প্রথমে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে; প্রাকৃত দৃষ্টি আর থাকে না। ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া প্রকৃতিকে আর বোধ হয় না। এই অবস্থায় অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানময়। ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থিত হইয়া বিচারক জীব যখন আত্মাকে পৃথক্ করিয়া লয়, তখনই ঐ অদ্বয়জ্ঞান অধিকতর স্পষ্ট হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইয়া পড়ে। তখন আর অপরা প্রকৃতির সম্বন্ধ থাকে না। পরা প্রকৃতিরূপ জীব-চৈতন্যই তখন প্রতীত হয়। ইহাই অদ্বয়জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রতীতি। পরমাত্মতত্ত্বে দৃঢ়ীভূত হইয়া বিচারক জীব যখন পরম-চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া দৃষ্টি করেন, তখনই সেই অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণরূপে প্রভাত হয়। তখন অদ্বয়জ্ঞানের নাম শ্রীভগবান্। ভগবদ্দর্শনই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের চরমাবস্থা। তখন পরব্রহ্ম আর পরা ও অপরা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না থাকায় তাহা স্বরূপ-প্রকৃতিময় হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীভগবান্‌ই অদ্বয়-তত্ত্বের চরমপ্রকাশ। তিনি পরম নির্গুণ ও বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে সগুণ ও ব্রহ্ম-পরমাত্মাকে নির্গুণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ বেদান্তবিচারে পটু নহেন, অদ্বয়তত্ত্বের যাথার্থ্য লাভ করেন নাই।

সেই অদ্বয়জ্ঞানরূপ অচ্যুততত্ত্ব স্বরূপতঃ শ্রীভগবান্। জীব দৃষ্টিভেদক্রমে তাঁহার ভিন্ন প্রকাশ দর্শন করেন। ভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্টি করিলে একই বৈদূর্য্যমণি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে। তদ্রূপ সেই ভগবদ্রূপ তত্ত্বমণিও জীবের অধিকার-ভেদে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্রূপে ভাসমান।

জীবের বুদ্ধি ও দক্ষতাভেদে অধিকার নানাপ্রকার। সেই অধিকারসমূহ মূল

বিষয়দ্বারা তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়। সেই তিনটী অধিকারের নাম জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জ্ঞানাধিকারে অবস্থিত পুরুষ সেই তত্ত্বমণিকে ব্রহ্মস্বরূপে দৃষ্টি করেন। যোগাধিকারে অবস্থিত ব্যক্তি তাঁহাকে পরমাত্মা-স্বরূপে দৃষ্টি করেন। ভক্ত্যধিকারে অবস্থিত জীব সেই তত্ত্বমণির ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হন।

ভগবৎস্বরূপই পূর্ণ স্বরূপ, যেহেতু তাহাই বিশেষ্য তত্ত্ব। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সেই বিশেষ্যের বিশেষণদ্বয়। যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কিছু ছিল না। তখন ব্রহ্ম ছিল না। জগৎ সৃষ্টি হইলে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই ভাবে শ্রীভগবানের একটী বিশ্বসম্বন্ধীয় আবির্ভাব পরিজ্ঞাত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে দুইটী ভাব আছে। "একটী সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দ্বিতীয়তঃ সমস্ত সৃষ্ট বা সগুণ বস্তুর ব্যতিরেক চিন্তা-বিশেষ। উভয় ভাবই বিশ্বসম্বন্ধীয় ভাব। অতএব ব্রহ্মই শ্রীভগবানের জ্যোতিঃস্বরূপে বিশ্বসম্বন্ধে পরিব্যাপ্ত। এস্থলে ব্রহ্মকে শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি বলিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতাই হইয়া থাকে। পরমাত্মাকে শ্রীভগবানের অংশ বলিলে কোন দোষ হইতে পারে না।

মুক্তি

——::•::(•)::•::——

শ্রীবিষ্ণুপাদাব্জ লাভই প্রকৃত মুক্তি। যে মুক্তি হইলে শ্রীভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সে মুক্তিকে ভক্তগণ নরক হইতেও অধিক ঘৃণা করেন। সাধুগণ নিরতিশয় আহ্লাদস্বরূপা শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্যের নাম মুক্তি। কিন্তু যাহারা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারা বলেন, "মুক্তি-র্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি। এই স্বরূপ-ব্যবস্থিতির তাৎপর্য্যও স্বরূপসাক্ষাৎকার— ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, ভগবৎপাদপদ্মে স্থিতি। কারণ, সংসারদশায়ও স্বরূপে অবস্থিতি থাকে। অর্থাৎ জীব যখন মায়াবদ্ধ হইয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করে, তখনও তাহার স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না; তবে যে অন্যথারূপ প্রতীতি, তাহা কেবল নিজ স্বরূপজ্ঞানের অভাব। সেই অজ্ঞান দূরীভূত হইলে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও ভক্তিহীন মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পুরুষার্থ বলিয়া কথিত হইলেও স্বরূপে ভগবৎসেবারূপ মোক্ষই পরমপুরুষার্থ। সুতরাং তাহাই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু ধর্ম্ম, অর্থ, কামরূপ ত্রিবর্গ সর্ব্বদা কালভয়যুক্ত। কেবল দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা যায় না, দুঃখনিবৃত্তি হইয়া চিৎসুখপ্রাপ্তি হইলেই মুক্তি বলা যায়।

কেবল জীবস্বরূপের জ্ঞানদ্বারা স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিনিবেশ বিদূরিত হয় না, পরতত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারাই তাহা বিদূরিত হয়। অতএব যে জীবস্বরূপসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যা-কল্পিত দেহাদি-সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া অবগত হওয়া যায় জীবদ্দশাতেই সেই সাক্ষাৎকারের সহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবন্মুক্তিবিশেষ। জীবদ্দশায় মায়াসম্বন্ধ হইতে মুক্তিই—'জীবন্মুক্তি'। যখন জীবের স্বরূপসাক্ষাৎকার হয়, তখন দেহ ও দৈহিক বস্তুতে 'আমি' ও 'আমার' বোধ থাকে না, কৃষ্ণসম্বন্ধেই জগদ্দর্শন হয় ও অখিলচেষ্টা কৃষ্ণসেবার্থ নিযুক্ত হয়। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে নারদীয় পুরাণের বাক্য হইতে জীবন্মুক্তের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থায় শ্রীহরির দাস্যের জন্য যাহার চেষ্টা, তিনিই জীবন্মুক্ত।

শাস্ত্রে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা শুনা যায়—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য। সালোক্য-শব্দে—সমানলোকপ্রাপ্তি বা শ্রীবৈকুণ্ঠবাস। সার্ষ্টিশব্দে—শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যলাভ। সারূপ্যশব্দে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসের সঙ্গে শ্রীভগবানের সমান-রূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজ-রূপাদির প্রকাশ। সামীপ্য বলিতে শ্রীভগবানের সমীপে গমনের অধিকার। সাযুজ্য—কাহারও কাহারও ভগবানের শ্রীবিগ্রহে প্রবেশলাভ ঘটিয়া থাকে।

উৎক্রান্তিদশায় মুক্তপুরুষগণ ভগবত্তুল্য হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজ লোকে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিয়াছেন,—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্ম্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥"
(ভাঃ ৩।১৫।১৪)

সেই ধামে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্ত্তিবিশিষ্ট. তাঁহারা নিষ্কাম ও পরমধর্ম্মের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে সার্ষ্টিমুক্তির কথা এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"
(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

যেকালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্টকর্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সারূপ্যমুক্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—

"গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্বি-
মুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং
পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥"
(ভাঃ ৮।৪।৬)

তৎকালে গজেন্দ্রও ভগবৎসংস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পীতবাস চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইকেদম ঋষির সামীপ্য-মুক্তি বা ভগবৎপার্ষদত্ব লক্ষণাপত্তির কথা শুনা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সালোক্যাদি মুক্তির মত সাযুজ্য-মুক্তির স্পষ্ট উদাহরণ নাই। কারণ, সাযুজ্য-মুক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে। অঘাসুরাদির দৃষ্টান্তে সাধকগণেরও সাযুজ্য-মুক্তির রীতি বুঝিতে হইবে, ইহাই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভগবদ্রূপ-আনন্দে নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তি প্রধান সুখানুভব। কোথাও বা ইচ্ছানুসারে ভগবদনুগ্রহে তাঁহার ভোগসক্তিলেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরে যোগ্যতানুরূপ ভগবৎপ্রদত্ত তাঁহার ভোগোচ্ছিষ্ট লেশের অনুভব হইয়া থাকে।

সাধুগুরুর উপদেশের মধ্যে আরও পাই—কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছা-বশতঃ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিষ্কাসিত করেন এবং পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। যেরূপ শিশুপাল ও দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়,—

"বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥"
(ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দন্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরানুবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শত্রুভাবে তাঁহাদের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদ হইয়াছিলেন।

যাহার যে পরিমাণ প্রীতি-সম্পত্তি আছে, তাঁহার সেই পরিমাণ সাক্ষাৎকার সম্পত্তি লাভ হয়। সকলেই সকল অবস্থায় সুখের প্রার্থী। অতএব পরতত্ত্বানুভবেও প্রীতিই মুখ্য অর্থাৎ প্রীতিই পরমতম পুরুষার্থবস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন,—আমার ভক্ত যদি কথঞ্চিৎ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, মুক্তি, কি আমার ধাম—সকলই অনায়াসে পাইতে পারেন। প্রীতি-দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া পরমসুখোদয় হয়। শ্রীঋষভদেব বলিতেছেন, শ্রীবাসুদেব আমাতে যেকাল পর্য্যন্ত প্রীতির আবির্ভাব না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত দেহসম্বন্ধ হইতে কেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। প্রীতি ভিন্ন স্বরূপ ও স্বরূপধর্ম্মসমূহের সাক্ষাৎকার হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—সাধুদিগের প্রিয়-আত্মা আমি একমাত্র শ্রদ্ধাসঞ্জাত ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই। শাস্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে—আমার রূপ অস্থূল, অজ, আদি, মধ্য ও অন্তবর্জ্জিত, স্বপ্রভু, সচ্চিদানন্দ ও অব্যয়। ভক্তিদ্বারা তাহা জানা যায়। প্রীতিদ্বারাই পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। মাঠর শ্রুতি বলেন, ভক্তিই পুরুষকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান। ভক্তিই শ্রীভগবানকে দর্শন করাইয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। প্রীতির অনুরূপ পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—ভোজনকারী পুরুষের প্রতিগ্রাসেই যেরূপ—তুষ্টি, উদরপূরণ এবং ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ কার্য্যত্রয় একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শরণাগত পুরুষের ভজনকালে একসঙ্গেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপস্ফূর্ত্তি এবং ইতর বিষয়বৈরাগ্যরূপ ভাবত্রয় অনুভূত হয়।

প্রীতির লক্ষণ কি?

প্রেমের স্বভাব যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি গন্ধ'।
(চৈঃ চঃ)

নিষ্কপট ভক্তের প্রার্থনা কি?

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি'॥
তোমার নিত্যদাস মুঞি, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন!
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ)

অনুরাগীর সেবা কিরূপ?

অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁ'র আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁ'র সুখের কারণে॥
আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয়
কোটিসুখ-পোষ॥
গোপিকা কহে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিম্বা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনির্বিদ্ধ অপরাধাভাস নাহি মানি॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রসূক্ষ্ম মর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানি সেই সব ধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ)

ধন কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধাযুক্ত বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি সংখ্যাপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—— ::(০):: ——

রাষ্ট্রীয় পরিষদে ৬টী বিল পাশ

গত ১১ই এপ্রিল,—রাষ্ট্রীয় পরিষদে ৬টি সরকারী বিল, যথা,—ফ্যাক্টরী আইন সংশোধন বিল, মার্চ্চেণ্ডাইজ মার্কস আইন সংশোধন বিল, ১৯১১ সালের ভারতীয় সৈন্যদল সংক্রান্ত আইন সংশোধন বিল; ভারতীয় বিমান বাহিনী আইন সংশোধন বিল এবং বিভিন্ন আইন রদ ও সংশোধন বিল। এই বিলগুলি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ইতোপূর্ব্বে পাশ হইয়াছিল।

স্যার ফিরোজ খাঁ নুন লণ্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলনে ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ান হইয়া গিয়াছে এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে সানফ্রান্সিস্কোয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রেসিডেন্ট বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথম মুলতুবী প্রস্তাবটি হইতেছে মিঃ খিরুদল রায়ের। ইহাতে স্যার ফিরোজ খাঁ নূনের উক্তি "গুরুতর ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে" বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হইতেছে শ্রীযুক্ত পি, এন, সপ্রুর। বড়লাট মিঃ খিরুদলের মুলতুবী প্রস্তাবটি নামঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রেসিডেন্ট জানান। শ্রীযুক্ত সপ্রু বলেন যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অন্য বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন। স্যার ফিরোজ খাঁ নূনের উক্তি হইতে মনে হয় যে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে এমন একটি গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহা কার্য্যতঃ ডিক্টেটরী শাসনে পরিণত হইয়াছে।

নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে ধান চাউলের দর

শ্রীকোল (নদীয়া), ৫ই এপ্রিল—শ্রীকোল পল্লীর নিকটবর্ত্তী হাটে বাজারে চাউল মোটা আউশ ও আমন ১১৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা বিক্রয় হইতেছে। ধান্য ৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। গোটা খুট ৯৲ টাকা হইতে ৯৷৷০ মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। গোটা অরহর ৭৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা মধ্যে। সরিষার তৈল ২৲ টাকা সের দরে বিক্রীত হইতেছে।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতে খাদ্যশস্যাদির উৎপাদন ও পরিমাণ এবং খাদ্য বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য ভারত গবর্ণমেন্ট নানাভাবে যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে ১৯৪৪-৪৫ সনে প্রায় ৮০ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্য বস্তু উৎপন্ন হইবে, আশা করা যাইতেছে।

জমিতে জলসেচ, সার ও শস্যবীজ বিতরণ, খাদ্যশস্যের জমি বাড়াইবার জন্য কৃষকদের সাহায্যদান প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারত গবর্ণমেন্ট প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে মোট অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৪৪ টাকা এবং মোট ঋণদান করিয়াছেন ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৮১ টাকা।

অনাবাদী জমি চাষে লাগাইবার ব্যবস্থা

"অধিক ফসল ফলাও" আন্দোলনানুসারী বাঙ্গলা সরকারের উন্নয়ন বিভাগ প্রদেশের অনাবাদী জমিগুলির তালিকা প্রস্তুত করিতেছে। যত অধিক সংখ্যক সম্ভব জমিতে চাষ দেওয়া যায় তাহা ঠিক করাই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য। জটিল খুঁটিনাটি ব্যাপার বাদ দিয়াও যাহাতে বাঙ্গলাকে নিজের খাদ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা। অনুমান করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে সমগ্র প্রদেশে ৮২·৬ লক্ষ একর অনাবাদী জমি আছে। প্রথমতঃ, ঐ সকল জমির দখলকারীদের তাহাদের জমি চাষে লাগাইতে বলা হইবে এবং সেজন্য তাহাদিগকে উন্নত ধরণের বীজ, সার ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্তের সুবিধা দেওয়া হইবে।

লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ১৯৪৩-৪৪ সনের যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে গবেষণা প্রতিষ্ঠান নানাবিধ সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

লাক্ষা মিশ্রিত উপাদানের সাহায্যে শিশি বোতলের মুখের ঢাকনা এবং ছিপির মাথায় টোপর বসাইবার মত জিনিষ তৈয়ার করিয়া দিবার অনুরোধ বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করেন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাহা রক্ষা করিয়াছেন।

বার্ণিশ এবং ফটোগ্রাফ আঁটিবার রাসায়নিক মিশ্রণও লাক্ষার সাহায্যে প্রস্তুত পদ্ধতি বাহির করা হইয়াছে।

সামরিক বিভাগের জন্য ৬০ হাজার ক্রীম রাখিবার কৌটা লাক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে তৈয়ার হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীজ্ঞানশঙ্কর কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীনামের ন্যায় শ্রীধামও বড় করুণাময়! শ্রীধাম আশ্রয় করিয়া ভজন করিলে ভজনে শীঘ্র উন্নতি হয়। অকপটে শ্রীগুরুর আশ্রিত থাকিলে শ্রীধাম আশ্রয় দেন না? কোন প্রকার ফল-কামনার নামই কপট। সরল হইতে হইবে। সেবাকাম ব্যতীত অন্য কামনা-রহিত ব্যক্তিই নিরপেক্ষ, অমল বা সরল। সর্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা দরকার নতুবা ভজন হইবে না। প্রাকৃত-অভিমানই দম্ভ। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সর্বক্ষণ গুরুবর্গের সহিত যুক্ত থাকা যায়। অভিনিবেশ বা শরণাগতিই কৃপার লক্ষণ। কৃপা হইলেই শ্রদ্ধা বা রুচি বাড়িবে। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে তাহা হইলে কৃপার সহিত যোগযুক্ত হইতেছি না, বুঝিতে হইবে। নিজ-হৃদয়কে পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝিতে পারি যে, কৃপা পাই নাই। এখন উপায় কি? কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে জানানই এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়। যাহার কেহ নাই, তাহার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আছেন। তিনি দীনের বন্ধু—কাঙ্গালের একমাত্র আশ্রয়। যদি কাঙ্গাল হওয়া যায়, তবে তাঁহাকে অন্তরের সহিত ডাকা যায়, নতুবা অন্য প্রার্থনা আসিয়া বাধা দেয়। শ্রীধাম, শ্রীভাগবত, শ্রীতুলসী, শ্রীগঙ্গা, শ্রীবৈষ্ণব—এই সকল ভক্তির বস্তুর আশ্রয় করিতে হইবে। ইঁহাদের কৃপার আভাসেই মঙ্গল হইবে, যদি কুটিলতা না থাকে। এত কথা শুনিয়াও আমরা কৃপা চাহিতে পারি না কেন বা আমাদের ভজনে উন্নতি হয় না কেন? ভজনে অগ্রসর হওয়া বা কৃপা চাওয়া চেতনের স্বভাব বা ধর্ম। যেখানে উহা বাধা-প্রাপ্ত হইতেছে, সেখানে হয় মোহ, না হয় কৌটিল্য আছে। শ্রীনামের কৃপায় সকল অসুবিধা কাটিয়া যাইবে। অনিত্য বস্তুর চিন্তাধারা মোহ আসে। সৎসঙ্গ ও সৎচিন্তা দ্বারা ইহা হইতে নিষ্কৃতি হয়। সাধুসঙ্গদ্বারা মঙ্গল হয় সত্য, কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? সাধুগুরুর কৃপাতেই সাধু চিনা যায়। শরণাগত না হইলে সাধুকে চিনা যায় না। সাধুর চরণে শরণাগত ব্যক্তিই সাধুকে চিনিতে পারেন। পরম রাধাভক্ত শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুদেবই ত' নিজেই সাধু—ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে যদি বঞ্চনা না করি, তবে তিনি বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি অকপটে সেবা চাই, তবে সেবা পাইবই! শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই ত' তিনি গুরু আমরা যদি শরণাগত থাকি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন। নিজেকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব ত' কৃপা করিবার জন্যই—শ্রীকৃষ্ণকে দিবার জন্যই প্রস্তুত, কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব।"

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ 'অসতৃষ্ণা'। অসতৃষ্ণা বহুবিধ। শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত যাহা কিছু বাঞ্ছা, সবই অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন শুদ্ধ হয় না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা সবই অসতৃষ্ণা।

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

লাভ, প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্তী হইয়া জীব কপটী হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত দুরাশা বা ছাইপাঁশের আশা ত্যাগ না করিলে ভজন কি করিয়া হইবে? প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়ে নৃত্য করে, ততদিন পবিত্র-স্বভাবা শ্রীভক্তিদেবী তথায় কিরূপে আসিবেন? অতএব বহু-যত্নে ঐ দুরাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য।

হৃদয়দৌর্বল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অসৎকারণতঃ জীব অসৎবিষয়ে এরূপ অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ে যে, সে কোনক্রমে ভক্তিসাধক কার্যগুলিকে আদর করিতে পারে না, ইহার তাহার হৃদয়দৌর্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গে নানাপ্রকার অসদালোচনা, কুটিনাটী ও বহির্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হৃদয়-দৌর্বল্যজাত কুটিনাটী হইতে বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিরূপ অপরাধ উপস্থিত হয়। নিজের জাতি, বিদ্যা বা অন্যান্য অভিমানের ফলে বৈষ্ণব-অধরামৃত, তচ্চরণামৃত ও তৎপদরজে শ্রদ্ধা হয় না। বৈষ্ণবে প্রীতির পরিবর্তে অশ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবকে অধঃপাতিত করে; তাহাতে ভজনচেষ্টা একেবারেই বিনষ্ট হয়।

কুটিনাটী ত্যাগ না করিলে কিছুতেই সেবাসুখ পাওয়া যায় না। হৃদয়দৌর্বল্য-বশতঃ অনেক সময় ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব বলবান্ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া ভজনে উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই শুদ্ধভজনের সহায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বস্তাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥

অপরাধ চতুর্থ অনর্থ। স্বরূপভ্রম হইতে অসতৃষ্ণা এবং অসতৃষ্ণার ফলে হৃদয়দৌর্বল্য জন্মে। হৃদয়দৌর্বল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অপরাধে পরিণত হয়। অপরাধ থাকিলে বহু সাধনেও ফল হয় না। সুতরাং বৈষ্ণব-অপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সকলেরই বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। শাস্ত্র বলেন,—

"হেন কৃষ্ণ ভজিতে যাহার চিত্ত হরে।
সে জন কেবলমাত্র কৃষ্ণনাম করে॥
বিধি কৃষ্ণনামে ভাই গতি নাহি আন।
বিধি কৃষ্ণ না ভজিলে নাহি পরিত্রাণ॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥"

অপরাধ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তন করিলে নামের ফলে প্রেমলাভ হয়। অন্যাভিলাষ, অন্য দেবপূজা ও স্বাধীন জ্ঞানকর্ম-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক অপরাধ-শূন্য হইয়া নাম করিতে পারিলেই শুদ্ধভজন হয় এবং শুদ্ধভজনের ফলস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম উদিত হইলে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*)::——

জড়জগতে আমরা 'রস' বলিয়া একটী জিনিষ দেখিতে পাই। এই রস আস্বাদনের বস্তু হইলেও ইহা নশ্বর ও হেয়; কিন্তু অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণে এই রস উজ্জ্বল। জড়রসের সহিত এই চিদ্রসের নিত্য বৈশিষ্ট্য আছে। জড়রস খণ্ড ও অসম্পূর্ণ, চিদ্রসের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলন। এই চিদ্রস আত্মার চিন্ময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; উহা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জড়রস নিত্যকাল স্থায়ী নয়; কিন্তু চিদ্রস বা শ্রীনামরস জড়রসের ন্যায় বিকৃত হয় না। যেকাল পর্যন্ত আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রেষ্ঠতম শ্রীকৃষ্ণ-নাম-রসে রসিক না হই, অথবা কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তনে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট না হই, সে-কাল পর্যন্ত আমাদের জড়রস-সম্ভোগে অনাস্থা বা উদাসীন্য উদিত হয় না। রসিক শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য পর্যবসিত। আমরা আমাদের নিজ নিজ কাম-কামনাপূরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত নয়। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য নিযুক্ত কর।

যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, স্পর্শ করি ও করি—গোবিন্দ সেই সমস্ত রূপের ও ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত।

আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মালিক শ্রীকৃষ্ণ। ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতনের সেবায় না লাগাইলে অচেতনের সেবায় পরিণত হইবে। তখন জড়রস আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। তাহার ফলে চিন্ময় শ্রীনামরস আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। জড়রসের প্রতি আসক্তির দ্বারা আমাদের জীবন অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। রসরসিক শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ালু। তিনি আমাদিগকে জড়রস হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার শ্রীনামরস পান করান। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহার শ্রীনামকীর্তনে আমাদের সর্ববিধ অমঙ্গল বিদূরিত হয় এবং আমাদের চিত্ত নির্মল হইলে পর তিনি তাহাতে উদিত হন। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণমুক্ত। নাম-নামী অভিন্ন। জাগতিক শব্দ-শরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণনামের তুলনা করিতে হইবে না। অনেক সময় শ্রীকৃষ্ণ-নামের সহিত শব্দ-প্রাকৃতের তুলনা-দোষে আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি। এই ভ্রমবশতঃই আমাদের নাম ও নামাপরাধে ভ্রমবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। নাম কিন্তু নামাপরাধ নহে, নামাপরাধও নাম নহে। নাম—নির্মল ভাস্কর, নামাপরাধ—গাঢ় অন্ধকারস্বরূপ। নাম—পূর্ণ ও অখণ্ড বস্তু! আমরা উচ্চারণ-ব্যাপারে অপরাপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া থাকি, কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণনাম-উচ্চারণে অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে না। কৃষ্ণনাম-উচ্চারণে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা সবই প্রকাশিত হয়। জড়জগতের শব্দ-উচ্চারণে তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য অপর ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সাহায্য আবশ্যক করে, কিন্তু কৃষ্ণনাম-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্বতঃ স্ফূর্তিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণীর জড়ীয় নামের তুলনা করিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণনাম কোন জড়ীয় বস্তুদ্বারা আবৃত হন না। শ্রীকৃষ্ণ—স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময়। জড়জগতের শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন না কোন ভেদ আছে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম-নামীর মধ্যে ভেদ নাই।

রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রভৃতি বহু জাগতিক বস্তু আমাদের চিত্তে অঙ্কিত আছে। সেই সমস্ত বস্তু আমাদের চিত্তকে বিষয়গামী করায়। শ্রীনামের উচ্চারণে শ্রীনামের কৃপায় জড়ীয় চিত্তের উপর জড়ীয়-প্রভাব খর্ব হইয়া চিন্ময়প্রভাব বিস্তার লাভ করে। প্রথমে সাধু-গুরুমুখে দশবিধ নামাপরাধের বিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য। অপরাধশূন্য শ্রীনাম উচ্চারিত না হইলে চিন্ময়ধামে প্রবেশ করিবার অধিকার পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ২৯ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৫৯ . ১৩ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৬শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার | ৩৭-৩৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ বিষ্ণু বৃহস্পতিবার:পাদশাহী গৌরাব্দ, ৪৫৯

কৃপা চাহিতেই হইবে

——●::(●)::●——

ভক্তির পথ—কৃপার পথ। হরিভজনে সকই কৃপার উপর নির্ভর করে। যিনি যে পরিমাণে সাধুগুরুর কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কৃপা না হইলে ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হওয়া যায় না। নিজের শত শত যোগ্যতা থাকিলেও হরিভজনে এক পদ অগ্রসর হওয়া যায় না, যদি কৃপা না হয়। আবার সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য নিতান্ত হীনও হরিভজনে তীব্রবেগে অগ্রসর হয়। সবই, শ্রীসাধুগুরুর কৃপার উপর নির্ভর করে। যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এজগতে না আসিতেন, তাহা হইলে এজগৎ হরিবিমুখ হইয়া থাকিত। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি। তাঁহাদের আত্মপ্রকাশ কলিহত অপরাধী জীবের প্রতি মহা-কৃপার নিদর্শন। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচরণে আশ্রয় দিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। যদি তাঁহারা সঙ্গ-সুযোগ না দেন, তাহা হইলে কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গ করিব? যদি তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক রূপধারণ করিয়া এজগতে না আসিতেন, তাহা হইলে মাদৃশ পতিত জীবের কিরূপেই বা মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত? তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক হরিসেবার বিভিন্ন প্রণালী, হরিসেবকগণের সঙ্গ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাদের আনুগত্য ও আশ্রয়ে থাকিয়া সাধন-ভজনের চেষ্টা করিতেছি। সাধুগুরুবর্গ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এজগতে না-ও আসিতে পারেন, সঙ্গ-সুযোগ না-ও দিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা না-ও কীর্ত্তন করিতে পারেন। এজগতের সহিত তাঁহাদের কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি তাঁহারা জীব-প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এজগতে প্রকটলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। সকলের মূলে একমাত্র কৃপা। কৃপা ছাড়া সাধনভজন সবই বৃথা। কৃপা ছাড়া গতি নাই। যিনি যাহা করুন না কেন, তিনি যদি প্রকৃত মঙ্গললাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে—কৃপার ভিখারী হইতে হইবে। ভিখারী না হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। যাহার ভিক্ষার দরকার হয় নাই, তাহার ভিখারী হইবার কি প্রয়োজন। ভিখারী হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায়। ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সাধুগুরুর নিকট ভিক্ষা চাইলে সাধুগুরু ভিক্ষা দেন। তাঁহারা কৃপাভিক্ষা দেন। শ্রীগৌরসুন্দর মহাদাতা। তাঁহার নিজজনগণ তদপেক্ষা অধিকদাতা। এ দাতার দানের অন্ত নাই। তাঁহারা অযাচিতকেও যাচিয়া দান করেন। শ্রীভগবান্ নিজে নিজেকে দান করিয়া নিজেই ভক্তগণ হইয়া পড়েন।

সাধুগুরুবর্গের কৃপা ব্যতীত আমরা যাহাই করি না কেন, সবই কর্মকাণ্ড পরিগণিত হইবে। কৃপার প্রতি নির্ভরতা না আসিলে নির্ভীকতা আসিবে না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও অন্য কোন রূপে কৃপা করেন না। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বা সেবা সর্ব্বক্ষণ চাহিতে হইবে অর্থাৎ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সর্ব্বক্ষণ চাহিতে হইবে। তাঁহার নিকট হইতে অন্য কিছু চাহিতে হইবে না। কৃষ্ণকৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কেবল অমায়ায় কৃপাই চাহিতে হইবে। ষোল আনা শ্রীগুরুদেবকে চাহিতে হইবে। তাঁহাকে না চাহিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু চাহিতে গেলে বঞ্চনায়ই পড়িতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে পাওয়া গেলে সব পাওয়া যাইবে।

আমরা দীন, দরিদ্র, কাঙ্গাল! আমরা কৃপাবঞ্চিত—সেবাবঞ্চিত। কৃপা-প্রার্থনা, সেবাপ্রার্থনা ছাড়া আমাদের অকৃতা নাই। মহাসৌভাগ্য-ফলে আমরা কৃপার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁহার প্রেম দান করিবার জন্য কৃপামূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবরূপে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার নিকট কৃপাই চাহিতে হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে ষোলআনা সমর্পণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে ষোলআনা চাহিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ আমাকে এই চিন্তা করিতে হইবে—আমি কৃপাবঞ্চিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজগুণে আমাকে কৃপা করিবার জন্য এজগতে আসিয়াছেন। কৃপা বা সেবার প্রতি উদাসীন হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। যিনি কৃপার প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, কৃপাও

উদাসীন হইয়াছেন। যিনি কৃপাকে—শ্রীগুরুদেবকে জীবন, প্রাণ ও সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিয়াছেন, কৃপাও তাহাকে জীবনদান দিয়াছেন। তিনি কৃপার কথা একমুহূর্ত্তও ভুলেন না; সর্ব্বক্ষণ কৃপার জন্য পাগল। তাঁহার চিত্তে যে চিন্তার উদয় হউক না কেন, তিনি সব সময় তাঁহার ইষ্টদেবের কৃপা উপলব্ধি করেন। আমি তাঁহার কৃপার কথা ভুলিয়া যাই, সেইজন্য আমার ইষ্টদেব আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পাছে তাঁহার [illegible] ভৃত্যের অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে নানাপ্রকারে তাঁহার অযোগ্য কৃপার কথা জান[illegible]।

করুণাময় শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। তিনি সাধুমুখ-বিগলিত বাক্যদ্বারা অনন্তকোটি জীবকুলকে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই—ইহা অসম্ভব কথা। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। যিনি সেই স্বতন্ত্রভাব অপব্যবহার করেন, তিনি শ্রীভগবানের কৃপা হইতে স্বেচ্ছায় দূরে থাকেন। আর যিনি সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তিনি শ্রীভগবানের নিত্যকৃপায় নিত্যকাল অতিরিক্ত [illegible] নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর নিত্যকৃপা লাভ করিতে পারেন। সাধুগুরু আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ অবাধভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কৃপার ভিখারী বা অকিঞ্চন না হইলে, তাঁহারা কি করিবেন! কৃপা চাহিলে কৃপা পাওয়া যাইবেই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সাধুগুরু বলিয়াছেন,—"অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া জানাই, আমি কে, আমাকে [illegible] জানাইয়া দাও," তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় আমাকে 'আমি কাহা', সেই স্বরূপ উপলব্ধি করাইবেন। সরল হইয়া অর্থাৎ শ্রী[illegible] শ্রীবিধান ছাড়া চিত্তে অন্য কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। তাহার মধ্যে কোন ভেজাল না থাকিলে তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি হয়। [illegible] যেখানে [illegible] পাওয়া [illegible] তাহার মধ্যে ভেজাল আছে, [illegible] হইবে। [illegible] করিবার [illegible] সকলেই আছে। তাঁহার নিকট

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

কৃপা চাহিলে তিনি কৃপা করিবেনই। তিনি ত' কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন যত্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের কৃপার উপলব্ধি হয় না। যিনি কৃপা প্রার্থনা করিবেন, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন এবং সেবাপ্রবৃত্তির সঙ্গেই তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রচুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কৃপাই কৃপালাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগায়। ইহাই কৃপার ফল।

ভা

ভক্তিই ভজন। অনুকূল-সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার নাম ভজন। প্রীতি না থাকিলে ভজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রীতিহীন ভজন লবণবিহীন ভোজনের ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিই ভক্তি। ভক্তি কৃষ্ণসুখবিধায়িনী, শ্রীকৃষ্ণসুখবাঞ্ছা সতীশিরোমণি। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনী। তিনি শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও সঙ্গ করেন না। শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা হইলে অপরে সংসঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের সৌভাগ্য পায়। ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ও শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী। ভক্তি শ্রীভগবানকে দেখায়, ভগবানের কাছে লইয়া যায়। একমাত্র ভক্তিবলে জীব শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে। ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তু ইন্দ্রিয়ের অধীন হন একমাত্র ভক্তিবলে। ভক্তি বা প্রীতি ভগবানের সহিত যোগ করায়। ভক্তি না থাকিলে ভক্ত হয় না। ভক্ত শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট, অভক্ত মায়ার প্রতি আকৃষ্ট। ভক্ত সেবোন্মুখী, আর অভক্ত ভোগোন্মুখী। ভক্তি চুম্বকের ন্যায় ভক্তকে আকর্ষণ করে ও নিজে আকৃষ্ট হয়।

আমরা বর্তমানে মায়া-কবলিত; মায়াকবলিত হইয়া মায়ার শৃঙ্খল গলায় পরিয়াছি। সেইজন্য মায়ার সেবায় তৎপর—মায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণে চেষ্টাবিশিষ্ট। এই মায়ার হস্ত হইতে নিজের চেষ্টায় উদ্ধার পাওয়া যায় না। নিজের চেষ্টায় পরিত্রাণ পাইতে গেলে অধিকতরে তাহার জালে আবদ্ধ হইতে হয়। মায়া শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তি অথবা শ্রীকৃষ্ণভক্তের শক্তি ব্যতীত এই মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

আমার এই গুণময়ী দুরন্ত মায়ার হস্ত হইতে কেহ নিজের চেষ্টায় রক্ষা পাইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে আমাতে শরণাপন্ন, তিনিই মায়াকর্তৃক উদ্ধার লাভ পাইতে পারেন। মায়াক্রান্ত জীব সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরুসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারেন। শরণাগতিই ভজনের মূল। এই মূলকে উচ্ছেদ করিয়া অর্থাৎ অশরণাগত থাকিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আনুগত্য বা শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। দৈন্য ও অকিঞ্চনতা না থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। ভক্তই শরণাগত। ভক্তই অকিঞ্চন। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত। শরণাগতই—ভক্তই সুখী। কেবল ভক্তই শ্রীভগবানকে সুখ দিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহার ভজন করিতে পারেন। নিজে প্রথমে সুখী না হইলে অপরকে সুখ দেওয়া যায় না। ভক্ত নিজে সুখী হওয়ায় ভগবানের সুখে তৎপর। ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-কামনা সবই দুঃখকর। তাহাতে শ্রীভগবানের চিদানন্দ-তর্পণের কোন কথা নাই। ভক্ত মোক্ষ-কামনাকে নরকতুল্য জ্ঞান করেন।

প্রথমেই দৈন্য থাকা চাই, কেন না, জড়ীয় অহঙ্কার থাকাকালে জীব কখনও শ্রীভগবানের শরণাগত হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের বলবিক্রমের প্রতি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ শরণাগত হইতে পারে না। সুতরাং দীনতা, সরলতা, দৃঢ়তা, অকুটিলতা বা নিষ্কপটতা না থাকিলে কিছুই হইবে না। দীনই সরল। দীনের আনুগত্যই মূল। আনুগত্য বা সেবাই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। কায়িক, বাচিক, মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্য। এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। আনুগত্যবিহীন সেবা হয় না; তাহা দাম্ভিকতা।

আনুগত্যহীনের মধ্যের অভিমান—কর্তৃত্বের অভিমান প্রবল। যেখানে আনুগত্য, সেইখানেই সেবোন্মুখতা। যিনি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য দিয়া নিজে হরিভজনের প্রয়াস করেন, তাহা মায়ার ভজনের প্রয়াসমাত্র! তাঁহাদের আনুগত্য বাদ দিলে নিজের কর্তৃত্বাভিমান আসিয়া যায়। কর্তৃত্বাভিমানে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহা কাম। তাহার দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয় না। অনুগতের দাসাভিমান প্রবল। তাঁহার প্রভু যাহা করান, তিনি তাহাই করেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব নিজে যাহা করান, তাহাই তাঁহাদের সুখবিধান করে। তাহাতে সেবাবস্তুর সুখ বেশী হয় এবং সেবকেরও পরমমঙ্গল হয়। ইহাই সেবকের শ্রেষ্ঠ ভজন। এইরূপ ভজনকারীর ভজনাঙ্গগুলি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। ভজনের মূলে শরণাগতি না থাকিলে ভক্তের ভজনাঙ্গ কর্ম্মাঙ্গ হইয়া পড়ে। আমাদের এই বদ্ধাবস্থায় অনুক্ষণ আনুগত্য না থাকিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। ভক্তি না হইলে ভজনাঙ্গগুলি যাজন হয় না। ভক্তি-বিহীন ভজনাঙ্গ-যাজন অন্ধকারে লাফালাফি মাত্র। ভক্তি লাভ হয় একমাত্র সাধুগুরু-কৃপায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

সাধুগুরু কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন, তিনিই ভক্তিলাভ করিতে পারেন, অপরে পারে না। তাঁহারা অনুগত সেবককেই সাধারণতঃ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন। নিজের বুদ্ধিবিচার-পাণ্ডিত্যদ্বারা কোন প্রকারে ভক্তির দ্বারে যাওয়া যায় না।

ভক্তিতে দাসাভিমান প্রবল। ভক্তিতে সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ হয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধী। সম্বন্ধ হয় অভিমানে। এই সম্বন্ধ করান শ্রীগুরুদেব। আমাদের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটী সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমরা সেই সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া মায়াদেবী তাহার কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল। এইদোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥" শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইলে আর ভয় থাকে না। তখন জীব আর কাহারও নয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণের হইলে শ্রীকৃষ্ণই রক্ষক ও পালক হন। প্রভু দাসকে রক্ষা ও পালন করিবেনই। রক্ষার ভার ও পালনের ভার শ্রীকৃষ্ণেরই। জীব সে ভার লইতে গেলে কেবল দুঃখ কষ্ট পায়।

শ্রীভক্তিবিনোদ উপদেশ

আজকাল কতকগুলি লোকের মনে এরূপ মনে হইয়াছে যে, কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ভিন্ন আর গতি নাই। তাঁহার নাম-স্মরণ ও তাঁহার মন্ত্র উপাসনা ব্যতীত আর উপাসনা নাই। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণভজনের আবশ্যক নাই।

এই কলিকালে গৌর বিনা গতি নাই এ কথা নিতান্ত সত্য। যাঁহারা স্মার্ত্ত-মতে বা তান্ত্রিক-মতে কৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভজনে প্রেমোদয় হয় না, ইহা সত্য। স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক কৃষ্ণ-ভজনে সম্বন্ধজ্ঞানের নিতান্ত অভাব, সুতরাং তাহাদের ভজনই ভজন-বিরোধী। একমাত্র বলা উচিত, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণাশ্রয় করত শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে পরমপুরুষার্থ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়কালের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতেন। তাঁহাদের ভজন সম্পূর্ণরূপে প্রীতিপদ ছিল। যদিও শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গদেবের সাক্ষাৎ-প্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুর ভাবোদয় ছিল। যাহা হউক, শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ের পর যাঁহারা প্রভুর উপদেশ মত প্রভুর লীলা-চরিতোদিত কৃষ্ণভক্তি অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য। শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণভক্তের যেরূপ অপূর্ব্ব উদয়, তাহা পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় না। কলিকালে শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারাই জগতে পরমধন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দোহাই দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন পরিত্যাগ করা যাঁহাদের মত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞা পালন করেন না। শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা মনে করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণাশ্রয় করিলে আর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে হইবে না, তাঁহাদের শ্রীগৌরকৃষ্ণে ভেদ-জ্ঞান হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ও শ্রীগৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভজন-বিষয় প্রতিভাত, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। প্রণালী ছাড়িয়া ভজন ও ভজন ছাড়িয়া কেবল প্রণালী কখন সম্পূর্ণ হইতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র যত পাঠ করা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ততই প্রেম হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলা যত পাঠ করা যায়, ততই শ্রীগৌরলীলা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর এবং শ্রীগৌর ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনই ভজন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীগৌরকে পরোপাস্য বলিয়া যখন বিশ্বাস করা যায়, তখন শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণরূপে উদয় হয়। এসকল কথা বড় গোপনীয় হইলেও বড় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে। "আমরা শ্রীগৌর ভজিব, আর শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিব না"—একথা একটি দৌরাত্ম্যের মধ্যে পরিগণিত। সেইরূপ "শ্রীকৃষ্ণ ভজিব শ্রীগৌরকে স্মরণ করিব না," ইহাও একপ্রকার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা পরস্পর ওতপ্রোত-ভাবে কবিরাজের পয়ারসূত্ররূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। একটু বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরস্পর এক বলিয়া মনে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যে শ্রীগৌর, সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগৌর হইয়া নিজে নিজে কৃষ্ণরস আস্বাদন করত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

এহেন শ্রীকৃষ্ণশূন্য শ্রীগৌর-উপাসনা একটী নূতন প্রথা হয়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের অনুমোদিত নহে। দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গের পরিকরগণ কিরূপ উপাসনা করিয়াছেন—শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণের স্বরূপ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাসনাতত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ হয় না। সমস্ত গোস্বামী-মণ্ডলীর উপদেশ অবজ্ঞাপূর্ব্বক যাঁহারা কেবল গৌরবাদী হইবেন, তাঁহাদের একটী নূতন পন্থা হইল, বলিতে হইবে।

কতকগুলি মহাপুরুষের কেবল শ্রীগৌরাঙ্গে সমস্ত ভজননিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও তাঁহাদের পক্ষে নিষ্ঠা-ভেদে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌর হইলেন, আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-পরিকরে নিত্য অবস্থিত করিতেছি—এই ভাবিয়া তাঁহারা স্ব স্ব নিষ্ঠা ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন সাধারণ ভক্তের পালনীয় নহে, ভক্ত-বিশেষের নিষ্ঠা মাত্র। কিন্তু ঐ সকল ভক্তেরা নিজ নিষ্ঠায় রত থাকিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভেদ-নিষ্ঠ ভক্তগণের কখনই বিরুদ্ধ উপদেশ দেন নাই, তাঁহারাও যেখানে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন হইত, তথায় তাহাতেই যথেষ্ট মগ্ন থাকিতেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে শ্রীগৌর ভজনরূপ একটী মতবাদ না হয়। নিরন্তর শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করি, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজন নিষেধ করিতে পারি না; বিশেষতঃ কেবল শ্রীগৌর-ভজনের দ্বারা পরে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণ ভজন দৃঢ় হইবে ইহাই ফল বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(*):: ——

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইলে বাধা প্রবেশ করিবে। সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা নাই। সেবক সর্ব্বদা সতর্ক। সেবক সর্ব্বদাই তাঁহার প্রভু কি আজ্ঞা করিবেন, তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। একটুই অন্যমনস্ক হইলে প্রভুর সন্তোষ উৎপাদনে বাধা উপস্থিত হয়। সেইজন্যই সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ নাই। নিজের দেহগেহাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিলে সেবা করা যায় না। সেবকের দেহগেহস্মৃতি নাই। তিনি সর্ব্বদাই তন্ময়। সেবক সেবাচিন্তায় তন্ময় হইয়া আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান।

সম্বন্ধটি ঠিক রাখিয়া যদি গুরুবর্গের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশান যায়, তাহা হইলে সবই মঙ্গল। সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে কিছু হয় না। আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্ব্বিষ হয়, যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে। বিষ সকলকে জ্বালা দেয়, কিন্তু মহেশ্বরের নিকট তাহার ক্ষমতা নাই। এই জন্যই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। "গুরুবর্গ আমার, আমি তাঁহাদের"—এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হইলে তবেই কল্যাণ হইবে। গুরুবর্গ কৃপার মূর্ত্তি, আমি যদি তাঁহাদিগকে না ঠকাই, তাঁহাদের সহিত সরল প্রীতির ব্যবহার করি, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। এই জন্যেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইবে, তজ্জন্য আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আকুল ক্রন্দন উঠুক। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইয়া অনুক্ষণ কৃপার জন্য ক্রন্দন করিলে তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন। অকিঞ্চন কাঙ্গালের প্রতি তাঁহাদের অধিক দয়া। সর্ব্বক্ষণ দীন, কাঙ্গাল হইয়া কাঁদিতে হইবে।

স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রিয়-চালনার নাম আধ্যাত্মিকতা বা পুরুষাভিমান। পুরুষাভিমান ছাড়িয়া আত্মনিবেদন করিতে হইবে। প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বক্ষণ চালিত হইতে হইবে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা, সেইরূপভাবে চলার নামই সেবা। নিজের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা রাখিতে হইবে না। আমাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারা প্রভু সুখী হন না, প্রভুর স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারাই প্রভু সুখী হন। প্রভু যে-ভাবে চলিতে বলেন, সেইভাবেই চলিব—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তিনিই শক্তিসামর্থ্য দিবেন। 'প্রভুর আমি'—একথা সর্ব্বক্ষণ মনে করিতে হইবে।

দূর হইতেও সাধুগুরুর সঙ্গ হয়, যদি প্রীতি থাকে। অপতিত আদর্শ সর্ব্বক্ষণ চোখের সামনে রাখিতে হইবে। আদর্শ না থাকিলেই ঠকিতে হইবে। পরজগৎ হইতে আগত অথবা এজগৎ হইতে পরজগতে অবস্থানকারী সাধুর সঙ্গ অনুক্ষণ করিতে হইবে। এজগতের কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব বা শত্রুভাব রাখিতে হইবে না। এজগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ হরিদেবের কথার মধ্যে থাকিতে হইবে। প্রভুর প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি দেখিলে প্রভু প্রীত হন। প্রতিকূল স্থান ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রিয় স্থানে বাস করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, ইহা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে। যত দৈন্য বাড়িবে, ততই কৃপা আসিবে। কৃপা পাওয়া যাইবেই—আজ কিংবা দুইদিন পরে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমার দিক্ হইতে যেন স্বেচ্ছাকৃত কোন ত্রুটী না হয়। কেবল কৃপার প্রার্থী ছাড়া আর অন্য কোন কিছুর প্রার্থী হইতে হইবে না।

সর্ব্বস্ব ঢালিতে হয়। আংশিক পাইয়া বা ঢালিয়া সন্তুষ্ট হইতে নাই। সর্ব্বস্ব পাইতে গেলে আবার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অনেক পরীক্ষা করিবেন, তীব্র দুঃখ দিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে চাই কি-না, পরীক্ষা করিয়া লইবেন, সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একটা জেদ থাকা চাই যে, এই জন্মেই কৃষ্ণ পাইতে হইবে।

ঊর্দ্ধগতিই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। শ্রীহরিমন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয় করার নাম ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের নামান্তর শ্রীহরিমন্দির, বৈষ্ণব-মাত্রেরই ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করা উচিত।

সন্তাপ জীব শ্রীগুরুদেবের পরীক্ষা সময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে বিষ্ণুচক্রাদির দ্বারা অঙ্কিত করেন এবং শরীর যাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই তাপ ধারণ করিবার বিধান করেন। তাপ-সম্বন্ধে স্মৃতশাস্ত্র বলেন,—"যিনি চক্রাদির দ্বারা চিহ্নাঙ্কিত করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া ভগবল্লোক প্রাপ্ত হন।" 'শ্রী' প্রভৃতি সম্প্রদায়ে তপ্ত-চন্দনাদি ধারণের ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু চন্দনাদির দ্বারা শ্রীহরিনাম অঙ্কনের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

হরিদাস্যবাচক নামগ্রহণকেই নাম বলা হয়। শ্রীহরিপূজাই যাগ। শ্রীবিগ্রহ-পূজাপদ্ধতিই বৈষ্ণবযাগ। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়াই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন।

দীক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে গোপীচন্দনের শীতল তাপ বা রামানুজীয়গণের বিচারমতে উত্তপ্ত তাপ, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, শ্রীভগবানের দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং যাগ অর্থাৎ শালগ্রাম পূজার আবশ্যক—এই পাঁচটি অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য।

"তাপ-পুণ্ড্র" শ্লোকের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তিনি সদ্গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে আগমন করিবার পূর্ব্বেই কিয়ৎপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। "ভীষণ সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, হে দীনতারণ! তুমি আমাকে কৃপা করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিসদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, আমার আর কেহ নাই"—এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে শিষ্য শ্রীগুরুচরণে পতিত হন। এইরূপ অনুতপ্ত হওয়া ব্যতীত আর কেহ দীক্ষাপাত্রের অধিকারী নহেন। উক্ত স্মৃতি রাখিবার জন্য শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তপ্ত-চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন; পরন্তু কারুণিক কলিযুগপাবনাবতারী আচার্য্য-লীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব চন্দনাদিদ্বারা শিষ্যের দেহ অঙ্কিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পবিত্র করিয়া হরি-মন্দিরাদি তিলক প্রদান করিবেন। অনুতাপ-কালেই দশমূল-জ্ঞানদ্বারা অনুতাপকে স্থায়ী রাখা আবশ্যক। স্থায়ী অনুতাপ দেখিলে দ্বাদশ তিলক দান করা উচিত। এই সময়ে শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম হয়। সুতরাং তাহাকে একটি ভক্তিসূচক নাম দেওয়া উচিত। তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধবাচক মন্ত্রও দিতে হইবে। মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সমর্পিত করিবেন। সংসার-সম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণসম্বন্ধে পরিপক্ক করিবার জন্য শালগ্রাম শ্রীমূর্ত্ত্যাদি-সেবারূপ যাগই পঞ্চম-সংস্কার। প্রেমপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে মানস-সেবাই পরিচর্য্যা। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছেন,—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে,
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানি-মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥"

ভাবপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শারীর ব্যবহারের উপদেশ। শেষে দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানি-মানদভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণই ভজনের বাহ্য-প্রকাশ। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মানস-সেবাই পরমতত্ত্ব।

কৃষ্ণদাস্যে কিরূপ আনন্দ?

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য প্রেমে হৈলা পাগল॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর,॥
এসব পণ্ডিত লোক পরমমহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ কি?

তাহার কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীরঘুবীর দাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি' যার অরণ্যবিলাস॥
(চৈঃ ভাঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বারদোল উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গত ২৪শে এপ্রেল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

এক কুল-প্রতিষ্ঠায় রক্ষা নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্র শ্রবণে অকপট শ্রদ্ধালু নিবেদিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা অজ্ঞতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপট্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা প্রতিষ্ঠা উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলোককরে প্রচুর বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক-সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শাস্ত্রগণের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—— ::(৹)::——

জার্ম্মাণ সেনানায়ক নিহত

মস্কো বেতারে প্রকাশ, ভিয়েনার বেতার ঘাঁটিতে যাইবার পথে ভিয়েনার জার্ম্মাণ অধিনায়ক লেপ ডিয়ের্ট্রিচ গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

ভিয়েনাতে জার্ম্মাণরা যে প্রতিরোধ চালাইতেছে, তৎসম্পর্কে তিনি যথারীতি বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ৬ বার রিভলভারের গুলী ছোড়া হয়।

জার্ম্মাণ এস এস বাহিনীর কর্ণেল হিটলারের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দলের প্রাক্তন চীফ কম্যাণ্ডার গত এক সপ্তাহের কম সময় হইল ভিয়েনা রক্ষার ভার পাইয়াছিলেন। তিনি হিটলারের নিকটতম সহচরদের অন্যতম ছিলেন। তিনি নরম্যাণ্ডী ও আর্দ্দেনে জার্ম্মাণ পাল্টা আক্রমণে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনাবাদী ভূমিতে চাষের ব্যবস্থা

বঙ্গীয় খাদ্য-উৎপাদন আন্দোলন সফল করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের উন্নয়ন বিভাগ বাঙ্গলার সমস্ত অনাবাদী ভূমির একটী তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার জন্য সম্ভবমত অধিক পরিমাণে অনাবাদী ভূমিতে চাষ করিবার ব্যবস্থা করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। হিসাবমত বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে ৪২ লক্ষ ৪০ হাজার একর অনাবাদী জমি আছে। এই সমস্ত ভূমির মালিকগণকে তাহাদের ভূমিতে চাষ করিতে আদেশ করা হইবে এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে উন্নত ধরণের বীজ, সার ও যথাসম্ভব জল নিকাশ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সাহায্য করা হইবে।

---

৮২ ঘণ্টা সাইকেল চালনা

কাণপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে গত ১লা এপ্রিল আলিগড়ের মিঃ আনসার হোসেন অবিরাম ৮২ ঘণ্টা সাইকেল চালনার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি ২৯শে মার্চ সকাল ৯ ঘটিকায় সাইকেল চালাইতে আরম্ভ করেন এবং ১লা এপ্রিল সকাল ৭ ঘটিকায় তাহা শেষ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ৮ শত ৩০ মাইল দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেন। সাইকেল চালাইবার সময় তিনি কেবল কমলা-লেবুর রস ও চা পান করিয়াছিলেন।

৩৩ বছর পরে পত্র বিলি

বেনারসের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বেনারসের রাজদরজার মাণিকচাঁদ মুক্তিচাঁদের নামে ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে গিরিডি ষ্টেশন হইতে একখানি পত্র ডাকে দেওয়া হয়। এতদিন পরে পত্রখানি গত ১২শে মার্চ্চ বেনারসে পৌঁছিয়াছে। উক্ত মাণিকচাঁদের বহু দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। তাই পত্রখানি তাহার এক পৌত্রের নিকট বিলি করা হয়।

হাতে তৈরী কাগজের উৎপাদন

হাতে প্রস্তুত কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পেশাদার কারিগরগণকে পাইকারী মূল্যে কাঁচা মাল সরবরাহ ও তৈরী দ্রব্যের বিক্রয়ে সহায়তার জন্য বাঙ্গলা সরকার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ এ, করিমের হস্তে পৌনঃপুনিক ঋণ হিসাবে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। গত আর্থিক বৎসরে ঢাকার আড়িয়ালের কাগজ প্রস্তুতকারকদের ৬ হাজার টাকা মূল্যের কাঁচা মাল সরবরাহ করা হয়। ঐ সময় ১২ হাজার টাকা মূল্যের প্রস্তুত কাগজ বিক্রয় করা হয়। এই পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্ব্বে উক্ত কেন্দ্রে মাত্র ২৪ জন কাগজ প্রস্তুতকারক নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৬ জনে দাঁড়ায় ও কর্ম্মীদের মাসিক আয় দ্বিগুণ হয়। পৌনঃপুনিক ঋণের কিস্তীর ক্ষতি না করিয়া উক্ত ঋণ পাওয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলায় সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা

প্রদেশের বিভিন্ন সাহায্য ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গলা সরকার ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত আড়াই কোটি টাকার ঊর্দ্ধে মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮১০৲ টাকা এককালীন দান হিসাবে; ২৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৩১৲ টাকা কৃষি ঋণ হিসাবে; ২৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৪৪৲ টাকা সেচ কার্য্য ও জল সরবরাহের জন্য; ৪৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬০৭৲ টাকা কারিগরগণের সাহায্যের জন্য ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৫০৲ টাকা পরীক্ষামূলক কার্য্যের জন্য ও ১২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৩৲ টাকা পরিত্যক্ত পুষ্করিণীসমূহের উন্নতিকল্পে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

---

৮৭৯ খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

১৭ই এপ্রিল—জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাত্রে রুশ বিমান এবং বৃটিশ বিমান বার্লিনে হানা দিয়াছিল। রুশ ও বৃটিশ বিমান বাহিনী পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দিত করে। এই বিমান হানাকালে ৮৭৯ খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরণীয়।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

অভাব কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিক্রমা'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ৩ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ . ১৭ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৩০শে এপ্রিল, ইং ১৯৪৫, সোমবার { ৩৯-৪০শ সংখ্যা.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মধুসূদন সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

শাস্ত্রার্থাবধারণময়ী বা ভগবল্লীলামাধুর্য্য-লোভময়ী শ্রদ্ধা ব্যতীত শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না। শ্রদ্ধা হইলেও সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণকীর্ত্তন-লক্ষণা শ্রীহরিকথা সম্ভব হয় না। সৎসঙ্গেই ভগবন্নাম-গুণ-লীলানুকীর্ত্তন হইয়া থাকে। শ্রীহরিকীর্ত্তনই সকল মঙ্গলের আকর। বদ্ধজীব তটস্থশক্তির পরিণাম। হরিবিমুখই বদ্ধ। হরিসাম্মুখ্যদ্বারাই হরিবিমুখতা দূর হয়। বদ্ধজীব প্রথম হইতেই হরিবিমুখ। সে কখনও ভগবৎসাক্ষাৎকার পায় নাই। জীব অধীনতত্ত্ব। মায়াবশতাপন্ন হইলেই জীবের সংসারদুঃখ; আর স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধ হইলে মায়ার অন্তর্দ্ধানে সংসার-নাশ বা স্ব-স্বরূপাবস্থিতি হয়। সংসার-ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে যখন সাধুসঙ্গে জীবের শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাস বা ভগবন্মাধুর্য্যে লোভ হয়, তখনই ভক্তিতে অধিকার হয়। শ্রদ্ধা হইলে সদ্গুরুচরণাশ্রয়রূপ সৎসঙ্গ-প্রভাব হইতে তত্ত্বশ্রবণ-সৌভাগ্য ঘটে, শ্রবণের পর যখন কীর্ত্তন হয়, তখন কীর্ত্তন-প্রভাবে জীবস্বরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। এই সংকীর্ত্তনে সপ্তপ্রকার ফলসিদ্ধির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন। কীর্ত্তন-ফলে জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃই জীবের বন্ধন এবং তৎসাম্মুখ্যবশতঃই বন্ধনমুক্তি বা স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভগবদ্বিমুখতা হইতে মায়াভিনিবেশবশতঃ জীবচিত্ত অবিদ্যা-মলদূষিত হওয়ায় সেই চিত্তদর্পণে স্বরূপদর্শন হইতেছে না। শ্রবণের পর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইলে জীবের সমস্ত অবিদ্যামল দূর হইয়া যায়, তখন সেই শুদ্ধ অহঙ্কারযুক্ত শুদ্ধজীব স্বচিত্তদর্পণে স্ব-পরস্বরূপ দর্শন করিতে পারে, তখনই জীবহৃদয়ে স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হইলে আর সংসার-প্রবৃত্তি থাকে না। জীবের প্রপঞ্চে জন্মই ভব। এই প্রপঞ্চে ত্রিতাপের পরাক্রম আছে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত ভবদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না।

শ্রবণে চিত্তশুদ্ধি হয়, কামাদি কষায় বা পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হইবে। শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে সাধুগুরুর নিকট শ্রীভগবানের কথা শুনিলেই মঙ্গল হয়। শ্রবণ সাক্ষাদ্ভক্তি। আত্ম-নিবেদনের পর শ্রবণ করিলে শ্রীভগবানের সুখ হয়—এই বিচারে শ্রবণই ভক্তি। দীন না হইলে শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়ার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয় না। দৈন্যের অভাবে লোকত্ব-অভিমান আসিয়া অধঃপাতিত করে। দৈন্যই ইষ্টদেবের চিত্তকে বিচলিত করায়—দ্রবীভূত করায়। দৈন্যই সাধুগুরুর চিত্তকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র উপায়। সাধুর আকর্ষণে পড়িতে পারিলেই একমাত্র মঙ্গল। সাধুসঙ্গের দ্বারাই দীনতা আসিবে। চিত্ত দ্রবীভূত হইলে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়া মনে হইলে দীনবন্ধুর সঙ্গ পাওয়া যায়। যদি সর্ব্বক্ষণ সন্তের সঙ্গ বা সচ্চিন্তা না হয়, তাহা হইলে অসৎসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইবে। যেখানে শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রিয়ত্ববোধ নাই, অথচ বিশ্বের প্রতি আসক্তি, বড় হইবার ইচ্ছা, পুরুষাভিমান, বিষয়-বাসনা বা কৈবল্যাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির মধ্যে মত্ততা আছে, তথায় ভক্তি নাই। শরণাগতি বা অভিনিবেশ কৃপার লক্ষণ। শ্রদ্ধা বা রুচি যদি না বাড়ে তাহা হইলে কৃপা পাইতেছি না বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা যদি হয়, তবে কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে ডাকিতে হইবে। যদি কুটিলতা না থাকে, আন্তরিক সরলতা থাকে, তবে তাঁহাদের কৃপা হইবেই।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভক্তকে রক্ষা করেন। তাঁহার সকল কার্য্যই মঙ্গলদায়ক। ভক্তগণ সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান ও তাঁহার কৃপার কথা বুঝিতে পারেন। ভক্তের শ্রীভগবানের সর্ব্বক্ষণ আদান প্রদান চলিতেছে। ভক্তের শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কেহ নাই। ভক্তের নিজের কোন ভোগ্যবস্তু নাই। তাঁহার সর্ব্বত্র গুরুদর্শন—সেব্যদর্শন। ভক্তগণ সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনে কোন ভ্রান্তি নাই, সকলকে ভগবৎ-সেবকরূপে না দেখিয়া ভোগ্যভাবেই দেখা যাউক না কেন, সবই ভ্রান্ত-দর্শন। যিনি যাহা, তাঁহাকে সেইরূপে দর্শনই সুষ্ঠু দর্শন। ইষ্ট-দেবকে চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত হৃদয়-নয়নের দ্বারা তাঁহাদিগকে দর্শন করা যায়। কৃপালাভের জন্য যত্ন অতীব প্রয়োজন। লোক না দেখাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কৃপার জন্য ক্রন্দন করা উচিত! অনুক্ষণ অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া কৃপার জন্য ক্রন্দন না করিলে ইষ্টদেবের আসন টলিবে না—কৃপোন্মুখ হইবেন না। কপটতা না করিয়া আন্তরিকতার সহিত কৃপালাভের জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। কৃপার পথ ছাড়িয়া কৃত্রিমভাবে সাধনের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করিলে সব বিফল হইবে। কৃপার জন্য যাঁহার যত অধিক চেষ্টা হইবে, তাঁহার প্রতি ততই কৃপা হইবে। কৃপার জন্য চেষ্টা করা অর্থে স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া শরণাগত হওয়া। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শরণাগত-বৎসল। শরণাগতের প্রতি তাঁহাদের অধিক করুণা। যিনি স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ইচ্ছা ইষ্টদেবের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ইষ্টদেবের ইচ্ছা ও শরণাগতের ইচ্ছা একটাই জিনিষ। ইষ্টদেবের সম্বন্ধেই তাঁহার সব কাজ। ইষ্টদেবের সুখ-সম্বন্ধেই তাঁহার দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও আস্বাদনাদি সব হইয়া থাকে। তাঁহার নিজের বলিতে কিছু নাই, তাঁহার আনুগত্যের প্রবৃত্তি খুব প্রবল। আনুগত্যের প্রবৃত্তি আছে বলিয়া তিনি ইষ্টদেবের কৃপা ও সঙ্গের জন্য অনুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া থাকেন। ঐরূপ শরণাগতের প্রতি ইষ্ট-দেবের কৃপা স্বাভাবিক। সাধুগুরুর কৃপায় নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া যিনি কৃপার উপর যতটা নির্ভর করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য [illegible] বা স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া গুরুপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করিতে পারিবেন, যিনি [illegible] করিবেন, যিনি গুরুবৈষ্ণব-ভগবানকে যতটা আপনজ্ঞান করিতে পারিবেন, তাঁহার উপরই ততটা কৃপা হইবে। [illegible] শরণাগতি ও আর্ত্তি হইতে কৃপা [illegible]; নতুবা কোন সুবিধা হইবে না। [illegible] হইতে [illegible], [illegible] সেদিক হইতে কৃপা আসে না।

ব্যক্তিগত [illegible] থাকা দরকার। [illegible] ব্যক্তিগত জীবনে সতর্ক [illegible]

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

বাঙ্গলায় কয়েকটি সেচ-ব্যবস্থা

খাদ্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার মার্চ মাসের দ্বিতীয় পক্ষে আরও চারিটি ছোট সেচ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। ঐ সমস্ত পরিকল্পনার জন্য মোট ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করা হইয়াছে—বাঁকুড়া জেলার কুকুলী খাল সেচ পরিকল্পনা; বর্দ্ধমান জেলার ঘুর্ণি নদী পরিকল্পনা; মুর্শিদাবাদ জেলার ভিখারী বিল সেচ পরিকল্পনা ও ময়মনসিংহ জেলার পালান বিল ও গড়াইখালীর মধ্যে খাল সংস্কার। এই সময়ে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের উদ্দেশ্যে অপর তিনটি সেচ পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত পরিকল্পনার জন্য মোট ২৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রথানুসারে এই সমস্ত পরিকল্পনা জেলা-বোর্ড সমূহের সাহায্যে সম্পন্ন করা হইবে। পরিকল্পনাগুলি যথা—খুলনা জেলার কপোতাক্ষ নদীতে বিল নদীয়ার জল নিকাশের জন্য জলনগর খালের সংস্কার, খুলনা জেলার নবলাইখালী খাল ও তেঁতুলতলা খাল সংস্কার।

সামরিক ব্যক্তিবর্গের সুখ-সুবিধা

বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় নাবিক, সৈনিক ও বৈমানিক বোর্ড সমূহের মধ্যে পরস্পর সংযোগ ও তাহাদের কার্য্য তদারক এবং বাঙ্গলার সামরিক বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ও তাহাদের পরিবারের সুখ-সুবিধার জন্য বাঙ্গলা সরকার "বঙ্গীয় প্রাদেশিক নাবিক সৈনিক ও বৈমানিক বোর্ড" নামে একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

বাঙ্গলার গভর্ণর এই বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বাঙ্গলার প্রধান-মন্ত্রী অথবা স্বরাষ্ট্র-সচিব উহার সভাপতি এবং যুক্ত-প্রদেশে ও পূর্বভারতে সিভিল লিয়াজন অফিসার সহকারী-সভাপতি থাকিবেন। এরিয়া কমাণ্ডার অথবা প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের কমিশনারদ্বয়, বাঙ্গলা ও আসাম সার্কেলের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল, প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর, লেবার কমিশনার, কলিকাতার সিপিং মাষ্টার, কলিকাতার রিক্রুটিং অফিসার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ব্যবস্থা পরিষদের দুইজন সদস্য, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের দুইজন প্রতিনিধি সহ চারিজন বেসরকারী সদস্য এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের দুইজন এবং বাঙ্গলার অবশিষ্ট অংশের জেলা বোর্ডসমূহের একজন, এই মোট নিতজন প্রতিনিধি লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী বোর্ডের সেক্রেটারী হইবেন।

দুর্গত অঞ্চলে সরকারী ঋণ

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের একটি প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলে বন্যা ও ঝটিকার দরুণ শস্যহানির ফলে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দেওয়ায় দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসিগণকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, ১৯৪২-৪৩ সালে তাহার কিয়দংশ পরিশোধ করার কথা থাকিলেও গভর্ণমেণ্ট ঐ বৎসর কিছুই আদায় করেন নাই। ১৯৪৩-৪৪ সালেও গভর্ণমেণ্ট ঋণ আদায়ের জন্য কোনও চাপ দেন নাই। গভর্ণমেণ্ট কাঁথি মহকুমা সম্পর্কে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ঐ মহকুমায় যতদূর সম্ভব আপোষে ঋণ আদায় করিতে হইবে এবং ইতিপূর্ব্বে যে কোন সার্টিফিকেটের মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে সকল ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের অসুবিধার কারণ ঘটিতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে মামলা তুলিয়া লওয়া হইবে। যাহাদের ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গতি থাকিলেও ইচ্ছা ঋণ পরিশোধ করিতেছে না, তাহাদিগকে এই সুবিধা দেওয়া হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে কলেক্টার সার্টিফিকেটের মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ মিঃ এস, এ, আজম (এম-এস-সি) নামক জনৈক শিক্ষার্থীকে প্লাসটিক্স শিল্প সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত শিক্ষার্থী ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪ বৎসর অবস্থান করিয়া সম্প্রতি তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি লসএঞ্জেলেস (কালিফোর্ণিয়া)এর প্লাসটিক্স ইনডাষ্ট্রীজ টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট হইতে প্লাসটিক্স ইঞ্জিনিয়াররূপে অনার্স সহ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত ইনষ্টিটিউটের সুবর্ণপদক লাভ করেন। তৎপরে তিনি কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিষয়ে গবেষণা করেন।

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকরূপে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা সচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, পরমার্থজিজ্ঞাসা, সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, তদ্বস্তু-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না। তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-প্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণের শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং উঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

[প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ৫ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫১ ; ১৯শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ; ২রা মে ইং ১৯৩৭, বুধবার ৪১-৪২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ মধুসূদন হাপু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫১

দৈন্য ও কৃপা প্রার্থনা

—::(*):—

প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফলে দুর্দশা লাভ হয়। এই দুর্দশার উপলব্ধি যেখানে নাই, সেখানেই মোহ। অনাত্মাতে, অসত্তে আত্মবোধ হইলে শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ হয় না। ইহা অবিদ্যার কার্য্য। তুচ্ছাসক্তি, জড় নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি প্রভৃতি অনর্থ সাধুসঙ্গ হইলে যাইবে। প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যা দুইপ্রকারে সাধুসঙ্গ হয়। সঙ্গের ফল সঙ্গে সঙ্গেই হয়। সাধুর সঙ্গফলে অসাধুবৃত্তি চলিয়া গিয়া সাধুর বৃত্তি ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্তি লাভ হয়। সাধুসঙ্গে চরম উপায় শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গ—কায়মনোবাক্যে সাধুর আনুকূল্য বা সাধুতে অভিনিবেশ, সাধুর বৃত্তি বা সাধুর আচরণের অনুসরণ ব্যাপার। সাধুসঙ্গ হইলে স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। স্বতন্ত্রতা থাকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুসঙ্গ হইলে স্বতন্ত্রতা থাকে না। সাধুর ইচ্ছার সহিত যাঁহার ইচ্ছা এক, তিনিই শরণাগত বা সাধুসঙ্গী। হেয়-বস্তুর প্রতি উপাদেয় বোধ থাকিলে উপাদেয় বস্তুর সঙ্গ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ সাধুরূপে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি এ জগতে প্রেরণ করেন। সাধু শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তি। জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী-শক্তির আকর্ষণে পড়িবার সৌভাগ্য পান, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। যদি সাধুর অভিনিবেশসহ কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসা যায়, তবেই মঙ্গল হয়। সাধু ব্যতীত শ্রীভগবানের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। শ্রীভগবানের কৃপামূর্ত্তি সাধুর আশ্রয় যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই। সাধুকে একমাত্র আশ্রয়রূপে পাওয়াই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া। সাধুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলেই সাধুকে পাওয়া যায়। সাধুর হৃদয় শ্রীভগবান্ এবং শ্রীভগবানের হৃদয় সাধু! সাধুর হৃদ্প্রীতিতে শ্রীভগবান্ নিত্যকাল বাঁধা রহিয়াছেন। মিলন হয়—সঙ্গ হয়—প্রীতি হয় হৃদয়দ্বারা। সহৃদয় ব্যক্তিই সাধুসঙ্গ করিতে পারে। হৃদয়হীন ব্যক্তি সাধুর সঙ্গ করিতে পারে না। প্রীতি-ভালবাসাই হৃদয়ের বৃত্তি। প্রীতিমানই সহৃদয়।

সাধুগুরুর সহিত সকলসময় যুক্ত হওয়া যায় কি করিয়া? দম্ভরাহিত্য হইলেই হয়। দম্ভ অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান, স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রতা পরিহার করিতে পারিলে সাধুগুরুর সহিত যুক্ত থাকা যায়। স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিলে কখনও সাধুগুরুর সহিত মিলন হয় না। ইচ্ছা থাকিবে সাধুগুরুর। তাঁহাদের ইচ্ছার সহিত নিজ-ইচ্ছার মিল হইলেই সাধুগুরুর সহিত মিলন হইবে—যুক্ত হইবে। সাধুগুরুর প্রতিকূল ইচ্ছা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়া তদিচ্ছার অনুকূল হইতে হইবে। প্রতিবাদ-স্পৃহা—অভক্তি। হৃদয়ের সহিত সাধুগুরুর ইচ্ছার অনুবাদ অর্থাৎ অনুসরণই ভক্তি। দম্ভ ও কুটিলতা যদি না থাকে, কৈতব অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ কপটতা না থাকে, তবেই সাধুর সহিত যুক্ত হওয়া যায়। সাধুগুরুর চিত্তবৃত্তির সহিত খাপে খাপে মিলিত হইবার পক্ষে দম্ভ ও কুটিলতাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্তরায়। দম্ভ হইতে কুযুক্তি হয়—শ্রুতিকে না মানিয়া স্বৈরিণী যুক্তিকে ঈশ্বরী করা হয়। দম্ভ হইতে কুতর্কস্পৃহা প্রবল হয়। বাহিরে লোক-দেখান ভক্তির ভাণ—সাধুগুরুর আনুগত্য প্রদর্শন—শরণাগতের অভিমান, আর অন্তরে তাঁহাদের শুভেচ্ছার প্রতিবাদ, ইচ্ছার সহিত মিলিত হইতে অনিচ্ছা—ইহাই কুটিলতা। অন্তর-বাহিরে সম-ব্যবহার যেখানে নাই, সেখানে সঙ্গ হয় না।

সংসার যখন ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন সাধু-দর্শন হয়। শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—হে মন, তুমি শ্রীমুকুন্দ-পদাশ্রয় শ্রীগুরুদেবকে পতিত তোমার জন্যই পতিত-পাবনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া জান। তিনি ব্যতীত জগতে তোমার আর গতি নাই। যদি মঙ্গল চাও, তবে স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণাশ্রয় কর। সাধুগুরুকে মুনিবুদ্ধিসহকারে কেবল সম্মান না করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান।

সাধুসঙ্গফলে যখন দীনতা হইবে, তখন প্রাকৃত-অভিমান চলিয়া যাইবে। দ্রবীভূত চিত্ত হইতে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়া মনে হইলেই প্রাপ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। দীন, কাঙ্গাল, অকিঞ্চন হইয়া অনাথশরণ, দীনবন্ধু, কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হইবে। যদি না হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইতেছে। যেখানে শ্রীভগবানের প্রতি প্রিয়ত্ববোধ নাই, স্থূল বা বিরাট্ বা মায়া-বৈভবের প্রতি আসক্তি, বড় হওয়ার ইচ্ছা, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর মদে মত্ততা, পুরুষাভিমান, বিষয়-বাসনা, সেখানে ভক্তি হইবে না। পুরুষাভিমান থাকিলে পুরুষোত্তমের সেবা করা যায় না। দৈন্য বা কার্পণ্য শরণাগতির লক্ষণ। দীন না হইলে শ্রীভগবানের কৃপা পাইবার জন্য চিত্ত দ্রবীভূত হইবে না। নিজেকে দীন পতিত বলিয়া উপলব্ধি হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে। কৃপা করা—শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়াই যাঁহার স্বভাব, তিনি কি কৃপা না করিয়া পারেন? আলো দেওয়া সূর্য্যের স্বভাব। সূর্য্যের আলো আবরণ করিলে অন্ধকারই লাভ হয়, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চাওয়া মানে তাঁহাকে বঞ্চন করা। এরূপ সব বাধা।

প্রয়োজন একমাত্র ভগবৎসাক্ষাৎকার ও সেবালাভ। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিত্যকাল প্রীতির সহিত তাঁহার সেবা লাভ করাই পরম প্রয়োজন লাভ। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার করাইয়া দিবার ও তাঁহার সেবা প্রদান করিবার মালিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুদেব করুণাশক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে পারেন। এই স্বপ্রকাশশক্তি শ্রীগুরুদেবের কৃপা যাঁহার উপর হয়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার ও সেবা পান, অপরে পান না। আমার একমাত্র প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার ও সপরিকর তাঁহার সেবা লাভ, [illegible] তাহা আমার ভাগ্যে হইল না—এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া ভক্ত অনুক্ষণ কৃপা প্রার্থনা করেন। ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতিহীন জানিয়া তিনি নিজেকে অত্যন্ত দীন, পতিত, কাঙ্গাল মনে করেন। প্রয়োজনপ্রাপ্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর ও [illegible] থাকে। অভাববোধ [illegible] আকুতি হয়। অভাববোধ হইলেই হৃদয়ে ক্রন্দন জাগে, [illegible]। [illegible] দৈন্যপূর্ণ [illegible] করুণাময় ইঁহাদের হৃদয় [illegible] হয়—কৃপাপ্রাপ্ত হয়। দীনজন। [illegible] কৃপা [illegible]।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

দীনের কাতর ক্রন্দন দেখিলে অভীষ্টদেব চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। কৃপাভিখারীজনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া নামিয়া আসেন। শরণাগতিযুক্তা দৈন্যসম্পদ লক্ষ্য করিয়াই ইষ্টদেব কৃপা করিয়া থাকেন। চিত্ত দীন ও অনুক্ষণ কৃপা-প্রার্থনাপূর্ণ হইলে অভীষ্টদেবের কৃপালাভ সহজ হইয়া থাকে। দীন, অকিঞ্চন ও অমানি-মানদ হইলে ঐপ্রকার কৃপাপ্রার্থীর হৃদয়ে অভীষ্টদেবের স্বতঃপ্রকাশ হয়—তাঁহার ইচ্ছা, ইঙ্গিত, কৃপাপ্রেরণা ও সঙ্গ সহজে উপলব্ধি হয়। স্বরূপশক্তির কৃপাকটাক্ষে এই প্রকার স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যের আবির্ভাব হয়। 'আমি সেবা করিতে পারিলাম না, সেবা পাইলাম না'—এইরূপ স্বাভাবিক দৈন্য ভক্তের সহজ-সম্পত্তি। কৃপাপ্রার্থনায় হৃদয় দৈন্য ও আর্ত্তিতে বিগলিত হয়, সেবার উত্তরোত্তর আবেশ, অভিনিবেশ, লোভ ও ... হয়। যেখানে অপ্রতিহত কাতর প্রার্থনা, সেখানে গতিও অপ্রতিহতা। সংগোপনে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কৃপার জন্য কাতর ক্রন্দন যেখানে, ইষ্টদেবের কৃপাপ্রাপ্তির সহজতাও সেখানে। সহজ আর্ত্তির গতি অপ্রতিহতা, তাহা বাধা মানে না—বাধা পাইলে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ আবেশ ও অভিনিবেশযুক্তা কাতর প্রার্থনায় সেব্যবস্তুর সহিত মিলন হইয়া থাকে। একমাত্র কৃপা-প্রার্থনা-দ্বারাই ইষ্টদেবের প্রতি দীনচিত্ত সহজেই লাগিয়া যায়—আবেশ ও অভিনিবেশ হয়।

কৃপাপ্রার্থনা চিত্তদর্পণকে পরিমার্জ্জিত করিয়া জীবকে ইষ্টদেবের সহিত প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে। কৃপাপ্রার্থনায় হৃদয়ের হতাশা নিরাশাদি প্রীতির বিরুদ্ধ ভাবগুলি অপসারিত হইয়া হৃদয় নবনবায়মান আশার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত, উদ্ভাসিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। অকপটে অনুক্ষণ কৃপাপ্রার্থনা হইলে ইষ্টদেব কৃপা করেনই। অকপট প্রার্থনা হইলে প্রার্থনানুসারে ফললাভ হইয়া থাকে। সাধুগণ বলেন,—অভীষ্টদেবের নিকট অকপটে ক্রন্দন করিয়া নিজের সমস্ত কথা হৃদয়ের সহিত জানাইতে হইবে। সাধুর নিকট অকপট হৃদয়ে কৃপা প্রার্থনা করিলে সাধু তখন আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আর্জ্জি পেশ করিবেন। তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণ না শুনিয়া পারেন না। যদি প্রাণ না কাঁদে, যদি ভালবাসা না হয়, তাহা হইলে 'কেন আমার ভালবাসা হইতেছে না'—এই বলিয়া আর্ত্তিপূর্ণ প্রার্থনা জানাইতে হইবে। এত সুযোগ সৌভাগ্য পাইয়াছি, তথাপি যদি ... সাক্ষাৎকার ও সেবা না পাই তাহা হইলে জন্ম বৃথা; সুতরাং হে কৃষ্ণ, এই কাঙ্গালে কৃপা কর—এই বলিয়া প্রার্থনা জানাইতে হইবে।

কৃপাপ্রার্থনাফলে যদি হৃদয়ে ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা প্রাপ্তির জন্য আগ্রহ জাগে, তবেই আমরা গৌড়ীয়, গুরু, সাধু বা শুদ্ধভক্তের পাদপদ্ম অনুসরণ করিবার জন্য সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারিব। আত্মনিবেদন হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় তাঁহার সংকীর্ত্তনের দোহারগিরি করিবার অধিকার লাভ হইবে। যদি পূর্ণ শরণাগত হইয়া নিজেকে দৃশ্য, ভোগ্য-অভিমান করিতে পারি—আমি বড় দীন, অধম, কাঙ্গাল, পতিত, পামর, সম্পূর্ণ যোগ্যতাবিহীন, সর্ব্বগুণবর্জ্জিত—এইরূপ ভাব যদি হৃদয়ে জাগে, তবেই অভীষ্টদেবের সাক্ষাৎকার ও সেবা ... হইবে। হৃদয় অকপট দৈন্যে—বিরহে নির্ম্মল, শুদ্ধসত্ত্ব ভগবদ্ধামরূপে প্রকাশিত হইলে তবেই সেইস্থানে অভীষ্টদেব বসিবেন। "আমি অত্যন্ত অভাগা, আমি অত্যন্ত পামর। হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আমি ত' জগৎ হইতে বাহিরে নহি, আমাকে নিজগুণে অহৈতুকী সেবা প্রদান করুন"—যে হৃদয়ে লোক না দেখাইয়া, লোক না ঠকাইয়া নিরন্তর হৃদয়ের অকপটভাবের সহিত এইরূপে ক্রন্দন করে, কৃত্রিমতা না করিয়া অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে সাধুগুরুর কৃপা প্রার্থনা করে, তাহার ভগবন্নাম-স্ফূর্ত্তিবলে ভগবদ্দর্শন হয়। সর্ব্বক্ষণ ইষ্টদেবের নিকট এইরূপ কৃপাভিক্ষামুখে ক্রন্দন করিলে তবেই তাঁহাদের দয়া হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় দয়াময় তাঁহারা অত্যন্ত পতিত, দুর্গতকে প্রচুর কৃপা করিয়া থাকেন।

অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। অকিঞ্চনই শরণাগত। অকিঞ্চন না হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব তাঁহাদের সঙ্গে লইবেন না। অকিঞ্চন হওয়া মানে দীন কাঙ্গাল, অমানি-মানদ হওয়া। অকিঞ্চনের জড় দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই; কিন্তু শুদ্ধ-অহঙ্কার আছে। 'আমি তোমার'—ইহাই শুদ্ধ অহঙ্কার। অকিঞ্চনের "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার"—এই বিচার প্রবল। অকিঞ্চন নিজেকে সর্ব্বক্ষণ অবিচ্ছেদ্যভাবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সংলগ্ন, সংশ্লিষ্ট মনে করেন। যেখানে ইষ্টদেবের সহিত সংলগ্ন—সংশ্লিষ্ট অবস্থা বা এইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হইবার অনুক্ষণ যত্নাগ্রহ, অসঙ্কুচিত আপন-ভাব, সেইখানেই দয়া। যেখানে অকিঞ্চনতা ও দীনতা, সেইখানেই কৃপা। যেখানে জড় দর্প, গর্ব্বজনিত হৃদয়ের কাঠিন্যভাব নাই, সেখানে আছে কেবল দীনতা,—অকিঞ্চনতাময়ী হৃদয়ের সরলতা, কেবল সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান—কৃষ্ণকার্ষ্ণকিঙ্করত্বের অনুভূতি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় হৃদয় দীন, অকিঞ্চনতামণ্ডিত না হইলে অনুসরণ, অনুগমন, অনুধাবন কিছুই হয় না। শরণাগতের হৃদয়ে সমস্তই আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি পায়। অকিঞ্চন শরণাগতই ইষ্টদেবের সৌন্দর্য্য দেখিবার সৌভাগ্য পান। ইষ্ট-দেবকে দর্শন করিবার মত ভক্তিচক্ষু যাঁহার আছে, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে তাঁহার জিহ্বাতেই নৃত্য করেন। অকিঞ্চন—সেবোন্মুখ; তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিও সেবোন্মুখ।

অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপ—শোভা। অকিঞ্চনতা আত্মার নিত্য-সিদ্ধ রূপ সেবাময় স্বরূপের রূপ। শ্রীকৃষ্ণ রূপে—সৌন্দর্য্যে কামকোটি মন্মথমন্মথ। তিনি সুরূপকে, কদর্য্যকে, কুৎসিতকে কখনও চাহেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই তাঁহার সৌন্দর্য্যা-লোকে উদ্ভাসিত হওয়া যায়। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি না থাকিলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবাবৈভব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না—তাঁহার অসমোর্দ্ধ সেবামহিমা আমাদের অনুভূতির বিষয় হয় না, আমরা লালসাবিশিষ্ট হইতে পারি না। সেবাই সৌন্দর্য্য বা রূপ। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় সেই রূপ লাভের সৌভাগ্য দীন হীন কাঙ্গাল প্রত্যেকেরই হইতে পারে।

অদ্বিতীয় রূপভোগী শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে হইলে শ্রীরূপানুগ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকণায় উদ্ভাসিত হইতেই হইবে। হৃদয় দৈন্য, অকিঞ্চন হইলেই বসিবার সৌভাগ্য হইবে—

"ত্রৈলোক্যক্ষিতিখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।

হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য! যাহা তোমার সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শুভতা দান করে, মাধুর্য্যমর্য্যাদাদ্বারা তোমার অভিবিস্ফারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীশ্রীরূপকে আমি চাই-ই, শতজন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁহাদিগকে চাই-ই; কারণ, তাঁহারা ছাড়া আমার আর উপায় নাই, গতি নাই—এইরূপ দৈন্য, আর্ত্তি, আকুলতা ও প্রার্থনা থাকিলে ক্রমশঃ ভজনপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। দীন, পতিত আমাদের প্রতি পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা নিশ্চয়ই হইবে—অনুক্ষণ কৃপাপ্রার্থনাফলে এইরূপ আশা-ভরসা হৃদয়ে স্থান লাভ করে। কৃপা নিশ্চয়ই পাইব—এইরূপ আশাই কৃপা-প্রার্থনা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বাড়াইয়া দেয়—কৃপা পাইবার জন্য হৃদয়কে ব্যগ্রব্যাকুল করিয়া তুলে। সর্ব্বক্ষণ কৃপালাভের আশাবদ্ধ লইয়া অনুক্ষণ আবেদন-নিবেদন দুঃখ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে করিতে সেবার পথে অগ্রসর হইতে যত্নশীল হইলে বাস্তব-মঙ্গলালোক দেখা যাইবে। যেখানে নিজেকে অসহায়, কৃপাবঞ্চিতজ্ঞানে বিলাপময় ক্রন্দন, সেইখানেই কৃপাপ্রাপ্তির আশার সঞ্চার হয়। হৃদয় যতটা দীনহীনকাতরতায় পরিপ্লুত হয়, যত আর্ত্তি-আবেদন-নিবেদন-মণ্ডিত হয়, ততটাই কৃপাপ্রাপ্তির আশা হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে

শ্রীরূপানুগগণের শ্রীপাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মধূলিই আমাদের স্বরূপ—সর্ব্বস্ব। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শ্রীরূপপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের অকপট কৃপা-প্রার্থনা ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই—উপায় নাই। এই প্রকার প্রার্থনা ব্যতীত আমাদের আর কোন অভিলাষ থাকিতে পারে না, ইহাই মহাজনোপদেশ

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, বচনানুবর্ত্তী এবং উপদেশকরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপর-ভক্ত। কর্ম্মী অপেক্ষা জ্ঞানিগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়, তদপেক্ষা কর্ম্মজ্ঞান-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধভক্ত শ্রীঅম্বরীষ ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সেবা বিধানকারী ভক্ত। ইঁহারা চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত। ইঁহাদের অপেক্ষাও প্রেমভক্ত শ্রীহনুমান শ্রেষ্ঠ। তিনি দাস। ইঁহার অপেক্ষাও প্রেমপর-ভক্ত পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যার সহিত স্বজনবুদ্ধি মমতা বেশী। এই পাণ্ডবগণ-সম্বন্ধে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—

"যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্

"সর্ব্বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য-
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃৎ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্গুরুশ্চ ॥"

(ভাঃ ৭।১০।৪৮-৪৯)

মনুষ্যলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান, কারণ, তোমাদের গৃহে মনুষ্যরূপী শ্রীকৃষ্ণাখ্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম গূঢ়রূপে বাস করেন। ইহা জানিয়াই ভুবনপাবন মুনিগণ সর্ব্বদা তোমাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন। সেই নররূপী শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম, নিরুপাধি পরমানন্দের অনুভব-স্বরূপ ও মহাজনের অন্বেষণীয়। তিনি তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুল-পুত্র, আত্মা, পূজনীয়, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও গুরু অর্থাৎ হিতোপদেষ্টা।

"রাজন্ পতিগুর্ব্বরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥"

(ভাঃ ৫।৬।১৮)

হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ আপনাদিগের (পাণ্ডবদিগের) ও যদুগণের পালক, গুরু, উপাস্য, বন্ধু এবং কুলের নিয়ামক হইয়াছিলেন; অধিক কি, তিনি কোন সময় (ভক্তবাৎসল্যহেতু) আপনাদিগের (পাণ্ডবদিগের) কিঙ্করের কার্য্যও করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু কাহাকেও সহসা ভক্তিযোগ দেন না।

এইরূপ প্রেমপর-ভক্তের নরকদর্শন কখনও সম্ভবপর নহে। মহাভারতে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজের যে নরকদর্শনাভিনয়-প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধস্থলে যখন দ্রোণাচার্য্য তৎপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুর পর অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তখন পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামা নিহত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিলেন। পাণ্ডব-সখার ইচ্ছা কোন প্রকারে দ্রোণকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয়ী করান, তাই তিনি ঐ প্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ জানিলেন যে, দ্রোণ একমাত্র মহাসত্যবাদী ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের বাক্য ব্যতীত অন্য কাহারও বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে"—ইহা দ্রোণাচার্য্যের সমীপে বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবার ভয়ে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে"—ইহা বলিলেন না। তখন পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণ আর এক অদ্ভুত কৌশল খেলিলেন। ভীমসেনের দ্বারা দুর্য্যোধনের পক্ষীয় 'অশ্বত্থামা' নামে একটী বৃহৎকায় হস্তীকে গদাপ্রহারে হত্যা করাইলেন এবং শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিলেন যে, এখন আর 'অশ্বত্থামা হত'—এই কথা বলিলে তাঁহাকে সত্যের অপলাপ করিতে হইবে না। কারণ, সত্য সত্যই দুর্য্যোধনের পক্ষীয় অশ্বত্থামা নামে একটী হস্তী নিহত হইয়াছে। মহাসত্যবাদী শ্রীযুধিষ্ঠির কৌশলক্রমে সত্যের অপলাপ করাও অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ'—ইহা বলিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতঃ" এই বাক্যটী উচ্চারিত হইবার অব্যবহিত পরেই "ইতি গজঃ"—শব্দদ্বয়-উচ্চারণকালে বিপুল শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কাজেই "ইতি গজঃ" এই শব্দ দুইটী আর দ্রোণাচার্য্য শুনিতে পাইলেন না। অশ্বত্থামা নামক তাঁহার পুত্রই হত হইয়াছে মনে করিয়া দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। পরমস্বতন্ত্র পরাৎপর পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছারূপা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সাক্ষাৎ আদেশ পরিপালন বা পূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত সেবা। যাহারা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে জাগতিক বিচারে দুর্নীতি-পুষ্ট বা অসত্য মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহারা স্মার্ত্ত, শ্রীকৃষ্ণ পরম-সত্যস্বরূপ, তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ বা তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা পূরণ করাই সত্যপালনের পরাকাষ্ঠা। বাহ্য নৈতিক-বিচারে ইহা পরম-দুর্নীতিপুষ্ট বলিয়া মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলক্রমে কেনই বা সত্যের অপলাপ করিবার জন্য অশ্বত্থামার মৃত্যুর সংবাদ ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের দ্বারা প্রচার করাইতে চাহিলেন? আবার ভীমসেনের দ্বারা অশ্বত্থামানামক একটী হস্তীকে হত্যা করাইয়া কপটতাক্রমে শ্রীযুধিষ্ঠিরের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অসত্য মৃত্যুসংবাদই বা কেন দ্রোণাচার্য্যকে জানাইতে চাহিলেন? শ্রীযুধিষ্ঠির সত্যকথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশলী শ্রীকৃষ্ণ সেই সত্যের অপলাপ করিবার জন্য শ্রীযুধিষ্ঠিরের 'ইতি "গজঃ-শব্দ" উচ্চারণকালে দ্রোণাচার্য্যকে উহা শুনিতে না দিবার জন্যই উচ্চশঙ্খধ্বনি করিলেন।' ইহা কি সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের কাজ? স্মার্ত্তগণ তথাকথিত জড়ীয় নৈতিক-বিচারে আবদ্ধ, অসারগ্রাহী ব্যক্তিগণের মস্তিষ্কে শ্রীকৃষ্ণের এত বড় সত্যপ্রচারের আদর্শ প্রবিষ্ট হইবে না। অভক্তিনীতি অপেক্ষা ভক্তিনীতি অনন্ত-কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ; ভক্তিনীতির নামই পরমসত্য। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবশ এবং তিনি পাণ্ডবসখা ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের অনুরাগ। ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগ—এই উভয়পক্ষীয় অনুরাগের নামই ভক্তিনীতি, তাহাই পরম-সত্য। এই শিক্ষা-প্রচারার্থই পরমসত্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এত কাণ্ড করিলেন। নিজজন পাণ্ডবগণের প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রদর্শনার্থই নৈতিকবিচারে যাহা অসত্য, কপটতা, তাহা ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে করিতে বলিলেন। আবার তাঁহারই লীলাক্রমে ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠির পরমস্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করিতে চাহিলেন না। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্মার্ত্তগণের বিচার ও গতি প্রদর্শন করিলেন। স্মার্ত্তগণ বাহ্য দেহ ও মনের বিচারে আসক্ত, তাঁহারা ভক্তি-নীতির কথা বুঝেন না, তাই তাঁহারা জাগতিক সত্যবাদীর অভিনয়-কারী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আদেশ—শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা—শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ অভিলাষ—শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ অর্থাৎ ভক্তিনীতিকে উল্লঙ্ঘন করেন বলিয়া জাগতিক সমলসত্য-পালনের ফলে নরক দর্শন করিয়া থাকেন অর্থাৎ পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত জগতের বিশারে কল্পিত সত্যে যাহার যতই নিষ্ঠা থাকুক না কেন, সেই জাগতিক সত্য বা নীতি কোনকালেই নির্ম্মল ও নিশ্ছিদ্র নহে। হেয়ধর্ম্মযুক্ত জগতে কেবলসত্য নাই, তাই কেহ যদি শ্রীযুধিষ্ঠিরের ভগবদ্ভক্তির আদর্শের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র বাহ্য-বিচারে শ্রীযুধিষ্ঠিরের আদর্শ সত্যবাদিতাও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই সমলসত্য পালন করিয়াও তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হইবে। কিন্তু বাহ্য-বিচারে যাহা অসত্য বা দুর্নীতি-পুষ্ট বলিয়া মনে হয়, তাহাও যদি শ্রীভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহারই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকল্পে সাধিত হয়, তাহা হইলে তাহাই পরমসত্য। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং
স্যান্মৎ প্রভাবতঃ ॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ
কৃতো হরে।
নিঃশেষ-ধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে ॥"

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—বাহ্যবিচারে যাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও যদি আমার জন্য কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্মও যদি কৃত হয়, তাহা হইলে আমার প্রভাবে সেই ধর্ম্মই পাপরূপে পর্য্যবসিত হইবে।

হে হরে, তোমার অভক্তজনের কৃত কর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ অর্থাৎ যাবতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীও যদি তোমাতে অনুরাগবিহীন হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অভক্ত নরকে গমন করে।

ধর্ম্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির পরমসত্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আজ্ঞা হইতে বাহ্যবিচারের সত্যকে বড় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবার অভিনয় দেখাইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাভিনয়ের প্রসঙ্গ লোক-শিক্ষার্থ মহাভারতে গ্রথিত হইয়াছে। কোনকালেই শ্রীযুধিষ্ঠিরের ব নরকদর্শন হয় নাই বা হইতে পারে না। শ্রীযুধিষ্ঠির স্বর্গে ইন্দ্রমায়ারচিত নরকদর্শনের অভিনয় দেখাইয়াছিলেন,—ইহা মহাভারতে লিখিত আছে। ইন্দ্র শ্রীযুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—"হে রাজন! আপনাকে ছলক্রমে নরক দর্শন করান হইয়াছে।" হে পৃথুনন্দন মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠির! আপনার ভ্রাতৃগণও কদাপি নরকগমনের যোগ্য নহেন। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রযোজিত মায়াদ্বারাই আপনার ছলনরক দর্শন হইয়াছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে লিখিয়াছেন,—এই যে শ্রীযুধিষ্ঠির স্বর্গে নরকদর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা নরক নহে; কারণ, স্বর্গে নরকের অবস্থান নাই, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় ইন্দ্রমায়াসৃষ্ট নরকমাত্র। ইহা-দ্বারা ভগবান্ জানাইলেন যে, জগতের ভগবদ্ভক্তিহীন সত্যবাদি-সম্প্রদায় নিশ্ছিদ্র সত্য বলিতে পারেন না। অনেক সময় অজ্ঞাতসারে ও সহজ কপটতাক্রমে তাঁহাদের বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে এবং সেই অসত্যের জন্য তাঁহাদিগকে নরকদর্শন করিতে হয়। যাঁহাদের পরাৎপরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বিশ্রম্ভ নাই—যাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জাগতিক পশু-বিচারে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইলেও শ্রীবাসুদেবের আশ্রয়ে কিঞ্চিৎ পাপও স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত নহেন,—স্মার্ত্তমাত্র। তাঁহারা বাহ্যে সত্যবাদী হইলেও তাঁহাদের নরকদর্শন হইয়া থাকে; কারণ, তাঁহারা পরম বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড সমলসত্যে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট—ইহাই শ্রীমহাভারতোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীযুধিষ্ঠিরের নরকদর্শনাভিনয়ের তাৎপর্য্য।

প্রীতির স্বাভাবিক লক্ষণ কি?

"প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥
আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥"

(চৈঃ চঃ)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মূদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা অজ্ঞতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রেৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

—— :::(*)::: ——

সরকারী কর্ম্মচারীদের মাগ্গীভাতা

গত ২০শে এপ্রিল,—রেলওয়ে কর্মচারী ছাড়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অন্যান্য কর্মচারী-দের বর্দ্ধিত হারে মাগ্গী ভাতা ঘোষিত হইয়াছে। (ক) এলাকায় যে-সকল কর্মচারী মাসিক ৪০৲ টাকার কম বেতন পান, তাঁহারা মাসিক ২০৲ টাকা মাগ্গীভাতা পাইবেন এবং যাঁহাদের বেতন মাসিক ৪০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা, তাঁহারা মাসিক ২২৲ টাকা অথবা বেতনের শতকরা ১৭৷৷০ টাকা, ইহার মধ্যে যেটি বেশী হয় তাহা মাগ্গীভাতা হিসাবে পাইবেন। (খ) এলাকায় অনুরূপ বেতনে মাগ্গীভাতা হইবে যথাক্রমে ১৬৲ টাকা ও ১৮৲ টাকা বা বেতনের শতকরা ১৭৷৷০ টাকা, ইহার মধ্যে যেটি বেশী। (গ) এলাকায় মাগ্গীভাতার হার হইবে ১৪৲ ও ১৬৲ টাকা বা বেতনের শতকরা ১৭৷৷০ টাকা ইহার মধ্যে যেটি বেশী।

এই বর্দ্ধিত হারের মাগ্গীভাতা ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্যকরী হইবে।

রেলওয়ে বিভাগের অফিসারদের জন্যও বর্দ্ধিত মাগ্গীভাতা ঘোষিত হইয়াছে। বিবাহিত গেজেটেড অফিসারগণ, যাঁহাদের বেতন মাসিক ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের শতকরা ১৭৷৷০ টাকা মাগ্গীভাতা পাইবেন এবং মাগ্গী ভাতার পরিমাণ ন্যূনকল্পে মাসিক ৫০৲ টাকা হইবে। বিবাহিত গেজেটেড অফিসারগণ, যাঁহাদের বেতন ১৫০০৲ টাকা হইতে ২০০০৲ টাকার মধ্যে তাঁহারা ২৬৩৲ টাকা মাগ্গীভাতা পাইবেন এবং ২২৬৩৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন ও ভাতার সামঞ্জস্য বিধান হইবে। অবিবাহিত গেজেটেড অফিসারগণ, যাঁহাদের বেতন ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের শতকরা ৭৷৷০ টাকা মাগ্গীভাতা পাইবেন এবং ইহার ন্যূনতম পরিমাণ মাসিক ৩০৲ টাকা হইবে। মাসিক ১০৭৫ টাকা পর্য্যন্ত বেতন ও মাগ্গী ভাতার সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে।

জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগের অনুরূপ বেতনের কর্ম্মচারী-দিগকেও উপরোক্ত হারে যুদ্ধভাতা দেওয়া হইবে।

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক

গত ২৩শে এপ্রিল,—ব্রহ্ম ও আসামের অস্বাস্থ্যকর এলাকায় বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা আগে ম্যালেরিয়ায় যে রকম ভুগিতেছিল এখন সেই অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় বাহিনীর একজন পর্য্যবেক্ষক জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসর মার্চ্চ মাসে ১৪শ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে হাজারে ২৫জন মাত্র ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছে; গত বৎসর ঐ সময়ে ভুগিয়াছিল হাজারে ১২৫ জনেরও বেশী।

ম্যালেরিয়ার ভাল ঔষধ আবিষ্কারই এই উন্নতির প্রধান কারণ। তাহা ছাড়া সৈন্যেরা এখন মধ্য-ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং সেই এলাকাটি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর।

ব্রহ্ম-যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানীদের হাতে অনেক সুবিধা ছিল। কুইনিন উৎপাদনের বিস্তৃত এলাকা তাহাদের দখলে ছিল। কীট-নাশক ঔষধের উপাদান "পাইরেথ্রাম" উৎপাদনে তখন জাপানের সমকক্ষ কেহ ছিল না। আর একটি কীট-নাশক ঔষধ "সিনট্রোনেলা তেল" উৎপাদনের বৃহৎ অঞ্চলও জাপানের দখলে ছিল।

মিত্রপক্ষের বৈজ্ঞানিকেরা অল্প দিনের মধ্যেই ডি, ডি, টি, অ্যাটাব্রিন, মেপাক্রিন ও স্কাট প্রভৃতি মূল্যবান্ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করিলেন। "পাইরেথ্রাম" অপেক্ষা "ডি, ডি, টি" শত গুণবেশী শক্তিশালী। গত বৎসর বর্ষাকালে "মেপাক্রিন" ব্যবহারের ফলে মিত্র সৈন্যদের মাসের মধ্যেই রোগীর সংখ্যা সপ্তাহে ৩০০ হইতে ৫০ জনে নামিয়া আসে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক দূর করিবার পথ পাওয়া গিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার ও শিক্ষাদানেরই এখন বিশেষ প্রয়োজন।

বর্দ্ধমানে ভয়ানক ঝড়

গত ১২ই এপ্রিল,—২৭শে চৈত্র, বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় বর্দ্ধমান অঞ্চলে এক ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হয়। তাহাতে স্থানীয় অনেক গৃহস্থের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং অনেকের ঘরের চাল উড়িয়া গিয়াছে। মেমারি থানার হলধরপুর গ্রামের এক রজকের একখানি ঘরে টালির চাল পড়িয়া যাওয়ায় ৩টি লোক আহত হয়। ১টি স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ মারা যায় ও অন্য ২টির মধ্যে একটির অবস্থা অতীব শোচনীয়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সব্জী-বীজ

যুক্তপ্রদেশের বীজ-ব্যবসায়ী মেসার্স এল, আর, ব্রাদার্স কর্তৃক মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে যে ২৫,০০০ প্যাকেট সব্জীর বীজ উপহার দেওয়া হইয়াছিল, উহা হইতে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের চাষীদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুর উপযোগী ৫০০ প্যাকেট সব্জীর বীজ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ৮ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২২শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৫ই মে ইং ১৯৪৫, শনিবার ৪৩।৪৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

প্রভুপদেশ

অধোক্ষজ-সেবাবিমুখ ক্রিয়াদক্ষতা বা নৈপুণ্য গৌড়ীয়দিগনে থাকিবার যোগ্যতা নহে। অধোক্ষজের সুখানুসন্ধান-প্রবৃত্তি থাকিলে পরতত্ত্বের সুখকর-নৈপুণ্য স্বতঃই প্রকাশিত হয়। সেই নৈপুণ্যের সহিত দৈন্য স্বভাবসিদ্ধগুণরূপে প্রকটিত হয়। "উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম" অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা-নিপুণ হইয়াও নিজের অযোগ্যতার সুতীব্র-অনুভূতি অধোক্ষজের সুখানুসন্ধানরত ব্যক্তিরই স্বরূপানুবন্ধী গুণ।

প্রাকৃত সদ্‌গুণ দম্ভদৈত্যের সহচর ও অনুচররূপে তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যেও থাকিতে পারে। তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ রাক্ষসগণে গণিত; আর রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অসুরগণে গণিত। দেবতা অপেক্ষা রাক্ষসগণের দান, অসুরগণের তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যাদিগুণ খুব বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু উহাকে সাত্ত্বিক গুণ বলা যাইবে না। সাত্ত্বিক গুণ অবিদ্যা-বিনাশের দ্বারভূত। যাহা বিদ্যার উদয় করায়, তাহাই সত্ত্বগুণ; তাহা হইতে ভাগবতধর্ম্মের আভাসমাত্র আরম্ভ হয়।

(১) ফলকামনা-ত্যাগ, (২) ঈশ্বরের সন্তোষচিন্তা ও (৩) দৈন্য—ভাগবতধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের বর্ণপরিচয়-সদৃশ। এই তিনটি যাহাতে প্রকাশিত হইবে, তাঁহার পারমার্থিক সত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। ক্রিয়া-দক্ষতা থাকিলেও পরমার্থ-বিরোধ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত তিনটি লক্ষণ ব্যতীত ক্রিয়াদাক্ষ্য পরমেশ্বরের সম্পর্কিত বস্তুর বিরোধী করিয়া তুলিবে। পরতত্ত্বের সন্তোষচিন্তার বাহ্য-লক্ষণ বা নমুনা—ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের পুরুষকারের অভিমান অর্থাৎ 'নিজে সব বুঝিয়া লইব' বা 'নিজের চেষ্টায়ই সব করিতে পারিব'—এইরূপ অভিমান প্রবল থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ, দৈন্য ও ঈশ্বরের সন্তোষ-চিন্তা আসে না। নিজের অসুবিধা বা অযোগ্যতার উপলব্ধি না হইলে পরমেশ্বরের চিন্তা আসিতেই পারে না,—ইহাই পারমার্থিকের প্রথমমুখে একমাত্র অপরিত্যাজ্য যোগ্যতা বা গুণ। এই যোগ্যতাটি পরিহার করিয়া যিনি যত কিছু করুন, তিনি ততটা নিজের ও পরের অনিষ্ট করিবেনই।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গী ২।৪০)—এই শ্রীভগবদ্‌বাণী হইতেও জানা যায় যে, ভাগবত-ধর্ম্মের স্বল্পই জীবকে ভয় হইতে ত্রাণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানিতে পারি,—"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ"। ফলাভিসন্ধানরাহিত্য ও পরমেশ্বর-চিন্তা হইতে সত্ত্বগুণ আরম্ভ হইল। বিষ্ণুর সন্তোষ-চিন্তাকারী ব্যক্তির দৈবাৎ পাপকার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহা থাকিতে পারে না

এখান হইতেই অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের চরমকল্যাণ-লাভের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। হৃদয়ের দ্বারা সেবকের পরিচয় না হইয়া যদি কেবল ইন্দ্রিয়ের দক্ষতা প্রভৃতি দ্বারা পরিচয় হয়, তাহাতে বিষময় ফল হইবে। ভগবৎসুখানুসন্ধানের দিকে আভাস-জাতীয় চেষ্টাই হইল—'কর্ম্মার্পণ'। এইটুকু যাহার না হইবে, তাহার পারমার্থিক সত্ত্বে থাকিবার যোগ্যতাই হইবে না। শত-শত সভা-সমিতির বিবরণী-নির্ম্মাণ বা কার্য্য-কুশলতার দ্বারা মায়া-জয় হয় না। পরমেশ্বরের সন্তোষ-চিন্তা যে সত্ত্বে যতটুকু থাকিবে, ততটুকু তাহার মঙ্গলের দিকে অভিযান হইবে।

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব তামসী রাক্ষসী-প্রবৃত্তি ও রাজসী আসুর-প্রবৃত্তিতে নৈসর্গিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্ব-প্রবৃত্তির নামই—'দৈব-প্রবৃত্তি এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।" (গী ১৬।৬)

শ্রীবিষ্ণু দেবতার পক্ষপাতী, অসুর বা রাক্ষসের পক্ষপাতী নহেন। দেবতাগণ অসুর হইতে নৈতিকগুণে হীন হইতে পারেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি অনেক নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই নীতির দ্বারা সমর্থিত নহে; অথচ যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ-বিগ্রহ অপেক্ষাও প্রিয়তর, সেই শ্রীউদ্ধব মহারাজ সেই বৃহস্পতির শিষ্যলীলা করিয়াছেন। দেবতাগণের 'সাত খুন মাপ' কেন হইল? তাঁহারা বিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা করেন—এই জন্য; অথচ এক একজন অসুর কম তপস্যা করে নাই! তাহাদের তপস্যায় পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছে! জীবজগতের বিচারে তাহাদের দান, ত্যাগ, বল ও পাণ্ডিত্য কম নহে। এমন অনেক অসুর আছে, যাহারা কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই; অথচ দেবতারা অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। সত্যধর্ম্ম-সেতু শ্রীবিষ্ণু কেন সেই দেবতার পক্ষে যান? অসুরেরা ফল কামনা করে, বিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা করে না; দেবতারা ফল-কামনা করেন না, বিষ্ণুর সন্তোষ-চিন্তা করেন। দেবতাগণের সত্ত্বগুণ আছে। মানবগণে দেবতারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ভক্তের স্তরে স্থিত অর্থাৎ 'দৈবত্ব' হইতেই 'ভাগবতধর্ম্ম' আরম্ভ হয়। শুদ্ধ-ভক্তের সঙ্গ বা সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক, যদি কাহাকেও সাধারণ পারমার্থিক হইতে হয়, তবে তাহাকে অন্ততঃ দেবতা হইতে হইবে,—ইহা ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন স্তর। যদি কেহ কোটি কোটি [illegible] বা 'ওঁ বিষ্ণবে' প্রভৃতি উচ্চারণ এবং কর্ম্মকুশলতাসহ প্রাণহীন ক্রিয়াকলাপ গতানুগতিক 'গড্ডলিকা-প্রবাহে'র ন্যায় অর্চ্চা, [illegible], অহঙ্কারের আস্ফালন ও জড়াভিনিবেশ বজায় রাখিয়া অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহাকে পরমাত্মা পারমার্থিক-সত্ত্ব হইতে নিশ্চয় বিতাড়িত করিবেন। ঐরূপ ব্যক্তি [illegible] [illegible] বিরোধীগণ তত বিরোধী [illegible] পারে।

পরমাত্মা নারায়ণ-পুরুষ-[illegible] 'সন্তোষাভাস' হইলে মঙ্গলের অঙ্কুর হইল। ইহার পূর্ব্বে পরমার্থ বা নিঃশ্রেয়সের আলোক পাওয়া যায় নাই। ফল-কামনা ত্যাগ পরমেশ্বরের সন্তোষচিন্তা থাকিলে [illegible] কিছু ভুল হইয়া গেলেও শ্রীবিষ্ণুই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। গোপবালকগণ খেলা করিতে করিতে অঘাসুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের [illegible] নিজেদের অমঙ্গলের কারণ হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পশ্চাতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের

এইপ্রকার যোগাভাস যোগমায়াই করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজদের রক্ষার চিন্তা নাই; শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম-চিন্তা প্রবল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের রক্ষার চিন্তা করিয়াছিলেন। মুক্তপুরুষগণের মস্তকে পদবিক্ষেপ করিয়া যাঁহারা বিচরণ করেন, ইহা তাঁহাদেরই কথা। শ্রীঅর্জ্জুন অনেক ভ্রান্ত[illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীঅর্জ্জুনের পাণ্ডিত্য ও মান খর্ব্ব হইতে দেন নাই!

হ্লাদিনী-দেবীর দুইটী দিক। এক দিকের দ্বারা তিনি ঈশ্বরের সুখবিধান করেন, আর এক দিকের দ্বারা জীবের মঙ্গল-বিধান করেন। মূলকথা—নিরপরাধ হওয়া চাই। নিরপরাধ হইলে হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হয়। নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি হইতে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়। যাহার আর্ত্তনাদ আছে, ও [illegible] অন্য কায়মনোবাক্যে ইচ্ছা আছে, সেইরূপ ব্যক্তিরই মঙ্গল আরম্ভ হয়। কামুকতা হইতে অপরাধ হয়। মুমুক্ষা (সাযুজ্যমুক্তিকাম নহে) পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের প্রথম কথা। যাঁহার অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ নিজের মঙ্গলের চিন্তার প্রতি অত্যন্ত ঔদাসীন্য আছে, তাঁহার কোনদিনই মঙ্গল হইবে না। আরুরুক্ষুর ভ্রম হইতে পারে বা বৈগুণ্য বা দোষ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অপরিহার্য্য যোগ্যতাই হইবে—অন্যাভিলাষহীনতা, দৈন্য ও ঈশ্বরের সন্তোষ-চিন্তা।

ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলনের জন্য পারমার্থিক সত্যের আবশ্যকতা আছে, কেবল কর্ম্মকুশলতা পারমার্থিক সত্যের আদর্শ নহে। ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারীর চেষ্টার মধ্যে কর্ম্মকুশলতার চরম আদর্শ ও সর্ব্বাঙ্গীনতা আনুষঙ্গিকভাবেই প্রকট থাকে। ভাগবত-ধর্ম্ম—নিরপেক্ষ। ভাগবতধর্ম্ম-যাজী তোষামোদকারী বা তোষামোদ-প্রিয় নহেন। ভক্ত ভাগবতধর্ম্ম-যাজনকারী অন্যান্য তথাকথিত কর্ম্মি-জ্ঞানি-সঙ্ঘের ন্যায় চাঁদা-জীবী নহেন। তাঁহারা শ্রীবিষ্ণু-সন্তোষণপর মাধুকরী ভিক্ষা'র দ্বারা বিষ্ণু-সন্তোষময় জীবন যাপন করেন; শ্রীহরির শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত; তাঁহারা স্বার্থান্বেষণে কোন চেষ্টা করেন না। চাঁদার মধ্যে বাহ্যমুখ বিপরীত বাধ্যবাধকতা আছে, অথবা পীড়নচেষ্টা আছে। পীড়ন বা জুলুম দুইপ্রকারে হয়, একপ্রকার—অভিশাপ-ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ সংগ্রহ, আর একপ্রকার—তোষামোদ করিয়া অর্থ-সংগ্রহ। তোষামোদ 'জুলুমে'র প্রকার-বিশেষ; যেমন [illegible] অনভিযোগ হিংসানীতির প্রকার বিশেষ, তোষামোদ—'মানব-ধর্ম্ম' নহে, উহা 'দেব-জুলুম'। মানবধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা বিরুদ্ধ—তোষামোদ'। মানবধর্ম্মটী—অলৌকিক, তাহার সমস্তই অলৌকিক। তোষামোদটি কাপট্য ও হিংসাপূর্ণ প্রাকৃত ব্যাপার। প্রপঞ্চে প্রকাশিত ভূতগ্রামে চেতনের তারতম্যানুসারে যে ঈশ্বরের স্ফূর্ত্তি ও সম্পর্ক-দর্শন, তাহাই 'মানবধর্ম্ম'।

মহতের কৃপা তোষামোদ অপেক্ষা করে না। নলকূবর শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীনারদের কোন তোষামোদ করেন নাই; এমন কি, নলকূবরের অনুতাপলেশও উদয় হয় নাই, তথাপি নলকূবরের প্রতি শ্রীনারদের অহৈতুকী কৃপা হইয়াছিল। ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণোপাসক মহতেই সম্ভব, অন্য শ্রীবিগ্রহের উপাসকে দৃষ্ট হয় না। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু যে কারারক্ষককে 'জিন্দাপীর' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাকে সাতহাজার মুদ্রা উৎকোচ দিয়াছিলেন, অথবা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু যে 'সপ্তগ্রামে'র মোচলেম চৌধুরীকে 'সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ', 'জিন্দাপীর-প্রায়' প্রভৃতি বাক্য বলিয়া বিষয়ীর চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলনের চেষ্টা; তাহা মায়ার প্রতি—মায়িক শঠতার প্রতি শঠতা-প্রদর্শন। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্" (গী ২।৫০)। বাহিরে বিষয়ীর প্রায় ব্যবহার প্রকট করিয়া ইষ্টদেবের আত্মকল্যাণদানের মূল উদ্দেশ্যে অন্তরে অনুরাগের আগ্নেয়গিরি লইয়া শ্রীশ্রীসনাতন-শ্রীশ্রীরঘুনাথ শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্মে মিলিত হইবার জন্য যে অখিল-চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু প্রাকৃত তোষামোদ নহে, তাহা অকৃত্রিম অনুকরণীয় শ্রীগৌরানুরাগ।

সেবা কাহাকে বলে

অভীষ্টদেবের সুখবিধানের নাম সেবা। ইষ্টদেবের সন্তোষজনক কার্য্য করাকেই সেবা করা বলে। সেবক সেব্যের সুখ বুঝিয়া সেবা করেন। সেব্যের সুখকরী কার্য্যই সেবা, সেই কার্য্যের নির্ব্বাহই সেবা করা এবং যিনি সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাকেই সেবক বলা যায়। সেবায় একমাত্র সেব্যের সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা নাই। আনুগত্যে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ইষ্টদেবের সুখবিধান হয়। অভীষ্টদেব একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইলেই সুষ্ঠুসেবা সম্ভবপর হয়। সেবা হইলে সেব্য ও সেবক উভয়েরই সুখ হইবে। সেবক সেব্যের সুখানুভব দেখিয়া সুখলাভ করেন। এই অনুভব হৃদয়ের দ্বারা হয়। প্রীতির আধার হৃদয়। প্রীতিতেই সেবা হয়। প্রীতিতে চাওয়ার প্রবৃত্তি কিছু থাকে না। সেবক সেব্যকে প্রীতি করিয়াই সুখ পান। সেবা-মূলে কোন কামনা নাই, হেতু নাই বা কপটতা নাই। সেবার উদ্দেশ্যে সেবা, সেবা লাভের জন্য সেবা, আবার সেবা লাভ করিয়াও সেবা। সেবা ছাড়া আর কি নাই। আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববন্ধ মুক্ত হইয়াও নিত্যকাল এই সেবা করেন। সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার ও শ্রীশুকদেবাদির ন্যায় মুনিগণও লীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেবাতে নিযুক্ত হইয়া পড়েন। এখানে সেবার সঙ্গে পান্থ-পরিচয় নহে, সেবার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ। সেবাই নিত্যবৃত্তি, সেবাই আত্মবৃত্তি, সেবাই জীবাতু। সেবা-রাহিত্য বা সেবাবিমুখতাই জীবের বদ্ধাবস্থা, সেবার উন্মেষ বা প্রাকট্যই জীবের মুক্তাবস্থা, সহজ অবস্থা, স্বাভাবিক নিত্য অবস্থা, সুস্থাবস্থা, স্বরূপ-অবস্থা। এখানে সেবা উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য। যাহা প্রকৃত সেবা, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ; সেখানে ভুক্তি বা মুক্তিবাঞ্ছারূপ কৈতব বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সেখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সেই সেবা-মূলে আনুগত্য। আনুগত্যই সেবার মূলমন্ত্র। বাস্তবসত্য—যে সত্য ত্রিকালসত্য, সে সত্য বহিঃপ্রজ্ঞার বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু আনুগত্য বা তদাশ্রয়া বুদ্ধির গোচরীভূত সেই পরম-সত্যে আনুগত্যই সেবা। এই সেবা প্রত্যেক জীবের সহজবৃত্তি, নিত্যবৃত্তি দাহিকা শক্তিকে বাদ দিলে যেমন আগুন বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, সেবা বাদ দিলেও জীবনের বা জীব-আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আবার সাগরের দিকে গঙ্গার গতি যেমন স্বাভাবিক ও অপ্রতিহতা বা হেতুরহিতা, পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার সেবাবৃত্তিও সেই-প্রকার স্বভাবিকী, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা। সাগর যতদিন থাকিবে ততদিন গঙ্গাও যেমন তাহার দিকে প্রবাহিতা হইতে থাকিবে, সেইপ্রকার শুদ্ধজীব ও শ্রীভগবানেরও সেবাবৃত্তি নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। ভুক্তিকামিগণের যেমন বহু সেব্য ও বহুবিধ সেবা আছে, এখানে তাহা নহে; এখানে সেব্য মাত্র একজন, আর বাদবাকী সকলেই সেই একজনের সেবক।

"শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥"

বৈকুণ্ঠবাস, ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি, ভগবানের স্বরূপতা, নৈকট্য লাভ, সাযুজ্য বা অভেদ-গতি সেবাপ্রার্থী কিছুই গ্রহণ করেন না। যেহেতু তাঁহাদের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা নাই। এই সেবা অপ্রতিহতা। জগতে এমন কোনও প্রয়োজনের বস্তু নাই, যাহা সেবককে নিমেষার্দ্ধের জন্যও এই সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এই সেবা অহৈতুকী; কারণ, সেব্যসুখ-তাৎপর্য্যই এই সেবার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধন অবস্থায় যে সেবার প্রকার দেখা যায়, তাহাও নিত্যসিদ্ধ সেবালাভের জন্য, অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

প্রীতির বিষয় যে একমাত্র অভীষ্টদেব, তাঁহার যে আনন্দ, তাহাই প্রীতির আশ্রয় যে সেবকগণ, তাঁহাদেরও আনন্দ। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি ও তাঁহাদের কৃপাই সেবাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সেবা নাই। সেবার ছলে ভোগ ও মোক্ষ। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে প্রণিপাত বা আত্মনিবেদন ব্যতীত সেবা পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—'মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা' আমার সেবা হইতে আমার ভক্তের সেবা বড়। শুদ্ধভক্তগণ নিত্যকাল সেবা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহারাই অপরকে সেবায় অধিকার দিতে পারেন। আনুগত্যই সেবাধর্ম্মের মূল। এই আনুগত্য, সাধন ও সিদ্ধ উভয় অবস্থাতেই নিত্য। যাঁহার প্রকৃত সেবাবৃত্তি উদিত হইয়াছে, তিনি নিজেকে ভগবদ্দাস ব্যতীত অন্য কিছু অভিমান করিতে পারেন না। সেবকের একমাত্র অভিমান এই যে, তিনি সেবক অথবা তিনি সেবক হইতে পারিলেন না। সেবকের জড় জগতের কোন অভিমান নাই। তিনি পূর্ব্বজীবনের সমস্ত জড়ীয় অভিমান ভুলিয়া যান।

শরণাগতিই ভজনের মূল। মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম। হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই 'সেবা' বা 'বৈষ্ণবধর্ম্ম'—আর স্বতন্ত্রতাই কর্ম্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ। জীবের যখন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীব ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া বলিতে থাকেন,—

"আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ-বরণে॥"

শ্রীভগবানকে এইরূপ গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়া জীব যখন গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিতে আরম্ভ করেন, তখনই জীবের মঙ্গলোদয় হইতে থাকে। এই আত্ম-নিবেদন যাহাতে কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণের ন্যায় ক্ষণিক না হয়, [illegible] ভক্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন,

"আত্মনিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।"

অন্যাভিলাষিগণের কোনদিন আত্ম-নিবেদনের ভাব দেখা যায় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের যে ক্ষণিক মিছা আত্মসমর্পণের ভাব দেখা যায়, তাহারও কোন মূল নাই। কারণ, তাহা সম্বন্ধ-জ্ঞান বা শ্রীগুরুর নিত্য আনুগত্যমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। জীব যে 'শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সম্বন্ধজ্ঞান তাহাদের নাই। বাহিরে দেখিতে ভক্তির আকৃতিবিশিষ্ট তাহাদের যে ক্রিয়া-কলাপ, তাহা সাময়িক কারণ প্রসূত। কর্ম্মীর স্বার্থ স্বর্গাদিলাভ

এবং জ্ঞানীর স্বার্থ নির্ভেদ মুক্তিলাভ হইলে ঐ ভজনের আর কোন মূল্য নাই। তাঁহাদের গুরুপ্রণতি নিত্য নহে। কারণ, তাঁহাদের গুরু ও শিষ্যসম্বন্ধ অনিত্য। তাঁহাদের মতে সিদ্ধাবস্থায় গুরু ও শিষ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু ভক্তের ব্যবহার সেইরূপ নহে। হরিভজনপরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস, তাহা হরিভজন নহে, মায়ার ভজন। কোন ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নামকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবুও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতেছেন না। পরন্তু নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামচারিতার্থ করিতেছেন মাত্র। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি হরিভজনের কপট সজ্জায় প্রকাশিত হইয়া উপভোগের ছলনায় অনেক সময় লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা-কনক-কামিনী-সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় হরিভজন নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবানুগত্য। গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশ লাভ করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতে যে সিদ্ধদেহে হরিভজন-প্রণালী তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের আনুগত্য না থাকিলে অহং-গ্রহোপাসনারূপ অপরাধ মাত্র লাভ হয়।

কাহার সঙ্গ করিব ?

———::(:※:)::———

সঙ্গ ছাড়া কেহ বাঁচিতে পারে না। সঙ্গই চেতনবস্তুর ধর্ম্ম। জীব হয় হরিজন-সঙ্গ করিবে, না হয় হরিবিমুখজনের সঙ্গ করিবে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। যে বস্তুর প্রতি প্রীতি বা আদর থাকে, তাহারই সঙ্গ হয়। নিজ-সুখানুসন্ধানমূলে যে সঙ্গ, তাহা অসৎসঙ্গ। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সুখানুসন্ধানমূলে যে সঙ্গ, তাহা সৎসঙ্গ। নিজসুখকামনামূলে যে সঙ্গ, তাহা ভোগ, আর গুরু-কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানমূলে যে সঙ্গ, তাহা সেবা। যেখানে ভোগ্যের সঙ্গ, সেখানে ভোগ, আর যেখানে সেব্যের সঙ্গ, সেখানে সেবা। দাস-অভিমানে যাহা করা যায়, তাহাই সেবা বা প্রভুসঙ্গ। অন্তরে প্রভুত্বাভিমান রাখিয়া বাহিরে যে প্রাকৃত দাস-অভিমান, তাহা সেবা নহে, তাহা বণিগ্‌বৃত্তি। অপ্রাকৃত দাস-অভিমান বা সাধুগুরুদাসাভিমানে যে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় সঙ্গ, তাহাই সেবা। যে যেরূপ সঙ্গ করিবে, তাহার চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ হইবে।

সঙ্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুই প্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দুই প্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সেই সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতায় জানাইয়াছেন,—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি॥"

এই ভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, অতি অল্পকালে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। মায়াবদ্ধ অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্তসংসর্গ, যোষিৎ-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ। বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। ভোক্তাভিমানই বর্ত্তমানে জীবের স্বভাব হইয়াছে। ভোক্তাভিমানী অন্য জীবের সঙ্গদ্বারা এই মারাত্মক ভোক্তাভিমান যাইবে না। সেইজন্য সাধুশাস্ত্র বলেন যে, সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। সৎসঙ্গ না করিলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অসৎসঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"সকল সময়েই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য, সাধুর বাণী শ্রবণের জন্য আকাশপাতাল আলোড়ন করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না, দুষ্টমন বা অধীশ্বরী মায়া বা প্রকৃতি বা সংসার-বাসনার কবলে কবলিত হইবে। সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য, জীবের পক্ষে অন্য কোন কার্য্যই নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সাধুর সঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। সাধুসঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে। অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণ-দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হইবে।"

দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গূঢ়জল্পনা ও পরস্পর ভোজনাদি কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্যবোধে কৃত হয় মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়। সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে দান, তাঁহাদিগের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সঙ্গ হয়। অসৎকে দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়কথায় জল্পনা করিবে না। গূঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। ব্যবহারিক-বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্যব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন করা উচিত কিন্তু প্রীতি করা উচিত নয়। শুদ্ধবৈষ্ণবকে প্রীতি সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে।

আমার যাহা প্রয়োজন, তাহাই যদি অন্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আমা হইতে অগ্রসর হইয়াছেন যিনি, তাঁহারই অনুসরণ করিব। পণ্ডিতের সঙ্গ হইলে আমারও শিক্ষার উন্নতি হইবে। আমা অপেক্ষা 'ভাল'র অনুগমন করিলে আমার নিজের বুদ্ধি ভক্তি বা সেবা বাড়িয়া যাইবে। তখন আর নিজাপেক্ষা কাহাকেও হীন বলিয়া দেখিবার দুর্ভাগ্য হইবে না। যখন আমি কোন বস্তুকে আমা অপেক্ষা হীন দেখি, তখন আমার সেবাপ্রবৃত্তিটী একটু রূপান্তরিত হয়—আমার স্বরূপ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া কম-বেশী বিরূপ আশ্রয় করি। তখন আমি ভক্তিপথ হারাইয়া আমা অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত জনগণের নিকট হইতে আমার সেবা-প্রার্থনা করি—সেবা করাই যে আমার নিত্যধর্ম, তাহা ভুলিয়া গিয়া অপরের দ্বারা আমার সেবা করাইয়া লইবার প্রবৃত্তিকে প্রবল করানই আমার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

এজগতের কোন বস্তু বা মনকে বিশ্বাস করিতে হইবে না। একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে শ্রীভগবানের শাব্দিক অবতার শাস্ত্রকে, শ্রীভগবানকে এবং যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবানকে বিশ্বাস করেন, সেই ভগবদ্ভক্তগণকে। ইঁহাদের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ রাখেন না তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। সাধুগুরু ব্যতীত আমার বিশ্বাস করিবার কেহ নাই, এরূপ দৃঢ়তা না আসিলে মঙ্গললাভ করা যাইবে না। নিজেকে দীন হীন-কাঙ্গাল জানিয়া সেবালাভেচ্ছু হইয়া অকপটচিত্তে সঙ্গ করিলে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কৃপা করিয়া আমাকে গুরু-কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইবেন। অকপটে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে হৃদয়ে নিশ্চয়ই প্রভূত বল পাওয়া যাইবে। বস্তুশক্তি কার্য্য করিবেই যদি আমি কুটিল না হই, সেইজন্য শাস্ত্র ভক্তিপথে প্রবেশের প্রথমেই শ্রদ্ধা, সরলতা ও সঙ্গের কথা বলিয়াছেন।

———

অভিধেয় কি ?

"ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তের সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥

(চৈঃ চঃ)

প্রয়োজন কি ?

"কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস॥"
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥"

(চৈ চঃ)

ধন কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলোকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

-কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—:::(০):::—

শিকারী কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র নিহত

জলপাইগুড়ি, ২০শে এপ্রিল—সম্প্রতি তরাই জঙ্গলে একটি বিরাট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং একটি চিতাবাঘ মারা হইয়াছে। এই দুইটি বাঘ কিছুকাল হইতে এই অঞ্চলে বহু উৎপাত করিতেছিল এবং অনেক গরু মহিষ মারিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন শিকারী ইহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যর্থকাম হন। তৎপর শ্রীযুত নীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক উক্ত জঙ্গলের মালিক রাজা প্রসন্নদেব রায়কৎ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া দুই দিন চেষ্টা করিয়া বন্দুকের সাহায্যে ঐ দুইটিকে মারিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্যাঘ্রটি ১০ ফুটের উপর লম্বা হইবে।

কাণপুরে পূর্ণ রেশনিং

কাণপুর ২৩শে এপ্রিল—কাণপুরে ১লা মে হইতে পূর্ণ রেশনিং আরম্ভ হইবে, তাহার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে কংগ্রেসকর্ম্মিগণ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতেছেন। গত সপ্তাহে কংগ্রেস নেতৃগণের উদ্যোগে সহরের বিভিন্ন সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানের একটি সভা হয়। ইহাতে রেশনিং অফিসার গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন ও জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত

রংপুর, ২৫শে এপ্রিল—গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করিবার জন্য আগামী ৭ই মে দিন ধার্য্য করিয়াছেন। ঐ তারিখেই বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মৌঃ আহম্মদ হোসেন এম এল এর কার্য্যকাল শেষ হইবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ৫ই মে,—১৯৪৪ তারিখে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের এক আদেশ অনুসারে তৎকালীন নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান মৌঃ আবু হোসেন সরকার এম, এল, এ কে অপসারিত করা হয় ও তাঁহার স্থলে বর্ত্তমান চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করা হয়।

রংপুরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্র

গত ২৫শে এপ্রিল—রংপুরের ম্যাট্রি-কুলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া রংপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এখানে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। রংপুরের উকিল সভার এক অধিবেশনে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সমস্ত নির্দ্দোষ পরীক্ষার্থী ও তাহাদের অভিভাবকগণকে অযথা ও অনাবশ্যকরূপে শাসিত করা হইবে। কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরীক্ষা-কেন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট হইতে সাক্ষী হন নাই—এই উক্তির প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, উকিল সভার সভাপতি অথবা অন্য কোন বে-সরকারী সদস্যকে এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করা হয় নাই।

কুমটীয়া দাতব্য চিকিৎসালয়

বাণপুরের পার্ব্বত্য পল্লীতে অবস্থিত কুমটীয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের বার্ষিক অধিবেশন গত ১০ই এপ্রিল শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহুর সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। শোভা-যাত্রা সহকারে সভাপতি মহাশয়কে বাণেশ্বর হইতে কুমটীয়ায় লওয়া আসা হয়। পথে চাফলা, ভদ্মা প্রভৃতি গ্রাম হইতে বিপুল জনতা এই শোভাযাত্রার কলেবর বৃদ্ধি করে।

প্রারম্ভিক সঙ্গীত ও মাল্য প্রদানের পর যথারীতি শ্রীশ্রীহরি গিরি ও অন্যান্য সকলে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। তৎপর তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে ডাঃ দালাল বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিতে উঠেন। গত এক বৎসরে ২১৯৬০ জন রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়াছে। বস্ত্র সমস্যা, অন্ন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি চিকিৎসালয়ের সুপরিচালিত কার্য্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মেডিকেল কলেজের নূতন অধ্যক্ষ

কলিকাতা ১৬ই এপ্রিল:—ডাঃ ইউ পি বসু ও কর্ণেল এইচ ই ম্যায়েরের স্থলে লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল আর লিণ্টন আই এম এস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফেণীতে মিষ্টান্ন তৈয়ারী নিষিদ্ধ

ফেণী ১৪ই এপ্রিল—দুধের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মহকুমা হাকিম ফেণীতে দুধ হইতে সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ফলে দুধের দাম পূর্ব্বের তুলনায় অনেক নামিয়া আসিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২৫শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৮ই মে ইং ১৯৪৫, মঙ্গলবার ৪৫৪৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মধুসূদন শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর। অনেকে তাঁহাকে বঙ্গভূমির আদি-কবি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহার গ্রন্থের বিপুল আদর আছে। রচয়িতার জীবনচরিত্র জানিবার জন্য পাঠকবর্গ সর্ব্বদা যত্নপ্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কবিবরের জীবনী বিশেষরূপে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"স্বয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী
দিবোঽপি দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যথা দধাতি তো দধৌ
নবদ্বীপমতীবজন্ম ভম্
উবাস যত্রানিশমত্যুদারধীরধীতসর্ব্বাগম-
বেদকোবিদঃ
সতাং বরিষ্ঠঃ পরমো মহাশয়ঃ শ্রীবাসনামা
দ্বিজবংশচন্দ্রমাঃ॥"

এই ভাগ্যবতী পৃথিবী যখন স্বর্গ ও স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা বরণীয় তীর্থরূপ মহারত্ন-সকল ধারণ করেন, তখন তিনি নির্ম্মলগুণে গরীয়সী ; তন্মধ্যে রত্নগণের মধ্যে অতীব দুর্লভ শ্রীধাম-নবদ্বীপ নামা মহারত্ন ধারণ করত তিনি অত্যন্ত মহীয়সী হইয়াছিলেন, অতএব গৌড়ক্ষৌণীর মহারত্নস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ নগরী বহুকাল হইতে জাহ্নবীতীরে তীর্থমৌলিরূপে বিরাজমানা। সেই মহানগরীমধ্যে পরম-উদারবুদ্ধি, সমস্ত আগম বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ, সাধুগণ-শ্রেষ্ঠ, মহাত্মগণাগ্রগণ্য শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলচন্দ্র বাস করিতেন। বৈদিক দ্বিজকুল-চূড়ামণি শ্রীবাসপণ্ডিতের জন্মস্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ।

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ-নাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥"

এই শ্রীচৈতন্যভাগবতপদ্যে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম-পণ্ডিত শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সময়ে বিদ্যাধ্যয়নের জন্যই বা গঙ্গাতীরে বাসের জন্যই হউক, শ্রীধাম-নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি-নামে তাঁহার আর দুই সহোদর আসিয়াও তাঁহাদের সহিত গঙ্গাবাস করেন। শ্রীবাস ও শ্রীরাম উভয়েই পাণ্ডিত্যে বিশেষ পরিচিত এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যত্ব লাভ করেন। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে,—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রথমাঙ্কে শ্রীবাসের বিষয় এরূপ লিখিত আছে,— শ্রীচৈতন্যদেব কহিলেন,—"হে শ্রীবাস! তোমার কি স্মরণ হয়, যে কোন সময়ে তোমার জীবনান্ত হইতেছিল, আমি চপেটাঘাত করিয়া তোমার জীবনকে রোধ করিয়াছিলাম।" শ্রীবাস কহিলেন—"সে কথা আমার মনে পড়ে।" শ্রীভগবান্ কহিলেন,— 'শ্রীবাস! তুমি সেই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বল, সকলে শ্রবণ করুন।' শ্রীবাস কহিলেন,— "হে ভগবন্! আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শৈশবকাল হইতে ষোলবৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ছাব্বিশ-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি দ্বিজগুরু-প্রতি বিশ্বাস না করিয়া নিতান্ত অশান্তি লাভ করিয়াছিলাম ; নির্দ্দয় হৃদয়ে কাঠিন্য-প্রযুক্ত আমার জীবন বৃথাকলহ, কু-কথা ও বৃথাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল ; বুদ্ধির এরূপ দুরবস্থাপ্রযুক্ত কখনও স্বপ্নেও ভগবদ্গুণাদির শ্রবণকীর্ত্তন হয় নাই। কোন সময়ে স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ করুণার্দ্র হইয়া এরূপ উপদেশ দিলেন,—'হে ব্রাহ্মণ! তোমার যেরূপ চঞ্চল হৃদয়, তোমাকে কে উপদেশ করিবে, তথাপি আমি বলিতেছি যে, তোমার আর একবৎসর পরমায়ুঃ আছে, এখন আর আয়ুঃ বৃথা ক্ষেপণ করিও না।' নিদ্রাভঙ্গ হইলে আয়ুঃ মনে করিয়া, বিমনস্ক ও বিগতচাঞ্চল্য হইয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের নিঃশ্রেয়সনির্ণয়ার্থে শাস্ত্রান্বেষণ করিতে করিতে নারদপুরাণে এই পদ্যটী প্রাপ্ত হইলাম,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই উপদেশে দৃঢ়বিশ্বাস হওয়ায় আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত শ্রীহরিনামে অনন্যশরণাপত্তি লাভ করিলাম। অন্যে উপহাস করে, কিন্তু আমি তাহাতে চালিত হই না। মরণদিবস গণনা করিতে করিতে বৎসর বিগত হইলে শ্রীভাগবত-অধ্যাপক শ্রীদেবানন্দ-পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিতে গেলাম। শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আমি অলিন্দ হইতে প্রাঙ্গণে পড়িলাম। তখন কোন মহাপুরুষ আমাকে পুনরায় পরমায়ুঃ দান করিয়া আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত করিলেন। আমাকে সকলে ধরিয়া আমার গৃহে লইয়া গেলেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন,—'হে শ্রীবাস। আমিই তোমাকে দুইবার স্বপ্ন দেখা দিয়াছিলাম ; শ্রীনারদশক্তি প্রবেশ করায় তোমার অন্য জীবন উপস্থিত হইয়াছে।'

এই কথাটী আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদশক্তির আবেশে পার্ষদপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রীবাস পণ্ডিতের একটী ভ্রাতৃতনয়া ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীনারায়ণী। তিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ বিষয় অনুমান-অবলম্বনে কোন প্রয়োজন দেখি না। হয় তিনি শ্রীরাম, শ্রীপতি বা শ্রীনিধির কন্যা ছিলেন, নয় শ্রীরাম পণ্ডিতের অন্য কোন ভ্রাতা যিনি শ্রীহট্টে ছিলেন, তাঁহার কন্যা হইতে পারেন। এখন আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীনারায়ণী শ্রীবাসের কোন সহোদরের কন্যা। নিতান্ত বালিকা অবস্থা হইতে শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাটীতেই বাস করিতেন।

শ্রীনারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না। তিনিও ভগবৎপরিকরের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর এই শ্রীনারায়ণী-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন,—

"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীলকিলিম্বিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা॥"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোজী শ্রীকিলিম্বিকা নাম্নী অম্বিকাভগ্নী ছিলেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীনবদ্বীপ লীলায় শ্রীনারায়ণী। শ্রীনারায়ণী-সম্বন্ধে শ্রীমুরারি-গুপ্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিত দ্বিতীয়প্রক্রমে সপ্তমসর্গে লিখিয়াছেন,—

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

মূল্য ৸০ আনা

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

শিকারী কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র নিহত

জলপাইগুড়ি, ২০শে এপ্রিল—সম্প্রতি তরাই জঙ্গলে একটি বিরাট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং একটি চিতাবাঘ মারা হইয়াছে। এই দুইটি বাঘ কিছুকাল হইতে এই অঞ্চলে বহু উৎপাত করিতেছিল এবং অনেক গরু মহিষ মারিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন শিকারী ইহাদিগকে মারিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যর্থকাম হন। তৎপর শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক উক্ত জঙ্গলের মালিক রাজা প্রসন্নদেব রায়কৎ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া দুই দিন চেষ্টা করিয়া বন্দুকের সাহায্যে ঐ দুইটিকে মারিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্যাঘ্রটি ১০ ফুটের উপর লম্বা হইবে

কাণপুরে পূর্ণ রেশনিং

কাণপুর ২০শে এপ্রিল—কাণপুরে ১লা মে হইতে পূর্ণ রেশনিং আরম্ভ হইবে, তাহার ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কংগ্রেসকর্ম্মিগণ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতেছেন। গত সপ্তাহে কংগ্রেস নেতৃগণের উদ্যোগে সহরের বিভিন্ন সার্ব্বজনিক প্রতিষ্ঠানের একটি সভা হয়। ইহাতে রেশনিং অফিসার গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন ও জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত

রংপুর, ২৫শে এপ্রিল—গবর্ণমেন্টের নির্দ্দেশ অনুসারে রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করিবার জন্য আগামী ৭ই মে দিন ধার্য্য করিয়াছেন। ঐ তারিখেই বর্ত্তমান চেয়ারম্যান মৌঃ আহম্মদ হোসেন এম এল এর কার্য্যকাল শেষ হইবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ৫ই মে,—১৯৪৪ তারিখে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের এক আদেশ অনুসারে তৎকালীন নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান মৌঃ আবু হোসেন সরকার এম, এল, এ কে অপসারিত করা হয় ও তাঁহার স্থলে বর্ত্তমান চেয়ারম্যানকে নিযুক্ত করা হয়।

রংপুরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার কেন্দ্র

গত ২৫শে এপ্রিল—রংপুরের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার কেন্দ্র উঠাইয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া রংপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে রিপোর্ট দিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এখানে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। রংপুরের উকিল সভার এক অধিবেশনে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সমস্ত নির্দ্দোষ পরীক্ষার্থী ও তাহাদের অভিভাবকগণকে অযথা ও অনাবশ্যকরূপে শাসিত করা হইবে। কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পরীক্ষা-কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট হইতে সাহসী হন নাই—এই উক্তির প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে, উকিল সভার সভাপতি অথবা অন্য কোন বে-সরকারী সদস্যকে এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করা হয় নাই।

কুমচীয়া দাতব্য চিকিৎসালয়

বাণপুরের পার্ব্বত্য পল্লীতে অবস্থিত কুমচীয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের বার্ষিক অধিবেশন গত ১০ই এপ্রিল শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সাহুর সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। শোভা-যাত্রা সহকারে সভাপতি মহাশয়কে বালেশ্বর হইতে কুমচীয়ায় লইয়া আসা হয়। পথে চাকনা ওড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে বিপুল জনতা এই শোভাযাত্রার কলেবর বৃদ্ধি করে।

প্রারম্ভিক সঙ্গীত ও মাল্য প্রদানের পর যথারীতি শ্রীশ্রীহরি গিরি ও অন্যান্য সকলে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। তারপর তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে ডাঃ দালাল বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিতে উঠেন। গত এক বৎসরে ২১৯৬০ জন রোগী এখানে চিকিৎসিত হইয়াছে। বস্ত্র সমস্যা, অন্ন সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার পর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি চিকিৎসালয়ের সুপরিচালিত কার্য্য দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

মেডিকেল কলেজের নূতন অধ্যক্ষ

কলিকাতা ১৬ই এপ্রিল:—ডাঃ হউ পি বসু ও কর্ণেল এইচ ই ম্যারে-র স্থলে লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল আর লিমটন আই এম এস মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফেণীতে মিষ্টান্ন তৈয়ারী নিষিদ্ধ

ফেণী ১৪ই এপ্রিল—দুধের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় মহকুমা হাকিম ফেণীতে দুধ হইতে সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্ন তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ফলে দুধের দাম পূর্ব্বের তুলনায় অনেক নামিয়া আসিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১১ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২৫শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৮ই মে ইং ১:৪৫, মঙ্গলবার ৪৫-৪৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মধুসূদন শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর। অনেকে তাঁহাকে বঙ্গভূমির আদি-কবি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজে তাঁহার গ্রন্থের বিপুল আদর আছে। রচয়িতার জীবনচরিত্র জানিবার জন্য পাঠকবর্গ সর্ব্বদা যত্নপ্রকাশ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কবিবরের জীবনী বিশেষরূপে কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"স্বয়ং মহী ভাগ্যবতী মহীয়সী
দিবোঽপি দিব্যাদপি নির্ম্মলৈর্গুণৈঃ।
মহান্তি রত্নানি যদা দধাতি তো দধৌ
নবদ্বীপমতীবদুর্লভম্
উবাস যত্রানিশমত্যুদারধীরধীতসর্ব্বাগম-
বেদকোবিদঃ
সতাং বরিষ্ঠঃ পরমো মহাশয়ঃ শ্রীবাসনামা
দ্বিজবংশচন্দ্রমাঃ॥"

এই ভাগ্যবতী পৃথিবী যখন স্বর্গ ও স্বর্গীয় বস্তু অপেক্ষা বরণীয় তীর্থরূপ মহারত্ন-সকল ধারণ করেন, তখন তিনি নির্ম্মলগুণে গরীয়সী; তন্মধ্যে রত্নগণের মধ্যে অতীব দুর্লভ শ্রীধাম-নবদ্বীপ নানা মহারত্ন ধারণ করত তিনি অত্যন্ত মহীয়সী হইয়াছিলেন, অতএব গৌড়ক্ষৌণীর মহারত্নস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ নগরী বহুকাল হইতে জাহ্নবীতীরে তীর্থমৌলিরূপে বিরাজমানা। সেই মহানগরীমধ্যে পরম-উদারবুদ্ধি, সমস্ত আগম বেদাদি-শাস্ত্রবিৎ, সাধুগণ-শ্রেষ্ঠ, মহাত্মগণাগ্রগণ্য শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলচন্দ্র বাস করিতেন। বৈদিক দ্বিজকুল-চূড়ামণি শ্রীবাসপণ্ডিতের জন্মস্থান শ্রীহট্ট-প্রদেশ।

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ-নাশ বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥"

এই শ্রীচৈতন্যভাগবতপদ্যে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীবাসপণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম-পণ্ডিত শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সময়ে বিদ্যাধ্যয়নের জন্যই বা গঙ্গাতীরে বাসের জন্যই হউক, শ্রীধাম-নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পরে শ্রীপতি ও শ্রীনিধি-নামে তাঁহার আর দুই সহোদর আসিয়াও তাঁহাদের সহিত গঙ্গাবাস করেন। শ্রীবাস ও শ্রীরাম উভয়েই পাণ্ডিত্যে বিশেষ পরিচিত এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের আচার্য্যত্ব লাভ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন যে,—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রথমাঙ্কে শ্রীবাসের বিষয় এরূপ লিখিত আছে,—শ্রীচৈতন্যদেব কহিলেন,—"হে শ্রীবাস! তোমার কি স্মরণ হয়, যে কোন সময়ে তোমার জীবনান্ত হইতেছিল, আমি চপেটাঘাত করিয়া তোমার জীবনকে রোধ করিয়াছিলাম।" শ্রীবাস কহিলেন—"সে কথা আমার মনে পড়ে।" শ্রীভগবান্ কহিলেন,—'শ্রীবাস! তুমি সেই কথাটী সম্পূর্ণরূপে বল, সকলে শ্রবণ করুন।' শ্রীবাস কহিলেন,—"হে ভগবন্! আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে শৈশবকাল হইতে ষোলবৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ছাব্বিশ-বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি দ্বিজগুরু-প্রভৃতি বিশ্বাস না করিয়া নিতান্ত অশান্তি লাভ করিয়াছিলাম; নির্দ্দয় হৃদয়ে কাঠিন্য-প্রযুক্ত আমার জীবন বৃথাকলহ, কু-কথা ও বৃথাভিমানে পরিপূর্ণ ছিল; বুদ্ধির এরূপ দুরবস্থাপ্রযুক্ত কখনও স্বপ্নেও ভগবদ্গুণাদির শ্রবণকীর্ত্তন হয় নাই। কোন সময়ে স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ করুণার্দ্র হইয়া এরূপ উপদেশ দিলেন,—'হে ব্রাহ্মণ! তোমার যেরূপ চঞ্চল হৃদয়, তোমাকে কে উপদেশ করিবে, তথাপি আমি বলিতেছি যে, তোমার আর একবৎসর পরমায়ুঃ আছে, এখন আর আয়ুঃ বৃথা ক্ষেপণ করিও না।' নিদ্রাভঙ্গ হইলে অল্পায়ুঃ মনে করিয়া, বিমনস্ক ও বিগতচাঞ্চল্য হইয়া, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবের নিঃশ্রেয়সনির্ণয়ার্থে শাস্ত্রান্বেষণ করিতে করিতে নারদপুরাণে এই পদ্যটী প্রাপ্ত হইলাম,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

এই উপদেশে দৃঢ়বিশ্বাস হওয়ায় আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত শ্রীহরিনামে অনন্যশরণাপত্তি লাভ করিলাম। অন্যে উপহাস করে, কিন্তু আমি তাহাতে চলিত হই না। মরণদিবস গণনা করিতে করিতে বৎসর বিগত হইলে শ্রীভাগবত-অধ্যাপক শ্রীদেবানন্দ-পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিতে গেলাম। শ্রীপ্রহ্লাদ-চরিত্র শ্রবণ করিতে করিতে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে আমি অলিন্দ হইতে প্রাঙ্গণে পড়িলাম। তখন কোন মহাপুরুষ আমাকে পুনরায় পরমায়ুঃ দান করিয়া আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত করিলেন। আমাকে সকলে ধরিয়া আমার গৃহে লইয়া গেলেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন,—'হে শ্রীবাস! আমিই তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলাম; শ্রীনারদশক্তি প্রবেশ করায় তোমার অদ্য জীবন উপস্থিত হইয়াছে।'

এই কথাটী আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদশক্তির আবেশে পার্ষদপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রীবাস পণ্ডিতের একটী ভ্রাতৃতনয়া ছিলেন; তাঁহার নাম শ্রীনারায়ণী। তিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের কোন্ ভ্রাতার কন্যা, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অনুমান অবলম্বনে কোন প্রয়োজন দেখি না। হয় তিনি শ্রীরাম, শ্রীপতি বা শ্রীনিধির কন্যা ছিলেন, নয় শ্রীরাম পণ্ডিতের অন্য কোন ভ্রাতা যিনি শ্রীহট্টে ছিলেন, তাঁহার কন্যা হইতে পারেন। এখন আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীনারায়ণী শ্রীবাসের কোন সহোদরের কন্যা। নিতান্ত বালিকা অবস্থা হইতে শ্রীবাসের নবদ্বীপের বাটীতেই বাস করিতেন।

শ্রীনারায়ণী সামান্যা নারী ছিলেন না। তিনিও ভগবৎপরিকরের মধ্যে একজন অগ্রগণ্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল কবিকর্ণপুর এই শ্রীনারায়ণী-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন,—

"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীলকিলিম্বিকা।
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা॥"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায় যিনি কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোক্ত্রী শ্রীকিলিম্বিকা নাম্নী অম্বিকাভগ্নী ছিলেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় শ্রীনারায়ণী। শ্রীনারায়ণী-সম্বন্ধে শ্রীমুরারি গুপ্ত মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে সপ্তমসর্গে লিখিয়াছেন,—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

"শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াহভ্রাতৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
ওরে প্রাপ্ত প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা॥"

শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা যাঁহার কোন সহোদর ছিল না, সেই মধুরদ্যুতি ভাগ্যবতী শ্রীনারায়ণী শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদ সেবা করিয়া প্রেমে রোদন করেন।

শ্রীনারায়ণীপুত্র শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গচাঁদ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণ! কৃষ্ণ বলি' কাঁদ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত।
হা কৃষ্ণ বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥"

তিনি আবার লিখিয়াছেন,—

"ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥"

মহাজন ঘনশ্যামদাস স্বীয় ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

নারায়ণী-নাম এক বালিকা এথায়।
কৃষ্ণ বলি' কাঁদে তেঁহো প্রভুর আজ্ঞায়॥
সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয়।
চারিবৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতিশয়॥'

এই সমস্ত প্রামাণিক মহাজনবাক্যে এই কথাটী জানা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর মহা-প্রকাশের পর প্রভু শ্রীনারায়ণীকে যখন স্বীয় প্রসাদ দান করেন, তখন শ্রীনারায়ণী চারি-বৎসরের বালিকা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সে সময় যে নবলীলায় প্রবৃত্ত। সুতরাং তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময়ে শ্রীনারায়ণী কেবল চারিবৎসরের বালিকা মাত্র। তাহার ছয়বৎসরের পর প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তখন শ্রীনারায়ণী দশবৎসর বয়সমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্নারায়ণীর কোন সময়ে বিবাহ হয়, কাহার সহিত কোন গ্রামে বিবাহ হয়, তাহা আমরা জানি না। যে সকল লোক তাঁহাকে শিশুকালে বিধবা থাকা বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা যে কোন্ প্রমাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সেরূপ কথা বলেন, তাহাও আমরা জানি না। এ বিষয়ে প্রবাদগুলিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচারাধীন করা উচিত। যদি ঐ সকল প্রবাদ শুদ্ধবৈষ্ণব-গণের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন না কোন মহাজনের গ্রন্থে অবশ্য উল্লিখিত হইত। হয়ত, কোন সময়ে কোন দুষ্ট লোকনিন্দী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের অনিষ্টের জন্য ঐ সকল প্রবাদ সৃষ্টি করে এবং ক্রমে অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের মধ্যে তাহা স্বীকৃত হইয়া পরস্পর কর্ণাকর্ণী হইয়া কোন মহাত্মাই ঐ সকল প্রবাদের উল্লেখ করেন না, তখন আমরা সহজেই ঐসকল প্রবাদকে অনাদর করিতে পারি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীনারায়ণীর বিবাহ হয়, ইহা স্বভাবতঃ অনুমান করা যায়। শ্রীধামনবদ্বীপের অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমপারে মামগাছি বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ভক্তিরত্নাকরে ঐ গ্রাম মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই গ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্তের একটী সেবা আছে। আমরা কোন সময় সেই সেবা দর্শনে সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। তথায় সকলেই কহিলেন, যে, শ্রীনারায়ণী দেবী ঐ সেবানির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়া মামগাছিতে বহুদিন অবস্থিত করিয়াছিলেন। আপাততঃ সেই সেবাটীর নাম 'শ্রীনারায়ণীর সেবা'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর, শ্রীবাস মহাশয় ও শ্রীরাম উভয়েই কুমারহট্টে সপরিবারে বাস করেন। শ্রীপতি ও শ্রীনিধি নবদ্বীপের বাটী কখনই ছাড়েন নাই। অনেক দিবস পরে যখন শ্রীজাহ্নবা দেবী শ্রীনবদ্বীপ হইয়া খেতরীর মহোৎসবে শ্রীঠাকুর নরোত্তমের নিমন্ত্রণে গমন করেন, তখন শ্রীপতি ও শ্রীনিধিকে শ্রীনবদ্বীপ হইতে সঙ্গে লইয়া যান। একথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে ও শ্রীনরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীবাসঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপ ছাড়ার সময়েই শ্রীনারায়ণীর কতকাল উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে মামগাছির সন্নিকটে কোন গ্রামে বিবাহ দেওয়া হয়। শ্রীনারায়ণী গর্ভবতী হইলে তিনি বিধবা হন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে আর সুবিধা না হওয়ায় শ্রীবাসুদেব দত্তের ঠাকুর-বাটীতে তিনি কার্য্যভার স্বীকার করেন। শ্রীবাসুদেব দত্তের নিবাসভূমি কাঁচড়াপাড়া শ্রীশিবানন্দের বাটী হইতে স্বল্প দূরে। এই কথাটী শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে উল্লিখিত আছে। প্রভুর নবদ্বীপলীলার সময় শ্রীবাসুদেব দত্ত প্রভুর নিকটে থাকিবার জন্য মামগাছি গ্রামে সেবা প্রকাশ করেন এবং পরে শ্রীবাসুদেব আর শ্রীনবদ্বীপে থাকিবার সুবিধা না দেখিয়া এবং শ্রীবাসের বন্ধুতাপ্রযুক্ত তাঁহার ভ্রাতৃতনয়াকে ঐ সেবার ভার অর্পণ করেন।

শ্রীমন্নারায়ণীদেবীর পবিত্র গর্ভে আমাদের কবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন॥"

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন্ গ্রামে, কি অবস্থায় কোন শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আমরা জানি না এবং আমাদের জানিবার ও উপায় নাই। এবিষয়ে যিনি যে প্রবাদ শুনিয়াছেন, তাহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যান্য মহাজনগণ যে-সকল প্রবাদের আদর করেন নাই, তাহা অবশ্যই অমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তবে এই যে, যদি কোন ঘটনার কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই প্রবাদ নিতান্ত অলৌকিক না হইলে বিশ্বাস্য হয়। রাঢ়দেশে যেরূপ অপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্মের প্রভাব, তাহাতে সে দেশের প্রবাদগুলি প্রায়ই স্বার্থ-পরতাপ্রযুক্ত এবং অমূলক। মামগাছিতে শ্রীমন্নারায়ণীর সেবাপাট এখনও প্রত্যক্ষ এবং তথা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে দেনুড়গ্রামে শ্রীল বৃন্দাবনদাসের পাটবাটী আমরা দেখিয়াছি। এই দুইটী ঘটনাকে স্বীকার করত স্বভাব-সম্ভবনীয় ঘটনাগুলি অনুমান করাতে কোন দোষ নাই।

শিশুকালে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তদীয় পবিত্রা জননীর সঙ্গে মামগাছির ঠাকুর বাটীতে বাস করিতেন, ইহাতে সন্দেহ কি? সংস্কৃত বিদ্যা তাঁহার সেইগ্রামেই অধীত হয়। মামগাছি শ্রীনবদ্বীপধামের অংশবিশেষ, সুতরাং তথায় বিদ্যানগরের ন্যায় অনেক পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ কি? সেগ্রামে এখনও ব্রহ্মাণীপুলিন দেদীপ্যমান, সেগ্রামে যে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষতঃ ঐ গ্রামটী বিশারদ ভট্টাচার্য্য ও দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির বাসগৃহের অতি নিকট, এমত কি, একগ্রাম বলিলেও হয়। কাঞ্চনপল্লীবাসী শ্রীবাসুদেব দত্তপণ্ডিত ও ধনবান্ ছিলেন, ইহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে সেবাপ্রকাশ করেন, তাহা অবশ্য ভদ্র পল্লীর মধ্যে।

সেই মামগাছির ভদ্রপল্লীতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে পাঠশালায় বাল্য-বিদ্যা অভ্যাস করেন এবং শেষে কোন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা ও সিদ্ধান্তসমূহই তাহার প্রমাণ। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর যখন কৃতবিদ্য হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকট-কালে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। ঐসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌড়দেশে প্রেমপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিকট প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ বিদায় হইয়া স্বীয় পার্ষদগণ সহিত প্রথমে পানিহাটীতে কিছুকাল প্রচারকার্য্য করিতে থাকেন। পরে সপ্তগ্রামে কিছুকাল কার্য্য করিয়া শ্রীনবদ্বীপে শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধনের গৃহে স্থিত হন। সেখান হইতে নানাগ্রামে নাম-প্রচার করেন। যথা, শ্রীশচীমাতার প্রতি শ্রীনিত্যা-নন্দের উক্তি,—

"মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়।
রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হৈয়া॥"

তাঁহার প্রচার-কার্য্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"তবে নিত্যানন্দ সর্ব্বপার্ষদের সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥
খানা, চৌতা, বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান॥"

শ্রীধাম-নবদ্বীপে অবস্থান করত যে সময়ে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার করিতেছিলেন, তাহার শেষকালে কবিবর শ্রীবৃন্দাবনদাস মহোদয় তাঁহার সঙ্গ লইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে যে কথাটি আছে, তাহাতে বহুতর অর্থ হয়। কথাটি এই যে,—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তার বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ পাত্র নারায়ণীগর্ভজাত॥"

অর্থ এই যে, প্রভু নিত্যানন্দের যে সকল পার্ষদ তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শেষ ভৃত্য হন, তিনিই আমি—এই বৃন্দাবনদাস। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আর কেহ ভৃত্য হন নাই।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পদিন পরেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট হন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আগমনের পর আর অধিক দিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রকটলীলা ছিল না। শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার অপ্রকটের পর অনেক দিন বর্ত্তমান ছিলেন, কেন না, তিনি শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনীর সহিত শ্রীনরোত্তমের নিমন্ত্রণে খেতরিগ্রামে গিয়াছিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও কবিশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ স্থানে স্থানে এরূপ লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি করিয়া উদ্ধার॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তিঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিচারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
বিস্তার করিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥"

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনে অন্যে না হয় প্রকাশ॥"

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

'বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিলা রচন॥'

অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেই সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারে তবু রাখিয়াছে লিখিয়া॥
বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥
নিত্যানন্দকৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥
চৈতন্যমঙ্গল তিঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে আগে ব্যাস করিব বর্ণনে॥"

এ সকল বাক্যদ্বারা ইহা পরিজ্ঞাত হয় যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস একজন অদ্বিতীয় ভক্ত। তাঁহার রচনা বৈষ্ণবমণ্ডলীতে অতীব পূজনীয়। আবার সকল বঙ্গীয় কবিদিগের মান্য। বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরকে পরমপূজনীয় বলিয়া স্থির করিবেন,—করিবেন না বা কেন, যখন কবিকুলতিলক শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর শ্রীনারায়ণীনন্দনের তত্ত্ব এরূপ শ্রীগৌরগণোদ্দেশে বর্ণন করিয়াছেন,—

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥"

যিনি দ্বাপরে শ্রীবেদব্যাস ছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গলীলায় দাস শ্রীবৃন্দাবন হইয়া অবতীর্ণ হন। আবার যিনি ব্রজের কুসুমাপীড় শ্রীকৃষ্ণ-সখা, তিনি কার্য্যবশতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে স্বীয় গ্রন্থকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল-নামে অভিহিত করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে সময়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন, সে সময়েও এই চৈতন্যমঙ্গল নাম চলিয়া আসিতেছিল। প্রেমবিলাসের রচয়িতার সকল কথা অবলম্বন করিতে পারা যায় না। তথাপি তাহার এই কথাটিতে কোন বিরুদ্ধমত দেখা যায় না। কথাটি এই যে, প্রথমে চৈতন্যমঙ্গল অন্যান্য তৎকাল প্রচলিত গীতকাব্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে পয়ার ও মধ্যে মধ্যে গীতদ্বারা পরিপূরিত ছিল। পরে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ এ গ্রন্থকে সমাজপাঠ্য গ্রন্থ করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের রচিত গীতগুলিকে পৃথক করত পয়ার সমস্ত একত্র করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত নাম দেন। গীতগুলি সম্প্রতি পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বিরচিত গীতগুলি সকল মহাজনের আদরের বস্তু। এই প্রণালীতে এখন যে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ আদরের ধন। মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় যে গ্রন্থকে শিরে ধারণ করিয়াছেন, তাহা যে কি উপাদেয়, তাহা বলিতে পারি না। একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্য-মঙ্গল দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর আপনার গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করেন। এ প্রবাদটীর কোন মূল পাওয়া যায় না বরং প্রবাদটীকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিবাহের কথা শুনা যায় না বরং এই কথাই বিশ্বাস হয় যে, তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় আকুমার ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি মামগাছিতে বাস করেন। তথায় শ্রীসার্ঙ্গ মুরারির সঙ্গবলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র হন। কতকদিন শ্রীনিত্যা-নন্দের সঙ্গে ভক্তিপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন এবং কোন সময়ে একটী কায়স্থ ভক্তের সহায়তায় দেনুড়গ্রামে শেষকালপর্য্যন্ত যাপন করেন। আমরা দেনুড়গ্রামে গিয়া তাঁহার পাটবাটী দেখিয়াছি। তত্রস্থ মহান্তবর্গ বহুদিন হইতে ঐ পাটবাটী বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আমাকে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের স্বহস্তলিপি শ্রীচৈতন্যভাগবত দেখাইয়াছিলেন। পত্রগুলি এরূপ গোল-যোগে ছিল যে, আমি তাহার কিছু করিতে পারি নাই।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও পৃথককৃত পদগুলি ব্যতীত আর কোন গ্রন্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কখন কখন কোন ব্যক্তি আমাদিগকে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত গ্রন্থ বলিয়া কোন গ্রন্থ দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু সেইসকল গ্রন্থের রচনা ও প্রবৃত্তি দেখিলে ঠাকুরের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের শেষঅংশ রচনা সময়ে তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে এরূপ আবিষ্ট ছিলেন যে, শ্রীমহা-প্রভুর কথা আর অধিক লিখিতে পারেন নাই, একথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:❀:):::-

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়জাতীয়-ভগবান—নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহার অদর্শনই বিচ্ছেদ বা বিরহ। বর্ত্তমানকালে ইন্দ্রিয়ের অগোচর-অবস্থার নামই অদর্শন। কিন্তু সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের অদর্শন বা বিচ্ছেদের মধ্যে নিত্যচেতনবস্তুর সান্দ্র-সন্দর্শন হইয়া থাকে। অনিত্যবস্তুর বিনাশ হয়, আর নিত্যবস্তুর অন্তর্দ্ধান বা অপ্রকট হইয়া থাকে। অপ্রকট অর্থে শুদ্ধ অবস্থায়—সম্পত্তিদশায়—বস্তুসিদ্ধিতে কুণ্ঠধর্ম্মরহিত অবস্থানে অবস্থিতি বা নিত্যসচ্চিদানন্দ পার্ষদতনুতে অবস্থান। প্রপঞ্চস্থিত জীবগণ শিষ্যাভিমানী হউক বা নাই-ই হউক, যিনি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিতে আসিয়া-ছেন, তিনি বিদ্যুদ্বেগে যে অভিসারের পথে চলিয়াছেন, যাঁহারা সেই পদাঙ্কের অনুগমন করিতে পারেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গী হন; আর যাহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভীষ্ট সচ্চিদানন্দবস্তুর প্রীতির বিরুদ্ধে কার্য্য করে, তাহাদের বহির্ম্মুখতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত মহাজন স্বস্থানে চলিয়া যান। ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অদর্শন।

শ্রীগুরুদেবের প্রকটলীলা হইতেও অপ্রকটলীলায় প্রকৃত শিষ্যের অন্তর্দ্দাহ সহস্র-গুণে গুণিও হইয়া পড়ে। তাঁহারা অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াও আমাদের প্রতি নানা আকারে কৃপাবর্ষণ করেন। তৃষ্ণার্ত্ত বা তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেরূপ অবস্থা, তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ প্রাণের আর্ত্তি, ব্যাকুলতা শ্রীগুরুদেবের বিরহে অকপট স্নেহপ্রাপ্ত শিষ্যের হৃদয়ে নিশ্চয়ই উদিত হইবে। যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপানুশাসনে আত্মমঙ্গললাভ করিয়াছি, যিনি সর্ব্বক্ষণ আমাকে তাঁহার শ্রীপদাঙ্ক-অনুসরণে শ্রীব্রজের পথে চালনা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলাম!

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পা'ব॥"

—ইহাই হইল ভজন। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভের প্রধান অবলম্বন শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইলে তজ্জন্য যে দুঃখপরাকাষ্ঠা বা তীব্র জ্বালাবোধ, তাহাই ভজনকে পরিপুষ্ট করে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি গুরুবর্গকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সুতীব্র বিরহ বিধুরতার মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন। 'পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব'—এইরূপ দৈন্য আর্ত্তিতে সিক্ত হৃদয়-ক্ষেত্র অত্যন্ত বিগলিত থাকে বলিয়া তথায় শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপালতার বীজ সুষ্ঠুরূপে অঙ্কুরিত ও ফলফুলে সুশোভিত হয়। "তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি', চিরদিন তাপিত জীবন।" "কান্দা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর।"—এইরূপ চিত্তের ভাব হইলে আবেশ ও অভিনিবেশ উপস্থিত হয়। এই আবেশ বা অভিনিবেশেই প্রীতি বা মিলন হয়। লোভ বা আবেশই প্রকৃত বিরহীর চিত্তবৃত্তিতে থাকিবে। গতিশীলতার কারণ—লোভ, আবেশ। চিত্ত যত নির্গুণ হইবে, ততই গতিশীলতা বাড়িবে। ইহা থামিবে না—নিরবচ্ছিন্ন প্রগতিতে অবিরাম চলিবে।

অণুচেতন অণুচেতনের আশা মিটাইতে পারে না, গোষ্পদ গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে না। সমুদ্রই গোষ্পদের আশা মিটাইতে পারে। বিভুচেতনের শক্তি অণুচেতনে সঞ্চারিত হইলে যে ধর্ম্ম বা স্বভাবের বিকাশ হয়, তাহা বিভুচেতনকেও পাগল করিয়া তুলে, তাহাই প্রীতি বা প্রেম। তাহা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় প্রকটিত হয়। তাহাই শ্রবণকীর্ত্তনমুখে স্মরণ। সেব্যবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা যখন অনুরাগের সহিত স্মরণ হয়, তখনই তাঁহার দর্শন ঘটে। একমাত্র স্বপ্রকাশ-শক্তির কৃপায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে বিষয়াসক্তি দূর হয়—শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে আকুতি হয়। শুদ্ধচিত্তে অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের জন্য আকুতি, আবেগ, অনুরাগ, আবেশ ও অভিনিবেশই বিরহ-উৎসবের তাৎপর্য্য।

শ্রীগুরুবর্গের সঙ্গ তাঁহাদের নাম, গুণ ও লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদির মধ্যে লাভ হয়। শ্রীগুরুবর্গ কিরূপভাবে সেব্যবস্তুর সেবা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য লোভ হইলে তাঁহাদের নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণের প্রতি লোভবিশিষ্ট হইতে হইবে। অভীষ্টদেবের প্রতি সর্ব্বক্ষণ অভিনিবেশ ও আবেশ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না; ইহা লোভের ব্যতিরেক লক্ষণ, আর অন্বয়-লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদিভাবের রাগাত্মিক সেবক-গণের যেকোন একটি সেবার প্রতি হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি বা আকর্ষণ।

শ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসবে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের বিরহস্মৃতি পরমবাস্তব বলিয়া বোধ হওয়া চাই। কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য বা বাগ্‌বৈখরীর প্রদর্শনী বা বিষয়-রাগদুষ্ট চিত্তের প্রাণহীন কীর্ত্তনদ্বারা পিণ্ডবৃদ্ধি এই বিরহোৎসবের অনুষ্ঠান নহে। শ্রীকৃষ্ণের নিজজনের যিনি নিজজন, তাঁহারই ত' একান্ত বাধ্য অখিল লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বতো-ভাবে মায়াসঙ্গ, প্রতিষ্ঠাশা ও পুরুষাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণভাবে অকপট দীন হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণের অতুল সেবা-সম্পত্তিকে প্রাণধন-সর্ব্বস্বজ্ঞানে অগ্রসর হইবার সুদৃঢ়তা ও তজ্জন্য কোটিপ্রাণ-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত থাকলে শ্রীগুরুপ্রেষ্ঠ ভক্ত-

বৎসল শ্রীকৃষ্ণের অবশ্যই নিশ্চিত করুণা হইবে—ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীগুরুবর্গের বিরহতিথিতে নিষ্কপট পরমদৈন্য বিগলিত চিত্তে তাঁহাদের অতুল অসংখ্য গুণাবলীর আংশিকভাবেও স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য; নতুবা সাধকের জীবন-ধারণই বৃথা বা মৃততুল্য। তাঁহারা অদোষদর্শী—তাঁহারা জীবের শত শত দোষরাশি উপেক্ষা করিয়া কেবল গুণলেশকেই বহুমাননপূর্ব্বক দর্শন করেন। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ অদোষদর্শী ও গুণমাত্রগ্রাহী থাকাসত্ত্বেও যদি আমরা শুদ্ধভজনপথে অগ্রসর হইতে না পারি, তাহা হইলে কিরূপ অপরাধ হিমালয়রূপ বিরাট্ বাধা আমাদের ভজনপথে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। ... অনর্থ পরিত্যাগের তীব্র প্রচেষ্টা না থাকিলে আমরা স্বখাতসলিলেই ডুবিয়া মরিব। অশ্রদ্ধা, কুটিলতা, জড়াভিনিবেশ, শিথিলতা, দাম্ভিকতা প্রভৃতি অন্তরে পোষণ করিয়া কেবল প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বা বাহ্যাড়ম্বরের দ্বারা শ্রীগুরুবর্গের বিরহোৎসব হয় না। নিষ্কপট দৈন্যবিগলিতচিত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক সংকারে অকপটভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ও দুঃখের কথা জানাইলে তিনি অবশ্যই কৃপা করিবেন।

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

ভারতে খাদ্য-শিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টা

ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খাদ্যশিল্প পরিচালনা সম্পর্কে গভর্ণমেন্টকে পরামর্শাদি দিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে লইয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগ একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং ডাঃ বীরেন্দ্র গুহ সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন।

খাদ্য-শিল্প সম্পর্কে পুষ্টি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ে এই কমিটি প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি দান করিবেন।

যুদ্ধোত্তর কালেও কমিটির সদস্যগণ ভারতে খাদ্য-শিল্পের উন্নয়নে সাহায্য করিবেন, আশা করা যাইতেছে।

ডাঃ আকরয়ড, প্রথি দামোদরণ, বশির আহমদ, শঙ্করণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছেন।

দুগ্ধজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির গবেষণা বিভাগে যুদ্ধের পরে অনেক লোকের দরকার হইবে। এই বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের চাহিদা প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে। সেইজন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালোরে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া স্থির করিয়াছেন এবং অতিরিক্ত প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ইহার জন্য ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

আগামী জুলাই হইতে ৮৫ জন করিয়া ছাত্র ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করা হইবে; আগে ভর্ত্তি করা হইত বৎসরে ৩০ জন করিয়া।

———

গুড়ের মূল্য বৃদ্ধি

বাঙলার বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ জানাইয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে গুড়ের খরচা ... দাম বৃদ্ধি হওয়ায় কলিকাতায় বর্ত্তমান অবস্থায় গুড়ের দাম বৃদ্ধি করিয়া মণপ্রতি ১২৲ টাকা এবং সেরপ্রতি সাড়ে পাঁচ আনা করা হইবে।

———

কলিকাতায় দুগ্ধ আমদানী

রেল ও রাস্তাপথে বাহির হইতে কলিকাতায় কি পরিমাণ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানী হয় এবং কলিকাতায় উক্ত দ্রব্যাদি কি পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহার সাংখ্যিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় গুড়ের হিসাব গ্রহণ কার্য্য চলিতেছে। কলিকাতায় উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দুগ্ধবতী গো মহিষাদির সংখ্যা এবং উহারা কি পরিমাণ দুগ্ধ দেয় তৎসংক্রান্ত তথ্যাদিও সংগ্রহ করা হইতেছে। কলিকাতায় যে দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য প্রতিটি গৃহে এবং প্রতিটি দোকানে কত দুগ্ধ খরচ হয় এবং কিভাবে খরচ হয় তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইতেছে। অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবার জন্য পি, আর, আই, এস এর কর্ম্মীদের নিযুক্ত করা হইয়াছে।

———

দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ

এই প্রদেশের দুঃস্থ অধিবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার বিগত আর্থিক বৎসরে ৫০৮,৫০০৲ টাকার অধিক মূল্যের বস্ত্র সস্তা দামে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহ করিয়াছেন। রাজস্ব বিভাগ, রিলিফ কো-অর্ডিনেশন অফিসার, কালেক্টর ও মহকুমা হাকিমদের মারফৎ উপরোক্ত বস্ত্রাদি ক্রয় মূল্যের অর্দ্ধেক দরে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরবরাহ করা হইয়াছে।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধা জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী মণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ১৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ২৮শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১১ই মে ইং ১৯৪০, শুক্রবার ৪৭-৪৯শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ মধুসূদন নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

নিশ্চিন্ত ও সুখী কে?

-::(*)::——

মঙ্গলময় শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব বিশ্ববাসী জীবের মঙ্গলের জন্য এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অমঙ্গলকরত্ব, অসুখকরত্ব বা খারাপ বলিয়া কিছু নাই। তাঁহারা বিশ্ববাসী জীবের মঙ্গলসাধনের জন্যই বিশ্বে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারাই অগতির গতি, অশরণাগতের শরণ, হীনার্থ-গণের অর্থসাধক। মঙ্গলময় সাধুগুরুর সমস্ত কার্য্যই মঙ্গলকর। এই দয়াময়, মঙ্গলময়-গণের সম্পূর্ণ আনুগত্য ও শরণাগতি ব্যতীত মঙ্গল লাভের দ্বিতীয় পথ নাই। মঙ্গলময়-গণই জানেন, কি উপায়ে জীবের বাস্তব মঙ্গল হয়। জীব মঙ্গলের প্রার্থী; জীবকে মঙ্গলময়গণই মঙ্গল প্রদান করিতে পারেন। মঙ্গল প্রদান করা মঙ্গলময়ের কাজ, আর জীবের কাজ মঙ্গল প্রার্থনা করা।

বাস্তবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবকে মঙ্গলময়-গণের অনুগত ও শরণাগত হইতেই হইবে। তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগতি ব্যতীত, তাঁহাদের সুখকরী ইচ্ছার আনুগত্য ব্যতীত কখনই মঙ্গল লাভ হইতে পারে না। মঙ্গলময় সাধুগুরুর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা না মিশাইতে পারিলে, তাঁহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী না হইতে পারিলে, তাঁহাদের সহিত একাত্ম-বোধ হইতে না পারিলে বাস্তবমঙ্গল প্রাপ্তির আশা দুরাশামাত্র। অশরণাগতের মঙ্গল-লাভ হয় না। শরণাগতই মঙ্গল লাভ করেন। সাধুগুরুর ইচ্ছার সহিত শরণাগতের ইচ্ছার কোন প্রভেদ নাই, একটাই জিনিষ। যাঁহার পৃথক্ ইচ্ছা আছে, সে অশরণাগত, স্বতন্ত্র; সুতরাং দাম্ভিক। সাধুগুরুর ইচ্ছার সহিত যাঁহার ইচ্ছা এক, তিনিই শরণাগত। সাধুগুরুর শুভেচ্ছার অনুগমন ব্যতীত যাঁহার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা নাই, সুখময় সাধুরগুরুর সুখকরী সেবা ব্যতীত যাঁহার নিজের কোন কার্য্য নাই, সাধুগুরুর সুখবিধান ব্যতীত যাঁহার নিজের কোন সুখ-কামনা নাই, তিনিই শরণাগত।

শরণাগতের স্বতন্ত্রতা নাই। যাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, তিনি শরণাগত নহেন, অশরণাগত, অভক্ত। ইষ্টদেবের যাহা ইচ্ছা, শরণাগত সেইভাবেই চলেন, সেইভাবেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার পৃথক্ একটা মত নাই। ইষ্টদেবের মতই তাঁহার মত। শরণাগতের প্রতিবাদ করার প্রবৃত্তি নাই, তিনি হৃদয়ের সহিত ইষ্টদেবের ইচ্ছার অনুবাদ করেন। শরণাগত স্থূল ক্ষতি-বৃদ্ধি দেখেন না, তিনি দেখেন ইষ্ট-দেবের সুখময়ী ইচ্ছা। ইষ্টদেবের সুখের জন্য তিনি মহা অমঙ্গলকর কার্য্য করিতেও প্রস্তুত; আর তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে মহামঙ্গলজনক কার্য্যও পরিত্যাগ করেন। শরণাগত কৃপাভিখারী ও সেবোন্মুখ। তিনি ইষ্টদেবের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। তিনি নিজের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা বা যত্ন-চেষ্টার উপর ভরসা করেন না। নিজে কিছু করিতে পারি বলিয়া কোন প্রকার অভিমান করেন না। কৃপা-লাভের জন্যই তাঁহার সাধনাদি যাহা কিছু। তিনি নিজের চেষ্টায় উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার নাই। ইষ্টদেব জীবের প্রতি কৃপোন্মুখ হইবেন, আর জীব ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবেন, সমগ্র-সত্তার সহিত ইষ্ট-দেবের অনুগামী হইবেন—এই উপায়েই প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে।

শরণাগতের পরিচালিত অভিমান। ইষ্টদেব যেভাবে চালান, আমি সেইভাবেই চলি; যাহা করান, তাহাই করি; আমরা নিজের কিছু করিবার শক্তি-সামর্থ্যই নাই এবং নিজে কিছু করিবও না—এই অনুভূতি শরণাগতের আছে। নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া ইষ্টদেবের ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণ-ভাবে মিলিয়া যাওয়াই শরণাগতের সত্তা। প্রভুর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যই প্রভুর সেবা, ইহা শরণাগত জানেন ও উপলব্ধি করেন। সাধুগুরু আমাদিগকে যেভাবে চালনা করেন, আমাদের সেইভাবেই চলিতে হইবে। যাঁহারা শরণাগত, তাঁহারা শ্রীগুরু-কৃষ্ণই যে তাঁহাদের চালনা করিতেছেন, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য লোক তাঁহাকে দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারেন না। শরণাগত হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ ইষ্ট-দেবের কৃপাপ্রেরণা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শরণাগত কখনও বাহিরে সাক্ষাদ্‌ভাবে ইষ্ট-দেবের নিকট হইতে কৃপাদেশ লাভ করেন, আবার কখনও হৃদয়ে প্রেরণা অনুভব করেন। শরণাগত ইষ্টদেবের নির্দ্দেশ ও কৃপাদেশ ব্যতীত এক পদও চলেন না বা কোন কার্য্য করেন না। ইষ্টদেব যে প্রকার আদেশ বা নির্দ্দেশ দিয়া সুখ পান, শরণাগতি সুখে সমগ্র সত্তা দিয়া তাহাই করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিরক্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন না বা হৃদয়ে স্থান দেন না। শরণাগত সর্ব্বক্ষণ ইষ্টদেবের সুখ অনুসন্ধান করেন। তিনি ইষ্টদেবের ইচ্ছামত তাঁহার সুখের জন্য সব কার্য্য করিয়া থাকেন। শরণাগত সকল সময় ইষ্টদেবের সুখের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখেন। ইষ্টদেবের বিন্দুমাত্র অসন্তোষও তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হয়। এ বিষয়ে তিনি সতত সজাগ থাকেন। ইষ্টদেব-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সেবা করেন বলিয়া কুপথে-বিপথে যান না বা অসুবিধা মধ্যে পড়েন না। তিনি অনুক্ষণ ইষ্টদেবের পরিচালকত্ব অনুভব করেন বলিয়া সর্ব্বক্ষণ আনন্দে ডুবিয়া থাকেন। তিনি সুখে দুঃখে মুহ্যমান হন না। তিনি প্রাকৃতিক সুখে উল্লসিত ও দুঃখে কাতর হন না। তিনি সুখ-দুঃখ সকলের মধ্যেই ইষ্টদেবের কৃপা লক্ষ্য করিয়া আনন্দে থাকেন।

শরণাগত হইলে ভীত নির্ভীক হয়। ইষ্টদেবকে রক্ষক ও পালকরূপে পাওয়ায় শরণাগতের ভয় থাকে না। ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়িলেও প্রকৃত শরণাগত ভয় করেন না। শরণাগত সর্ব্বত্রই তাঁহার ইষ্টদেবকে দর্শন করেন। শরণাগত দেশ, কাল ও পাত্র সকলের মধ্যেই তাঁহার ইষ্টদেবের অবস্থান দর্শন করেন। তজ্জন্য কোন অবস্থার মধ্যেই তাহার ভয় নাই। শরণাগতের অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে কি না হইবে, শ্রীভগবানকে পাইব কি না পাইব, সে বিষয়েও ভয় নাই; কারণ, সাধুগুরু শরণাগতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেন,—"সো হি ভগচ্চরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীত-পশুরিব তদধীনঃ; স তং যৎ কারয়তি, তদেব করোতি; যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব তিষ্ঠতি; যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌ক্তে, ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্॥" শ্রীশ্রীগুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তির স্বভাব বিক্রীত পশুর ন্যায়। শরণাগত তাঁহার সমস্ত ভারটা ইষ্টদেবের উপর প্রদান করিয়া

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অধীন হইয়া যান শরণাগতকে ইষ্টদেব যাহা করান, তিনি তাহাই করেন; যেখানে রাখেন, সেখানেই থাকেন; যাহা ভোজন করান, তাহাই গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজের কোন স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্ব নাই। এইরূপ শরণাগত-সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"নাঃ শরণাপন্নস্য সুখেনৈব বর্ত্তিতা, তস্য পাপমোচনভারঃ, সংসারমোচনভারঃ, মৎপ্রাপণে ভারঃ, ময়া প্রতিজ্ঞয়ৈবাঙ্গীকৃতঃ। কিং বহুনা, দেহযাত্রাভারোঽপি ময়াঙ্গীকৃত এব।" শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগতজনের সমস্তভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য শরণাগত জন সর্ব্বক্ষণ সুখেই থাকেন। তাঁহার পাপমোচনভার, সংসারমোচন-ভার, ভগবৎ-প্রাপ্তির ভার—সমস্তই শ্রীভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন কি, শরণাগতের শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের ভার পর্য্যন্তও গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্যই শরণাগত চিরনিশ্চিন্ত হইয়া সতত সুখে দিন যাপন করিয়া থাকেন।

যাহার হরিভজন হইবে কি না হইবে, ইষ্টদেবকে পাইব কি না পাইব বলিয়া ভয় আছে, তিনি শরণাগত নহেন। শরণাগত সর্ব্বক্ষণ ইষ্টদেবকে লইয়াই থাকেন। ইষ্টদেবকে ছাড়িয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। ইষ্টদেবই শরণাগতের প্রাণ। ইষ্টদেবকে পরিত্যাগ করিলেই শরণাগতের প্রাণ থাকে না। সুতরাং ইষ্টদেবকে পাওয়া না পাওয়ায় কোন প্রশ্নই শরণাগতের হৃদয়ে থাকিতে পারে না। যিনি শরণাগত, তিনিই ইষ্টদেবকে পাইয়াছেন। যিনি ইষ্টদেবকে পান নাই, তিনি শরণাগত নহেন। শরণাগতি ও ইষ্টপ্রাপ্তি যুগপৎ হয়। তবে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি পৃথক্ কথা। এইজন্যই শরণাগত নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক। অভয়কে লইয়া যেখানে অবস্থান, সেখানে ভয় থাকিবে কি কারণে? যিনি যাহার আশ্রিত, তিনি সতত তাঁহাকে লইয়াই থাকেন। সাধুগুরুর আশ্রিত যিনি, তিনি তাঁহাকে লইয়া থাকেন। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা পরস্পর পরস্পরের চিন্তা করেন। আশ্রিতবৎসল ইষ্টদেব তাঁহার আশ্রিতের চিন্তা করেন। এই জন্যই আশ্রিতের মঙ্গল না হইয়া পারে না। সুখময়, আনন্দময় ইষ্টদেব আশ্রিতের চিন্তা করেন বলিয়া আশ্রিত অনুক্ষণ সুখে ডুবিয়া থাকেন, ভয় বা অন্য চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। শরণাগত একথা জানেন,—

"কৃষ্ণ-ইচ্ছাধীন সব পটয় ঘটনা।
অতএব সুখ-দুঃখ অজ্ঞান অবিদ্যাকল্পনা॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥
জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা নষ্ট আর কেহ করিতে না পারে॥
যে তে মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥"

বাস্তবমঙ্গল লাভ করিতে হইলে প্রত্যেককেই সাধুগুরুর নিকট শরণাগত হইতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা মূর্ত্তিধারণ করিয়া এজগতে সাধুগুরুরূপে আসিয়াছেন। এই মঙ্গলময় অবতারগণের শরণাগত হইতেই হইবে। তাঁহাদের স্নেহকৃপার প্রকৃষ্টবন্ধনে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র প্রভু ও প্রীতির পাত্র বলিয়া পাইতেই হইবে, নতুবা মঙ্গল হইবে না। গায়ের জোরে শরণাগত হওয়া যাইবে না। প্রীতির পাত্রের নিকট সহজেই শরণাগতি আসে। যাহার যেখানে প্রীতি, সে তাঁহার নিকটই শরণাগত।

ইষ্টদেবের সকল ব্যবস্থা অবনত মস্তকে স্বীকার করাই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। তাঁহারা যখন যেখানে, যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। দুঃখের মধ্যে রাখিয়া যদি তাঁহারা সুখী হন, তবে তাহাই সানন্দে বরণীয়। সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই তাঁহাদের করুণা উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহাদের ইচ্ছার অবিরোধ সুখের অনুকূলে চলিতে হইবে। সকল ক্ষেত্রেই তাঁহাদের আদেশ, ইঙ্গিত ও ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিতে হইবে না। তাঁহাদের ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিলে তাঁহাদের আনন্দ হয় এবং সেই শরণাগত জনের সর্ব্বপালনের ভারটা তাঁহারা নিজেরাই সানন্দে গ্রহণ করেন। সেইজন্য শরণাগতের বড় ভরসা। শরণাগত নিজের সমস্ত ভারটা ইষ্টদেবের উপর সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। কিসে প্রভুর সুখ হয়, এদিকে সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; নিজের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে একেবারেই তাকাইতে হইবে না। সাধুগুরু আমার মঙ্গলবিধান করিবেনই করিবেন একথা সুদৃঢ়ভাবে হৃদয়ে জানিতে হইবে। আমার কাজ অনুক্ষণ তাঁহার সুখানুসন্ধানরত হইয়া আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সেবায় সমগ্র মনঃপ্রাণ দেওয়া। ইহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জানিতে হইবে এবং কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কৃপা পাইবই—একথা সর্ব্বক্ষণ জানিতে হইবে। কৃপা পাইব কি না পাইব, মঙ্গল হইবে, কি না হইবে—এইরূপ দুশ্চিন্তা ও সংশয় হৃদয়ে এক সেকেণ্ডের জন্যও স্থান দিতে হইবে না। হৃদয়ে দুশ্চিন্তা ও সংশয় স্থান পাইলে কেবল দুঃখ পাইতে হইবে ও বৃথা সময় নষ্ট হইবে। আপনার জনকে পর ভাবিলে, দয়াময়কে নিষ্ঠুর মনে করিলে তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা দেওয়া হইবে। বৃথা চিন্তায় সময় না কাটাইয়া আপনার জনকে আপনার ভাবিয়া, দয়াময়কে দয়াবিতরণরত ভাবিয়া, নিজের চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার ভাবনা ভাবিলে, তাঁহার সুখের চিন্তা করিলে হৃদয়ে আশার আলোক সঞ্চারিত হইয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী করিবে। শরণাগতের একটী মাত্র কাজ—সেটি ইষ্টদেবের হইয়া তাঁহার সুখবিধানে রত থাকা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর কোন কাজ নাই। তাঁহাদের আদেশ, ইঙ্গিত বা হৃদয়ে প্রেরণা না পাইলে কোন কাজই করিতে হইবে না। সকল কার্য্যের মধ্যেই তাঁহাদের ইঙ্গিত বুঝিতে হইবে, নতুবা সেবা হইবে না। সেব্যের বা প্রকৃত সেবকের ইঙ্গিত না পাইলে সেবা হয় না। নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া দিয়া ইষ্টদেবের কর্ত্তৃত্ব অনুক্ষণ উপলব্ধি করিতে হইবে। ইষ্টদেব-কর্ত্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত হইবার জন্য হৃদয়ের সহিত অনুক্ষণ প্রার্থনা জানাইতে হইবে। ইষ্টদেব আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলে তবে সেবা হইবে, নতুবা সেবা হইবে না। সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্যের বিষয় ইষ্টদেবের শুভেচ্ছা যাহাতে ব্যাহত বা প্রতিহত না হয়। ইষ্টদেবের ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইতে হইবে, নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা মত থাকিলে সর্ব্বনাশ হইবে। বাস্তব-মঙ্গল লাভ করিতে হইলে স্বতন্ত্রভাবে কিছু রাখিতে হইবে না। ইষ্টদেবের ভিতর দিয়াই সমস্ত কাজ হইবে। ইষ্টদেবের চক্ষু দিয়া দর্শন, কর্ণ দিয়া শ্রবণ প্রভৃতি সব করিতে হইবে। সমগ্র সত্তা ইষ্টদেবময় হইয়া গেলেই প্রকৃত মঙ্গল হইবে। গুরুদেবতাত্মা হইলে সেবা হইবে। শ্রীগুরুদেবই একমাত্র প্রীতির পাত্র। হৃদয়ের যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বরণ করিতে হইবে। তাঁহাকে বরণ করিতে পারিলে আর এজগতের কোন কিছুতেই ক্ষতি করিতে পারিবে না। কোন প্রকার কার্য্যে বা ব্যবহারে ইষ্টদেব যাহাতে বিন্দুমাত্রও ব্যথা না পান, সে বিষয়ে সতত সজাগ থাকিতে হইবে। তাঁহার সন্তোষকেই লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত সমস্ত কার্য্য ও ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না।

ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রকৃত শরণাগতির অভাব-হেতুই আমরা নানা প্রকার চিন্তার মধ্যে ডুবিয়া থাকি। কখনও আমরা নিজে মঙ্গললাভ করিতে পারি বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, আবার কখন পারি না বলিয়া দুঃখে অধীর হইয়া থাকি। আমরা প্রভুকে প্রভু বলিয়া, ইষ্টদেবকে ইষ্টদেব বলিয়া, প্রীতির পাত্রকে প্রীতির পাত্র বলিয়া, আপনার জনকে আপন করিয়া বরণ করিতেছি না; তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতেছি না বলিয়া আশার কোনও আলোক পাইতেছি না, হতাশা যাইতেছে না; তজ্জন্য দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইতেছি। শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত এই দুঃখ-কষ্টের হস্ত হইতে নিস্তারের আর উপায় নাই। অকিঞ্চন শরণাগতের নিজের বলিতে কিছু নাই, তাই তিনি নিশ্চিন্ত এবং সুখময় ইষ্টদেবকে হৃদয়দেবতারূপে বরণ করিয়াছেন বলিয়া সুখী।

গুরুদেবতাত্মা হইতেই হইবে

(শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি দাস ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ—গুরুদেবতাত্মা হইয়া অব্যভিচারিণী, নৈরন্তর্য্যময়ী, কেবলা, বিশুদ্ধা ভক্তির দ্বারা পরমতত্ত্ব-পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে। জীবাত্মা কখনও নিজের চেষ্টাদ্বারা গুরুদেবতাত্মা হইতে পারেন না। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের নিকট নিরন্তর সক্রন্দন প্রার্থনা করিয়াছেন ও করিতেছেন—একমাত্র তিনিই স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের অথবা গুরুদেবতাত্মা শ্রীবৈষ্ণবের কৃপাসঙ্গ-প্রভাবে গুরুদেবতাত্মা হইতে পারেন। ইহা ব্যতীত গুরুদেবতাত্মা হইবার অন্য কোন উপায় নাই। যাহারা গুরুদেবতাত্মা হইবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন অর্থাৎ প্রাকৃত শারীরিক, মানসিক, বাচিক ও আর্থিক যোগ্যতার দ্বারা গুরুদেবতাত্মা হইতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা পরিণামে খেদপ্রাপ্ত হইবেন।

মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক ধর্ম্মই প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি কেহ সৃষ্টিও করিতে পারেন না বা ধ্বংসও করিতে পারেন না। কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কেহ প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন না। মূলেই যিনি নাস্তিক নহেন—যিনি নিজ কর্ত্তৃত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস সাধুসঙ্গপ্রভাবে লাভ করিয়াছেন, তিনি যদি প্রেমভক্তিকামী হইয়া মহাপ্রেমিক শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার জন্য সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের নিকট নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে থাকেন, তবে পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি নিশ্চয়ই প্রেমময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাইবেন। প্রেমী শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছায় এই জগতে অবতরণ করেন, একমাত্র এইসকল প্রেমভক্তিকামী

বা কৃষ্ণপ্রীতিকাম অকিঞ্চন কাঙ্গালদের জন্যই—সাক্ষাদ্‌ভাবে অন্য কাহারও জন্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার ফলে যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়া ও শ্রীগুরুদেবের হৃদ্গত ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নিরন্তর ভজনসুখ অনুভব করিতেছেন। আর যিনি নিজের ঔপাধিক চেষ্টার দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার অভিনয় করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ সংশয়-সন্দেহ এবং নিরাশা-হতাশার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লেশ পাইতেছেন। যাঁহারা প্রাকৃত যোগ্যতার দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই শুদ্ধভক্তি-পথের পথিক হইতে পারেন নাই, পরন্তু মিথ্যা কল্পনা ও নাস্তিকতা-পথের যাত্রী হইয়াছেন। বর্ত্তমানকালেও যাঁহারা প্রাকৃত যোগ্যতার দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাও নিশ্চয়ই শুদ্ধভক্তিপথের সন্ধান পাইবেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শাসনগর্ভে জন্মলাভ করিয়া গুরুদেবতাত্মা হইবার সৌভাগ্য জীবের হইতে পারে, ইহা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিরন্তর সক্রন্দন প্রার্থনা করেন না, তিনি নাস্তিক; নাস্তিকের সহিত অপ্রাকৃত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব।

প্রেমভক্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণের করুণাশক্তি শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ে পাওয়া—তাঁহার হৃদ্গত ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হওয়া। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ে পাওয়ার নামই সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা। "যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্" —এই সর্ব্বগুহ্যতম—সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় উপদেশটী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্ত শ্রীউদ্ধবজীকে বলিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় একমাত্র প্রেমভক্তির জন্যই কাঙ্গালের, ভিখারীর, অকিঞ্চনের স্নেহময় শ্রীগুরুদেবের সহিত যে বিশ্রম্ভতম, ঘনিষ্ঠতম, প্রগাঢ়তম, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা প্রীতির সহজ-স্বাভাবিক সম্বন্ধ হয়, তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করিবার বা নষ্ট করিবার ক্ষমতা মহাপ্রলয়কারী মহাকালেরও নাই—অন্যের ত' দূরের কথা। শ্রীকৃষ্ণ যাহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন—সম্পূর্ণরূপে যাহার অধীন হইতে চাহেন—সেই প্রেমভক্তির কাঙ্গালকেই স্বপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসনগর্ভে জন্মলাভ করিবার, তাঁহার হৃদ্গতভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইবার ও তাঁহাকে হৃদয়ে পাইবার সৌভাগ্য প্রদান করেন।

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্বেচ্ছায় সর্ব্বক্ষণ উদিত হন, একমাত্র তাঁহারই শ্রীগুরুদেবের হৃদয়বিগলিত কৃষ্ণকথা প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রবণ হয়। যিনি শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ে প্রাপ্ত হন নাই, যিনি শ্রীগুরুদেবের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট হন নাই, যিনি শ্রীগুরুদেবের স্নিগ্ধ বা সহজ শিষ্য নহেন, তিনি শ্রীগুরুদেবের কথা মেধাদ্বারা শ্রবণের অভিনয় করিয়াও অপ্রাকৃত ভক্তিরস আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন।

সর্ব্বতোভাবে স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বশীভূত থাকিয়া ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হৃদ্গতভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তদনুগমনে ব্রজবিলাসী যুগলের নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানময় পরিচর্য্যাই যে সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা, ইহা যিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের অহৈতুকী স্বৈরীকৃপা-দৃষ্টির প্রভাবের সংস্পর্শ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহাকে জীবন করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই প্রকৃত-প্রস্তাবে ও বাস্তবভাবে জানেন—অন্য কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।

ব্রজবিলাসী-যুগলের লীলাস্রোতঃ নিত্যকাল —নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে—তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কেহ সৃষ্টি করেন নাই এবং কেহ ধ্বংসও করিতে পারেন না। প্রেমভক্তিপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বৈরী-কৃপোদ্ভাসিত সুনির্ম্মল হৃদয়েই সেই সর্ব্বগুহ্যতম, রহস্যতম লীলা—কৈবল্যের স্ফূর্ত্তি বা প্রাকট্য হইয়া থাকে। ব্রজবিলাসী-যুগলের এই স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক লীলাবিলাসের সন্ধান নিজের চেষ্টায় কেহ কখনও পাইবেন না এবং স্নেহ বা আপনজ্ঞান ব্যতীত কোন-প্রকার কৌশলদ্বারা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আদায় করিতেও পারিবেন না। প্রেমভক্ত্যাবিষ্ট ভক্তের কৃপাসঙ্গফলে যিনি ব্রজবিলাসী যুগলের সহিত প্রগাঢ়তম স্নেহ-মমতার সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া তাঁহাদের সুখানুসন্ধানময় পরিচর্য্যায় অধিকার পাইবার জন্য নিত্যকাল নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্রন্দন করিতে অভিরুচিবিশিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং আনুষঙ্গিকভাবে সর্ব্বপ্রকার ইতর-কামনায় অরুচিবিশিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রেমভক্তিপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বা গুরুগৃহে জন্মলাভ করিয়া ব্রজবিলাসীযুগলের নিগূঢ়তম পরিচর্য্যায় কোনদিন অধিকার প্রাপ্ত হইবেনই —অন্যে নহে।

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:•:)::——

জনপ্রিয়তা খারাপ জিনিষ। বেশী লোকসংঘট্ট ভাল নহে। গৌরভজন ও লোকরঞ্জন একসঙ্গে হয় না। লোকপ্রিয়তা হৃদয়ে স্থান পাইলে কৃষ্ণসুখানুসন্ধানস্পৃহা কমিয়া যাইবে। জগতের শতকরা প্রায় শতজনই লোকপ্রিয় হইতে চাহেন। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রিয় হইতে চায় খুব কম লোকই। স্বসুখবাসনাই জীবের প্রবল; বাস্তবসত্যানুসন্ধানের পিপাসা খুব কম। এরূপ হরিবিমুখ জগতে থাকিয়া নিজাস্তিত্ব সংরক্ষণ করা অর্থাৎ লোকপ্রিয়তার জন্য ব্যস্ত না হইয়া সাধুগুরুর সঙ্গের জন্য লুব্ধ থাকা বাস্তবিকই কঠিন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জগতের লোক লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধিৎসু, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া জাহির করিতেছেন, তাঁহারা মানুষকে না চটাইয়া সকলের মন রক্ষা করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। তাই সত্যের প্রচার হইতেছে না। সত্যকথা শুনিলে জনপ্রিয়তার পরিচর্য্যা করা যায় না।

সত্যকথা বলিলে লোক চটিয়া যাইবে। এই ভয়ে সত্যকথা বলা বন্ধ করা উচিত নহে। তাহা হইলে অভীষ্টদেবের কৃপা পাওয়া যাইবে না। ইন্দ্রিয়তর্পণের পিপাসা থাকিলে—লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা, সুনাম, তোষামোদ প্রভৃতি পাইবার অভিলাষ থাকিলে খাঁটি সত্যকথা বলা সম্ভবপর নহে। জগতে সত্যের গ্রাহক খুব কম। সুতরাং নিরপেক্ষ সত্যকথা বলিতে গেলে লোক চটিয়া যাবে, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা, সুনাম প্রভৃতি পাওয়া যাইবে না, এই ভয়ে অন্যাভিলাষী ব্যক্তি নিখুঁৎ সত্যকথা কীর্ত্তন করিতে পারে না। তখন তোষামোদ করিবার প্রবৃত্তি আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। তখনই লোকপ্রিয়তারূপ মহাব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে।

তোষামোদ—অভক্তি। যেখানে তোষামোদ, সেখানে অমর্য্যাদাপ্রায়—ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা আছে। তোষামোদ বাহিরের জিনিষ। আনুগত্যে আন্তরিকতা আছে। এজগতের কেহ কাহাকেও প্রকৃতপক্ষে ভালবাসে না। যেখানে প্রকৃত ভালবাসা, অমায়িক ভালবাসা, সেখানে সত্যবাদিতা আছেই। পুত্রবৎসলা জননী সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাহাকে শাসন স্নেহ দুই-ই করিয়া থাকেন। সন্তানের দোষ দেখিলে তাহাকে শাসন করেন, প্রহার করেন, যাহাতে সে ঐ প্রকার দোষ আর না করে। সেইরূপ প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যিনি, তিনিও সত্যকথা বলিতে বিরত হন না। কারণ; বাস্তবসত্য হরিকথাকীর্ত্তন করিলে ইষ্টদেবের সুখ ও তজ্জন্য নিজের, অপর শ্রোতারও মঙ্গল। তোষামোদকারিগণের অন্তরে জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কিন্তু ভক্তের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা নাই। তাই তাঁহারা কাহারও মন রাখিয়া কথা বলেন না, প্রভুর কথা ঠিক ঠিকভাবে বলিয়া থাকেন। তাঁহারা সত্যের অপলাপ করেন না। তাঁহারা গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য কথা বলিয়া থাকেন। জগতের লোক যাহাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান করাই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। গুরুগৌরাঙ্গের সুখবিধান করাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া তাঁহারা সত্য হইতে একটুও বিচলিত হন না, ইহাই তাঁহাদের সত্তা। সত্যপ্রচারে তাঁহারা দৃঢ় ও নির্ভীক। এই সত্যের উপাসক বা প্রচারকগণই জীবের একমাত্র বান্ধব।

ভক্ত নিরন্তর ভগবৎসেবাপর। সেবা-ব্যতীত অন্য কোন কিছুর লেশমাত্রও তাঁহার হৃদয়ে নাই। তিনি ভগবচ্চরণে আকৃষ্ট—অনুরাগী। তিনি জানেন, জগতের সমস্ত জিনিষই শ্রীভগবানের। তিনি নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া জানেন। তিনি কোন অবস্থাতেই সেবা ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সেবাই তাঁহার সত্তা, সেবাই তাঁহার জীবন। শ্রীভগবানের যাহাতে সুখ হয়, ভক্ত তাহাই করেন। তিনি নিত্য কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে দিন কাটান।

মূল বিধি ও নিষেধ কি?

নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃত মূল বিধি তাই।
শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃত যাহে নিষেধ মূল তাই॥

অন্য দেবপূজকের গতি কি?

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটী দেব ভজে।
সেহ দেব তাহারে সংসারে কেন ব্যাজে॥
মুক্তি নাই বলে এক বেদের ব্যাখ্যান।
সুদীক্ষণ-মরণ তাহার পরমাণ॥

হরি-হর একাত্মা কিরূপ?

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ তাহা জানিবে নিশ্চয়।
শিবাদি দেবতা তাঁর অংশরূপ হয়॥
এরূপ জানিলে শিব-বিষ্ণুতে অভেদ।
জানিবে স্বরূপবুদ্ধি গায় সর্ব্ব-বেদে॥

কলিতে লোক কেমন হইবে?

হইবে স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিবে গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥
মিথ্যাসুখে রয় সবে নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
না জানে পশ্চাৎ কৈছে হবে কল্যাণ।

দুর্গতি ঘুচে কিসে?

—অনুক্ষে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সর্ব্বস্ব দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য নয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

-- ::(*):: --

ম্যালেরিয়ার নূতন প্রতিষেধক

ব্রহ্ম ও আসামের অস্বাস্থ্যকর এলাকায় বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা আগে ম্যালেরিয়ায় যে-সকল ভুগিতেছিল, এখন সেই অবস্থার প্রচুর উন্নতি হইয়াছে বলিয়া ভারতীয় বাহিনীর একজন পর্য্যবেক্ষক জানাইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসর মার্চ্চ মাসে ১৪শ বাহিনীর সৈন্যদের মধ্যে হাজারে ২৫জন মাত্র ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছে; গত বৎসর ঐ সময়ে ভুগিয়াছিল হাজারে ১২৫ জনেরও বেশী।

ম্যালেরিয়ার ভাল ভাল ঔষধ আবিষ্কারই এই উন্নতির প্রধান কারণ। তাহা ছাড়া সৈন্যরা এখন মধ্য-ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং সেই এলাকাটি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর।

ব্রহ্ম-যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানীদের হাতে অনেক সুবিধা ছিল। কুইনাইন উৎপাদনের বিস্তৃত এলাকা তাহাদের দখলে ছিল। কীট-নাশক ঔষধের উপাদান "পাইরেথাম" উৎপাদনে তখন জাপানের সমকক্ষ কেহ ছিল না। আরো একটি কীট-নাশক ঔষধ "সিনট্রোনেলা তেল" উৎপাদনের বৃহৎ অঞ্চলও জাপানের দখলে ছিল।

মিত্রপক্ষের বৈজ্ঞানিকেরা অল্প দিনের মধ্যেই "ডি, ডি, টি", "আটাব্রিন", "মেপাক্রিন" ও "স্কাট" প্রভৃতি মূল্যবান ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করিলেন। "পাইরেথাম" অপেক্ষা "ডি, ডি, টি" শতগুণ বেশী শক্তিশালী। গত বৎসর বর্ষাকালে "মেপাক্রিন" ব্যবহারের ফলে মিত্র সৈন্যদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ খুব কমিয়া যায়। দেড় মাসের মধ্যেই রোগীর সংখ্যা সপ্তাহে ৬০০ হইতে ৫০ জনে নামিয়া আসে।

অব্যবহৃত জঞ্জালের নূতন ব্যবহার

সম্প্রতি মার্কিণ সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রগুলিতে বিশেষ জোর দিয়া বলা হইতেছে যে, ভুট্টা প্রভৃতির খড়, শণ এবং অন্যান্য আঁশ জাতীয় বস্তু হইতে নূতন রকমের জিনিষ তৈয়ার করা যায়। ইহা ধাতুর পরিবর্ত্তে বহু কাজে ব্যবহৃত হয়। কৃষি-ক্ষেত্রের সব রকম জঞ্জাল হইতেই লিগ্নিন তৈয়ার করা যায়। পূর্ব্বে খড় ইত্যাদি ফেলিয়া দেওয়া হইত। এখন ঐগুলি হইতে নানারকম গন্ধ-দ্রব্য, আটান জিনিষ, সার প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। জেনারের শাঁষ, মটরের খোসা প্রভৃতি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। গরু ঘোড়ার পায়ের খুর এবং মুরগীর পালক হইতে পেয়ালা, সিগারেটের ছাই রাখার আধার, পেন্সিল প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে। শস্য, তুলা, দুধ, আখ, ওটস, মটর ও সয়াবিন নূতন নূতন কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। শস্য হইতে বিস্ফোরক কাগজ, গন্ধ দ্রব্য, সুরাসার, রং প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। ওটস্ বা জই হইতে জ্বালানি তৈল, সেলুলয়েড, গৃহ নির্ম্মাণের বোর্ড, ঔষধ, রং, ভার্ণিস, বিদ্যুৎচলাচল রোধক বস্তু এবং শোষক প্রস্তুত হয়। দুধ হইতে শিরিশ, কাগজ, কাপড়ের কোটিং রং, প্লাষ্টিক, বোতাম ও ছাতার হাতল এবং সয়াবিন হইতে রং, এনামেল, ভার্ণিস, শিরিস, ছাপার কালী, গৃহতলের আচ্ছাদন ও প্লাষ্টিক তৈয়ার হয়।

দিল্লীতে কেরাণীদের উপনিবেশ

লোদী রোডের দক্ষিণে এবং আলিগঞ্জ গ্রামের নিকটে দিল্লীর নূতন উপনিবেশ ভারতবর্ষের গৃহ নির্ম্মাণের ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। এই উপনিবেশে প্রতিদিন ১০টি করিয়া অথবা প্রতি ৪৮ মিনিটে একটি করিয়া ফ্ল্যাট নির্ম্মিত হইয়াছে। ২,৪৭৮ জন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর (ইহাদের অধিকাংশই কেরাণী) বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই উপনিবেশটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উপনিবেশটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে। ইহার মধ্যে একটি চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যমঙ্গল এবং প্রসূতি-কেন্দ্র, দোকান, বোবার ঘাট এবং টোঙ্গা দাঁড়াইবার জায়গা থাকিবে। এই উপনিবেশের পরিকল্পনাতে একটি সিনেমা, লাইব্রেরী, পার্ক এবং খেলার মাঠের ব্যবস্থাও আছে।

এই উপনিবেশটি ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। বড়লাটের প্রাসাদ, কাউন্সিল গৃহ অথবা ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট নির্ম্মাণ করিতে ইহা অপেক্ষা কম অর্থ ব্যয় হইয়াছে। সেণ্ট্রাল পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট এই উপনিবেশ নির্ম্মাণে আপনাদের অতীত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন

কেরোসিন রেশনিং

বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে "বঙ্গীয় কেরোসিন রেশনিং প্রারম্ভিক তদন্ত আদেশ জারী করিয়াছেন। উহা কলিকাতা শহর ও পার্শ্ববর্ত্তী মিউনিসি-প্যালিটিতে প্রযোজ্য হইবে। আদেশে বলা হইয়াছে যে, তদন্তকারী কোন অফিসার কেরোসিনের ব্যবহার সম্পর্কে কাহারও নিকট কিছু জানিতে চাহিলে তাহাকে তাহা জানাইতে হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী মণীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১৭ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ . ৩১শে বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ ; ১৪ই মে ইং ১৯৪০, সোমবার ৫০৫১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মধুসূদন সর্ব্ব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ, ৪৫৯

দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা

——::*::(*)::*::——

দৃঢ়তা ও শিথিলতা দুইটী বিপরীত বৃত্তি। শৈথিল্য থাকিলে কোনদিনই আদর ও নিষ্ঠার সহিত ভজন হইতে পারে না। জন্মজন্মান্তরের অপরাধ থাকিলে সাধুগুরুর শত শত উপদেশ শ্রবণ করিয়াও, শত শত সাধনাভিনয়দ্বারাও শৈথিল্য-রূপ অনর্থ বিদূরিত হইয়া হরিভজনে দৃঢ়তা আসে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"আজকার মত এই প্রতিকূল-বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টি ভজনবাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন। সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত শ্রীহরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্বমহাজনগণের ভজনপন্থা। সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণাশ্রয় করিব, কখনই ছাড়িব না। এইপ্রকার ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা ভক্তিসাধকের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

দৃঢ়তা না থাকিলে কোনদিন ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। শৈথিল্য শুভকার্য্যে কাল হরণ করিতে চাহে, আর দৃঢ়তা অশুভ-কার্য্যে অর্থাৎ ভজন-প্রতিকূলকার্য্যে কাল-বিলম্ব করিয়া ভজনানুকূল কার্য্যকে তৎক্ষণাৎ বরণ করে। অনেক সময় আমরা মনে করি—আর দুঃসঙ্গ করিব না, বৃথা সময় কাটাইব না, পরমুখাপেক্ষী [illegible] না, অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইব না, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার দ্বারা লুব্ধ হইব না, কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হইব না, অপতিতভাবে নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিব, একমুহূর্ত্তও ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্ম-বিচ্যুত হইব না; কিন্তু যখন ঐ সকল অনুশীলন করিবার শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়, তখন শৈথিল্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা পালন করিতে পারা যায় না।

অন্যাভিলাষীর হৃদয়ে দৃঢ়তা উপস্থিত হয় না। অভীষ্টদেবের সুখকামনা ব্যতীত অন্য কামনা হৃদয়ে স্থান পাইলে, সে হৃদয়ে দৃঢ়তা থাকিতে পারে না। যে হৃদয়ে ঐকান্তিকতা নাই, সে হৃদয়ে দৃঢ়তা স্থান পায় না। জীবনে-মরণে, শয়নে-স্বপনে গুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মই যাঁহার একমাত্র আশা-ভরসা, আশ্রয়, সহায়-সম্বল, সমগ্র জীবনীশক্তি দিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখবিধান করাই যাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা, তিনিই দৃঢ়তা লাভ করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সাধক একটু দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধককে কোটিগুণ সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অচলা নিষ্ঠা প্রদান করেন। দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন জয় করা যায়। হৃদয়দৌর্ব্বল্যের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া শ্রীবলদেবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীনামের আশ্রয়-গ্রহণ করিলে দৃঢ়তা ও শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতির আবির্ভাব হয়।

প্রীতিতেই দৃঢ়তা হয়। যাহার যাহাতে প্রীতি, তাহার তাহাতে দৃঢ়তার অভাব হয় না। সাধুগুরুতে যাঁহার প্রীতি আছে, তাঁহার সাধুগুরুসম্বন্ধে কোন প্রকার দৃঢ়তার অভাব হইতে পারে না। সাধুগুরুকে যিনি ভালবাসেন, তিনি তাঁহাদের সুখবিধানে কোনপ্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। সাধুগুরু-সম্বন্ধে দৃঢ়তা তাঁহার স্বাভাবিক। কেবল অন্ধ অনুকরণদ্বারা দৃঢ়তা লাভ করা যায় না। যাহার হৃদয়ে প্রীতির আভাসও উদিত না হইয়াছে, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও দৃঢ়তা স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয় না। প্রীতিই দৃঢ়তার জননী। অপ্রাকৃততত্ত্বে প্রীতিহীন দৃঢ়তা আসুরিক বৃত্তিবিশেষ। যাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে, তাঁহার হৃদয় শুষ্ক নহে, কঠিন নহে। প্রীতিতে হৃদয় সহজ, সরল, সরস হয়। প্রীতিমানের হৃদয় দৈন্যে বিভূষিত।

আলস্য ও ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শোকাদিদ্বারা চিত্তবিভ্রম, কুতর্কের দ্বারা শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী-শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি, ধন, বিদ্যা, জন, রূপ ও বলের অভিমানে দৈন্যস্বভাব অস্বীকার, অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা উপদেশের দ্বারা প্রচালিত হওয়া, কু-সংস্কার-শোধনে অযত্ন, ক্রোধ-মোহ-মাৎসর্য্য-অসহিষ্ণুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতিষ্ঠাশা ও শাঠ্যের দ্বারা কৃষ্ণ-বৈষ্ণবাদি-মান, কনক, কামিনী ও ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে অন্য জীবের প্রতি অত্যাচার—এইপ্রকার কার্য্যসকল হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে উদিত হয়। এই হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিতে হইলে দৃঢ়তা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি কেবল মুখে কৃপা-প্রার্থনা করে, অথচ দৃঢ়তার সহিত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা বরণ করে না, সে কখনও হৃদয়দৌর্ব্বল্যের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারে না। অন্যাভি-লাষী ব্যক্তি দৃঢ়তাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় করে। কারণ, হৃদয়ে দৃঢ়তার আভাস আসিলেই অন্যাভিলাষসমূহ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহার দৃঢ়তা নাই, সে কখনও আচার করিয়া প্রচার করিতে পারে না। প্রতিকূল-বিষয়ত্যাগে শৈথিল্য বা কালবিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে তাহা কোনদিন পরিত্যাগ করা যায় না। একঘণ্টা পরে হরিভজন করিব, এখন একটু দেহমনের সুখবিধান করি, এরূপ চিন্তাও থাকিলে হরিভজন করা যায় না। এই মুহূর্ত্তেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করিব, এক-মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিব না—এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে হরিভজন হয়।

হরিভজনে দৃঢ়তা স্বরূপশক্তির বৃত্তি-বিশেষ। একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় নিরপরাধচিত্তে সেই বৃত্তি প্রকাশিত হয়। নিরপরাধে সাধুসঙ্গ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা আসে। সাধুগুরুর অপতিত আদর্শের অনুসরণ করিতে করিতে কৃপালাভ-বিষয়ে দৃঢ়তা হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে না থাকিলে নিষ্কপটে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ও হরিভজনে দৃঢ়তা লাভ হয় না।

শাস্ত্রে এরূপ দৃঢ়তার আদর্শের অভাব নাই। বহু, অসংখ্য, অথচ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ আপদ-বিপদের মধ্যে [illegible] সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান

...ষ্ঠার অভাব নাই। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বিধর্ম্মিগণের দ্বারা কতভাবে নির্য্যাতিত, কলঙ্কিত, লাঞ্ছিত, উপহৃত ও বাইশবাজারে প্রহৃত হইবার সীমা পর্য্যন্ত করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে দৃঢ়তা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি' হরিনাম॥"

শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণুবিদ্বেষী পিতা হিরণ্যকশিপুদ্বারা শত শতভাবে উৎপীড়িত হইয়াও শুদ্ধভক্তির প্রতি দৃঢ়তা পরিত্যাগ করেন নাই—ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবকে এক সেকেণ্ডের জন্যও ভুলেন নাই।

হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে বুকে খুব বল চাই। হৃদয়ে বল ও দৃঢ়তা না থাকিলে হরিভজনে উন্নতি লাভ করা যায় না। খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে বলদেবের কৃপাবল পাওয়া যায় না, দুর্ব্বলতা যায় না। আমি সত্য সত্য মঙ্গল চাই কিনা তাহা অনেক পরীক্ষা করিবেন, অনেক বিপদ-আপদের মধ্যে ফেলিয়া যাচাই করিয়া দেখিবেন, অনেক প্রলোভন দেখাইবেন; তাহাতেও যদি আমি কৃপালাভের আশায়—মঙ্গলের প্রতীক্ষায় জীবন পণ করিয়া সুদৃঢ়ভাবে অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারি, তবে একদিন না একদিন কৃপালাভ হইবেই। যতই বাধা-বিপত্তি আসে আসুক, যতই পরীক্ষা আসে আসুক, আমি কিছুতেই এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইষ্টদেবকে ছাড়িতে পারিব না; একমাত্র তাঁহারই স্নেহকৃপা ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রিত হইব না, স্নেহপ্রার্থী হইব না; এই জন্মেই তাঁহার কৃপালাভ করিতে হইবে—এরূপ দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্য থাকিলে ভজনে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যায়। অভীষ্টলাভ-বিষয়ে খুব দৃঢ় হইতেই হইবে। প্রভুর কৃপালাভ করিতেই হইবে, এবিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। কৃপাময়, স্নেহময় ইষ্টদেব মাদৃশ দীন, হীন, পতিত পামরকে কৃপা করিবেনই তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না বা বাধা দিয়া কিছু করিতে পারিবে না—এইরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। "শ্রীমুকুন্দপ্রিয় মন, গুরুদেবে জান মন, তোমা লাগি' পতিতপাবন"—এই বাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কৃপালাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সেই প্রতিজ্ঞা বজ্রের অপেক্ষাও কঠিন—হিমালয় অপেক্ষাও অচল অটল—সমুদ্র অপেক্ষাও গভীর হওয়া চাই, তবেই ইষ্টদেবের কৃপা লাভ হইবে। একমাত্র ইষ্টদেবকেই চাহিতে হইবে, তাঁহাকে না হইলে একমুহূর্ত্তও চলিবে না। ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মই প্রাণ, জীবন, ভজন-সম্পদ, জপ, তপ, বেদধর্ম্ম ও সম্পদ্ হইবে; আর কাহাকেও আশ্রয় করিতে হইবে না বা চাহিতে হইবে না। আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। আমি ত' তোমার, "তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে" সুতরাং আর কাহারও প্রয়োজন নাই।

হরিভজনের মূলে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাস। 'কৃষ্ণ নিশ্চয় কৃপা করিবেন'—এই বাক্যের প্রতি নির্ভরতার নামই শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাবানই হরিভক্তির অধিকারী। যিনি শ্রদ্ধাবান্, তিনি দৃঢ় করিয়া জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। যেখানে কৃপাপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা নাই, সেখানে কি করিয়া সেবা হইবে? যেখানে কৃপা পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ, সেখানে সেবা সম্ভব নহে। সেবকের প্রয়োজন—স্নেহ-কৃপা। সুতরাং এই প্রয়োজনপ্রাপ্তিতে যদি অবিশ্বাস হয়, অর্থাৎ পাওয়া যাইতেও পারে, না-ও পারে বলিয়া যেখানে সন্দেহ, সেখানে সেবায় উৎসাহের পরিবর্ত্তে শিথিলতা আসা খুবই সম্ভব। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যাহার কৃপাপ্রাপ্তিতে সংশয় আছে, তাহার হৃদয়ে দৃঢ়তা নাই। আর যাহার হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে, তাঁহার সংশয় নাই, শৈথিল্য নাই, ভয় নাই, হতাশা নাই; তাঁহার হৃদয় ইষ্টলাভের, অভীষ্ট-সিদ্ধির আশার আলোকে আলোকিত, উৎসাহে উৎসাহান্বিত। তিনি 'নিশ্চয়ই পাইব'—এই আশায় সতত আশান্বিত। এই জন্য কেহ তাঁহাকে ইষ্টদেবের সেবাভিলাষের পথ হইতে একমুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। তিনি সতত ব্যাকুল-হৃদয়ে প্রভুর কৃপার জন্য সতত সঙ্গোপনে ক্রন্দন করিয়া থাকেন।

যখন অভীষ্টদেবের প্রতি নির্ভরতা আসে, তখনই এজগতের প্রতি নির্ভরতা কমিয়া যায়। যতই কৃপাময়ের কৃপাময়ত্ব উপলব্ধি হয়, ততই নিজের কৃপাবঞ্চিত দুর্ভাগ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগ্রত হইতে থাকে। এই দুইটী যুগপৎ হইলে জীব মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে পারে। যখন ধনের ও ধনীর সন্ধান পায় ও নিজের দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা হৃদয়কে ব্যথিত করে, তখনই তাহার দারিদ্র্যমোচনের জন্য ধনীর শরণাগত হইবার একটা প্রবল চেষ্টা হয়। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্যাকুলে যিনি সুদৃঢ়নিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন, তিনিই ভজনে অগ্রসর হইতে পারেন। উপলব্ধির সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহকৃপার আকর্ষণে যিনি পড়িয়াছেন, তাঁহাকেই একমাত্র হৃদয়দেবতা, প্রীতির পাত্র বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য যিনি পাইয়াছেন, তাঁহাকে একমাত্র প্রীতির ভিখারী বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিতে যিনি পারিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকার ও সেবালাভের যোগ্য। তিনি কৃপা পাইবেন। লক্ষ্য স্থির যাঁহার হইয়াছে, বিষয়বিগ্রহসমাশ্লিষ্ট আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যিনি একমাত্র নিজজন বলিয়া পাইয়াছেন, তিনিই ঐকান্তিক বা দৃঢ়। একান্ত না হইলে এই বস্তু পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন; সুতরাং তাঁহারই দ্বারস্থ হইতে হইবে—ইহাই একায়নপন্থা বা দৃঢ়তা। যিনি দৃঢ়তা লাভ করিয়াছেন, ঐকান্তিক হইয়াছেন, তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। তিনি শ্রীগুরুদেবকে বাদ দিয়া আর কাহারও শরণাগত বা কৃপাভিখারী নহেন। তিনি নিজের ভরণ-পোষণের জন্য কোন চিন্তা করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ ইষ্টদেব-কর্ত্তৃক পরিচালিত, ইষ্টদেব তাঁহাকে সাক্ষাৎ আদেশ, উপদেশ, ইঙ্গিত ও প্রেরণাদ্বারা অনুক্ষণ পরিচালিত করেন। তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা একমাত্র ইষ্টদেবকে লইয়া। ইষ্টদেবই তাঁহার গতি, ইষ্টদেবই তাঁহার প্রাণ, জীবন, ভূষণ বলিয়া তিনি কোন কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের করুণা লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাই তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ হয় না, হতাশা হৃদয়ে স্থান পায় না।

ইষ্টদেব নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—এই সুদৃঢ়বিশ্বাসের সহিত নিষ্কপটচিত্তে সর্ব্বক্ষণ সুখানুসন্ধানময়ী সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিলে কৃপা পাওয়া যায়। প্রীতিতেই দৃঢ়তা হয় প্রীতিতে দাবী হয়। আমাকে কৃপা করিবেন না কেন, কৃপা করিতেই হইবে-প্রীতিতেই এইপ্রকার দাবী হয়। সাধুসঙ্গে আপনত্বজ্ঞান থাকিলে সহজভাবে দৃঢ়তা হৃদয়ে স্থান লাভ করে। যে কৃষ্ণকে চায়, সেই সরল। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য চেষ্টা যাহার নাই, তিনি সরল। সরল ঐকান্তিক ও দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে। আশ্রয়হীনের বা অশরণাগতের দৃঢ়তা নাই। যেখানে দৃঢ়তা বা আশা-ভরসা, সেখানেই সাধনাগ্রহ। ভক্তমাত্রেরই অসৎসঙ্গত্যাগে ও সৎসঙ্গগ্রহণে দৃঢ়তা ও ইষ্টদেবের কৃপা-প্রাপ্তিতে সুদৃঢ় আশা থাকিবে। সুদৃঢ়-আশাই ভক্তের জীবনস্বরূপ। আশা যেখানে নাই, সেখানে প্রাপ্তি অসম্ভব। বস্তুপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই পাইবার আশা যেখানে সম্প্রকাশিত হয়, সেখানেই প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। যেখানে ঐকান্তিকতা বা দৃঢ়তা নাই, সেখানে ভগবৎপ্রীতি কি করিয়া হইবে?

এই জন্মেই সদ্গুরুর কৃপালাভ করিতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না—এইরূপ দৃঢ়তা সকলেরই প্রয়োজন। আমি চাই শত জন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁহাকে চাইই। কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নাই, গতি নাই—এরূপ আকুলতা ও দৃঢ়তা দরকার। তাঁহাকে পাওয়াই আমার সত্তা, আমার স্বভাব; আর আমার অন্য পন্থা নাই। তিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্ট যতই দিন, অথবা নাইই দিন তথাপি তিনি ছাড়া আর আমার গতি নাই—এরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে ভক্তিপথে উন্নতিলাভের আশা করা যায় না। আমার যোগ্যতা কিছুই নাই, তবু তিনি আত্মসাৎ করুন—এই প্রার্থনা অকপটে অনুক্ষণ না হইলে হইবে না।

অতি অপকৃষ্ট আমি   পরম দয়ালু তুমি
  তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়,   তব দয়া তত তায়,
  তাতে আমি সুপাত্র দয়ার॥
পতিতপাবন তুমি,   পতিত অধম আমি,
  তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু,   তোমার শরণ লৈনু,
  আমি দাস, তুমি মোর পতি॥
যোগ্যতা-বিচারে   কিছু নাই পাই,
  তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে   কাঁদিয়া কাঁদিয়া
  প্রাণ না রাখিব আর॥

হৃদয়ের সহিত এই কথা না বলিলে ইষ্টদেবের হৃদয় গলিবে না। এই সমস্ত কথা যদি আগুনের রেখার মত, পাথরের দাগের মত হৃদয়ে জ্বলন্তভাবে—দৃঢ়ভাবে দাগ কাটিয়া বসে, তাহা হইলেই প্রকৃত মঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুবর্গ যে পথে চলিয়াছেন, সেইপথে তাঁহাদের কৃপার কাঙ্গাল হইয়া চলিবার মত দৃঢ়তা, অকিঞ্চনতা, সঙ্গের জন্য লৌল্য যদি হৃদয়ে জাগে, তাহা হইলেই বাস্তব মঙ্গল হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীবজ্রাঙ্গজীর অবতার শ্রীমুরারিগুপ্তের ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে ঐকান্তিক দৃঢ়তার বিষয় বর্ণিত আছে,—

"মুরারিগুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তার ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
পরমমধুর গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, সর্ব্বরসময়॥
সকলসদ্গুণবৃন্দ-রত্নরত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিকশেখর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলারস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এই মত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
আমারে কহেন,—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্ত্র॥
এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগচিন্তায় হইল বিকলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ॥

দারিদ্র্য অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও তারে কৃষ্ণধাম॥

এইমত সকল রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
সাধু সাধু গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভুপায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ পদ ছাড়ান না যায়॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণকমল॥"

ভক্তির অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জনে কিরূপ দৃঢ়তা থাকা প্রয়োজন, তাহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শরণাগতি'র গীতির মধ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"তুয়াভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা তাজিব নিশ্চয়॥
ভক্তি অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য তুলসী ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
করদ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষিজনে ক্রোধ দেখাইব॥
তুয়া-ভক্তিপ্রতিকূল ধর্ম্ম-যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া-ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধিজন মুখ না হেরিব॥
ভক্তিপ্রতিকূলস্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয়কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ মানি॥
ভক্তির বাধককালে না করি আদর।
ভক্তিবহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্তপ্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা এ নিশ্চয় বাণী॥
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয় শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে॥

জাতি, প্রাণ, ধন, যশ, সকলি আমার।
কর হউ সকলে করুন্ তিরস্কার॥
ব্যাধিজীর্ণ কলেবর পাউক দুর্গতি।
নবদ্বীপ তথাপি ত্যজিতে নহু মতি॥
ওহে ভাই সকল সাধন পরিহরি'।
গৌরচন্দ্রপ্রিয় কর চিত্ত দৃঢ় করি'॥
বসঃ আ.এ নবদ্বীপে খপর ধরিয়া।
খপচ পল্লীতে প্রমি ভিক্ষার লাগিয়া॥
তথাপি সুকৃতিনক দুর্লভ শরীর।
অন্যত্র লইতে ইচ্ছা নাহি করি স্থির॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'য় লিখিয়াছেন,—

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষিজনে
'লোভ' সাধুসঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥"

* * *

"ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ।
জগত-ব্যাপক হরি, অজ-ভব আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥
লীলারস কথা গান, যুগলকিশোর-ধ্যান,
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তমদাসে॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,—

"পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ করতলে
স্বয়ং দুর্লভাঃ।
স্বয়ঞ্চ যদি সেবকী ভবিতুমাগতাঃ
স্যুঃ সুরাঃ।
কিমন্যদিদমেব বা যদি চতুর্ভুজং স্যাদ্বপু-
স্তথাপি মম নো মনাক্ চলতি
গৌরচন্দ্রান্মনঃ॥"
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

অণিমাদি অতি দুর্লভ সিদ্ধিসকল যদি স্বয়ং আসিয়া হস্তামলক হয়, যদি সমস্ত দেবতাগণ দাসত্ব করিবার জন্য স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হন, অধিক কি, যদি বা আমার এই দেহই চতুর্ভুজ হয়, তথাপি আমার চিত্ত শ্রীগৌরচন্দ্র হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইবে না।

"নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্‌ব্রজামি ন ভজামি ন চাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যং
শ্রীরাধিকারুচি-বিনোদবনং বিনাহম্॥"
(শ্রীনবদ্বীপশতকম্)

আমি অন্য বাক্য বলিব না, অন্য কথা শ্রবণ করিব না, অন্য বিষয় চিন্তা করিব না, অন্য কোথায়ও গমন করিব না, অন্য দেবতার ভজন করিব না বা অন্য কাহাকেও আশ্রয় করিব না। জাগ্রদবস্থায়, এমন কি, স্বপ্নেও আমি শ্রীরাধাকান্তিবিনোদকানন ব্যতীত অন্য কিছু অবলম্বন করিব না।

প্রাচীন মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

"দেবকীতনয়সেবকাঃ বয়ন্
যো ভবানি স ভবানি কিং ততঃ।
উৎপথে ব্রজতু সৎপথেঽপি বা
মানসং ব্রজতু দৈবদেশিতম্॥"

আমি দেবকীনন্দনের দাস হওয়ায় যে হই, সে হই না কেন, আমার মন দৈবপ্রেরিত হইয়া কখনও বিপথে যাউক বা সৎপথেই গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? আমি তাঁহার নিত্যদাস, এই দৃঢ়তাই আমার রক্ষক।

"মুগ্ধং মাং নিগদন্তু নীতিনিপুণা
ভ্রান্তং মুহুর্বৈদিকা
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ধিয়ং
মুক্তাদরাঃ সোদরাঃ।
উন্মত্তং ধনিনো বিবেকচতুরাঃ
কামং মহাদাম্ভিকং
মোক্তুং ন ক্ষমতে মনাগপি
মনো গোবিন্দপাদস্পৃহাম্॥"

বেদপরায়ণ নীতিগণ, শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে মূঢ় বলেন বলুন, আমাকে পুনঃ পুনঃ ভ্রান্ত বলেন বলুন, সহোদর ভ্রাতৃগণ আমার প্রতি স্নেহপরিত্যাগ করিয়া জড়বুদ্ধি বলেন বলুন, ধনিগণ আমাকে উন্মত্ত বলেন বলুন, বস্তুর স্বরূপ-নিশ্চয়ে কুশলী ব্যক্তিগণ আমাকে যথেচ্ছভাবে মহাদাম্ভিক বলেন বলুন, তথাপি আমার মন অল্পকালও শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

"ক্ষৌণীপতিত্বমথবৈকমকিঞ্চনত্বং
নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হে বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা॥"

হে বাসুদেব, তুমি আমাকে পৃথিবীর আধিপত্যই প্রদান কর, অথবা দারিদ্র্য প্রদান কর; নিত্য আমাকে বহু আদরই কর, অথবা অনাদরই কর; আমাকে বৈকুণ্ঠেই বাসস্থান দাও, অথবা নরকেই স্থান দাও, তুমি ব্যতীত আমার আর অন্য কোন গতি নাই।

শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ

——::(:*:)::——

প্রীতি থাকিলেই সঙ্গ হইবে। সেবাবুদ্ধি হইতে সঙ্গ হয়—শ্রদ্ধা হইতে সঙ্গ হয়। যত দূরেই থাকুক প্রীতি থাকিলেই সঙ্গ হইবে। সর্ব্বক্ষণ নিকটে থাকিলে সঙ্গ হইবে, এরূপ নহে। সম্যগ্‌রূপে মিলনের নামই সঙ্গ। যেখানে রুচি, সেখানে সঙ্গ। রুচির বা আবেশের অভাব যেখানে, সেখানে সঙ্গ হয় না। প্রীতি না থাকিলে কি সঙ্গ হয়? প্রীতি থাকিলে একসুরে বাজিবে। প্রীতি যখন অল্প, তখন সাধুমুখে হরিকথা শুনিতে হইবে। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতেই হইবে। সাধু যখন কৃপা করিয়া আসিবেন, তখন তাঁহার সঙ্গের সুযোগ হইবে। স্মরণও সঙ্গ। সাধক ও সিদ্ধ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিভুচৈতন্য। তাঁহার স্মরণে মঙ্গল বা সঙ্গ হইবে। বাণীর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। শুধু নিকটে থাকিলেই সঙ্গ হইবে না, শ্রদ্ধা, প্রীতি থাকা চাই।

সেবার উদ্দেশ্য না থাকিলে সম্যগ্‌ গমন হইল না। তাহাতে গমন হইতে পারে, অভিগমন হইবে না। প্রীতি না থাকিলে খাপে খাপে মিলন কি করিয়া হইবে? সূর্য্য বেশী নিকটে থাকিলে আমরা পুড়িয়া যাইতাম। তাই তিনি যতদূরে থাকিলে আমাদের মঙ্গল বা প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে, ঠিক ততটা দূরে আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যও থাকেন, আবার শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুও ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কাছে থাকিয়াও তাঁহাকে কটাক্ষ করিয়াছে। তাই কেবল সঙ্গে থাকিলেই হয় না। সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে কিছু নাই। সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ অর্থাৎ সজাতীয়বাসনাযুক্ত কিনা দেখিতে হইবে।

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনে করিতে হইবে না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলেই বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণব চোখের আড়ালে গেলে থাকিতে পারি না, ভাল লাগে না—ইহা সম্ভোগবাদ। প্রভুর যাহাতে সুখ হয়, সেইটাই দরকার, আমার ভাল না লাগাটা ভক্তি নহে, তাহা অভক্তি। দূরে থাকিলেই ছাড়া হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীবৃন্দাবনে, আর শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু পুরীতে থাকিলেন। তাই বলিয়া কি তাঁহারা পরস্পরকে ছাড়িয়াছিলেন? স্থূল বিচারটা ছাড়িতে হইবে। উপাস্য উপাসককে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না; আবার উপাসকও উপাস্যকে ছাড়িয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ | ২০ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ : ১৭ই মে ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার | ৫২ ৫৪শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

হরিকথা-শ্রবণই পরম-মঙ্গল

——::(::*::)::——

শ্রীভগবানের এই প্রপঞ্চে অবতারই শ্রীনাম বা শব্দ। শ্রীভগবান্ শব্দরূপে এজগতে অবতরণ করেন। শ্রীভগবান্ শব্দরূপে এজগতে অবতরণকালে সাধুকে অবলম্বন করেন। শ্রীভগবান্ সাধুর হৃদয়বাসী এবং সাধু শ্রীভগবানের হৃদয়বাসী। সাধু-হৃদয়বাসী শ্রীভগবান্ সাধুর হৃদয় হইতে তাঁহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে শব্দরূপে নিজে নাচেন ও সাধুকে নাচান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

মাধুরীপূর, আসব পশি,
মাতায় জগৎজনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হৈতে না পারে চরণ॥
চক্ষে ধারা দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর॥
করি এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল
মোর চিত্তবিত্ত সব হরে॥

শ্রীনামরূপী শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি পাগল হইয়া যান। তাঁহার ক্রিয়া-মুদ্রা, আচরণ, ব্যবহার—সবই অলৌকিক, অদ্ভুত মনে হয়। শ্রীনাম যাঁহার প্রতি করুণা বিস্তার করেন, তাঁহার জিহ্বায় নিজে নাচেন, তাঁহাকেও নাচান জীবকে নাচান, জগৎকেও নাচাইয়া মাতাইয়া দেন।

শ্রীহরিকথা বা শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরি একই বস্তু। শ্রীহরি বাচ্য ও বাচক—এই দুই স্বরূপে প্রকাশিত। বাচকরূপী শ্রীহরি কলিজীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এই বাচকরূপী বা শব্দরূপী শ্রীকৃষ্ণ সাধুর হৃদয় হইতে তাঁহার জিহ্বা-প্রাঙ্গণে নৃত্য করিয়া থাকেন। সেবককৃষ্ণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীই শব্দরূপী শ্রীকৃষ্ণ। আশ্রয়বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী। শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণবিতরণ একই কথা। সাধুর হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদ্বিহারী শ্রীহরির যে নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কথা কীর্ত্তিত হয়, তাহাই শুশ্রূষু জীবকে এজগৎ হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া দেন। তাঁহার কীর্ত্তিত শব্দের এত জোর যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূর দর্শন করাইতে পারে, শব্দ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারে। শব্দ দূরের ঘটনা চিত্রিত করিতে পারে, দূরের দৃশ্য মূর্ত্ত করিয়া দিতে পারে। শব্দ তীর অপেক্ষা তীব্রতর হইয়া মর্ম্মে বিদ্ধ হয়, তড়িৎ অপেক্ষা দ্রুততর বেগে শক্তিসঞ্চার করে। শব্দ হিংস্রকে মুগ্ধ করে, ব্যথিতকে শান্ত করে, দুর্ব্বলকে সবল করে। শব্দ বিশ্বকে জয় করিতে পারে। শব্দই—বল,—শব্দই শক্তি, শব্দই—শক্তিমান। শ্রীব্যাস বা শ্রীগুরু শব্দেরই প্রচারক : শব্দই বেদ, ভাগবত, পুরাণ। শব্দই আরাধ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধ্য। শব্দই সাধন, শব্দই সাধ্য। শব্দ-বিজ্ঞানই সর্ব্ববিজ্ঞানের আকর।

এইজন্য শব্দরূপী শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকেই অন্যান্য সাধনাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীহরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীহরির সেবা ও সঙ্গ লাভ হয়। শ্রীহরিই কথারূপে অবতীর্ণ। যখন সেই শ্রীহরিকথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন হয়, তখন সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শন ও সর্ব্বতোমুখী সেবা হইয়া থাকে। শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিরত ধ্যানী, জ্ঞানী, যোগী কাহারও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

হে দেব! ঋষিগণও ভবদীয় শ্রবণকীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হইলে এই সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। দিবসে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবদিতরবিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট থাকে, রাত্রি-কালেও তাঁহাদের বিষয়সুখের লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবিত মনোধর্ম্মরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা তাঁহাদের ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারে না। তাহাও তাঁহাদের জন্য দৈবকর্ত্তৃক সকল স্থান হইতে প্রতিহত হইয়াছে।

শ্রীহরিকথায় শ্রীহরি জীবের হৃদয়ে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন।

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

(ভাঃ ২।২।৩৭)

যাঁহারা স্বীয় উপাস্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণ-পুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়দূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের পাদপদ্মসমীপে উপনীত হন। সংসারে যাঁহারা তাপক্লিষ্ট জীবনপ্রদ, ব্রহ্মজ্ঞদিগের আদৃত, সর্ব্ব-পাপনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক শ্রীহরিকথামৃত বিতরণ করেন অর্থাৎ গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য।

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্
বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল-কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান অতিশীঘ্রই স্বয় তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। তদ্বিষয়ে শ্রবণকীর্ত্তন-কারী ভক্তের বিশেষ চেষ্টা অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

যদিও শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামিরূপে জীবের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন, তথাপি তিনি সেই অবস্থায় উদাসীনভাবেই বিরাজ করেন। শ্রীহরি সাধুসঙ্গে শ্রীগুরু ক্র...

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

হৃদয় দৈন্য ও আর্ত্তিতে ভরপুর হইবে। শ্রীহরিকথা-শ্রবণফলেই হৃদয়ে দৈন্য ও আর্ত্তি উদিত হইয়া ইষ্টদেবের স্নেহকৃপালাভের জন্য চক্ষে অশ্রুবিন্দু বাহির হইবে, যে অশ্রুবিন্দু দর্শনে স্নেহময় ইষ্টদেব স্নেহকৃপা করিতে বাধ্য হইবেন। যে স্বাভাবিক দৈন্য ও আর্ত্তিদর্শনে ইষ্টদেবের চিত্ত বিগলিত হয়—হৃদয় স্বাভাবিক কৃপোন্মুখ হয়, সেই দৈন্যার্ত্তি শ্রীহরিকথার শ্রবণফলেই হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়।

শ্রীহরিকথার শ্রবণ ব্যতীত হরিভজন হইতেই পারে না। প্রতি সেকেণ্ডে শ্রীহরিকথাশ্রবণের সুযোগ না হইলে ভক্তিপথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। হৃদয়দেবতার নিকট হইতে হৃদয় দিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে এই হরিকথা শ্রবণ হওয়া দরকার। শ্রবণই পরিচালকের কার্য্য করিবেন, তাহা হইলেই প্রকৃত সেবা হইবে। সর্ব্বক্ষণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইষ্টদেবাবিষ্ট—যিনি ইষ্টদেবময়, তাঁহার নিকট ইষ্টদেবের কথা শ্রবণ করিতে হইবে। যাঁহার কথা শ্রবণে ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি, ইষ্টদেবের ব্যক্তিত্বে প্রীতি ও ইষ্টদেবের স্নেহকৃপালাভে লুব্ধ ও ব্যাগ্র-ব্যাকুল করিয়া তুলে অনুক্ষণ তাঁহারই সঙ্গ করিতে হইবে ও তাঁহারই নিকট প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়া পরিচালিত হইতে হইবে। কালচক্রে যদি এইরূপ সাধুর শ্রীমুখে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীহরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য না হয়, তাহা হইলে সাধুর ঐকান্তিক শরণাগত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষামুখে সাধু গুরুর রচিত গ্রন্থ আলোচনামুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে।

শ্রীহরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপা সেবা অপ্রতিহতা। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা বা অসুস্থতা-নিবন্ধন এই সেবার গতি কখনও রুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীহরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণরূপা সেবা সুস্থ-অসুস্থ, সবল-দুর্ব্বল, সুখ দুঃখ, দিবা-নিশা, যৌবন-বৃদ্ধদশা, শয্যাশায়ী অবস্থায়, এমন কি, মৃত্যুকালেও সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে অপ্রতিহতগতিতে চলিতে থাকে। বদ্ধ ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ সকলের সঙ্গে সকল অবস্থায়ই শ্রীহরিকথার সম্বন্ধ আছে। শ্রীহরিকথাই সাধন, শ্রীহরিকথাই সাধ্য। শ্রীহরিকথা বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল চিত্তকে ধীর-স্থির, অচঞ্চল করে, শ্রদ্ধালুকে রতি দান করে। চিত্ত চঞ্চল হইয়া গেলে, সেবায় মন না লাগিলে, নিরুৎসাহ আসিলে সাধুগুরুর জীবন্ত হরিকথামৃত-শ্রবণকে যদি প্রকৃতরূপে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সাধুগুরুর কথামৃতশ্রবণই প্রভুরূপে, নিয়ামকরূপে চঞ্চল চিত্তকে অচঞ্চল, নিরুৎসাহীকে উৎসাহী, অন্যাভিনিবিষ্টকে সেবায় অভিনিবিষ্ট করিবে। তবে একটি কথা এই যে, এইরূপ শ্রীহরিকথাকীর্ত্তনকারী একজন জীবন্ত সাধুকে হৃদয়ের অকৃত্রিম বন্ধুরূপে পাওয়া চাই। তাঁহাকে প্রাণকোটিসর্ব্বস্বজ্ঞানে অনুক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করা চাই, নতুবা শ্রবণ কার্য্যকরী হইবে না। কীর্ত্তনকারী সাধুর প্রতি স্নেহপ্রীতি, সুদৃঢ় শরণাগতি থাকিলে তবেই শ্রবণ কার্য্যকরী হইবে। সাধুর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, শরণাগতি ও প্রীতি থাকিলে তবেই তাঁহার কীর্ত্তিত কথামৃত শাসক, নিয়ামক ও প্রীতিদায়ক হইবে। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাই, তাঁহার কৃপার প্রতি শ্রদ্ধা, সাধুর প্রতি শরণাগতিই তাঁহার কথার প্রতি শরণাগতি, সাধুর প্রতি স্নেহ-প্রীতিই তাঁহার বাণীর প্রতি স্নেহপ্রীতি। বাণীবিগ্রহ সাধুর প্রতি যাঁহার সুদৃঢ় শরণাগতি ও প্রীতি আছে, তাঁহারই শ্রীহরিকথার প্রতি রুচি আছে। সাধুর প্রতি প্রীতি থাকিলে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর প্রতি প্রীতি থাকিবে। সাধুর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, শরণাগতি, প্রীতিই মূল।

শ্রীহরিকথা এজগতের কোন শব্দবিশেষ নহেন। বৈকুণ্ঠশব্দই শ্রীহরিকথা। এজগতের অনিত্য কথা হরিকথা নহে। বদ্ধজীবের অর্থ-অসুবিধার কথা, দেহ-মনের কথা হরিকথা নহে। যে কথা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, যে কথা শ্রীকৃষ্ণকে সুখ প্রদান করেন, যাহা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলার বর্ণন, তাহাই শ্রীহরিকথা। যে কথার মধ্যে শ্রীভগবানের স্বার্থ আছে, তাহাই শ্রীহরিকথা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি শ্রীভগবানের কাজ। ঠিক ঠিকভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীভগবানের সুখ হয়, সেবা হয়। শ্রীভগবানের কাজ করিলে তাঁহার সুখবিধান হয় বলিয়া জীবেরও পরমমঙ্গল হইয়া থাকে।

শ্রীহরির সাক্ষাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কথাকীর্ত্তনকারী কোন মর্ত্ত্য-মানব নহেন। মর্ত্ত্যমানব ভগবল্লীলা কীর্ত্তন করিতে পারে না। মর্ত্ত্যমানবের অনুপলব্ধ মুখস্থ করা লীলাকীর্ত্তন-শ্রবণে কাহারও বাস্তব মঙ্গল হইতে পারে না। সেবকবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, যাঁহার আনখকেশাগ্র কৃষ্ণময়, যাঁহার শ্রবণপথে, নয়নপথে, কীর্ত্তনপথে, স্মরণপথে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হন, তিনিই শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনকারী।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীভগবানের কথা শুনিতে হইবে—শ্রীভগবানের এজেণ্টের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যখন সেই কথা শুনি, তখন জগতের সমস্ত অভিজ্ঞতা, অহঙ্কার প্রভৃতিকে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবানের পরাক্রমপূর্ণ বীর্য্যবতী কথা শুনিতে শুনিতেই হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থগুলি কাটিয়া যাইবে—হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সাহস আসিবে, তখন শরণাগতি বা আত্মার সহজধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে উদিত হইবে। পরমগুরু-পুরুষগণই হরিকথা প্রচার করিয়া বেড়ান। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ সর্ব্বত্র শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠ-রাজ্য হইতে যিনি না আসিয়াছেন, তিনি যদি কথা বলেন, তাহা হইলে তাহাতে ভ্রম প্রবেশ করিবেই করিবে।"

শ্রীহরিকথা শুনিতে হয় হরিজন শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সহিত একচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট বৈষ্ণবের নিকট। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সমআশয় ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টজনের কথাও শ্রীহরিকথা। শ্রীভগবানের কথা ভগবৎসেবোন্মুখকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন। বাস্তবসত্য শ্রীনাম ও শ্রীনামাচার্য্য কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নিজেকে নিজে জানাইয়া দেন—ইহাই তাঁহাদের উদারা কৃপা। বাস্তবসত্য বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শব্দ ভাব সত্য সেখান হইতে পাওয়া যায়। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে অর্থাৎ কৃপার কৃপা পাইলেই কৃপাময়কে জানা যাইবে। হরিজনের সহিত আলাপ পরিচয় হইলে হরিকথার সহিত আলাপ-পরিচয় বা বন্ধুত্ব হয়, হরিকথাকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া উপলব্ধি হয়, হরিকথা-শ্রবণই পরমমঙ্গল বলিয়া অনুভূতি হয়। হরিকথা-শ্রবণের ফল—হরিকথাকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে একমাত্র প্রভু ও বন্ধুস্থানে হৃদয়ে পাওয়া। হরিকথাকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার প্রিয়ত্ববোধ, আপনবোধ হয়, তিনিই শ্রীহরিকথাশ্রবণকারী। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করেন, তাঁহার হৃদয়েই শ্রীহরিকথারূপী শ্রীহরি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপাপূর্ব্বক স্নিগ্ধশিষ্যের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি করাইয়া দেন। যিনি হৃদয়ের সমগ্রসত্তা দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখবিধান করিতে প্রস্তুত, যিনি তাঁহার একবিন্দু সুখের জন্য প্রতিসেকেণ্ডে কোটিপ্রাণবিসর্জ্জন দিতে লালায়িত, তিনিই গুরুভক্ত। তাঁহার হৃদয়েই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমন্দকৃপাফলে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ করিতে হইলে শিষ্য হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তদাশ্রিত ঐকান্তিক শিষ্যগণের নিকট তদীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রিত, শরণাগতই শিষ্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ইচ্ছার সহিত যাঁহার ইচ্ছা এক, শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তির সহিত যাঁহার চিত্তবৃত্তিতে পার্থক্য নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত যাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, তিনিই শিষ্য। যিনি সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য। তিনিই হৃদয়কর্ণে অনুক্ষণ শ্রীগুরুর হৃদয়দেবতা অভীষ্টযুগলের কথা শ্রবণ করিতে পারেন। যিনি পরমপ্রীতির সহিত হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ধারণ করেন, তাঁহার নিকটই শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয় খুলিয়া তাঁহার অভীষ্টযুগলের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিলে অর্থাৎ প্রীতির পাত্র হইতে পারিলে, তবেই তাঁহার হৃদয়ের ধন পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি যেখানে সহজ-প্রীতি, সহজ-আপনজ্ঞান, সেখানে তাঁহারও সহজপ্রীতি ও আপনজ্ঞান। তাঁহার কৃপার লক্ষণ—হৃদয়ে তাঁহার ইচ্ছা, ইঙ্গিত, প্রেরণা পাওয়া যাইবে, চিত্ত সহজভাবেই তাঁহাতে আসক্ত হইবে, আর অন্য কিছুই ভাল লাগিবে না। যিনি অকপটে কোটি প্রাণের বিনিময়ে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে হৃদয়ে বরণ করিয়াছেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মও যাঁহাকে স্নিগ্ধ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীগুরুর কৃপাফলে তাঁহার হৃদয়েই যুগলকিশোর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন। তাঁহার প্রতি সহজভাবে অহৈতুকী প্রীতি হইলে শ্রীগুরুদেব সেই প্রীতিমান্ শিষ্যের প্রতি আবিষ্ট হইবেন। গুরুদেবাবিষ্ট জীব সর্ব্বত্র ইষ্টদেব দর্শন করেন। তখন তাঁহার ইতর-দর্শন, জড়দর্শন ঘুচিয়া গিয়া স্বরূপদর্শন, অপ্রাকৃতদর্শন লাভ হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় রতির উদয়ে নিজের স্বরূপের পরিচয় লাভ হয়। তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত শিষ্যের প্রকৃত সম্বন্ধ ও দর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তাঁহার সুখানুসন্ধানের দ্বারা অকপটে যোগযুক্ত, সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট স্নিগ্ধ শিষ্যের হৃদয়ে সেই নিত্যসিদ্ধ পরিচয় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। স্বরূপের পরিচয় লাভের পর শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত শিষ্যের যে সম্বন্ধ লাভ হয়, তাহাই স্বরূপের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধজ্ঞানলাভের পর অভিমানের সহিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট যে ইষ্টদেবের কথা শ্রবণ ও অনুসরণ, তাহাই অভীষ্টসিদ্ধিদায়ক। স্বরূপের পরিচয়প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান্ শিষ্যের নিকট তাঁহার যোগ্যতা অধিকার, রুচি ও বাসনা-অনুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভজনোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(•)::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিরবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অভাবের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

— ::(•):: —

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বক্তৃতা

গত ৮ই মে,—ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলেন, "আজ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় দিবস আমাদের দ্বারে সমুপস্থিত। আমার শুধু মনে হইতেছে, আজ যদি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট বাঁচিয়া থাকিতেন। জেনারেল আইসেন-হাওয়ার আমাকে জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণ বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।"

বিজয় দিবসের ঘোষণার পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাপানের উদ্দেশে এক সতর্কবাণীতে বলেন, "জাপানের সামরিক শক্তি মিত্রপক্ষের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত আমরা আঘাত হানিতে থাকিব। জাপানের জনসাধারণের নিকট সশস্ত্র বাহিনীর সর্ত্তহীন আত্মসমর্পণের অর্থ যুদ্ধের অবসান। ইহার অর্থ—যে সকল সামরিক নেতা জাপানকে ধ্বংসের মুখে টানিয়া আনিয়াছে, তাহাদের প্রভাবপ্রতিপত্তির বিলোপ। ইহার অর্থ সৈন্য ও নাবিকদের স্বদেশে পরিবার প্রিয়-জনের মধ্যে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা।"

প্রেসিডেন্ট আরও বলেন যে, ভবিষ্যতের কঠোর কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কয়েক মাস অনন্যচিত্ত হইয়া আমাদিগকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য আমরা মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিব না। আমরা এ পর্য্যন্ত মাত্র অর্দ্ধ বিজয় লাভ করিয়াছি।

বড়লাটের বেতার বক্তৃতা

গত ৮ই মে,—বিজয়-দিবস উপলক্ষে বড়লাট এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন,—"আজিকার দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। হননবৃত্তি ও বিদ্বেষপুষ্ট হইয়া যে নাৎসীবাদ একটি অশুভ প্রবাহে ইউরোপ ও আফ্রিকার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, যে নাৎসীবাদ সমস্ত শান্তিপ্রিয় জাতির পক্ষে ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই নাৎসীবাদ নিঃশেষে পরাভূত হইয়াছে।"

বজ্রপাতের ফলে স্ত্রীলোকের জীবনান্ত

তমলুক, ৪ঠা মে—পাশকুড়া থানার অধীন চাচড়া গ্রামের একটি স্ত্রীলোক বজ্র-পাতের ফলে মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সম্প্রতি ঐ স্থানে যে ঝড় হয় সেই সময় একটি স্ত্রীলোক বজ্রাহত হয় এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায়। তাহার ক্রোড়স্থ শিশুটি কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পায়। পোতারামপুরে একটি গরুর গাড়ীর দুইটি গরুও মারা যায়। গাড়ীর পিছনে আরও একটি গরু ছিল। সেটি দড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া যাওয়ায় গাড়ীর চালক উহাকে ধরিয়া আনিতে যায় এবং সেইজন্যই চালকটি বজ্রাঘাত হইতে অল্পের জন্য রক্ষা পায়।

ডেনমার্কে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠনের আয়োজন

গত ৫ই মে,—হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে দশ লক্ষের অধিক জার্ম্মাণ ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ডেনমার্কের রাজা ক্রিশ্চিয়ান ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উইলহেলম বুলকে যথাসম্ভব সত্বর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং ডেনমার্ক স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদিগকে লইয়া এক নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এক সাময়িক গভর্ণমেণ্ট বেলা ৮টার সময়ে শাসনভার গ্রহণ করিবেন ... ... ডেনমার্কের পুলিশ দল ... গভর্ণমেণ্টের ... ডেনমার্ক ... করিয়াছে। কোপেনহেগেনস্থিত জার্ম্মাণ গেষ্টাপো নরওয়ে যাইতেছে।

কটকে প্রবল ঝড়

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কটকের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ... লোক আহত হওয়ায় তাহাদিগকে চিকিৎসার্থ কটকের জেনারেল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। আহত-দিগের মধ্যে কয়েকজনের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাত্র পনের মিনিটকাল ধরিয়া এই ঝড় প্রবাহিত হয়। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, ইহার ফলে কটকের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে সম্পত্তি ও গবাদি পশুর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। গৃহের দুষ্প্রাপ্যতাবশতঃ অফিসারদিগের জন্য সহরে যেসব বাংলো নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল তাহার একটির খড়ের চাল উড়িয়া গিয়াছে। ঝড়ের ফলে রেলপথের উপর বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া পড়ায় কয়েকখানি ট্রেনের কটকে পৌছিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২৪ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ । ৭ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২১শে মে ইং ১৯৪৫, সোমবার ৫৫-৫৭শ সংখ্যা

খেতুরী-মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী

———*::(*)::*———

নদীয়াজেলার অন্তর্গত শালিগ্রামবাসী শ্রীকংসারি মিশ্রের ছয়পুত্র—(১) শ্রীদামোদর, (২) শ্রীজগন্নাথ, (৩) শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল, (৪) শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, (৫) শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল ও (৬) শ্রীনৃসিংহচৈতন্য। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁ'র ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি॥"

শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়পাত্র শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের গৃহে তদীয় পরম-সৌভাগ্যশালিনী শ্রীভদ্রাবতী-নামে পত্নীর গর্ভে আবির্ভূতা হন। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী ও তদীয় জ্যেষ্ঠা সহোদরা শ্রীবসুধাদেবী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিত্য অপ্রাকৃত শক্তি। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী শ্রীনিত্যানন্দশক্তি। তিনি স্ত্রীরূপধারিণী হইলেও সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত তাঁহার কোন ভেদ নাই। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী প্রেমভক্তির গুরু। কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ই গুরু। তিনি যে-কোন মূর্ত্তিতে, যে-কোনও বেষে, যে-কোনও আশ্রমে জগতে অবতীর্ণ হইবার লীলা প্রকাশ করুন না কেন, তিনিই জগদ্গুরু। শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীকে জগদ্গুরুর আসন প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীজাহ্নবাদেবীকে গুরুদেবতা বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীজাহ্নবাদেবী সমগ্র শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের একচ্ছত্র অধীশ্বরী সর্ববৈষ্ণবের শ্রীগুরুপাদ-পদ্মরূপে শোভিতা ছিলেন।

যখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ—এই ছয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন, সেইসময় শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবী খড়দহে ছিলেন। তিনিও শ্রীঠাকুর-মহাশয়ের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ ভক্তগণের অনুরোধে ও ভগবৎপ্রেরণায় খেতুরীর উৎসবে যোগদান করিবার ইচ্ছা করিলেন। শ্রীবসুধাদেবী, শ্রীগঙ্গা ও শ্রীবীরচন্দ্রকে খড়দহে রাখিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীজাহ্নবা-মাতা খেতুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল, শ্রীমাধব আচার্য্য, শ্রীরঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায়, শ্রীমুরারি-চৈতন্যদাস, শ্রীজ্ঞানদাস, শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই, শ্রীনৃসিংহচৈতন্য দাস, শ্রীজীবপণ্ডিত, ২ কানাই, শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীন'কড়ি, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীদামোদর, শ্রীপরমেশ্বরী-দাস, শ্রীবলরাম-দাস, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীবৃন্দাবনদাস-প্রভৃতি ভাগবতগণ শ্রীজাহ্নবা-মাতার সহিত খেতুরী চলিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতার বহু পরিচারিকাও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী কিছুদূর পদব্রজে চলিয়া দোলায় আরোহণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীর দর্শনের জন্য গ্রামে বহু লোকের সমাবেশ হইল এবং পথেও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া ভক্তগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। হালিসহর হইতে শ্রীনয়ন-ভাস্কর, ধন্য ভগবান্-দাসের পুত্র শ্রীরঘুনাথ আচার্য্য প্রভৃতি শ্রীজাহ্নবা-মাতার সহিত যোগদান করিলেন। খেতুরী যাইবার পথে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির গৃহে পদধূলিদান ও ভক্তগণের সহিত বিশ্রাম করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের গুণজ্ঞ এক প্রিয় ভাগ্যবান বণিকের ঘরে একরাত্রি অবস্থান করিয়া প্রত্যূষে অম্বিকায় উপস্থিত হইলে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ভক্তগণের সহিত শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীকে নিজ ভবনে লইয়া আসিলেন। সেইস্থানে কীর্ত্তন-মহোৎসব হইল। শ্রীহৃদয়চৈতন্য, শ্রীবংশীবদনের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস ও অম্বিকা প্রদেশের বহু ভক্ত শ্রীজাহ্নবামাতার সহিত খেতুরী-মহোৎসবে যোগদানের সঙ্কল্প করিলেন। এদিকে শান্তিপুর হইতে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শ্রীসীতাদেবীর আজ্ঞা-অনুসারে শ্রীঅদ্বৈততনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ পরদিবস প্রাতঃকালে খেতুরী-যাত্রা করিবেন; ইহা শুনিয়া শ্রীজাহ্নবাদেবী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং মঙ্গলারাত্রিকের পরেই ভক্তগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে চলিলেন। শ্রীনবদ্বীপস্থ ভক্তগণ তখন শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ আসিতেছেন ইহা দূর হইতে দেখিয়া শ্রীজাহ্নবামাতা দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা পণ্ডিত শ্রীপতি শ্রীশ্রীজাহ্নবা-মাতাকে গঙ্গাস্নানের ছলে কিছু সময় তথায় অবস্থানের প্রার্থনা জানাইলে শ্রীঈশ্বরী নবদ্বীপে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাসগৃহে অবতরণ করিলেন এবং তথায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ তাঁহার ভ্রাতা শ্রীগোপালের সহিত শান্তিপুর হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীকান্ত পণ্ডিত, শ্রীবনমালিদাস প্রভৃতি ভক্তগণও শ্রীজাহ্নবা-মাতার শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। সেইদিন শ্রীশ্রীবাস ভবনে বৈষ্ণবগণ অনেক প্রসাদ সম্মান করিলেন এবং পরদিবস প্রভুষে যাত্রা করিয়া 'আকাইহাটে' শ্রীকৃষ্ণদাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস নানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন করিয়া শ্রীঈশ্বরী ও ভক্তগণের সেবা করিলেন এবং স্বয়ং খেতুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেই রাত্রি আকাইহাটে বাস করিয়া প্রত্যূষে ভক্তগণের সহিত শ্রীঈশ্বরী পুনরায় খেতুরীর অভিমুখে চলিলেন এবং শীঘ্রই কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী শ্রীঈশ্বরী ও ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজভবনে লইয়া আসিলেন। তথায় শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর নিজজনের সহিত শ্রীজাহ্নবা-মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত বিপ্র শ্রীবাণীনাথ, শ্রীবল্লভচৈতন্য-দাস, শ্রীভাগবতাচার্য্য, শ্রীনন্দকগোপাল, শ্রীজিতামিশ্র, শ্রীরঘুমিশ্র, শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিত, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীনয়নানন্দমিশ্র, শ্রীমন-বৈষ্ণব, কাষ্ঠকাটা শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরূপগোপাল, শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-স্থান-দর্শনে ভক্তগণ বিহ্বল হইলেন। সেইদিন শ্রীজাহ্নবামাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভোগ লাগাইলেন। অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিলে ভক্তগণ অবশেষ গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী-প্রমুখ ভক্তগণ সকলেই খেতুরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরদিন

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

প্রাতঃকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরীর সহিত সকলেই খেতুরী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীঈশ্বরীর খেতুরীতে আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই তথায় প্রেরিত হইয়াছিল। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু শ্রীজাহ্নবামাতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের প্রেমানন্দ-দর্শনে শ্রীজাহ্নবাদেবী দোলা হইতে অবতরণ করিলেন এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দাদি আচার্য্যগণ যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ দোলায় আসিতে-ছিলেন, তাঁহারাও স্ব-স্ব যান হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীশ্রীনিবাসাদি ভক্তগণকে স্নেহ-সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীজাহ্নবা-মাতার সহিত অন্যান্য ভক্তগণ খেতুরীগ্রামে প্রবেশ করিলে তাঁহারা আনন্দবন্যায় প্লাবিত হইল। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রদান করিলেন এবং যেস্থানে শ্রীজাহ্নবামাতার বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল, তথায় তাঁহার সেবা সমাধানের জন্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সমর্পণ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ আচার্য্য প্রভৃতির বাসস্থানে কবিরাজ শ্রীকর্ণপূরকে, শ্রীজগন্নাথচৈতন্য প্রভুর নিকট শ্রীশ্যামানন্দকে, শ্রীচৈতন্যদাসাদির নিকট শ্রী[illegible] কবিরাজকে, শ্রীপতি-শ্রীনিধি পণ্ডিতাদির নিকট শ্রীব্যাসাচার্য্যকে, [illegible] শ্রীকৃষ্ণদাসাদির বাসস্থানে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজকে শ্রীরঘুনন্দনাদি ভক্তগণের নিকট [illegible] কবিরাজকে, বিপ্র শ্রীবাণীনাথ-শ্রী[illegible] মিশ্রাদির বাসস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] প্রভৃতিকে, শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী নিকট শ্রীভগবান্ কবিরাজকে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রী[illegible] ভক্তগণকে সেবার তত্ত্বাবধানে [illegible] করিলেন। প্রত্যেক বৈষ্ণবের যাহাতে কোন ত্রুটী না হয়, তজ্জন্য পৃথক্ পৃথক্ ভাণ্ডারের ব্যবস্থা [illegible] এবং শ্রীল আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীল [illegible] পুনঃ পুনঃ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া [illegible] সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান লাগিলেন।

ফাল্গুনের শুক্লা পঞ্চমী হইতে [illegible] আগমনী-গীতি বাদক ও চারণগণে। কীর্ত্তনের মধ্যে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিল। রাজা সন্তোষ দত্তের আদেশে মালাকারগণ উৎসবের জন্য নানাপ্রকার পুষ্পের মালিকা, সুগন্ধি চন্দন ও নানাবিধ অভিষেকদ্রব্য সংগ্রহ করিতেছিল। উৎসবের অধিবাস-দিবস অর্থাৎ ফাল্গুনী-পূর্ণিমার পূর্ব্ব দিবস বহু বৈষ্ণবের সহিত শ্রীজাহ্নবামাতা খেতুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পারিপার্শ্বিক বহু গ্রাম হইতে বহুলোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় সকলের নিকট মধুর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বহু খোলকরতাল এই সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-প্রভুকে স্মরণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনাঙ্গ খোলকরতালের পূজা করিলেন। শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীবিগ্রহের অভিষেকের কথা নিবেদন করিলেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সকলেই নিজ নিজ স্থানে গমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যকথায় রাত্রি যাপন এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়া ও স্নানাদি সমাপণ করিলেন।

এদিকে শ্রীল আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় সকল বৈষ্ণব ও তাঁহাদের সঙ্গিগণের জন্য সুন্দর সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সকল বৈষ্ণবকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বস্ত্র পরিধান করাইলেন। রাজা শ্রীসন্তোষ শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ চন্দ্রাতপের দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন এবং চন্দ্রাতপের তলে মহান্তগণের জন্য নানাপ্রকার আসন সংস্থাপিত করিলেন। [illegible] পুষ্পমালিকা ও আম্রপল্লব [illegible] এবং কদলী-বৃক্ষ-শ্রেণী [illegible] শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্যপ্রভু শ্রীজাহ্নবামাতার নিকট [illegible] নিবেদন করিলে শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী [illegible] একটী [illegible] নিকটে আসি[illegible] উপবেশন করিলেন এবং শ্রীল আচার্য্যপ্রভু [illegible] মহান্তগণও শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে আসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীজাহ্নবামাতার আজ্ঞা ও সকল বৈষ্ণবের অনুমতি লইয়া [illegible]পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যপ্রভু শ্রীবিগ্রহের অভিষেক করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং [illegible] আনয়ন করিলেন। [illegible] অভিষেক-[illegible] আচার্য্যপ্রভু [illegible] সব নাম [illegible]

[illegible]

প্রাণপ্রিয়ার সহিত [illegible]

[illegible] আচার্য্য প্রভু [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন এবং [illegible] করিয়া বিবিধপ্রকারের [illegible] সমর্পণ করিলেন। [illegible] ভোগের স্থান শৌচ করিয়া শ্রীবিগ্রহের গলায় মাল্যচন্দন পরাইলেন। [illegible] সকল মহান্তের সম্মুখে মাল্যচন্দন সমর্পণ করিলেন। জয় শ্রীবিগ্রহের রূপমাধুরী ভক্তগণের চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে জয়! জয়! কলরব ও বিবিধ বাদ্যের ঐকতান উত্থিত হইল। শ্রীল ঠাকুরমহাশয় সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিবার অনুমতি প্রদান করিলে [illegible] শ্রীল আচার্য্যপ্রভুর আদেশে গায়ক-বাদকাদির সহিত উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণসহ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় তখন শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া যোগদান করিলেন। গণসহ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-অদ্বৈতের [illegible] কীর্ত্তন এবং করতালের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে আলাপ করিতে করিতে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় [illegible] হইলেন। ভক্তগণের ঐকতানে [illegible] হইল। [illegible] সংযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন ও শুদ্ধ ভক্তগণের নৃত্য[illegible] আরম্ভ হইয়া গণসহ শ্রীগৌরসুন্দর খেতুরীতে সঙ্কীর্ত্তনোৎসবে ভক্তগণের নয়নসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। ইহা কেবল ভক্তগণই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসে যুগপৎ প্রকটাপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের সেবানন্দ ও বিরহভাব উদ্দীপিত করিয়াছিলেন।

পরে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুরমহাশয় মহান্তগণকে শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীঅঙ্গে ফাগু (আবির) সমর্পণ করিবার কথা নিবেদন করিলেন। রাজা সন্তোষদত্ত পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে নানাপ্রকার সুগন্ধ সুন্দর ফাগু সাজাইয়া লইয়া আসিলেন। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় শ্রীরামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজাহ্নবামাতার অগ্রে ফাগুর পাত্র রাখিয়া দিলে শ্রীবসুদেব নিত্যানন্দেশ্বরী সেই ফাগু লইয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন এবং শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ফাগু সমর্পণ করিলেন। এ[illegible] ভক্তগণ [illegible] কিছুক্ষণ ফাগুখেলা করিলেন। শ্রীগৌরজন্মতিথি—ফাল্গুনী-পূর্ণিমা, সকলেই উপবাসের সহিত সেই তিথি পালন করিতেছিলেন, ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সন্ধ্যারাত্রিক দর্শন করিয়া ভক্তগণ আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন।

অনন্তর কিছুক্ষণ নামসংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ-[illegible] উপবেশন করিলেন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু শ্রীগৌর-জন্মতিথির অভিষেকাদি সমাপন করিলেন, মহান্তগণ খোলকরতালসহযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি-গান এবং [illegible] আরম্ভ করিলেন, এরূপে নৃত্যকীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি [illegible]।

পরদিন প্রত্যূষে শ্রীজাহ্নবাদেবী উষ্ণজলে স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যকে লইয়া ভোগরন্ধনগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং নিজহস্তে পরিচারকগণের সহায়তায় নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া অপূর্ব্ব-থালায় যত্নের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভোগ সাজাইয়া ছয় বিগ্রহকে ভোগ দিলেন।

এদিকে বৈষ্ণবগণ স্নানাদি-ক্রিয়াসমাপন করিলেন এবং রাজভোগারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহের শয়ন হইল। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে মহান্তগণকে মণ্ডলী-বন্ধনে বসাইলেন। কদলীপত্রে সকলকেই নানাপ্রকার প্রসাদান্ন প্রদত্ত হইল। বহু পরিবেশক ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদ-পরিবেশনের ভার গ্রহণ করিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতা বৈষ্ণব-গণের প্রসাদসম্মান দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন। অবশেষে শ্রীল আচার্য্যপ্রভু ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীজাহ্নবামাতার নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন,—"আজ শ্রীঈশ্বরীর বহু শ্রম হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া নিজেও কিছু প্রসাদ সেবন করুন,—ইহাই সকলের প্রার্থনা।" শ্রীজাহ্নবামাতা বলিলেন,—"আমার বড় সাধ যে, আজ অগ্রে তোমাদের সকলকে মহাপ্রসাদসেবা করাইয়া আমি পরে মহাপ্রসাদ সম্মান করিব। আমি তোমাদিগকে দিব্য প্রদান করিয়া বলিতেছি, তোমরা ইহাতে আপত্তি করিও না। তোমরা সকলে অতিশীঘ্র ভোজনে আসিয়া মণ্ডলী করিয়া বস।" পূর্ব্বের ন্যায় সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে মণ্ডলী-বন্ধনে প্রসাদ-সম্মানার্থ বসিলে শ্রীনিত্যানন্দে-শ্বরী নিজ হস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরমস্নেহে প্রসাদ সেবা করাইলেন।

অতঃপর শ্রীজাহ্নবামাতা পরমানন্দে নির্জ্জনস্থানে প্রসাদ-সম্মান করিলেন এবং শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্যপ্রভু, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু ও অবশিষ্ট অন্যান্য সকলকে প্রসাদ সেবা করাইলেন। পূজারী বলরাম প্রভৃতি কয়েকজন সকলের শেষে ভোজন করিলেন।

শ্রীজাহ্নবামাতা পূর্ব্ব হইতেই দৈববাণী-অনুসারে খেতুরী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। মহোৎসব সমাপ্তির পর সেই কথা তিনি শ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দকে জানাইলে তাঁহারা তিন জনই শ্রীঅচ্যুতানন্দের ভবনে গমন করিলেন। তথায় সকল মহান্তই কৃষ্ণকথা আলাপ করিতেছিলেন, শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দের আগমনে শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ আরও অধিক সুখকর হইল এবং এরূপে ক্রমে পরদিবস প্রাতে খেতুরী পরিত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। সেইদিন সন্ধ্যারাত্রিক ও রাত্রিকালে ভোগাদির পর সকলেই প্রসাদ সম্মান করিলেন। তৎপরদিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিকাদির পর প্রত্যেক মহান্তের পাচক-গণকে রন্ধনের সামগ্রী আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল। রাজা শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীজাহ্নবা-দেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক মহান্তকে স্বর্ণ, রৌপ্য-মুদ্রা, পট্ট-বস্ত্রাদি, আসন, থালা, বাটা, ঝারি প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য সমর্পণ

করিলেন। শ্রীআচার্য্যপ্রভুর নির্দেশানুসারে বাল্যভোগের প্রসাদ, নবনীত, ছানা ও নানাপ্রকার মিষ্টান্নাদি শ্রীজাহ্নবামাতা ও বৈষ্ণবগণকে প্রদত্ত হইল। এদিকে প্রত্যেক মহান্তের পৃথক্ পৃথক্ ভবনে তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ পাচক যে ভোগ রন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া সকলেই নিজ নিজ বাসায় মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া সেই প্রসাদ সম্মান করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনপাবন প্রসাদান্ন বাহিরের অসংখ্য লোককেও বিতরণ করা হইল। প্রসাদে শ্রদ্ধালু সকলেরই সমান অধিকার ও তাহা স্পর্শাদি-দোষের অতীত ব্রহ্মবস্তু বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ চণ্ডালাদি জাতিও উচ্চবর্ণের সহিত প্রসাদ-সম্মানে অধিকারী হইলেন। সকলের শেষে শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু ও শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

"উল্লাসে অসংখ্য লোক ভোজন করিয়া।
'জয় জয়' ধ্বনি করে মহামত্ত হৈয়া॥
চণ্ডালাদি পাইলেন পরম সম্মান।
সর্ব্বমতে সর্ব্বত্র হইল সমাধান॥
আচার্য্য, ঠাকুর-মহাশয়—দুইজনে।
সর্ব্বশেষে ভুঞ্জিলা পরমানন্দ-মনে॥"

এইরূপ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা হইতে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘরে মহামহোৎসব হইল। খেতুরীতে মহামহোৎসবের পূর্ব্ব দিবস শ্রীজাহ্নবামাতার আজ্ঞাতে খোল-করতালের পূজামুখে অধিবাস-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল; তৎপরে ফাল্গুনী-পূর্ণিমাদিনে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও অহোরাত্র শ্রীনামকীর্ত্তন হইয়াছিল। সেইদিন শ্রীমদ্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ হইলেও বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীগৌরজন্মতিথির উপবাস-নিবন্ধন শ্রীভগবৎ প্রসাদান্ন গ্রহণ করেন নাই। তৎপরদিবস স্বয়ং শ্রীজাহ্নবা মাতার রন্ধন, ভোগদান ও বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ বিতরণ এবং তৎপরদিবস প্রত্যেক মহান্তের ভবনে পৃথক্ পৃথক্ভাবে মহা-মহোৎসব ও আচণ্ডাল সকলকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ হইয়াছিল। এই মহোৎসবের সমস্ত অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন—রাজা সন্তোষ রায়। খেতুরী মহামহোৎসবের এই ঐশ্বর্য্য-দর্শনে পাষণ্ডী ব্যক্তিগণেরও হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তাহারাও বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের সুযোগ পাইয়া অমঙ্গলের পথ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় প্রভৃতি আচার্য্যগণে প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন, সেই ব্যক্তিও শ্রীল ঠাকুর-নরোত্তমের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া জয়গান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলেন। অধিবাসের দিন হইতে পঞ্চমদিবসে ভক্তগণ খেতুরী পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন জানিয়া শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পথে গ্রহণের জন্য পক্বান্ন-প্রসাদ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যাহাতে বৈষ্ণবগণ পদ্মাবতী পার হইয়া নদীর তীরে পক্বান্ন প্রসাদ-সম্মান এবং মধ্যাহ্নকালে বুধরীগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন করেন, তজ্জন্য অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীগোবিন্দাদি কয়েকজন ভক্তকে পাচকগণের সহিত পূর্ব্বেই বুধরীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা তথায় গিয়া পাক ও ভোগের যোগাড় করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রাদি শ্রীজাহ্নবামাতা ও বৈষ্ণবগণের সঙ্গে যাইবেন—এইরূপ স্থির হইল।

শ্রীজাহ্নবামাতা পরমপ্রীতি-বাৎসল্য-নিবন্ধন শ্রীআচার্য্য প্রভুকে নিজ ভুক্তাবশেষ প্রদান করিলেন। শ্রীআচার্য্যপ্রভু তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া শ্রীনরোত্তমাদি প্রিয়গণের জন্য তাহা লইয়া গেলেন। শ্রীসন্তোষরায়ের দ্বারা শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ ও বৈষ্ণবগণের পদ্মাবতী নদী পার হইবার নৌকার বন্দোবস্ত পূর্ব্বাহ্ণেই করাইয়াছিলেন। পরদিন রাত্রি-শেষে সকলেই প্রাতঃক্রিয়া সমাপন ও মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীজাহ্নবামাতার বাসায় বিদায় লইবার জন্য গমন করিলেন। ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হইলে আসিয়া সকলে পরস্পর ব্যাকুল হইলেন। পরস্পর দণ্ডবতাদি ও যথাযোগ্য প্রীতি-সম্ভাষণ করিয়া বিশেষতঃ শ্রীনরোত্তম ও শ্রীনিবাস-আচার্য্যপ্রভু গুণ বর্ণন করিতে করিতে সকলে বিদায় হইলেন। খেতুরী ছাড়িয়া মহান্তগণ কিছুদূর অগ্রসর হইলে খেতুরী গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা বৈষ্ণবগণের বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু, শ্রীল ঠাকুরমহাশয় প্রভৃতি সকলের অনুব্রজ্যা করিয়া পদ্মাবতীতীর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। অতঃপর নৌকা পদ্মাবতী-তীর পরিত্যাগ করিলে শ্রীআচার্য্যাদি সকলে কাতরচিত্তে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভক্তগণের বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

শ্রীল আচার্য্য প্রভু, শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু পদ্মাবতী তীর হইতে খেতুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতা তখনও মহান্তগণের সহিত যাত্রা করেন নাই, তিনি বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে এই সময় অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রী শ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীনরোত্তমাদিকে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবামাতা ভোজন না করাইলে তাঁহারা ভক্তবিরহ-দুঃখে কিছুই ভোজন করিবেন না, জানিয়া শ্রীজাহ্নবামাতা বলিলেন "প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, এ তোমাদের ভোজনচেষ্টা নাই, ইহা আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি; এ আজ আমার অগ্রে বসিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান কর।"

শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীআচার্য্যপ্রভু, শ্রীঠাকুর-নরোত্তম প্রভৃতিকে একত্র মণ্ডলীবদ্ধে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের প্রসাদ-সম্মান পরিদর্শন করিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর আবার বহুলোকের সমাগম হইল। শ্রীজাহ্নবামাতা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, তথায় শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ও নর্ত্তনকীর্ত্তন হইল। তৎপর-দিবস মধ্যাহ্ন-ভোগাদির পর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দ বুধরী হইতে খেতুরীতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীজাহ্নবামাতার নিকট মহান্তগণের সকল বিবরণ বলিলেন। এদিকে শ্রীজাহ্নবামাতাও শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, জানিয়া শ্রীশ্রীনিবাসআচার্য্যপ্রভু তাহা রাজা শ্রীসন্তোষরায়কে জানাইলেন।

শ্রীসন্তোষরায় শ্রীজাহ্নবামাতার নিকট গমন করিলে শ্রীঈশ্বরী তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। শ্রীসন্তোষ রায় শ্রীঈশ্বরীকে শ্রীব্রজধাম হইতে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় খেতুরীতে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করিবার প্রার্থনা জানাইলে শ্রীজাহ্নবামাতা মিষ্ট-বাক্যে শ্রীসন্তোষকে তুষ্ট করিলেন। রাজা শ্রীসন্তোষরায় শ্রীজাহ্নবামাতার সঙ্গে দিবার বাসনায় শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদন-মোহন, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাদামোদরের জন্য বিবিধ বসন ও স্বর্ণাদি বিভূষণসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীজাহ্নবা-মাতাকে স্বর্ণ, রৌপ্য-মুদ্রা ও বহুবিধ বস্ত্র সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীঈশ্বরীর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সমস্ত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শ্রী জা হ্ন বা মা তা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহের নিকট বিদায় যাচ্ঞা করিলেন; সেইসময় পূজারী শ্রীঈশ্বরীকে বহু প্রসাদী মালা আনিয়া দিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতা খেতুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। মাতার অনুগমন করিলেন,—শ্রীসুধাদাস পণ্ডিতের অনুজ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীমাধবাচার্য্য, শ্রীগৌরীদাস-চৈতন্যদাস, শ্রীকৃষ্ণদাস দ্বিজ, শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্যদাস, শ্রী ব ল রা ম দা স, শ্রীকানাই, শ্রীনকড়িদাস শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীশঙ্কর, শ্রীপরমেশ্বরী-দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীরঘুনাথ উদ্ধারণ, শ্রীমনোহর-দাস, শ্রীদাস, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপী-নাথ, শ্রীভগবান দাস, শ্রীগোকুল, শ্রীনকড়ি, এ প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীঈশ্বরীর শ্রীচরণাদি ব্যাকুল হইয়া যাইলেন।

শ্রীজাহ্নবামাতা খেতুরী হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গোস্বামী-বৃন্দ ও বৈষ্ণবগণের দ্বারা জগদ্গুরুরূপে সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছেন। শ্রীবসুধা-গর্ভ-সিন্ধুপ্রকটিত শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ ক্ষীরোদক-শায়ী মহাবিষ্ণু শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী প্রভুও শ্রীল জাহ্নবা-মাতার শিষ্যত্ব গ্রহণের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবাপদে মোরে রাখহ টানিয়া॥
ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম—না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণদর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা ক'রে উত্তেজন॥
প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবাদেবী! এ দাসে করুণা।
কর আজ নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হব, ক'রেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু॥
কত কত পামরের ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥
* * * *
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব-সদনে।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ-শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥"

শ্রীজাহ্নবাদেবী সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু। তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা ব্যতীত আমাদের বিষয়-বাসনা, অন্যাভিলাষ বিদূরিত হইয়া মন শুদ্ধ হইতে পারে না। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে শ্রীব্রজবাসীর কৃপা, শ্রীরূপরঘুনাথের কৃপা লাভ হইতে পারে না। শ্রীরূপরঘুনাথের কৃপা না হইলে যুগল-প্রীতি অনুভূত হয় না। অতএব সকলের মূলে শ্রীজগদ্গুরু আমাদের ঈশ্বরী শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর কৃপা।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা সচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা মানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী [illegible], [illegible] ও [illegible] অলৌকিকতায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সমস্ত বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল উপাধির মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

২। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। প্রত্যুত্তর পাইতে হইলে Reply card [illegible] ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া [illegible] হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৩। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত [illegible] অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত [illegible] টিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ [illegible] না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাপ [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible] লিখিয়া পাঠাইবেন।

৪। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শব্দব্রহ্ম ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

--:::(*):::--

জার্ম্মাণী হইতে ক্রীতদাসদের অপসারণ

ডেনিস মার্টিন জানাইয়াছেন, জার্ম্মাণীতে যাহাদিগকে ক্রীতদাসের মত খাটাইয়া লওয়া হইতেছিল, তাহারা এবার তৃতীয় রাইখের অত্যাচারকারীদের হাত হইতে সুবিচার আদায় করিয়া লইতেছে; বেলসেনের নির্যাতনশালা (বন্দী ক্যাম্প) হইতে যাহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছে ও যাহারা অসুস্থ অবস্থায় আছে, তাহাদিগকে এক-প্রস্থ করিয়া পরিধেয় দিবার জন্য লুনবার্গ প্রদেশের বৃটিশ সামরিক গবর্ণমেণ্ট নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে প্রত্যেক জার্ম্মাণকে আদেশ দিয়াছেন।

লুনবার্গের সামরিক গবর্ণর কর্ণেল সি ও উড এই সংবাদ দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, হাজার হাজার ক্রীতদাস যখন ওয়েষ্টফালিয়ার পথে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তখন সমগ্র ওয়েষ্টফালিয়ার জার্ম্মাণদের নিকট হইতে অনুরূপভাবে পরিধেয় আদায় করা হইবে। কর্ণেল উড বলেন, বস্ত্র, বাসস্থান ও সাধারণ জীবনযাত্রায় উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবস্থা জার্ম্মাণদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর করিবার জন্য আমরা যে পরিকল্পনা করিয়াছি, ঐ ব্যবস্থা তাহার একটি অংশমাত্র।

যাহারা শক্তিহীন অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ক্রীতদাসদের উপযুক্ত যত্ন লওয়াই তাহাদের এখন দ্রষ্টব্য বিষয়।

উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে বাসের জন্য কোথায় স্থান দেওয়া হইবে, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন দৈনিক ৪ হাজার করিয়া ক্রীতদাসকে পশ্চিম দিকের দেশগুলিতে পাঠান হইতেছে। ইতোমধ্যেই ৮০ হাজার ব্যক্তিকে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশা করা যাইতেছে, যাহারা "রাষ্ট্রহীন" সংজ্ঞার আমলে আসে, তাহারা ছাড়া উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সকলকেই ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসের শেষভাগের মধ্যে তৃতীয় রাইখ হইতে সরাইয়া ফেলা যাইবে। যাহারা "রাষ্ট্রহীন" সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, তাহাদিগকে লিজেন-অন এমস্‌এ একটি সুবৃহৎ ক্যাম্পে স্থান দেওয়া হইতেছে। কর্ণেল উড বলেন, যে কেহ "রাষ্ট্রহীন"রূপে গণ্য হইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যাহারা "রাষ্ট্রহীন"রূপে গণ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পুলিশ ও ইহুদীদের একটি বড় অংশ আছে।

বহুমূল্যবান অলঙ্কারাদিপূর্ণ ১৮টি বাক্স প্রাপ্তি

গত ১৩ই মে, লণ্ডনে বৃটিশ দ্বিতীয় আর্মির সহিত অবস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ডেনিস মার্টিন রেডিওযোগে জানাইয়াছেন, ভূতপূর্ব্ব নাৎসী নায়কবৃন্দ ও কর্ম্মচারিগণ স্বদেশে বা বিদেশে যে সকল ধনসম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, জার্ম্মাণীস্থিত বৃটিশ সামরিক গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক কর্ত্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই সেগুলির সন্ধান পাইয়াছেন। রাত্রিতে দ্বিতীয় আর্মির প্রধান কার্য্যালয়ে এই তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

নাৎসীরা ইউরোপে ৫ বৎসর দস্যুতা করিয়া যে সকল ধনসম্পদ লুণ্ঠতরাজ করিয়াছে, সেগুলিও ক্রমশ ধরা পড়িতেছে। দ্বিতীয় আর্মির এলাকায় এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের অলঙ্কার ও নানা মূল্যবান দ্রব্যপূর্ণ ১৮টি প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্স ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারে 'সেলারে' পাওয়া গিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই ডাচ ও ইহুদী পরিবারের সম্পত্তি ছিল।

জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা আয়কর ফাঁকি দিবার জন্য নিজেদের [illegible] ইনকাম-ট্যাক্স কর্ত্তৃপক্ষকে কিভাবে প্রতারিত করিত, সে সকল কৌশলসহ তাহাদের যাবতীয় কৌশলই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

হানোভারে নিকটে জনৈক বিশিষ্ট নাৎসী কর্ম্মচারীর এক ইটের কারখানা ছিল। এই কারবারের মোট মূলধন ছিল ২০ লক্ষ মার্ক অথচ নিকটবর্ত্তী একটি কয়েদখানা হইতে বিনা-মজুরীতে মজুর খাটাইয়া গত বৎসর ঐ কারখানাটি অতি সহজেই ১০ লক্ষ মার্ক মুনাফা করিয়াছিল।

কর্ত্তৃপক্ষ এমন কতকগুলি আইন করিয়াছেন, "যাহা দ্বারা জার্ম্মাণরা কি কি গোপন উপায়ে বিদেশে তাহাদের ধনসম্পত্তি সরাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করা যাইবে।

বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচন

য়োবের রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, মিঃ চার্চিল রক্ষণশীল ও সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রীদের সহিত পৃথক পৃথক-ভাবে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ রক্ষণশীল আশু নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। তাঁহারা যুক্তি দেখাইতেছেন, নূতন পার্লামেণ্ট গঠনের অধিকার হইতে ভোটদাতাগণের অধিককাল বঞ্চিত রাখা উচিত নহে। কিন্তু অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক বিলম্বে নির্ব্বাচনের সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, আশু নির্ব্বাচন হইলে ভোটদাতাদের বিশেষ করিয়া যুদ্ধরত নাগরিকদের তাড়াহুড়া করিয়া ভোট দিতে হইবে।
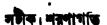
শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীক শরণাগতি

=•=

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা' নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

=•=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ২৬ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৯ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৩শে মে ইং ১৯৪০, বুধবার { ৫৮৫ শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ মধুসূদন হ্যপু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫৯

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(:•:)::-

যে মঙ্গল চায়, সে প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই লক্ষ্য রাখিবে যে, সে কতটা মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতেছে। আমার প্রত্যেকটি কার্য্য প্রভুর সুখের জন্ম হইতেছে কি না এবং তাহাতে প্রভুর সুখ হইতেছে কি না, তাহা প্রত্যেক কার্য্যকালে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহা না হইলে প্রভুসেবা হইবে না। সেবার মধ্যে প্রভুর সুখানুভূতি খুব প্রবল থাকিবে। অনুভূতিরাহিত্যে সেবা হয় না। সেবার মধ্যে সেব্যের সুখানুভূতি লক্ষ্য করিয়া সেবক আরও বেশীভাবে সেবায় নিমগ্ন হইবে। সেব্যের ইঙ্গিতানুসারে যে কার্য্য, তাহাই সেবা। হরিভজন করিতে হইলে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আত্মোন্নতির দিকে তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহাতে আপনজ্ঞান বা প্রীতি বাড়ে, তাহা সর্ব্বক্ষণই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহার সঙ্গ স্বতঃই ইষ্টদেবের প্রতি আকর্ষণ করে, তাঁহারই সঙ্গলাভের জন্ম উন্মুখ থাকিতে হইবে। ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতিমান্ একজনের সঙ্গই যথেষ্ট। ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতি যাঁহার আছে, তিনিই বলবান্। তাঁহার প্রত্যেক কথা, আচার-ব্যবহার ইষ্টদেবসুখময় হইবে। এইরূপ একজনের সঙ্গ হইলেও বুকে যথেষ্ট বল-ভরসা বাড়িবে। আশা-ভরসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গ লাভ হইলে আশা-ভরসা পাইতে হইবে। যাঁহার হৃদয়ে সতত ইষ্টদেব বিরাজিত আছেন—যিনি ইষ্টদেবের নিকট হইতে সতত ইঙ্গিত পাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনীয়। বহু দুর্ব্বলের সঙ্গ করিয়া সবল হওয়া যায় না। একটী সবলের সঙ্গ করিতে করিতেই সবল হওয়া যায়। মঙ্গল-লাভ করিতে হইলে খুব দৃঢ় ও গুরুবৈষ্ণবে বিশ্বস্ত হইতে হইবে। নতুবা তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা হইবে না। আমাদের মঙ্গলের পথে অন্য কেহই বাধা দিয়া কিছু করিতে পারে না। আমরা নিজে নিজেই প্রবল বাধা সৃষ্টি করি। স্বতন্ত্রতাই বাধা; স্বতন্ত্রতা যতদিন থাকিবে, বাধাও ততদিন থাকিবেই। আমরা স্বতন্ত্রতা ছাড়ি না বলিয়াই আমাদের সেবাপথে নানাপ্রকার বাধা উপস্থিত হয়।

সকলেই শ্রীভগবানের সেবা করিতেছেন, আমিই পারিতেছি না—এই উপলব্ধি সর্ব্বক্ষণ হইলে নিজেকে সংশোধিত করিতে পারা যায়। এই উপলব্ধি না থাকিলে অন্যের দোষ চোখে পড়িবেই। পরের দোষ দেখিলে আর নিজের দোষ চোখে পড়িবে না। যিনি কেবলই নিজের দোষ দেখিতে পান ও সেই দোষের জন্ম কেবলই অনুতপ্ত হন, তিনিই আত্মসংশোধন করিতে পারেন; তিনিই শোধিতচিত্তে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলেই নিজেকে শোধিত করিতে ইচ্ছা হয়। সেবাবিমুখের আত্মসংশোধনচেষ্টা নাই।

সকলের নিকট হইতে গুণ গ্রহণ করা উচিত। সকলের নিকট হইতে গুণ গ্রহণ করিতে শিখিলে আর কাহারও দোষ চোখে পড়িবে না। সকলের গুণ-দর্শনের যোগ্যতা হইলে নিজেকে সংশোধন করিবার সুযোগ হয়। কাহারও দোষ দেখা উচিত নহে। সাধুগুরু ব্যতীত এজগতের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর দোষ আছেই। লোকের সেই দোষদর্শনে উদাসীন হইয়া তাঁহাদের গুণই দেখিতে হইবে। প্রত্যেকের নিকট হইতে গুণ গ্রহণ করিতে না শিখিলে গুণগ্রাহী বা সারগ্রাহী হওয়া যাইবে না।

ভক্ত্যাবিষ্টই ভক্ত

(শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণিদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

ভজনসম্পত্তিই ভক্তি। জীবের হৃদয়ে শ্রীভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় সিংহাসন পাতিয়া বসিলেই জীবের পক্ষে ভজন সহজ ও সম্ভব—নচেৎ অসম্ভব। জীব নিজের চেষ্টায় কখনও ভজন করিতে পারিবে না—শ্রীভক্তিদেবীই ভজন করেন ও স্বেচ্ছায় স্ববলে কৃপার কাঙ্গাল জীবের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া, তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া তাঁহার দ্বারা ভজন করান অর্থাৎ শ্রীভক্তিদেবীর ঐকান্তিক কৃপায়ই তাঁহার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—সমবাসনাবিশিষ্ট অণুচৈতন্যই ভজনসুখ অনুভব করিতে পারেন, অন্যে নহে।

স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবী পরমস্বতন্ত্রা, পরমপ্রবলা, পরমপবিত্রা, পরমকরুণাময়ী ও পরমস্নেহময়ী। তিনি অপ্রাকৃত-গতি-সম্পন্না।—তাঁহার গতিতে বাধা দিতে পারে এরূপ ক্ষমতা কাহারও নাই। এমন কোন প্রকার বিমুখতা বা পতনযোগ্যতা নাই, যাহা পরমসতীশিরোমণি সুনির্ম্মলা শ্রীভক্তিদেবীকে লেশমাত্র কলুষিত বা কলঙ্কিত করিতে পারে অথবা তাঁহার স্বভাব লেশমাত্রও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। কিন্তু অপরপক্ষে, স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়াভিনিবিষ্ট অণুচৈতন্যের কলুষিত হৃদয়ে স্বেচ্ছায় স্ববলে প্রবেশ করিয়া—তাঁহাকে সমবাসনাবিশিষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ সতীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভজন আস্বাদন করাইতে পারেন।

স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবীকর্ত্তৃক সর্ব্বতো-ভাবে বশীভূত—সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট অণুচৈতন্যই ভক্ত—অন্যে নহে। শ্রীভক্তিদেবী একমাত্র স্বরূপশক্তিমান্ শ্রীভগবানেরই নিজস্ব শক্তি। অণুচৈতন্য জীব ব্রহ্মোপাসনা-দ্বারা জড়মুক্ত হইলেও ভগবদ্ভজন-সুখ অনুভব করিতে পারিবেন না অথবা পরমাত্মার উপাসনাদ্বারা বৈকুণ্ঠে গমন করিলেও শ্রীভগবানের বিশ্রম্ভসেবারস আস্বাদন করিতে পারিবে না। একমাত্র শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবীর স্বৈরীকৃপাপ্রাপ্ত হইলেই অণুচৈতন্য জীব ভগবদ্ভজনসুখ অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীভক্তিদেবীকর্ত্তৃক আবিষ্ট অণুচৈতন্যই ভক্ত—অন্য কেহ ভক্ত নহেন। শ্রীভগবানের দয়াতে এইরূপ পরমস্বতন্ত্র ভক্তের কৃপাসঙ্গ জীব যতদিন প্রাপ্ত না হইবে, ততদিন তাহার ভজনোন্মুখতার উদয় হইবে না—ভজন ত' দূরের কথা। কোন জীব নিজচেষ্টায় এইরূপ পরমস্বতন্ত্র অথচ কৃষ্ণেচ্ছাপরতন্ত্র ভক্তের কৃপাসঙ্গ লাভ করিতে পারেন না। এই পরমস্বতন্ত্র ভক্ত অহৈতুকী করুণাপরবশ হইয়া যাঁহাকে নিজ কৃপাসঙ্গ দিবেন, কেবল-মাত্র তাঁহারই ভজনোন্মুখতার উদয় হইবে—অন্যের নহে। এই পরমস্বতন্ত্র ভক্ত ইচ্ছা করিলে অত্যন্ত পাপিষ্ঠ এবং নিজের প্রতি অবজ্ঞাকারী অপরাধীকেও ভজনের অধিকার দিতে পারেন—ইহা তাঁহার অসাধারণ স্বৈরীকৃপার মহিমা। তবে সাধারণ নিয়ম এই যে, অপরাধ যতক্ষণ ক্ষমাপণ না হয়, ততক্ষণ অপরাধীকে কোন ভক্ত নিজ কৃপাসঙ্গ প্রদান করেন না।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

শ্রীকৃষ্ণবশকারিণী পরবিদ্যাই স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবী। মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবীর বশীভূত ও অনুগত। পরতত্ত্ব-পরাকাষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের [illegible] একমাত্র শ্রীভক্তিদেবীই অনুভব করিতে [illegible] এবং কৃপাপূর্ব্বক অনুভব করাইতে পারেন। প্রগাঢ়তম প্রীতিময় ভাবের দ্বারা শ্রীভক্তিদেবী শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া নিজস্ব সম্পত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীভক্তিদেবী অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক পথ প্রদান না করিলে কোন জীবের সাধ্য নাই যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থ হন অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লেশমাত্র প্রীতি-স্নেহাদি অনুভব করিতে পারেন। সূর্য্যের আলোকরশ্মি পথ প্রদান না করিলে কাহারও পক্ষে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করা সম্ভব হইবে কি? ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ শ্রীভক্তিদেবীর অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত না হইয়া অণুচৈতন্য জীব কখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরুপাধিক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন না।

স্বরূপশক্তি শ্রীভক্তিদেবীই সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে স্বেচ্ছায় অবতরণ করেন। শ্রীভক্তিদেবী অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী স্বৈরীকৃপাদ্বারা যাঁহাকে নিজ শাসনগণ্ডে আশ্রয় দিবেন—নিজ প্রভাবের দ্বারা অভিভূত করিয়া যাঁহাকে নিজের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট করিবেন, কেবলমাত্র তিনিই ভজনসুখ অনুভব করিবেন—অন্যে নহে। ইহা পরমস্বতন্ত্রা শ্রীভক্তিদেবীর পরমস্বতন্ত্রতা, ইহাতে কোন প্রকার 'কেন' চলিবে না—কোনপ্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হইবে না। শ্রীভক্তিদেবীকর্ত্তৃক যিনি সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হন নাই, যিনি শ্রীভক্তিদেবীর শাসনগণ্ডে জন্মলাভ করিয়া তৎকৃপায় তাঁহার সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট হন নাই, তিনি ভক্তিসম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন ভক্ত্যাবিষ্ট ভক্ত উপকৃত হন না।

ইতরবাসনায় অভিনিবিষ্ট ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহকৃপাদৃষ্টির অধিকারী হন না জানিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহকৃপাদৃষ্টির এরূপ অমোঘ প্রভাব যে, তাহার লেশমাত্র সংস্পর্শে অণুচৈতন্য জীব সমবাসনাযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহ লাভের অধিকারী হন। শ্রীগুরুসেবা বলিতে [illegible] শক্তির পরিচালনা বুঝিতে হইবে না। অর্থোপার্জ্জন, পরিচালন বা অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুপাদ[illegible] হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] ফলে যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসনগণ্ডে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন—যাঁহার হৃদয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বতোভাবে দখল করিয়াছেন—যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের হৃদ্গত ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট হইয়াছেন, একমাত্র তিনিই প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবিকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশ্রম্ভসেবা করিতেছেন—অন্যে শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভসেবায় অধিকার পাইবার জন্য কৃপাপ্রার্থনামূলে যত্ন করিতেছেন মাত্র।

জীব ঔপাধিক দৃষ্টিতে পাপিষ্ঠই হউক, অথবা পুণ্যবানই হউন, নিজের চেষ্টায় কখন ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, যতদিন না কোন ভক্ত্যাবিষ্ট ভক্ত নিজ কৃপাসঙ্গ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে ভজনে অভিরুচির উদয় না করাইবেন। ভক্ত্যাবিষ্ট ভক্তের কৃপাসঙ্গপ্রভাবে ভজনে অভিরুচি হৃদয়ে উদিত হওয়ামাত্রই জীবের ঔপাধিক ধর্ম্ম—ভোগমোক্ষাদিতে কুরুচি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

যিনি স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেবকে হৃদয়ের অভীষ্ট দেবতা, একমাত্র নিয়ামক, একমাত্র হিতৈষী বন্ধু ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির পাত্ররূপে বরণ করিয়া নিত্যকাল তাঁহার কৃপাশাসনাধীনে থাকিবার জন্য—তাঁহার হৃদ্গতভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুলহৃদয়ে ক্রন্দন করেন না, তিনি নিশ্চয়ই কোন ভক্ত্যাবিষ্ট ভক্ত অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের পদধূলির কৃপাসঙ্গ লাভ করেন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসনগণ্ডে আশ্রয়লাভ করিবার একমাত্র উপায়, আশ্রয় পাইবার জন্য নিরন্তর নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাকুলহৃদয়ে ক্রন্দন করা—অন্য কোন উপায় নাই। অণুচৈতন্যের এই স্বভাবসিদ্ধ ক্রন্দনধর্ম্মও কোন ভক্ত্যাবিষ্ট ভক্তের কৃপাসঙ্গ ব্যতীত জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসনগণ্ডে জন্মলাভ করিবার জন্য—আশ্রয় লাভ করিবার জন্য এই যে নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুল ক্রন্দন—ইহাই চৈতন্যধর্ম্মের প্রথম সূচনা—ইহাই প্রকৃত [illegible]। কোন ভক্ত্যাবিষ্ট ভক্তের কৃপাসঙ্গপ্রভাবে কোন জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসনগণ্ডে আশ্রয় পাওয়ার জন্য এই নিজস্ব স্বাভাবিক ক্রন্দনধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এই ক্রন্দনের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। শ্রীগুরুদেবের দৈবী-কৃপালোকে জীবের হৃদয় যতই উদ্ভাসিত হইবে, ততই শ্রীগুরুদেবের সুদুর্ল্লভ কৃপাপ্রাপ্তির জন্য অধিকতর ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করা তাঁহার স্বভাব হইবে। কোন প্রকার চালাকি, শারীরিক কসরৎ, তোষামোদ অথবা ঘুষ প্রদানদ্বারা জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের শাসনগণ্ডে আশ্রয় পাইবার অধিকারী হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের পদধূলি হওয়ার জন্য—সম্পূর্ণরূপে নিত্যকালের জন্য শ্রীগুরুদেবের শাসনাধীনে থাকিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া যিনি নিজের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট, তিনি শ্রীগুরুদেবের স্নেহকৃপালোকের সংস্পর্শ প্রাপ্ত হন নাই।

"শ্রীগুরুদেবের স্নেহকৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলাম, শ্রীগুরুদেবের সহিত প্রগাঢ়তম প্রীতির সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিলাম না, শ্রীগুরুদেবের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট হইতে পারিলাম না, শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভসেবায় অধিকার হইল না" বলিয়া এবং "কবে শ্রীগুরুদেবের স্নেহকৃপাশ্রয় লাভ করিব, কবে শ্রীগুরুদেবের সহিত প্রগাঢ়তম প্রীতির সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইব, কবে শ্রীগুরুদেবের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার বিশ্রম্ভসেবায় অধিকার পাইব" বলিয়া যাঁহার হৃদয় প্রতি সেকেণ্ডে ব্যাকুলভাবে আর্ত্তনাদ করে না—তিনি যে ভক্তিরাজ্যে অপ্রবিষ্ট থাকিবার জন্য অর্থাৎ জড়মায়াভিনিবিষ্ট থাকিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? যিনি অসতী থাকিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন—তাহাকে কেহ সৎপথে আনয়ন করিতে পারে কি? তদ্রূপ যিনি শ্রীগুরুদেবের পদধূলি না হওয়ার জন্যই—তাঁহার স্নেহকৃপাশাসনাধীনে না থাকিবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তাহার পক্ষেও ভক্তিপথের পথিক হওয়া সুকঠিন।

শ্রীগুরুদেব ও মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছেদ্য, অবিভাজ্য, ঘনীভূত, প্রগাঢ়তম প্রীতির সম্বন্ধে নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় গুরুভাবময় অর্থাৎ মহাভাবময় এবং শ্রীগুরুদেবের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত অণুচৈতন্য জীবের হৃদয়ে মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বা শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি কখনও হয় না; শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেবের প্রেমবশ্য। যে সৌভাগ্যবান জীবের হৃদয়ে স্বরূপশক্তি শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছায় উদিত হন, একমাত্র তিনিই শ্রীগুরুদেবের অন্তর-বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার সেবারস আস্বাদন করিতে পারেন। অণুচৈতন্য জীবের হৃদয়ে বিভুচৈতন্য শ্রীগুরুদেবের উদয় সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুদেবের দৈবীকৃপাসাপেক্ষ। একমাত্র শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকালের জন্য অবরুদ্ধ আছেন; তথায়ই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নব-নব-[illegible]। শিষ্য শিষ্যের হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদয় হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নব-নব-প্রাকট্য অনুভব করিয়া সেবানন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে পারেন। জীবের হৃদয়ে যদি শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত নিজ চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম [illegible] তবে জীবই আশ্রয়বিগ্রহ হইতেন। কিন্তু জীব কস্মিনকালেও আশ্রয়বিগ্রহ হইতে পারেন না অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কান্তা-শিরোমণি, মাতাপিতা, সখা বা দাস হইতে পারেন না; তবে আশ্রয়বিগ্রহগণের আশ্রিত ও বশীভূত থাকিয়া তাঁহাদের ভাবের অনুগমনে শ্রীকৃষ্ণসেবানন্দরস আস্বাদন করিতে পারেন। জীব নিত্যকাল নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

নিত্যজীবই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণভজে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥

আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য অনুক্ষণ ক্রন্দন যাঁহার স্বভাব, তিনিই আশ্রয় পাইয়াছেন ও পাইবেন—অন্যে নহে। পরমস্বতন্ত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণব স্বেচ্ছায় যাঁহাকে নিজ কৃপাসঙ্গ দিবেন, কেবলমাত্র তিনিই ভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবেন—অন্য নহে। ইহা বাস্তব অপরিবর্ত্তনীয় সত্য; অনন্তকোটি জন্ম চেষ্টা করিয়াও কেহ এই সত্যের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না।

কোন জীব নিজের চেষ্টায় কখনও ভক্তিপথের পথিক হইতে পারিবেন না এবং অন্য কোন জীবকে ভক্তিপথের পথিক করিতে পারিবেন না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার, তাঁহাদের স্বাধীনতায় কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিবার, তাঁহাদের নিকট হইতে কোন কিছু আদায় করিয়া লইবার দুষ্টা বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া "কবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের স্নেহকৃপাসঙ্গ পাইব, কবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পদধূলি হইব, কবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট হইব, কবে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সহিত প্রগাঢ়তম প্রীতির সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হইব"—বলিয়া নিরন্তর ব্যাকুল হৃদয়ে যিনি ক্রন্দন করিতেছেন, তিনি প্রকৃত ভজনোন্মুখ। এই উন্মুখতার পতন বা বিনাশ নাই। এই উন্মুখতাকে আশ্রয় দেওয়া [illegible] করাই জগতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।

সাধুগুরুর কৃপা ব্যতীত জীবের কৃষ্ণসেবালাভের অন্য কোন উপায় নাই। সাধুগুরু স্বতঃই কৃপালু। কৃপা, ক্ষমা ও স্নেহ তাঁহাদের ভূষণ। তাঁহারা স্নেহের কাঙ্গাল—তাঁহারা ভাবগ্রাহী। এজন্য স্নেহময়গণের প্রতি আপনজ্ঞানবিশিষ্ট হইতে পারিলে তাঁহাদের কৃপা সহজলভ্য হয়। সহজ বা শিষ্ট শিশুই সাধুগুরুর কৃপা সহজে পায়। সহজ শিশুই কৃপালু সাধুগুরুর সহজ স্নেহকৃপা উপার্জ্জিত করিয়া শ্রীচরণে আকৃষ্ট হইতে পারে। সাধুগুরুকৃপাই ভক্তির মূল। কৃপাভিখারী কৃপা পায়। ভিখারীর যেমন ভিক্ষা পাবে বলিয়া দৃঢ় আশা থাকেই, কৃপাভিখারীর হৃদয়েও সেরূপ কৃপালাভের দৃঢ়াশা স্বতঃই অবস্থান করে। এইজন্য কৃপাভিখারিগণেরও হৃদয়ে কোন হতাশা, ক্ষোভ বা ভয় থাকে না। তাঁহারা সানন্দে অনুক্ষণ শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে কায়মনোবাক্যে

ইষ্টদেবের কৃপাভিক্ষা করেন। কৃপা ছাড়া জীবের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং যিনি সাধুগুরুর কৃপা পাইবার জন্য যত্ন ও ক্রন্দন না করেন, তিনি নিতান্ত ভাগ্যহীন। এইজন্য শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীহরিনামচিন্তামণি-গ্রন্থে জানাইয়াছেন,—

"আপন যত্নেতে কেহ কিছু নাহি পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা এ ভব-সংসারে॥
যত্ন করি' কৃপা মাগি ব্যাকুল অন্তরে।
তুমি কৃপাময় কৃপা কর অতঃপরে॥
তব কৃপালাভে যদি না করি যতন।
তবে আমি ভাগ্যহীন, হে শচীনন্দন॥"

শ্রীগঙ্গার মহিমা

——::(:*:):——

শ্রীগঙ্গাদেবী ভগবান্ শ্রীবামনদেবের শ্রীপাদপদ্ম হইতে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীজাহ্নবী—অবরদেশের অধিবাসিগণকে উদ্ধার করিবার জন্যই এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন; সুতরাং গঙ্গার সমান বস্তু আর কোথায়ও নাই। যেখানে গঙ্গা, সেখানেই হরিভক্তির প্রচার। গঙ্গোদক সাক্ষাৎ শ্রীহরিচরণামৃত। সেই গঙ্গার উপর দিয়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা যাঁহার গাত্রে সংস্পৃষ্ট হয়, তিনিই হরিকীর্ত্তন করিতে যোগ্যতা লাভ করেন। গঙ্গোদক—কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত, তজ্জন্য বলিয়া কৃষ্ণ-প্রেমরস-স্বরূপ। ভগবৎসেবক শ্রীশিব সেই প্রেমরস স্বীয় শিরে ধারণ করেন। গঙ্গোদক পান করিলে যে পরমমঙ্গল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। একবার মাত্র 'গঙ্গা' এই শব্দ শুনিলেই জীবের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তির উদয় হয়। শ্রীগঙ্গার কৃপায় জীবের শ্রীকৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি পায়। গঙ্গাতীরবাসী কীটপতঙ্গগুলিও ভাগ্যবন্ত। গঙ্গাহীন দেশের অধিবাসী নানা সম্পদশালী ব্যক্তিগণেরও সেই সে ভাগ্য নাই।

শ্রীগঙ্গাস্নান শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরিসেবার অনুকূল। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই গঙ্গাতীরে বাস ও শ্রীগঙ্গাস্নানাদির লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌরভক্তগণের মধ্যে অনেকেই বহু দূর দেশান্তর হইতে গঙ্গাতীরে বাস ও গঙ্গাস্নানের জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া যখন রাঢ়দেশে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন: তখন সেইসকল দেশ ভক্তিশূন্য দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। এমন সময় এক সুকৃতিমান্ রাখাল বালকের মুখে হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ প্রকাশমুখে শ্রীগঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

"দিন-দুই-চারি যত দেখিলাও গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম॥
আচম্বিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি॥
প্রভু বলে—"গঙ্গা কতদূর এথা হইতে?"
সবে বলিলেন—"এক-প্রহরের পথে॥"
প্রভু বলে—"এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরিগুণ-গাথা॥"
প্রভু বলে—"আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব" এত বলি চলি' যায়॥
নিত্যানন্দসঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
'গঙ্গা গঙ্গা' বলি বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেন প্রণাম॥
প্রেমরস-স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তা'র বিষ্ণুভক্তি হয়, কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন॥
পশু-পক্ষী-কুক্কুর-শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বই নাহি আর॥"
(চৈঃ ভাঃ)

আমরা অদ্য শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে 'শ্রীগঙ্গা-স্তব' উদ্ধার করিয়া পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গাদেবীর বন্দনা করিতেছি,—

"গঙ্গে সমস্ত-জগদম্ব চলত্তরঙ্গে-
হংসাবলীচারুতরলস্তকপুষ্পমালে।
কংসারিচারুচরণাম্বুজরেণুদৃষ্টি
ভক্ত্যা নমামি দুরিতক্ষয়কারিণি ত্বাম্॥
নাতঃ পরং সুরধুনে প্রবরে নদীনাং
ব্যাসাদিবিপ্রচয়গীতগুণে গুণাঢ্যে।
সংসারভীতভবসংঘনিবারণে কে
বন্দে ভবাঙ্ঘ্রিযুগলং দুরিতাপহারি॥
যজ্ঞাম্বুপানকণিকামপি জহ্নুকন্যে
সৌদাসনামনৃপতির্দ্বিজকোটিহন্তা।
সম্প্রাপ্য মুক্তিমগমত্ত্রিদশৈরগম্যাং
তাং ত্বাং নমামি শিরসা বরদে প্রসীদ॥
নারায়ণাচ্যুত-জনার্দ্দন-কৃষ্ণরাম-
গঙ্গাদিনাম বদতো মম দেবি মাতঃ।
সংসারপাতক-নিবারিণি দেহপাত-
স্ত্বদ্বারিণীহ ভবতু দ্বন্দ্বগ্রহেণ॥
কিং বা তপোভিরখিলেশ্বরি কিং জপৈর্বা
দানৈশ্চ কিং তুরগমেধমুখৈর্মখৈর্বা।
ত্বন্নীরশীকরলবাপ্ত্য ঘৃণেরলভ্যাং
মুক্তিং প্রয়ান্তি মনুজা অপি পাপিনোঽপি॥
স্বাহা ত্বমেব পরমেশ্বরি যা স্বধা ত্বং
গীর্ব্বাণবৃন্দপিতৃলোকসুতৃপ্তিহেতুঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিগুণস্বরূপা
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণি নৌমি তাং ত্বাম্॥
ধত্তে ললাটফলকে তব সৈকতং যঃ
পুণ্ড্রং দেবি তব তীরমৃদা সদৈব।
তন্নাম সর্ব্বরসধাম বদেচ্চ ভক্ত্যা
তৎপাদরেণুরখিলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধ্নি॥
স্বর্ল্লোকধাম ত্রিপথগে বসতিং বিধায়
পীত্বা চ বারি তব পাতকনাশকারি।
স্মৃত্বা চ নাম তব বীচিচয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা
সংসারবন্ধনকরে মম যাতু জন্ম॥
নাকং শুভে সুমহতোচ্চতরং মনুষ্যাঃ
কুর্ব্বন্তি ভীতিমতিদুর্গমমস্য মত্বা।
দৃষ্টৈব সা কিল যতোঽমৃতরসা ত্বদীয়ং
সোপানভূতমুদকং ত্রিদিবপ্রয়াণে॥
পাপানি রোগনিকরাশ্চ শরীরিদেহে।
তিষ্ঠন্তি তাবদখিলেশ্বরি মুক্তিদাত্রি।
কুর্ব্বন্তি যাবদুদকেষু তবামলেষু
স্নানং নহি ত্রিপথগে সরিতাং প্রধানে॥
যস্যাঃ সুরাচ্যুত-বিরিঞ্চি-শিবাদয়োঽপি
শক্তা ন দেবনিকরা প্রমিতুং মহিম্না।
পারং পরে পরমমোক্ষপদপ্রদাত্রি
তাং ত্বাং বদন্তি ভটনীমৈব
কেঽপি মোহাৎ॥
গঙ্গে সমস্তসুখদায়িনি কিঞ্চিদেব
জানাতি তে পশুপতির্ভগবান্ মহত্ত্বম্।
যস্মাদসৌ সুমনসাং প্রবরোঽপি ভক্ত্যা
[illegible]
গঙ্গে দেবী জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি।
পরিত্রাহি নমস্তুভ্যং রক্ষ মাং সেবকং স্বকম্।
পরব্রহ্মস্বরূপা ত্বাং সর্ব্বলোকৈকমাতরম্।
শক্রোমি কিমহং স্তোতুং
ভ্রান্তচিত্তোঽত্র মোক্ষদে॥"

হে চঞ্চল তরঙ্গশালিনী শ্রীগঙ্গে! আপনি নিখিল জগতের জননী, আপনি স্মরারি শ্রীশিবের শিরোদেশস্থ সুচারু পুষ্পমালাস্বরূপা, আপনি কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগলের রেণুস্তবককারিণী এবং আপনি অশেষ পাপ-নাশিনী; আমি ভক্তির সহিত আপনাকে নমস্কার করি। হে মাতঃ! আপনি সর্ব্বসুখ-বিধায়িনী এবং সমস্ত নদীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা। ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার গুণকীর্ত্তন করেন। আপনি সর্ব্বগুণ সমন্বিত এবং রজরূপ ভয়সঙ্কুল মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপা। পাপক্ষয়কারী আপনার শ্রীচরণযুগলকে আমি বন্দনা করি। কোটি-সংখ্যক-ব্রাহ্মণবধকারী 'সৌদাস' নামক নৃপতি যে আপনার বারিবিন্দুমাত্র প্রাপ্ত হইয়া দেবগণেরও অলভ্য মুক্তপদ লাভ করিয়াছিলেন, হে বরদে জহ্নুসুতে! সেই আপনাকে আমি অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে মাতঃ শ্রীগঙ্গাদেবি! আপনার অনুগ্রহে 'নারায়ণ', 'অচ্যুত', 'জনার্দ্দন', 'কৃষ্ণ', 'রাম' ও 'গঙ্গা'দি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সংসার-পাপনাশক আপনার সলিল মধ্যেই আমার দেহপাত হউক। হে অখিল জগতের ঈশ্বরি! বহু তপস্যা, জপ, দান ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ফল কি? অত্যন্ত পাপী জনগণও আপনার বারিবিন্দু লাভ করিয়া দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য মুক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের পরম তৃপ্তিবিধানের হেতু সত্ত্বরজঃতম—এই ত্রিগুণময়ী যে 'স্বাহা' ও 'স্বধা' সে সমস্তই আপনি। হে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-কারিণি শ্রীগঙ্গে! সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ললাটদেশে আপনার মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন এবং সেই সেই 'নারায়ণা'দি সর্ব্বরসনিলয় শ্রীনাম ভক্তিসহকারে কীর্ত্তন করেন, তাঁহার শ্রীচরণের সমস্ত রেণু আমার মস্তকে থাকুক। হে সংসারবন্ধহারিণি, ত্রিপথগামিনি শ্রীগঙ্গে! আপনার তীরদেশে বাস ও সর্ব্বপাপনাশক জলপান করিতে করিতে এবং আপনার শ্রীনামস্মরণ ও তরঙ্গ সমূহ দর্শন করিতে করিতে আমার জীবন যাউক। হে অমৃতদায়িনি, মঙ্গলময়ি মাতঃ শ্রীগঙ্গে! মানবগণ যে স্বর্গকে অতিশয় দুর্গম ও উচ্চস্থান মনে করিয়া তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে ভীতিযুক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণ বৃথা, যেহেতু, আপনার জলই সেই সুরলোক-গমনের সোপানস্বরূপ। হে অখিলেশ্বরি, মুক্তিপ্রদায়িনি—আপনি নদীসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। জীবসকল যে-কাল পর্য্যন্ত না আপনার নির্ম্মল জলে স্নান করে, সে-কাল পর্য্যন্তই তাহাদের দেহে পাপরাশি ও রোগসমূহ বর্ত্তমান থাকে। হে পরমমুক্তিপদ-প্রদায়িনি শ্রীগঙ্গে! শ্রীবিষ্ণু, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব ও দেবগণও যে আপনার মহিমার অন্ত পান না, সেই আপনাকে কোন কোন ব্যক্তি মোহবশতঃই সামান্য নদীমাত্র বলিয়া থাকে। হে জগদীশ্বরি, সমস্ত সুখবিধায়িনি শ্রীগঙ্গে! পশুপতি ভগবান্ শ্রীশিব আপনার মহত্ত্বের কিঞ্চিৎ অবগত আছেন; যেহেতু, তিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভক্তির সহিত সর্ব্বদা আপনাকে নিজ শিরোপরি ধারণ করিয়াছেন। হে জগজ্জননি, পরমেশ্বরি, দেবি শ্রীগঙ্গে! আমি আপনার কিঙ্কর; আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে পরিত্রাণ করুন, রক্ষা করুন। হে মোক্ষ-প্রদায়িনি শ্রীগঙ্গে! আপনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী এবং সর্ব্বলোকের জননী। ভ্রান্ত-মতি আমি, এরূপ আপনার কি স্তব করিতে পারি!

Regd. No. C 1544

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

গোহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট ফণ্ড

১৪ই মে—গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্ট ফণ্ডের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিনায়কপ্রসাদ হিম্মৎসিঙ্কা জানাইয়াছেন যে, দশ লক্ষের কিছু বেশী টাকা এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থসংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত হিম্মৎসিঙ্কা উত্তর আসাম সফর শেষে এক্ষণে শিলংয়ে আসিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, উপরোক্ত দশ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সংগৃহীত অর্থ এবং যে সকল দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে তা ধরা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে ... তিনি যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে মারোয়াড়ী সম্প্রদায় হইতে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়াছে। শিলংয়ে বিশিষ্ট মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতেও তিনি ভালরূপ সাহায্য পাইবেন বলিয়া আশা করেন

মাদারীপুরে প্রচণ্ড ঝড়

গত ১৭ই মে,—সোমবার রাত্রিতে মাদারীপুরের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। উহার ফলে সরকারী বে-সরকারী কতকগুলি গৃহের ক্ষতি হইয়াছে এবং নদীতে [illegible] হইয়াছে। ফেনিন [illegible] ইমার্জেন্সী হাসপাতালের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। এক গৃহ পতনের ফলে মৃত একজন বৃদ্ধ ব্যতীত হাসপাতালের ৩৪ জন রোগীকে পূর্ব্বেই নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। একজন পুরুষ নার্সও নাকি সামান্য জখম হইয়াছে।

কয়লাখনির কলকব্জা সংরক্ষণ

গত ১৩ই মে—নয়াদিল্লীতে জানা গেল যে, কয়লা খনির কলকব্জা প্রভৃতি সংরক্ষণ ও উহাদের মেরামতি কাজ শিখিবার জন্য ভারত সরকার ১০জন শিক্ষার্থীকে বিলাত পাঠাইবেন। শিক্ষার্থীরা শেফিল্ডে যাইয়া এই সব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিবেন। এই দলে একজন কয়লা খনির ম্যানেজার ও ৯ জন কয়লাখান স্কুলের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ও ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিবেন।

শিক্ষার্থীদের ছয়মাস ট্রেণিং নিতে হইবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কয়লাখনির কলকব্জা সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

সিরাজগঞ্জে প্রচণ্ড ঝড়

গত ১৭ই মে—১৫ই মে, রাত্রে সিরাজগঞ্জের উপর দিয়া এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। ফলে ঘাট ষ্টেশনের রেলওয়ে ঘরবাড়ীগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এক ব্যক্তি মৃত ও অপর ১০ ব্যক্তি গুরুতর আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বস্তি অঞ্চলের উন্নতি

১৬ই মে—গত জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে কলিকাতার বস্তি অঞ্চল উন্নয়নের উপায় নির্দ্ধারণকল্পে এক সম্মেলন হয় এবং তাহাতে বাঙ্গলার গবর্ণর মিঃ আর জি কেসী সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বস্তি অঞ্চলের উন্নতির পরিকল্পনা রচনা করেন। বস্তিগুলির স্বাস্থ্য, আলো ও জল সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থার উন্নতি করাই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য একটি আইনের খসড়া তৈয়ার করা হইতেছে এবং জনমত সংগ্রহের জন্য উহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে. উক্ত আইনদ্বারা যে কোন বস্তির মালিককে উন্নতিমূলক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিতে পারিবেন। বস্তি মালিক নির্দ্দেশিত কার্য্য সম্পাদনে বিলম্ব করিলে অথবা উন্নতিমূলক কার্য্য অতি দ্রুত করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইলে [illegible] এই কাজের ব্যয় বস্তি মালিককে বহন করিতে হইবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন এবং ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে সাতটি বস্তি নির্ব্বাচন করিয়া প্রস্তাবিত আইনের মর্ম্মানুযায়ী উহার উন্নতি বিধানের পরিকল্পনা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। বিলটি আইনে পরিণত হওয়া মাত্রই ঐ পরিকল্পনা দুইটি লইয়া কাজ সুরু করা সম্ভবপর হইবে। ব্যাপক এবং স্থায়ী উন্নতিসাধন করিয়া বস্তিগুলির জীবনযাত্রা সুন্দর করিয়া তোলাই প্রকৃত লক্ষ্য।

বস্তি অধিবাসীদের বসবাস ব্যবস্থার পুনর্গঠন, বস্তি অঞ্চলের আবর্জ্জনা পরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর বাড়ীর উচ্ছেদ এবং উহার স্থলে স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত বাড়ীঘর নির্ম্মাণ উক্ত আইনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে দশ হাজার বস্তিবাসীর বসবাসের বন্দোবস্ত করার জন্য কর্পোরেশনকে একটি পরিকল্পনা রচনার অনুরোধ জানান হইয়াছে এবং নগরীর উপকণ্ঠে বস্তিবাসীদের জন্য আলাদা সহর গড়িবার পরিকল্পনা রচনার ভার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের উপর দেওয়া হইয়াছে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::○::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ⁄১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনলিনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২৯ মধুসূদন গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১২ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৬শে মে ইং ১৯৪৫, শনিবার } ৬০-৬২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ মধুসূদন অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

সুদর্শন

যাঁহার প্রকৃত আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে, তিনি কেবল ত্যাগ ও গ্রহণ লইয়া ব্যস্ত থাকেন না। তিনি বস্তুর স্থূল আকার দেখিয়া গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য বিচার করেন না। তিনি প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়কে কি প্রকারে মূল আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করা যাইতে পারে, তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধান করা যাইতে পারে, তাহারই সুকৌশল ও অবকাশ অনুসন্ধান করেন। কোন ব্যক্তি বা বস্তু যখন তাঁহার সেবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তখন তিনি এইরূপ বিচার করেন যে, এই সেবাবৃত্তি মূল আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহে নিযুক্ত করিবার উপদেশ-প্রদানার্থই ইঁহারা আমার প্রতি এইরূপ সেবার অভিনয় দেখাইতেছেন। বস্তুতঃ আমি যখন সেব্য নহি, নিত্য সেবকমাত্র, তখন ইঁহাদের সেবাকে নিত্য সেব্যবিগ্রহ-গণের চরণে নিযুক্ত করিবার কৌশলই শিক্ষা করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ও স্বাভাবিক। কেবলমাত্র ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ অথবা ভোক্তা সাজিয়া ইঁহাদের সেবা গ্রহণ করিলে ব্যক্তিগতভাবে আমার বা ইঁহাদের কাহারও কোনই মঙ্গল হইবে না। তাই প্রকৃত সেবকের নিকট যখন অন্য কেহ সেবা করিতে উপস্থিত হন, তখন তিনি বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের কথাই মনে করেন, সেব্য, সেবক ও সেবার কথাই চিন্তা করেন, বিম্বদর্শন করেন, প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভীত হন না। এজগতের প্রত্যেক বস্তু, বিষয় ও ব্যাপার প্রকৃত সেবকের হৃদয়ে যিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সেব্য, তাঁহার সেবার কথাই জানাইয়া দেন। প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির সহিত শ্রীভগবান্ ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান আছেন—প্রকৃত সেবকের হৃদয়ে ও নয়নে ইহা সর্ব্বক্ষণ প্রতিভাত হয়।

সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্বপাত্রে ভগবৎ-সম্বন্ধি দর্শনই প্রকৃত দর্শন, ইহাই বাঁচিবার একমাত্র উপায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতকে আমরা অজ্ঞানবস্থায় নিজেদের সেবায় লাগাইয়াছি। ইহাদিগকে বর্জ্জন বা ভোক্তৃবুদ্ধিতে বরণ করিবার চেষ্টা—অভক্তের চেষ্টা। ইহাদিগকে প্রপঞ্চ মনে করিয়া যে ত্যাগ বা গ্রহণ, তাহা উভয়ই অভক্তি। কিন্তু অধোক্ষজ-কৃষ্ণময় ক্ষিতি, অধোক্ষজ-কৃষ্ণময় অপ্, অধোক্ষজ-কৃষ্ণময় তেজঃ, অধোক্ষজ-কৃষ্ণময় মরুৎ ও অধোক্ষজ-কৃষ্ণময় ব্যোমদর্শনের পিপাসা ও কৌশলই ভক্তের চিত্তবৃত্তি। এই দর্শন বাস্তব ও সহজভাবে যখন প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা বাঁচিতে পারিব, নতুবা বহির্ম্মুখতারূপ মৃত্যু গ্রাস করিবেই।

সর্ব্বত্র ভগবৎসেবাসংযুক্তরূপে যে দর্শন, তাহাতে জড়দর্শন, বিষয়দর্শন নাই, সেখানে শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্বৈভবদর্শন। সর্ব্বত্র অভীষ্টদেবের সহিত সম্পর্করূপে দর্শনই যুক্ত-বৈরাগ্য। মায়ার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষ থাকাকাল পর্য্যন্ত ভগবৎসম্বন্ধ হয় নাই, জানিতে হইবে। ভগবদ্দর্শন ব্যতীত নিজের বাঁচিবার ও অন্যকে বাঁচাইবার অন্য কোন পথ নাই। সর্ব্বত্র সকল বস্তু ও ব্যাপারের মধ্যে ভগবৎকর্ত্তৃত্ব-দর্শনই প্রকৃত দর্শন। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও শক্তিদ্বারাই সমস্ত জগৎ চালিত হইতেছে, সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। এই প্রপঞ্চে থাকিয়াও প্রপঞ্চাতীত থাকিবার, সংসারীর অভিনয় করিয়াও সংসারাতীত থাকিবার, মরজগতে বাস করিয়াও অমর হইবার কৌশল কেবল-মাত্র আকারদর্শনে ভীত হওয়া নহে, পরন্তু প্রপঞ্চের সহিত অনাসক্ত থাকিয়া তদীয়-দর্শনে অভিনিবিষ্ট থাকা। তদীয়-দর্শন প্রবল না হইলে বিচ্ছিন্ন বা অনাসক্ত হওয়া যায় না। স্থূল আকারে ভীত হইলে সূক্ষ্ম আকার প্রচ্ছন্নভাবে গ্রাস করিবে। তদীয়-দর্শনের মধ্যে কোনপ্রকার ভোগ্য-আকার-দর্শনের অবকাশ নাই। ভগবদ্ভজনোন্মুখ ও ভগবদ্ভজন-প্রবিষ্ট উভয়েই যখন তদীয়দর্শনে আগ্রহযুক্ত ও অভিনিবিষ্ট হন, তখন আর জড় আকার-দর্শন নাই। সর্ব্বত্র তদীয়দর্শন হইলে এই মরজগতে থাকিয়াও জীব অমর হইতে পারে।

যখন আমি বুঝিতে পারিব, জগতের সমস্তই হরিভজন করিতেছে, সকলেই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বিচরণ করিতেছে, কেবল আমিই পারিতেছি না, তখনই আমার গৃহব্রতবুদ্ধি আর থাকিবে না। প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীব যখন আমাকে সেবা করিবার জন্য প্রলোভন দেখায়, তখন যদি আমি তাহাদিগের সেই বৃত্তিকে শ্রীহ্লাদিনীর কৃপাবৃত্তিরূপে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি নমস্কার বিধান না করি, অর্থাৎ আমাকে হরিকীর্ত্তনময়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া সকলকে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের সহায়ক-রূপে বরণ না করি, তাহা হইলে আমার অমঙ্গল ও পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা আমার প্রতি সেবার প্রলোভন দেখান, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ন্যায় পশুপ্রকৃতিকে কষাঘাত করিয়া আমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া আমার অনর্থগুলিকে দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা এই শিক্ষাই দিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইও না, তুমি স্বরূপতঃ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস, তোমার স্বরূপের সেবাব্রত গ্রহণ কর। আমরা যেরূপভাবে বিশ্বদর্শন করি, তাহাই অসুবিধার কথা। আমরা বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিব, এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যে জগৎ ও যাবতীয় বস্তু দর্শন, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। জগৎ জগদীশের ভোগ্য; সুতরাং আমার পূজ্য, সেব্য—ইহাই প্রকৃত দর্শন। জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তি আমার ভোগ্য বা সেবক নহে; ভগবানের ভোগ্য, সুতরাং আমার গুরু। এই দর্শনে বন্ধন মোচন হয়।

জগৎ শ্রীজগন্নাথের ভোগ্যভূমি, জীবের ভোগ্যভূমি নহে। সকল জিনিষেরই মালিক একমাত্র শ্রীভগবান্। স্থাবর-জঙ্গম সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিলাসের উপকরণ না জানিতে পারিলেই কুবিচার আসিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ প্রবল হয়। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ না হইলে প্রকৃত দর্শন হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্বন্ধে ভগবদ্দর্শন না হইলে জাগতিক সম্বন্ধ-জন্য ভোগ বা ত্যাগের বিচার আসিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করে। শ্রীগুরুসম্বন্ধ-দর্শন ব্যতীত ইতরদর্শনে আবৃতকৃষ্ণ বা বিশ্বদর্শন। অনাবৃত-কৃষ্ণদর্শনই বৈকুণ্ঠ-দর্শন। অনর্থ যতই নিবৃত্তি হয়, ততই দর্শন সুষ্ঠু হইয়া থাকে। বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সে সকল সেবাবিস্মৃত জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজভোগ্য জ্ঞান করায়, কিন্তু দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐগুলি কৃষ্ণভোগ্য অর্থাৎ সেব্য। জগতের প্রত্যেক বিষয়কে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত জানাই যুক্তবৈরাগ্য। ভক্ত যেরূপে জগৎ দর্শন করেন,

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥

তাহাতে তিনি পৃথিবীর বস্তুতে লুব্ধ নহেন। চিদানন্দবিগ্রহাশ্রিতরূপে জগদ্দর্শনই প্রকৃত আস্তিক্য দর্শন, সুদর্শন, বাস্তবদর্শন।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—(পার্শ্বস্থিত প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) সেই ভিত্তি (প্রাচীর) যখন আমাকে দেখাইবে, তখনই আমি তাহার রূপ দেখিতে পাইব। এও কি হয়! আমিই ত' প্রাচীরের দ্রষ্টা, প্রাচীর ত' কখনই আমার দ্রষ্টা নহে, ইহা ত' সকল বুদ্ধিতেও বুঝি; কিন্তু তিনি কখনই ঐরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। যে-কাল পর্য্যন্ত আমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি রূপ-সাহায্যে দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিব, সেইকাল পর্য্যন্তই আমি জড়ের দ্রষ্টা বা ভোক্তা—সেইকাল পর্য্যন্ত আমি জড়ের সঙ্গী 'ভবানীভর্ত্তা', আমি শাক্তেয়বাদী; কেননা অচিৎ বা কালপ্রসূত দ্রব্যসাহায্যে অচিৎক্রিয়ার কার্য্যরূপে অচিৎ দৃশ্য বস্তুকেই অচিদ্বস্তুর দ্রষ্টৃরূপে দর্শন করি। অর্থাৎ অচিৎকেই বস্তুর কারণরূপে স্থাপন করি—ইহাই ত' হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির আসুর-ধর্ম্ম। যুগে যুগে, শুধু যুগে যুগেই বা বলি কেন, প্রতি জীবের হৃদয়েই অনাদিবহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন এইরূপ চেষ্টা নিহিত আছে। দৃশ্যবস্তুকে আমার ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য জ্ঞান করিয়া আমি তৃপ্ত হই, মনে প্রকৃত আনন্দলাভ করি, কিন্তু দৃশ্যবস্তু ত' কিছু আনন্দ পায় না—আমার আনন্দে ত তাহার আনন্দাভাব! এখানে আমি অহঙ্কারবিমূঢ় কর্ত্তা, অণুচৈতন্যের ধর্ম্ম শ্রদ্ধা বা প্রণিপাত বিসর্জ্জন দিয়া দ্রষ্টা বলিয়া অভিমানী! দেওয়াল যখন দেখাইবে তখন আমি দেখিব—তাহা হইলে দেওয়ালই আমার দর্শনের পরিচালক। পরিচালক বস্তুকে ত' আমার ইন্দ্রিয়সাহায্যে স্বেচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারি না। পরিচালক, বিভু, বস্তুমাত্রের ধর্ম্ম উহা নহে, তিনি কখনও কাহারও দ্বারা তাহার কোন ইন্দ্রিয়সাহায্যে গঠিত বা পরিচালিত হন না—তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিমত্তা বা স্বতঃকর্তৃত্ব বর্ত্তমান। দেওয়াল যদি পরিচালকই হন, তাহা হইলে তিনি কখনও দেওয়াল-শব্দবাচ্য নহেন। হরিবিমুখগণ জগতে ভোগবুদ্ধিচালিত হইয়া যে ইন্দ্রিয়ভোগ্যজ্ঞানে যে সব সংজ্ঞা বস্তুকে দেওয়া হয়, ব্যাপক বা বিভু বা বিষ্ণুর সেবকগণ বস্তুকে বিভুরই তদীয় বৈভবজ্ঞানে ঐরূপ সংজ্ঞা দিলেও উহাকে হরিবিমুখের ন্যায় ভোগ্যজ্ঞান করেন না। শ্রীপ্রহ্লাদের হরিভজন ছিল, তাই তিনি স্ফটিকস্তম্ভ—যাহা হিরণ্যকশিপুর নিকট ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য পরিচ্ছেদ্য বস্তুরূপে ছিল, তাহাকে তিনি স্ফটিকস্তম্ভরূপী জড়বস্তু না করিয়া তাহা বিভু বা বিষ্ণুবস্তুজ্ঞানে 'বাসুদেব' বাক্যে সংজ্ঞিত করিলেন। হরিবিমুখগণ প্রত্যেক বস্তুকে নিজ প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্দ্দেশ করেন—"ইদম্ বা এই"; হরিসেবোন্মুখগণ শুদ্ধ চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে উহাদিগকে নির্দ্দেশ করেন "ঈশাবাস্য" অর্থাৎ আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিভু ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণুবৈভব। বক্রদর্শন বা সুদর্শন এবং অচিৎ বা কুদর্শনের মূলে এই পার্থক্যের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য হয় না বা হইতে পারে না—পরস্পরের গতি বিভিন্নমুখিনী। যতদিন জীবের অনাদি-বহির্ম্মুখতা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এরূপ পার্থক্য থাকিবে। জীবের অনাদিবহির্ম্মুখতা চৈতন্য সদ্গুরুর চেতনময়ী কীর্ত্তনবাণীতে দূর হইলে জীব-হৃদয়ের একমুখী চেষ্টা বা সুদর্শন দেখা যাইবে।

আমাদের নিকট যে কোন বস্তু আসুক, কৃষ্ণের সঙ্গে তাহার যোগসূত্র দেখিতে হইবে। এই রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ সাধারণ শ্রীভগবান্। পরন্তু-প্রসাদে ভক্তের দর্শনে এস্থান শ্রীভগবানের বিলাসক্ষেত্র, ভোক্তার বিলাসক্ষেত্র নহে। শ্রীভগবান্ ভক্তের সহিত নিত্যকাল বিলাসপরায়ণ। শ্রীভগবানের নিত্যবিহারস্থলীর বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ এই প্রপঞ্চ বহির্ম্মুখ লোককে প্রলোভিত করিয়া বড়িশবিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় তাহাদের বিনাশসাধন করে। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের কৃপায় জানিতে পারেন যে, এই জগতের কোন বস্তুই তাঁহাদের ভোগের বস্তু নহে, মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় যে যে বস্তু তাঁহাদের ভোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে, সেগুলি কেবল তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া চরমে তাঁহাদের অমঙ্গল সাধনের জন্যই। সমগ্র বস্তুই শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের বিলাসসামগ্রী এরূপ দিব্যজ্ঞান যদি কোন কৃষ্ণভক্তের কৃপায় লাভ হয়, তাহা হইলেই জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। যে দিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন বাসুদেবময় জগদ্দর্শন করিতে শিখিবেন, সেদিন আপনাদের এই বিশ্বস্বরূপেই গোলোকদর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন। কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুনসৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে, তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রতধর্ম্মের হাত হইতে ছুটী পাইবেন।"

যাঁহারা সর্ব্বদা হরিসেবাপরায়ণ, যাঁহারা বস্তুর স্বরূপদর্শনে সমর্থ, তাঁহারাই "যাহা নদী দেখে, তাহা মানয়ে কালিন্দী", তাঁহারা বৃক্ষে উত্তম ফল, স্রোতস্বিনীতে নির্ম্মল সলিল, বনরাজিতে প্রস্ফুটিত কুসুম, উদ্যানে স্নিগ্ধ গন্ধবহ প্রভৃতি যাহা কিছু দর্শন ও অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহারা নিরন্তর ভোগোন্মুখ ব্যক্তির ন্যায় আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বা ভোগবুদ্ধি না করিয়া ঐসকল বস্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিতেছে দেখিয়া উল্লসিত ও আনন্দিত হন এবং "কৃষ্ণের সর্ব্ব শেষ ভক্ত আস্বাদয়"—এই জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট আস্বাদন করেন।

এই জগতে সুখের ছায়া আছে, কিন্তু বাস্তব-সুখ নাই। এখানে সুখের পরই দুঃখ আসে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত অন্যত্র কোথায়ও সুখ নাই! সেইজন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণের হইয়াছেন, যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই সুখ পান, অপরে পায় না। শ্রীভগবান আশ্রয়, আর জীব আশ্রিত। শ্রীভগবান আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট। এই আশ্রয়, আসক্তি, প্রীতি, অনুরাগ, ভক্তি বা সেবাই জীবের ধর্ম্ম। ভগবৎপ্রীতি বা ভগবদনুরাগ ব্যতীত দেহ-গেহপ্রীতি প্রভৃতি সকলই সংসারবন্ধনের কারণ। শ্রীভগবানে যাঁহার প্রীতি আছে, তিনি ভগবৎসম্বন্ধে সকল বস্তুর সহিত প্রীতি করেন। এজগতে দেখা যায়—যেমন, পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সম্বন্ধেই স্বামীর পিতা, স্বামীর মাতা, স্বামীর ভ্রাতা, স্বামীর ভগ্নী, স্বামীর বন্ধু, স্বামীর দেশ, স্বামীর গৃহ, স্বামীর বসন-ভূষণ, এমন কি, স্বামীর গৃহের তৃণমৃত্তিকা প্রভৃতির প্রতিও প্রীতি করিয়া থাকেন এবং সকল বস্তুকেই স্বামীর বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহেন। আবার স্বামীর মাতা-পিতা তাঁহার স্বামীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট বলিয়াই পতিব্রতা স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্টা; পক্ষান্তরে ব্যাভিচারিণী স্ত্রীতে সেরূপ পতিপ্রীতির অবধি নিদর্শন নাই। কৃষ্ণপ্রীতিরহিত হইয়া বাহ্য জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণনিষ্ঠাময়ী।

জগতে জীবের কোন ভোগ্যপদার্থ নাই। জীবের স্বরূপগতভাবেই ভোক্তৃত্ব নাই। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস; কৃষ্ণাধীনতাই তাহার সহজবৃত্তি। জীব স্বয়ংই ভোগ্য—ভোক্তা নহেন। সকল বস্তুই শ্রীভগবানের ভোগ্য জীবও ভোগ্য। শ্রুতি বলেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই বিশ্বে যাহা কিছু ভোগ্যপদার্থ, তাহা সমস্তই শ্রীবিষ্ণুর ভোগ্য। অতএব শ্রীবিষ্ণুরই পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুভোগ্যপদার্থরূপে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত জীবের জীবন ধারণ করা উচিত। "আমি কৃষ্ণদাস, আমি শ্রীভগবানের ভোগ্য পদার্থ, আমি ভোক্তা নহি, সকলেরই ভোক্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ"—এই দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইলেই জীব বিশ্বে নিজভোগ্য কোন পদার্থ দেখিতে পান না, সর্ব্বত্রই 'ঈশাবাস্য' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু দর্শন করেন, সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের বিচরণভূমিকা অর্থাৎ বৃন্দাবন দর্শন করেন। এই দর্শনই সুদর্শন, শুদ্ধ-দর্শন, চিদ্দর্শন।

জগৎকে ভোগচক্ষে দেখিতে গেলে মনে হয় জগতের সমস্ত বস্তুই আমাদের জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের উপকরণ—ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা সমস্তই আমাদের সুখসাধক। হরিভজন না করিলে জগতের একটি তৃণও গ্রহণ করিবার আমার অধিকার নাই। যাঁহারা ইহ জগতের কোন বস্তু চাহেন না, তাঁহারাই বিচার করেন—এই জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আমাদিগকে চিরকাল সুখ দিতে পারে। এই পৃথিবীতে নিত্য-সুখদ কোন বস্তু নাই। ইহা বদ্ধজীবের কারাগার। শ্রীভগবান বলেন 'এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ সাজাইয়া রাখিয়াছি, তোমাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য নহে, পরন্তু দুঃখটা অপসারণীয়, ইহা শিক্ষা দিবার জন্য—নিত্য প্রার্থনীয়সুখ, নিত্যবরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।

জগৎ আমাদের পরীক্ষার স্থল। জগৎ জগন্নাথ শ্রীভগবানের ভোগভূমি, জীবের ভোগ্যভূমি নহে। এজগতের প্রত্যেক বস্তুরই যখন একজন মালিক আছেন, তখন আমি তাঁহার অনুমতি না লইয়া কিছু গ্রহণ করিতে পারি না। সকল বস্তুর শ্রীভগবানই একমাত্র ভোক্তা ও দ্রষ্টা। ঈশবিমুখ জীব বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুকে নিজভোগ্য কল্পনা করিতে চায়। বিশ্বকে ভোগ্য মনে করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। একমাত্র ভোক্তা শ্রীভগবানের ভোগ্য ও দৃশ্য হইতে পারিলেই জীবের পক্ষে মঙ্গল। যিনি বিশ্বকে সেব্যরূপে দর্শন করেন, তাঁহারই নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণসেবা হয়। শ্রীভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধিরূপে দেশ, কাল ও পাত্র-দর্শনই প্রকৃত দর্শন, বাস্তব-দর্শন, সুদর্শন।

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা বা কৃষ্ণৈক শরণাগতিই ভক্তির লক্ষণ ইহাই চেতনের নিত্যস্বভাব। এই গুণ যাঁহার আছে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় যাঁহার চেতন বিকশিত হইয়াছে, তিনি সমস্তগুণের অধিকারী। যাঁহার এই শরণাগতি গুণটী নাই, তাঁহার কোন গুণই নাই। জগতের লোক অনেক গুণ দেখাইতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনও সাধুগুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে বা কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে না। কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণের সঙ্গী, কৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না। 'সঙ্গ' অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে গমন অর্থাৎ খাপে খাপে মিলিয়া যাওয়া। কৃষ্ণৈকশরণ বা কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তি কৃষ্ণোন্মুখ। যেখানে নিজেকে কৃষ্ণাশ্রিত বলিয়া জ্ঞান, সেখানে কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখতা ও তজ্জন্য ব্যগ্রতা আছেই। জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা থাকিলে আর কৃষ্ণের শরণ লওয়া যাইবে না। অকিঞ্চনই কৃষ্ণৈকশরণ। অকিঞ্চন ত্যাগীও নহেন, আবার ভোগীও নহেন, তিনি প্রাকৃত দরিদ্রও নহেন, তিনি কৃষ্ণসেবাপর। জাগতিক বস্তুর দিকে লক্ষ্য থাকিলে আর শ্রীভগবানের প্রতি টান থাকিবে না।

কৃষ্ণৈকশরণ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও শরণ গ্রহণ করেন না, কাহারও সাহায্য চাহেন না। দীনতারণ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেই দীনের রক্ষক, পালক ও বান্ধব। কাঙ্গালের ঠাকুরকে কাঙ্গালই পায়। যাঁহার কেহ নাই বা কিছু নাই, কৃষ্ণ তাঁহারই। যাহার কিছু আছে, কৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে বহু দূরে। যেখানে কৃষ্ণৈকশরণতা, সেখানে গুরুকৃষ্ণে আপনজ্ঞান স্বাভাবিক। হরিবিমুখ জীবের ভগবন্নির্ভরতা বা কৃষ্ণৈক-শরণতা সুদুর্লভ হইলেও সাধুসঙ্গফলে জীবের এই মূল গুণ বা স্বরূপলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং সাধুসঙ্গ করিতে করিতে নিজেকে সম্পূর্ণ কৃষ্ণাশ্রিত বলিয়া জানিতে পারেন।

গুরুদেবতাত্মা বা গুরুদেবৈকশরণই কৃষ্ণৈকশরণ। যিনি শ্রীগুরুনিত্যানন্দকে একমাত্র আশ্রয় বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছেন, গুরুকৃষ্ণকে যন্ত্রী ও নিজেকে যন্ত্র জানিয়া যন্ত্রীর ইঙ্গিতে তাঁহার কিঙ্করাভিমানে তাঁহার আদেশপালনে রত আছেন; যিনি নিজের জন্য চিন্তা করেন না, পরন্তু গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চিন্তায় বিভোর থাকেন, সেই নিষ্কপট গুরুদাসই কৃষ্ণৈকশরণ। তিনি জানেন—পালক কৃষ্ণ। কৃষ্ণ সর্বক্ষণ রক্ষা করিতেছেন, গুরুকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্বক্ষণ চালাইতেছেন—এই উপলব্ধি তাঁহার আছে। তিনি অভ্রান্ত।

অশোক-অভয়-অমৃতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ও কার্ষ্ণপাদপদ্মই সকল জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই আশ্রয় ছাড়িলেই যত বিপদ্‌, যত অসুবিধা। সকল আশ্রিতের একমাত্র আশ্রয়—সকল দরিদ্রের একমাত্র অমূল্য ধন—সকল প্রাণীর একমাত্র প্রাণ—সকল পতিতের পাবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকার্ষ্ণ-পাদপদ্মে যিনি চির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত শরণাগত, আর বাদবাকী সকলেই নিরাশ্রয়—অশরণাগত।

যেখানে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের ব্যক্তিত্বের সম্মান বা আদর নাই, সেখানে শুদ্ধভক্ত মৌনাবলম্বন করেন। যাহারা গুরুবৈষ্ণবকে আপনজ্ঞান করে না, তাহাদের সঙ্গ আমাদের দরকার নাই। যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবকে আপনজ্ঞান করেন, প্রীতি করেন, তাঁহাদের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। আমাদের সেই হৃদয়-বন্ধুগণকে চেনা দরকার। সাধুগুরু আমাকে স্নেহ করেন, আপনজ্ঞান করেন, এইটুকু জানাই শেষ কথা নহে; আমি তাঁহাদিগকে কতটা ভালবাসি, আপনজ্ঞান করি, স্নেহপ্রীতি করি, এই চিন্তা থাকা দরকার। আমাদের প্রতি সাধুগুরুর স্নেহ, সদয় ব্যবহার, ক্ষমা প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের মমত্বাভাস আসিতে পারে, কিন্তু যতদিন তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত চিনিতে না পারিব, ততদিন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে আদর করিতে বা বন্ধু বলিয়া জানিতে পারি না। সেবোন্মুখ সাধুর সাধুত্ব, গুরুর গুরুত্ব বুঝিতে পারেন। দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকাকালে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে আপনজ্ঞান হইবে না। আবার গুরুবৈষ্ণবভগবানে আপনজ্ঞান না হইলেও দেহাত্মবুদ্ধি যাইবে না। যত সম্বন্ধজ্ঞান হবে, ততই সাধুগুরুতে আপনজ্ঞান হইবে

প্রীতির সন্ধান করা চেতনের স্বভাব বা ধর্ম। চেতনমাত্রেই প্রীতি বা আনন্দ চায়। প্রীতিলাভের জন্য সকলেই ব্যস্ত। প্রীতি চায় না, এমন কেহ নাই। এজগতে দুই-প্রকারের লোক দেখা যায়। একজন অনিত্য প্রীতি অনুসন্ধান করে, আর একজন নিত্যপ্রীতির সন্ধানে ব্যস্ত। হরিবিমুখজন-গণ অনিত্যসুখলিপ্সু, আর সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখের জন্য উদ্‌গ্রীব। একজন স্বসুখ-কামী, আর একজন কৃষ্ণসুখান্বেষী। অভক্তের অনিত্যবস্তুর প্রতি আদর, আর ভক্তের কৃষ্ণকার্ষ্ণের প্রতি প্রীতি ও সমাদর। ভক্ত কৃষ্ণসুখ বা নিত্যপ্রীতির বাধক যাবতীয় অভক্ত দুঃসঙ্গকে ত্যাগ করেন, কিন্তু অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্য প্রীতির আশায় ত্যাগ করিতে পারে না। হরিবিমুখের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকায় সাধুগুরুকে বন্ধু বলিয়া মনে হয় না। দুঃসঙ্গ ছাড়িতে না পারার জন্যই অনিত্যের প্রতি অভিনিবেশ থাকে। অসতের প্রতি প্রীতি থাকিলে জীব কখনই কৃষ্ণোন্মুখী হইতে পারে না। দুঃসঙ্গফলে স্বেন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাই প্রবল হইয়া উঠিবে। সুতরাং অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গে নিরন্তর হরিকীর্তন করিতে হইবে, ভগবৎপ্রিয় ভক্তের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদের কৃপা হইলেই শ্রীভগবানের কৃপা পাওয়া যাইবে ও তাঁহাদের প্রতি প্রীতি হইবে।

যেখানে প্রভু, সেইখানেই ভৃত্য। ভৃত্যহীন প্রভু হইতে পারেন না। ভৃত্যের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ নিত্য এবং প্রভুসেবাও নিত্য। প্রভুর সুখানুসন্ধান ব্যতীত নিষ্কপট ভৃত্যের অন্য কোন প্রার্থনা নাই। যিনি নিজের সর্ববিধ স্বতন্ত্রতা ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া নিষ্কপটে শরণাগত হন, শ্রীভগবান্‌ও সেই শরণাগত ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন।

বাজেকথা বলা যত বন্ধ হইবে, ততই মঙ্গল। নিরন্তর অপ্রাকৃত শব্দানুশীলন হওয়া উচিত। নিরন্তর শব্দানুশীলন না হইলে বাক্যবেগ দমিত হইবে না। বাক্যবেগ দমিত না হইলে কৃষ্ণবিস্মৃতি বা সংসার অবশ্যম্ভাবী। শরণাগতির পথই বাঁচিবার পথ।

প্রীতির বস্তু একমাত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্‌। অপরের সঙ্গ আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। যাহারা আমাদের মত অনেক কিছু চায়, তাহাদের তর্পণ করিতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের সুখবিধান করা যায় না। গুরুবৈষ্ণবের বাণী ও উপদেশ আমাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাতে উদাসীন হইলে বিপদ্‌ অবশ্যম্ভাবী। অন্যাভিলাষ থাকিলে গুরুবৈষ্ণবের আদেশ ঠিক ঠিক পালন করা যায় না। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌—এই তিনজনই মঙ্গলময়। তাঁহাদের প্রতি যত অভিনিবেশ হইবে, ততই মঙ্গল। অন্যের প্রতি অভিনিবেশ মঙ্গলপথের কণ্টক। অসতের প্রতি অভিনিবেশ সৎবিস্মৃতি বা সদুপদেশের প্রতি উদাসীনতা। প্রীতি বা দ্বেষ উভয়ের দ্বারাই বস্তুবিশেষে অভিনিবেশ আসে। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ জাগতিক কোন বস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি বা দ্বেষ করেন না। তাঁহারা আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ধার ধারেন না। হরিবিমুখ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সতের সঙ্গ করিতে হবে। সাধুর সতেই প্রীতি, অসতে তাঁহার প্রীতি বা দ্বেষ অর্থাৎ অভিনিবেশ নাই। তিনি কৃষ্ণকার্ষ্ণনিষ্ঠ।

সর্বক্ষণ নিজেকে দীন, হীন, কাঙ্গাল, পতিত, সেবাবিমুখ বলিয়া জানিতে পারিলে, নিজের হরিসেবারাহিত্য উপলব্ধির বিষয় হইলে অন্য ব্যক্তির দোষ আর চোখে পড়ে না। নিজেকে ভাল বলিয়া অভিমান থাকিলে নিজের দোষ চোখে পড়ে না এবং অপরের দোষ দর্শনে আসে। কর্তাভিমানী দাম্ভিক ব্যক্তি লোকের গুণ গ্রহণ করিতে পারে না। সর্বক্ষণই নিজের দোষ দেখিতে হইবে। তবেই আর পরের দোষ দেখিতে হইবে না। আমি ত' কেবলই দোষী. আমার গুণ কোথায়? ইষ্টদেবের প্রতি যখন আমার প্রীতি নাই, তখন আমার আর গুণ কি আছে? আমার মত ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, অদৃশ্যই বা আর কে আছে? এরূপ ঘৃণ্য, পতিত আমার পক্ষে কাহারও দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিতে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায়

কাহারও প্রশংসাও করিতে হইবে না, কাহারও নিন্দাও করিতে হইবে না। কেবল সর্বক্ষণ নিজের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কে হরিভজন করিতেছে, না করিতেছে, তাহার সমালোচনা করা আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি করিতেছি কি না, ইষ্টদেবের প্রতি আমার প্রীতি হইতেছে কি না, স্বতন্ত্রতা, দাম্ভিকতা কমিতেছে কি না, শরণাগতি আসিতেছে কি না, হৃদয়ে কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে কি না, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই প্রয়োজন। আমি হরিভজন করিতে চাহিলে আমাকে সাহায্য করার লোক আমার চোখে পড়িবেই।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত সাধুগুরুর আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণই সাধুর প্রাণ, জীবন, ভূষণ। সাধুসঙ্গ করা মানে সাধুর নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে গ্রহণ করা। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ এই সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে—অতি প্রিয়পাত্র হইতে না পারিলে সাধুর হৃদয়দেবতা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না। সাধুকে সুখী করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি অতি সহজ, নতুবা অসম্ভব। তাঁহাকে আপন জানিয়া সর্বক্ষণ তাঁহার শুভেচ্ছার অনুসরণ করাই একমাত্র কাজ। সাধুগুরুর ভজনপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হবে। তাঁহাদের কথা বুঝিবার ও হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কৃপাভিক্ষামুখে সতত চেষ্টা করিতে হবে। তাঁহারা যে ভূমিকায় দাঁড়াইয়া সেবা করেন, সেই ভূমিকায় যাইবার জন্য সর্বদা চেষ্টান্বিত থাকিতে হইবে। সর্বক্ষণ ব্যাকুলভাবে—আর্তহৃদয়ে প্রভুকৃপাপ্রতীক্ষায় না থাকিলে কৃপা পাওয়া যাবে না। আমরা কৃপা-লাভের জন্য আসিয়াছি, কিন্তু কৃপালাভের জন্য ব্যগ্রতা কোথায়?

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—·::(*)::·—

আসামের লীগ রাজনীতি

গত ১৫ই মে :—আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক জানাইতেছেন, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান ও চৌধুরী খালিকুজ্জমান প্রমুখ লীগ নেতারা এখানে উপস্থিত হইয়া যে সকল রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন তাহার ফলে আসামের মুসলিম লীগ রাজনীতিতে একটি বড় রকমের পরিবর্ত্তন আশা করা যাইতেছে। যে সকল সমস্যা লইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ বাদ-বিতণ্ডা চলিয়াছে, সেগুলির চূড়ান্ত সমাধানের জন্যই লীগের নেতৃদ্বয় এখানে আসিয়াছেন।

রাত্রিতে প্রাদেশিক লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা আহূত হইয়াছিল, কিন্তু উহা শেষ হয় নাই এবং আরও কিছু-কাল উহা চলিতে থাকিবে।

লীগের দুইজন বিশিষ্ট নেতা এসকল আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

আসামের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের মতামত অবগত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া লীগের উক্ত দুই নেতাই বাস্তববাদী হইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

বহিরাগতগণকে জমি বন্দোবস্ত দিবার কঠিন সমস্যাটি সম্পর্কে তাঁহারা নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে।

ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে বহিরাগত মুসলমান সমাজের নেতারা এবার পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন। অথচ এ পর্য্যন্ত প্রদেশের লীগ রাজনীতির গতি তাঁহারাই নির্দ্ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। সকল দিক হইতে এ আভাসই পাওয়া যাইতেছে যে, আসামের লীগ রাজনীতি এবং বহিরাগতদের সমস্যা সম্পর্কিত রাজনীতির মধ্যে এতদিন যে সাদৃশ্য ছিল, উহার অবসান ঘটিয়া উহারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে চলিয়াছে।

আসাম লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবদুল হামিদ খান ঐ সভায় নিজের অদৃষ্টের কথা আলোচনা করিয়া দুঃখ করিয়া-ছেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই ভাবাবেগের অপেক্ষা বাস্তব বুদ্ধিকে ঊর্দ্ধে স্থান দিতে চাহিতেছেন। এমন কি লীগ মহলেও আজ একথা স্বীকৃত হইতেছে যে, আসামের মূল অধিবাসীদের রিজার্ভ পশুচারণ ভূমিতে এমন কতকগুলি স্বার্থ রহিয়াছে যাহা অস্বীকার করা চলে না এবং ভূমিহীন বহিরাগতগণের সম্পর্কে দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের অনুরোধ জানাইয়াও সে স্বার্থকে উপেক্ষা করা চলে না।

লীগের প্রগতিশীল দল মনে করেন যে, এমন এখন সময় উপস্থিত যখন অসমীয়াদের ভূমির উপর অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। লীগ হাই কম্যাণ্ডও তাঁহাদের এই মনোভাবই সমর্থন করিতেছেন। অসমীয়াদের মনোভাবকে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গিয়া এমন এক কার্য্যপন্থা উদ্ভাবন করা প্রয়োজন যাহাতে বহিরাগতগণের জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার ব্যাপারে বা বে-আইনী দখল হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদের ব্যাপারে, তাঁহাদিগকে অতি সামান্য ক্লেশই ভোগ করিতে হইবে।

জমি বন্দোবস্ত সমস্যার এই প্রগতিমূলক সমাধানের পটভূমিকায় লীগের নেতৃদ্বয় আসামের সমগ্র রাজনীতির পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন।

লক্ষ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী

১৭ই মে—মালংসপুরের নিকটে বাগ্‌-ষ্টান নামক এক ক্ষুদ্র সহরে পুলিশ সৈন্যরা স্বর্ণ অলঙ্কার, ডলার আসবাবপত্র ও মল্যবান কম্বল বোঝাই ৫০টি গাড়ী আটক করিয়াছে। ঐ দ্রব্যগুলির মূল্য সর্ব্বসাকুল্যে কয়েক লক্ষ ষ্টার্লিং হইবে বলিয়া বিশ্বাস। অগ্রসর সামরিকদের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য হাঙ্গেরীর অর্থসচিব ঐগুলি প্রেরণ করিতেছিলেন

তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের সুখসুবিধা

জানা গিয়াছে যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধার্থে ৯৬ জন যাত্রী বসিবার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে প্রতি কামরায় ৭০ হইতে ৭৫ জন যাত্রী বসিবার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতি ১২ জন যাত্রীর জন্য একটি করিয়া পায়খানার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত দীর্ঘ আসনগুলির পরিবর্ত্তে আসন-গুলি পাশাপাশিভাবে সাজান হইবে।

ভারতের নূতন অর্থ-সচিব

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক বিশেষ ঘোষণায় প্রকাশ, গত ১০ই এপ্রিল স্যার আর্চিবল্ড রোলাণ্ডস্ অর্থসচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার সুলতান আহমদ বড়লাটের শাসন-পরিষদের সহ-সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ২ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৯শে মে ইং ১৯৪৫, মঙ্গলবার } ৬৩-৬৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ ত্রিবিক্রম, শ্রীশ্রীগৌরাব্দ, ৪৫৯

জীবন আদর্শ আচরণময় হওয়া উচিত

—::(:●:)::—

হরিভজনকারীর জীবন আদর্শ আচরণময়। হরিভজনকারী প্রত্যেকেরই জীবন প্রকৃত আচরণময়। আচরণময় জীবন যাঁহার নাই, তিনি হরিভজনকারী নহেন। বাস্তব-হরিভজনকেই আচরণ বলে। প্রকৃত আত্ম-মঙ্গলকামী আচরণশীল; তিনি নিজের ও পরের বাস্তব-মঙ্গলের জন্য যত্নশীল। যিনি আচারবান্ নহেন, তিনি নিজের বা অপরের কাহারও প্রকৃত মঙ্গলবিধান করিতে পারেন না। আচরণহীন ব্যক্তি প্রাণহীন শবের ন্যায়। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ চেতন বা প্রাণ নহে, আচরণই প্রাণ। শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ। অশরণাগত ব্যক্তি মৃত। মৃত হরিভজন করিতে পারে না। জীবন্তই হরিভজন করিতে পারেন। জীবন্তই অমৃতের সেবা করিতে পারেন। বাস্তব-শরণাগতিময় জীবন যাহার নাই, তিনি যতই হরিভজনের প্রয়াস ও প্রযত্ন করুন, তাঁহার চেষ্টা বিফল হইবে। শরণাগতের প্রত্যেক কার্য্যই ইষ্টদেবের পরিতোষণে হয় বলিয়া তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই সেবা। হরিভজনের কথা কেবল শুনা ও শুনানার কার্য্য মাত্র নহে, তাহা অনুভবযোগ্য। এই অনুভব যাঁহার নাই, তিনি সেবক নহেন, তাঁহার সেবার অভিনয় বৃথা। শরণাগতিতে অনুভব হয়, স্পর্শ হয়। অনুভবের সহিত যে ইষ্টদেবের সেবা, তাহাই প্রকৃত আচরণ। প্রকৃত আচরণময় বা অনুভব-যুক্ত ভক্তি যাঁহার নাই, তিনি প্রকৃত সেবক হইতে পারেন নাই; তাঁহার আচরণ বা অনুষ্ঠান নিজের বা অপরের বাস্তব মঙ্গল প্রদান করিতে পারে না। যাহার আচরণ নাই, অথচ খুব কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতা আছে, তাহার সেই যোগ্যতা ও কার্য্য-দক্ষতার কোন মূল্য নাই। আচরণশীলের প্রাকৃত যোগ্যতা ও দক্ষতা কম থাকিলেও বা না থাকিলেও তাঁহার সেই আচরণই শত শত জীবের প্রাণসঞ্চার করিতে পারে। আচরণের মধ্যে চিদ্বল-সঞ্চারিণী বৃত্তি আছে।

যিনি আচরণ করেন, তিনি কথা না বলিলেও তাঁহার আচরণই কোটি জিহ্বায় কীর্ত্তন করেন। আচরণশীলের নিকট সেবোন্মুখচিত্তে উপস্থিত হইবামাত্র অন্যাভিলাষসমূহ সঙ্কুচিত, তিরস্কৃত ও হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হয়। আচরণশীলের আচরণের মধ্যে এমন এক শক্তি আছে, যাহা নিকটস্থ সেবোন্মুখ জীবের চিত্তকে জোরপূর্ব্বক ইষ্টদেবের প্রতি আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। আচরণ-শীল অধিক কথা না বলিয়াও অপরকে শাসিত করিতে পারেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অদ্বিতীয়। পারমার্থিক আচরণশীল দীন হীন কাঙ্গালের নিকটও জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, কুলীন, ধনী, মানী ও রূপবানের কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না। আচরণশীলের আচরণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর হৃদয় আগ্রহযুক্ত হয়। আচরণের শক্তি বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্রগামিনী, তেজস্বিনী, আলোকময়ী ও মহীয়সী। যাঁহার আচরণ আছে, তাঁহার হৃদয় শ্রীবলদেবের বলে বলীয়ান্, তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় নিত্য উদ্ভাসিত।

ফলকামনা-পরিত্যাগ, অভীষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী আবেশ ও দৈন্য যাহার নাই, তাঁহার পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। এই তিনটী যাহার জীবনে আচরিত হইতেছে, তিনিই আচারবান্। প্রকৃত আচরণ যাহার নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে সরাগ বলিয়াছেন।

> বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ
> পরিকীর্ত্তিতঃ।
> সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং
> হৃদ্ন সংস্পৃশেৎ ॥
> উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং
> করোতি চ।
> অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায়
> তদ্ভবেৎ ॥

বক্তা সরাগ ও নীরাগ ভেদে দ্বিবিধ। সরাগ-বক্তার আচরণ নাই। সরাগ অর্থাৎ আচরণহীনের বাক্য কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না। অনাচারী লোলুপ ও কামী। যিনি লোককে উপদেশ করেন, কিন্তু উপদিষ্ট-বাক্য নিজজীবনে আচরণ করেন না, তাঁহার উপদেশ শুনিয়া লোকের কোন মঙ্গল হয় না। উপদেশকারীর উপদিষ্ট বাক্যগুলি সর্ব্বপ্রথমে নিজজীবনে পরীক্ষা হওয়া উচিত। পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ দিতে গেলে সেই উপদেশে জগতের অমঙ্গল হয়।

অশরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ে বল নাই। অন্যাভিলাষী ও অন্যাপেক্ষাযুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই দুর্ব্বল। তাহার মুখ হইতে কখনও বীর্য্যবতী বাণী প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহার কথায় সুতীক্ষ্ণতা নাই। তাহার ভাসা ভাসা কথা প্রাণহীন। আচরণহীন ব্যক্তি অন্তরে চেতনের কোন সাড়া বা অপ্রাকৃত রাজ্যের কোন ইঙ্গিত পায় না। তাই তাহার কথায় কোন শক্তি নাই। আচরণ-শীলের এক একটী কথা দুর্ব্বলকে সবল করে, নিরুৎসাহীকে উৎসাহী করে, অগতিকে গতিশীল করায়। কোন সরাগ বক্তার মুখে উপদেশপ্রাপ্তির বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি কেহ সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধান অথবা শুদ্ধভক্তিপথে প্রবেশও করেন, অথচ ঐ উপদেষ্টার নিজের ব্যক্তিগত কোন আচরণ বা ব্যক্তিগত মঙ্গল দৃষ্ট না হয়, তবে ঐরূপ ব্যক্তিকে কখনও "শ্রবণগুরু" বা "বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু" মনে করিতে হইবে না। জড়াভিনিবেশযুক্ত ব্যক্তি কখনও বর্ত্মপ্রদর্শক-গুরু বা শ্রবণগুরু নহে। তাহার বাক্-চাতুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিলেও সে চিদ্বিলাসানুভবযুক্ত "নীরাগ-বক্তা" নহে বলিয়া তাহাকে 'শ্রবণগুরু' বলা যাইবে না। একমাত্র নীরাগ বক্তাই শ্রবণগুরু। তাঁহার লক্ষণ এই—

> "কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি
> বিষাদবান্।
> শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা
> পরমো গুরুঃ ॥"

কামক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তিও এবং জাগতিক শোকমোহাদিতে বিহ্বল ও ভোগাভাবে দুঃখিতান্তর ব্যক্তিও যাঁহার কথা শুনিয়া জীবনীশক্তি লাভ করিতে পারে, মৃতাবস্থা হইতে চেতনাবস্থা লাভ করিতে পারে, সেইরূপ বক্তাই "পরমগুরু" অর্থাৎ শ্রবণগুরু-পদবাচ্য। লৌকিক শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রবণগুরু হইতে পারে না। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উন্নততরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিই শ্রবণগুরু হইতে পারেন।

অন্তরে দুরন্ত অপরাধ ও বাহিরে পূজাদি আড়ম্বরের প্রদর্শনী থাকিলেও নীরাগ

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥

বক্তার কথা শত শত বার শ্রবণ করিয়াও মঙ্গল লাভ হয় না, জন্মজন্মান্তরের জড়াসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হয় না। ঐরূপ অপরাধী ব্যক্তিগণ সরাগ ব্যক্তিকেই তাহাদিগের পক্ষে মাননসই মনে করিয়া তাহাকেই বহুমানন করে। নীরাগ-বক্তার বাণী তাহাদিগের নিকট যমসদৃশ ভয়ানক। তাহারা নীরাগ-বক্তার বিরোধ ও বিদ্বেষ করিয়া থাকে। নীরাগ-বক্তার আচার-বিচারকে "সৃষ্টিছাড়া" অর্থাৎ সরাগ জগতের সীমার বাহিরের মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে থাকে। নীরাগবক্তার কথা শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়াও অনেকে দুর্দ্দৈবকালে তাঁহার প্রভাবপরাকাষ্ঠা, কৃপা-পরাকাষ্ঠা, ভক্তিবাসনার অসমোর্দ্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তভিত্তিতে হরিভজনের অনুশাসন ও আচরণ কুবুদ্ধিবশতঃ অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়া নিজেকে শত সহস্রবার ধিক্কার দিবার পরিবর্ত্তে নীরাগ-বক্তার উক্তিকেই "সৃষ্টিছাড়া" মুখে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসে। নীরাগবক্তার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া থাকিবার অভিনয় করিয়াও অনেক জীবের এইরূপ দুর্গতি হয়। বিচার-প্রধান চিত্তবৃত্তি লইয়া নীরাগ-বক্তার বাণীশ্রবণের অভিনয় করিতে গেলে কখনও বা আতঙ্কিকতা আসিয়া শ্রোতাকে পাতিত করে, কখনও বা তাহাকে নির্ব্বিশেষ-বিচার-পথে লইয়া যায়। অকৈতবে আন্তরিকভাবে স্বীয় অত্যন্ত অযোগ্যতার অনুভব করিতে করিতে "নীরাগ-বক্তা" বা "শ্রবণগুরু"র উচ্ছিষ্টভোজী—অন্তেবাসী হইয়া ও কায়মনোবাক্যে অমায়ায় তাঁহার অনুবৃত্তি করিলে নীরাগবক্তার অসমোর্দ্ধ কৃপালুতা অনুভব করা যায়; তখন আর নীরাগ-বক্তাকে ভয়ানক দণ্ডধৃক্ শাসকরূপে না দেখিয়া নিত্য প্রভুদেবের কৃপাবতার ও প্রেষ্ঠরূপে দর্শন হয়, তখন তিনি অনিচ্ছুক আমাকে আমার বহির্ম্মুখী ইচ্ছার বিপরীত দিকে প্রবলবেগের সহিত আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার যে ক্লেশ ও অনাক্ত ক্রোধ হইয়াছিল, সেরূপ আত্মঘাত্য-কারিণী চিত্তবৃত্তি আর থাকে না।

নীরাগ-বক্তার আনুগত্যে, আদর্শে নিজজীবনকে বাস্তব আচরণশীল করিতে হইবে। অকপট হরিভজনকারী বাস্তব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কেবল শুভসঙ্কল্প করিয়াই ক্ষান্ত হন না, সেই সঙ্কল্পকে আচরণের মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলেন। কেবল শুভসঙ্কল্প লইয়া দিনপাত করিলে বাস্তব উপকার লাভ করা যায় না। জীবন্ত সাধুসঙ্গে শুভ-সঙ্কল্পকে আচরণে প্রকাশ করিবার জন্য সুযোগ উপস্থিত হয়। শুভেচ্ছাকে বাস্তবতায় পরিণত করিতে হইবে। পার্থিব রাজ্যেও দেখা যায়, ধন বা বিদ্যা লাভ করা উচিত মনে করিয়া কেহ যদি সেই ধন ও বিদ্যালাভের শুভেচ্ছাটুকু মনে মনে পোষণমাত্র করিয়াই নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, বিদ্যা ও ধনাগমের বাস্তব-প্রণালীসমূহের মধ্যে যদি কায়তঃ আত্ম-নিক্ষেপ না করেন, তাহা হইলে যেমন তাঁহার ধন বা বিদ্যা লাভ হয় না, নিশ্চেষ্ট ক্ষুধার্ত্ত মুখবিবরে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য স্বেচ্ছায় প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তি মোচন করে না, সেইরূপ হরিভজনের শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিলেই হরিভজন হয় না। কেবলমাত্র শুভেচ্ছা পোষণ করিয়া হরিভজনের উপযোগী সুদুর্লভ মানবজীবনকে কাটাইয়া দিলে নিত্য মঙ্গল হইবে না। শুভেচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। সত্য সত্য আচারময় প্রচার করিতে হইবে।

অনেক সময় সাধক জীবনের অভিনয়-কারী আমাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা আচার্য্য বা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কেবল কথা শ্রবণ করিয়াই যাইতেছি, হরিকথা শুনিবার সময় বাহ্যদৃষ্টিতে উৎকর্ণও থাকিতেছি, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের মধ্যে কোন স্পন্দন নাই, যেন নিশ্চল, নিথর হিমাচলবৎ। অর্থাৎ যাহা শুনিয়াছি ও শুনিলাম, তাহা আমাদের আচারে, আমাদের বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে স্বাভাবিকী বেগবতী—রাগবতী অনু-প্রেরণা নাই—চেতনের দ্বার যেন রুদ্ধ, শুষ্ক, প্রাণহীন, মৃতবৎ। জাগতিক কার্য্যের জন্য হয় ত' আকাশ পাতাল আলোড়ন করিতে পারি, অদম্য ও অশ্রান্ত উৎসাহের সহিত কার্য্যসাধনার জন্য সমগ্র দেহ, মন, আত্মাকে বলি দিতে পারি, কিন্তু হরিসেবার সহস্র কথা শুনিয়া সহস্র প্ররোচনা লাভ করিয়াও চেতনের কোন স্পন্দন নাই, কেবল যেন চেতনকে আরও অধিকদিন গভীরতর নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিবার জন্য আর গুরুবর্গের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র শুভেচ্ছার রক্ষা-কবচটী সময় সময় বাহির করিয়া বলি, হরিভজনে আমার আন্তরিক অনুমোদন আছে, হরিভজন—ভাল, ইহা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত, ইহা আমি বুঝি ও ইহা মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যতঃ হরিভজন করি না, আত্মনিক্ষেপ করিতে চাহি না, গোপ্তৃত্বে বরণ বা শরণাগতির কথাগুলি মৌখিক স্বীকার করিয়াও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা করিতে পারি না, সেবাই যে প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-কৃপা, এই কথা বুঝিয়াও বুঝি না। অনেক সময় শুভেচ্ছা পরোপদেশে পাণ্ডিত্য-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আমার ব্যক্তিগত মঙ্গল-রবিকে রাহুগ্রস্ত করিয়া ফেলে।

শুভেচ্ছা দুর্ব্বলতা, আর সেবা—সবলতা। শুভেচ্ছা স্বপ্ন, আর সেবা সিদ্ধি। শুভেচ্ছা অনেক সময়ই কল্পনা, আর সেবা বাস্তববস্তু। শুভেচ্ছা অনেক সময় ভাবের ঘরে চুরি করিয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, আর বাস্তব-সেবা ঐ সকল কপটতা সরাইয়া দিয়া নিত্য মঙ্গলের পথে অভিসার করাইয়া থাকে। শুভেচ্ছা জনরঞ্জনরূপ অনর্থের সৃষ্ট একটী কৌশলমাত্র, আর বাস্তব-হরিসেবার একটি পরমাণুও নিজ মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবার শ্রেষ্ঠ কৌশল বা উপাদান। শুভেচ্ছা—জাড্য বা আলস্যেরই একটি মোহিনীমূর্ত্তি, আর বাস্তব-সেবার অতি ক্ষুদ্র পরিমাণও চেতনতা বিকাশের প্রশস্ত পথ।

যাহারা নদীর পারে দাঁড়াইয়া কেবল সন্তরণের কর্ত্তব্যতা ও প্রয়োজনীয়তার প্রশংসা ও তদ্বিষয়ে শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিতেছে, আর যাহারা নদীতে নামিয়া সাঁতার শিখিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সাঁতার শিখিবার কালে দুই একবার নাকে-মুখে জল পান করিয়াও ফেলিতেছে কিংবা সাঁতারের ক্লেশ অনুভব করিয়া তৎপ্রতি সময় সময় নিরুৎসাহের ভাবও দেখাইতেছে, এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সন্তরণ-শিক্ষার দিকে কে অগ্রসর হইয়াছে? যে হৃদয়ে শুভেচ্ছা-মাত্র পোষণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে, সেই ব্যক্তি, না যে সন্তরণবিৎ গুরুর আশ্রয়ে সত্য সত্যই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি? যে ব্যক্তি সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অচিরেই তাঁহার সাঁতার শিখিবার ক্লেশ বিদূরিত হইবে এবং সাঁতার শিখিয়াও ফেলিবে আর যে ব্যক্তি কেবল শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিতেছে, তাঁহার সন্তরণ-শিক্ষা কেবল দূরে পড়িয়া যাইতেছে। হয়ত কালে তাহার ঐ শুভেচ্ছাটুকুও একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে এবং সাঁতার-শিক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার মনে করিয়া তৎপ্রতি তাহার বীতস্পৃহাও আসিয়া যাইতে পারে।

এই শুভেচ্ছাকে বাস্তবতায় পরিণত করিতে হইলে—আদর্শ আচরণশীল হইতে হইলে বাস্তব-আদর্শ দরকার। আদর্শ না পাইলে নিজজীবনকে আচরণশীল করিতে পারা যায় না। যিনি আদর্শ প্রদর্শন করেন, তিনি গুরু। যে সকল গুরু দুর্ব্বল জীবের নিকট আদর্শ প্রকট করেন, তাহা গুরুর অহৈতুকী অসমোর্দ্ধা কৃপা। সাধুগুরু জীবে অহৈতুক-দয়াময়। কৃপাপূর্ব্বক লঘু ও দুর্ব্বলের জন্য সর্ব্বদাই আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন।

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও তাহাই আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলা-শিক্ষা হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রচারমুখে আচারই জগদাচার্য্যত্ব।

"আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার', নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥"

চৈঃ চঃ

প্রচার জিনিষই—আচার। প্রচার ও আচার যেখানে পৃথক্, তাহা প্রচারও নহে, আচারের সুষ্ঠুতাও নহে। আচারকে সুষ্ঠু, সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করিবার জন্য প্রচার। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতারের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥"

আদর্শ ব্যতীত কখন সাধারণ দুর্ব্বল জীব শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। কি কর্ম্মরাজ্য, কি ধর্ম্মরাজ্য, কি ভক্তিরাজ্য—সকল ক্ষেত্রেই আদর্শ আবশ্যক। জগতে প্রত্যেকেই কোনও না কোনও আদর্শের দ্বারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়। কর্ম্মী পুণ্যকার্য্য করিতে গিয়া যেরূপ কোনও না কোন আদর্শ নিজ সম্মুখে স্থাপন করে, তদ্রূপ পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও একটা আদর্শ সম্মুখে স্থাপন করিয়া থাকে। পাপী ব্যক্তিও আদর্শ ব্যতীত সুষ্ঠুভাবে পাপকার্য্য করিতে পারে না।

পৃথিবীস্থ বারবণিতাগণ স্বর্বেশ্যাগণকে তাহাদিগের আদর্শ করিয়া অধিকতর পাপ-কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে। নরেন্দ্রগণ দেবেন্দ্রগণকে আদর্শত্বে স্থাপন করেন। শিশু আদর্শ না পাইলে কোনও শিক্ষাই লাভ করিতে পারিত না—শিশু আদর্শ অনুকরণ করিয়াই বাক্যোচ্চারণ ও তাহার আহার-বিহারাদি করিতে শিক্ষা করে। নবশিশুকে তাহার জন্মাবধি ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আদর্শের মধ্যে পালিত হইবার দৃষ্টান্তে ব্যাঘ্র-শাবকের ন্যায় তাহাতে হিংস্রস্বভাব, শব্দানুকরণ, আহার-বিহারপ্রবৃত্ত্যাদি লক্ষিত হইয়াছে। শিশুকে শব্দশাস্ত্রে বা লিপিশিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইলে আদর্শ-শব্দ বা আদর্শলিপির আবশ্যক হয়; নতুবা শিক্ষা করিতে পারে না। যখন আমরা সন্তরণ-শিক্ষা করি, তখন আমাদের জলে নামিতে বা নদীর প্রবাহে বহু দূর গমন করিতে ভয় হয়, কিন্তু যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে বা বহু ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে আমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিতে দেখি, তখন আমাদের

সাহসের সঞ্চার হয় এবং আমরা ক্রমে ক্রমে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সন্তরণ-বিদ্যায় সুনিপুণ হইতে পারি। আমরা অক্ষজরাজ্যে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অধোক্ষজসেবা-রাজ্যেও আদর্শের একান্ত আবশ্যকতা আছে। তবে সেখানে অন্তরনিষ্ঠা অন্যপ্রকারের এইমাত্র পার্থক্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"বৈষ্ণবগণকে জগদ্‌গুরু বলা যায়। বৈষ্ণবগণ যেরূপ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদের চরিত্রও তদ্রূপ উচ্চ ও অনুকরণ-যোগ্য হওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবদিগের চরিত্র মন্দ হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল জীব কিরূপে সচ্চরিত্রতা শিক্ষা করিবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—

"শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥"

সাধুশিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্রদ্বারা অপরকে সাধুচরিত্র শিক্ষা দেওয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই উপদেশটী পাওয়া যায়,—

"তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম সেহ যেন করে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিতেছেন,—"হে বৈষ্ণবগণ, তোমাদের সাধুচরিত্র অপরকে শিক্ষা দাও, তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম, কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ, তাহাদের অসৎকার্য্যের দ্বারা পতন হইতেছে। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তোমার সাধুচরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্র অনুকরণ করাও। তুমি যদি গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হও, তবে ত্যাগি-বৈষ্ণবের সম্বন্ধে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা আচরণপূর্ব্বক অন্য গৃহত্যাগিবৈষ্ণবকে শিক্ষা দেও। তুমি যদি বৈষ্ণবগৃহস্থ হও, তবে গৃহী-বৈষ্ণবকে আমি যে-সকল উপদেশ দিয়াছি ও স্বীয় চরিত্রের দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা আচরণ কর এবং অন্যান্য গৃহীদিগকে শিক্ষা দাও, বৈষ্ণবচরিত্র নিষ্পাপ। তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয় সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র সকল প্রকাশপূর্ব্বক শিক্ষা দেও, চরিত্র শুদ্ধ না হইলে কেহ বৈষ্ণবপদবী পাইবার যোগ্য হন না। তোমরা শুদ্ধচরিত্র, অতএব যাহা আচরণ করিয়া থাক, তাহা জগৎকে শিক্ষা দাও। সকল বৈষ্ণবই জগতের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না, চরিত্রদ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য। আমার জন্য কোন বিধি নাই, আমি স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর। যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারি। তথাপি আমি দুরন্ত কলিকালে জীবের চরিত্র শোধন করিবার জন্য শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শিক্ষা দিতেছি। আমার বাল্যচরিত্রের দ্বারা বালকদিগকে শিক্ষা দিয়াছি, গৃহস্থ-চরিত্রের দ্বারা গৃহিগণকে শিক্ষা দিয়াছি, সন্ন্যাস-চরিত্রের দ্বারা গৃহত্যাগী জনগণকে শিক্ষা দিয়াছি। তোমরা আমার চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক অন্যান্য জীবগণকে শিক্ষা দেও। যখন যে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ হয়, তখন আমার চরিত্র আলোচনা করিয়া স্বীয় চরিত্র গঠন কর।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটী সকলবৈষ্ণবের পালন করা উচিত। যিনি এই উপদেশ পালন করিতে চান না, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধী।"

পরমার্থ শিক্ষামন্দিরের শিক্ষকগণের জন্য পরমার্থ-প্রবীণগণ কৃপাপূর্ব্বক আদর্শ প্রকটিত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিখিল সেবাদর্শের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের উপদেশ হইতে তাহার আচরণ ও আদর্শ পৃথক্ বলিয়া তাহার উপদেশ কার্য্যকরী হয় না—শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সাধিত হয় না, কিন্তু পরদুঃখদুঃখী সদ্‌গুরুর উপদেশ ও আদর্শ, প্রচার ও আচার সম্পূর্ণ একতাৎপর্য্যপর বলিয়া দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা পরম মঙ্গলদায়ক অনুসরণযোগ্য হয়। দুর্ব্বল জীবও সদ্‌গুরুর সেই আদর্শ আচারময় প্রচার উপেক্ষা করিতে পারে না—যখন উপেক্ষা করিবার কোন দুষ্প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহার সম্মুখে আর শ্রীগুরুদেবের মহান্ আদর্শ থাকে না। জীব তখন আর একটী পতনোন্মুখের বা পতিতের আদর্শকে নিজ সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক তবে পতিতপাবন সদ্‌গুরুর পরম পাবন আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে। কিন্তু অসদ্‌গুরুর আদর্শে সর্ব্বদা পতনোন্মুখতা থাকে বলিয়া জীব সহজেই তাহার পতনোন্মুখতা প্রবৃত্তির মধ্যে আদর্শকে শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে এবং অধিকতর সহজ পিচ্ছিল অন্ধতমিস্রে পতিত হয়। কোনও বালকের গৃহে একটী আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি এবং কতকগুলি পাপীর ছবি স্থাপিত ছিল, বালক যখন তাহার সেই গৃহাভ্যন্তরে কোন কুকর্ম্মে রত হইত, তখন সে প্রথমে সেই আদর্শ-পুরুষের মূর্ত্তিটীকে আবরণ করিয়া রাখিত, তবে সে ঐরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু পাপী ব্যক্তিগণের ছবি উন্মুক্তই থাকিত, তাহাতে পাপকার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর প্রেরণাই লাভ করিত। লৌকিক আদর্শেরই এইরূপ প্রভাব। অতিমর্ত্ত্য আদর্শের যে কত প্রভাব, তাহা ইয়ত্তাই করা যায় না। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সেবাময় আদর্শ ও অসদ্‌গুরু বা গুরুব্রুবের অসদাদর্শের রীতিও কতকটা উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ দেখিয়াও আমরা যখন কোনও অপরাধময় কার্য্যে লিপ্ত হইতে চাই, তখন আমরা ঐরূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদর্শকে আবরণ করিয়া আমাদের সম্মুখে অন্য অসদ্‌ব্যক্তির অসদাদর্শ স্থাপন-পূর্ব্বক ঐসকল অসদাদর্শের সাময়িক প্রেরণা ও উত্তেজনায় ঐরূপ অপরাধময় কার্য্য করিয়া থাকি। ঐরূপ কার্য্যে আমাদের সদ্‌গুরু-পাদপদ্মের আদর্শ পরিহারই লক্ষিত হয়। সুতরাং সদ্‌গুরুপাদপদ্মের আদর্শ সম্মুখে দেখিয়াও যদি কোন দুর্ব্বলজীব বা অপরাধ-প্রবণ জীবের অন্যদিকে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তবে তাহা কখনই সদ্‌গুরুর আদর্শানুসরণ হইতে পারে না, উহা সদ্‌গুরুর আদর্শ পরিত্যাগপূর্ব্বক অসদাদর্শচরণের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার। আদর্শমাত্রেরই অসামান্য প্রভাব; সদাদর্শের যেরূপ প্রভাব, অসদাদর্শ আমাদের বর্ত্তমান বিকৃত স্বভাবের অধিকতর রুচিপ্রদ বলিয়া উহার প্রভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর অধিকতর বিক্রম প্রকাশে সমর্থ।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(:॰:)::——

শ্রীধামে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীধাম-মায়াপুরে গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে, শুক্রবার শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতঃকালে একটী নগর-সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন। শ্রীনৃসিংহমন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে কিছুক্ষণ পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ কৃত 'শ্রীনৃসিংহস্তব' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিক হয়।

অপরাহ্ণে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও দশাবতারস্তোত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীনৃসিংহদেবের সন্ধ্যারাত্রিক হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পরেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। তৎপর-দিবস মধ্যাহ্নকালে শ্রীধামবাসী ভক্তগণ ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

কাশীতে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপাশীর্ব্বাদে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় সেবকসহ স্থানীয় সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মহোদয়ের আহ্বানে তাঁহার স্কুলের সাপ্তাহিক গীতা অধিবেশনে গত ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যার ৭টার সময় তথায় গমন করেন। ব্রহ্মচারীজী উক্ত অধিবেশনে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যোগদান করিয়া হরিকথা-শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছেন এবং পুনরায় আরও শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সভায় স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ মেনকানি, মিঃ কাচুলি প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩০শে এপ্রিল, ১লা ও ২রা মে তারিখে কাশীর বিভিন্ন মহল্লায় শ্রদ্ধালু ভদ্রমহোদয়গণের সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী সেখানে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পাঠে বহু পুরুষ ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ৫ই মে তারিখে মিশির পোখরা মহল্লাস্থিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় ব্রহ্মচারীজী কতিপয় মঠসেবকসহ তাঁহার বাসভবনে গমন করেন। পাঠের আদিতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, 'জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিত পাবন' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের চরিত্র অবলম্বনে মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে পাঠ-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ কি?

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

অনর্থোপশমের উপায় কি?

নাম সংকীর্ত্তন হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥

সাধনের বিঘ্ন কি?

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাধিব মূল্যর অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা ধনাঢ্যতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সাম্প্রতিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তু, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপ্রাধিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

প্রসাধন দ্রব্যাদির মূল্য

গত ২২শে মে—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ভারতে প্রসাধন দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস হইবে। সম্প্রতি বোম্বাই-এ ভারত সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার জেনারেল কর্তৃক আহূত প্রসাধন সম্পর্কিত প্যানেলের এক সভায় ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ সকল দ্রব্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

প্রসাধন দ্রব্যাদির লাভের পরিমাণ হ্রাস করিয়া শতকরা ৭০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা করা হইবে, প্রসাধনের সরঞ্জাম প্রভৃতির লাভের পরিমাণ শতকরা ৫০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা এবং যে-সকল সেন্টে স্পিরিট আছে তাহার লাভের পরিমাণ শতকরা ১৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা করা হইবে। এ ব্যবস্থা অনুসারী শীঘ্রই মূল্য তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

কাশীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৫ই মে—সোমবার ভোর চারটার সময় তিলভাণ্ডেশ্বর মহল্লায় একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রায় আধ ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিয়া স্থানীয় ফায়ার ব্রিগেড আগুন নিভাইতে সফল হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় একটি বাড়ী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় এবং আরও দুই একটি বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে।

শুনা যায় যে, উক্ত মহল্লায় রাস্তা তৈয়ারী করিবার জন্য এসফাল্ট গলান হইতেছিল এবং ঐ এসফাল্টে আগুন লাগিয়া যায় এবং তাহার ফলে উক্ত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

উদ্ভিদ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান

২৩শে মে—বোটানিক্যাল সার্ভে সম্পর্কে একটি অভিযাত্রী দল গত ১১ই মে কলিকাতা রয়েল বোটানিক গার্ডেন ও দার্জ্জিলিং লয়েড বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডের নেতৃত্বে এখান হইতে উত্তর সিকিম অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। উক্ত পার্টি ১১ই মে সন্ধ্যাবেলা গ্যাংটক পৌঁছে। ১৭ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত গোদাম্বা হ্রদ পর্য্যন্ত উঠিতে তাঁহারা আশা করেন। লণ্ডনের রয়েল হর্টিকালচারেল সোসাইটির লাইব্রেরীয়ান মিঃ উইলিয়ম টার্ণ অভিযাত্রী দলের একজন সদস্য। আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ফটোগ্রাফার শ্রীযুত বি এন সিংহ উক্ত দলের সঙ্গে গিয়াছেন।

কলেরা চিকিৎসার নূতন ঔষধ

গত ২১শে মে—কলেরার এক নূতন ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার এক ডোজেই ব্যারাম সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়; তিন ডোজের প্রয়োজন হয় না। ভারতের দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে উহার প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষা হইবে। ভারতের জন্য নবগঠিত আমেরিকান সাহায্য সমিতির প্রেসিডেণ্ট এডগার রোডস এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে কলেরায় সপ্তাহে শতাধিক লোক মারা যাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠান যত সত্বর সম্ভব উহা বাঙ্গলায় সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন।

ফিলাডেলফিয়ার ফ্রাঙ্কলিন ইনষ্টিটিউটের বাইওকেমিকেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ রবার্ট কে জেনিংস ভারতে আসিয়া ভ্যাকসিন ব্যবহারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি ভারত হইতে সংবাদ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঔষধটি এ যাবৎ গবেষণাগারেই পরীক্ষা করা হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে উহা ফলপ্রদ হয় কি না ভারতে উহার পরীক্ষা করিয়া তাহা দেখা হইবে।

শামসেরনগরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা

গত ২৫শে—মৌলবীবাজার, ২৩শে মে, তারিখে প্রাতে কমলগঞ্জ থানার অন্তর্গত শামসেরনগর এলাকার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে। ইটের দেওয়াল সমেত কতকগুলি গৃহ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে।

বহু শ্রমিক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রেডক্রসের গাড়ীগুলি কতিপয় আহত ব্যক্তিকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তির জন্য লইয়া আসে। অপর কয়েকজনকে শ্রীহট্ট সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

দৈনিক নূতন ইংরাজী

মিঃ পি আর শ্রীনিবাস চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডবলিউ জে, পামারের আদালতে "ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস" নামক একখানি ইংরাজী দৈনিকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে নাম-জারী লইয়াছেন। মিঃ শ্রী নি বা স ই পত্রিকাখানি সম্পাদন করিবেন।

'টেলিগ্রাফে'র স্থলে এই নূতন দৈনিক-খানি জুন মাস হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া। শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা' নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ } ৫ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১লা জুন ইং ১৯৪৫, শুক্রবার { ৬৫-৬৭শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ ত্রিবিক্রম নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু

শ্রীপুরীধাম হইতে পশ্চিমে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে 'ব্রহ্মগিরি' বা 'আলালনাথ' নামক এক সুপ্রাচীন দিব্যস্থান বিরাজিত। সত্যযুগে আদিগুরু শ্রীব্রহ্মা এইস্থানে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়াছিলেন। আলালনাথের অনতিদূরে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভবানন্দ রায় নামক এক পরম-ভাগবত ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। এই স্থানকে বেন্টপুর বলে। এই বেন্টপুর গ্রামেই শ্রীভবানন্দ রায়ের গৃহে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন।

শ্রীভবানন্দ রায় পূর্ব্বলীলায় শ্রীপাণ্ডুরাজ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চপুত্র পঞ্চপাণ্ডব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যখন শ্রীনীলাচলে শ্রীভবানন্দের প্রথম মিলন হইয়াছিল, তখন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে বলিলেন,—

"আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চপুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায়॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর শাসন-কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ উদ্ধারের জন্য গমন করেন, তখন শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন,

"তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু, মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ীজ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের
তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে শ্রীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া গোদাবরীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরীদর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীযমুনাস্মৃতি হইল এবং তীরে বন দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনস্ফূর্ত্তিতে তথায় কিছুক্ষণ নৃত্যগীত করিয়া গোদাবরী পার হইয়া গোষ্পদতীর্থে আসিয়া স্নান করিলেন। ঘাট ছাড়িয়া কিছুদূরে তীরে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু নানাপ্রকার বাদ্যমুখরিত শোভাযাত্রার সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া গোদাবরী-স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত বহু বৈদিক ব্রাহ্মণও আসিয়া স্নান-তর্পণাদি করিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই—শ্রীরায় রামানন্দ। প্রভুর মন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল, তথাপি তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতসূর্য্যসম কান্তি, অরুণ-বসন, সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমলনয়ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয় শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুকে আলিঙ্গন করিতে সতৃষ্ণ হইলেও বাহিরে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল রামানন্দ প্রভু অত্যন্ত দৈন্যভরে নিজেকে তাঁহার দাসানুদাস মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধম বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ প্রভুকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু ও ভৃত্য দুইজনই অচেতন হইয়া পড়িলেন। উভয়েরই শ্রীঅঙ্গে অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও শ্রীমুখে গদগদস্বরে 'শ্রীকৃষ্ণনাম' প্রকাশিত হইল। ইহা দেখিয়া শ্রীল রামানন্দ প্রভুর সহিত আগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ব্রহ্মতেজতুল্য এই সন্ন্যাসী কেনই বা শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আবার এই মহারাজ পরম পণ্ডিত ও মহাগম্ভীর; তিনিই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে এরূপ উন্মত্ত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন ইহা চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল বিজাতীয় লোক দর্শন করিয়া নিজ ভাবাবেগ সম্বরণ করিলেন এবং উভয়েই সুস্থ হইয়া সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য সেখানে আগমন করিয়াছেন। তখন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু দৈন্যের সহিত নিজেকে 'রাজসেবক', 'বিষয়ী', 'শূদ্রাধম', 'অস্পৃশ্য' প্রভৃতি বলিয়া জানাইলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও পরমদয়ালু, পতিতপাবন, তাঁহার নিজের কোন কার্য্য না থাকিলেও পতিত উদ্ধারের জন্যই তাঁহার তথায় আগমন, তাহা স্তুতিমুখে বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমার সঙ্গে যে এই সকল বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, তোমার দর্শনে তাঁহাদেরও চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে; তাঁহাদেরও মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম ও দেহে অশ্রু-পুলকাদি বিকার দেখা যাইতেছে। একমাত্র ভগবদ্বিগ্রহের প্রভাব ব্যতীত এরূপ কখনও সম্ভবপর নহে। জীবের দর্শনে কখনও এরূপ হইতে পারে না। অতএব আকৃতি ও প্রকৃতিতে তোমাকে ঈশ্বর বলিয়াই বুঝা যাইতেছে।" তখন প্রভু বলিলেন—"তুমি মহাভাগবতোত্তম, তোমার দর্শনে সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। অন্যের কি কথা, আমি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমিও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে ভাসিতেছি। এই জন্যই শ্রীসার্ব্বভৌম তোমার সহিত মিলিত হইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এইরূপে আনন্দিতমনে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিতেছেন, এমন

সময় একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া ভিক্ষার্থে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু হাস্যমুখে শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীল রামানন্দ প্রভুও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপদেশ পাইবার অভিলাষ করিয়া বলিলেন,—

"রায় কহে,—আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। তিনি সন্ধ্যাস্নান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু এক ভৃত্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রায় রামানন্দকে সাধ্যনির্ণয়ের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। শ্রীরায় রামানন্দ প্রভু বর্ণ স্বধর্ম্মরূপ, সজ্জনসামান্যধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মার্পণ, পরে আসক্তিশূন্য কর্ম্ম, পরে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অবশেষে জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধ ভক্তিসম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু জ্ঞানশূন্যা শুদ্ধা ভক্তিকেই সাধ্যতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে ভক্তিসম্বন্ধে উচ্চ অধিকার বর্ণন করিতে বলিলে তিনি প্রথমেই শুদ্ধা কৃষ্ণরতিরূপ প্রেমভক্তি, পরে দাস্যপ্রেম, তৎপরে সখ্য, বাৎসল্য-প্রেম এবং অবশেষে কান্তভাবগত প্রেমকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণন করিলেন। কান্তপ্রেম কিরূপে সাধ্যসার হয়, তাহা শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু বিবিধরূপে প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কান্তপ্রেমকে সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীল রামরায় শ্রীরাধিকার প্রেম বর্ণন করিলেন। পরে শ্রীরামরায় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণালাপে রাত্রি যাপন করিতেন। শ্রীল রামরায় অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অন্ততঃ দশদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"দশদিনের কি কথা, যাবজ্জীবন আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। নীলাচলে তুমি ও আমি একসঙ্গে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণকথায় কাল কাটাইব।" সন্ধ্যাকালে শ্রীল রামরায় পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও দুইজন নির্জ্জনে বসিয়া প্রশ্নোত্তরমুখে ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রীল রামরায় উত্তরদাতা।

প্রভু—কোন্ বিদ্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

রায়—শ্রীকৃষ্ণভক্তিই পরা বিদ্যা। তাহা অপেক্ষা আর অন্য কিছু বিদ্যা-পদবাচ্যই নহে। আর সকলই অবিদ্যা।

প্রভু—জীবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কি?

রায়—শ্রীকৃষ্ণের দাস এই পদবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা।

প্রভু—জীবের পরম ধন কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী।

প্রভু—কোন্ দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতম?

রায়—কৃষ্ণভক্তের বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ।

প্রভু—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে?

রায়—কৃষ্ণপ্রেমিকই মুক্তশিরোমণি।

প্রভু—কোন্ গান জীবাত্মার স্বধর্ম্ম?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাগানই শুদ্ধজীবাত্মার স্বধর্ম্ম।

প্রভু—জীবের একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি?

রায়—শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত আর কোনও মঙ্গল নাই।

প্রভু—একমাত্র নিত্যস্মরণীয় কি?

রায়—শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাই একমাত্র নিত্যস্মরণের বিষয়।

প্রভু—একমাত্র ধ্যানের বিষয় কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র ধ্যেয়।

প্রভু—সমস্ত ত্যাগ করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য?

রায়—শ্রীভগবানের নিত্যলীলাস্থানই জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

প্রভু—একমাত্র শ্রেষ্ঠ শ্রবণের বিষয় কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলাই একমাত্র শ্রোতব্য।

প্রভু—একমাত্র কীর্ত্তনীয় কি?

রায়—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নামই একমাত্র কীর্ত্তনীয়।

প্রভু—মুক্ত ও মুমুক্ষুর গতি কোথায়?

রায়—মুক্তিকামী স্থাবরদেহ ও ভোগকামী দেবতার দেহ লাভ করিয়া থাকে।

প্রভু—জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের বৈশিষ্ট্য কি?

রায়—অরসজ্ঞ কাকের ন্যায় জ্ঞানী শুষ্ক-জ্ঞানরূপ তিক্ত নিম্বফল ভোজন করে, আর ভক্ত রসজ্ঞ কোকিলের ন্যায় প্রেমাম্রমুকুল আস্বাদন করে।

এইরূপে কয়েকদিবস প্রতি রাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণালাপের পর শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্বয়ং প্রভুকেই সেই রূপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! তোমাকে প্রথমে আমি একটী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিলাম, এখন তোমাকে শ্যামরূপে দেখিতেছি। আবার তোমার সম্মুখে একটী কাঞ্চন-পুত্তলিকাও দেখিতেছি। সেই পুত্তলিকার গৌরকান্তিদ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত রহিয়াছে। আবার তোমার বামনেত্র নানাভাবে চঞ্চল। প্রভো! তোমার ঐরূপ চমৎকারভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বলুন।" প্রভু বলিলেন,—"যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়প্রেম, সেই সকল মহাভাগবতোত্তমের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা স্থাবর-জঙ্গম যাহা দেখেন, তাহাতে তাঁহাদের স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তিদর্শন না হইয়া সর্ব্বত্র ইষ্টদেবের মূর্ত্তিই স্ফূর্ত্তি হয়।"

এইরূপ উক্তিদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রভু ঐরূপে আত্মগোপন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরামরায় অনুযোগ করিলেন। তখন প্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম ও গৌর-রূপ প্রদর্শন করিলে শ্রীল রামানন্দ প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া স্বীয় শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সমস্ত গূঢ় কারণই অবগত করাইলেন এবং সেই গূঢ় ভজনকথা অন্যত্র প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের সহিত গোদাবরীতটে দশরাত্র কৃষ্ণকথারঙ্গে যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরায়-রামানন্দের নিকট হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদায় গ্রহণ করিবার কালে শ্রীরামানন্দকে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন।

"বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি' তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোদাবরীর সপ্তশাখার তীরে তীরে পুনরায় বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং নানাপ্রকার ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দের নিকট সমস্ত তীর্থযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' ও 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' পুথিদ্বয়—যাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরামানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"তুমি যে সব সিদ্ধান্ত ও রসবিচারের কথা বলিয়াছিলে, এই দুই পুস্তকে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।" শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গ্রন্থ আস্বাদন করিলেন এবং দুইটী পুঁথিই নকল করিয়া রাখিলেন।

কিছুদিন পর শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আগমন করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজও তাঁহার সহিত নীলাচলে আগমন করিলেন। শ্রীল রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রভুর প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নেহ-ব্যবহার দেখিয়া ভক্তগণ চমৎকৃত হইলেন। শ্রীল রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজের গুণের কথা ও প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়-প্রীতির কথা নিবেদন করিলেন এবং শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপরমানন্দ পুরীগোস্বামি প্রভু, শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীভারতী গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। শ্রীল রামানন্দ প্রভুর যত্নাগ্রহেই শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। নীলাচলে আসিয়া শ্রীল রামানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে প্রভু তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এখন দর্শন করিতে যাইবেন বলিয়া জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথ দর্শনের পূর্ব্বেই কেন তাঁহার নিকট আসা হইল জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু বলিলেন যে, তাঁহার পদদ্বয় রথ এবং হৃদয় সারথি। সারথি রথকে যেখানে লইয়া যায়, রথী সেখানেই গমন করে। তিনি কি করিবেন, হৃদয় রথী রথ চালাইয়া এখানে লইয়া আসিল। তখন প্রভুর আদেশে তিনি শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গমন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমবার যখন গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা করেন, তখন শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু রেমুণা অথবা ভদ্রক পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। তথা হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায়দানকালে তিনি প্রভুর বিরহকাতর হইয়া ভূমিতে অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। তখন মহাপ্রভুও তাঁহাকে কোলে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে বৎসর মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইল না, রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দ্বিতীয়বার প্রভু ঝাড়িখণ্ডপথ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সময় শ্রীল রামানন্দ প্রভু ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু অনেক অনুরোধ করিয়া শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে অবস্থান করিতেন। তিনি 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামক

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

একটি নাটক রচনা করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করাইবার জন্ত তথায় দুইজন দেবদাসীকে নাটকের নৃত্য-গীতাদি কলা শিখাইতেছেন। এমন সময় শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি শ্রীরায় রামানন্দের নিকট হইতেই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন। একমাত্র শ্রীরায় রামানন্দই শ্রীকৃষ্ণকথা জানেন। যদি তাঁহার কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তিনি শ্রীরায় রামানন্দের নিকট গমন করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র শ্রীল রামানন্দের গৃহে গমন করিয়া শুনিলেন যে, শ্রীরামানন্দ রায় দুইজন কিশোর বয়স্কা পরমাসুন্দরী দেবদাসীকে নির্জ্জন উদ্যানে লইয়া গিয়া স্ব-রচিত নাটকের গীত ও নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়া শ্রীশ্রীরামানন্দ রায় সভাগৃহে আগমন করিলেন। কিন্তু মিশ্র এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং শ্রীরামানন্দ প্রভুর ভৃত্যের নিকট শ্রীরামানন্দের ঐ সকল আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে অশ্রদ্ধান্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্রীল রামানন্দের সহিত বিশেষ কিছু আলাপাদি না করিয়া নিজগৃহে চলিয়া আসিলেন। অন্যদিবস মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রের শ্রীরামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মিশ্র শ্রীরামানন্দের ঐরূপ আচরণের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

"রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্যকথন॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত তার দর্শন-স্পর্শন॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণসম।
আশ্চর্য্য—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস।
যেইজন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুররস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
যে শুনে, যে পড়ে, তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তাঁ'র ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়সিদ্ধ তাঁর কায়॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য অতে 'প্রাকৃত' নহে মন॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীরামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তিনি সিদ্ধপ্রায় শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার অপ্রাকৃত দেহে কোনরূপ প্রাকৃত বিকার নাই। তুমি যদি সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে চাহ, তাহা হইলে পুনরায় শ্রীরামানন্দের নিকট গমন কর। আমিও রায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শুনি। তুমি আমার নাম করিয়া বলিও যে, আমি তোমাকে তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি।

মিশ্র পুনরায় শ্রীরামানন্দ রায়ের গৃহে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ-অনুসারে সকল কথা বলিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র বলিলেন যে, বিদ্যানগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি যে-সব কথা বলিয়াছেন, তাহাই তিনি ক্রমে ক্রমে শ্রবণ করিতে চাহেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলে রায় ও মিশ্র উভয়েই কৃষ্ণকথায় আত্মহারা হইলেন। মিশ্র এবার শ্রীরামানন্দের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্নান-ভোজনান্তর পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রকে তাঁহার কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে,—

মিশ্র কহে,—"প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায়কথা কহিলে না হয়।
মনুষ্য নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা বক্তা করি' না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কথা কহি করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার॥"

শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের মুখে শ্রীল রামানন্দের মহত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের আরও প্রশস্তিগাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

* * * রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥
গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
বিষয়ী হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
রামানন্দ রায়—কৃষ্ণরসের নিধান।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্॥
তা'তে প্রেমভক্তি—পুরুষার্থ-শিরোমণি।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—আশ্রয় যাহার॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত, কেবল-ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাইয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
'আত্মবৃত' শব্দ কহে 'পারিষদগণ'।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শুদ্ধভাবে সখা করি স্কন্ধে আরোহণ
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন
'মোর সখা', 'মোর পুত্র',—এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুকব্যাস করে প্রশংসন॥
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধে'র
ঐশ্বর্য্য নহে জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলভাব প্রধান
এ সব শিখাইলা মোরে রায় রামানন্দ॥
সে-সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিনু ব্রজের 'শুদ্ধ'ভাব॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল রায় রামানন্দ ও শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী ছিলেন। এই দুইজনই তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভলীলার নিত্যসঙ্গী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষলীলায় এই দুইজনের সহিত কৃষ্ণ-প্রেমরস আস্বাদন করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
দুইজনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
'প্রভুর অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁ'রে লোকে গায়॥
রাত্রি হইলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া॥
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দসনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ।"

(চৈঃ চঃ)

উপসংহারে আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর বন্দনা করিতেছি,—

"সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দচরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তা'তে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁ'র মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমিই করিতে পারিতেছি না; এই বিচার না আসিলে মহতের পাদপদ্মে অভিগমন হয় না। "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—এই বিধিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অন্য বস্তুকে যে ভোগ বা ত্যাগ করার বিচার আসিয়াছে, তাহা গর্হণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত, তাহাদের ক্রিয়াকলাপ বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ। তাহারা অবিবেচনার রাজ্যে অগ্রসর। তজ্জন্যই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবার বিচার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা রিপুর বশ হইয়া বিশ্বদর্শনে ব্যস্ত হইয়াছি; ইহা হইতে উদ্ধারের উপায়—শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা। তাঁহার কাজ চব্বিশ-ঘণ্টা শ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করা। যিনি বিশ্বদর্শন করেন, তিনি ভোগী। যাঁহারা প্রত্যেক ক্রিয়ায় হরিভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে চিত্ত মার্জ্জিত হয়—এই পুরুষত্বঃখদুঃখ বিশ্বের ভোগী বা ত্যাগিদ্বয়ের যে অবিচার আসে, তাহার হাত হইতে ত্রাণ হয়। সর্ব্বতোভাবে শতকরা শত অংশ সেবা না করিলে তাঁহার বিচার গ্রহণ করিব না।

সুখ, দুঃখ ও সুখ-দুঃখমিশ্র অবস্থায় তিনি পরমকারুণিক। জগতে দুঃখের সমাবেশদ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রতিপদে মঙ্গলময়ী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। পৃথিবী যে আমাদের নিত্য বাসস্থলী নহে, ইহাই দেখাইতেছেন; যে কয়টা দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাহাতে কেবলমাত্র শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্যে বৃথা প্রয়াস করিতে হইবে না। অনেকে মনে করেন, জগতে দুঃখ রাখিয়া ভগবান অন্যায় করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। জগতে দুঃখ লাভই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ দান। দুঃখের অভ্যন্তরে এক পরম উপাদেয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে। শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছেন,—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥
জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

(ভাঃ ১।৮।২৫-২৬)

হে বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ, যে সব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জ্জন্ম-রহিতকারক অর্থাৎ মোক্ষপদ তোমার দর্শন লাভ ঘটে, আমাদের সেইসমস্ত বিপদ যেন চিরদিনই উপস্থিত হয়। হে কৃষ্ণ, সৎকুল, বিদ্যা এবং রূপাদি লাভে যাহার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিরভিমান নিষ্কাম ভক্তের লভ্য তোমার শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি শুদ্ধনাম কখনও কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::•:::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মূল্যের অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলোকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার [illegible] পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুগামী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে লান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

— ::(•):: —

বাঙলা সরকারের রেশনিং পরিকল্পনা

বর্ত্তমানে জনসাধারণ কেরোসিনের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। তাহা দূরীকরণের জন্য বাঙলা সরকার একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজনীয় কাজে বিশেষতঃ শিল্প এবং আলো জ্বালিবার জন্য যাহাতে কেরোসিন পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য এ-আর-পি'র সাহায্যে রেশনিং প্রবর্ত্তন করা হইবে। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া এ-আর-পি'র লোকেরা কাহার কতটুক কেরোসিন প্রয়োজন তাহার নির্দ্ধারণ করিবেন। এই ব্যাপারে এ-আর-পি'র সহিত জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রত্যেক বাড়ীর একজন দায়িত্বশীল লোককে সকাল ৭টা হইতে ৯টা এবং অপরাহ্ণ ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে থাকিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কেন না কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে যেন তাঁহারা সহজে উত্তর প্রদান করিতে পারেন।

দুধের সর তুলিবার যন্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা

গত ও ইংলণ্ড চুক্তিমূলে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫০০ সর তুলিবার যন্ত্র আমদানী করা হইতেছে। ঐগুলি অল্প দিনের মধ্যেই ভারতবর্ষে পৌঁছিবে। এই যন্ত্রগুলি ২নং ডি, লাভাল জুনিয়র নামে অভিহিত হয়। উহাদের প্রত্যেকটির সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় ২২৫ পাউণ্ড দুধ হইতে সর তুলিতে পারা যায়। প্রত্যেকটি যন্ত্রে কার্বন ইস্পাতের পাত্র আছে। যে সকল কৃষক সর তুলিয়া মাখন ও ঘি প্রস্তুত করে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত দোকানদারদের মারফৎ তাহা বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট এইরূপ ৪০০টি যন্ত্র বিক্রয় করা হইবে। যাঁহারা এই যন্ত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বাঙলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন।

এম-এ পরীক্ষার তারিখ পরিবর্ত্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষা এবার ১৬ই জুলাই আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু উহা এক পক্ষকালের জন্য স্থগিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত পরীক্ষা আগামী ৩০শে জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

বাঙলায় দুগ্ধ বিতরণ

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্দ্ধে বাঙলা দেশে ১,০৫২টি দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র হইতে প্রত্যহ প্রায় ১৫০,০০০ জনকে বিনামূল্যে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে বাঙলায় বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ১২৪টি দুঃস্থ-নিবাস ও কর্ম্মকেন্দ্র এবং ৬৭টি অনাথাশ্রমে যথাক্রমে ১১,৭২৪ ও ৪,১১৪ জনকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। দুঃস্থগণের কর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত ৪,৯৫৭ জন শ্রমিককে কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য করা হইয়াছে। ঐ সময়ে অল্প মূল্যে ও বিনা মূল্যে খাদ্যাদি বিতরণ করিয়া এবং সাহায্য দানের অন্যান্য ব্যবস্থা চালু রাখিয়া দুঃস্থগণকে প্রতিপালন করা হইয়াছে।

ছয়জন কোটিপতি গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন ও ভারতরক্ষা আইনানুসারে নাকি দিল্লীর ছয়জন কোটিপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করানো হয়। সরকার তাঁবু তৈরীর জন্য যে "দোসুতি" দিয়াছিলেন এবং অন্য কার্য্যে তাহা ব্যবহার করিতে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই "দোসুতি" রূপান্তর করা ও তাহার উপরের ছাপ ও ট্রেডমার্ক তুলিয়া ফেলিয়া অন্য লোকের কাছে বিক্রয় করার অপরাধে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। কোটিপতির কাণ্ড বিচিত্র।

কলিকাতার নূতন মেয়র

গত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি-মেয়র নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। মি. দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও মি. শামসুল হক তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মি. ডি, জে, কোহেন ও মি. যোগেশচন্দ্র ঘোষকে যথাক্রমে ৪৮-৪১ এবং ৪৮-৪০ ভোটে পরাস্ত করিয়া মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হন।

বিমান আক্রমণে টোকিওর ক্ষতি

মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের ফলে টোকিওর ৫ লক্ষ ১০ হাজার গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহাতে ২১ লক্ষ লোকের ক্ষতি হইয়াছে।

জাপানী সংবাদ প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছেন, প্রতিপক্ষের বিমান হইতে বেপরোয়া বোমাবর্ষণের ফলে টোকিওর যে অংশ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা সামান্য নহে!

৫১০,০০০ গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। ২১ লক্ষ লোক ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ৯ ত্রিবিক্রম গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২২শে জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৫ই জুন ইং ১৯৪৫, মঙ্গলবার } ৬৮-৭০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ ত্রিবিক্রম শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ, ৪৫৯

অদোষদর্শী ও স্বদোষদর্শী

——::(:*:)::——

সাধুগুরু অদোষদর্শী—গুণগ্রাহী। তিনি পরের দোষ পরিত্যাগ করিয়া অল্প সেবোন্মুখতাকেই বহু করিয়া দেখেন। বৈষ্ণব অদোষদর্শী হইলেও সর্ব্বদা স্বদোষদর্শী। যে ব্যক্তি স্বদোষদর্শী নহে, সে কখনও অদোষদর্শী বা গুণগ্রাহী হইতে পারে না। যে সর্ব্বক্ষণ নিজের দোষ দেখে না, সে পরের দোষ দেখিবেই দেখিবে। যাহার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আত্মধিক্কার-বৃত্তি নাই, সে কখনও অদোষদর্শী হইতে পারে না। স্বীয় প্রতিষ্ঠা-কামনা, দাম্ভিকতা ও মাৎসর্য্য হইতেই পরের দোষদর্শনবৃত্তি উদিত হয়। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ এবং সর্ব্বদা শ্রীহরিকীর্ত্তন-কারী। যিনি তৃণাদপি সুনীচ, তিনি পরদোষদর্শী হইতে পারেন না, তিনি অদোষ-দর্শী, গুণগ্রাহী। যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তিনিও কাহারও দোষ দেখিতে পারেন না। অমানি-মানদ যিনি, তাঁহারও পরদোষদর্শনের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না।

শ্রীহরিকীর্ত্তনকারীর পরের দোষ দেখিবার সময় কোথায়? অমানী ব্যক্তি নিজেরই দোষদর্শন করেন। মানদ ব্যক্তি অপরের প্রকৃত দোষকেও গুণরূপে অর্থাৎ নিজের শিক্ষকরূপে দর্শন করেন। যিনি আত্ম-শোধনকারী, তিনি কখনও পরের দোষ দেখিতে পারেন না। পরের দোষ দেখিলে তাঁহার নিজেরই শত শত দোষের কথা মনে উদিত হইয়া পরদোষদর্শন-প্রবৃত্তিকে হৃদয় হইতে বিতাড়িত করেন। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার দোষদর্শনকারী ও নির্য্যাতনকারী পাষণ্ডিগণের ব্যবহারকে নিজেরই দোষের ফল বলিয়া বরণপূর্ব্বক আত্মমঙ্গলকামী জীবকে সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্ব ও স্বদোষদর্শন-প্রবৃত্তির শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি দোষদর্শনকারী ও নিজের নির্য্যাতনকারিগণের প্রতি বিন্দুমাত্রও দোষারোপ করেন নাই—

"প্রভু নিন্দা আমি যে শুনিলুঁ অপার।
তা'র শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি কার' ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপকাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাঁহার দ্রোহাচরণ-কারিগণের দোষ গ্রহণ ত' করেনই নাই, পরন্তু তাহাদের মঙ্গলের কামনাই করিয়াছেন। যাহারা তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের মঙ্গলকামনা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট জানাইয়াছিলেন,—

"এ সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই অদোষদর্শী। তিনি কাহারও দোষ দেখেন না, দোষ দেখিলে কাহারও মঙ্গল হয় না। তিনি বিন্দুমাত্র সেবাপ্রবৃত্তি দেখিলে তাহাকে বহু করিয়া দেখেন এবং তাহার নিকট নিজেকে পর্য্যন্ত বিলাইয়া দেন।

"ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহুমানে—আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুও লিখিয়াছেন,—

"ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগ্বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্॥"

এই ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম নির্ম্মলমতি, শীলতাধর্ম্মের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু অপরাধ সকলও দৃষ্টি করেন না; অতি স্বল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়াপ্রকাশ করেন না।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অপরের দোষ না দেখিয়া কেবল নিজের দোষই দেখেন। স্বদোষ-দর্শনপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আত্মশোধনে তৎপর না হইলে অদোষদর্শী বা গুণগ্রাহী হওয়া যায় না। জাগতিক প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে শ্রীভগবানের কৃপা উপলব্ধি হইলে জীব বিভিন্ন চিত্র দেখিয়া নিজে সতর্ক হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যস্ত হইবার সুযোগ পায়। তখন করুণাময় শ্রীভগবান্ নানাভাবে আমাকে কৃপা করিতেছেন,—ইহা উপলব্ধি করিয়া উত্তরোত্তর তচ্চরণে আকৃষ্ট হয়। যিনি হরিভজনে ইচ্ছুক, তিনি 'আমি হরিভজন করিতে পারিতেছি না' বলিয়া সতত ব্যগ্রব্যাকুল ও কাতর। তিনি সাধুগুরুর স্নেহকৃপার প্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সুখের জন্য তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সতত শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে রত। তিনি সর্ব্বক্ষণ ইষ্টদেবের সুখকরী সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকেন বলিয়া কাহারও দোষ দেখেন না। অকপট হরিভজনেচ্ছুর দোষদর্শন-স্পৃহা থাকিতেই পারে না।

দোষদর্শন-প্রবৃত্তিদ্বারা নিজের বা পরের কাহারও উপকার করা যায় না। তাহা 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তির অত্যন্ত বিরোধী। দোষের নিন্দাকারী স্ব-পর-মঙ্গল করিতে পারেন, দোষীর নিন্দাকারীর অধঃপতন হয়। পরনিন্দা, পরচর্চ্চাকারীর কোনও দিন মঙ্গল হয় না। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা-প্রবৃত্তি যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন কাহারও বাস্তব মঙ্গল লাভের আশা নাই। পরনিন্দা-পরচর্চ্চায় কেবল পাপ ও অপরাধ হইয়া থাকে। পরদোষদর্শনপ্রবৃত্তি থাকিলে হৃদয় কলুষিত হইয়া যায়। পরদোষদর্শন-কারী, পরচর্চ্চক, পরনিন্দকের সঙ্গ জীবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। পরদোষদর্শনকারী কাহারও প্রকৃত বন্ধু নহে, তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব সর্ব্বনাশেরই কারণ। শাস্ত্র বলিয়া-ছেন,—

"বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে॥
আব্রহ্মস্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট', কহে শাস্ত্র সব॥
নিন্দায় নাহিক কার্য্য, সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা মহা মহাভাগ॥
অনিন্দুক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে॥
কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সবার সম্মান ভাগবতধর্ম্ম হয়॥"

(চৈঃ ভাঃ)

পরদোষদর্শন করার প্রবৃত্তি চিত্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে বিতাড়িত করিয়া অদোষদর্শী

ও স্বদোষদর্শী হইতে হইবে। গুণগ্রাহিতা-দ্বারাই আপনাকে ও অপরকে জয় করা যায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা পরের দোষ দর্শন করে, সে সর্ব্বক্ষণ অসৎসঙ্গ ও অমঙ্গলস্বরূপ ধ্যান করিয়া থাকে। যিনি অপরের দোষ পরিহার করিয়া গুণ গ্রহণ করেন, তিনি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সংশিক্ষা লাভ করিয়া মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন।

যিনি নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি কখনও পরের দোষ দেখিবেন না। পরদোষদর্শন-প্রবৃত্তি হৃদয়ে থাকিলে কখনই মঙ্গল হইবে না। যিনি আত্মমঙ্গলকামী, তিনি পরের সামান্য দোষ দেখিলে নিজেকে তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক দোষী মনে করিয়া থাকেন। গুণগ্রাহী কাহারও দোষ দেখেন না, কেবল নিজেরই দোষ দেখেন। তিনি নিজের কোন গুণ বা যোগ্যতা দেখিতে না পাইয়া সতত দীন কাঙ্গাল পতিতজ্ঞানে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া ইষ্টদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে সতত প্রণত ও স্নেহকৃপা-ভিখারী হইয়া দিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা—'সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমিই পারিতেছি না' এই চিন্তাতেই ব্যাকুল থাকে। তাই অপরের দোষ দেখিবার অবসর তাঁহার নাই। সর্ব্বক্ষণ নিজেকে দীন, হীন, পতিত, পাষণ্ডী, সেবাবিমুখ, অপরাধী-জ্ঞানে আত্মধিক্কার না আসিলে কখনই আত্মসংশোধন হইতে পারে না। সেবাবিমুখতাজনিত নিজের দোষ সর্ব্বক্ষণ চোখের সামনে না ভাসিলে পরের দোষ চোখে পড়িবেই। পরের দোষ চোখে পড়িলে আর কাহারও নিকট হইতে গুণ গ্রহণ করিতে পারা যাইবে না। যিনি কেবল নিজের দোষ দর্শন করিয়া আত্মধিক্কারমুখে দীন হইয়া কাতরভাবে ইষ্টদেবের শরণাগত হন, তিনি আত্মসংশোধিত হইয়া প্রভুর সেবা ও স্নেহকৃপালাভে সমর্থ হন। ইষ্টদেবের সেবা করিবার প্রবল ইচ্ছা না থাকিলে পরের দোষ দেখিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। সেবাবিমুখের নিজদোষ-সংশোধনের সম্ভাবনা নাই।

নিজেকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে—নিজের প্রত্যেকটি দোষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া তাহা শোধনের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে আর পরদোষদর্শনের প্রবৃত্তি থাকিবে না। কে কি করিতেছে, না করিতেছে—প্রকৃত হরিভজনেচ্ছুর সেদিকে লক্ষ্য করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার লক্ষ্যের বিষয়—সাধুগণ কি করেন, কি ভাবে চলেন, কি চাহেন। এদিকে যখন অমনোযোগিতা বা উদাসীনতা হয়, তখনই হরিভজনের প্রকৃত ইচ্ছা হৃদয় হইতে লোপ পাইয়া যায়। প্রকৃত হরিভজনকারী সর্ব্বক্ষণ নিজেকে [illegible] করিয়া, যাচাই করিয়া চলেন। নিজে বাস্তবিক হরিভজন করিতেছি, না বহির্মুখে অপরের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাজিয়া নিজেকে ঠকাইতেছি,—ইহা সর্ব্বক্ষণ বিচার করিয়া চলেন।

মঙ্গল লাভ করিতে হইলে সকলের নিকট হইতে গুণ গ্রহণ করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক। সেবোন্মুখ হইলে সকল দিক্ হইতেই সেবার প্রেরণা পাওয়া যায়। [illegible] পাষণ্ডী সকলের মধ্যেও [illegible] আছেন [illegible] কেহই নিন্দনীয় বা ঘৃণার্হ নহে। সকলেই প্রণম্য "এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণাম।" যিনি সেবোন্মুখ, কৃপার্থী, তিনি সকল দেশ, কাল ও পাত্রের নিকট হইতেই সেবার প্রেরণা ও শিক্ষাই লাভ করেন। আমি সকলের অপেক্ষা পতিত, সেবাবিমুখ বলিয়া উপলব্ধি হইলে—নিজের হরিসেবারাহিত্যের বিষয় উপলব্ধি হইলেই অদোষদর্শন-প্রবৃত্তি লাভ হইবে। নিজেকে ভাল বলিয়া অভিমান থাকিলে নিজের দোষ চোখে পড়ে না এবং অপরের দোষ দর্শনে আসে। কর্ত্তাভিমানী, দাম্ভিক, মৎসর ব্যক্তি লোকের গুণ দেখিয়াও দোষ মনে করে, অল্পদোষকে বহু করিয়া দেখে।

স্বদোষদর্শন-প্রবৃত্তি হইতেই হৃদয়ে দৈন্যের সঞ্চার হয়। নিজের অযোগ্যতা হইতে দৈন্য উদিত হয়। এই দৈন্যই ইষ্টদেবের চিত্ত বিগলিত ও কৃপার্দ্র করায়। অন্তর্দর্শন-প্রবৃত্তি যাহার যত বেশী, তাঁহার তত বহির্দর্শন, পরদোষদর্শন-প্রবৃত্তি কম। অন্তর্দর্শন না হইলে বহির্দর্শন যায় না। নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিলে আর অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অবসর থাকিবে না। অদোষদর্শী হইলে অদোষদর্শী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অদোষদর্শী। তিনি পাপী-তাপী, উত্তম-অধম কিছু বিচার করেন না। যাহাকে পান, তাহাকেই শক্তি দান করেন। সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা পরদোষদর্শী হইয়া কখনও পাওয়া যাইবে না। সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে জীবের অদোষদর্শিতা ও স্বদোষদর্শিতা গুণ লাভ হয়। অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণের সঙ্গফলে সতত আত্মধিক্কারের বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য অদোষদর্শনের বৃত্তি জাগিতে থাকে। যিনি সর্ব্বদা আত্মধিক্কার প্রদান করেন, তাঁহার অপরের দোষ দেখিবার অবসর কোথায়?

প্রীতির অভাব হইতেই দোষদর্শন-প্রবৃত্তি উদিত হয়। যাহার প্রতি যাহার স্বাভাবিক প্রীতি নাই, তাহার শত শত গুণও দোষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কাহারও প্রতি পরবুদ্ধি করিতে হইবে না। সকলেই অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে হরিভজন করিতেছে, সুতরাং সকলেই শ্রীভগবানের নিজজন। এই বুদ্ধিতে সকলের সম্মান করিতে হইবে; কিন্তু সঙ্গ করিতে হইবে না। সঙ্গ করিতে হইবে স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের।

কাহারও প্রশংসাও করিতে হইবে না, নিন্দাও করিতে হইবে না। পরচর্চ্চা ভক্তি-বিরোধী। পরচর্চ্চা না করিয়া নিজমঙ্গল চর্চ্চা করিতে হইবে। কেবল নিজের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কে কি করে, না করে সে দিকে দেখিবার আমার প্রয়োজন কি? পরের দিকে দেখিতে গেলে আমার কি লাভ হইবে? কে হরিভজন করে, কে না করে, সেদিকে লক্ষ্য করিবার আমার প্রয়োজন কি? হরিভজনকারী একজন লোকের সঙ্গই আমার যথেষ্ট। কাহারও সমালোচনা লইয়া কোন প্রয়োজন নাই। ইষ্টদেবের সাক্ষাৎকার ও সঙ্গের সুযোগ পাইয়াও আমার মঙ্গল কি হইল? ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতি আমার কতটা হইল? তাঁহার নিকট হইতে প্রীতিময় সাড়া কতটা পাইলাম? ইষ্টদেব আমার হৃদয়কে কতটা অধিকার করিয়া বসিলেন? এজগতের প্রতি আসক্তি আমার কতটা গেল? এসকল চিন্তা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিলে আর পরদোষানুসন্ধান, পরচর্চ্চাদি হৃদয়ে স্থান পাইবে না। ইষ্টদেবের প্রতি যখন আমার প্রীতি নাই, ভক্তি নাই, তখন আমার মত দোষী, অপরাধী, পতিত, পাষণ্ডী আর কে আছে? এইরূপ সর্ব্বদোষাকর আমার আবার গুণ কোথায়? এরূপ ঘৃণ্য পতিত আমার পক্ষে কাহারও গুণ-দোষের সমালোচনা করিতে যাওয়া কতটা অন্যায়!

দেহের চিন্তাই মৃত্যু

কর্ম্মফলবশতঃ সমস্ত জন্মেই একটী না একটী শরীর পাওয়া যায় এবং সেই সেই জন্মে সেই দেহের পরিচর্য্যা, দেহের সৌখ্য, দেহের প্রীতি, দেহে আসক্তি স্বভাব হইয়া থাকে। তজ্জন্য অপরের প্রয়োজনের প্রয়োজন হয় না এই দেহ হরিভজনের অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই নৃদেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য, সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। ইহাই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। কৃষ্ণ-কৃপারূপ অনুকূলবায়ুদ্বারা প্রচালিত। এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।

মানবশরীরই মানবগণের নিজমঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায়। বহু জন্মের পর ইহা লাভ ঘটে। ভগবদনুশীলননিপুণ শ্রীগুরুদেব কর্ণধারের কার্য্য করেন। ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূলবায়ু নরদেহরূপ নৌকাকে পরিচালনা করিয়া এবং ভবসংসার-ভোগ হইতে পরপারে লইয়া যায়। যিনি স্বীয় নরদেহকে নৌকা জানিতে পারেন না, গুরু-দেবকে স্বীয় কর্ণধার বুঝিতে পারেন না এবং ভগবৎকৃপাকেই অনুকূল-বায়ুরূপ মঙ্গল বা প্রয়োজন সাধক বলিয়া জানিতে পারেন না, তিনি নিজের নিত্যমঙ্গল বিনাশ-পূর্ব্বক আত্মঘাতী হন। বহু জন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থসাধক, সুদুর্ল্লভ এই অনিত্য মানব দেহ লাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত এই নিরন্তর মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তৎকাল পর্য্যন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সত্বর নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য যত্নশীল হইবেন। বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণি-শরীরেও লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থলাভ অন্য দেহে সম্ভবপর নহে। মনুষ্যজন্ম বাস্তব-সত্যের অভিজ্ঞান লাভে সমর্থ, সুতরাং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সকলজন্মেই তাহা সুদুর্ল্লভ। এই মনুষ্যজন্ম নিত্য নহে। মনুষ্যদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত দেহীর পরমমঙ্গল লাভের উপযোগী মনুষ্য শরীর। এই শরীর থাকিতে মানুষ নিজের সর্ব্বাপেক্ষা হিতচিন্তা করিতে সমর্থ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের মঙ্গলচিন্তা করাই কর্ত্তব্য। অস্থায়ী শরীর সম্বন্ধে যে সকল কল্যাণ আপাত প্রতীয়মান হয়, তাহা হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া নিত্য হিতাকাঙ্ক্ষায় বাস্তব-বস্তুর নিত্যসেবাধর্ম্মে আনন্দ লাভ করাই সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। মানবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কালক্ষেপ ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা অনুক্ষণ ভগবৎসেবাপর হইয়া প্রাপঞ্চিক প্রয়াসবিশিষ্ট হন না, তাঁহাদেরই অনুগমনে নিজমঙ্গলের স্বরূপ নির্ণীত হয়। মনুষ্যের নিজ নিত্যহিতচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই এবং সকল প্রকার কর্ত্তব্যের তারতম্য-বিচারে নিজ নিত্য হিতচিন্তাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে দেহ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়ে মত্ত না হইয়া একমাত্র পরমমঙ্গল ভগবৎপ্রীতি-লাভের জন্যই শরীর পতিত হইতে না হইতেই অবিলম্বে যত্ন করিবেন। দেহাদি বিষয় সকল সময়ে পাওয়া যাইবে; কিন্তু হরিভজনের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ মনুষ্য শরীরের ন্যায় অন্য শরীরে প্রায়ই লাভ হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতা-জন্মেও দেহের সৌখ্যে অধিকতর আসক্ত হওয়ায় হরিভজন দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে। বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতীত হইলে বৃদ্ধাবস্থায় হরি-

ভজন করিবার আশা যাহারা পোষণ করে, তাহারা বঞ্চিত হয়। শরীর পটু থাকিতে থাকিতেই হরিভজন করিতে হয় কারণ, হরিভজনই মূল ও মুখ্য প্রয়োজন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মুখ্য প্রয়োজনটিই সর্ব্বাগ্রে সম্পন্ন করিয়া লইবার জন্য যত্নাবিশষ্ট হন। যাহারা নিশ্চিন্ত, নিথর হইয়া বিষয়ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদের বিচার হয় যে, আগে বদ্ধদশায় মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করা যাউক।

যাঁহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'র উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা দৈহিক কুশল ও অকুশলে কোন সময়েই অভিভূত হন না। তাঁহারা বিচার করেন—নিজ কর্ম্মফলবশে দেহের সুখ ও দুঃখ ঘটিবেই; কিন্তু এই দেহ ত' নিত্য প্রয়োজনের সাধক, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও মূল উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা সাধিত হইতে পারে। ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তাহাই সর্ব্বাগ্রে এই দেহের দ্বারা সাধন করা উচিত। যাঁহাদের আত্মমঙ্গলপিপাসা জাগিয়াছে, তাঁহারা কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহের সুখ-সুবিধার কথাদিতে ব্যস্ত না হইয়া অতি দৈন্যভরে নিজের অনর্থকে ধিক্কার দিতে দিতে সাধুগুরুর চরণাশ্রয়ে ভজন করিতে থাকেন। জাগতিক শ্রেয়ঃ ও নিত্যশ্রেয়ঃ এক নহে। লোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষলাভকেই শ্রেয়ঃ মনে করে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমধন লাভই জীবের পরম শ্রেয়ঃ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

> লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
> মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
> তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
> নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্যজন্ম লাভ হইয়াছে; সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। ধীর ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ হয়, সেইকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চরমকল্যাণলাভের জন্য চেষ্টা করিবেন।

ধন-জন-বিদ্যা—অর্থ বা প্রয়োজন বটে, কিন্তু ইহারা পরমার্থ নহে। ইহারা আমাদিগকে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। পরমার্থই আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন। মৃত্যু হইলে যে পুনরায় মনুষ্যজন্ম হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। হরিভজন ছাড়িয়া দিলে পশুর সহিত মনুষ্যের কোন ভেদ থাকে না। সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম যখন লাভ হইয়াছে, তখন নিঃশ্রেয়সলাভের নিমিত্ত অনতিবিলম্বেই যত্ন করিতে হইবে। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, মৃত্যু শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং তাহার কোন স্থিরতা নাই। মনুষ্য মনে করে, সংসারের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া অথবা তাহার বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিগুলিকে দমিত করিয়া সে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় হরিভজন করিবে। কিন্তু মনুষ্যের আশার শেষ নাই। যাহারা জীবনের শেষ দিকে হরিভজন করিবে মনে করে, তাহাদের আর ভজন হয় না। যাহারা সংসারের সুখভোগ অর্থাৎ সংসারের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শতবৎসর আয়ুষ্কালের সেবা করে এবং ভাবে যদি হরিভজন করিতে হয়, শেষমুহূর্ত্তে করিব, তাহারা কখনও হরিভজন করিতে পারে না। তাহারা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা করিয়া পতিত হয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, এখানে কিছুই নিত্যকাল একভাবে থাকিবে না—

> "চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
> কালের সাগরে ধায়।
> গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
> এবে কৃষ্ণ কি উপায়।"

জীবের হৃদয়ে যখন এইরূপ চিন্তার উদয় হয়, তখনই তাহার নিশ্চিন্ত নিথর ভাব হইতে মুক্তি লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। জীব তখন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবার জন্য সাধুর নিকট উপস্থিত হয়।

যাঁহারা আত্মমঙ্গল বরণ করিতে চাহেন, তাঁহারা দেহের স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট হইবেন না। বদ্ধজীবের দেহের সুখ-দুঃখে অভিনিবিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, এইরূপ বদ্ধজীবও যখন অন্য কোন বিষয়ে অধিক মনঃসংযোগ করে, অর্থাদি-সঞ্চয়ে বা কোন বিষয়-ভোগে অধিক আকৃষ্ট ও প্রমত্ত হইয়া পড়ে অথবা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তখন তাহাদেরও দেহের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। হরিভজনে বিষয়ভোগের ন্যায় অভিনিবেশ হয় না বলিয়া দেহের প্রতি অধিক দৃষ্টি আসিয়া পড়ে। তাহারা হরিভজন করিতে আসিবার অভিনয় করিয়াও সর্ব্বদা শরীরের চিন্তা করে। প্রাকৃত অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণও বলেন যে, যে সকল রোগী অধিক রোগের চিন্তা করে, তাহারা অধিকতর রোগাক্রান্ত হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আপনারা কেহই ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন।" শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে, আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিকদিন অবস্থান করে।

"সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধাসমূহ উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না। ভগবৎপ্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।"

যাঁহারা হরিভজন করিতে চাহেন, তাঁহারা জাগতিক সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ—সকল সময়েই শ্রীগুরুবর্গের নিকট অকপটভাবে আর্ত্তহৃদয়ে কৃপা প্রার্থনা করিবেন। শরীরের সুখদুঃখের চিন্তা, এমন কি, কর্ম্মফলবশতঃ অত্যন্ত দুরারোগ্য অসহনীয় ভয়াবহ ব্যাধি উপস্থিত হইলেও তাহাকে নিজ কর্ম্মফল জানিয়া সহিষ্ণুতার সহিত কৃপা ভিক্ষা করিতে করিতে সহ্য করিবেন। দেহের শান্তি লাভ হউক—এজন্য প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাদের কৃপার জন্যই প্রার্থনা করিতে হইবে। পৃথিবীর আধি-ব্যাধি আমাদের মহাশিক্ষক। বদ্ধজীবের পক্ষে এরূপ প্রত্যক্ষ উপযুক্ত শিক্ষক আর নাই। যদি আমাদের দেহে আধি-ব্যাধি না থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে বিষয়ভোগচেষ্টারূপ মৃত্যুর কবল হইতে কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও জাগরিত হইতাম না। আধিব্যাধিসমূহ অত্যন্ত নাস্তিককেও এ দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা ও হেয়তা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই দেহ যে আমরা নহি, আমরা দেহী, আমরা সচ্চিদানন্দ বস্তু, আধি-ব্যাধি ব্যতিরেকভাবে তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। এই পৃথিবী আমাদের নিত্যভোগ্য নহে; আমাদের যে নিত্য বাসস্থান, নিত্য স্বদেশ আছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আমি যেরূপ দেহাভিনিবিষ্ট পশু, আমার জন্য ভগবচ্ছক্তি মায়াদেবী সেইরূপ উপযুক্ত দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা শ্রীভগবানেরই পরমকৃপা। সেই অনুকম্পাকে বরণ করিয়া আমাদিগকে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। পাপ বা পুণ্য কর্ম্মফলভোগকে বহুমানন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকৃপাকে বহুমানন করিতে হইবে এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি ভিক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মফলবশতঃ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতেও, এমন কি, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও ইষ্টদেবের নিকট ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে হইবে,—

> "প্রাণেশ্বর! কহবুঁ কি সরম কি বাত্।
> ঐছন পাপ নাহি, যো হাম না করু
> সহস্র সহস্র বেরি নাথ॥
> সোহি করমফল, ভবে মোকে পেশ
> দোখ দেওব আব্ কাহি।
> তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ,
> আব্ পছু তরইতে চাহি॥
> দোখ বিচারই, তুহুঁ দণ্ড দেওবি,
> হাম ভোগ করবুঁ সংসার।
> করত গতাগতি, ভকতজন-সঙ্গে,
> মতি রহু চরণে তোহার॥
> আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
> হৃদয়-গরব দূরে গেলা।
> দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল,
> বিনোদসেবক আশা ভেলা॥"

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভুর বিরহোৎসব

—::::::::—

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ১লা জুন শুক্রবার (১৯৪৫) পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠজন শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর বিরহতিথি তদীয় চরিতকথা ও উপদেশাবলী-কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে প্রাতে শ্রীপাদ হরিজনকিঙ্কর ভক্তিবিবুধ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য আলোচনা করেন

শ্রীশ্রীবিনোদানন্দজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত চরিত্র ও তাঁহার প্রাথমিক উপদেশ 'ভগবানে কর্ম্মার্পণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক মঠবাসীর জীবন ও আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত এবং অবনতির কারণ কি, কিরূপেই বা উন্নতি হইবে, অধিকার-বিচার ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কথা দৈন্যমুখে কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১লা জুন, ১৮ই জৈষ্ঠ, শুক্রবার শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দ গোস্বামিপ্রভুর বিরহতিথি-মহোৎসব নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকের পর একটী নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করেন।

মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকের পর শ্রীধামবাসী ভক্তগণকে

প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর চরিত আলোচনা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবৈষ্ণববন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ অবদমন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীল রায়রামানন্দপ্রভুর চরিত ও মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের পর বিরহ-সূচক মহাজনগীতি কীর্ত্তন হয়।

বিবিধ সংবাদ

—— ::(*):: ——

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার ফল

গত ২৬শে মে,—ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার ফল আজ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে হাইস্কুল ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৫৭.৬—গত বৎসরে উহা ছিল ২৯.৩। হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় এবার পাশের সংখ্যা শতকরা ৫২. জন।

আই এ ও আই এস-সি, পরীক্ষায় বর্ত্তমান বৎসরে পাশের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮-১ ও ৪২-১ জন। গত বৎসরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৬ ও ৫৭ জন। আই কম পরীক্ষায় পাশের হার বর্ত্তমান বৎসরে শতকরা ৪৯ জন। গত বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ৩৪.৫।

নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থান অধিকার করিয়াছেন,—হাইস্কুল (ম্যাট্রিকুলেশন)—প্রথম—তাপসী গুপ্তা (ইডেন গার্লস); দ্বিতীয়—আবদুল্লা সদরুদ্দিন (মোসলেম হাই); তৃতীয়—জীবনগোপাল ঘোষাল (জুবিলী); চতুর্থ—বিমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (পগোজ); পঞ্চম কামালুদ্দিন আমেদ (আর্মানিটোলা গবর্ণমেণ্ট); ষষ্ঠ—অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জুবিলী); সপ্তম—রমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (নবকুমার); ৮ম—অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী (পগোজ); নবম—ধ্রুবব্রত ঘোষ (সালিমুল্লা); দশম—পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (কলেজিয়েট)।

আই এ পরীক্ষা—প্রথম—অশোককুমার মিত্র (জগন্নাথ; দ্বিতীয়—মণিকা রায় (কামরুন্নেসা); তৃতীয়—শান্তি জুনারকার (কামরুন্নেসা); চতুর্থ—দেবী মিত্র (ইডেন কলেজ); পঞ্চম—ভবতোষ ঘোষ (জগন্নাথ); ষষ্ঠ—লীনা দাস (কামরুন্নেসা); সপ্তম—সতী দত্তগুপ্তা (কামরুন্নেসা); অষ্টম—ভারতী রায় (ইডেন); নবম—এস এ খোন্দকার (ঢাকা ইন্টার); দশম—বাসন্তী রায় (কামরুন্নেসা);

আই এস-সি—প্রথম—সুহাস চন্দ্র চৌধুরী (জগন্নাথ), ২য়—এনায়েত করিম (ঢাকা ইন্টার), ৩য়—আলিমুল্লা খান (ঢাকা ইন্টার), ৪র্থ—মহম্মদ আতিকুল্লা (জগন্নাথ কলেজ), ৫ম—প্রেমময় ভট্টাচার্য্য (জগন্নাথ), ৬ষ্ঠ—ব্রজেশচন্দ্র সেন (জগন্নাথ), ৭ম—সুবোধচন্দ্র পাল (জগন্নাথ), ৮ম—রত্নাকর গৃহ (জগন্নাথ), ৯ম—জ্যোতিরঞ্জন ভৌমিক, ১০ম—অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় জগন্নাথ)।

আই কম পরীক্ষা—১ম—বিমলেন্দু সেনগুপ্ত (জগন্নাথ), ২য়—বিশ্বরঞ্জনদাস (সলিমুল্লা)।

ইন্টারমিডিয়েট ড্রাইং—প্রথম—সত্যেন্দ্রপ্রসাদ নন্দী (জগন্নাথ), ২য় অনিলকুমার সরকার (জগন্নাথ)।

হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা ১ম—মামুতন রব চৌধুরী (শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাসা), ২য় মহঃ আব্দুল গফুর (মোয়েজুদ্দিন মাদ্রাসা)।

ইসলামিক ইন্টার পরীক্ষা—১ম—মহঃ আব্দুল আজিজ (ঢাকা ইসলামিক ইন্টার)।

ছাত্রীরা এ বৎসরের পরীক্ষায় বিশেষ গৌরব অর্জন করিয়াছে। হাইস্কুল পরীক্ষায় একটি ছাত্রী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আই এ পরীক্ষার প্রথম ১০ম স্থানের মধ্যে ৭টিই ছাত্রীরা পাইয়াছে।

ভারতীয় বন বিভাগে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ

২২শে মে—একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ভারতীয় বনবিভাগের অফিসারগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেরাডুনে যে বনবিদ্যাবিষয়ক কলেজ (ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট কলেজ) আছে তাহার উন্নতিকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্ট কতিপয় ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারগুলি শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে মনোনীত করিবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ব্বাচিত আরও দুইজন ছাত্রও ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য গমন করিবেন। তাঁহাদের শিক্ষাকালীন সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বনবিদ্যার শিক্ষাকাল ৩ বৎসর, কিন্তু যদি কোনও নির্ব্বাচিত প্রার্থী রসায়ন, পদার্থবিদ্যা উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণী বিদ্যা এই চারিটির যে কোনও দুইটিতে অন্ততঃ ২য় শ্রেণীর অনার্স লইয়া বি এস-সি পাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষাকাল ২ বৎসর করা হইবে।

১৯৪৫ সালের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত যাঁহাদের বয়স ২৪ বৎসরের অধিক হইবে না এরূপ প্রার্থীদের আবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগে আগামী ৫ই জুন কিম্বা তৎপূর্ব্বে পৌঁছান চাই

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(*)::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৩ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৩০শে আগষ্ট ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার } ৭১-৭২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ হৃষীকেশ, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীকৃষ্ণজন্ম

— —::(*)::— —

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ ও ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার নিত্যসিদ্ধ সৌভাগ্য বর্দ্ধন ও স্বয়ং জীবগণকে কৃপা করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, ইহাই তাঁহার জন্মলীলা-সম্বন্ধে প্রথম কারণ। ক্ষত্রিয়-নামধারী সহস্র সহস্র অসুর-দলপতিগণের বিষম ভারে ধরিত্রীর শরীর তখন ভগ্ন হইয়া পড়ে, তখন পদ্মযোনি শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর ক্লেশ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে ক্ষীরোদকশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নিকট পৃথিবীর ভার-মোচনার্থ প্রার্থনা করেন। সেই সময় শ্রীভগবান্ লৌকিক লীলাদ্বারা আপনাকে শৃঙ্গারাদি রসে রসযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, ইহাই তাঁহার ভূলোকে অবতরণের দ্বিতীয় কারণ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তা'তে হইল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁ'তে আসি মিলে॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর॥
সব আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥"

যাদবগণের রাজ্য মথুরামণ্ডলের রাজধানীর নাম—শ্রীমথুরা। শ্রীমথুরার কিছুদূরে শ্রীনন্দীশ্বর-পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় শ্রীপর্জ্জন্য নামে এক গোপ বাস করিতেন। তিনি সকল গুণে গুণী ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল শ্রীদেবমীঢ়। শ্রীপর্জ্জন্য-গোপের মাতা জাতিতে বৈশ্যা ছিলেন। এজন্য যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াও শ্রীপর্জ্জন্য-গোপ বৈশ্যজাতির অন্তর্গত হইয়াছিলেন।

শ্রীনন্দীশ্বরে কেশী নামে এক দৈত্য বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, দৈত্যের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীপর্জ্জন্য গোপ দেশ ত্যাগ করেন এবং পত্নী শ্রীবরীয়সীর সহিত মহাবনের অন্তর্গত গোকুলে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিয়া পাঁচটী পুত্র লাভ করেন, শ্রীপর্জ্জন্যের মধ্যম পুত্র শ্রীনন্দ গোকুলে গোপগণের রাজা হন। শ্রীপর্জ্জন্য গোপের শ্রী'শূর' নামে এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। শ্রীশূরের মাতা ক্ষত্রিয়া ছিলেন। শ্রীশূরের পুত্র শ্রীবসুদেব মথুরাতেই বাস করিতেন। শ্রীবসুদেব ও শ্রীনন্দের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। শ্রীবসুদেব, মথুরার রাজা শ্রীউগ্রসেনের ভ্রাতার কন্যা শ্রীদেবকী দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীবসুদেব শ্রীদেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহের অভিমুখে যাইতেছিলেন। তখন কংস নব-বিবাহিতা প্রিয় ভগ্নীর রথের সারথি হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অকস্মাৎ কংস পথে দৈববাণী শুনিতে পায় যে, কংস যাঁহার সারথি হইয়াছে, সেই শ্রীদেবকীরই অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে (কংসকে) বধ করিবে। ইহা শুনিয়া কংস তৎক্ষণাৎ শ্রীদেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। শ্রীবসুদেব কংসকে অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন যে স্ত্রীলোক বিশেষতঃ ভগ্নীকে হত্যা করা তাঁহার ন্যায় বীরের পক্ষে অতি নিন্দনীয় কার্য্য। কিন্তু কংস কোন কথাই শুনিতে চাহিল না। অবশেষে শ্রীবসুদেব কংসের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তিনি সন্তানগুলিকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে কংস শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। শ্রীবসুদেব শ্রীদেবকীর নবজাত প্রথম পুত্রটীকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীবসুদেবের এইরূপ সত্যবাদিতা দেখিয়া কংস বিশেষ সন্তুষ্ট হইল এবং সেই পুত্রটীকে শ্রীবসুদেবের হস্তে ফিরাইয়া দিয়া বলিল যে, শ্রীদেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হইতেই তাহার ভয় ; অতএব এই পুত্রটীকে সে আর বধ করিবে না। কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ কংসের নিকট আসিয়া তাহাকে জানাইলেন,—"দৈত্যদিগের বধের জন্য বিরাট্ আয়োজন হইতেছে। ব্রজবাসী শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোপগণ ও শ্রীবসুদেব-দেবকী প্রভৃতি সকলেই দেবতাতুল্য।" শ্রীনারদের এই কথা শুনিয়া কংস শ্রীদেবকীর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তানকেই মৃত্যুর কারণ মনে করিল। শ্রীনারদ চলিয়া গেলে কংস তাহার মন্ত্রীদিগের পরামর্শে যদুগণের রাজা ও নিজের পিতা শ্রীউগ্রসেনকে ও তাঁহার পক্ষীয় যাদবদিকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া নিজে রাজা হইল। পরে ভগবান্ শ্রীবলরাম শ্রীদেবকীর সপ্তম গর্ভে প্রবেশ করিলেন। শ্রীবসুদেবের আর এক পত্নী শ্রীরোহিণী দেবীরও গর্ভলক্ষণ প্রকাশিত হইল। কংসের ভয়ে শ্রীবসুদেব রোহিণীকে গোপনে গোকুলে শ্রীনন্দের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। সপ্তম মাসে শ্রীদেবকীর অপ্রাকৃত গর্ভ যোগমায়ার দ্বারা গোকুলে শ্রীরোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইল। তাহাতে মথুরাবাসী সকলে মনে করিলেন যে, শ্রীদেবকীর সপ্তম গর্ভ কংসের ভয়ে নষ্ট হয়েছে। শ্রীদেবকীর গর্ভে প্রবেশকাল হইতে শ্রীরোহিণীর গর্ভে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত গণনায় চৌদ্দমাসে শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণী পূর্ণিমায় শ্রীবলরাম জগতে প্রকটিত হন। শ্রীভগবানের আদেশে শ্রীযোগমায়া শ্রীদেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া শ্রীরোহিণীকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীদেবকীর সপ্তমগর্ভকে মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাঁহাকে 'শ্রীরাম' এবং তাঁহার অপ্রাকৃত বল দেখিয়া তাঁহাকে "শ্রীবলভদ্র" বলা হয়।

মাঘমাসের কৃষ্ণপ্রতিপদে শ্রীকৃষ্ণ একই সময় শ্রীনন্দের পত্নী শ্রীযশোদাতে ও শ্রীবসুদেবের পত্নী শ্রীদেবকীতে আবির্ভূত হন ; তন্মধ্যে স্বাপ্নিক-বিধানে শ্রীযোগমায়ার সহিত দ্বিভুজ মধুর মূর্ত্তিতে শ্রীনন্দের হৃদয় হইতে শ্রীযশোদার হৃদয়ে ও বৈধদীক্ষা-বিধানে চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যময়ীমূর্ত্তিতে শ্রীবসুদেবের হৃদয় হইতে শ্রীদেবকীর হৃদয়ে প্রকাশিত হন। শ্রীভগবান্ শ্রীদেবকীর গর্ভরূপে প্রকাশিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ কংস না জানিতে পারে, এইভাবে কংসের কারাগারে আসিয়া শ্রীদেবকীর গর্ভকে স্তব করিতে থাকেন।

এদিকে গোপরাজ শ্রীনন্দের সুপালনে গোকুলপুর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রীযশোমতীর কোন পুত্র-

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

সন্তান না থাকায় শ্রীনন্দের হৃদয়ে আনন্দ ছিল না। একদিন শ্রীনন্দ এক সময় শ্রীব্রজেশ্বরীকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহার সন্তানলাভের জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া সফলকাম হইতে পারেন না; কারণ শুভাশুভ কর্মানুষ্ঠান হইতে জীবসমূহের অদৃষ্ট প্রকটিত হয়, তৎফলেই প্রাণীর জন্ম বা দেহধারণাদি হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীব্রজরাজ যে-প্রকার পুত্রের জন্য অভিলাষী, সেরূপ পুত্র কখনই অদৃষ্টের বশীভূত হইতে পারেন না। তিনি অদৃষ্টের নিয়ন্তা। অথচ অভিলষিত পুত্র ভিন্ন অন্য-প্রকার পুত্রের জন্য তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও চলিত হয় না। পারিজাত পুষ্পের নিকট পলাশপুষ্প আর কত সুন্দর হইতে পারে? শ্রীব্রজরাজ-মহিষী সেরূপ পুত্রের কথা অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীব্রজরাজ বলিলেন,—"আমি দেখিতেছি যে, শ্যামবর্ণ চঞ্চল চারু-দীর্ঘ-নয়নযুক্ত একটি বালক তোমার স্তন উদ্গীরণকারী স্নেহময়ীকে ও ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছে। ইহা কি স্বপ্ন অথবা জাগরণ?" শ্রীব্রজেশ্বরী বলিলেন,—"হে নাথ! আমারও এইপ্রকার মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিকে অতিক্রম করিয়া স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছে, কেবল বিশেষ লজ্জা হেতু আপনাকে নিবেদন করিতে পারি নাই। এজন্য শ্রীভগবানের কোনপ্রকার সেবা-কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানই এ সময়ে কর্ত্তব্য।"

শ্রীব্রজেশ্বর বলিলেন,—"শ্রীদ্বাদশী-ব্রত করিলে শ্রীনারায়ণের প্রকৃষ্ট সেবা হয়।" শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীব্রজরাজের এই বাক্য বিশেষ সঙ্গত বিচার করিয়া সহর্ষে তাহা অনুমোদন করিলেন ও বলিলেন যে, তাঁহারও ঐপ্রকার উৎকণ্ঠার অঙ্কুর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। তাঁহারা সেইদিন হইতে নিয়মিতভাবে দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যখন তাঁহারা দুজনে এইরূপ মন্ত্রণা করেন, তখন দেবতাদিগের দুন্দুভি-ধ্বনিতে সমস্ত স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল।

সেই দ্বাদশীব্রতের অনুষ্ঠানে এক বৎসর পূর্ণ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শ্রীনারায়ণ স্বপ্নে উভয়েরই নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—"তোমাদের আমার উপরে অত্যন্ত আসক্তিময়ী ভক্তি আছে, তোমরা খেদ করিতেছ কেন? যে পরমসুন্দর সুকুমার কুমার তোমাদের হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ পুত্ররূপে স্ফূর্তি পাইতেছেন, তিনি সর্ব্বদাই তোমাদের দুইজনের অনুগত হইয়া প্রতিক্ষণে নবভক্তি প্রবর্দ্ধন করিবার জন্য তোমাদের ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। স্বর্গে যে দ্রোণ ও ধরা, তাহা তোমাদের দুইজনের অংশ বা কলা। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নিজস্ব হইয়াই জন্মলীলা প্রকট করেন। অবিলম্বেই তোমাদের সুমধুর অভিলাষ সাফল্যমণ্ডিত হইবে।" শ্রীভগবান এইকথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদা উভয়েই জাগরিত হইয়া যেন অমৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিলেন ও পরস্পর উহার আলাপন করিয়া আত্মীয়স্বজনের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

গত দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাংশকালে দক্ষিণায়নে বর্ষা ঋতুতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বুধবারে রোহিণী-নক্ষত্রে নিশীথ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। চিদানন্দসরসীরূপিণী শ্রীমতী যশোদার ক্রোড়ে সেই মূর্ত্তিমান আনন্দস্বরূপ তেজোময়তত্ত্ব শ্রীহরি নীলকমলসদৃশ শোভমান হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তভৃঙ্গসমূহ এই উজ্জ্বলনীলমণিরূপ কুবলয়কে আঘ্রাণ বা আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, প্রাচীন মহাকবীশ্বরস্বরূপ সমীরণ এই নীলপদ্মের (শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের) সৌরভ (চরিতামৃত) অপহরণ (বর্ণন) করিতে পারেন নাই, প্রাকৃত কোন জলাশয়ে এই কুবলয় উৎপন্ন হয় নাই, প্রেমকাম্যাদি গুণসমূহরূপ তরঙ্গসমূহদ্বারাও এই কমল স্পৃষ্ট হয় নাই, প্রাকৃত কামাসক্ত কোন ব্যক্তিই, এমন কি, ব্রহ্মাও ইহার দর্শন পান না।

সেই সময় মথুরাপুরী ও গোকুলপুরীর নরনারী সকলেই যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিলেন; গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল; সমস্ত প্রকৃতি ও পৃথিবী এক মঙ্গলময় মোহনরূপে সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল; সাধুগণের চিত্ত সুপ্রসন্নভাবে বিভাবিত হইয়াছিল; স্বর্গে দুন্দুভি বাজিতেছিল; দেবতাগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপে শ্রীদেবকী হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে শ্রীবসুদেব দেখিলেন, শাস্ত্র যাঁহাকে পুরাণ পুরুষোত্তম বলেন, সেই শ্রীভগবানই তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার অপূর্ব্বরূপ ও তেজঃ কংসকারাগারকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া পুত্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীদেবকীও শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিলেন,—"পাপী কংস যেন আমাতে তোমার জন্ম জানিতে না পারে। আমি তোমার জন্য কংসভয়ে ভীত ও অত্যন্ত-চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি, তোমার এই অলৌকিক চতুর্ভুজরূপ গোপন কর।"

ভগবান শ্রীদেবকীকে বলিলেন,—"ইহার পূর্ব্ব জন্ম হইতে পূর্ব্ব তৃতীয় জন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমি পৃশ্নি নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। পিতা শ্রীবসুদেব তখন সুতপানামক প্রজাপতি ছিলেন। তোমাদের তপস্যা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাদিগের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব—এই বর দিয়াছিলাম। তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করায় আমার নাম 'পৃশ্নিগর্ভ' হইয়াছিল। তাহার পরে দ্বিতীয় জন্মে তোমার নাম অদিতি ও পিতা শ্রীবসুদেবের নাম কশ্যপ হয়। আমি তোমার গর্ভে বামনরূপে অবতীর্ণ হই। এই তৃতীয় জন্মে সেই আমি তোমাদের বিশ্বাসের জন্য চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছি।" শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া দ্বিভুজ বালকরূপ ধারণ করিলেন। দ্বিভুজের মধ্যেই সেই চতুর্ভুজরূপ গুপ্ত হইল। ঠিক একই সময় শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে শ্রীনন্দের গৃহেও শ্রীযোগমায়ার সহিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবে শ্রীনন্দালয়ের কেহই তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশানুসারে পিতা শ্রীবসুদেব পুত্রকে লইয়া গোকুলে গমন করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। শ্রীযোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রিত ছিল; কারাগৃহের দ্বারগুলি নিজে নিজেই উন্মুক্ত হইয়া গেল; মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে লাগিল। শ্রীঅনন্তদেব নিজের ফণার দ্বারা ছত্রের ন্যায় বৃষ্টি হইতে শ্রীবসুদেব কৃষ্ণকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অতিশয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও শ্রীবসুদেব অনায়াসে শ্রীযমুনা পার হইলেন। সমুদ্র যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিল, সেইরূপ শ্রীযমুনাও শ্রীবসুদেবকে নিকটেই অতি সহজে পথ প্রদান করিলেন। শ্রীবসুদেব যমুনা পার হইয়া শ্রীগোকুলে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শ্রীযোগমায়ার প্রভাবে সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শ্রীবসুদেব তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুকে শ্রীযশোদার শয্যায় রাখিয়া শ্রীযশোদার কন্যাকে লইয়া পুনরায় যমুনায় পার হইয়া কংসের কারাগৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং কন্যাটিকে শ্রীদেবকীর শয্যায় রাখিয়া দিলেন। তখন তাঁহার পদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ ও কারাগৃহের কপাটসমূহ রুদ্ধ হইয়া গেল। সমস্ত কার্য্যই যখন সমাপ্ত হইয়াছে, তখন অবসর বুঝিয়া কন্যা ক্রন্দন করিলেন; সদ্যপ্রসূত শিশুর রোদনধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিয়া প্রহরীসমূহ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল ও কংসের নিকট গিয়া শ্রীদেবকীর সন্তানপ্রসবের কথা জানাইল। কংস তৎক্ষণাৎ সূতিকাগৃহের অভিমুখে ধাবিত হইল। কংসকে দেখিয়া শ্রীদেবকী অতিশয় করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"এই কন্যাটী তোমার পুত্রবধূ হইবে। উহাকে মারিয়া স্ত্রী-বধ করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার ছয়টী শিশুকে হত্যা করিয়াছ, এইবার এই শেষ কন্যাটীকে রক্ষা কর।"

কংস ইহাতে শ্রীদেবকীকে আরও অধিক তিরস্কার করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে কন্যাটীকে কাড়িয়া লইল ও সদ্যোজাত শিশু কন্যার পদদ্বয় ধরিয়া একটী শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কন্যাটী তৎক্ষণাৎ কংসের হস্ত হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে দিব্য অষ্টভুজারূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাঁহার আটটী হস্তে ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ছিল। সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরী প্রভৃতি সজ্জনগণ নানা-প্রকার উপহার লইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি কংসকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে মারিতে পারিলেই বা তোমার কি হইত? তোমাকে যে হত্যা করিবে, তিনি অন্য কোন স্থানে জন্মিয়াছেন।"

কংস দেবীর এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বের 'আকাশবাণী' মিথ্যা হইল ভাবিয়া শ্রীদেবকী ও শ্রীবসুদেবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল ও নিজের নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে কংস মন্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। দেবতা-দ্বেষী মন্ত্রিগণ এবার কংসকে আর এক নূতন পরামর্শ দিল। তাহারা যেখানে যত নগর, গ্রাম ও গোষ্ঠ আছে, সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া দশদিনের কমবয়স্ক শিশু-দিগকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কারণ, তাহারা মনে করিল, ইহাদের মধ্যে কোন না কোন স্থানে কংসের প্রাণঘাতী বিষ্ণুকে অবশ্যই পাওয়া যাইবে। শ্রীবিষ্ণুকে সম্মুখে না পাইয়া তাহারা বৈষ্ণব ও গো-ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

এদিকে শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া ও উজ্জ্বলনীলমণিসদৃশ পুত্রকে দেখিয়া যার-পর নাই আনন্দিত হইলেন। ক্রমে শ্রীরোহিণীদেবী, গোপরাজ শ্রীনন্দ ও পুরবাসী সকলেই এই সংবাদ শুনিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনন্দভবন লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। শ্রীশিব-ব্রহ্মাদি দেব-দেবীগণ, শ্রীনারদাদি ঋষিগণ, শ্রীভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ গোপনে গোকুলে আসিয়া অপূর্ব্বদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল।

শ্রীনন্দনন্দনের আবির্ভাব হইলে শ্রীনারদাদি ভক্তগণ গায়করূপে নন্দভবনে আগমনপূর্ব্বক শ্রীনন্দমহারাজকে অভিবাদন করিয়া এইরূপ গান করিয়াছিলেন,—

বিপ্রবৃন্দমঙ্গলক্রিয়া-গোধনৈরভিপূর্ণম্।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণম্॥
সুন্দরস্তব নন্দনোহজনি নন্দরাজ তবাদ্য।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিতমাদ্য॥
তাবকাত্মজবীক্ষণক্ষণলব্ধ মঙ্গলচিত্তম্।
যস্য কৈরপি লক্ষমভিরেব দিচ্ছতি বিত্তম্॥

হে ব্রজরাজ নন্দ, ব্রাহ্মণগণ অলঙ্কার ও গোধনসমূহের দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন। সম্প্রতি মাদৃশ গায়কগণকেও শীঘ্র সন্তুষ্ট করুন। হে নন্দ মহারাজ, আপনার সুন্দর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে যথোচিত দ্রব্যসম্ভার দান করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনার পুত্র-দর্শনে আমাদের হৃদয় অতীব আনন্দিত হইয়াছে। অতএব চিত্ত আর কিছুই প্রার্থনা করে না, কিন্তু কোন যাচকেও যাহা কখনও লাভ করে নাই, সেই ধন আপনি আমাদিগকে প্রদান করুন অর্থাৎ আপনার জীবাতু শ্রীকৃষ্ণের সেবা দান করুন।

নিরুপমিম-মণ্ডলী-বকুলসত্বিরোচনং
বদনাবিধুমাধুরী-রমিত-পিতৃলোচনম্।
স্ফুতিনিপুণ-ভূসুর ব্রজবিহিত-জাতকং
ভবজলধিপাতজনগণচাতকম্॥
সুবল্ভবিধানরঞ্জনকর-কৌতুকং
নিখিল-পশুপালীসমূহ-কৌতুকম্।
জনিসময়নন্দনীকুপুরমহোৎসব
বর্ষনরজপোরসঙ্কলনানন্দিতম্॥
বকুলদাদিপাঙ্কলীর ভবিলসদঙ্গনং
পেমদন্দ-লোলিতপবটীনটিরঞ্জনম্।
জনক-পবিত্রাসতকৃন্দখিল পল্লবং
ব্রজজনিতপ্রাণ্যবিভবনবমুদম্॥

শ্রীনন্দনন্দন নিজের মাধুর্য্য-মহিমাদ্বারা ব্রজধাম উজ্জ্বল করিয়াছেন; মুখচন্দ্রিকার মাধুর্য্যের দ্বারা মাতা পিতার নয়নোৎসব বর্দ্ধন করিতেছেন; বেদনিপুণ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার বেদবিহিত জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন; তাঁহার শ্রীঅঙ্গরূপ নবমেঘের দ্বারা চাতকরূপ আত্মীয়গণকে তৃপ্ত করিতেছেন; তাঁহার জন্মোৎসবে মহারাজ শ্রীনন্দ ব্রাহ্মণদিগকে নানাভাবে ধনরত্নাদি দান করিয়াছেন এবং গোপগোপীগণ বিবিধ যৌতুক প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনন্দনন্দন জন্ম গ্রহণ করিলে গোপগোপীগণ নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া নন্দালয়ে গমন করিয়াছিলেন; শ্রীনন্দতনয়কে দর্শন করিয়া গোপগণ আনন্দে তৈল, হরিদ্রা, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি সেচন করিয়াছিলেন; নন্দকুমারের জন্মোৎসবে নন্দের প্রাঙ্গণ দধি-দুগ্ধে পঙ্কময় হইয়াছিল এবং ঐ প্রাঙ্গণে গোপগণ মহানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের আনন্দ দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসীর হৃদয়ে মহানন্দ হইয়াছিল। শ্রীনন্দনন্দনের জন্মের পর লক্ষ্মী ব্রজধামে আবির্ভূত হইয়া ব্রজের তরু-পল্লবাদিকে সুশোভিত করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ

——::(::❀::)::——

সাধকের হৃদয়ে দৈন্য থাকিবেই। দৈন্য বা সুনীচতা অন্তরের জিনিষ। তাহা বাহিরে প্রচার করিবার জিনিষ নহে। যেখানে দৈন্য বা কার্পণ্য নাই, সেখানে ভক্তি থাকিতে পারে না। দৈন্য-ভূষিত হইতে না পারিলে কখনই গুরুকৃপা—ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব না জানিলে, বৈষ্ণবের মহত্ত্ব বুঝা যায় না। যাঁহার হৃদয় দৈন্যের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে, তিনিই সেবাময় জীবন লাভ করিতে পারিয়াছেন। দীন ব্যক্তির ভোক্তৃ-অভিমান হয় না বলিয়া তাঁহাকে আর ভোগী বা ত্যাগী সাজিতে হয় না। দৈন্যময় জীবন স্বচ্ছ, সরল, সরস, শান্ত ও সুন্দর হয়। যে হৃদয়ে অকৃত্রিম দৈন্য স্থান পায়, সে হৃদয়ে আর অন্ধকার থাকিতে পারে না। দীন কাঙ্গালের প্রতিই সাধুগুরুর কৃপা হয়। গুরুর কৃপা এমনি একটা জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার শিরোমণিটিকে সকলের অজ্ঞাতসারে অনায়াসে সাধিয়া দেয়। তাই সাধকের পক্ষে নিষ্কপট দৈন্য অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছু নাই। এই চেতনময়ী দৈন্য হৃদয়ের যাবতীয় আবরণ সরাইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার একটা অপার্থিব প্রীতিময় সম্বন্ধ করিয়া দেয়, হৃদয়ে একটা চেতনময় ভক্তিরসের চিরস্থায়ী স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। নির্ম্মলচিত্ত গুরুদেবতাত্মাই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন। দৈন্য জীবকে নিঃশক্তিক বা কাপুরুষ করে না। দৈন্যের ভিতর এত অমানুষিক শক্তি নিহিত আছে, যাহার কোটি অংশের একাংশও পাশবিক পৌরুষে নাই। দৈন্যই যথার্থ বল। দৈন্যহীন দাম্ভিকই দুর্ব্বল। দীনই প্রকৃত সবল। শ্রীভগবান্ দীনের বন্ধু, দীনবৎসল। দৈন্য অজিত ভগবানকেও বশ করে। দৈন্য না হইলে আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই। যেখানে দৈন্যের সহিত কাতর আহ্বান, সেইখানে প্রভুর সাড়া।

দৈন্য, সহিষ্ণুতা ও পরপ্রশংসা—এই তিনটী বিশেষ প্রয়োজন। সাধক যেমন দীন হইবেন, তেমন সহিষ্ণুও হইবেন। সহিষ্ণু না হইলে অনর্থের আক্রমণে বিচলিত হইতে হয়। যাঁহার সহিষ্ণুতা আছে, তিনি অনায়াসে সাধুগুরুকৃপায় অনর্থের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরিভজন করিতে পারেন না। যখন কোন ভাগ্যবান জীবের সাধক-জীবন আরম্ভ হয়, তখন শত শত বাধাবিপত্তি সেই সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন কি, দেবতাগণও সেই সাধকের সাধনায় অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, তাঁহাদের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য দেবতাগণেরও যত্ন দেখা যায়। এই সকল বাধা দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলে পথভ্রষ্ট হইতে হয়। সেই জন্য সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া হরিভজনে অগ্রসর হওয়া দরকার। সহিষ্ণু চতুর সাধক মায়াকেও জয় করিতে পারেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার সাধ্য মায়ার নাই। সহিষ্ণুতায় অস্থিরতা নাই। যেখানে সহিষ্ণুতা, সেইখানে যুক্তবৈরাগ্য। দীন ও সহিষ্ণু হইয়া ভক্তিসাধন করিলে হরিদাস জীব সিদ্ধ হইতে পারেন। দৈন্য যেরূপ কৃপা পাইবার উপায়, সহিষ্ণুতাও সেইরূপ কৃপা রক্ষা করিবার ও কৃপায় সিদ্ধ হইবার মূল কারণ।

শ্রীভগবানের সঙ্গে উপাসকের সম্বন্ধ বা প্রেম লাভের উপায়, অভিধেয়—সেবা বা ভক্তি। ভক্তির আকার নবপ্রকার সর্ব্বাগ্রে আত্মনিবেদন। অকিঞ্চন না হইলে আত্মসমর্পণ হয় না। ভোগ্যবস্তুরূপে এ জগতের কোন কিছু বা রূপে রসের বিষয় যাঁহার নাই, তিনি অকিঞ্চন। ক্ষুদ্র বা কিছু বস্তুর আশঙ্কা যিনি করেন না অর্থাৎ যিনি আংশিক বস্তু চাহেন না, যিনি পরিপূর্ণতম বস্তুর সমগ্রতা চাহেন, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চনের নিজের বলিতে আর কিছুই নাই। অকিঞ্চনই শরণাগত। দৈহিক ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা প্রকৃতিসৃষ্ট কোন বস্তুর সঙ্গে অকিঞ্চনের সম্বন্ধ নাই. অকিঞ্চন না দেখিলে সাধুগুরু কাহাকেও সঙ্গসুযোগ প্রদান করেন না—সঙ্গে নেন না। অকিঞ্চন—দীন-কাঙ্গাল, অমানি-মানদ। অকিঞ্চনের জড়-অহঙ্কার নাই, দম্ভ নাই, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা নাই। প্রকৃতিজাত কোন বস্তুর প্রতি আসক্তিশূন্য ব্যক্তিই অকিঞ্চন। কৃষ্ণের জন্য অনন্য বৈভবশালী অকিঞ্চন।

অকিঞ্চন না হইলে দর্শন, অনুসরণ, অনুগমন, অনুধাবন হইবে না। শরণাগত হইলে তাঁহার হাব-ভাব সাধারণ লোকের মত থাকে না, অন্য আকার ধারণ করে। তাঁহার উঠা-বসা, চলা-ফেরা আর একজনের নির্দ্দেশমত হইতে থাকে। অকিঞ্চন-শরণাগতের নিজ সুখ-সুবিধার কোন কথা নাই। তাঁহার আচরিত ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলটা তিনি শ্রীভগবানকে প্রদান করিয়াছেন। অকিঞ্চন-শরণাগত শ্রীভগবানের হইয়া শ্রীভগবানের ইচ্ছামত শ্রীভগবানের সুখের জন্য সব কার্য্য করিয়া শরণাগতের ফলপ্রাপকের কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীভগ ভক্তিচক্ষু যাঁহার আছে তিনিই ভক্ত। ভক্ত সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করেন। সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্দর্শন করেন বলিয়াই তাঁহার ভগবৎসেবারাহিত্য বা ভগবৎস্মৃতিহীনতা নাই। অকিঞ্চনেরই এই সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। অকিঞ্চনেরা মনে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণচিন্তা, মুখে অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম ও নেত্রে সর্ব্বদিকে কৃষ্ণের রূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন।

অকিঞ্চনকেই সাধুগুরু সঙ্গে লইয়া যান, সকিঞ্চনকে সঙ্গে নেন না। অকিঞ্চন হইয়া বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকিতে হইলে কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটী দক্ষিণা দিতে হইবে। যে আত্মনিবেদন করে না—কায়, মন, বাক্য নিজের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহার গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মের সঙ্গ যাইবার অধিকার হয় না। সত্য সত্য কাঙ্গাল, অকিঞ্চন হইলে—সত্য সত্য হরিভজনের জন্য অকপট আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলে তবেই শ্রীভগবান নিজরূপ দেখাইবেন।

সেবোন্মুখ হইলে সাধুগুরুর সঙ্গ ও সেবা হয়। সাধুর সঙ্গী বা দাস-অভিমান না হইলে প্রকৃত সঙ্গ বা সেবা হয় না। সাধুর সঙ্গ ও সেবায় সাধুর সুখ হইলেই তাহা প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুর সঙ্গপ্রার্থী সাধুর সুখের জন্য সাধুর রুচিকর কার্য্য করেন। দীন ও কাঙ্গালের এইরূপ চিত্তবৃত্তি দেখিলে সাধু কৃপা করেন এবং সঙ্গও দান প্রদান করেন। স্নিগ্ধ, অকপট ও দীন না হইলে সাধু তাঁহার অন্তরে প্রবেশাধিকার দেন না। অনুগত প্রপন্ন, স্নিগ্ধ হইলে অন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ হয় সঙ্গ জিনিষটা অন্তরে প্রবেশ। আনুগত্য সঙ্গ, অনুগতকেই শ্রীগুরুদেব শক্তি সঞ্চার করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শক্তিসঞ্চারফলে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অবরুদ্ধ, বশীভূত করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জীব বশীকরণমন্ত্র লাভে সমর্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমে বশীভূত করেন। আনুগত্যহীন শ্রীগুরুদেবের শক্তিলাভ করিতে পারে না। সেবোন্মুখতার সহিত প্রকৃত আনুগত্যের ফলে বাস্তব হরিভজন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিষ্যের আনুগত্য-দর্শনে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে আত্মসাৎ করিবেন—শিষ্যের সমস্ত চিত্তবৃত্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত একতাৎপর্য্যপর হইবে। সাধুগুরুর সঙ্গ করিতে হইলে আনুগত্য চাই—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি চাই। অনুগত বড় দীন, অকিঞ্চন ও শরণাগত।

গুরুপদাশ্রয় বলিতে কেবল আনুষ্ঠানিক পরিবেশন নহে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম শরণাগতির নামই শ্রীগুরুপদাশ্রয়। পাদপদ্মের প্রদত্ত ঔষধ, সুপথ্য ও ব্যবস্থা অকপটে একান্তভাবে গ্রহণ

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

করিলে নিশ্চয়ই অনর্থরোগ বিদূরিত হইবে। কেবল উত্তম পথের কথা জানিলেই চলিবে না, উত্তম পথে উত্তমভাবে অর্থাৎ সতর্ক হইয়া চলিতে হইবে। প্রতিপদবিক্ষেপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হওয়া চাই। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শ্রীনামাচার্য্য ও শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে, প্রতি-পদবিক্ষেপ কর্ণের দ্বারা পরিবেশিত শ্রীগুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে, যাহা আমরা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, অথবা স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে, অথবা ঐসকল আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পথে চলিয়াছে, ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীনামের ইন্দ্রিয়তর্পণবিধান করিতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। অসীম করুণার সাগর শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিকট অজস্র ও অবিরাম ক্রন্দন করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখের কাহিনী জানাইতে হইবে। তাঁহারা পরম করুণ; জীবের এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তিক্রন্দনে তাঁহাদের করুণার উদ্রেক হইবে এবং তাঁহারা অমায়ায় করুণা বর্ষণ করিবেন; যেমন একমাত্র সম্রাটই ফাঁসির হুকুম রদ করিয়া করুণা প্রকাশ করিতে পারেন, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরই অকপট করুণাপ্রার্থী আত্মবিনাশোন্মুখ জীবকে রক্ষা করিতে পারেন, শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অমন্দোদয় দয়ার এমনই স্বভাব যে, জীব যত সেই করুণাধারায় স্নান করিতে থাকে, ততই করুণা লাভের জন্য জীবের স্বাভাবিক আর্ত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীভগবানের নাম, তাঁহার শ্রীরূপ, তাঁহার শ্রীগুণ, তাঁহার নিজজন ও তাঁহার শ্রীলীলার কথা-সমূহের শ্রবণেন্দ্রিয়-স্পর্শই শ্রবণ-নামে কথিত। ক্রমপ্রাপ্তশ্রবণের দ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। পূর্ব্বে শ্রীনাম, পরে শ্রীরূপ, তৎপরে শ্রীগুণ, পরে শ্রীপার্ষদ এবং সর্ব্বশেষে লীলাশ্রবণ। শ্রীভগবানের গুণ-শ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতগণের গুণশ্রবণও পরমমঙ্গলদায়ক। শ্রীগুরুবর্গের মহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনর্থ বিদূরিত হয়, হৃদয় বলশালী হয় ও তাঁহাদের আদর্শে চিত্ত আকৃষ্ট ও লুব্ধ হয়। মহতের গুণ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে চিত্ত সাধুমার্গানুগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। শ্রীনামশ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ পরমশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিষয়ক গ্রন্থও বুঝিতে হইবে। শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদগণের গ্রন্থ শ্রবণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ হয়। শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীভগবানের শ্রীনামাদিশ্রবণই প্রথমতঃ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনের দ্বারা আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক মঙ্গলকর। তন্মধ্যে মহাজনগণ ঐসকল প্রবন্ধ স্বয়ং কীর্ত্তন করিলে তাহা ততোধিক মঙ্গলপ্রদ হয়। তন্মধ্যেও শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ অধিক মঙ্গলদায়ক; তাহা যদি পুনরায় মহাজনের দ্বারা কীর্ত্তিত হন, তবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রদান করে।

শ্রীনামানুরাগী মহাভাগবতের শ্রীমুখ হইতেই বারম্বার শ্রীনাম শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাহা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতে হইবে অনর্থরোগ থাকাকালে শ্রীনামকীর্ত্তনে রুচি হয় না। শ্রীনামে রুচি হইতেছে না বলিয়া শ্রীনামের শ্রবণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিলে মঙ্গলোদয় হইবে না। যদিও শ্রীকৃষ্ণ নাম-লীলাদিরূপ সিতামিশ্রিও অবিদ্যা-পিত্তদ্বারা উত্তপ্ত রসনায় রুচিকর হয় না, তথাপি আদরের সহিত প্রত্যহ তাহা সেবন করিলে ক্রমশঃ অবিদ্যা পিত্তরোগ নাশ করিয়া স্বাদু হইতে থাকেন। শ্রীনামকীর্ত্তনে আদর ও যত্ন থাকিলে শ্রীনামপ্রভুর কৃপা লাভ করা কঠিন নহে। আদরই সেবোন্মুখতা; আদরহীন নামকীর্ত্তনের অভিনয় দৈহিক কসরৎ মাত্র। আদর চেতনকে স্পর্শ করে ও অচেতনকে পরিহার করে।

সঙ্গীত-কীর্ত্তন 'ভজন'। জগতে যে সঙ্গীতাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ভগবৎসঙ্গীতেরই বিকাররূপ মায়াসঙ্গীত। জগতের সঙ্গীত বহির্ম্মুখ জীব বা শ্রোতার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা লোকরঞ্জনের জন্য উদ্দিষ্ট। শ্রোতার ও গায়কের হৃদয় তর্পণ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-লাভই জড়জগতের সঙ্গীতের প্রাপ্যফল। বস্তুতঃ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শুদ্ধভক্তবৃন্দের তোষণই ভগবৎ-সঙ্গীতের একমাত্র অবিমিশ্র উদ্দেশ্য বলিয়া তাহা ভজন নামে অভিহিত। ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত মহাজনানুমোদিত হইলেই মঙ্গলপ্রদ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥১॥০॥১॥-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপঞ্চিক মুদ্রায় অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীআনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১২ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৮ই ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৫, মঙ্গলবার } ৭৩-৭৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ হৃষীকেশ, শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ, ৪৫৯

চেতনের ধর্ম্ম

——::(*)::——

অচেতন বা জড়ের ধর্ম্মে চেতনতা নাই। জড়ের জাগরণে, জড়ের উন্নতিতে চেতনের উদ্বোধন বা জাগরণ হয় না। জড়োন্নতি আত্মোন্নতি নহে। জড় অনিত্য, জড়ধর্ম্মও অনিত্য। চেতনের ধর্ম্মের সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। জড়ে চেতনবুদ্ধি, দেহে আত্মবুদ্ধি বা অসত্তে সদ্বুদ্ধি বিবর্ত্তমাত্র। জড় চেতনকে জাগাইতে পারে না। চেতনই চেতনকে জাগ্রত করে। হরিবিমুখতাই জড়ত্ব। চেতনের ধর্ম্মে হরিবিমুখতারূপ জড়ত্ব বা কৃষ্ণবিস্মৃতি নাই। চেতনের ধর্ম্ম—চেতনের অনুসন্ধান করা। চেতন সর্ব্বক্ষণ পরম-চেতনের প্রতি গতিশীল। চেতন চেতনের বাণী শ্রবণ করে, চেতনই চেতনকে দর্শন করে, চেতনই চেতনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বা আলাপ করে। এই যে চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি, তাহাই ভক্তি: তাহাই চেতনের ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম।

ভগবৎসেবাই চেতনের ধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ বিভুচেতন, জীব ক্ষুদ্রচেতন, অণুচেতন। চেতনের ধর্ম্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত সেবাকাঙ্ক্ষা নবনবায়মানভাবে বর্ত্তমান। ভক্তি জীবের সহজবৃত্তি। কৃষ্ণসেবক জীবের পক্ষে কৃষ্ণের সেবা করা অসম্ভব নহে, না করাটাই আশ্চর্য্যজনক। ভক্তি কাল্পনিক জিনিষ নহে; তাহা শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি সহজ অকৃত্রিম অনুরাগ, মমতা বা টান।

শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী গুণের মধ্যে 'শ্রী'ই মূল। এই ছয়টী গুণের 'শ্রী'ই অঙ্গী এবং অন্য সকল অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও যশঃ—এই তিনটী অঙ্গ; আর জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই দুইটী প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। যশঃ হইতে বিস্তৃত জ্যোতিঃ-স্বরূপ অসম্যক্ জ্ঞান ও বৈরাগ্য অঙ্গকিরণ-রূপে প্রতীয়মান। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ বা অঙ্গকান্তি, অথবা চিন্মাত্র। এই চিন্মাত্র-ভাব চেতনের ধর্ম্ম নহে।

চেতনের ধর্ম্ম নিত্য জ্ঞানময়, আনন্দময়, শোভাময়, কৃষ্ণাকর্ষী, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর। জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অনর্থ চেতনের ধর্ম্মে নাই। চেতনের ধর্ম্মে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি আপনজ্ঞান, টান, প্রীতি আছে। চেতনের ধর্ম্মই পরমচেতনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রীতিবিধান করা। চেতনের ধর্ম্মে পূর্ণ-চেতনের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা আছে। তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বতন্ত্রতা নাই। চেতনের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আনুগত্যময়। সাধুগুরুর আনুগত্যই চেতনের ধর্ম্ম। তিনি সদ্গুরুপদাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানেরই প্রকাশ-বিগ্রহ জানিয়া তদানুগত্যে নিত্যকাল একমাত্র শ্রীভগবানের সেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকেন।

চেতনের ধর্ম্মে নিরানন্দ নাই, ভয় নাই, দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। কৃষ্ণাভিনিবেশই চেতনের ধর্ম্ম। স্মৃতিহীনতা বা সম্বন্ধহীনতার ন্যায় দুরবস্থা আর কিছুই নাই। সম্বন্ধ জিনিষটা আশ্রয়হীনতা। সম্বন্ধহীন বা আশ্রয়হীনের পতন অবশ্যম্ভাবী। আশ্রয়হীনের অবস্থান নাই, সত্তা নাই, আনন্দ নাই। অনিত্য বন্ধন সম্বন্ধ নহে। জড়ে জড়ে যে বন্ধন, তাহা অনিত্যবন্ধন, সাময়িক বন্ধন। এই অনিত্যবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। একমাত্র অবিমিশ্র চেতনে চৈতনে সম্বন্ধ হইতে পারে। জড়ে জড়ে বা জড়ে চেতনে সম্বন্ধ হয় না। ভগবদ্ভজন করিতে হইলে সাধুগুরুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ত্রিজগতের অন্য-কোন বস্তুর সহিত আমার বন্ধন নাই—সম্বন্ধ নাই, একথা সাধুগুরুকৃপায় বুঝিতে পারা যায়।

যেখানে চৈতন্য নাই, শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি নাই, সেখানেই জড়ত্ব। চৈতন্যবিস্মৃত জীব জীবন্মৃত। যিনি আমাদিগকে চেতনতার কথা জানাইয়া দেন, আমাদিগকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করেন, তিনিই সদ্গুরুরূপী শ্রীভগবান্। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তবমঙ্গল-বিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ উপস্থিত হইবে। কি ভাবে শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে, যদি শ্রীগুরুদেব তাহা শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে প্রাপ্তবস্তুও হারাইয়া ফেলিতে হইবে। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। সেই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন নিরর্থক। ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্ই চেতনের কারণ এবং আত্মাই চেতন। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নি-সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ স্বরূপভ্রান্ত বদ্ধজীবও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংস্পর্শে আসিয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়। শ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নিসংযোগ করিয়া দেন। তখনই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া আড্ডা ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সহায়তায় পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে। গুরুর সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক ও চালক।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

——::(*)::——

আপাত অপ্রীতিদায়ক হইলেও চরমে হিত প্রদান করে যাহা, তাহাই শ্রেয়ঃ; আর আপাত মধুর বা ক্ষণিক প্রীতিদায়ক, কিন্তু ফলকালে অহিতকর, তাহাই প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ—এই দুইটীই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রেয়ঃ—ভববন্ধমোচনের কারণ, আর প্রেয়ঃ—ভববন্ধনের একমাত্র কারণ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র শ্রেয়ঃ—ভববন্ধন-মোচন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বিজয়-ঘোষণা করিয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন-

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

স্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই তদীয় নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদ শ্রীল রায়-রামানন্দের শ্রীমুখেও এই শ্রেয়ের কথা এইরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ো
জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর॥"
(চৈঃ চঃ)

নিমেষকালমাত্র ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম শ্রেয়ো লাভ হয়, তাহার সহিত কর্ম্মফল স্বর্গ বা জ্ঞানফল মোক্ষ বা মর্ত্ত্যজীবের আকাঙ্ক্ষিত তুচ্ছ রাজ্যাদির কিছুমাত্র তুলনা হয় না। ভগবদ্ভক্তসঙ্গ—সাধুসঙ্গই জীবের একমাত্র চরমকল্যাণের উপায়।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন বস্তু। বুদ্ধিমান্ শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ—এই উভয়বস্তুর তত্ত্ব সম্যগ্ রূপে বিচার করিয়া প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ঃকে পৃথক্ করিয়া শ্রেয়োকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন্দবুদ্ধিগণ দেহাদি নশ্বর বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়ঃকে বরণ করিয়া থাকে।

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
ঽশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

শ্রেয়ের কথা শুনিবার লোক বড় পাওয়া যায় না, দুই একজন পাওয়া গেলেও তাহা শুনিয়াও অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। আর শ্রেয়োবিষয়ের তত্ত্ববিৎ ও নিপুণ বক্তা অতীব দুর্ল্লভ, আবার যদিও এইরূপ সুদুর্ল্লভ উপদেষ্টা কদাচিৎ অবতীর্ণ হন, কিন্তু আচার্য্যের অনুগত শ্রোতা আরও সুদুর্ল্লভ।

এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয় সম্বন্ধে আলোচনা কঠোপনিষদে শ্রীযম ও নচিকেতা-সংবাদে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে রাজশ্রবা ঔদ্দালকি স্বর্গলাভের আশায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। ঔদ্দালকির নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিলেন। নচিকেতা বালক হইলেও খুব বুদ্ধিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যখন তাঁহার পিতা কতকগুলি অকর্ম্মণ্য গাভীকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন নচিকেতা মনে মনে বিচার করিলেন, "যিনি এই অকর্ম্মণ্য গাভীগুলিকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই অনন্দানামক নিরানন্দ লোকে গমন করিবেন॥"

নচিকেতা এইরূপ মনে করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতঃ! আপনি কোন ব্যক্তির দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে দিবেন!" মহারাজ তাঁহার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া নচিকেতা পুনরায় পিতাকে সেই প্রশ্ন করিলে মহারাজ ঔদ্দালকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে যমের নিকট দিব।"

পিতার এই কথা শুনিয়া নচিকেতা একান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমার পিতার যে-সকল পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমি তাহাদিগের মধ্যে প্রথম, আর যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—এইরূপ অনেকের মধ্যে মধ্যম, অতএব, আমি প্রথমতঃ বা মধ্যমতঃ যমালয়ে গমন করিতেছি। যমের এমন কি কার্য্য আছে, যাহা পিতা আমাকে দিয়া সাধন করাইবেন?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া নচিকেতা পিতাকে বলিলেন—"পূর্ব্বে পুরুষগণ যেরূপ যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী বর্ত্তমান পুরুষেরা যেরূপে যমালয়ে গমন করিতেছেন, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, মনুষ্য শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং উহার ন্যায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব যমালয়ে গমন করিতে আমার কোনও কষ্ট নাই।

পিতৃসত্যপালনের জন্য নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন। যম তখন গৃহে ছিলেন না। নচিকেতা যমের গৃহে তিন রাত্রি অবস্থান করিলেন। পরে যম গৃহে ফিরিয়া আসিলে যমের পত্নী যমকে বলিলেন, "আমাদিগের গৃহে একজন অতিথি অভুক্তাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।" যম নচিকেতার যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার গৃহে অতিথি হইয়া তিন রাত্রি উপবাসী আছ। ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। এজন্য তুমি এক একটী রাত্রির জন্য এক একটী বর প্রার্থনা কর।"

তখন নচিকেতা বলিলেন,—"হে যমরাজ, আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি যেন সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত হন এবং আমি যখন আপনার নিকট হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া স্নেহের সহিত সম্ভাষণ করেন।" যম তথাস্তু বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন, তখন নচিকেতা বলিলেন,—"স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই; সেই স্থানে আপনি শিক্ষকরূপে অবস্থান না করায় লোকসমূহ ভয়গ্রস্ত হয় না। তথায় লোকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা অভাব নাই, সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন। যে অগ্নির সাহায্যে লোকে স্বর্গে গমন ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, আপনি আমাকে সেই অগ্নিবিষয়ক বিজ্ঞান দান করুন,—ইহাই আমার প্রার্থিত দ্বিতীয় বর।"

যমরাজ বলিলেন,—"তুমি যে অগ্নির কথা বলিতেছ, সে অগ্নি অনন্ত বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির সাধন ও নিখিল-বিশ্বের আশ্রয়।" যম নচিকেতাকে সেই অগ্নির বিষয় বলিলেন; নচিকেতা যমের উপদেশ অবিকল আবৃত্ত করিলেন, যম তাঁহাকে শিষ্যের উপযুক্ত জানিয়া ও তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত তিনটী বর ব্যতীত আরও একটী বিশেষ বর প্রদান করিয়া কহিলেন,—"তুমি যে অগ্নির বিষয় জানিতে চাহিয়াছ, সেই অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। তখন নচিকেতা বলিলেন,—"কেহ কেহ বলেন—আত্মা আছেন, কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই। এ সম্বন্ধে আমি আপনার উপদেশ ও সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা করি।"

যম বলিলেন,—"এ বিষয়ে পূর্ব্বে দেবতারাও সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন। এ বিষয়টী অতি সূক্ষ্ম; আমাকে এজন্য আর অনুরোধ করিও না। তুমি অন্য যেকোন বর প্রার্থনা কর। তোমাকে শতায়ু পুত্র-পৌত্র, বহু গাভী, পশু, হস্তী, অশ্ব, বিস্তীর্ণ রাজ্য, স্বর্গ এবং তোমার যত বৎসর ইচ্ছা হয়, তত বৎসরের পরমায়ু লাভের বর প্রদান করিতেছি, পৃথিবীতে মনুষ্য দেহে যে যে কামনা অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তুমি ইচ্ছানুসারে সেই সকল প্রার্থনা করিতে পার; রূপ-যৌবনসম্পন্না, নানাগুণে অলঙ্কৃতা, মাল্যগন্ধধারিণী, রথাদিযুক্তা রমণীসমূহ তুমি প্রার্থনা করিতে পার—তুমি ইহাদের সহিত পরমসুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে; আমি তোমাকে এখনই এই সকল বর দিতেছি। তুমি কেবল মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না: কারণ, ইহা অতি গোপনীয়।"

যম নচিকেতাকে এইরূপ নানা প্রলোভন দেখাইলেন। নচিকেতা বলিলেন,—"হে যমরাজ! আপনি আমাকে যে সকল বস্তুর লোভ দেখাইতেছেন, আমি তাহা কিছুই চাহি না। কারণ, ঐগুলি সকলই মৃত্যুর অধীন, কিছুই থাকিবে না। আজ যে-সকল পুত্র আছে, কালই তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আপনি যদি শত বৎসর, সহস্র বৎসর বা অযুত বৎসর তাহাদের পরমায়ু লাভেরও বর প্রদান করেন, তথাপি উহাদের বিনাশ হইবে। অনন্তকালের তুলনায় অযুত বৎসর কতটুকু, আর পুত্রাদি পালন ও রক্ষণের জন্য সমগ্র ইন্দ্রিয়ের তেজঃ নষ্ট হইয়া যায়, কত শক্তির ক্ষয় হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, কামিনী, পৃথিবী বা স্বর্গের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আপনারই থাকুক, উহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ধনসম্পত্তি মনুষ্যকে কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না, বিশেষতঃ আমি যখন আপনার ন্যায় মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছি, তখন আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও পরমায়ু আনুষঙ্গিকভাবেই লাভ হইয়াছে। তজ্জন্য পৃথক্ প্রার্থনার প্রয়োজন কি? হে যম! আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না, আমাকে কেবল সেই আত্মার কথা বলুন। দীর্ঘকাল জীবিত থাকাও দুঃখের হেতু; উহা কোন বুদ্ধিমান্ লোকই প্রার্থনা করে না; কারণ, বয়স অধিক হইলে জরা-ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করে, তাহাতে অশান্তি ভিন্ন শান্তি লাভ হয় না। কেহ কেহ ভাগ্যফলে সুস্থ থাকিলেও এই পৃথিবীতে খুব বেশী দিন একভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। হে যমরাজ! আত্মা আছে কি না,—লোকে যে এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি সেই আত্মতত্ত্বের উপদেশই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, পরলোক-সম্বন্ধীয় যে বর অতি গোপনীয় তাহা ব্যতীত অন্য কোন বরই আমি প্রার্থনা করিব না জানিবেন।"

আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য নচিকেতাকে এইরূপ একনিষ্ঠ দেখিয়া যমরাজ বলিলেন,—"তুমি প্রেয়ঃ অর্থাৎ যাহা আপাত-প্রীতিকর, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা পরিণামে মঙ্গলকর, তাহা জানিতে উদ্যত হইয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে প্রশংসা করিতেছি। শ্রীভগবানের সেবাই শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল, আর স্ত্রী-পুত্র, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কাম্যবস্তু প্রেয়ঃ; এই দুইটী পরস্পর পৃথক্ বস্তু। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহারই ভব-বন্ধনের মোচন হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভব-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই দুইটীকে ভালরূপ জানিয়া কোন্‌টীর দ্বারা বন্ধন হয় ও কোনটীর দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয়, তাহা বিচার করেন। ধীর ব্যক্তি আপাত প্রীতিকর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়াও পরিণামে যাহা মঙ্গলজনক, সেইরূপ বস্তুকেই বরণ করেন। আর মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যে-সকল জাগতিক বস্তু লাভ করিতে পারে নাই, তাহা লাভ করিবার জন্য প্রচেষ্টা এবং যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া প্রেয়ঃকেই প্রার্থনা

করে। তোমাকে কোনপ্রকার প্রেয়ের কামনা লুব্ধ করে নাই দেখিয়া আমি তোমাকে একান্ত ব্রহ্মবস্তাভিলাষী জানিলাম। অন্ধ যেরূপ অন্ধকে পথ দেখাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ যে-সকল মনুষ্য অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমন্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে ও পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে, সেই সকল কুটিলগতি মূঢ় ব্যক্তিও আপাত-প্রীতিকর বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ-নরকাদিতে ভ্রমণ করে, তাহারা অভীষ্টস্থানে যাইতে পারে না বা কাহাকেও প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। ঐসকল মোহগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পরলোক-প্রাপ্তি প্রয়োজনীয় সাধন বা আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। ঐ সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পৃথিবী ব্যতীত আর কোন পরলোক ও বাস্তবসত্য নাই, এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার কথা অনেকেরই কর্ণে উপস্থিত হয় না, আবার শ্রবণ করিয়াও অনেকে তাহাকে অনুভব করিতে পারেন না; কারণ, আত্মতত্ত্ববিৎ উপদেশক কদাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে লাভও হয়, কিন্তু উঁহার শ্রোতা বা শিষ্য অত্যন্ত দুর্লভ। হে নচিকেতঃ! ভগবানের তত্ত্ব জানিবার জন্য যে সুদৃঢ়মতি লাভ করিয়াছ উহাকে শুষ্ক তর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিও না। ভগবদ্ভক্তিতে শুষ্কতর্ক আনয়ন করিলে ভক্তিবৃত্তি বিনষ্ট হ। আমি তোমাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ ও আত্মতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন মনুষ্য কখনও সেই নিত্য আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি মহাজনের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ ও তাহা অবধারণ করেন, তিনিই সেই আনন্দময় শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার প্রতি বৈকুণ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।" নচিকেতাঃ বলিলেন,—"হে যমরাজ! আমার প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যাহাকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, সেই বস্তুর উপদেশ করুন।"

যমরাজ বলিলেন,—"সমগ্র বেদ যাঁহার স্বরূপ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে তপস্যা ও অগ্নিহোমাদি কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ব্রহ্মচারিগণ বেদ অধ্যয়ন ও আচার্য্যসেবা[illegible] ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রত ধারণ করেন, আমি সেই [illegible] স্বরূপ [illegible] বর্ণনা [illegible] বলিয়া জানিবে; এই অক্ষরই অবিনাশী এবং ইহাই পরমাক্ষর বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহাই সকলের প্রধান ও পরম আশ্রয়। এই আশ্রয়কে জানিতে পারিলেই জীব ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের যেরূপ জন্মমৃত্যু নাই, সেইরূপ শ্রীভগবান্‌কে যিনি জানেন, সেই জীবাত্মারও জন্মমৃত্যু নাই। ভগবৎস্বরূপ শব্দব্রহ্ম বা নামব্রহ্মের নিকট শরণাগতি জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় ও উপেয়। এই পরমাত্মাকে পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিবলে লাভ করা যায় না, বহু বহু শ্রবণ করিয়াও ইনি উপলব্ধির বিষয় হন না; কিন্তু একান্ত শরণাগত যে-জীবকে সেই পরমবস্তু অঙ্গীকার করেন, তাঁহারই নিকট সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করেন; ইহাই বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তি।"

যৎকিঞ্চিৎ

——::❀::——

এজগৎ, কি পরজগৎ সর্ব্বত্রই বিচিত্রতা আছে। প্রত্যেকের বিভিন্ন অধিকার, যোগ্যতা ও স্বভাব আছে। প্রত্যেকের পৃথক্ কার্য্য আছে। যাহার যেরূপ অধিকার, যাহার যেরূপ যোগ্যতা ও যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহাকে সেইরূপ উপযুক্ত সম্মান বা আসন প্রদান করাই উচিত। শ্রীল বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"সকলে সম্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ, যথাযথ।
তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে
অপরাধ হবে হত॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥"

সকলকে সমান বা একাকার করা উচিত নহে। কি চিজ্জগৎ, কি অচিজ্জগৎ—সর্ব্বত্রই বিচিত্রতা আছে, তারতম্য আছে। এজগতে পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্ব্বল সব সমান নহে। সতী-অসতী, সাধু-অসাধু, ভাল-মন্দ, বদ্ধ-মুক্ত, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক—সকলকে একাকার করিতে গেলে জগতে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। সত্যের প্রতি অনিষ্ঠা বা অনাদর হইতেই জীব-হৃদয়ে এই সকল অপসিদ্ধান্ত স্থান পায়। সবই সমান—এইরূপ সমন্বয়বাদে লোকরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সত্যের অপলাপ করা হয়। একজাতীয় বস্তু হইলেও স্বভাব, গুণ ও ক্রিয়া ভেদে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ অবস্থানে অবস্থিত। এই [illegible] জীবজগতে এইরূপ বিচিত্রতা দেখা যায়।

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ
প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥"

হে পূতচরিত্রে, অচেতন পদার্থ হইতে সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, সচেতন পদার্থ হইতে প্রাণবৃত্তিশালী, উৎকৃষ্ট প্রাণধারী অপেক্ষা জ্ঞানবান্ বরিষ্ঠ, আবার জ্ঞানবান্ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালী জীবসকল শ্রেষ্ঠ।

"তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ
শব্দবিদো বরাঃ॥"

স্পর্শবেদী (বৃক্ষাদি) পদার্থ হইতে রস (মৎস্যাদি) শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার গন্ধবেদী ভ্রমরাদি উৎকৃষ্ট, গন্ধবেদী প্রাণী হইতে আবার শব্দবেদী সর্পাদি বরিষ্ঠ।

রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ।

সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবেদী (কাকাদি প্রাণী) শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে আবার দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু, আবার তাহা অপেক্ষা দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ।

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ॥

দ্বিপদ মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ আরও শ্রেষ্ঠ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদের তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণ অধিক শ্রেষ্ঠ

"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা
বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ
একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥"

সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্রবৈষ্ণব অপেক্ষা এক একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

শ্রীগৌরহরির দান জগতে অতুলনীয়। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগের দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে চিজ্জড়সমন্বয়বাদ কোনও অপসিদ্ধান্ত নাই। সবই সমান, চেতন জগৎ ও তাহার বিকৃত প্রতিফলন স্বরূপ জড়জগতে বিচিত্রতা নাই—এইরূপ অবৈদিক মতবাদ প্রচার করেন নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর-বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটিকর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥"

ভক্তগণের মধ্যেও আবার রতিভেদে বিচিত্রতা আছে,—

"ভক্তভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রসে পঞ্চ ভেদ॥

* * * *

শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাবভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতাপিতা যত গুরুজন।
মধুররসে ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত' প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর॥
গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য,—কেবলার রীতি॥
শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাঁহা উদ্দীপন।
সখ্য, বাৎসল্য, মধুররসে সঙ্কোচন॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হইল॥
কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয়॥
কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥
কেবলার শুদ্ধপ্রেম, ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥"

বিশেষ দ্রষ্টব্য,—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় ৩০শে আগষ্ট শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

[illegible] নাহি পাই [illegible] শ্রীকৃষ্ণ বা চৈতন্য গোসাঞি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃঃঃ০ঃঃঃ-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের তাৎকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দকে যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——ঃঃ(*)ঃঃ——

রেঙ্গুনে জাপ ও মিত্রপক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত

গত ২৮শে আগষ্ট—রেঙ্গুনের সরকারী ভবনে বেলা ১টা বাজিবার ৫ মিনিট আগে জাপানের পক্ষ হইতে লেঃ জেনারেল নুমাতা এবং মিত্রপক্ষের তরফ হইতে লেঃ জেনারেল ব্রাউনিং জাপানীদের আত্মসমর্পণের চুক্তি-পত্র স্বাক্ষর করেন

চুক্তি অনুযায়ী জাপরা নিম্নোক্ত সর্তগুলি মানিয়া লইয়াছে,—

(১) পর্য্যবেক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরকে সকল অঞ্চলের আকাশে উড়বার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

(২) দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধ বন্দী নিবাসের বন্দিগণের নিকট ঔষধপত্র ও চিকিৎসক দল পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সর্ব্ব-প্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে।

(৩) জাপ নিয়ন্ত্রিত দরিয়ায় মিত্র-পক্ষীয় জাহাজবহরকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে এবং মাইন পরিষ্কার করার সুযোগ দেওয়া হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে ইতো পূর্ব্বেই সাংকেতিক নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং চুক্তিকে কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে।

নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও যন্ত্রপাতি অক্ষত রাখার জন্য যে-সকল জাপ সৈন্য প্রয়োজন, সেগুলি ছাড়া কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল হইতে জাপ সৈন্য সরাইয়া নিবার ব্যবস্থাও চুক্তিতে রহিয়াছে।

প্রয়োজনবোধে এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের অবতরণের সুবিধার্থ জাপ ষ্টাফ অফিসারেরা স্থানীয় সেনাপতিদের হুকুম তামিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

গত গভর্ণমেন্ট হাউসে এই সম্মেলনকালে লেঃ জেনারেল ব্রাউনিংয়ের দুই পার্শ্বে হল্যাণ্ড চীন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি উপবিষ্ট ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার যেমন একজন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি ছিলেন, ভারতের তেমন স্বতন্ত্র প্রতিনিধি কেহ ছিলেন না।

জাপানীরা সায়গনে কাউণ্ট তেরাউচির হেড কোয়ার্টারে একটি সামরিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করিতেও রাজী হইয়াছে

জাপানে ব্যাপক আত্মহত্যার হিড়িক

গত ২৫শে আগষ্ট—টোকিও রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, জাপানের মাটিতে কোন দিনই বিজয়ী শক্তির আবির্ভাব ঘটে নাই। টোকিওর রাজপথে বিজয়ী মার্কিণ সৈন্যদের পদশব্দ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিত হইতে চলিয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া বহুসংখ্যক জাপানী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আত্মহত্যা করিতেছে।

জাপ রেডিওর এ সকল সংবাদ হইতে মনে হয়, সমগ্র দেশে এক গভীর বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে।

পেনাং অভিমুখে বৃটিশ নৌবহর

২৮শে আগষ্ট—বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিজ নৌবহরের হেড কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, ব্যাটলশীপ 'নেলসন'কে পুরোভাগে রাখিয়া এক অভিযাত্রী নৌবহর পেনাং অভিমুখে অগ্রসর হইতে.

ক্রুজার 'লণ্ডন'কে পুরোভাগে রাখিয়া অপর একটি অভিযাত্রী নৌবহর সাবাংয়ের নিকট হাজির থাকিবে। এই উভয় নৌবহরই গতকল্য তটভূমিতে গিয়া পৌঁছিবে, আশা করা যায়। সেখানে তাহারা জাপানের সহিত প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করিবে।

পেনাং অভিমুখে যে নৌবহর অগ্রসর হইতেছে, উহার অধিনায়কত্ব করিতেছেন ভাইস এডমিরাল ওয়াকার।

ক্রুজার 'সিংহল', বিমানবাহী জাহাজ 'হাণ্টার' এবং তিনখানা ডেষ্ট্রয়ার এই নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

সায়গনে চুক্তি স্বাক্ষর

২৮শে আগষ্ট—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শান্তির প্রাথমিক আয়োজনের জন্য দাক্ষিণ এলাকার জাপ বাহিনিসমূহের তরফ হইতে প্রেরিত দূত সায়গনে জাপানী প্রধান সেনাপতির নামে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ও শীলমোহরাঙ্কিত করিয়াছেন।

———

লেঃ জেনারেল নুমাতার বেতার ঘোষণা

২৮শে আগষ্ট—রেঙ্গুনে আত্মসমর্পণের সর্ত্তাবলী স্বাক্ষরিত হইবার অব্যবহিত পরই জাপ প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল নুমাতা জাপানী নৌসেনানীদের উদ্দেশে এক বেতার ঘোষণায় বৃটিশ নৌবহরের গতি-বিধির শেষে জানাইয়া দেন এবং বলেন যে, তিনি নিজে পোতাশ্রয়ের ও উপকূলবর্ত্তী দরিয়ায় বৃটিশ নৌবহরের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী নন্দীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০শ বর্ষ { ১৫ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২১শে ভাদ্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৫, শুক্রবার } ৭৭-৮২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ হৃষীকেশ, নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

ভজনে বহু বাধা। দেহ, মন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দেবতাগণও ভজনে বাধা প্রদান করেন। দেবতাগণ অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধবরূপে আসিয়াও জীবকে হরিভজনে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। সেইজন্য ঐকান্তিক না হইলে হরিভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেবতাগণের ঐ মায়াময় ছলনা বুঝিতে পারিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ঐকান্তিক হইলে বাধাসমূহ কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা ত' দূরের কথা, তাহাতে অধিকতর সংলগ্নই করিয়া দেয়। শরণাগত ঐকান্তিক ভক্ত ভগবৎসেবায় যত বিঘ্ন দেখিতে পান, ততই তিনি অধিক আর্ত্ত ও উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সত্যায় শরণাগত ভক্ত কখনও পতিত হন না। তিনি সাধুগুরুকৃপাকেই একমাত্র সম্বল করিয়া কোটি বাধাবিপদ্ অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতিতে সেবার পথে অগ্রসর হন। ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন।

স্বতন্ত্রতাই ভজনের বাধা। স্বতন্ত্র সাধুগুরুর কৃপা পায় না। নিজের স্বতন্ত্রতা যিনি পরমস্বতন্ত্র সাধুগুরুর নিকট বলি দিয়াছেন, যিনি নিজের ইচ্ছা সাধুগুরুর ইচ্ছার সহিত মিশাইয়াছেন, তিনিই কৃপালাভের অধিকারী। জীব স্বরূপতঃই সাধুগুরুর অধীন, অধীনতাই তাহার সত্তা। অধীন জীব যতদিন স্বাধীনতা বজায় রাখিবার অবৈধ চেষ্টা করিবে, যতদিন গুরুকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত না হইবে, ততদিন সে কষ্ট পাইবে। নিজের উপর নির্ভরতাই স্বতন্ত্রতা। নিজের উপর নির্ভর করিলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। নিজের উপর নির্ভরতা ছাড়িয়া সাধুগুরুর কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া কৃষ্ণকৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা অহর্নিশ হওয়া আবশ্যক। অহর্নিশ কৃষ্ণকথা শুনিলে ও বলিলে, শ্রীকৃষ্ণভজনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণধামে অহর্নিশ বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা, শ্রীকৃষ্ণাভিনিবেশ, শ্রীকৃষ্ণধারণা, শ্রীকৃষ্ণধ্যান, শ্রীকৃষ্ণধ্রুবানুস্মৃতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তখন ভোজন করিবার সময়ও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হয়, শয়নকালেও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হইয়া যায়, নিদ্রার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণচিন্তা হয়, নিদ্রা হইতে জাগরণের মুহূর্ত্তেও স্বাভাবিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণধ্যান ও অভিনিবেশ চিত্ত-সাম্রাজ্যকে অধিকার করিয়া রাখে। ইহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় হয়। কোনপ্রকার কৃত্রিম উপায়ে ইহা হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র রক্ষক। তৎপাদপদ্মে নির্ভরতাই রক্ষা পাইবার উপায়। জগতের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল-ভরসা কিছুই আমাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এগুলি অধিকভাবে কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই আনয়ন করে। কৃষ্ণবিস্মৃতিই মৃত্যু। কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সাধুগণের সঙ্গ ও কৃপা-প্রার্থনাই একমাত্র উপায়। শ্রবণ-কীর্ত্তন-মুখে সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণবের চিন্তা করিতে হইবে। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা জানাইতে হইবে। গুরুবর্গের চিন্তা জোর করিয়াও করিতে হইবে। জোর করিয়া অসচ্চিন্তাকে দূর করিয়া গুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থনা ও তাঁহাদের পাদপদ্মচিন্তা করিতে হইবে। যে কোন উপায়ে মনকে কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবায় লাগাইতে হইবে।

মনের স্মরণ প্রাণ। মনের কার্য্য চিন্তা করা, স্মরণ করা। মন একমুহূর্ত্তও কোন কিছু চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহাই তাহার স্বরূপ, বৃত্তি বা প্রাণ। সে কিছু না কিছু চিন্তা করিবেই করিবে। হয় তাহার চিন্তার গতি সেবামুখী—কৃষ্ণমুখী হইবে, না হয় ভোগ্যমুখী—মায়ামুখী হইবে। ইষ্টদেবের স্মৃতিহীন—অভিনিবেশ-হীন অনুষ্ঠানে স্থায়ী মঙ্গল হয় না। স্মৃতি-হীনতার জন্যই ভক্তিতে আমাদের কোনও উন্নতি হইতেছে না। আমরা সকল কার্য্যের মধ্যেই আছি, সব কাজই করিতেছি, কিন্তু মূলে ভুল হইয়া যাইতেছে—শ্রীগুরুকৃষ্ণ চিন্তার মধ্যে আসিতেছেন না। যাঁহাদের লইয়াই সব কাজ—যাঁহাদের সুখবিধানের জন্য এত যত্নচেষ্টা, সেই ইষ্টদেব শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের

[illegible] তাঁহাদের সুখময় চিন্তা কতক্ষণের জন্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়? আগে চিন্তা, তাহার পরে ক্রিয়া। যেখানে শ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখময়ী চিন্তাই হৃদয়ে স্থান পাইল না, সেখানে সেবার আশা কোথায়? স্মৃতিহীন কি প্রীতি হয়? প্রীতি-হীন কি সেবা হয়? আমাদের গোড়ায় গলদ হইয়াছে, সুতরাং হরিভজনে উন্নতি হইবে কি করিয়া? প্রভুর সুখময়ী চিন্তা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়কে তোলপাড় না করিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে কি করিয়া?

শ্রীগুরুপাদপদ্মই যাঁহার আত্মা অর্থাৎ দেহ-গেহ-সর্ব্বস্ব হইতেও প্রিয়তম, তিনিই শ্রীগুরুদেবতাত্মা। আপনাকে গুরুর প্রেষ্ঠতম বলিলে বা বলাইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মবুদ্ধি বা প্রেষ্ঠবুদ্ধি হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যিনি আত্মা জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীগুরু-দেবতাত্মা; শ্রীগুরুদেব হইতে যিনি ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ দোহন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি গুরুদেবতাত্মা নহেন। "শ্রীব্রজবাসি-গণের নিজ-পুত্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি থাকিবার কারণ কি?"—ইহা শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন,

"সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ! স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বি-পুত্রবিত্তগৃহাদিষু॥
দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥
দেহোঽপি মমতাভাক্
চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্
জীবিতাশা বলীয়সী॥
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা
সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র
দেহীবাভাতি মায়য়া॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫৫)

হে রাজন্! নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে। আত্মা ভিন্ন পুত্র-কন্যা প্রভৃতি বস্তু আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, কন্যা ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। দেহে আত্মাভিমানী পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধী গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি যেরূপ প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহ-ত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট হইবে জানিয়া দেহধারী দেহ ত্যাগ করিতে চাহে না; সুতরাং আত্মার প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়,—সকল দেহাভিমানী জীবেরই নিজ-নিজ আত্মা প্রিয়তম। সেই আত্মসুখের জন্যই দেহ, অপত্য-প্রভৃতি চরবস্তু ও গেহাদি অচরবস্তু এবং যাহা কিছু আছে, সে সকলই আত্ম-সম্বন্ধে প্রিয়রূপে প্রতিভাত হয়; যেহেতু সুখস্বরূপ বলিয়াই তৎসম্বন্ধে জড়াত্মক জগৎও সুখাত্মকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বাকর্ষক পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া 'শ্রীকৃষ্ণ'-নামে অভিহিত, সেই শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ তাঁহাকেই 'পরমাত্মা' বলিয়া জানিও। যদি বল,—শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই পরমাত্মাই হইবেন, তবে ত' তিনি অন্তরে অন্তর্যামিরূপেই বিরাজিত থাকিবেন; তিনি প্রাকৃত-লোক-দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন কেন? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন,—জগতের মঙ্গলের জন্যই তিনি সকল আত্মার আত্মা ও পরমস্বরূপ হইয়াও পরমকল্যাণ-গুণনিধি, অতএব পরম-কারুণিক। এইজন্য নিজ ভক্তগণকে কৃপা-বিতরণার্থ অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত-প্রসঙ্গে জগদ্গত জীবগণের মঙ্গলহেতু ক্রমে ক্রমে নিজ স্বরূপ-শক্তিদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

গুর্ব্বাত্মদৈবত না হইলে, শ্রবণগুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরুর নিকট হইতে তাঁহার প্রাণ-কোটিসর্ব্বস্বকে লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজ-জীবন-কোটী হইতেও প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া দন্ত-রাহিত্য আনুগত্যের সহিত তাঁহার কৃপাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বান্তঃকরণে তৎপর হইয়া তাঁহার কৃপাবলোকনের জন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দ্বারের দ্বারী হইয়া থাকেন, শ্রীহরি সেইরূপ ব্যক্তিকেই তাঁহার প্রেমধনের দ্বারা আত্মদান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিজ ঈশ্বর ও প্রাণ কোটিসর্ব্বস্ব জানিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার শাসনরূপ কৃপালতাকে প্রীতির সহিত বরণ করিলে ও অক্ষরে অক্ষরে তৎকৃপাবলোকন-পূর্ব্বক তাহা পালন করিলে, তাহার নিকট মায়া কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। সেই গুরুসেবকের নিকটেই প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরহরি আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামিপাদ

কল্যাণকল্পতরু বা কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষ স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই প্রেম-কল্পতরু এবং স্বয়ংই প্রেমফলদাতা। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদ এই প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর ও শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামি-পাদ ইঁহার মধ্যমূল।

মাধবপুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী—প্রেমরসময়॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল পুরী গোস্বামিপাদ ত্রিহুতপ্রদেশে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীমন্মহা-প্রভুর পরমপ্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি নীলাচলে অবস্থান করিয়া শেষলীলাকালে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গ পাইয়াছিলেন।

"সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র।
আর নাহি, এক পুরী গোসাঞি সে মাত্র॥
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসিরূপে ন্যাসি দেহে বাম দুইজন॥
সন্ন্যাসী-পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর-স্বরূপ-সমান কেহ নয়॥
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদর স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥"
(চৈঃ ভাঃ)

বর্ত্তমান মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও চাম্পরণ প্রভৃতি জেলাগুলি ত্রিহুত প্রদেশের অন্তর্গত। ইঁনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামি-পাদের অত্যন্ত প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকালে অবস্থান ও তাঁহাকে কৃপা করিয়া চাতুর্ম্মাস্যান্তে যখন ঋষভপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সেখানে শ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামিপাদ কোন বিপ্রের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রিয়ভক্তের সহিত মিলিত হইবার বাসনায় অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর প্রিয়ভক্তের দর্শন পাইয়া প্রেমরসে মগ্ন হইলেন ও প্রেমালিঙ্গন স্তুতি ও নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার জন্ম ধন্য ও সফল হইল, আজই আমার সন্ন্যাস গ্রহণ সফল ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদের আমার প্রতি কৃপা প্রকাশিত হইল।" এইরূপে নতিস্তুতি করিয়া উভয়ে প্রেম-কথালাপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীল পুরীপাদও নিজাভীষ্টদেবের কৃপাসঙ্গ পাইয়া পরমানন্দে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় তথায় তিন দিন অবস্থান করিলেন। শ্রীল পুরীপাদ বলিলেন—"আমি শ্রীনীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তমদেবের দর্শনের জন্য যাইব এবং তাঁহার চরণকমলদর্শনান্তে গৌড়-দেশে গঙ্গাস্নানের জন্য গমন করিব।" একথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীনীলাচলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন—"আমি সেতুবন্ধ হইতে অল্পকালের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তুমিও সত্বর শ্রীনীলাচলে ফিরিয়া আসিও; শ্রীনীলাচলে তোমার নিকট একসঙ্গে অবস্থান করিতে বাঞ্ছা হয়।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণদেশে শুভবিজয় করিলেন এবং শ্রীল পরমানন্দপুরীপাদও শ্রীনীলাচলে গমন করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"ঋষভ-পর্ব্বতে চলি' আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাঁহা নতি-স্তুতি করি'॥
পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী
গোসাঞির পাশ॥
পুরী গোসাঞির প্রভু কৈলা চরণবন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল
আলিঙ্গন॥
তিনদিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথারঙ্গে।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে এক সঙ্গে॥
পুরী গোসাঞি বলে,—আমি যাব
পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে,—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
তোমার নিকটে রহি,—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে, মোরে হঞা সদয়॥
এত বলি' তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি' তবে আইলা শ্রীশৈলে॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীজগদানন্দ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর প্রভৃতি গৌরভক্তগণ পরামর্শ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া প্রভুর শুভাগমনবার্ত্তা জানাইবার জন্য কালা-কৃষ্ণদাসকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইলেন। প্রভুর শুভাগমনবার্ত্তা পাইয়া যখন গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ প্রভুর সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীনীলাচলে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন সেইসময় শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদ দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীল পুরীপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীশচী-মাতার ভবনে আগমন করিলেন এবং পরম-সুখে প্রসাদ-সম্মান করিয়া বিশ্রাম করিলেন। শ্রীল পুরীপাদ শ্রীশচীমাতার-ভবনেই প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীনীলাচলে শুভাগমন-সংবাদ পাইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইবার বাসনায় দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপুরুষোত্তমধামে যাত্রা করিলেন এবং প্রভুসঙ্গ পাইয়া দৈন্যবিনয়সহকারে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল পুরীপাদকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহার চরণবন্দন করিলেন। তিনিও প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। প্রভু বলিলেন—"তোমার সঙ্গে একসঙ্গে কৃষ্ণকথালাপপ্রসঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া নীলাচল আশ্রয় কর।" শ্রীল পুরীপাদও বলিলেন—"আমিও তোমার সঙ্গে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া গৌড় হইতে নীলাচলে চলিয়া আসিলাম। তোমার আগমন-সংবাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন এবং তোমার দর্শনের জন্য আগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের আসিতে বিলম্ব হইবে দেখিয়া আমি সত্বর চলিয়া আসিলাম।"

"সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া-নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান॥
প্রভুর আগমন তেঁহ তাঁহাঞি শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁ'র ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত—'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম।
তাঁ'রে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ॥
সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাঞা তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁ'র চরণ-বন্দন।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে
আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে,—তোমা-সঙ্গে
রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয়॥

পুরী কহে,—"তোমা-সঙ্গে
রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ
নীলাচল-পুরী॥
দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাঙ ত্বরিতে॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁ'রে দিল, আর সেবার কিঙ্কর॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীনীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীগৌরসুন্দর যখন ছোট হরিদাসকে বর্জন করেন, তখন শ্রীল পুরীপাদকে প্রভুর প্রিয় ও গৌরব-সম্মানের পাত্র জানিয়া প্রভু যাহাতে হরিদাসকে ক্ষমা করেন, তজ্জন্য প্রভুর চরণে আবেদন করিবার জন্য সমস্ত ভক্তগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

ভক্তগণের অনুরোধ-রক্ষার্থ তিনিও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার জন্য আবেদন জানাইলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আলালনাথ যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন শ্রীল পুরীপাদ অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে শান্ত করিয়া প্রভুকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। লোকের মঙ্গলের জন্যই তোমার সমস্ত ব্যবহার। তোমার গম্ভীর হৃদয় আমরা বুঝিতে পারি না।"

আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈলা নিবেদনে॥
তবে পুরী গোসাঞি একা
প্রভু স্থানে আইলা।
নমস্করি' প্রভু তাঁ'রে সমীপে বসাইলা॥
পুছিলা,—"কি আজ্ঞা?
কেনে হৈল আগমন।"
হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈলা নিবেদন॥
শুনিয়া কহেন প্রভু —"শুনহ, গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা, গোবিন্দ-মাত্র সাথ॥
এত বলি' প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা॥
আস্তে ব্যস্তে পুরী-গোসাঞি
প্রভু আগে গেলা।
অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা॥
"তোমার যে ইচ্ছা, কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর?
লোক-হিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদ শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি মঠ ও একটি কূপ করিয়া বাস করেন। কূপের জল অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত বলিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতেন; তথাপি শ্রীল পুরীপাদের কূপমাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিবার গূঢ় অভিসন্ধিতে প্রশ্নচ্ছলে উক্ত কূপের জল কিরূপ, তাহা শ্রীল পুরীপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল পুরীপাদ বলিলেন,—"এ হতভাগ্য কূপের কথা আর কি বলিব! ইহার জল অত্যন্ত কর্দ্দমময়।" ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর 'হায়! হায়!' করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "জগন্নাথ নিশ্চয়ই কৃপণ হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার ভক্তোত্তম শ্রীল পুরীপাদের কূপের জল এইরূপ মলা হইল কেন? অথবা শ্রীল পুরীপাদের কূপের জল যাহাতে সাধারণে স্পর্শ করিতে না পারে, এ জন্যই শ্রীজগন্নাথের মায়ায় কূপের জল এরূপ অব্যবহার্য্য হইয়াছে; কারণ, শ্রী পুরীপাদের কূপজল স্পর্শমাত্রেই জীবের তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্তি ঘটিবে। অব্যবহার্য্যজল-স্থানে লোকে এই সর্ব্বপাপহারক জল স্পর্শ করিতে বিরত হইলে তাহাদের পাপনির্ম্মুক্ত হইবে না। শ্রীগৌরসুন্দর ইহা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীজগন্নাথের নিকট আমার এই প্রার্থনা, শ্রীগঙ্গাদেবী এই কূপের ভিতরে প্রবিষ্ট হউন। শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞা-বলে পাতালগঙ্গা ভোগবতী শ্রীগঙ্গা এই কূপে এখনই প্রবিষ্ট হউন।" ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া উচ্চ হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগঙ্গাদেবীকে এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক কিছুকাল পরে "শ্রীল পরমানন্দ মঠ" হইতে নিজ বাসায় গমন করিলেন। ভক্তগণও সে রাত্রির মত নিজ নিজ স্থানে বিশ্রামার্থ চলিয়া গেলেন। প্রভাত হইবামাত্র ভক্তগণ আবার শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; আসিয়া দেখেন,—শ্রীল পুরীপাদের কূপে আর কর্দ্দমাক্ত জল নাই—কূপ পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভক্তগণ মহাচমৎকৃত হইলেন এবং 'হরি' 'হরি' জয়ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। শ্রীল পুরীগোস্বামীর আনন্দে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি অচৈতন্য হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হইলেন। বুঝিতে পারিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরে শ্রীল পুরীপাদের কূপে শ্রীগঙ্গার বিজয় হইয়াছে; সুতরাং সকলেই শ্রীহরিকীর্ত্তন করিতে করিতে কূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে এই আনন্দ-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সংবাদ-শ্রবণ-মাত্রই শ্রীল পুরীপাদের মঠে চলিয়া আসিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপুরী-গোস্বামীর কূপমধ্যে সুন্দর স্বচ্ছ জল দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"যিনি এই কূপে স্নান করিবেন, সত্য সত্য তিনি গঙ্গা স্নানের পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবেন—তাঁহার নির্ম্মলা কৃষ্ণভক্তিলাভ হইবে।" ভক্তবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী শুনিয়া উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে আনন্দোল্লাস জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ করিয়া তাঁহার শ্রীমুখবাণীর সত্যতা সুদৃঢ় করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং পুরীগোস্বামীর দিব্য কূপজলে মহানন্দ-সহকারে স্নান এবং সেই বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ক জলপানলীলা প্রদর্শন করিলেন। তদবধি শ্রীল পুরী গোস্বামীর কূপ শ্রীক্ষেত্রে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া, তাঁন পরম-নিকটে॥
পরমানন্দপুরীর প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন দুই মিত॥
কৃষ্ণকথা পরস্পর রসে-প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরীসঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল
অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিল সকল।
পুরী গোসাঞিরে প্রভু পুছিলা আপনি।
"কূপজল কেমত হইল কহ শুনি॥"
পুরী বলে "সেই বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ॥"
শুনি প্রভু হায় হায় করিতে লাগিলা।
প্রভু বলে, "জগন্নাথ কৃপণ হইলা॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্বপাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥
অতএব জগন্নাথদেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল যেন কেহ নাহি খায়॥"
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা॥
"জগন্নাথ মহাপ্রভু, মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥
ভোগবতীগঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তাঁ'রে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥"
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিলা॥
সেইক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হঞা প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া 'হরি' বলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাঞি হৈলা আনন্দে অচেতন॥
গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেইক্ষণে।
জল দেখি' পরম-আনন্দ-যুক্ত মনে॥
প্রভু বলে, শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জল যে করিবে স্নান-পান॥
সত্য সত্য হৈব তাঁ'র গঙ্গাস্নানফল।
কৃষ্ণভক্তি হৈব তা'র পরম-নির্ম্মল॥
সর্ব্বভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি'।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্য জলে।
স্নানপান করে প্রভু মহাকুতূহলে॥
(চৈঃ ভাঃ)

অদ্যাপিও এই পুরী-কূপের কথা শ্রীক্ষেত্রে ও গৌরানুগত ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রচারিত রহিয়াছে। ভক্তির সহিত এই কূপের জল পান ও মস্তকে ধারণ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। এই কূপের জলে শ্রীক্ষেত্রের সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভের জন্য ঐ জল মস্তকে ধারণ ও পান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই কূপের স্থিতিস্থানসম্বন্ধে সাধারণের অনেকেই সংবাদ রাখিতেন না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই কূপের পুনরুদ্ধার করেন।

শ্রীল পরমানন্দ পুরীগোস্বামীপাদ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধবের অবতার। শ্রীল পুরীপাদের স্নেহ-প্রীতিময়ী সেবায় শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যবশীভূত। শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রীতিতে নিত্যবশীভূত। শ্রীভগবান্ ভক্ত-ভক্তিমান্, ভক্ত শ্রীভগবদ্-ভক্তিমান্। পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তের স্নেহপ্রীতির নিকট শ্রীভগবান্ চিরবিক্রীত। শ্রীল পুরীপাদের শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি যে নিত্য অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রীতি, তাহাতে তিনি বশীভূত, অধীন না হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি অপ্রাকৃত স্নেহসেবার দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

"পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্যরসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল পুরীপাদের প্রীতিময়ী সেবায় শ্রীগৌরসুন্দর কিরূপ বশীভূত, অধীন হইয়া গিয়াছেন—তাঁহাকে কিরূপভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই নিজমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

প্রভু বলে—"আমি যে
আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে॥
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা॥
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥"
(চৈঃ ভাঃ)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::::•::::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সাম্প্রতিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের মুখ্যানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—::(•)::—

নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের নামের প্রথম তালিকা

ওয়াশিংটন, লণ্ডন, প্যারিস ও মস্কোতে যুগপৎ এক ঘোষণায় ২৩ জন নাৎসী প্রধানের নাম যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকায় স্থান পাইয়াছে বলিয়া জানান হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে হেস, গোয়েরিং রিবেনট্রপ এবং লে আছেন। ইঁহাদের বিচারের তারিখ নির্দ্দিষ্ট না হইলেও আশা করা যায়, আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগেই বিচার আরম্ভ হইবে। আরও অনেক যুদ্ধাপরাধী আছে, যাহাদের নাম এই তালিকায় স্থান পায় নাই, তাহাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান চলিয়াছে। তালিকার প্রথমেই গোয়েরিং-এর নাম রহিয়াছে। তাঁহার পর হেস ও হেসের পর রিবেনট্রপের নাম আছে।

অতঃপর তালিকায় যুদ্ধাপরাধীদের নাম এইভাবে আছে,—

নাৎসী শ্রমিক ফ্রণ্টের নেতা রবার্ট লে। নাৎসীবাদের প্রধান দার্শনিক ব্যাখ্যাকার ও নাৎসী দলের বৈদেশিক নীতির প্রধান পরিচালক এলফ্রেড রোজেনবার্গ; পোলাণ্ডের জার্ম্মাণ গভর্ণর জেনারেল হান্স ফ্রাঙ্ক এস এস নায়ক ও পুলিশের অধ্যক্ষ আর্ণেষ্ট কালটেনব্রুণার গোষ্ঠে ময়ার নাৎসী রক্ষক এবং নাৎসীদের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব উইলহেলম ফ্রিক। কুখ্যাত ইহুদীদলনকারী জুলিয়াস ষ্ট্রাইখার। জার্ম্মাণ সুপ্রীম হাই কম্যাণ্ডের বড়কর্ত্তা ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কাইটেল। নাৎসী দলের অর্থ-সচিব ও রাইখস ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ওয়াল্টার ফুঙ্ক। রাইখস ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট এবং অর্থ-সচিব ডক্টর শাখট। ক্রুপ অস্ত্রের কারখানার বড়কর্ত্তা ক্রুপ ফন বোহলেন্ড হালবাখ। জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্র্যাণ্ড এডমিরাল এরিখ রেডার। জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর শেষ প্রধান সেনাপতি এডমিরাল ডোনিৎস। রাইখের ভূতপূর্ব্ব যুবনেতা ও ভিয়েনার গবর্ণর বলডুর ফন শিরাখ। দাস শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের বড়কর্ত্তা ফ্রিৎস সউকেল। সরবরাহ ও সমরোৎপাদন সচিব এলবার্ট স্পীয়ার। নাৎসী দলের চ্যান্সেলারীর অধ্যক্ষ ও হিটলারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মার্টিন বোরম্যান। তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব নাৎসী দূত ফ্রাঞ্জ ফন প্যাপেন। জার্ম্মাণ বাহিনীর শেষ প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল এলফ্রেড জোডল্। ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্রসচিব কনষ্টাণ্টিন ফন নয়রাথ। নাৎসী দেশাস প্রচার দপ্তরের বড়-কর্ত্তা ও গোয়েবলস্-এর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হ্যান্স ফ্রিৎস।

মুসোলিনীর কন্যা এডা সিয়ানো

গত ৩০শে আগষ্ট রোম রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মুসলিনীর কন্যা ও ইতালীর ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সিয়ানোর (মুসোলিনী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক বিশেষ আদালতের বিচারের পর ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে গুলি করিয়া মারা হয়) পত্নী এডা সিয়ানোকে ইতালী সীমান্তে লইয়া গিয়া ইতালীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী এক বেতার বার্ত্তায় প্রকাশ যে এডা সিয়ানোকে মিত্রপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে; ইতালীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে নহে।

এডা গত জানুয়ারী মাসে সুইজার-ল্যাণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। গত জুন মাসে বলা হইয়াছিল যে, তিনি যদি ইতালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধাপরাধী-হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না।

---

২২ লক্ষ ১০ হাজার বাড়ী বিনষ্ট ৬ লক্ষ ৮০ হাজার লোক হতাহত

গত ৩১শে আগষ্ট জাপানের রাজধানীতে প্রবেশকারী মিত্রসেনার সহযাত্রী রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, মিত্রপক্ষে বোমাবর্ষণের ফলে জাপ রাজধানীর ৭০ শতাধিক ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। মাত্র ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ী বাসোপযোগী রহিয়াছে। তিনি জাপ নিউজ এজেন্সী মারফৎ এই সংখ্যা সংগ্রহ করেন এবং নিজে সেগুলির সত্যাসত্য পরীক্ষা করেন। সমগ্র জাপানে মোট ২২ লক্ষ ১০ হাজার ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের আক্রমণে মোট ৬ লক্ষ ৮০ হাজার লোক হতাহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৬০ হাজার নিহত হইয়াছে। মোট ৯২ লক্ষ লোক বোমাঘাতে গৃহহারা হইয়াছে।

৭জন কারামুক্ত বৃটীশ জেনারেল

গত ২৮শে আগষ্ট—মাঞ্চুরিয়ার জাপানী বন্দিশিবির হইতে মুক্ত ৭ জন বৃটিশ জেনারেল চুংকিংএ পৌঁছিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ লেঃ জেনারেল আর্থার আর্ণেষ্ট পার্সিভাল আছেন। আরো আছেন সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন গবর্ণর স্যার সেণ্টন টমাস, হংকং-এর প্রাক্তন গবর্ণর স্যার মার্ক ইয়ং এবং উত্তর বোর্ণিওর প্রাক্তন গবর্ণর মিঃ সি আর স্মিথ।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

Regd No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত্ব বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ কাপটিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ

গত ২রা সেপ্টেম্বর জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নির্দেশক্রমে জাপ ইম্পিরিয়াল জেনারেল হেডকোয়ার্টার জাপান ও জাপানের বাহিরে জাপ সৈন্যকে সংগ্রামে বিরত হইতে, অস্ত্রত্যাগ করিতে, আপন আপন জায়গায় থাকিতে ও মিত্র-পক্ষীয় সেনাপতিদের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

মাঞ্চুরিয়া বাদে চীন ফরমোসা ও ফরাসী ইন্দোচীন বা ১৬ ডিগ্রী উত্তরের উত্তরে যে সব জাপ সৈন্য আছে তাহারা জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

মাঞ্চুরিয়ায় ৩৮ ডিগ্রী উত্তরের উত্তরে ও কারাফুটায় যে সব সৈন্য আছে তাহারা সোভিয়েট সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

আন্দামান, নিকোবর, ব্রহ্ম, শ্যাম ও ফরাসী ইন্দোচীন ১৬ ডিগ্রী উত্তরের দক্ষিণ, মালয়, বোর্ণিও, নেদারল্যান্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ, নিউগিনি ও বিসমার্কের জাপ সৈন্য লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন অথবা অষ্ট্রেলিয়ান সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে; কাহারা কোন্ এলাকায় আত্মসমর্পণ করিবে তাহা লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ও অষ্ট্রেলিয়ানরা ঠিক করিয়া লইবেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপের সেনাপতিরা মার্কিণ নৌবহরের প্রধান সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন।

খাস জাপান ও কোরিয়া, ৩৮ ডিগ্রীর দক্ষিণে ও ফিলিপাইনে মার্কিণ বাহিনীর সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিবে।

খাস জাপানে পুলিশ ছাড়া আর সমস্ত সৈন্যকে নিরস্ত্র হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে; খাস জাপানে শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্ব ঐ সব পুলিশের থাকিবে।

অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ ও বিলি অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে।

যুদ্ধবন্দী ও আটক ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ তালিকাসহ নিরাপদ স্থানে আনিয়া মিত্র-পক্ষের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে

দেরী করিলে বা অমান্য করিলে মিত্র-পক্ষীয় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ও জাপ গবর্ণমেণ্ট কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

ফরাসী-ইন্দোচীনে বিক্ষোভ প্রদর্শন

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের—এক সংবাদে প্রকাশ ফরাসী ইন্দোচীনে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার দশ জন ফরাসী নিহত হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ জনই নিহত হইয়াছিল হানোয়ায়। ১৬ই হইতে ১৮ই আগষ্টের মধ্যে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় তাহাতেই ইহা ঘটিয়াছে। প্রায় বিশ হাজার আনামী মেট্রোপলিশ হোটেল আক্রমণ করে এবং জানালার মধ্য দিয়া গুলি চালাইতে থাকে

থিউ কোয়াং ইয়েনের কয়লাখনি অঞ্চলে ৬ জন ফরাসী নিহত হয়। হানোই হইতে পাঁচ মাইল দূরে কেসো গ্রামে দুই জন ফরাসী ক্যাথলিক পুরোহিতকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হানোইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, চীন ও রুশিয়ার পাতাকার পাশাপাশি, আনামী রিপাবলিকের হরিদ্রা বর্ণ তারকা খচিত রক্তবর্ণ পতাকা উড়িতেছে।

হামবুর্গ অঞ্চলে জার্মাণ গুপ্ত আন্দোলন

গত ৩১শে আগষ্ট ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউচিচ ও ফিল্ড মার্শাল মানষ্টাইন শ্লেজউক-হলষ্টাইন এলাকায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে অন্তরীণ করা হইয়াছে। ফিল্ড মার্শাল মানষ্টাইন একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইঁহাদের উভয়কেই এম্বুলেন্সযোগে প্রেরণ করা হয়।

রয়টার জানাইয়াছেন যে, ফিল্ড মার্শাল মানষ্টাইনের প্রকৃত নাম ছিল লেভিনস্কি; তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর; তিনি পেশাদার সৈনিক। তিনি রুশিয়ার দক্ষিণ আর্মির অধিনায়ক ছিলেন। তথায় সেবাস্তোপোল অধিকারই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে সংবাদ পাওয়া যায় যে, হিটলারের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছে এবং তাঁহার পদে ফিল্ড মার্শাল মডেলকে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহার পর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউচিচও পেশাদার সৈনিক। তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্ম্মাণ-সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন; কিন্তু ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে হিটলার তাঁহাকে পদচ্যুত করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীনন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী... (footer partly illegible)

নিশ্চিত বা সুদৃঢ়, সেস্থানে তাহা লাভ করিবার উপায়ের জন্য সমগ্র সত্তায় আর্ত্তি ও বেদনা হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় বা পথ নাই।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং
বিচিন্তয়॥"

—এই চিন্তা হইতে যেন একমুহূর্ত্তও আমরা বিক্ষিপ্ত না হই।

ন পততি যদি দেহস্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশসারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধায়ি।
অয়মপি পরহেতুর্গাঢ়তর্কেন দৃষ্টঃ
প্রকটকদনভারং কো বহত্বন্যথা বা॥

যদি আমার দেহ পতিত না হয়, তাহাতে দেহের দোষ কি? যেহেতু বিধাতা এই দেহকে বজ্রসারদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অথবা আমি গাঢ় তর্কের দ্বারা একটী অন্য কারণ নির্ণয় করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর অন্য কে এরূপ দুঃখ বহন করিবে?

সর্ব্বাত্মা যে সেবাসাক্ষাৎকার-চিন্তায় অর্পিত হইতে পারিতেছে না—সেই চিন্তার বহ্নি যেন প্রতিমুহূর্ত্তে হৃদয় জ্বালিতে থাকে। 'যিনি আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহার সেবায় সমগ্র-সত্তা ও সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োজিত হইতেছে না'—এই চিন্তার অগ্নি যেন একমুহূর্ত্তের জন্যও নির্ব্বাপিত না হয়। আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-সাক্ষাৎকার ও নিজের পাওয়ার যদি জানিতে না পারিলাম, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? যদি আমি বিষ্ঠার কৃমিকীটও হই, তথাপি যেন শ্রীনন্দতনুজের মর্ম্মী ভক্তের শ্রীচরণকমলের মকরন্দবাহী গন্ধবহ আমার গাত্র স্পর্শ করে।

সাধন ও সিদ্ধ—উভয় অবস্থাতেই অকপট অশ্রুর মূল্য অনির্ব্বচনীয়। অত্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও হৃদয়গুহা হইতে উৎসারিত অশ্রু-গঙ্গার একটী কণা শ্রীহরির যেরূপ প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ আর কিছু পারে না। শত শত সাধন তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, স্বাধ্যায়, সদাচার বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি-পালন, তীর্থভ্রমণ এমন কি, নববিধা ভক্তি-যাজনের অভিনয় করিয়াও হৃদয়বিগলিত একবিন্দু অকপট অশ্রুর অভাবে করুণাবারিধি শ্রীহরির কৃপা ও প্রীতি আকৃষ্ট হয় না। যাঁহার অন্ততঃ প্রত্যহ একবারও নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া শ্রীহরির কৃপা ও সুখানুসন্ধানের জন্য একবিন্দু অশ্রুনির্গত না হয়, তাঁহার হৃদয়ে নিশ্চয়ই জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত দুরন্ত অপরাধের বজ্রলেপ আছে। চোখের জল ও চিন্তা—অর্থাৎ আমার কিছুই হইল না, হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে এই অনুভূতি—এই দুইটী প্রত্যহই প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে সমুদিত হওয়া চাই। কেহ হরিভজনে অকপটভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন কি না, তাহার একমাত্র কষ্টিপাথর—অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে উদিত একবিন্দু অকপট অশ্রু। যাঁহার অযোগ্যতার অনুভূতি নাই, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরিদেবের সুখানুসন্ধানস্পৃহা নাই, তাঁহার চক্ষু হইতে কিছুতেই অশ্রু নির্গত হইবে না। হয়ত তিনি খুব নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ম্লানমুখে অবস্থান করিতে পারেন, কিংবা নিজের দুর্দ্দশাদর্শনে শুভেচ্ছা-মাত্র পোষণ করিয়া দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেন বা সাময়িক বিনম্রভাব ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু হৃদয় অপরাধমুক্ত না হইলে কিছুতেই অকপট অশ্রুর উদ্গম হইবে না। যদিও অশ্রুপ্রকাশ প্রীতির সামান্য একটি লক্ষণমাত্র, তথাপি নিরপরাধ না হইলে কখনই অশ্রুর উদ্গম হইতে পারে না। স্বভাব-পিচ্ছিল চক্ষু হইতে যে অশ্রুনির্গত হয়, তাহা ব্যাধিবিশেষ। ঐরূপ অশ্রুর কথা হইতেছে না। শোক, ভয়, মোহ প্রভৃতি জাত অশ্রু অত্যন্ত অভিমানের এবং অপরাধের পরিচায়ক দশবিধ নামাপরাধের কোনও একটী বা সমস্তই হৃদয়ে থাকিলে নিজের দেহসম্বোধ অভাব বা দেহসম্বন্ধীয় লোক প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের জাগতিক অভাব-অসুবিধা প্রভৃতি কিংবা কোন জড় বস্তুর অপ্রাপ্তি বা বিনাশে যে অশ্রুর উদ্গম হয়, অথবা জড়-প্রতিষ্ঠালাভের আশায় যে কৃত্রিম অশ্রুমোচন, তাহা অপরাধেরই অভিব্যক্তি; উহাতে হৃদয়ে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি হয় না—শ্রীহরির সুখানুসন্ধানস্পৃহা থাকে না, বরং স্বীয় দেহমনের সুখানুসন্ধান এবং সুখের অপ্রাপ্তিজনিত খেদ ও অভাব-বোধরূপ মোহই প্রবল থাকে।

শরণাগতি-বিগলিত হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হইয়া নেত্রযুগলের দ্বারে উচ্ছলিত হয় এবং শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পাদ্য রচনা করে, এই যে অযোগ্যতার অনুভূতিরূপ চিন্তা বা অযোগ্যতাস্মৃতি, তাহাই অশরণাগতকে শরণাগত করিয়া দেয়, জড়াভিমানীকে অমানী করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ পরম-করুণ প্রভুদ্বয়ের পরিকরগণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপ অভিমানে অভিমানী করায়। এই অশ্রুবিন্দুর এরূপ মূল্য যে, তাহা ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কার করিয়া সবিশেষ-পরতত্ত্বের লীলাপুরুষোত্তমের অজিতের চিত্তকে বিজিত ও বিগলিত করিয়া তাঁহার নেত্রের অশ্রু আকর্ষণ করে। অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুবিন্দুদর্শনে স্বয়ং অজিত ভগবান্ পর্য্যন্ত করুণাবিগলিত হইয়া অশ্রু-মোচন করেন। অবলার যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিবার একমাত্র অস্ত্র—অশ্রু, অসমর্থ শিশুর যেরূপ মাতাপিতার কারুণ্য উদ্রেক করিবার একমাত্র উপায় ক্রন্দন, সেইরূপ অত্যন্ত অযোগ্যের অত্যন্ত করুণকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র অশ্রুকণাই উপায়। এইজন্য অশ্রুর এত মূল্য। অযোগ্যতার পূর্ণ অনুভূতি দূরের কথা, অকৈতবা সম্বন্ধসিদ্ধা ভক্তির শাস্ত্ররতিযুক্ত যাজকও শ্রীহরির অশ্রু আকর্ষণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা পূর্ণ শরণাগত হইয়া অশ্রুঅর্ঘ্যের দ্বারা ইষ্টদেবের নিরন্তর পূজা করেন, তাঁহাদের ত' কথাই নাই। শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বলিয়াছেন,—

"যস্মিন্ ভগবতো নেত্রান্ন্যপতন্ হর্ষবিন্দবঃ।
কৃপয়া সম্পরীতস্য প্রপন্নেঽর্পিতয়া ভৃশম্॥
তদ্বৈ বিন্দুসরো নাম সরস্বত্যা পরিপ্লুতম্।
পুণ্যং শিবামৃতজলং মহর্ষিগণসেবিতম্॥"
(ভাঃ ৩।২১।৩৮-৩৯)

এই আশ্রমে কর্দ্দমঋষির শরণাগতি-দর্শনে ভগবান্ শ্রীশুক্লদেবের অন্তঃকরণ স্নেহাপ্লুত হইয়া নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু-বিন্দু পতিত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের সেই স্নেহাশ্রুই সরস্বতীজলের সহিত পরিব্যাপ্ত হইয়া পবিত্র মঙ্গলাবহ অমৃততুল্য সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণসেবিত 'বিন্দু-সরোবর' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অযোগ্যতম, দুর্গততম, কোটী কোটী অনর্থগ্রস্ত বিষয়ী দুরাচার অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়—অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতির সহিত কৃপাপ্রার্থনাজাত অশ্রুর দ্বারা পরমকরুণ পরতত্ত্বের আরাধনা। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই আরাধনার কথা স্বল্পাক্ষরে একটী গীতির মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন,—

যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥"

পরমকরুণ পরতত্ত্বের উপাসকগণের অযোগ্যতার অনুভূতিই তাঁহাদের একমাত্র যোগ্যতা। এই অযোগ্যতার তীব্র ও অকপট অনুভূতি হইতেই অনুক্ষণ যে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ প্রকটিত হয়, তাহাতেই অযোগ্যতম জীব পরমকরুণ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম ভেলারূপে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হন এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন পর্য্যন্ত করিবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। "করুণা না হইলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর"—এই প্রতিজ্ঞাটী যখন বাস্তব ও ঐকান্তিক হয়, তখন পরমকরুণ পরতত্ত্ব উপযাচক হইয়া এরূপ ক্রন্দনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং অবরুদ্ধ হন। অযোগ্যতার সুতীব্র অনুভূতির সহিত যে অশ্রু, তাহা অজিতকে জয় করে, সর্ব্বস্বতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করে, পূর্ণতম নিরপেক্ষকেও সাপেক্ষতম অর্থাৎ দীনবৎসল করিয়া দেয়। অশ্রুর এতবড় মূল্য যে, স্বয়ং শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পূর্ণভাবে বিলাইয়া দিয়াও 'ঋণী' বলিয়া অভিমান করেন।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভ হইতে পারে না। কেবল-চেতনের ধর্ম্ম যদি কখনও বিদ্যুতের কণার ন্যায় চৈতন্যজনগণের কৃপাবলে আমাদের হৃদয়ে আগমন করে, তাহা হইলে অন্ধকার রাজ্যের মানবজাতির পরামর্শ হইতে আমরা উদ্ধৃত হইতে পারি। দেশের এমন ভাগ্যহীনতা যে, সত্যের কথা আলোচনায় অনেকেই অন্যমনস্ক। তাহাদের যেন অন্য কত কি কাজ পড়িয়া গিয়াছে! ঐরূপ ইতর প্রয়াস কেবল অপ্রত্যা-প্রগল্ভ ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-গ্রহণে পরাঙ্মুখতার নিদর্শন।

ব্রহ্মাণ্ডপ্রসূতাদেবী মায়াদেবী জীবকে জাগতিক নশ্বর অভাব-অসুবিধার হাত হইতে কিছুকালের জন্য রক্ষা করেন। আর মায়ার স্বরূপ শুদ্ধস্বরূপ যোগমায়া জীবকুলকে বংশীধ্বনি-শ্রবণে মনোযোগ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়া মহাপ্রেম প্রদান করেন। মহামায়াদেবী বাসনাযুক্ত শাক্তসমূহের প্রার্থিত ফলদান করেন; যোগমায়াদেবী শুদ্ধশাক্তগণকে সুস্নিগ্ধ ভাববিশিষ্ট করাইয়া রাসস্থলীতে কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। যাঁহাদের নশ্বর ভোগের প্রবৃত্তি নাই, অন্যাভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্মাদির বন্ধন নাই, তাঁহারাই চিৎকর্ণে সেই অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শুনিতে পারেন, যোগমায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যোগমায়া উন্মুখ-পালিনী চিৎশক্তি; আর মহামায়া—যাঁহার উপাসনা জগতে প্রচলিত, তিনি বিমুখ-বিমোহিনী অচিৎশক্তি বা ছায়াশক্তি। শুদ্ধশাক্তগণ চিৎশক্তির উপাসক। যোগমায়া নিষ্কিঞ্চনগণকে বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট করিয়া কামদেবের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি যাঁহাদের কর্ণে পৌঁছায় না, তাহাতে যাঁহারা আকৃষ্ট হন না, তাঁহারা ইতর কামনায় আকৃষ্ট হন। কামাখ্যাদেবীর আখ্যায়িকা হইতে আমরা জানিতে পারি, কামাখ্যাদেবী যাঁহাকে অকপট কৃপা করেন, তিনি মদনগোপালের সেবা-সুখ-তাৎপর্য্য কামনা করিতে পারেন; আর যাঁহার প্রতি কপটকৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ব্যক্তি প্রাকৃত মদনের বা কামের দাস হইয়া ধর্ম্ম-অর্থাদি কামনা করিয়া থাকেন। আর কামাখ্যাদেবী যাঁহাদিগকে অত্যন্ত অকৃপা বা বঞ্চনা করেন, তাঁহারা মোক্ষকামী হইয়া পড়েন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥১॥০॥-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি, অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণত বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সামঞ্জস্যকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শ্রবণাপন্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলেও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেষণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

মহাযুদ্ধে জাপানের বিরাট ক্ষতি

গত ৬ই সেপ্টেম্বর জাপ গবর্ণমেণ্টের জনৈক মুখপাত্র ডায়েট ঘোষণা করেন যে, জাপানী স্থল ও নৌবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা ৫০৮৫০০০ জন। ইহার মধ্যে স্থলবাহিনীর ৩১০০০০ জন এবং নৌবহরের ১৫৪২৭৫ জন নিহত হইয়াছে।

মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণে ২৪১৩০৯ জন নিহত ও ৩১৩০৪১ জন আহত হইয়াছে। বিমান হানায় একমাত্র টোকিওতেই ৮৮২৫০ জন মারা গিয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় জাপানের মোট দশখানি ব্যাটেলশিপ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৭ খানি অবশিষ্ট রহিয়াছে; কিন্তু সেগুলিও কার্য্যোপযোগী নহে। মোট ২৫ খানি বিমানবাহী পোতের মধ্যে ১৯ খানি ধ্বংস হইয়াছে। দুইখানি মাত্র বিমানবাহী পোত চালনের উপযুক্ত রহিয়াছে।

৪ খানি ক্রুজারের মধ্যে তিনখানি মাত্র কার্য্যোপযোগী রহিয়াছে। যুদ্ধ পূর্ব্বে এবং যুদ্ধ চলার সময়ে মোট ১৭৮টি ডেষ্ট্রয়ার নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে একখানি কার্য্যোপযোগী রহিয়াছে। যুদ্ধের আগে জাপানের ৬৪খানি সাবমেরিণ ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আরও ১২৬ খানি নূতন সাবমেরিণ কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। উহার মধ্যে ১৩০ খানি ধ্বংস হইয়াছে এবং ৫৯টি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যুদ্ধ বাধিবার সময় জাপানের মোট ৬৩০০০০০ টনের ষ্টীমার ছিল। বর্ত্তমানে উহা টনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫৬০০০০।

——

আণবিক বোমার বিস্ফোরণ-দৃশ্য

গত ৬ই সেপ্টেম্বর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের সময় ক্যাপ্টেন ফ্রেডরিক এ্যাসওয়ার্থ বি ২৯ আর একটি বোমারুতে ঐ সহরের ২৮ মাইল দূরে ৮০ হাজার ফুট উচ্চে অবস্থান করিয়া উহার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করেন। ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, বোমা পড়িবার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এক উত্তাপের বন্যা। উহা উর্দ্ধমুখী হয়। অর্দ্ধ মাইল ব্যাপযুক্ত এক বিরাট অগ্নিগোলক মিনিট ৩০ হাজার ফুট বেগে উর্দ্ধমুখে ধাবিত হয়। ৬০ হাজার ফুট উঠিয়া উহা বিস্তৃত হইয়া উজ্জ্বল পীতবর্ণের গলিত মেঘের মত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষার ফল

গত ২রা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং এম-এস-সি পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রথম কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়াছেন,—

এম এ পরীক্ষা

ইংরাজী—প্রথমশ্রেণী—প্রথম—সফিউল আজম, দ্বিতীয়—করুণা গুপ্তা।

বাঙ্গলা—দ্বিতীয় শ্রেণী—প্রথম—হাসি চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয়—বিমলা রায়চৌধুরী।

অর্থনীতি দ্বিতীয় শ্রেণী—প্রথম—মোবারক হোসেন।

রাজনীতি—প্রথম শ্রেণী—প্রথম—সুবিমল পাল।

দর্শনশাস্ত্র—প্রথম শ্রেণী—প্রথম—উষারাণী মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত কোর্স 'ক'—দ্বিতীয় শ্রেণী—প্রথম—সাবিত্রী সেন; কোর্স 'খ'—প্রথম শ্রেণী প্রথম—অচ্যুতানন্দ দাস।

ইতিহাস—প্রথম শ্রেণী—চিত্তরঞ্জন সোম।

পদার্থবিজ্ঞান 'ক' গ্রুপ—দ্বিতীয় শ্রেণী—প্রথম—নিত্য রায়; 'খ' গ্রুপ প্রথম—শিবব্রত ভট্টাচার্য্য।

অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণী—অনিমা বসু।

———

পূজা ও ঈদ উপলক্ষে বস্ত্রবিতরণ

ইদলফেতর উপলক্ষে মুসলমানগণ যাহাতে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে পারে, এজন্য মুসলিম চেম্বার অব কমার্সের নিকট ৫৫ বেল বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে।

পূজা উপলক্ষে হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তিকে পরাইবার জন্য এবং হিন্দুসম্প্রদায়ের ইচ্ছানুরূপ বিতরণের জন্য কলিকাতার শেরিফ মিঃ জে. কে. মিত্রের নিকট ২০ বেল বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে।

———

হিরোসিমায় লক্ষ লোকের মৃত্যু আরও দুই লক্ষ মরণোন্মুখ

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার সংবাদদাতা জার্ণল ওগলাও সংগৃহীত এক বিবরণে প্রকাশ যে, জাপ সরকারী বিবৃতিতে হিরোসিমায় ৫০,০০০ মারা গিয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইলেও ইতিমধ্যেই অনূন ১০০০,০০০ লোক আণবিক বোমায় মারা গিয়াছে এবং আরও ২০০,০০০ জন মরণোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সহরের কেন্দ্রস্থলে প্রত্যেকটি লোক মারা গিয়াছে এবং প্রতিটি গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। চক্ষের নিমিষে শত শত বৃহৎ অট্টালিকা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ব্রহ্মচারী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এই দুঃখ শ্রীভগবানের দ্বারা প্রদত্ত বলিয়া কর্ম্মফল নহে, সুখও ভক্তগণের কর্ম্মের ফল নহে, কিন্তু তাহা ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। প্রথমস্কন্ধে 'দম্পত্য হ্যাপবর্গ্য' এই শ্লোকে ভীষ্মদেবের উক্তিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তগণের ভক্তিমাত্র আরব্ধ হইলেই অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ ও প্রারব্ধ কর্ম্মফলসমূহের ক্রমে ক্রমে বিনাশ হয়, যেমন পদ্মের সহস্র দল যুগপৎ মুহূর্ত্ত-মধ্যেই ক্রমিকভাবে বিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিমত। শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি বলেন,—'শ্রীগোবিন্দের ভজনই ভক্তি, তাহা ঐহিক ও পারত্রিক উপাধির নিরাস করিয়া শ্রীগোবিন্দের প্রতি মনের স্থৈর্য্য সাধন। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য নামে কথিত।' ইহার অর্থ এইরূপ—উপাধিনৈরাস্যদ্বারা অর্থাৎ কামনাশূন্য হইয়া, মনঃকল্পন অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ; ইহাই ভজন এবং উহাকেই 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলা হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তৎ-শব্দের দ্বারা ভজন ও নৈষ্কর্ম্ম্যের সমানাধিকরণ হওয়ায় অর্থাৎ উভয় শব্দে একই বস্তুর ধর্ম্ম প্রকাশ করায় ভজনের আনন্ত্যেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে। আবার ভজনের ক্রমোন্নতি ও তাহার ফলপ্রতিপাদক ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি হইতে দেহস্থিতি নির্ব্বাহিত হয়।

প্রারব্ধফলের ন্যায় যে সুখ ও দুঃখ দেখা যায়, তাহা ভগবৎকর্ত্তৃকই প্রদত্ত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—'ভবত্যশুভাশুভয়োঃ।' প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের প্রতি স্নেহশীল ভগবান্ ভক্তকে দুঃখ দেন কেন? তদুত্তরে বলা যায়,—হাঁ, এই বাক্য সত্য; পিতা পুত্রবৎসল হইয়াও পুত্রকে ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া যেরূপ তাহাকে অধ্যয়নাদির ক্লেশ দিয়া থাকেন এবং তাহাতে পিতার স্নেহের পরিমাণ একমাত্র তিনিই জানেন, কিন্তু তৎকালে পুত্রও জানিতে পারে না, ইহাও সেইরূপ।

শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীধ্রুব প্রভৃতি ভক্তকে ভোগ ও সম্পদের সুখমাত্র প্রদান করায় সাধকদিগকে হিতৈষী ভগবান্ কেবল দুঃখ দেন, এইরূপও বলিতে পার না। সিদ্ধগণের শিরোমণি শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতিকেও ক্লেশদান শ্রুত হয়, 'যত্র ধর্ম্মসুতো রাজন্' (ভাঃ ১।৯।১৫) ইত্যাদি শ্লোকে 'সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ' ইত্যাদি ভীষ্মবাক্য তাহার প্রমাণ, অতএব 'হে রাজন্! কোনও পুরুষ শ্রীভগবানের বিধানেচ্ছা জানিতে পারেন না।'—এইরূপ ভীষ্মবাক্য থাকায় শ্রীভগবানের বিধান সেই ভক্তবৎসলই একাকী জানেন, অপর কেহ জানেন না। ইহাই সিদ্ধান্ত। যাহা কিছু সেই বিষয়ে সমাধান করা যায়, তাহাও তাহাতে দর্শনীয়।

যদি বলা যায়, নিজকর্ম্ম জন্য ও ভগবৎ-প্রদত্ত, এই উভয় প্রকার সুখ-দুঃখের ভোগাঙ্ক বিষয়ে তুল্যতা থাকায় কি পার্থক্য আছে? বলা হইতেছে—কর্ম্মফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের ভোগদ্বারা পরিসমাপ্তি হইলেও তাহার বীজ থাকেই এবং ঐ ভোগীর নরকে পতন হয় এবং কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বা অবরতার অনুসারে ভোগীর সুখ ও দুঃখের তারতম্য হয়। কিন্তু ভগবানের প্রদত্ত সুখদুঃখাদির বীজ একমাত্র তদীয় ইচ্ছা, তাহাও যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু ভোগ হইবে, তাহার পরে আর থাকিবে না। আবার 'জিহ্বা ন বক্তি' (ভাঃ ৬।৩।২৯) ইত্যাদি শ্রীযমের বাক্যানুসারে তাহার নরকে পাতও হয় না, অথচ ভগবানের স্নেহাতিরেকবশতঃ অতিশয় দুঃখ-ভোগও তাহার নাই। অতএব কর্ম্মজনিত ও ভগবৎকৃত দুঃখাদি যথাক্রমে শত্রুকৃত ও মাতৃকৃত তাড়নজনিত দুঃখের ন্যায় বিষ ও অমৃতের তুল্য উভয়ের কিরূপে সাম্য হইতে পারে, ইহাই বিবেচনীয়।

যদি বল, ভগবান্ সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ অতএব ভক্তকে দুঃখ দান না করিলে কি তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না? ইহা সত্য; তিনি—লীলাসমুদ্র, অতএব উহাতে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধিই হয় না। ভক্তযোগের রহস্য-রক্ষার নিমিত্ত, অপর নানামতের বিনাশসাধনের অভাবজন্য ও ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কখনও কখনও প্রিয়গণকে দুঃখপ্রদানেও তাঁহাদেরই পরিণাম-সুখকর হয়। যেমন লোচনযুগলে কটুতর অঞ্জন দানে তাহার পরিণামে শুভফল উৎপাদিত হয়।

যদি ভক্তগণকে ভগবান্ কেবল সুখীই করিতেন, তাহা হইলে 'সাধুগণের পরিত্রাণ ও পাপীর বিনাশের নিমিত্ত ভগবদাবির্ভাব'—এই গীতোক্ত নিমিত্তের অভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম প্রভৃতির অবতারও হইত না। ঐ সকল অবতার না হইলে রাস প্রভৃতি লীলামৃতসমুদ্রে ভক্তগণের ক্রীড়া কিরূপে সম্ভব হইত?

আবার যদি বল, সাধুর দুঃখ হইতে পরিত্রাণরূপ নিমিত্ত ব্যতীত শ্রীভগবানের অবতারে কি দোষ হইয়া থাকে? সত্য; হে ভ্রাতঃ, তুমি রসবিষয়ে অভিজ্ঞ নও। শ্রবণ কর, রাত্রি থাকাতেই সূর্য্যোদয় শোভা পায়, গ্রীষ্ম থাকাতেই শীতলজল সুখপ্রদ, শীত থাকাতেই গরমজল আরামদায়ক হয়, অন্ধকারেই দীপের শোভা, আলোকে দীপের শোভা হয় না। ক্ষুধার পীড়া থাকিলেই অন্ন অতীব স্বাদু হইয়া থাকে। অতএব অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই।"

শ্রীভগবান্ যেরূপ অপ্রাকৃত, ভক্তগণও তদ্রূপ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃতে প্রাকৃত দৃষ্টি করা অপরাধ। ভক্তের সর্ব্বতীয় চেষ্টা কৃষ্ণসুখময় ও জগন্মঙ্গলবিধায়ক। তিনি ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কোন কর্ম্ম করেন না, শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ
কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥
তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥"

প্রাণিগণ কোন সংস্কারদ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে এবং বিব্রত হয়। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভগবৎ-সেবানুকূল্য সুখানুভবদ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসারগতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎ-সেবায় অধিষ্ঠিত তিনি স্থিতই করুন, আর উপবেশনই করুন; গমনই করুন, আর শয়নই করুন; প্রস্রাবই করুন আর অন্ন ভোজনই করুন; কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন; কোন সময়ই দেহেতে আসক্ত হন না।

সম্বন্ধ

——:(*):——

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান জীব-হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। সাধক যখন গুরুকৃষ্ণের কৃপায় তাহা উপলব্ধি করিতে থাকেন, তখনই তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তখন জীব ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপ, পর-স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ ও বিরোধ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে থাকেন; প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির দ্বারা এই সম্বন্ধ উত্তরোত্তর পুষ্ট হইয়া থাকে। জীব চিদ্বস্তু। জীবের ধর্ম্ম আনন্দ আছে; কিন্তু স্বরূপের অপ্রাপ্তিতে জীব সেই আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে না। কৃষ্ণ পরিপূর্ণ চিদ্বস্তু জীব তাঁহার অতি-ক্ষুদ্র অংশ কণামাত্র। সুতরাং তাহাতেও অল্পরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়তা আছে। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণ আকর্ষক, জীব আকৃষ্ট, কৃষ্ণ বিভু, জীব অণু, কৃষ্ণ পরিপূর্ণ, আর জীব অপূর্ণ অতি দীন ও ক্ষুদ্র। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান, জীব নিঃশক্তিক। জীব চিদ্বস্তু হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহেতু অত্যন্ত দুর্ব্বল। এইজন্য সে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, তাহাকে কিছু অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়।

কৃষ্ণের তিনটী শক্তি—চিচ্ছক্তি, জীব-শক্তি বা তটস্থশক্তি ও মায়াশক্তি। জীব তটস্থশক্তিজাত। তট চিচ্ছক্তি ও মায়া-শক্তির মধ্যস্থল—চিৎসবিশেষ ও জড়সবিশেষ এই দুই রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশ। তটস্থ-শক্তিজাত জীব এখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারে না। আশ্রয় ছাড়া জীব থাকিতে পারে না। জীব হয় স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে, না-হয় বিরূপশক্তির কবলে কবলিত হইবে। জীবের স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জীব সেই সেবাপ্রবৃত্তি ভুলিয়া গেলে ভোক্তৃ-ধর্ম্ম প্রবল হওয়ায় মায়ার কবলে পড়িয়াছে। মায়ার কবলে পতিত হইলে জীব নানাপ্রকার জড়োপাধিদ্বারা আবৃত হয়। তখন জীবের এজগতের অভিমান প্রবল হয় এবং নিজেকে খুব বড় বলিয়া মনে করে। তখন তাহার কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও হিন্দু, কখনও মুসলমান, কখনও সুখী, কখনও দুঃখী ইত্যাদি নানাপ্রকার অনিত্য অসদভিমান প্রবল হয়। এইপ্রকার মিথ্যা অভিমানযুক্ত হইলে জীবের স্বধর্ম্ম আচ্ছন্ন হয়।

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে এই সকল অসদ-ভিমান আপনা হইতেই চলিয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায়—'কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। জীব ভোক্তা নহে, সে নিত্য ভগবৎসেবক।' সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিজেকে গুরুকৃষ্ণের অতি অযোগ্য কিঙ্করানুকিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। নিজেকে গুরুকৃষ্ণের কিঙ্করানু-কিঙ্কর বলিয়া জানিতে পারিলে অন্য অন্য অভিমান আপনিই ছাড়িয়া যায়। সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি গুরু-কৃষ্ণের'—এই অভিমান প্রবল হয়। ইহাই শুদ্ধ অহঙ্কার। ইহা প্রত্যেক চেতনেরই স্বরূপগত অভিমান। ইহাই প্রকৃত সোপান সূচিত। দেহে বা মনে যতক্ষণ 'আমি বুদ্ধি' থাকিবে, ততক্ষণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয় নাই, জানিতে হইবে। সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয়ে জীব এই জগৎকে নিজের ভোগ্য না জানিয়া কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানিতে পারে। বদ্ধাবস্থায় যাহাকে ভোগের উপকরণ বলিয়া বিচার হয়, মুক্তাবস্থায় তাহাই বিভিন্ন সেব্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিশ্বের কোন বস্তুই তখন আর হৃদয়ে ভোগাকাঙ্ক্ষা জন্মায় না — উন্নতির পথে দাঁড়াইয়া বাধা প্রদান করে না! তখন প্রত্যেক বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপকরণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া জীবকে অনুকূলভাবে কৃষ্ণভজনে সাহায্য করে। স্বরূপে অবস্থানকালে যে মনের দ্বারা চিন্তা করা যায়, সেই মনই আত্মানুগত শুদ্ধমন, বৃন্দাবন। সেই ভূমিকায় অবস্থিত হইয়া যে দর্শন, তাহা বিশুদ্ধদর্শন। শ্রীগুরু-কৃপাবলে এইরূপ হৃদয় হইতে অনর্থ দূর

হইলেই জীব যখন উপাধিমুক্ত হন, তখনই সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি সম্যগ্‌রূপে হয়। তখন বিশ্ব পূর্ণ চেতনময় বলিয়া অনুভূত হয় এবং বিশ্বের সমস্ত বস্তুকেই আর ভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ সম্বন্ধ-তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করিলে জীবের চরম প্রয়োজন কি, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। তখন যে সাধন অবলম্বন করা যায় তাহাই সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়।

সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক না হইলে অভিধেয় যাজন হয় না। সম্বন্ধই অভিধেয়দাতা এবং প্রেমপ্রদাতা। সম্বন্ধজ্ঞানলব্ধ জনের, এ জগতের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে অবস্থান নাই। 'আমি গুরুকৃষ্ণদাস'—গুরুকৃষ্ণ-সেবাই আমার নিত্যধর্ম।' এইরূপ বিশ্বাসের সহিত তিনি হরিসেবায় যত্নবান্। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—'আদৌ গুরু-পদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্।' গুরু-পাদপদ্মের কৃপা হইলেই জীব চতুর্ব্বিধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সান্মুখ্য লাভ করিতে পারে। গুরুকৃপায় গুরুতে যাহার নিত্যানন্দ উপলব্ধি হইয়াছে এবং নিজেকে তাঁহার অযোগ্য সেবকানু-সেবক বলিয়া চিত্তে সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহারই সম্বন্ধজ্ঞান হইয়াছে। সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। বন্ধন খুলিয়া যায়—ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। সম্বন্ধ চেতনের সহিত চেতনের প্রীতি-ভালবাসা আপনজ্ঞান। যাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহার গুরু-বৈষ্ণবে সেইপ্রকার প্রীতির উদয় হইয়াছে। প্রীতির পাত্র একমাত্র গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্— সৌভাগ্যক্রমে যাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, তিনই সম্বন্ধজ্ঞান যুক্ত মহাভাগ্যবান্। তাঁহার সিদ্ধি-লাভ অনিবার্য্য।

গুরুপাদপদ্মের কৃপা বিভিন্ন পাত্রের মধ্য দিয়া আমাদের নিকট আসে। মূর্ত্তিমান্ কৃপা-ভিন্ন। প্রত্যেক জীব শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদাশ্রিত গণ। জানি না, এই স্বরূপের সম্বন্ধ বা অভিমান আমাদের কবে জাগ্রত হইবে, কবে তাঁহার অহৈতুকী করুণার ভাজন হইতে পারিব? কাঙ্গাল আমরা; সুতরাং তাঁহার কৃপা চাওয়াই আমাদের একমাত্র কার্য্য। গুরু-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা ইহাই কীর্ত্তন করেন। গুরুদেবতাত্মা যাঁহারা, তাঁহারাই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁহাদের সঙ্গই আমাদের নিত্যকাম্য। অতি অযোগ্য দুর্ব্বল জীব আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে পারিতেছি না, করণাপাটব দোষদুষ্ট হইয়া এক করিতে আর এক করিয়া বসিতেছি, এমতাবস্থায় আমাদের নিজের দিক্ হইতে কৃপালাভ করিবার কোন আশা নাই। তবে এইমাত্র ভরসা যে, অযোগ্য হইলেও তাঁহারা ছাড়েন না। তাঁহারা নিজগুণে অধম কাঙ্গাল পতিতকেও কৃপা করেন—ইহাই একমাত্র আশা।

—

শ্রীমন্নাথমুনি

——::(::*::)::——

দাক্ষিণাত্যে তাঞ্জোর ও চোল দেশের মধ্যে মধ্যদেশ অবস্থিত। তথায় বীরনারায়ণ নামক গ্রামে ঈশ্বর ভট্ট নামক জনৈক দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তথায় অনন্তাচার্য্য প্রণীত 'প্রপন্নামৃত'-গ্রন্থের মতে ৪৫ শকাব্দায় বিষ্বক্‌সেনের অংশে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ঈশ্বরভট্টের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইনি শ্রীমন্নাথমুনি বলিয়া বিখ্যাত হন। বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীনাথমুনি অশেষ-শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া গ্রামস্থ রাজ-গোপালের সেবা প্রাপ্ত হয়। যথাবিহিত সংস্কার সকল সম্পন্ন করিয়া বহুকাল গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মথুরা প্রভৃতি উত্তর-দেশ-দর্শন ও সেবা-লাভবাসনায় শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রার্থনা করিলে শ্রীরাজগোপালদেব তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীনাথমুনি এই প্রকার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া পরিবার ও কুটুম্ববর্গ সমভিব্যাহারে উত্তর দেশে যাত্রা করিলেন। পথে নিত্য পুষ্করতটে শ্রীবরাহদেব দর্শনান্তে গোপপুর পৌঁছিলেন তথা হইতে বামনতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক শ্রীত্রিবিক্রম দেখিয়া ঘটিকাচল গমন করিলেন। ঘটিকাচল হইতে বেঙ্কটাচলে শ্রীরমাপতির পাদপদ্ম বন্দনা করত গরুড় পর্ব্বতে অহোবল নৃসিংহ দর্শন করিয়া ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ প্রদেশে বিঠলদেব ও কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদেবকে প্রণামপূর্ব্বক শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইলেন। অতঃপর মায়াতীর্থে শ্রীমধুসূদন দেখিয়া গোমন্ত পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক গঙ্গাসাগর-তীর্থে উপস্থিত হইলেন; শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীঅযোধ্যা প্রভৃতি স্থান দর্শনে নিতান্ত আনন্দ-লাভ করিলেন। শ্রীগোবর্দ্ধনের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণসেবায় অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন। একদিবস রজনীতে শ্রীনাথমুনি গোবর্দ্ধন-শিখরে কৃষ্ণসেবাসুখে মগ্ন হইয়া নিদ্রিত হইলে সুষুপ্তিকালে দেখিলেন যে, শ্রীরাজগোপালদেব তাঁহাকে শ্রীগোবর্দ্ধন ত্যাগ করত বীরনারায়ণপুরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গোপালকিঙ্কর শ্রীনাথমুনি স্বদেশে যাইতে বাসনা করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনাধিপতির অনুজ্ঞা লইয়া স্বজনসহ স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে বেদান্তিগণের অধ্যুষিত বারাণসীক্ষেত্র হইয়া নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করত পুনরায় সিংহাচলে অহোবল-নৃসিংহ দর্শন করিলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের যথোচিত বন্দনা করিয়া বেঙ্কটাচলপতিকে প্রণতিপূর্ব্বক ঘটিকাচলে পুনরায় শ্রীনৃসিংহ-দেবের চরণার্চ্চন করিলেন। পুষ্প-সরোবরে আগমনপূর্ব্বক যোগীরাটের অভিবাদন-পূর্ব্বক কাঞ্চীনগরে উপনীত হইলেন। তথায় বরদরাজের স্তুতি করিয়া নানা তীর্থ ও দেবপ্রণতিপূর্ব্বক মহীসার দেখিতে ইচ্ছা প্রবল হইল, মহীসারে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া গজস্থলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কৈরবিনী তীর্থে পার্থসারথি, রঙ্গেশ, রাঘব প্রভৃতি দেবতা নমস্কার করত ময়ূর-নগরে পৌঁছিলেন। ময়ূরনগরে কেশব দর্শন করত তোয়পর্ব্বত, পুণ্ডরীক সরোবর, মহাবলীপুর, চোলদেশ ও কুম্ভকোণ প্রভৃতি স্থানে শ্রীমূর্ত্তিনিচয়ের যথাযথ অভিবাদন-পূর্ব্বক বীরনারায়ণনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ তীর্থযাত্রা সমাপন পূর্ব্বক শ্রীনাথমুনি বীরনারায়ণপুরে পুরোগত বৈষ্ণবগণকে নানাতীর্থ হইতে আনীত প্রসাদাদি প্রদান করিয়া পরম আপ্যায়িত করিলেন।

কিয়ৎকাল গত হইলে একদা শ্রীমন্নাথমুনি কয়েকজন বৈষ্ণবকে কারিসার-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গাথা পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। গাথাটী সম্পূর্ণ-সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া স্বয় গ্রন্থান্বেষণে কুম্ভকোণ যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকোণে পৌঁছিয়া অষ্টাঙ্গযোগানুশীলনে নিযুক্ত হইলেন। কিছুকাল যোগসাধন করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া শ্রীনাথমুনিকে বলিলেন,— "বৎস! তুমি সত্বর তাম্রপর্ণী নদীতীরে করুকানগরীতে গমন কর তথায় আমার পরমভক্ত শঠকোপ দিব্য শরীরে বাস করিতেছে, সেই শঠকোপদাসই এই গাথা রচনা করিয়াছিল। তথা হইতে অভীপ্সিত গ্রন্থ গ্রহণ কর

শ্রীভগবানের আদেশ-মত শ্রীনাথমুনি করুকানগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আদিনাথের চরণ-বন্দন পূর্ব্বক চিঞ্চামূলে শঠকোপ এবং তদীয় শিষ্যাগ্রগণ্য মধুর কবির মূর্ত্তি ও তাঁহার শিষ্য শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে দেখিতে পাইলেন. শ্রীনাথমুনি শ্রীপরাঙ্কুশ দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কি শঠকোপ দাসের বিরচিত সূক্তি দেখিয়াছেন? ঐ সূক্তি কি এক্ষণে গ্রন্থাকারে আছে? যদি থাকে তবে কোথায় উহা পাওয়া যাইবে? উত্তরে পরাঙ্কুশ দাস বলিলেন,—'কারিসার পুত্র যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেই মহাপ্রবন্ধ এক্ষণে কোথায়ও নাই। যেহেতু পুরাকালে ভগবান্ শঠকোপ বেদ সকলের সার সংগ্রহ করত দ্রাবিড় ভাষায় চারিটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শঠকোপ 'সহস্রগীতি' নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীমধুর কবিকে উপদেশ করত নিত্যধামে গমন করেন, সেই সময়ে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে পাপবিমুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিতে লাগিল। এজন্য এই গ্রন্থ পাঠ করিলে মৃত্যু হয়, অজ্ঞলোক এইরূপ বিশ্বাস করিত। তদবধি দ্রাবিড় আম্নায়-পাঠ জগতে দুর্ল্লভ হইয়াছে। মূঢ় ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া একদিন তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে পুস্তকখানি নিক্ষেপ করে, এই পুস্তকের একখানি মাত্র পত্র রক্ষা পাইয়াছিল। এই পত্রে দশটী শ্লোক পুনরুদ্ধার হয়। শঠকোপের রচনার মধ্যে ইহাই এক্ষণে আছে। শঠকোপের শিষ্য শ্রীমধুর কবি ঐ গ্রন্থ পুনর্ব্বার রচনা করিয়াছেন; তাঁহার নিকট হইতে আমি ঐ প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দ্বাদশসহস্র সংখ্যা স্তব পাঠ কর, তাহা হইলে শঠকোপের তোমার প্রতি কৃপা হইবে।"

পরাঙ্কুশের উপদেশ-মত শ্রীনাথ স্তব-পাঠে ব্রতী হইলেন। পাঠের ফলে অচিরেই অভীষ্ট গ্রন্থ "তত্ত্বত্রয়" "রহস্যত্রয়" পাইলেন। কুরুকানগরে অবস্থান-সময়ে ভট্টাচার্য্যের নিকট অপ্রাকৃত-বিগ্রহপ্রাপ্তির ইতিহাস ও ভবিষ্যদাচার্য্যের বিবরণ জানিবার বাসনা হয়, তদুত্তরে শ্রীনাথ জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্ কোন শিল্পীর নিকট স্বপ্নে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজরূপানুসারে বিগ্রহ-গঠনের আদেশ করেন এবং শ্রীমূর্ত্তি গঠন সমাপন করিয়া তাঁহার সম্মুখে শ্রীনাথকে অর্পণ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে ভাস্কর প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া আদেশমত শ্রীমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীমন্নাথ-মুনিকে প্রদান করিল। শ্রীনাথ দেহাবসানে পদ্মাক্ষ নামক তদীয় শিষ্যকে অর্পণ করেন। পদ্মাক্ষ সিদ্ধমূর্ত্তি রামমিশ্রকে দিলেন। রাম-মিশ্র হইতে যামুনাচার্য্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীযামুন মুনি তদীয় শিষ্য গোষ্ঠীপূর্ণকে অর্চামূর্ত্তি প্রদান করেন। গোষ্ঠীপূর্ণ তদীয় কন্যাকে শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রদান করিলে শ্রীরামানুজের মন্ত্র-গ্রহণকালে ঐ বিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীনাথ কুরুকানগরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পরে শ্রীগোপালদেবের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় বীরনারায়ণপুরে আসিয়া বাস করেন। শ্রীনাথের শিষ্যসংখ্যা দশটী, তন্মধ্যে পদ্মাক্ষই প্রধান। গোস্বামী-গ্রন্থেও শ্রীনাথের গ্রন্থের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনাথ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন গুরুগণের মধ্যে একজন অতি প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:❁:॥-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপঞ্চিক মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সাৰ্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ লেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা
ও
সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে।

মূল্য ৷৵০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(❁)::——

বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলপথের মার্কিণ পরিচালিত অংশ

গত ৫ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ যে, আমেরিকানরা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত একযোগে বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলপথের যে অংশ পরিচালিত করিতেছিল, বড়দিনের পূর্ব্বেই তাহারা তাহা ছাড়িয়া দিবে। এই সকল অঞ্চলের জন্য আমেরিকা হইতে যে-সকল ইঞ্জিন আনা হইয়াছিল সেইগুলির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে ভারত সরকারের সমর বিভাগ এবং মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। ইঞ্জিন আমদানী এবং উত্তর আসাম ও সীমান্ত রেলপথের বিস্তার সাধন ব্যাপারে যে ব্যয় হইয়াছিল সরকারই তাহা বহন করেন। এইগুলির বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। আমেরিকা হইতে যে-সকল ইঞ্জিন আমদানী করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে কতকগুলি ইতোমধ্যে ব্রহ্মে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, মালয় ও চীনে ইঞ্জিনের প্রয়োজন খুব বেশী। অবশিষ্ট ইঞ্জিনগুলি হয় চীন অথবা মালয়ে প্রেরণ করা হইবে। জানা গিয়াছে, সুবিধা-জনক মূল্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে রেলওয়ে বোর্ড কয়েকখানি ইঞ্জিন লইতে পারেন। ভারতের ইঞ্জিনের প্রয়োজন নাই এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসায় রেলওয়ে বোর্ড বর্ত্তমানে তাঁহাদের যে ইঞ্জিন আছে তাহা লইয়াই স্বাভাবিক-ভাবে ট্রেণ চলাচল কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হয়ত এক বৎসর সময় লাগিতে পারে। জানা গিয়াছে যে, বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলপথের ঐ সকল অংশের জন্য রেলওয়ে বোর্ডকে ২৫০টি গেজেটেড অফিসারের পদ সৃষ্টি করিতে হয়। ঐ অংশে আমেরিকানগণও কাজ করিতেছে। গার্ড ছাড়াও সময়মত ট্রেণ পৌছান এবং ছাড়া জন্য প্রত্যেক ট্রেণে কজন করিয়া অফিসার রাখা হইত। রেলওয়ে বোর্ডের একজন অফিসার মন্তব্য করিয়াছেন, আমেরিকানদের রেলওয়ে পরিচালন পদ্ধতিতে অনেক কিছু শিখিবার আছে।

———

উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় বাণিজ্য

গত ১২ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারত সরকার উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ভারত সরকারের উপর নজর রাখিবার জন্য খুব সম্ভব ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং অন্যান্য উপনিবেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে। এই সম্পর্কে মিঃ এন আর পিলাই আই সি এস-কে অষ্ট্রেলিয়ায় ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগীয় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। যদি মিঃ পিলাইকে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রেরণ করা হয় তাহা হইলে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী মিঃ টি সি এস জয়রত্নমকে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগে নিযুক্ত করা হইবে।

———

সোভিয়েট-রুমানিয়া চুক্তি

গত ১২ই সেপ্টেম্বর—মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, পিটার গ্রজার অধীন রুমানিয়ান প্রতিনিধি দল ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। রুমানিয়ার আর্থিক সঙ্কট দূর করার উদ্দেশ্যে রুশিয়া রুমানিয়াকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন গম এবং ভুট্টা দিয়াই এই ঋণ শোধ করিতে হইবে। যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়নকে যে পরিমাণ ধন সম্পত্তি দিবার কথা হইয়াছিল উহার পরিমাণ হ্রাস করা হইবে এবং এই পরিশোধ তিন বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে। রুমানিয়ান যুদ্ধবন্দী সম্পর্কেও উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে চুক্তি হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক রুমানিয়ানকে স্বদেশে প্রেরণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

আণবিক শক্তিযোগে ট্রেণ চলাচল

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ইউনাইটেড ষ্টেটস রিসার্চ ডেভেলাপমেণ্ট কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ রালফ লুকাস ঘোষণা করিয়াছেন আণবিক শক্তির সাহায্যে পরিচালনযোগ্য ইঞ্জিন শীঘ্র তৈয়ার করা হইতেছে। তিনি বলেন নিউইয়র্ক সেণ্ট্রাল রেলওয়ের একটি ইঞ্জিনের উপর ইস্পাত ও পারদ পরমাণু হইতে মুক্ত শক্তির পরীক্ষা চালানো হইবে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই সে কাজ আরম্ভ হইবে।

———

উড়িষ্যা-মাদ্রাজের সীমাবিরোধ

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, দোড়মা জলপ্রপাতের অবস্থান হইতে উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মধ্যে সীমা লইয়া যে বিরোধ দেখা দিয়াছে—মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহা বড়লাটকে জানান; বড়লাট এই বিরোধ তদন্তের জন্য স্যার বি এন রাওকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

উভয় গবর্ণমেণ্টই আপন আপন বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

———

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বসু রায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১০ম বর্ষ } ৩০ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৫ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২২শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৫, শনিবার } ১০১-১০৫শ সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ হৃষীকেশ, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

যৎকিঞ্চিৎ

——::(৯)::——

নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক জীবই কাহারও না কাহারও আশ্রিত। আশ্রয় দুই প্রকার—একটি নিত্য, অপরটী অনিত্য। যে আশ্রয়ের নিত্যত্ব নাই, তাহা আশ্রয় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে আশ্রয় নহে। এ জগৎ বা জগজ্জনই সেই অনিত্য আশ্রয়, আর নিত্য আশ্রয় বা চেতনের একমাত্র অবলম্বন—জগদীশ ও জগদীশজন। বদ্ধজীব আমরা বর্ত্তমানে বিশ্বকে আমাদের একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া কেবল বঞ্চিত হইতেছি। এই দুঃখময় প্রপঞ্চে কোথায়ও আশ্রয় নাই। গোলোকাবতীর্ণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সংসারসমুদ্রে একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি ভবসমুদ্রের একমাত্র কর্ণধার, এতদ্ব্যতীত আর রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই।

শ্রীভগবান্ই সর্ব্বাশ্রয়। ভগবানের শ্রীচরণেই আশ্রয় বা শরণ লইতে হইবে। ভগবচ্চরণ, ভগবৎপাদ, বিষ্ণুপাদ বা আচার্য্যপাদই সকলের একমাত্র আশ্রয়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয়বিগ্রহ—জীবকে আশ্রয় দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে অবতীর্ণ। এই আশ্রয়-বিগ্রহের শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার কথা শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই শ্রীপাদপদ্মই জীবের একমাত্র গতি। তিনিই বিশ্বে একমাত্র অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিবার অধিকারী। আমরা যেন কোনদিন এই আশ্রয়বিগ্রহের কথা ভুলিয়া অন্যকে আশ্রয় করিবার ইতরাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলের দ্বার চিররুদ্ধ থাকিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিতে হইলে তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক হইতে হইবে এবং তাঁহার জন্যই জীবন ধারণ বা যা' কিছু কার্য্য করিতে হইবে, অপরের সহিত স্বতন্ত্রভাবে আমাদের আর কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি থাকে, তাহা মায়া ছাড়া আর কিছুই নহে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গ ব্যতীত তাঁহার নিকট সর্ব্বক্ষণ কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই করেন না। গুরুদাস বৈষ্ণব সকলকেই শ্রীগুরুর সম্বন্ধে দর্শন করেন, কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করেন না, নিজেকে এবং সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রিতকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন

শ্রীগুরুপাদপদ্মকেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃ-করণে আশ্রয় করিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাওয়া যাইবে, আবার গুরুদেবের কৃপায় নিষ্কপট জীব গুরুদাস বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের সন্ধান পাইবে তখন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবার সৌভাগ্য পাইয়া জীব কৃতকৃতার্থ হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই বিশ্বের একমাত্র রক্ষক ও পালক। এই ভবসংসারে আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। যে প্রকৃত আশ্রয় পাইয়াছে, সে অসহায় নহে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি' জানে'—ইহাই তাঁহার হৃদগত ভাব। শ্রীগুরু-দেবের সহিত সম্বন্ধ না হইলে কোনও উপায়ে জীবনযাপনই আমাদের সার হইবে। কোনও উপায়ে জীবনযাপন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। প্রতিমুহূর্ত্ত সেবাময় জীবন-যাপনই জীবনের সাফল্য। এই গুরু বা আচার্য্য বা আশ্রয় বস্তুটী শ্রীনিত্যানন্দ, অপর কেহ নহেন।

শ্রীগুরুদেব পরমকরুণাময় তাঁহার কৃপার অবধি নাই। আমরা মঙ্গল না চাহিলেও তিনি আমাদের মঙ্গল করিবার জন্য সতত উদ্বিগ্ন। আমরা নিষ্কপট হইলে ভগবান নিশ্চয়ই আমাদিগকে গুরুসেবার সন্ধান দিবেন গুরুসেবকগণ কত স্নেহ আদরের সহিত আমাদিগকে গুরুপাদপদ্মের সেবায় নিযুক্ত করিয়া গুরুপ্রীতিবিধান করিবেন গুরুসেবকের সর্ব্বত্রই গুরুবুদ্ধি। আমি সেবক—শ্রীগুরুর নিত্য অযোগ্য ভৃত্য. শ্রীগুরুই আমার একমাত্র সেব্য এবং গুরুর সেবক-সূত্রে গুরুসেবকগণ আমার সেব্য বা পূজ্য—ইহাই গুরুদাসের বিচার। এই গুরুদাসত্বে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গুরুদাসাভিমানই তাঁহার সম্বল। এতদ্ব্যতীত ইতর কামনা গুরুদাসের নাই। এই বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বকালেরই কাম্য। গুরুদাস সর্ব্বকাল গুরুর সঙ্গ করেন, গুরুর সঙ্গে থাকেন। তিনি গুরুসঙ্গ ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারেন না। গুরুই তাঁহার যা কিছু সব। গুরুসেবাই তাঁহার সত্তা। শ্রীগুরুদেব সমস্ত বস্তু ও ব্যক্তিকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন; আর গুরুদাস বৈষ্ণব সকলকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বত্র গুরুর অবস্থান উপলব্ধি করেন তিনি জানেন অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া তাঁহার সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন, নব নব সেবার প্রেরণা দিতেছেন, ইঙ্গিত করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য গুরুর সন্তোষ বিধান করিতেছে কিনা, তাহা তিনি [illegible] করেন। বিমুখতা তাঁহার নাই, তাই তিনি গুরুপাদপদ্মের অবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত থাকিয়া সেবোন্মুখচিত্তে সতত গুরুসেবায় নিযুক্ত।

গুরু ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট বা অঙ্গাঙ্গিভাবযুক্ত। একটি ছাড়িয়া আর একটির সেবা হয় না। এক কথায় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—এই তিনটীর প্রতিই প্রীতি যুগপৎ হওয়া স্বাভাবিক, ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। তবে মূলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার কৃপাই সব, নতুবা সবচেষ্টা বৃথা। যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণার আশ্রয় লাভ করেন, জাগতিক অনাশ্রিত জীবনের ক্লেশকর অনুভূতি তাঁহাদিগকে আর ক্লেশ দিতে সক্ষম হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকৃতই আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া জীব তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলে নিজ জীবনের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারে—সংসার-সমুদ্রে নিরুদ্দিষ্ট ভ্রমণ হইতে অবসর লাভ করে।

বারাণসীতে শ্রীগৌরসুন্দর

—–-::|::•:: ::—–-

পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ভোক্তা ও দাতা হইয়াও তাঁহার ভোক্তৃত্বলীলা ও দাতৃত্ব-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার লীলাবিস্তারকল্পে রসরাজ ও মহাভাব-স্বরূপ-দ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। রসরাজ-স্বরূপে তিনি সম্ভোগবিগ্রহ অপ্রাকৃত নবীন-মদন, আর মহাভাব-স্বরূপে তিনি মহা-বদান্য পরমকরুণ। রসরাজ-মূর্ত্তিধর—শ্রীশ্যাম-সুন্দর; আর মহাভাব-মূর্ত্তিধর শ্রীগৌর-সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ যখন মাধুর্য্যের ভোক্তা, তখন তিনি রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ; আর যখন মাধুর্য্যের দাতা, তখন তিনি পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণরূপে রস আস্বাদন করেন, আর পরমকরুণ শ্রীগৌররূপে রস বিলান।

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণনিজজন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিকশেখর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য-বিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন-প্রচার॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে, কাঁদে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র॥
যে যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্তলোক হইল সকল॥
মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায়॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহত' হুঙ্কার।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ বিহ্বল॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি' মাতোয়াল।
সেহ ফল খায়, নাচে বলে ভাল ভাল॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সকলে ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজনাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন॥
মায়াবাদি, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা ত' সাবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তা'রা আসি' প্রভুপায় হয় অবনত॥
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেমমহাজালে॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥
এই গুপ্তভাব-সিন্ধু ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ॥

পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া শ্রীনীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রয়াগ শ্রীদশাশ্বমেধঘাটে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও তদনুজ শ্রীঅনুপমের সহিত মিলিত হইলেন। সেখানে দশদিন অবস্থান করিয়া শ্রীল শ্রীরূপ-প্রভুকে কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব শ্রবণ করাইয়া হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিলেন। শ্রীরূপকে সর্ব্বতত্ত্বে প্রবীণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে উপনীত হইলেন। বারাণসী-ক্ষেত্রে তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভুর পিতা শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। প্রভুকে ভিক্ষা প্রদান করিয়া শ্রীতপনমিশ্র কাশীপুরে প্রভুর অবস্থানকালে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভুও তৎপ্রতি প্রীতি কৃপা-প্রকাশ করিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন।

এদিকে কাশীতে মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ প্রভুর নিন্দা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত শ্রবণ, পঠন। ইনি নৃত্য, গীত, বাদ্য—এই তৌর্য্যত্রিক গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভাবুক হইয়া ভাবুকের সঙ্গে ভাবকালি করিয়া বেড়াইতেছেন। এই বলিয়া সন্ন্যাসিগণ তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রভুর নিন্দাশ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপনমিশ্র এবিষয়ে প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীগৌরসুন্দর হাসিতে লাগিলেন। কিছুদিন প্রভু এই সকল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের দুঃখের আধিক্য দেখিয়া তাহা নিবারণ করিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। সন্ন্যাসিগণ যেখানে সেখানে তাঁহার নিন্দা করেন শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত এক মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র দুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যে ব্যক্তি নিকটে আসিয়া প্রভুর স্বভাব দর্শন করেন, তিনি তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন। যদি কোনও উপায়ে তাঁহার সহিত সন্ন্যাসিগণকে একস্থানে করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব দর্শন করিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ভক্ত হইবেন। যদি ইহা করিতে না পারি, তাহা হইলে যতদিন এই বারাণসীক্ষেত্রে বাস করিব, ততদিন কেবল তাঁহার নিন্দাশ্রবণরূপ দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে। এইসকল চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণাক্রমে সেই বিপ্র সন্ন্যাসিসকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণসন্নিধানে আগমন করিলেন এবং শ্রীচরণধারণপূর্ব্বক অনেক দৈন্য-বিনয় করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়েই শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখর প্রভুপদে দুঃখ নিবেদন করিতেছিলেন। ভক্তদুঃখ দেখিয়া প্রভুর সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে ইচ্ছা হইল। সেই বিপ্র প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন। বিপ্র বলিলেন—আমি সকল সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি গেলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমি জানি আপনি সন্ন্যাসিগণের নিকট গমন করেন না, তথাপি আমার প্রতি কৃপা-প্রকাশপূর্ব্বক আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করুন। প্রভু কাহারও গৃহে যান না, ইহা জানিয়াও সেই বিপ্র তাঁহারই প্রেরণাক্রমে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল প্রভুও হাস্য করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। করুণাময় প্রভু সন্ন্যাসিগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই এরূপ ভঙ্গী করিলেন।

সেইদিন প্রভু প্রাতঃকালে সেই বিপ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসিগণ বসিয়া আছেন। সকলকে নমস্কার করিয়া প্রভু পাদপ্রক্ষালনের জন্য গমন করিলেন এবং পাদপ্রক্ষালন করিয়া সেইস্থানেই উপবেশন করিলেন। সেইস্থানে বসিয়া কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কোটিসূর্য্যকান্তি মহাতেজোময় বপু দর্শন করিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সেই সন্ন্যাসিগণের প্রধান ছিলেন শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতী। তিনি সম্মান করিয়া প্রভুকে বলিলেন,—"শ্রীপাদ! আপনি আমাদের মধ্যে এখানে আসিয়া বসুন। অপবিত্রস্থান আপনার বসিবার যোগ্য নহে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যসহকারে বলিলেন,—"আমি হীন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, আর আপনারা উচ্চসম্প্রদায়ের। আপনাদের সহিত বসিবার যোগ্য আমি নহি।" প্রভুর দৈন্য-বিনয় শুনিয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ স-সম্মানে প্রভুকে হস্ত ধারণ করিয়া সভামধ্যে বসাইলেন। পরে বলিলেন —"আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, আপনি শ্রীকেশবভারতীর শিষ্য, সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী; আপনি এইখানেই অবস্থান করেন, অথচ আমাদের নিকট আগমন করেন না কেন? সন্ন্যাসী হইয়া কেন গান-নর্ত্তন করেন? সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। তাহা ছাড়িয়া ভাবুকের সঙ্গে ভাবুকের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন কেন করেন? প্রভাব দেখিয়া আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু হীন আচার করেন, ইহার কারণ কি?"

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"শ্রীপাদ! ইহার কারণ শ্রবণ করুন। আমি মূর্খ। তাই গুরু আমাকে শাসন করিয়া বলিলেন,—তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই। তুমি সর্ব্বদা 'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ কর। এইমন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের সার। কৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার-মোচন অর্থাৎ অনর্থ নিবৃত্ত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ লাভ হয় অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার বা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। এই কালকালে শ্রীনাম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অন্য উপায় নাই। এই জন্যই শ্রীনাম সর্ব্বমন্ত্রসার। শ্রীরাধামাধবযুগলিত-স্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণনাম'ই সর্ব্বমন্ত্রসার। ইহাই সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম। এই বলিয়া আমাকে এক শ্লোক শিখাইলেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিতে শ্রীহরিনামই কেবলমাত্র গতি। এতদ্ব্যতীত অন্য গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

শ্রীনাম—শ্রীকৃষ্ণাবতার। শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবন্নাম একই বস্তু। শ্রীভগবান্ কলিযুগে শ্রীনামরূপেই অবতীর্ণ। শ্রীনাম শব্দব্রহ্ম। শ্রীনামের কৃপাতে জীব অমঙ্গলের হাত হইতে উদ্ধার পায়। নামাভাসেই মুক্তি বা সংসারনিবৃত্তি হয়। শ্রীনামের ফল—প্রেম। শ্রীনাম অপ্রাকৃতবস্তু। শ্রীনাম লীলাপুরুষোত্তম। শ্রীবৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়; তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম পরিপূর্ণ রসময়। প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা ঔদার্য্যময় অবতার শ্রীহরিনাম। শ্রীনাম স্বয়ং পরব্রহ্ম। শ্রীনামচিন্তামণি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি চৈতন্যরসবিগ্রহ। নামী হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রীনাম নামীরই ন্যায় পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত। শ্রীনামানুশীলনই একমাত্র ভজন। অন্যান্য ভজনাঙ্গ যে পরিমাণে শ্রীনামানুশীলনের অনুগত বা অনুকূল, সেই পরিমাণেই তাহার বিশুদ্ধি বা কৃষ্ণসুখপরতা। শ্রীনামের বা বৈকুণ্ঠশব্দের বা পরতত্ত্বের আশ্রয় যখন পূর্ণ রূপে লক্ষিত হয়, তখন তাহাই ভজন। শ্রীনাম অনর্থোচ্ছেদ-বিলাস-পরায়ণ ও মহাবিক্রমশালী। শ্রীনাম স্বীয় মাধুর্য্যে, স্বীয় চাঞ্চল্য-চাপল্যে নিজ অন্তরঙ্গ প্রেমিক ভক্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলেন। শ্রীনামের কৃপাতেই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হয়।

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ হইতেও অতিশয় দয়ালু। শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ তাঁহার শ্রীনামের কৃপায় যায়। শ্রীনাম সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বপাত্রে নিজমহিমা-প্রাচুর্য্যের সহিত প্রকাশমান। শ্রীনামপ্রভু অধিকারী, অনধিকারী বিচার করেন না। শ্রীনাম অনধিকারীকে অধিকার দান ও অধিকারীকে নিজমাধুর্য্য আস্বাদন করান। শ্রীনাম সুখোপাস্য অর্থাৎ জিহ্বাগ্রমাত্রদ্বারাই অনায়াসে শ্রীনামের সেবা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনামামৃতপান আত্মার পক্ষে পরম উপাদেয়। শ্রীনামামৃত আস্বাদন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ে অর্থাৎ সেবোন্মুখ রসনায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীনামামৃতের রসমাধুরীতে অপর সকল ইন্দ্রিয়ও ডুবিয়া যায়। এই শ্রীনামের সম্যগ্‌রূপে আস্বাদনই একমাত্র সাধনভজন। কীর্ত্তনরসরসিক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বভক্তি-সাধনের ফল বলিয়া বিচার করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসম্পদ্ প্রদান করিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বকালে অব্যর্থ।

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরেনাম' উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্মনিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥
'এক' কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদগদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥"

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—গুরুর এই আজ্ঞা পাইয়া আমি অনুক্ষণ শ্রীনাম গ্রহণ করিতে লাগিলাম। অনুক্ষণ শ্রীনাম গ্রহণ করিতে করিতে আমার চিত্তের বিকার উপস্থিত হইল। তখন আমি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলাম না। আমি অধৈর্য্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য, গান করিতে লাগিলাম। তবে কোনরূপে ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, কৃষ্ণনামের ফলে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া চিত্তের বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলাম—গোসাঞি, আমাকে কি মন্ত্র দিলে এবং তাহার কি অদ্ভুত বল। মন্ত্র জপিতে জপিতে আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। সেই কৃষ্ণনাম আমাকে কখনও নাচায়, কখনও হাসায় এবং কখনও ক্রন্দন করায়। ইহা শুনিয়া গুরুদেব আমাকে বলিলেন,—

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি-পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
কৃষ্ণনামের ফল,—'প্রেমা' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদগদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি
গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

কৃষ্ণসেবাব্রত-পুরুষ অবশচিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনামকীর্ত্তনে জাতানুরাগবশতঃ দ্রবহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষাশূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চীৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥
এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস ধরি'
নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করি
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায়॥"

শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের ইহাই স্বভাব. শ্রীনামের কীর্ত্তনফলে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিপ্রকার পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—পঞ্চমপুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে আনন্দামৃতসিন্ধু আছে। সেই প্রেমানন্দামৃতসিন্ধুর নিকট ব্রহ্মানন্দাদি বিন্দুর ন্যায়ও বোধ হয় না। পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট চতুর্ব্বর্গের কোন মূল্য নাই। শ্রীকৃষ্ণনামের ফল সেই পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম। অতি ভাগ্যে এই প্রেমের [illegible] ক্ষুব্ধ হয়—বিকার উপস্থিত হয়। তাহার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গান করেন ও উন্মত্তের ন্যায় নাচিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন। স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য প্রভৃতি বিবিধভাবে ভক্তগণকে নাচাইয়া প্রেমামৃতসিন্ধুতে নিমজ্জন করান। গুরুর বাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাসের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিতে থাকায় আমার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। সেই কৃষ্ণনামই আমাকে গাওয়ায়, নাচায়। আমি আপন ইচ্ছায় গান করি না বা নাচি না।

প্রভুর মিষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্তের পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহারা মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন—"তুমি যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য। যাঁহার ভাগ্যোদয় হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণপ্রেম লাভে ধন্য হইতে পারেন। তুমি কৃষ্ণভজন কর, ইহাতে সকলের সন্তোষ। কিন্তু বেদান্ত শ্রবণ কর না কেন? তাহাতে কি দোষ আছে?" ইহা শ্রবণে হাস্য করিয়া প্রভু বলিলেন,—"যদি দুঃখিত না হন, তবে নিবেদন করিতে পারি।" প্রভুর বাক্য-শ্রবণে তাঁহারা দৈন্য-বিনয় সহকারে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"বেদান্তসূত্র—ঈশ্বরের বচন। পরমদয়ালু শ্রীভগবানই সত্যবতীনন্দন শ্রীবেদব্যাসরূপে বেদ বিভাগ করেন। বেদ—পরতত্ত্বের শব্দাবতার অর্থাৎ পরব্রহ্মই শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ-নামে পরিচিত হইয়াছেন। বেদ—ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মই—বেদ। বেদ—অক্ষরাকার শ্রীভগবান্। শ্রীভগবান্ সুখময়, আনন্দময়। সুখময়ের অভিন্ন বিগ্রহ বেদ। আনন্দই বেদ। পরতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজেকে ধরা দিবার জন্য নিজেই যে উপদেশ দিলেন, তাহারই নাম—বেদ। বেদ—বেদ্যবস্তুর অনুভব করায়, সাক্ষাৎকার করায়, আপনজ্ঞান করায়, পাওয়ায়। পরতত্ত্ববস্তু শ্রীভগবানকে পাইবার উপদেশ দেন—বেদ। পরমানন্দের সুখসন্দেশদাতা এই বেদ—অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষকর্ত্তৃক কৃত বা রচিত হন নাই। তাহা স্বপ্রকাশ। এইজন্যই বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব। বেদ—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বরের বাণীতে কোন দোষ নাই। এইজন্য বেদে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব প্রভৃতি দোষ নাই। বেদ ও উপনিষৎ মুখ্যাবৃত্তিদ্বারা যে তত্ত্ব শিক্ষা দেন, তাহাই পরম মহৎ। গৌণবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে পরমার্থ নষ্ট হইয়া যায়।

ভাষ্যরচনাকার্য্যে আচার্য্যের কোন দোষ নাই। কারণ, তিনি শ্রীভগবানের আজ্ঞাতেই মুখ্য অর্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ করিয়া ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভগবদিচ্ছা পরি-পূরণের জন্য তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন।

'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থে শ্রীভগবান্। তাঁহার সমান বা বড় কেহ নাই। তিনি পরিপূর্ণ চিদ্ ঐশ্বর্য্যময়। তাঁহার দেহ, বিভূতি সব চিদানন্দময়। সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের চিদাকার চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের দেহ—চিদানন্দ, তাঁহার ধাম, পরিকর—অপ্রাকৃত। সেই সচ্চিদানন্দময় চিদ্বিগ্রহবান্ শ্রীভগবানকে নিরাকার ও তাঁহার ধাম, পরিকরগণকে প্রাকৃত বলাই মায়াবাদ। শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে প্রাকৃত বলিয়া মানার মত বিষ্ণুনিন্দা আর নাই। এই নিন্দা যে শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী.

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত [illegible] জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া— এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—:(*):—

লিবিয়ার স্বাধীনতা দাবী

গত ১২ই সেপ্টেম্বর বর্ত্তমানে লণ্ডনে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে। এই অধিবেশনে ইতালীর জন্য শান্তি প্রস্তাবের যে খসড়া রচিত হইতেছে ঐক্যবদ্ধভাবে তাহা প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে লিবিয়ার আরব সামন্ত রাজগণ তাঁহাদের দেশের জন্য স্বাধীনতা দাবী করিতেছেন।

কায়রো হইতে প্রেরিত রয়টারের একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার আরব সামন্ত রাজগণ চারিদফা সম্বলিত একটি 'নোট' রচনা করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই নোট পেশ করা হইবে। এই নোটে "লিবিয়ার জাতীয় দাবী" সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। লিবিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি সম্মেলনে লিবিয়ার যোগদানের দাবী প্রভৃতি এই জাতীয় দাবীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে সিরেনাইকো এবং ত্রিপলি-তানিয়ার সমস্ত জাতি সম্প্রদায়গণও লিবিয়ার যোগদানের অধিকার দাবী করিয়া একটি নোটের খসড়া রচনা করিয়াছেন। এই নোটও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইবে।

খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হওয়ায় প্রাণান্ত

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ সহর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী এক পল্লীতে খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হওয়ার ফলে চারিজন লোক মারা গিয়াছে এবং আরও কয়েকজন গুরুতররূপে পীড়িত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ৯ই সেপ্টেম্বর জনৈক কৃষক ৩২ জন হিন্দু ও মুসলমান কৃষাণকে নিমন্ত্রণ করিয়া দই-চিড়া খাওয়ায়। ভোজের অব্যবহিত পরেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এবং নিমন্ত্রণকারী সকলেরই দাস্ত হইতে থাকে। তাহাদের শরীরের উত্তাপও অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। বার ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদের চারজন মারা যায়। প্রকাশ, অবশিষ্ট কয়জন পীড়িত অবস্থায় রহিয়াছে।

স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে সম্প্রতি এক নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে প্রথম ছয় মাসে ৮০ কোটী পেসেটাস মূল্যের পণ্য বিনিময় হইবে। প্রকাশ, স্পেন ফ্রান্সকে ৩০ কোটী পেসেটাস মুদ্রা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

ইণ্ডিয়া লীগের পার্লামেণ্টারী কমিটির ডেপুটেশন

১৫ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ, 'ইণ্ডিয়া লীগের' পার্লামেণ্টারী কমিটির সদস্যগণকে লইয়া গঠিত এক প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারত-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ভারত-সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

মিঃ উইলিয়াম ডোবি, মিঃ উইলিয়াম কোব, আলেকজাণ্ডার ম্যান এবং মিঃ পিটার ফ্রাচিজনকে লইয়া এই প্রতিনিধি দল গঠিত হইবে। ইণ্ডিয়া লীগের সম্পাদক মিঃ কৃষ্ণ মেনন ভারত-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

শোচনীয় মৃত্যু

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর.—মুন্সীগঞ্জে একজন নিঃস্ব মুসলমান খাদ্যের অন্বেষণে আসে। সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রে সে একটি বাড়ীর খোলা বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সকাল বেলা দেখা যায় তাহাকে শৃগালে কামড়াইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই লোকটি মারা যায়।

আসাম পরিষদের উপনির্বাচন

গত ১২ই সেপ্টেম্বর—কাছাড় জিলা সভাসুন্দর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র শুক্লবৈদ্য তপশীলভুক্ত জাতি কেন্দ্র হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তপশীলভুক্ত জাতি কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর ইহাই প্রথম নির্ব্বাচন। অপর যে দুই ব্যক্তি মনোনয়ন দাখিল করিয়াছিলেন তাঁহারা মহেন্দ্রবাবুর অনুকূলে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন। শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ রায়ের মৃত্যুতে সদর সাধারণ (সংরক্ষিত) নির্ব্বাচন কেন্দ্রে এই উপনির্ব্বাচন হইয়াছে।

মানস-সরোবর তীর্থযাত্রী ১০জনের মৃত্যু

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ যে, কৈলাসের মানস সরোবর অভিমুখে যাইবার সময় ১০ জন তীর্থযাত্রী প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাবের দরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীক শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা' নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৯ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৬শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৫, বুধবার { ১০৬-১১০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ পদ্মনাভ স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫৯

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::*::)::——

বৃহতের দিকে গতিবিশিষ্ট হওয়া, বৃহচ্চেতনের আশ্রয় গ্রহণ করা, তচ্চরণে শরণাগত হওয়া বা সম্পূর্ণ নির্ভর করা অণুচেতনের একমাত্র স্বভাব। শুদ্ধসত্ত্ব বা নির্ম্মলচিত্ত ভক্তগণ সতত ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভরশীল। শ্রীভগবান্‌ই তাঁহাদের একমাত্র সম্বল। আমাদেরও ভক্তানুসরণে তদনুরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের পক্ষে মলিন হৃদয়ে কামনা-বাসনার উৎপাত থাকার তন্নিবারণকল্পে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণকারী সাময়িক সুখপ্রদাতা ব্যক্তি বা বস্তুসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। তজ্জন্য আমরা কৃষ্ণবিস্মৃতির দণ্ডস্বরূপ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই ভোগ করি। এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আবশ্যক। ভক্তসঙ্গই ইহার উপায়।

ভক্তগণ শরণাগত। তাঁহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। শ্রীভগবানের সুখেই তাঁহাদের সুখ, শ্রীভগবানের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা এবং ভগবৎসুখবিধানের জন্যই তাঁহাদের যাহা কিছু। তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিশ্চিন্তমনে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন—জীবের প্রতি ভগবান্ যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন, তবে বদ্ধজীব কখনই মুক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইতে পারে না। কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই সব হয়। ভগবদিচ্ছা বিনা কাহারও কিছু করিবার শক্তি নাই। জন্মমৃত্যু, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, সুখ বা দুঃখভোগ কোন কিছুই কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হইতে পারে না। জীব কেবল আশা করে মাত্র এবং সেই আশা ভগবদিচ্ছা হইলেই কার্য্যকরী হয়, নতুবা নহে। ভক্তগণ তাঁহার অভয়চরণে আশ্রিত বলিয়া তাঁহাদের কোন ভয় নাই, মোহ নাই, অশান্তি নাই। আমাদের অবস্থা কিন্তু তদ্বিপরীত; আমাদের ভগবানের প্রতি আস্থা বা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ত' নাই-ই, পরন্তু কেহ এই সকল অমূল্য কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিলেও আমাদের মনে লাগে না, কর্ত্তৃ-অভিমান যায় না। আমি নিজে কিছু করিতে পারি, এজগতের ব্যক্তি বা বস্তু আমার কিছু সুবিধা করিয়া দিতে পারে—এতাদৃশ বুদ্ধি আমাদের মঙ্গলবরণের পথে বাধা। এরূপ বিচার বা ভগবানে অনাস্থা দুর্ভাগ্যের পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নহে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে; মরে কৃষ্ণ, রাখে কে?' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সহজ কথাটীও উপলব্ধি করিতে পারি না। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

> "রক্ষিতা যস্য ভগবান্
> কল্যাণং তস্য সন্ততম্।
> স যস্য বিঘ্নকর্ত্তা চ রক্ষিতুম্
> তং চ কঃ ক্ষমঃ॥"

আমাদের ধারণা—এ জগতের যে কেহ আমাদের ক্ষতি করিতে পারে। কিন্তু আমরা বুঝি আর না বুঝি, ইহা ধ্রুবসত্য যে, কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত কাহার কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। সুতরাং যাহা কিছু সংঘটিত হইতেছে, তাহা সবই মঙ্গলময়ের শুভেচ্ছা-প্রসূত। জড়জগতের বিষের ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটে আর অমৃতসেবনে জীবের নিত্যজীবন লাভ হয়। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই জড়বস্তু ও চিদ্বস্তুসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। জগদ্গুরুর লীলাভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভুও আমাদিগকে শরণাগতির কথা এইভাবে জানাইয়াছেন,—

> জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
> বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
> যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে, মারে।
> তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে॥
> ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
> অরণ্যেও আসি' মিলে অবশ্য তখন॥
> প্রভু যাঁ'রে যে দিবস না লিখে আহার।
> রাজপুত্র হউক, তবু উপবাস তা'র॥
> থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
> অকস্মাৎ কলহ করয় কারো সনে॥
> ক্রোধ করি' 'বলে মুঞি না খমু ভাত'।
> দিব্য করি' কহে নিজ শিরে দিয়া হাত॥
> অথবা সকল দ্রব্য হইলে বিদ্যমান।
> আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান॥
> জ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
> অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
> ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
> ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥
> যে তে মতে কেনে কোটী প্রযত্ন না করে।
> ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে তবে ফল ধরে॥
>
> (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,

> আপনি ঈশ্বর সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
> ইহাতে বিশ্বাস যাঁ'র, সেই সুখ পায়॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

> তুমি ত' মারিবে যাঁ'রে
> কে তারে রাখিতে পারে,
> তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
> ব্রহ্মা-আদি দেবগণ তব দাস অগণন,
> করে তব আজ্ঞার পালন॥
> তব ইচ্ছামতে গত, গ্রহগণ অবিরত,
> শুভাশুভ ফল করে দান।
> রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়
> তব আজ্ঞা সদা বলবান॥

> কৃষ্ণ ইচ্ছামতে সব ঘটয় ঘটনা।
> তাহে সুখদুঃখজ্ঞান, অবিদ্যা-কল্পনা॥
> যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাহে জান ভাল।
> ত্যাজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥
> দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে।
> রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রেরই এই শাস্ত্রবাক্যের প্রতি দৃঢ় আস্থাস্থাপন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা অন্য কিছুর উপর নির্ভরতা স্থাপন করিতে যাই এবং ভগবান্ এবং ভগবদ্বাক্যে দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন করিতে না পারি, তবে আমাদের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আমাদের পক্ষে বিক্রান্ত পশুর বিচারই গ্রহণীয়, নচেৎ হিতাহিত-বিবেকশূন্য হইলে বিপদ্ পদে পদে। এই নির্ভরতাই মঙ্গললাভের প্রথম সোপান এবং ভগবদিচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশানই আমাদের প্রয়োজন। প্রথমাবস্থায় বদ্ধজীব আমরা এই সব কথা ঠিক ধরিতে বা বুঝিতে না পারিলেও বুঝিতে যত্ন করা আবশ্যক।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

বারাণসীতে শ্রীগৌরসুন্দর

(২)

তত্ত্ববস্তু শ্রীভগবান্ বৃহদ্বস্তু, আর জীব তাঁহার কিরণকণ। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেরূপে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তদ্রূপ জীবও শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান, জীব—শক্তি। এই অণুচৈতন্য জীবকে বৃহচ্চৈতন্যরূপে কল্পনা করিতে গেলেই ভ্রমময় সিদ্ধান্ত হইবে। শ্রীব্যাসদেব সূত্রে জীবকে 'শক্তি-পরিণাম' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য্য পরিণাম-বাদে ঈশ্বরকে বিকারী বলিতে হয়, এই ছল উঠাইয়া পরিণাম-বাদ মানিলে শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এই যুক্তি মনে করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্ত। অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির কার্য্যবিকাররূপে এক বিশ্ব পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত-জগতেও যেমন দেখা যায়—চিন্তামণি নানা রত্নরাশি প্রকট করিয়াও নিজে অবিকৃতস্বরূপে থাকে। প্রাকৃত-বস্তুতেও যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকে, তাহা হইলে শ্রীভগবানের যে এরূপ অনন্ত অদ্ভুত অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

প্রণব বেদের নিদানরূপ মহাবাক্য, ঈশ্বরের স্বরূপাত্মক। প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবান্কে উদ্দেশ করে। প্রণব অপূর্ব্ব, অবাহ্য, অনন্ত, পরম এবং অব্যয়; তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। প্রণব—শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারের ন্যায় বর্ণরূপী অবতার। এই মহাবাক্য প্রণব আচ্ছাদন করিয়া তত্ত্বমসিকে মহাবাক্য বলিয়াছেন। এইরূপে বেদের সর্ব্বত্র মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি, কিন্তু লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহার স্বতঃপ্রমাণতার হানি করা হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর এইরূপে প্রতিসূত্রের ভাষ্যে ভ্রান্তি প্রদর্শন করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসিগণ চমৎকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি যে অর্থ খণ্ডন করিলেন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু সম্প্রদায়-অনুরোধে তাহা মানিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা প্রভুকে মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করায় শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"ব্রহ্ম"শব্দে শ্রীভগবান্। তিনি ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যশালী ও চিদানন্দতত্ত্ব। তাঁহার শ্রীঅঙ্গাদি ও ঐশ্বর্য্য সমস্তই চিদানন্দময়। বেদের সর্ব্বত্রই এক-শব্দে শ্রীভগবান্কেই বলিয়াছেন। সেই শ্রীভগবান্কে পাইবার জন্য সাধনভক্তিকেই বেদসকল অভিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই ভক্তি হইতেই প্রেমানন্দের উদ্গম হয়।

ভগবান্ প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম॥
কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পরমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবাসুখরস॥

প্রভুর শ্রীমুখে এই প্রকার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকল সন্ন্যাসী বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন,—তুমি বেদময়মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। পূর্ব্বে নিন্দা করিয়া তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি, এক্ষণে কৃপা করিয়া তাহা ক্ষমা করুন।" এইরূপে ক্ষমাভিক্ষা করিয়া সন্ন্যাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সকলের মধ্যে বসাইয়া ভিক্ষা করাইলেন। এইরূপে সন্ন্যাসী সকলকে ক্ষমা করিয়া কৃপা করিলেন। সেইদিন হইতে সন্ন্যাসিসকল সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। সেইদিন হইতে প্রভুর নিকট লোকের সমাগম হইতে লাগিল। নানা শাস্ত্রের পণ্ডিতসকল শাস্ত্রবিচারের জন্য প্রভুর নিকট আসিয়া সযুক্তিকবাক্য-শ্রবণে সকলের মন ফিরিয়া গেল। প্রভুর উপদেশে সকলে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ মায়াবাদ ছাড়িয়া প্রভুর শরণাগত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কৃষ্ণকথালাপ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীপ্রকাশানন্দের এক শিষ্য সন্ন্যাসিগণের সভাতে বলিতে লাগিলেন,—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিতলোকের জুড়ায় মন কাণ॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে, হৃদয় না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে 'সংসার' নাহি জিনি॥
হরের্নাম শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরমপ্রমাণ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়॥
'ব্রহ্ম'শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্'।
তারে 'নির্বিশেষ' স্থাপি 'পূর্ণতা' হয় হান॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী॥
সূত্রের পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া॥
এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থবিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাঁহা মুক্তি পাব, কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করিয়াছে আচ্ছাদন।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন॥
চৈতন্য গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার॥"

ইহা বলিয়া সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন,—

'আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে॥
'ভগবত্তা' মানিলে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥
'মীমাংসক' কহে—'ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে—'জগতের প্রকৃতি কারণ'।
'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত' বর্ণন॥
'বেদান্ত-মতে' ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব' সার॥"

সন্ন্যাসিগণের এসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র পরমসুখে প্রভুকে এই সংবাদ দিবার জন্য গমন করিলেন। সেই সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিন্দুমাধবদর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীল সনাতন গোস্বামী-প্রভু, শ্রীতপন মিশ্র, শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীপরমানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ যাইতেছিলেন। পথে বিপ্র সেই সুখ-সংবাদ প্রদান করিলে সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈষৎহাস্য করিলেন। শ্রীবিন্দুমাধবদর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গী চারিজন ভক্তই শ্রীনামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। প্রভুর প্রেমাবেশদর্শনে চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য কম্পিত করিয়া হরি-হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী নিকটেই ছিলেন। তিনি অনতিদূরে সংকীর্ত্তন-কোলাহল ও উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য সশিষ্য প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তাঁহারা প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্য, অদ্ভুত প্রেম ও অসমোর্দ্ধ শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী দর্শন করিয়া সকলেই হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ভাবের অপূর্ব্ব বিকার দর্শনে কাশীবাসী সকলের বিস্ময় উৎপাদন হইল। লোকসংঘট্ট ও সন্ন্যাসিগণের দর্শনে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, ভাব সম্বরণ করিলেন। তখন শ্রীপ্রকাশানন্দকে দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তিনিও প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনেক দৈন্য-বিনয় করিলেন। শ্রীপ্রকাশানন্দ বলিতে লাগিলেন,—"তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্, তোমার চরণস্পর্শে আমার পূর্ব্ব অপরাধ সমস্ত দূর হইল। তুমি যে শ্রীব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমাদের সকলের মন চমৎকৃত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।" অনেক দৈন্য বিনয় করিয়া প্রভু বলিলেন,—"শ্রীব্যাসসূত্রের অর্থ গম্ভীর; শ্রীব্যাস—শ্রীভগবান্। তাঁহার সূত্রের অর্থ কোন জীব জানিতে পারে না। সেইজন্য তিনি স্বয়ং সূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রকর্ত্তা স্বয়ং ব্যাখ্যা করিলে সূত্রের মূল অর্থ লোকের জ্ঞানগোচর হয়। গায়ত্রীতে প্রণবের যে অর্থ আছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে চতুঃশ্লোকীতে বর্ণন করিয়াছেন। এই তত্ত্ব শ্রীভগবান্ হইতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাসদেব—এই পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সৎসম্প্রদায়-ক্রমাশ্রয়ে বেদসকল ও তাহার তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে আসিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ—শ্রীভাগবত। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা কর, তাহা হইলে বেদান্তের সারার্থ পাইবে। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমধন পাইবে; আর হেলায় মুক্তি লাভ হইবে।"

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ)

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

•তৎপরে সন্ন্যাসিগণ প্রভুর নিকট 'আত্মারামাশ্চ' শ্লোকের একষষ্টি-প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন।

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাসাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সমস্তলোক দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভুর মহিমা-শ্রবণে নানাস্থান হইতে লোক তাঁহার দর্শনের জন্য আগমন করিল, কিন্তু সংকীর্ণস্থানে দর্শন না পাইয়া যখন শ্রীবিশ্বনাথ-দর্শনের জন্য প্রভু গমন করিতেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকসকল প্রভুর দর্শন করিতে লাগিল। লোকের দর্শনে প্রভু ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সকলকে হরিধ্বনি করিতে বলিলেন। প্রভুর দর্শনে সমস্ত লোক হরি-ধ্বনি সহকারে দণ্ডবৎপ্রণত হইল। এইরূপে সমস্ত কাশীবাসী শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও প্রেমে হাস্য, নর্ত্তন ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় বারাণসী শ্রীনদীয়-নগরীতে পরিণত হইল। শ্রীগৌরসুন্দর নিজগণকে ডেকে বলিতে লাগিলেন,—"কাশীতে ভাবকালি বিক্রয় করিতে আসিলাম, কিন্তু গ্রাহক অভাবে তাহা বিকাইল না। পুনরায় আমি বোঝা বহিয়া দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইব জানিয়া তোমাদের কষ্ট হইল দেখিয়া তোমাদের ইচ্ছায় বিনামূল্যেই বিলাইয়া দিলাম।"

"নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি'।
কাশীতে আইলাঙ আমি
বেচিতে ভাবকালি॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনর্ব্বপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায়॥
আমি বোঝা বহিমু, তোমা
সবার দুঃখ হৈল।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিকাইল॥
সবে কহে,—'লোক তারিতে
তোমার অবতার
'পূর্ব্ব' 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম' করিলা নিস্তার॥
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ॥"

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবারাণসীতে দুইমাসকাল শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্ত শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কাশীতে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু চন্দ্রশেখরের ভবনের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরকে বলিলেন,—দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে; তাহাকে ডাকিয়া আন।" শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গে কোন বৈষ্ণববেষ বা চিহ্ন না থাকায় শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন,—"দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই; একজন দরবেশ মাত্র বসিয়াছে।" শ্রীমন্মহা-প্রভুর আদেশ অনুসারে শ্রীচন্দ্রশেখর সেই দরবেশরূপী শ্রীসনাতনকে ডাকিয়া আনিলেন। শ্রীসনাতনকে অঙ্গনে দেখিতে পাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বেগে ধাবিত হইয়া শ্রীসনাতনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীসনাতনও প্রভুর স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হইয়া গদগদবাক্যে অতি দৈন্যের সহিত বলিলেন, —"আমাকে স্পর্শ করিবেন না; আমি অত্যন্ত নীচ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসনাতন এই উভয়ের প্রেমক্রন্দন দর্শন করিয়া শ্রীচন্দ্রশেখর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সস্নেহে নিজসমীপে আসন প্রদান করিয়া স্বহস্তে শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীসনাতন অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যভরে বলিলেন,—

* * * তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি,
গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ফল,—এই শাস্ত্রের নিরূপণ॥
* * * * শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিলেন, "আমি কৃষ্ণকে জানি না। আমার উদ্ধারের হেতু—একমাত্র আপনার কৃপা।" তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নানুসারে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু নিজের বন্ধন-মোচনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রভুকে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে জানাইলেন যে, তাঁহার দুই ভাই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের সহিত তাঁহার প্রয়াগে সাক্ষাৎ-কার হইয়াছিল; তাঁহারা দুইজনেই শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীসনাতন শ্রীতপনমিশ্র ও শ্রীচন্দ্রশেখরের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীতপনমিশ্র তাঁহার গৃহে শ্রীসনাতনকে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরকে ডাকিয়া শ্রীসনাতনের দরবেশের বেষ দূর করাইয়া তাঁহাকে ক্ষৌর করাইবার আদেশ দিলেন। শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীসনাতনকে ক্ষৌর করাইল গঙ্গাস্নান করাইলেন ও পরিধানের জন্য নূতন বস্ত্র আনিয়া দিলেন। শ্রীসনাতন তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, —"যদি আমাকে বস্ত্রদান করিতে তোমার একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তোমার নিজপরিহিত একখানি পুরাতন বস্ত্র প্রদান কর।" তখন মিশ্র শ্রীসনাতনকে নিজ ব্যবহৃত একটী পুরাতন বস্ত্র প্রদান করিলে শ্রীসনাতন সেই একখণ্ড বস্ত্রকে দুইখণ্ড বহির্বাস ও দুইটী ডোর-কৌপীনে বিভাগ করিয়া লইলেন। শ্রীসনাতনের এই ব্যবহারে শ্রীমন্মহাপ্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাষ্ট্রীয় এক ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার করাইলেন। সেই বিপ্র শ্রীসনাতনকে বলিলেন,—"আপনি যতদিন কাশীতে অবস্থান করিবেন, ততদিন কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।" শ্রীসনাতন সেইরূপ স্থূলভিক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীসনাতনের যুক্তবৈরাগ্য-দর্শনে প্রভুর অপার আনন্দ হইল কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের ভোট-কম্বলটীর দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভোটকম্বল ধারণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত জানিয়া শ্রীসনাতন উহা অবিলম্বে ত্যাগ করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। যখন শ্রীসনাতন গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে গমন করিলেন, তখন এক গৌড়িয়া তাঁহার একটী কন্থা ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীসনাতন সেই গৌড়িয়াকে বলিলেন,—দেখ ভাই! তুমি আমার একটী উপকার কর। তুমি এই ভোট কম্বলটী লইয়া আমাকে কন্থাটী দাও।" ইহাতে গৌড়িয়া বলিলেন,—"তুমি এরূপ প্রবীন ব্যক্তি হইয়া কি জন্য আমার সহিত রহস্য করিতেছ? তোমার মূল্যবান্ ভোটকম্বলের পরিবর্ত্তে তুমি কি জন্য আমার ছিন্নকন্থা গ্রহণ করিবে?" শ্রীসনাতন বলিলেন,—আমি সত্য কথা বলিতেছি। তোমার সহিত একটুও রহস্য করিতেছি না। তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই ভোটকম্বলটী গ্রহণ কর ও তোমার কন্থাটী আমাকে দাও।" ইহা বলিয়া শ্রীসনাতন কন্থার পরিবর্ত্তে ভোট-কম্বলটী প্রদান করিয়া সেই কন্থা ধারণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে আগমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভোট-কম্বলটী কোথায় গেল, জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীসনাতন সমস্ত ঘটনা বলিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"সে কেন রাখিবে তোমার শেষ
বিষয়-ভোগ।
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥"

(চৈঃ চঃ).

আচার ও প্রচার একরূপ না হইলে নিজের ধর্ম্মহানি হয় ও লোকের নিকটও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে অমায়ায় কৃপা করেন, তাঁহাকে নিঃশেষে বিষয়-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।"

শ্রীসনাতন বলিলেন,—"যিনি আমার কবিষয়-রোগ খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহারই ইচ্ছায় ও কৃপায় আমার শেষ বিষয়রোগ দূরীভূত হইল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রচুর কৃপা করিলেন এবং শ্রীসনাতনে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা সমগ্র জীবজগতের কল্যাণের জন্য পরিপ্রশ্ন করাইলেন। পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীমন্-মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর শক্তিবলেই শ্রীরামরায় প্রভুর প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তি-সঞ্চারবলে শ্রীসনাতন প্রশ্ন ও স্বয়ং শ্রীমন্-মহাপ্রভু তাঁহার উত্তর দান করিলেন। শ্রীসনাতন অত্যন্ত দৈন্য ও বিনয়সহকারে দন্তে তৃণ ও মহাপ্রভুর শ্রীচরণধারণপূর্ব্বক পরিপ্রশ্ন করিলেন,—"প্রভো! আমি অতি নীচসঙ্গী, নীচজাতি, পতিতাধম, কবিষয়-কূপে পতিত হইয়া বৃথা মনুষ্য জন্ম অতিবাহিত করিতেছি, আমি নিজের হিতাহিত কিছুই জানি না। আমি গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত এবং উহাকেই সত্য বলিয়া মানি। যখন আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন নিজ কৃপাতেই আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন —আমি কে? আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিতাপ কেন আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে? আমার কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে? আমি সাধ্য ও সাধনতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও অসমর্থ। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন।"

ধন-কুল-প্রভিতৈায় কৃষ্ণ নাহি পাই   কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপট্য অর্থাৎ কাল্পনিক লাভ বা অলাভ বা হানিলাভজনিত উল্লাস বা বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও বিধান আধ্যাত্মিকরূপে গ্রহণ ও বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শুদ্ধ ব্যক্তিগণের পরমার্থসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বাণী-বোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৬০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৬০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

কচুরীপানা ধ্বংস আন্দোলন

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা হইতে কচুরীপানা একেবারে উচ্ছেদ করার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট দুই কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হইলে দশ কোটি টাকা মূল্যের শস্য রক্ষা পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আগামী শীত ও গ্রীষ্মকালেই এ কাজে হাত দেওয়া হইবে। আসামের নদী হইতে যাহাতে বাঙ্গলায় কচুরীপানা নামিয়া না আসিতে পারে, তজ্জন্য বাঙ্গলা-আসাম সীমান্ত বরাবর বেড়া দেওয়া হইবে।

কচুরীপানা দেখা মাত্র সেগুলি ধ্বংস করার জন্য কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হইবে। একটা নির্দিষ্ট ফসলের পর যাহাদের জমিতে কচুরীপানার বীজ দেখা যাইবে তাহাদিগকে কঠোর সাজা দিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্ত্তিত হইবে। কচুরীপানা তাড়াইবার জন্য বেঙ্গল পাইওনিয়ার কোরের বহুলোক নিযুক্ত করা হইবে।

মামুদ ইসাসের ফাঁসি

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে কায়রোর সেণ্ট্রাল জেলে ২৬ বৎসর বয়স্ক আইনজীবী মামুদ ইসাসের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইসাসে কোরাণ আবৃত্তি করিতেছিল। অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিশরের যুদ্ধ ঘোষণার প্রাক্কালে পার্লামেণ্টে তৎকালীন মিশরীয় প্রধান মন্ত্রী আমেদ মাহের পাশাকে হত্যা করার অপরাধে মামুদ ইসাসে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ভোর পাঁচটার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া কায়রোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ দিয়া তাহাকে সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেলে আসিয়া জনৈক মুসলমান সেখ তাহাকে অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। অতঃপর একটি ঢিলা লাল রংয়ের পোষাক পরিয়া ইসাসে দৃঢ়পদক্ষেপে ফাঁসী স্থান পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যায়। মুসলমান গোরস্থানে তাহার শব সমাহিত করা হইবে।

লর্ড ওয়াভেল

গত ২০শে সেপ্টেম্বর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লর্ড ওয়াভেল ও স্যার ক্লদ অকিনলেককে ডিগ্রী অফ চীফ কম্যাণ্ডার উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। যাঁহারা মার্কিণ নহেন, তাঁহাদের জন্য ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি।

কোরিয়া স্বাধীন হইবে

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন—'সকলেই এ বিষয়ে একমত হইয়াছে' যে কোরিয়া স্বাধীন হইবে।

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—"কোরিয়ার পরাধীনতার এখন অবসান হইল। জাপানী সমরনায়কদের অপসারণ করা হইতেছে। যেসকল জাপানীকে রাখা হইবে, তাহাদিগকে বিশেষজ্ঞরূপে সাময়িকভাবে রাখা হইবে। কোরিয়ান জাতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, চীন, বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহায়তায় গঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে স্বাধীন জাতিরূপে সমস্ত শাসন দায়িত্ব কোরিয়ানদের স্বহস্তে গ্রহণ এবং কোরিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন হইতে জাপানী প্রভুত্বের সমস্ত চিহ্ন লোপ করিতে স্বভাবতঃই যথেষ্ট সময় লাগিবে এবং তজ্জন্য ধৈর্য্য ধারণ প্রয়োজন।

লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য কোরিয়ান জাতি এবং মিত্রপক্ষের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। কোরিয়ার মুক্তিতে আমেরিকানরা আনন্দিত হইয়াছে। কোরিয়ার সুপ্রাচীন পতাকা পুনরায় উড্ডীন হইতেছে।

এই সংবাদের সহিত রয়টার যোগ করিয়াছেন—১৯০৫ সালে রুশ-জাপানী যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বাধীন কোরিয়া রাজ্য অনেক বৎসর যাবৎ চীনের তাঁবে ছিল। ইহার পর জাপানীরা ইহাকে প্রথমে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে এবং ১৯১০ সালে জাপানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলে। কোরিয়ার লোকসংখ্যা ১৯৪০ সালে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল। সিউল ইহার রাজধানী।

ইরাণের টুডে পার্টির নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর— রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান, সামরিক আইন অমান্য করিয়া অননুমোদিত সভা করার অভিযোগে ইরাণী বামপন্থী টুডে পার্টির পাঁচজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের হেড-কোয়ার্টার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সশস্ত্র পুলিশ ও ইরাণী সৈন্যেরা এখন উক্ত ভবন দখল করিয়া আছে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে উহার সম্মুখে গোলমাল ও বিক্ষোভ চলিতে থাকে; অতঃপর সামরিক শাসনকর্ত্তা সামরিক আইন মান্য করিয়া চলার নির্দ্দেশ দিয়া এক আদেশ জারী করেন।

আগষ্ট মাসে টুডে পার্টি উত্তর-পূর্ব্ব ইরাণে তাব্রিজ গ্রামের অধিবাসীদের সহিত মারামারি করে; তখন ঐ এলাকা লালফৌজের দখলে থাকায় ইরাণ গবর্ণমেণ্ট তথায় সৈন্য পাঠাইতে পারিবে না এই ভরসায় নাকি টুডে পার্টি আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করে।

শ্রীধাম মায়াপুর • চৈতন্যবাণী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রী [illegible]গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীক শরণাগতি

=*=

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা' নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

=*=

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থ 'পরিমল' নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১২ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৪৫, শনিবার } ১১১-১১৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পদ্মনাভ অবান্তর ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

—— ::(::*::):: ——

আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মকথা। যিনি বাস্তবিক আনুগত্য করেন, তিনি 'কাহার আনুগত্য করিব' এরূপ প্রশ্ন করেন না। অনুগত অভিমান না থাকিলে আনুগত্য হয় না। আগে অনুগত বা দাস অভিমান, পরে সেবা। আনুগত্যের অভিনয় কিন্তু সেবা নয়। এই আনুগত্য স্বাভাবিক, সরল, সহজ, অকপট, অনাবৃত। শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলভিত্তি, প্রাণ, কেন্দ্র, চরম সিদ্ধান্তই গুর্ব্বানুগত্য। অকৃত্রিম শরণাগতিই 'কাহার প্রতি শরণাগত হইতে হইবে' তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। যেখানে শরণাগত হইবার পরিবর্ত্তে 'আমি কাহার শরণাগত হইব' এরূপ প্রশ্ন, সেখানে আনুগত্য বা শরণাগতির অভিনয়, অশরণাগত বা স্বতন্ত্র থাকিবারই অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন অভিলাষ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আছে, জানিতে হইবে। শরণাগত হইতে হয়, একথা বিমুখ জীব প্রথমে জানিতে পারে না। সাধুসঙ্গের ফলেই শরণাগত হইবার পিপাসা বিমুখ জীবের হৃদয়ে জাগে। যাঁহার কৃপায় এই মঙ্গলময় উপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া তাহা নিজ জীবনে পালনের ইচ্ছা হয়, সেই সাধুতে নিত্যবান্ধববুদ্ধির অভাব হইতেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। অন্তর হইতে ঠিক ঠিক ভাবে ভগবানকে চাহিলে আর এইভাবে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয় না। শ্রীভগবানের কৃপাতেই সাধুর দর্শন, সঙ্গ, সাধুকে জানিবার ও চিনিবার সৌভাগ্য হয়।

শরণাগতি চেতনের বৃত্তি। সুতরাং তাহার স্বতঃকর্তৃত্ব আছে। শরণাগত ব্যক্তি কোথায়ও ভ্রান্ত হন নাই বা হন না। তাঁহার ভ্রান্তির অভিনয়ের মধ্যেও মঙ্গল নিহিত আছে। অশরণাগত থাকিয়া শরণাগতের পাত্রকে মাপিয়া লওয়া যায় না। 'গুরুর আমি'-অভিমান যেখানে, সেখানে গুরুকে মাপিয়া লইবার বা গুরুর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা না মিশাইবার ধৃষ্টতা নাই। তিনি গুরুর কৃপা উপলব্ধি করিয়াছেন ও করিতেছেন। জীব যে পরিমাণে শরণাগত ও উন্মুখ হইতেছেন, তিনি সেই পরিমাণে গুরুকৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতেছেন। প্রপন্ন ব্যক্তি তাঁহার রক্ষককে তাঁহার কৃপায় জানিতে ও চিনিতে পারেন। কোন্ কার্য্যে গুরুকৃষ্ণের সন্তোষ হয়, তাহা শরণাগত ব্যক্তি জানিতে ও বুঝিতে পারেন। অন্নভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই যখন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে থাকে, সেইরূপ সাধকও আন্তরিকতাময় সেবাকার্য্যের ফল সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করিতে পারেন। সেইজন্য অকপট সাধকের নিশ্চয়তা, ধৈর্য্য ও উৎসাহ সকল সময়েই থাকে। নিশ্চয় ও বিশ্বাস ব্যতীত উৎসাহ ও ধৈর্য্য থাকিতে পারে না। আবার উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং সেই উৎসাহ কমিয়া না যায়, তবে আর কখনই ভজনে উদাসীনতা, আলস্য ও বিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং উৎসাহই ভজনের সহায়, উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সমস্ত অনর্থ দূর হয়। উৎসাহ ও ধৈর্য্য দুই-ই থাকা দরকার। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাধনফল প্রাপ্ত হন।

"ভজনে উৎসাহ যাঁ'র ভিতরে বাহিরে।
সুদর্শন কৃষ্ণভক্তি পাইবে সে ধীরে॥
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধৈর্য্যভাব যেই।
ভক্তির সাধন করে, ভক্তিমান্ সেই॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা, না করয়ে রোষ॥"

ধৈর্য্য শরণাগতি বা দৃঢ়শ্রদ্ধার লক্ষণ। ধৈর্য্য শ্রদ্ধাবানই প্রকৃত শরণাগত। যেখানে শ্রদ্ধা, সেখানে ধৈর্য্য বা তিতিক্ষা আছেই। যিনি যে পরিমাণে ধৈর্য্যশীল, তিনি সেই পরিমাণে শরণাগত, যিনি পূর্ণ ধৈর্য্যশীল, তিনি পূর্ণ শরণাগত—তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সহিষ্ণু। শরণাপত্তির নামান্তর আনুগত্য। যেখানে শরণাপত্তি নাই, সেখানে আনুগত্য [illegible] শরণাগত ব্যক্তি ধীর, স্থির, দৃঢ়চিত্ত ও সেবোৎসাহী। তোষামোদ ব্যাপারটী আনুগত্য নহে। যিনি সাধুগুরুর সহিত সমচিত্ত ভাবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রতি অকপট নির্ভরশীল, তিনিই অকপট অনুগত ও শরণাগত। আনুগত্য-ধর্ম্মে সেবা করিয়া তৃপ্তি হয় না। আনুগত্য-ধর্ম্মে 'অলম্', 'ইতি' বা বিরতি নাই, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি আছে। আনুগত্য কেবল গৌরবময় নহে। গৌরবময় আনুগত্য অপেক্ষা স্নেহ-প্রীতিময় আনুগত্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বেশী সুখকর। এই আনুগত্যের অপর নাম ভক্তি। অনুগত ব্যক্তি কখনও বিপথগামী হয় না। আনুগত্যই তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয়।

শিথিলতা ও দৃঢ়তা এক বিষয় নহে। যেখানে শৈথিল্য, সেখানে আদর ও নিষ্ঠা নাই। অপরাধ থাকিলেই শৈথিল্য আসে। প্রতিষ্ঠাশার বশবর্ত্তী হইয়া যে উৎসাহ, তাহাতেও অন্তরে শৈথিল্য আছে। সেই প্রবল উৎসাহ প্রতিষ্ঠা না পাইলে থাকে না। দৃঢ়তা না থাকিলে সাধনে আদৌ অগ্রসর হওয়া যায় না। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। শৈথিল্যাদি আসিলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা স্মরণ করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত। দৃঢ়তা বা নিষ্ঠা প্রীতির জীবনস্বরূপ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"দৃঢ়তাই সাধনের মূল। ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন। সম্প্রতি দয়া করত দৃঢ়তার সহিত হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনগণের ভজনপথ।"

যেখানে সাধুগুরুর কৃপারূপ দৃঢ়তা আছে, সেখানে কোন বাধাই কিছু করিতে পারে না। অকিঞ্চনের হৃদয়ে দৃঢ়তা থাকে। অন্যাভিলাষী দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে না। দাম্ভিক বা যুক্তিবাদীর দৃঢ়তা নাই। যাহাদের হৃদয়ে নিজসুখবাঞ্ছা প্রবল, যাহারা কৃপা চায় না, তাহাদের হৃদয়ে সেবার দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা কিরূপে আসিবে? শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জীব দৃঢ়তা লাভ করিতে পারে। গুরুই যেখানে দেবতা, জীবন ও আশা-ভরসা, সেইখানেই দৃঢ়তা, অন্যত্র দৃঢ়তা থাকা অসম্ভব। গুরুদেবতাত্মাই দৃঢ়চিত্ত, একনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধালু। শ্রীরাধামাধবাশ্রা-পাইবে প্রত্যাশা—ইহা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ হয়। এই আশা যেখানে, সেখানে সংশয় নাই—নাস্তিকতা নাই। যেখানে আশা নাই, সেইখানেই সংশয়, ভয় ও অশান্তির অভ্যুদয়। চিত্তবৃত্তির আশ্রয় দৃঢ় না হইলে নিজের দুর্ব্বলতার জন্য ভয় হয়। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে নির্ভরতা আসে, তখন নিজের অযোগ্যতা বা ক্ষুদ্রতার জন্য ভয় থাকে না। যেখানে আশা নাই, সেখানে

সবই অন্ধকার। সাধুগুরুর উপদেশের মধ্যে পাই—"শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন কতটা হইয়েছে, ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল না অন্ধকার, আশা আছে না নাই, তাহা সর্ব্বক্ষণ দেখিতে হইবে। আশাই দরকার, কৃষ্ণকে পাইবার আশা না থাকিলে ত' সর্ব্বনাশ হইল, এজন্য যাহাতে আশা বাড়ে, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে সাধুগুরুর সঙ্গ ও কৃপালিঙ্গন করিতে হইবে। হতাশা মনের ধর্ম। আত্মার স্বরূপে হতাশা নাই।"

শ্রীগুরুদেবে ও আত্মার হৃদয়ে যে দৃঢ়তা বা দৃঢ়-বিশ্বাস দেখা যায়, তাহার মূলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সাড়া আছে। সেবোন্মুখ সাড়া দেন। তিনি অচেতন পাথর নহেন। সাড়া না পাইলে—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দিক্ হইতে কিছু না আসিলে কি কেহ অচল অটলভাবে আশাবন্ধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে? শ্রীভগবান্ প্রেমভক্তকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ দানরূপ কৃপা উপলব্ধি করিয়া ভক্ত উত্তরোত্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণ-কমলে আকৃষ্ট হন। এইরূপ গুরুদেবতাত্মাকে কেহ ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই যাঁহাদের বল-ভরসা ও সহায় সম্বল, তাঁহাদের আর চিন্তা কি?

অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা দৃঢ়তা হয় না, সেখানে মনশ্চাঞ্চল্য থাকিবেই। যাহার হৃদয়ে প্রীতির আভাসও উদিত না হইয়াছে, সেই ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও দৃঢ়তা স্বাভাবিক ও স্থায়ী হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সাধক সামান্য একটু দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধককে কোটীগুণ সাহায্য করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে অচলা নিষ্ঠা প্রদান করিয়া থাকেন। দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিলে সমস্ত অনর্থ ও বিঘ্ন জয় করিতে পারা যায়। ভোগ ও ত্যাগে ব্যস্ত না হইয়া মনের বা মনোধর্ম্মীর কোন কথা না শুনিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে নিরন্তর শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে হৃদয়ে দৃঢ়তা ও শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হয়।

যেখানে দৃঢ়তা, সেইখানে সরলতা ও দীনতা আছে। যিনি দৃঢ়চিত্ত, তিনিই আচরণশীল বা আচারবান্। সরাগ বক্তার দৃঢ়তা নাই। যাহার নিজের দৃঢ়তা নাই, এরূপ ব্যক্তির কথা শুনিলে দৃঢ়তা হয় না। অপরাভিলাষী দৃঢ়তাকে অত্যন্ত ভয় করে। তাহারা চঞ্চলতা বা সংশয়কে প্রশ্রয় দিতে ভালবাসে। সাধুসঙ্গপ্রাপ্ত দৃঢ়তা মনের ধর্ম্ম নহে। হরিভজনে দৃঢ়তা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। একমাত্র শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় অপরাধশূন্য নিষ্কপট চিত্তে সেই বৃত্তি প্রকাশিত হয়। নিরপরাধে, দাস-অভিমানে, প্রভুবুদ্ধিতে সাধুর সঙ্গ ও সেবা করিতে করিতে হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৃঢ়তা আসে। সুতরাং অপ্রাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া দীনচিত্তে সাধুর বর্ম্মানুবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। কোন ভক্ত বলিয়াছেন—"আমি দেবকীনন্দনের দাস হওয়ায় যে হউ সে হউ না কেন, আমার মন দৈবপ্রেরিত হইয়া কদাচ বিপথে যাউক বা সৎপথে গমন করুক, তাহাতে আমার কি হইবে? আমি তাঁহার নিত্যদাস, এই দৃঢ়তাই আমার মতসঙ্গ।"

বারাণসীতে শ্রীগৌরসুন্দর

(৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা সঞ্চারিত রহিয়াছে। তুমি সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছ। তোমার ত্রিতাপ নাই, তুমি হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি ধারণ করিয়াছ, তথাপি সাধুর স্বভাব এই যে, তিনি সমস্ত বিষয় সুষ্ঠুরূপে জানিয়াও দৃঢ়তার জন্য পুনরায় প্রশ্ন করেন। তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তন করিতে যোগ্যপাত্র। তোমাকে সমস্ত তত্ত্ব বলিতেছি, ক্রমে ক্রমে শ্রবণ কর। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবের মঙ্গলের দিকে অভিমুখী হইবার প্রথম চেষ্টা। যাহাদের সম্বন্ধ উদয় করাইবার জন্য দৃঢ়া মতি, তাহাদিগেরই অবশিষ্ট অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কে আমি? —এরূপ প্রশ্ন যখন হৃদয়ে উদিত হয়, তখন জীব সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের অধিকারী হইতে পারে। এই জড়ময় দেহটী কি আমি? তাহা নহে। এই মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ শরীরটী কি আমি? তাহাও নহে। প্রকৃত বস্তুটী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস; তাহা শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি অর্থাৎ চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ এই দুইয়ের মধ্যগত সীমায় অবস্থিত হওয়া জীবের উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীব তটস্থা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ অভেদ-প্রকাশ উভয়বিধ সম্বন্ধ। চিদ্ধর্ম্মসম্বন্ধে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীবও সচ্চিদানন্দ। জীবের নিত্য সত্তা আছে বলিয়া জীব সৎ। জীব চেতন বস্তু বলিয়া চিৎ এবং তাহাতে আনন্দ ধর্ম্ম আছে বলিয়া জীব আনন্দস্বরূপ; এইরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণের অভেদপ্রকাশ; কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহে। জীব অণুবস্তু; অণুচৈতন্যধর্ম্মবশতঃ জীব বৃহচ্চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ, অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ। জীবের তটস্থ-স্বভাব হইতেই এই ভেদাভেদ-প্রকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশুকিরণ অথবা উদ্দীপ্ত অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ জ্বালানিচয় জীবসমূহের উদাহরণ-স্থল। তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট। অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। জীব চিৎকণ বটে, কিন্তু কোন শক্তিদ্বারা তাহা অচিৎ সম্বন্ধের উপযোগী হইয়াছে। সেই শক্তির নাম 'তটস্থা' নদীর জল ও ভূমি উভয়ের মধ্যে তট। তট ভূমিও বটে, জলও বটে অর্থাৎ উভয়। উক্ত শক্তি তটে স্থিত হইয়া উভয় জগৎ একাধারে ধারণ করে। জীব চিৎ বটে; কিন্তু মায়া হইতেই জীব অধঃপতিত হইবার যোগ্য।

'আমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সম্বন্ধ-জ্ঞানে অবস্থিত না থাকিলে জীবের মায়া-বন্ধন উপস্থিত হয়। তটস্থশক্তিরূপী জীবের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের সন্নিকটে অবস্থিতিকালে মায়া-ভোগবাসনা করায় তাহার মায়া-প্রবেশ হয়। মায়া প্রবেশ হইতেই মায়িক কালের গণনা। সেই কাল-গণনার অগ্রেই বহির্ম্মুখতা প্রকাশিত হওয়ায় তাহাকে অনাদি বলা হয়। সেই অনাদি বহির্ম্মুখ জীব কখন সংসার-দুঃখ, কখন সংসার-সুখ লাভ করিয়া থাকে। কখন স্বর্গে, কখনও বা নরকে তাহার গতাগতি হয়। এই উভয় দশাই বদ্ধদশা। শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মায়ার প্রতি অভিনিবেশবশতঃ জীবের ভয় ও বিপরীত স্মৃতির উদয় হয়। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণস্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া অপার-করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বেদ-পুরাণ-শাস্ত্র প্রকট করিয়া সেই শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রপ্রদর্শক গুরু ও সাধুরূপে তথা অন্তর্যামী আত্মারূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। সমস্ত বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়জ্ঞান ও প্রয়োজনজ্ঞানের শিক্ষা আছে। জীবের প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণের যে তত্ত্ব তাহা সম্বন্ধজ্ঞানে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির সাধনের নাম 'ভক্তি'। তাহাকে 'অভিধেয়' বলে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তিতে 'প্রেম'-নামে একটী বিচিত্র ব্যাপার আছে, তাহার নাম 'প্রয়োজন'।"

সর্ব্বজ্ঞের এক উদাহরণদ্বারা এই বিষয়টী শ্রীমদ্ভাগবতে বিবৃত হইয়াছে। এক-সর্ব্বজ্ঞ (যিনি সকল বিষয় বলিয়া দিতে পারেন) কোন এক ব্রাহ্মণকে দুঃস্থ দেখিতে পাইয়া

"হে ব্রাহ্মণ! তুমি বিপুল পিতৃসম্পত্তির অধিকারী। তোমার গৃহের পার্শ্বদেশে তোমার পিতার বহু গুপ্তধন প্রোথিত রহিয়াছে। দক্ষিণদিক্ খনন করিও না। তথায় অনেক ভীমরুল আছে। উহারা তোমাকে দংশন করিবে। উত্তর বিপরীত উত্তরদিকেও অজগরসর্প বাস করিতেছে। সে তোমাকে পাইলেই একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আর ধন পাইতে হইবে না। পশ্চিমদিকে খনন করিবে না; তথায় স্বয়ং যক্ষ ধন আগুলাইয়া বসিয়া আছে। সে নানা বিঘ্নোৎপাদন করিবে, ধনলাভ আর ভাগ্যে ঘটিবে না; কেবল পূর্ব্বদিকের মৃত্তিকা অল্প খনন করিলেই তুমি পিতৃধন লাভ করিতে পারিবে।"

দৃষ্টান্তটীর শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, দক্ষিণ-দিক্ কর্ম্মকাণ্ডের দিক্। যাহারা যমের দ্বারা দণ্ডিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা দক্ষিণা-গ্রহণ করিয়া ফলকামনা করে। তথায় ভোগবাসনারূপ ভীমরুলের দংশনে কেবল জ্বলিতে হয়। উত্তরদিক্ জ্ঞানকাণ্ডের সূচক, কৃষ্ণ-অবজ্ঞারূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা ব্রহ্মলয় জীবাত্মাকে গ্রাস করে। পশ্চিমদিক্, যোগমার্গের সূচক। যক্ষরূপী সিদ্ধিকামনা নানাপ্রকার বিভূতি ঐশ্বর্য্যের লোভে লুব্ধ করিয়া আত্মাকে গ্রাস করে। পূর্ব্বদিক্ই ভক্তিপথের সূচক। সেইদিকে প্রেমসূর্য্যের উদয় হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিলেন,—"হে সনাতন! দারিদ্র্যনাশ অর্থাৎ সংসারের ক্লেশ হইতে উদ্ধার প্রেমের ফল নহে। যেমন সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে অরুণোদয়েই চোর-দস্যু পলায়ন করে, অথবা যেরূপ ধন প্রাপ্ত হইলে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ বিগত হয়, সেইরূপ প্রেমফলোদয়ের আভাসের সঙ্গে সঙ্গেই নাবতীয় সংসার-ক্লেশ অনায়াসে নিঃশেষ বিদূরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ও প্রেম—এই তিনটী মহাধন।

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সমগ্র বেদে সম্বন্ধতত্ত্ব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রতিপাদ্য। অনন্ত-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি-বৈভব। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী ত্রিশক্তি চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও অচিচ্ছক্তি হইতে জড়জগৎ প্রকটিত।

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। তিনি বিভু-সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বাবতারী, কিশোরশেখর, চিদানন্দদেহ ও ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি গোলোকধামে নিত্য বিরাজ-মান। ত্রিবিধ অভিধেয়ের দ্বারা সম্বন্ধতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রতীতি হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানের দ্বারা সেই অদ্বয়-তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতীতি হয়; অষ্টাঙ্গ যোগ-তত্ত্বে পরমাত্ম-প্রতীতি ও শুদ্ধভক্তিদ্বারা পূর্ণ ভগবানের দর্শন হয়। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি; পরমাত্মা কৃষ্ণাংশ-বৈভব।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ রূপ। (১) স্বয়ংরূপ—তাঁহার দ্বিবিধ রূপ। যথা—(ক) স্বয়ংরূপ—এক কৃষ্ণ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহার গোপবেশ ও গোপ-অভিমান;

তিনি লীলাপুরুষোত্তম নামেও অভিহিত। (খ) স্বয়ংপ্রকাশ, তিনি দ্বিবিধ যথা—(১) প্রাভব যথা এক বপুর বহুরূপ; যেমন রাসে ও মহিষীবিবাহে। (২) বৈভব; যথা (ক) শ্রীবলদেব—তাঁহার ভাবাবেশ, আকার, বর্ণ ও নাম ভিন্ন হইলেও সব কৃষ্ণের সমান। (খ) দ্বিভুজ দেবকীনন্দন; (গ) চতুর্ভুজ দেবকীনন্দন। (২) তদেকাত্মরূপ আকৃতি ভিন্ন হইলেও কৃষ্ণের সহিত একাত্মরূপ, তাঁহার দ্বিবিধ রূপ যথা—(ক) বিলাস; তাঁহার দ্বিবিধরূপ, যথা—(১) প্রাভব, তাঁহারা চারিটী; যথা আদ্য চতুর্ব্যূহ (ক) বাসুদেব চতুর্ভুজ, ক্ষত্রিয় বেশ, ক্ষত্রিয় অভিমান, পুরে নিত্যাধিষ্ঠান. (খ) সঙ্কর্ষণ, (গ) প্রদ্যুম্ন ও (ঘ) অনিরুদ্ধ। (২) বৈভব ২৮টী মূর্ত্তি; যথা (ক) গোলোকবিলাস-প্রকটিত দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ (বৈকুণ্ঠে নিত্যাধিষ্ঠান) বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই ৪ জন। (খ) ইঁহাদের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি করিয়া ১২ মূর্ত্তি দ্বাদশ মাসের ও দ্বাদশ তিলকের দেবতা। (গ) প্রত্যেকের পুরুষোত্তম, অচ্যুতাদি করিয়া ৮ জন বিলাস-মূর্ত্তি—পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ ও উপেন্দ্র।

(খ) স্বাংশ; তাঁহাদের ষড়্‌বিধ রূপ যথা—(১) পুরুষাবতার; তাঁহারা তিনজন—(ক) কারণোদশায়ী—প্রথম পুরুষাবতার; (খ) গর্ভোদশায়ী—দ্বিতীয় পুরুষাবতার; (গ) ক্ষীরোদকশায়ী—তৃতীয় পুরুষাবতার।

(২) গুণাবতার; তাঁহারা তিনজন যথা—(ক) বিষ্ণু (খ) ব্রহ্মা ও (গ) শিব। (৩) লীলাবতার ২৫টী, যথা—(ক) মৎস্য, (খ) কূর্ম্ম, (গ) বরাহ, (ঘ) রাম, (ঙ) নৃসিংহ, (চ) বামন, (ছ) পৃথু, (জ) পরশুরাম, (ঝ) ব্যাস, (ঞ) নারদ, (ট) চতুঃসন, (ঠ) যজ্ঞ, (ড) নরনারায়ণ, (ঢ) কপিল, (ণ) দত্তাত্রেয়, (ত) হয়গ্রীব, (থ) হংস, (দ) পৃশ্নিগর্ভ, (ধ) ঋষভ, (ন) ধন্বন্তরী, (প) মোহিনী, (ফ) বলভদ্র, (ব) কৃষ্ণ, (ভ) বুদ্ধ ও (ম) কল্কি।

(৪) যুগাবতার তাঁহারা ৪টী, যথা—(ক) শুক্ল (হরি), (খ) রক্ত (হয়গ্রীব), (গ) কৃষ্ণ (শ্যাম) ও (ঘ) পীতবর্ণ (কৃষ্ণ)।

(৫) মন্বন্তরাবতার; তাঁহারা ১৪টী যথা—(ক) যজ্ঞ, (খ) বিভু, (গ) সত্যসেন, (ঘ) হরি, (ঙ) বৈকুণ্ঠ, (চ) অজিত, (ছ) বামন, (জ) সার্ব্বভৌম, (ঝ) ঋষভ, (ঞ) বিষ্বক্‌সেন, (ট) ধর্ম্মসেতু, (ঠ) সুধামা, (ড) যোগেশ্বর ও (ঢ) বৃহদ্ভানু।

(৬) শক্ত্যাবেশাবতার; তাঁহারা ৮টী, যথা—(ক) চতুঃসন, (খ) নারদ, (গ) ব্রহ্মা, (ঘ) পৃথু, (ঙ) শেষ, (চ) অনন্ত, (ছ) পরশুরাম, (জ) ব্যাস।

(৭) আবেশ; তাঁহারা দ্বিবিধরূপ, যথা—(ক) ভগবদাবেশ, যথা—কপিলদেব, ঋষভদেব; (খ) শক্ত্যাবেশ, যথা—নারদ, ব্যাস, পৃথু, ব্রহ্মা ও সনকাদি।

স্বয়ংরূপ যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা, যাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য অপরের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে অপেক্ষা করে না, যিনি স্বয়ং-ভগবান্, সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব।

তদেকাত্মরূপ—যে রূপ স্বয়ংরূপ হইতে ভিন্ন নহেন, যাঁহাকে স্বয়ংরূপেরই কায়ব্যূহ বলা যাইতে পারে, অথচ যাঁহাতে আকারাদিগত কিঞ্চিৎ ভেদ আছে তাদৃশ রূপকে তদেকাত্মরূপ বলে।

আবেশ—যাহাতে একটী মাত্র শক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই 'আবেশ' বলে; যেমন নারদে ভক্তিশক্তি, পৃথুতে পালনশক্তি, চতুঃসনে জ্ঞানশক্তি ইত্যাদি। মহত্তম জীবেই এইরূপ আবেশ হইয়া থাকে। ভগবদাবিষ্ট জীবের আপনাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া অভিমান হয়।

শ্রীকপিলদেব ও শ্রীঋষভদেব আপনাদিগকে শ্রীভগবান্ বলিয়া অভিমান করিতেন; আর ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট জীবের আপনাকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান হয়। ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাস আপনাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া অভিমান করেন।

প্রকাশ—একই স্বয়ংরূপ যদি যুগপৎ অনেক স্থানে প্রকটিত হন এবং ঐ প্রকটিত মূর্ত্তিসকল যদি গুণ-লীলাদির দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে মূলরূপেরই সমান হয়, তবে ঐ সকল মূর্ত্তিকে মূলরূপের প্রকাশমূর্ত্তি বলা যায়। 'একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে ত ভেদ নাহি, একই স্বরূপ॥ মহিষীবিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥'

বোম্বে নগরীতে বক্তৃতা

—:(:*:):—

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় গৌড়ীয়মিশনের অন্তর্গত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বোম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী-মহামহোৎসব উপলক্ষে বোম্বে নগরীর প্রখ্যাতনামা ও নেতৃস্থানীয় তিনজন নাইট্, একজন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী,

পতি, অপর একজন অ্যাডভোকেট্ জেনারেল, প্রসিদ্ধ কলেজের একজন প্রিন্সিপ্যাল, সর্ব্বোচ্চ শিক্ষিত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী প্রভৃতি দশজন ভদ্রমহোদয়ের চেষ্টায় এবং বোম্বে হাইকোর্টের স্বনামধন্য

ও প্রবীণ বিচারপতি অনারেবল্ জষ্টিস্ স্যার এইচ্, ভি, ডিভাটিয়া কে, টি, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার সুপ্রসিদ্ধ 'সুন্দরবাই হলে' এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভায় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রাগানুগাবজী "শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী" সম্বন্ধে শাস্ত্রপূত কণ্ঠে ইংরাজী ভাষায় ঘণ্টাধিককাল এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সহরের সর্ব্বজাতির উচ্চশিক্ষিত, বিশিষ্ট ও শ্রবণাগ্রহবিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র মহিলাবৃন্দ সভাগৃহটি পূর্ণ করিলে অপরাহ্ণ ৬টিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি, পঞ্চতত্ত্ব ও মঙ্গলারতি কীর্ত্তনের পর মাননীয় সভাপতি মহোদয় বক্তার পরিচয়-প্রদানমুখে শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুকে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা-প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ নিত্যানন্দদাস প্রভু দৈন্যমুখে নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন, শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা ও তদীয় অহৈতুকী কৃপায় যে শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার একমাত্র উপায় প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আধ্যাত্মিক মতবাদসমূহ দেখান; বেদ, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ইত্যাদি সাত্বত-শাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরাৎপর অধোক্ষজ-তত্ত্ব; তৎসম্বন্ধে সুন্দর কীর্ত্তন করেন এবং গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅর্জ্জুন ও শ্রীউদ্ধবের প্রতি কথিত তাঁহার বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় বক্তার অভিনন্দন ও শিক্ষা সম্বন্ধে সভাসমূহে শ্রোতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও গৌড়ীয়-মিশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মেধাবী ও ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ কানাইয়ালাল মুন্সী এম, এ, এল্ এল্ বি মহোদয় সভাপতি ও বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর "বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ" পদটী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হইলে সভা-আহ্বান-কারিগণ সভা আরম্ভ করিয়া সভায় উপস্থিত বহু ব্যক্তি একবাক্যে বলেন যে, বোম্বে সহরে এইরূপ বিশিষ্ট ও উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা-পরিপূর্ণ মহতী সভা কখনও সম্মিলিত হয় নাই এবং এত সময় ধরিয়া ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করিতে দেখা যায় নাই। এই সভার

সংবাদ-পত্র "বোম্বে ক্রনিকল্", "বোম্বে সেন্টিনেল", গুজরাতী সংবাদ-পত্র "মুম্বাই সমাচার", "জন্মভূমি", "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া", "ইলাষ্ট্রেটেড্ উইক্‌লি অব্ ইণ্ডিয়া", গুজরাতী ভাষায়

বন্দেমাতরম্", "ভারত সমাচার", হিন্দি ভাষায় "বিশ্বামিত্র" ইত্যাদি পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সভায় ছয়শত বিশিষ্ট ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অনারেবল জাষ্টিস্ (রিটায়ার্ড) স্যার লীলাধর পাটকার কে, টি, চান্সেলর অব্ বোম্বে ইউনিভার্সিটি; অনারেবল জষ্টিস্ মিঃ এন, এস, লোকুর; অনারেবল জাষ্টিস (রিটায়ার্ড) দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল জাভেরী এম, এ, এল, এল, বি; অনারেবল জষ্টিস মিঃ বাব্‌রেকার; ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী কি, কে, মুন্সী, এম্, এ, এল্, এল বি; ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ নাগিনদাস টি, মাষ্টার, প্রেসিডেণ্ট অব্ বোম্বে প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস্ কমিটি; মিঃ মতিলাল সি, সেটল্‌ভাড় ভূতপূর্ব্ব অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল; মিঃ জয়সুখলাল কে, মেহতা, এম, এ, এল্ এল্, বি, সেক্রেটারী ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্ চেম্বার; রাও বাহাদুর গোবিন্দন্ নায়ার, কমিশনার অব্ ইনকাম ট্যাক্স; মিঃ ডি, এস, বাক্রেকার, ম্যাজিষ্ট্রেট; বরোদার ভূতপূর্ব্ব চিফ্-জজ্ মিঃ কে, এম, মারফাটিয়া; মিসেস্ লীলাবতী মুন্সী, মিউনিসিপ্যাল করপোরেটর; মিঃ বেদক, বি, এ, এল, এল, বি, ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল করপোরেটর; মিঃ এচ, বি, পারেখ অ্যাসিষ্টেণ্ট কমিশনার অব্ ইনকাম ট্যাক্স; মিঃ সি, কে, বটালা এফ্, এ, এ (লণ্ডন), রিটায়ার্ড অ্যাসিষ্টেণ্ট কমিশনার অব্ ইন্‌কাম-ট্যাক্স; মিঃ পি, এন্, দারুওয়ালা, ব্যারিষ্টার; মিঃ জে, এম্, কামদার, সলিসিটার; মিঃ রণছোড়দাস সলিসিটার; মিঃ লীলাধর মেহতা, সলিসিটর; মিঃ সোমনাথ, সলিসিটার; মিঃ গদীগাঁও, সলিসিটর; মিঃ ধি জি, মহাদেভিয়া, অফিসার এসাইনি, বোম্বে হাইকোর্ট; মিঃ বাবুভাই, সলিসিটর; মিঃ জে, সি, রিন্দানি, অ্যাড্‌ভোকেট; মিঃ প্রাণলাল দেবকরণ নানজী, জে, পি, সেণ্ড লর্ড এণ্ড্ ব্যাঙ্কার; বাবুসাহেব এইচ, এম, ভকিল, (রিটায়ার্ড) অ্যাসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার অব্ স্মল কজেস্ কোর্ট; মিঃ এম্, এল্, দাহানুকার, প্রেসিডেণ্ট অব্ মহারাষ্ট্র চেম্বার অব্ কমার্স;

মিঃ সোমেশ্বরাণ্ডকার, প্রেসিডেণ্ট অব প্রপার্টি ওউনার্স এসোসিয়েসন্; ডাঃ গান্ধী এম, বি, বি এস; মিঃ বিঠলদাস এইচ, পেটেল বি, এ, এল্, এল্, বি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ১২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ১৬ই আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৩রা অক্টোবর ইং ১৯৪০, বুধবার } ১১৫-১১৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পদ্মনাভ স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫৯

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::※::)::——

শ্রীভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থপ্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন। কারণ, তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, অধোক্ষজসেবা ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের কোনও পথ নাই। "পরমসেব্য বস্তুর সেবা আমার শ্রীগুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না"—এই উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানেই মানবজ্ঞান অন্য প্রকারের। যাঁহারা অন্য কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ
যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

শ্রীভগবান্—অধোক্ষজবস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত জীবের আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই বা হইতে পারে না। "অধোক্ষজবস্তুর সেবা" কথাটীতেই গোলমাল বাধিতেছে। প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া "আমরা গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছি"—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর-বিষয়ে অভিনিবেশ কি প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মম্ভরি ব্যক্তিগণই সত্য সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই "গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছি"—এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা শ্রীগুরুদেবকে "গুরু" জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের শিষ্য বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি। নিজভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞানগম্য মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই। "অক্ষ" শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়; অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ। পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনের কার্য্য এই ছয়প্রকার কার্য্য যখন ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনই আমাদের শুদ্ধভক্তি আবৃত হয়, ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা অধোক্ষজ ভগবান্ সেবিত হন না, তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ হইতে পারে। যেমন বালক ক্রীড়াতে প্রমত্ত থাকিলে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়জজ্ঞান আমাদিগকে অসত্যপথে ধাবিত করায়। "আমরা দীক্ষা লাভ করিয়াছি" মনে করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হই। কোনও ভক্ত বলিয়াছেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন
ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

ষড়্‌রিপুকে প্রভু সাজাইয়া এ হেন কার্য্য নাই, যাহা আমি করি নাই। কিন্তু এত সুদীর্ঘকাল উহাদের অকপট সেবা করিয়াও আমি মনিবের মন পাইলাম না। আমার লজ্জাও হয় না! এতদিন কার্য্যের পরেও, ইহারা আমাকে অবসর পর্য্যন্ত দিতেছে না! হে যদুপতে, আমার আজ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। আমি আর রিপুগণকে প্রভু করিয়া তাহাদের সেবা করিব না, হে কৃষ্ণচন্দ্র, আমাকে সেবকত্বে গ্রহণ কর। তোমার সেবাভিনয়ে বাহ্য-জগতে যে সেবা করিয়াছিলাম, তাহা আর করিব না।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত-গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আবার অধোক্ষজ-সেবা ব্যতীত আত্মপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। অক্ষজবস্তুর সেবায় মনন্দেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

মহাভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন কিন্তু ভূতদর্শন করেন না।

স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁ'র ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি॥

শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অনুগ্রহে যাঁহারা বাস করেন, কুদর্শন তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। বৈষ্ণবের দাস না হইয়া অবৈষ্ণবকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইবার পরিবর্ত্তে হৃষীকের সেবা হয়, ভক্তি প্রতিহতা হন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং
ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং
তৎ কৃতঞ্চাভি-পদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে
সাত্বত সংহিতাম্॥

ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্ত ব্যক্তির শোক, ভয়, মোহ নাই। যখন "অহং মম" বুদ্ধি-দ্বারা নামাপরাধ করিবার মত্ততা এবং হরিনাম যেমন তেমন করিয়া লইলেই হইল—এইরূপ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক বিচার উপস্থিত হয়, তখনই শোক, ভয়, মোহদ্বারা জীব আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অপরাধযুক্ত নামের ফল ত্রিবর্গলাভ। শ্রীগুরুর নিকট হইতে যাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন নাই, তাঁহারা নামাপরাধকে নাম বলিয়া ভ্রম করেন। দেবদারুপত্র এই নামটী ও দেবদারু পত্রের পত্রত্বের মধ্যে মায়িক ব্যবধান আছে কিন্তু ভগবান্ এরূপ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানগম্য মায়িক বস্তু নহেন। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাউঠা নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী। তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। কোন সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে। শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে ফলভোগ করেন, তাহা আত্মা কখনও গ্রহণ করেন না, উহাদ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধনামাশ্রয়ী ব্যক্তির প্রাকৃতাভি-নিবেশ বা জাড্য নাই। "লোকস্যাজানতঃ"—ভাগবতপ্রতিপাদ্য নিরস্তকুহক সত্যের কথা মানবজাতি জানেন না। মূর্খলোকের

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:::০:::-

নিয়মাবলী

শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুষ্ঠ্বনুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে মূল্য ৷৹ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিদের নাম

আগামী ১৫ই অক্টোবর প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের সম্মেলন আরম্ভ হইবে। ঐ সম্মেলনে যোগদানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন—সরকারী প্রতিনিধি লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনার স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথন (দলের নেতা) ও কেন্দ্রীয় শ্রমিক বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ প্রায়র, মালিক প্রতিনিধি, মিঃ গঙ্গাবিসাস বিড়লা, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং মিঃ এন. এম. যোশী। এই সকল সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিনিধিদের জন্য ১৪ জন পরামর্শদাতাও মনোনীত হইয়াছেন। লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনারের অফিসের একজন কর্মচারী ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারীর কাজ করিবেন।

———

কয়েকজন বিজ্ঞানীর মৃত্যু

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দুইদিন আগে হিরোসিমার উপর দিয়া যে ঝঞ্ঝাবায়ু বহিয়া গিয়াছে উহাতে একদল বিখ্যাত জাপ বিজ্ঞানী প্রাণ হারাইয়াছেন। আণবিক বোমা সম্পর্কে মিত্রপক্ষীয় সরকারী রিপোর্ট সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ইঁহারা নিজেরাই আণবিক বোমার ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হিরোসিমা গিয়াছিলেন। যাঁহারা মারা গিয়াছেন, তন্মধ্যে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিমান-বিজ্ঞানী ডাঃ সুচি মাজিমো এবং তাঁহারা সহকারী শিনসু নিসিমামা এবং নারী বিজ্ঞানী (পদার্থ বিজ্ঞান) সিমা তানী রহিয়াছেন।

এই দলের পাঁচজন নিখোঁজ হইয়াছেন এবং তিনজন গুরুতর আহত হইয়াছেন।

ডাঃ সুচি মাজিমো দীর্ঘদিন মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিয়াছেন।

———

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য

রংপুর জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কৃষিঋণ বাবদ ৫০,০০০৲ টাকা এবং খয়রাতি সাহায্য বাবদ ১৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খয়রাতী সাহায্য হিসাবে বিতরণের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে আরও ১৫,০০০৲ টাকা এবং ৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬ সালের বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ

সরকারীসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, আগামী ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইণ্টারমিডিয়েট (আই এ ও আই এস সি) পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে আগামী বৎসরের বি এ ও বি এস সি পরীক্ষা ২৬শে মার্চ্চ হইতে এল টি ও বি টি পরীক্ষা ১৫ই এপ্রিল হইতে এবং বি কম পরীক্ষা ৬ই মে (১৯৪৬ সাল) হইতে আরম্ভ হইবে।

———

উড়িষ্যা সিভিল সার্ভিস

গত ১০শে সেপ্টেম্বর উড়িষ্যার গবর্ণর উড়িষ্যা সিভিল সার্ভিস (শাসন-বিভাগ) এবং উড়িষ্যা সাবঅর্ডিনেট সিভিল সার্ভিসে লোক সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মকানুনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

এখন হইতে ঐ দুইটি বিভাগে লোক সংগ্রহকালে উড়িষ্যাবাসী অথবা স্থায়ীভাবে উড়িষ্যা প্রবাসী এবং উড়িষ্যাদেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাগণের মধ্যে উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া গেলে, তাঁহাদের বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা হইবে।

———

হিরোসিমায় প্রবল ঝঞ্ঝায় বিপুল ক্ষতি

গত ২২শে সেপ্টেম্বর হিরোসিমায় গবর্ণর জানাইতেছেন যে, প্রবল ঝঞ্ঝায় সেখানে ৮৭৬১ জন নিহত, ৯১৯১ জন আহত ও ৯৩৩ জন নিখোঁজ হইয়াছে। প্রবল বারিপাতে ১০৭৭টি বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২০৯টি বাড়ীর বিষম ক্ষতি হইয়াছে।

প্রায় ৫০০ জাহাজ ও বজরা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে এবং ১১৪৭টি ধ্বস নামিয়া রেলওয়ের ৫২টি স্থানে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে দুর্গত অঞ্চলে সাহায্য পাঠাইবার পথও বন্ধ হইয়াছে।

———

বরিশালে সরকারী সাহায্য

সাহায্য এবং পুনঃ সংস্থাপন কার্য্যের জন্য বরিশাল জেলায় ১৯৪৫-৪৬ আর্থিক বৎসরে গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার হিসাব দেওয়া হইল। কৃষিঋণ ২৫,০০,০০০৲ টাকা, সেবাকার্য্যে সাহায্য ২,৫০,০০০৲ টাকা, গৃহ-নির্ম্মাণ ৬৪,০০০৲ টাকা, পূর্ত্ত ও সেচকার্য্য ১,০০,০০০৲ টাকা, কারিগরদের জন্য ঋণ ২,০৫,০০০৲ টাকা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৯শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৪৫, শনিবার } ১১৯-১২২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(::*::)::——

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাঁহাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণনিগড়ে বদ্ধ করিয়া ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্ত্তমান সময়েই ক্লেশভাক্ হইয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ছিলেন না বা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদের দুঃখ-নিবারণের যত্ন হয় নাই, তাহা নহে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক সংসার-কারাগারে নানা অভাব-অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে, করুণা-বারিধি ভগবানও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে পাঠাইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল জীব শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকেই একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদেরই পাদপদ্মে শরণাপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনতমস্তকে মানিয়া চলিতেছেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই দুঃখ-নিরাকরণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখ মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন, এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া আরও শতসহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। ইহারই নাম আরোহপন্থা। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য' জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন। ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞের কর্ত্তা ও ভোক্তা ভগবানকে যে অসূয়া করা হয়, তাহা ভাগ্যহীন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ বড় দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে বলেন,—

> অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
> সংশ্রিতাঃ।
> মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
> তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান সংসারেষু নরাধমান্।
> ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
> আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
> মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো
> যান্ত্যধমাং গতিম্॥
> (গীঃ ১৬।১৮-২০)

যাহারা মন্নির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যেই অশুভ আসুরা-যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি, অর্থাৎ তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুরস্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে।

"সর্ব্বজ্ঞ প্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাপত্তিমূলক বিশ্বাস রাহিত্যের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত বেশী পুষ্টিলাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের জন্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোল-কল্পনাপ্রসূত পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাহাদিগকে আরও পীড়া প্রদান করিতেছে। অনেকে বলিতে চাহেন,—"পূর্ব্বে লোকের এখনকার মত এত অভাব-অসুবিধা ছিল না।" যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা বলিব,—পূর্ব্বে লোক এত কৃষ্ণবিমুখও ছিল না। কৃষ্ণবিমুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার প্রসূতি যে দৈবী গুণময়ী মহামায়া, তাঁহার আনুগত্যে জীবগণ কখনই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই বিষয়টী যতদিন না আমাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা-শ্রবণ, সাধূপদিষ্ট বাক্য-কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাত্বতশাস্ত্রসমূহের পঠন, পাঠন ও সাধুসেবনাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য জগতের দেহ ও মনোধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় আমাদের সে আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, ঠিক সেই সময় তিনি কেমন করিয়া পূর্ব্বদিককে সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? একই সময়ে উভয়দিকে দৃষ্টিপাত যেমন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, একটি না একটি দিক্ পশ্চাতে পড়িবেই, সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণ-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবার গৌণত্ব আরোপ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক জীব কৃষ্ণকৃপালাভে সমর্থ হইবেন।

কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইলে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জীবের ঐকান্তিক নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। তখন জীব আর নিজ দেহ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য দেহের অভাব-অসুবিধার ওজর আপত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য যত্নবান্ হন না। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকিয়াই অগ্নিজ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা যেমন নিরর্থক হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিতীয়বস্তু যে মায়া, সেই মায়াতেই অভিনিবিষ্ট থাকা অবস্থায় তজ্জাত ভয়, শোক ও মোহমুক্ত হইবার চেষ্টা নিতান্ত বালসুলভ চাপল্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীভগবানের গুণময়ী

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•::-

নিয়মাবলী

১। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নদীয়া ... হইতে প্রতি একাদশী ... শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকভাবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দাম্ভিক বা অহঙ্কৃত, শঠ, বা পাষণ্ড, অনিপুণবুদ্ধি বা অলস, নীচকাঙ্ক্ষিত বা উচ্চকাঙ্ক্ষিত—এ সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্য বা অধিকারী নহে। ... কামনাবাসনার আশুকালিক নিবৃত্তি ইহার পরস্ত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সর্বকালে অকাপট্য অর্থাৎ কাপট্যিক লাভ বা অভ্যাস বা প্রতিষ্ঠা, উল্লাস বা নিয়মে বর্জন, ভক্তের, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আপ্রাকৃতত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, এবং কায়মনোবাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ✓১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সংক্রান্ত চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(*)::——

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন

নয়াদিল্লী, ২৮শে সেপ্টেম্বর—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য সদস্য মনোনয়ন এবং বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচনের তারিখ একণে জানিতে পারা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের সদস্য মনোনয়নের শেষ তারিখ ২৫শে অক্টোবর, যুক্তপ্রদেশের শেষ ত অক্টোবর, মাদ্রাজ ও আজমীর-মারোয়ারের শেষ তারিখ ২৭শে অক্টোবর, বিহার, আসাম, সিন্ধু পাঞ্জাব এবং উড়িষ্যার শেষ তারিখ ২৯শে অক্টোবর, বাঙ্গলা দেশের শেষ তারিখ ৩রা নভেম্বর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের সদস্য মনোনয়নের শেষ তারিখ ১০ই নভেম্বর।

বিভিন্ন প্রদেশে ভোট গ্রহণের তারিখ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের জন্য আসামে ২১শে নবেম্বর; মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ২২শে নবেম্বর; পাঞ্জাবে ২৩শে নবেম্বর; বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, আজমীর-মারোয়াড়ে ২৬শে নবেম্বর; উড়িষ্যায় ২৯শে নবেম্বর; মাদ্রাজ ও সিন্ধুতে ১লা ডিসেম্বর; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে ৪ঠা ডিসেম্বর এবং বাঙ্গলা দেশে ১০ই ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ করা হইবে।

বাঙ্গলা দেশ ব্যতীত সমস্ত প্রদেশে নির্বাচন সমাপ্তি এবং ফলাফল ঘোষণা ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জানা যাইবে। পূজার ছুটির দরুণ বাঙ্গলা দেশে ১০ই ডিসেম্বর নির্বাচন হইবে এবং বড়দিনের সময় তাহার ফলাফল জানা যাইবে। দিল্লী প্রদেশে নির্বাচনের তারিখ এখনও ঠিক হয় নাই।

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নূতন কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

———

লুধিয়ানায় প্রবল বারিপাত

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর—প্রায় চারি ঘণ্টা ব্যাপী মুষলধারে বারিবর্ষণের ফলে লুধিয়ানার কয়েকখানি গৃহও ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন মহল্লার কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে

বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশন

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট এক ইস্তাহারে জানাইতেছেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে:—

নিয়ন্ত্রণ বোর্ড হইতে গৃহীত সদস্য—স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, মিঃ এম এ ইস্পাহানী, মিঃ বি এম বিড়লা স্যার আদমজী হাজী দাউদ, স্যার আব্দুল হালিম গজনবী, ডাঃ এন এন লাহা, মিঃ জে কে মিত্র, মিঃ আর এল দোপানী ও মিঃ ডবলিউ এস সি ট্রুপী।

বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের মনোনীত সদস্য—মিঃ জি জে গার্ডনার ও মিঃ আর স্কটসন।

মুসলিম চেম্বার অব্ কমার্স কর্তৃক মনোনীত সদস্য—খান বাহাদুর জি এ দোসানী ও মিঃ কাশিম এ মহম্মদ।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের মনোনীত সদস্য—ডাঃ এস বি দত্ত ও মিঃ এস সি পাল।

গবর্ণমেন্ট মনোনীত সদস্য—মিঃ কে এল চনচনিয়া ও দ্বারকাপ্রসাদ ঝুনঝুনওয়ালা।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স কর্তৃক মনোনীত সদস্য—মিঃ এস আর জয়পুরিয়া ও রামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা।

গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত সদস্য—মিঃ এন এল শাহ, মিঃ কে এফ জি ট্রোম্যাক ও মিঃ কিচেন।

———

জার্মাণ নৌবহর বিভাগ

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর—রয়টারের সংবাদদাতা উইলিয়াম হার্ডক্যাসল জানাইতেছেন যে, জার্মাণ নৌবহর তিনভাগে বিভক্ত করা হইবে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ওয়াশিংটনে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার এক ভাগ পাইবে বৃটেন, একভাগ রুশিয়া এবং অবশিষ্ট ভাগ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।

প্রেসিডেণ্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, বার্লিন সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, জাপ-নৌবহর সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীকা শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা' নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সত্যান্ত কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ১৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২৩শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ১০ই অক্টোবর ইং ১৯৪৫, বুধবার { ১২৩ ১২৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ পদ্মনাভ হ্যাপু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫৯

ঐকান্তিক হরিভজন

——::(::*::)::——

বাগ্দণ্ডরূপ মৌন, দেহদণ্ডরূপ চেষ্টা-রাহিত্য ও কৃষ্ণসেবা-চিন্তনের দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য না করিলে 'গোস্বামী' হওয়া যায় না। তজ্জন্য মহাভারতে হংসগীতায় এবং শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতে ত্রিদণ্ডবিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল বাহিরের চিহ্ন ত্রিদণ্ডের দ্বারা বদ্ধজীব কখনও সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয় না। কৃষ্ণভজনানুকূলজীবন-যাপনই ত্রিদণ্ডগ্রহণের সার্থকতা। নতুবা দম্ভের জন্য ত্রিদণ্ডগ্রহণের অভিনয় জীবের হরিভজনের প্রবৃত্তি বিনাশ করে।

ভৈক্ষ্য ত্রিবিধ—মাধুকর, অসংক্লিপ্ত ও প্রাক্প্রণীত। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহকে 'মাধুকর-ভৈক্ষ্য' বলে, উহাই ভিক্ষু-জীবনে সর্ব্বোত্তমা বৃত্তি। কোন দাতা ভিক্ষা দিবেন কি না দিবেন—না জানিয়া যে ভিক্ষা, উহাকে 'অসংক্লিপ্ত-ভৈক্ষ্য' বলে। পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট দাতা অবশ্যই ভিক্ষা দিবেন—এই বিচারে ভিক্ষাকে 'প্রাক্প্রণীত-ভৈক্ষ্য' বলে। অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা সপ্ত বিপ্র-গৃহে সম্পন্ন করিয়া তলব্ধ ভিক্ষার দ্বারাই নিজ প্রয়োজন-নির্ব্বাহ কর্ত্তব্য। শুক্লবিত্তসংগ্রহকারী ও অমেধ্যগ্রহণে বিরত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্মানকারী গৃহস্থের ভবনেই ভিক্ষা প্রার্থনীয়। যাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা [illegible] বিমুখ, তাহাদের নিকট হইতে ভিক্ষা [illegible] করিবেন না, কেন না, তাহারা নিজ ভোগের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরোধী যথেচ্ছাচারী। তাহাদের নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা করিলে উহারা বিরক্ত হইয়া অপরাধ করিবে।

ভগবদ্ভক্ত একক হইয়া একায়ন-পদ্ধতি-গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। বাসনাসঙ্গে থাকিলে হরিভজন হয় না। আবার সঙ্গ-কামনায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে, উহাতে ইন্দ্রিয়-সংযত করার সম্ভাবনা নাই। এজন্য সর্ব্বক্ষণ একমাত্র কৃষ্ণানুশীলনের আশ্রয়গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। একমাত্র কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনরত, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইলে বাসনাময় জন-সঙ্গ আদৃত হয় না - উহা আপনা হইতে রহিত হইবে। সৎ সঙ্গই অসৎসঙ্গ-দূরীকরণরূপ নিঃসঙ্গ। কৃষ্ণ-কার্য্য-সঙ্গই ইতর-সঙ্গরহিত। যেখানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিচালনার উপদেশ প্রদত্ত হয়, সেই দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্‌॥"

—ইহাই সঙ্গবিচারে বিচার্য্য। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অনুশীলনই একক হইয়া জীবদ্দশায় ব্রজবাস। ব্রজবাসীর সঙ্গ দুঃসঙ্গ নহে, উহাতে কোন জড়ভোগবৃত্তির কথা নাই। সকলেই ভগবৎসেবানিরত—এরূপ দৃষ্টি হইলেই সমদর্শিতা-প্রভাবে আপনাকে ব্রজজনানুরাগী জানিতে পারা যায়। আত্মবান্ ব্যক্তিই স্বরূপস্থ। নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত ব্যক্তির নাম আত্মক্রীড়। শ্রীভগবান্ ও ভক্তে সর্ব্বদা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের অনুকূল-সেবা-বিশিষ্ট হওয়ার নামই আত্মরত। কৃষ্ণৈকসেবা তৎপর না হইলে জীবের সমদর্শন, আত্মরত, আত্মক্রীড় ও আত্মবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের ও তদ্ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ যেখানে প্রবল, তথায় অবস্থান করিলে জিতেন্দ্রিয় না হইয়া ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষপ্রার্থীর দুঃসঙ্গ ভক্তকে গ্রাস করে। তখন তাহার সংযতইন্দ্রিয় কৃষ্ণ-সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত না থাকিয়া অসংযত, অভক্ত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যক্রমেই সকাম[illegible]গণের [illegible] পরিত্যাগের বাসনা হয়। সেখানে অব্যভি-চারিণী ভক্তি নাই। ব্যভিচারক্রমে বহু-দেবদেবীর সেবায় প্রবৃত্ত তাহার কৃষ্ণেতর সম্বন্ধে দেবান্তর জ্ঞান হয়। উহা ভোগেরই প্রকারভেদ। কামদেব শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সেব্য—এই বিচার থাকিলেই জীবের অপস্বার্থ-পর ভোগরূপ বহু দেবভজনস্পৃহা নিরস্ত হয়।

যিনি শ্রীভগবানের সেবায় একমাত্র তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, ভগবানের পাঁচপ্রকার সেবন ভাবযুক্ত, তিনিই বিমল বৈষ্ণব। তাঁহাতে ভক্তিবিশিষ্ট হইলেই নির্জ্জন-ভজন সম্ভব। একমাত্র নিঃশ্রেয়স মঙ্গলস্বরূপ ভগবান বা ভক্তসেবায়ই তৎপর হইবেন, আপনাকে ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগী বলিয়া ভেদবুদ্ধি করিবেন না। অনাত্মদেহ ও মনোরূপ আবরণদ্বয় যদি চিন্তনীয় বিষয় হয়, তাহা হইলেই ভেদভাব উপস্থিত হয়। জনীকের [illegible] জনীকাশ্রয় সেবাই অব্যভিচারিণী ভক্তি। ভেদবাদই অবৈধভাবে ইন্দ্রিয়চেষ্টাগুলিকে ধ্বংস করিয়া অভেদচিন্তায় যে জাড্য আনয়ন করে, উহাতে তাহার স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না। সর্ব্বক্ষণ অভেদচিন্তার মধ্যেই জড়ভোগীর ন্যায় ভেদচিন্তা আসিয়া তাহার ঐকান্তিকভাবের বিপর্য্যয় করায়। ইন্দ্রিয়সকল অধোক্ষজ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে আধ্যক্ষিক-গণের পরামর্শমত গুণজাত জগতে যে কৃত্রিম নির্গুণচিন্তা, তাহাতে আবদ্ধ হওয়ায় সগুণ-বিচার প্রবল হইয়া পড়িবে। ত্রিগুণ হইতে স্বতন্ত্র অবস্থান না হইলে বিবিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইতরবিবেক কখনও নির্জ্জনতা আনয়ন করিবে না। বহির্জ্জগতের ভোগচিন্তারূপ বিবেক ভগবানে শরণাগতি-রহিত করায়।

জাগতিক বস্তুতে বিলাসরহিত হওয়াই বিরক্তের ধর্ম্ম। সসীম বস্তুতে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বিলাসবান্ হইলে স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হয়। ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষারহিত ভগবৎ-প্রীতিকামী ভগবৎসেবক ভোগ্য জগতের কোন বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন। ভোগিগণ সর্ব্বদাই ভোগাভাবে বিরক্ত এবং স্বরূপজ্ঞানে বিমুখতাহেতু জড়ভোগাপেক্ষা প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার বিধানের অনুগত থাকেন। ঐগুলি পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপর হইলে পারমহংস্যধর্ম্ম সিদ্ধ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কথিত—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"

—এই অবস্থা লাভই পারমহংস্যের মুখ্য বিচার।

পারমহংস্য-স্থায় বিধি পালন ও নিষেধ ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য বহির্জ্জগতে পালিত না হইলেও উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া তদ্বিষয়ে পারঙ্গতিলাভই পারমহংস্যবিচার। আপাত দর্শনে খর্ব্বদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আচার বুঝিতে না পারিয়া আত্মকলঙ্ক বিধান করেন।

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ"

—শ্রীরূপপাদের এই বিচারটী বুঝিতে না পারিলে অদৈব বর্ণাশ্রমেই আবদ্ধ থাকিতে হয়।

———

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

শ্রীকুলশেখর

——::(::●::)::——

কল্যব্দ ২৭বর্ষে শ্রীকুলশেখর আলবর্ পরাভব বৎসরে পুনর্বসু নক্ষত্রে কল্লিভূমিতে শেররাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বহুকাল অপুত্রক থাকিয়া বহু তপস্যাফলে শ্রীকুলশেখরকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণের কৌস্তুভমণির অবতার বলিয়া শ্রীকুলশেখর শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত। কল্লিনগর মালয়ালম্ বা মালাবার প্রদেশের অন্তর্গত। শেররাজ কেরলদেশে বহুকাল হইতে রাজা হইয়া আসিতেছেন। প্রাচীন কেরলদেশ বর্ত্তমান সময়ে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যান্তর্গত হইয়াছে। শ্রীকুলশেখর কেবল যে কেরলাধিপতি ছিলেন তদ্রূপ নহে, তাঁহার উপাধি হইতে জানা যায় যে, তিনি কেরল, পাণ্ড্য ও চোলরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতি-প্রাচীনকাল হইতে ঐ তিনটী রাজ্যই অতি প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। ক্ষত্রিয়-রাজোচিত সকল গুণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকুলশেখর নিকটস্থ রাজগণের উপর নিজপ্রভুত্বস্থাপনে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্থিব রাজবলে সমধিক বলী হইয়া অবশেষে তিনি মানববলের ক্ষুদ্রতা, ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বোত্তম বল-লাভ সিদ্ধান্ত করিলেন। সত্ত্বগুণের প্রাবল্যে শ্রীকুলশেখর শ্রীনারায়ণের দাস্যই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীরামায়ণ, অষ্টাদশ-পুরাণ ও শাস্ত্র-সমূহ আলোচনা-পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্য হইল। শ্রীভগবানের জন্য ক্রমশঃই হৃদয় মহাব্যাকুল হওয়ায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীবেঙ্কট প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রসমূহ দর্শনে অভিলাষ হইল। ভক্তোচিত চেষ্টাসমূহ ক্রমশঃই তাঁহাতে সুব্যক্ত হইতে দেখা গেল শ্রীরামায়ণপাঠ শ্রবণ করিতে করিতে তিনি অনেক সময় রাবণকে দণ্ড দিবার সঙ্কল্পে সৈন্যাদি-সংগ্রহপূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতেন। পার্থিব-জ্ঞানবিরহিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থ সেবাভিলাষী হইতেন।

তাঁহার মন্ত্রী ও পরিষদবর্গ নিজ প্রভুর উন্মত্তোচিত ব্যবহার-সন্দর্শনে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল দেখিয়া রাজনীতিদক্ষ পাত্রমিত্রগণ রাজা শ্রীকুলশেখরের নিকট ভক্তগণের সম্মিলন বন্ধ করিবার প্রয়াস করিলেন। নানা ছলে ভক্তগণের উপর রাজার যাহাতে প্রীতির অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যত্নের কোন ত্রুটি করিলেন না। শ্রীকুলশেখর শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করিতেন এবং অর্চ্চা-বিগ্রহগণকে বহুমূল্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। এই-সকল বিষয় বৈষ্ণবগণের উপরে রক্ষা করিবার ভার থাকিত। মন্ত্রীবর্গের কুচক্রের ফলে ঐ দেবালঙ্কার হইতে একটি হার অপহৃত হইল। তাঁহারা রাজসমক্ষে এই অপহরণ-কার্য্য বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিলেন। শ্রীকুলশেখর তাঁহাদের নিকট ভক্তগণ অপহরণের অভিযোগে কতক গুলি তীব্র গরল-বিশিষ্ট ভুজঙ্গ আনয়নে আদেশ করিলেন। সর্পসমূহ আনীত হইলে তিনি স্বয়ং নিজ-হস্ত সর্প-বিবরাভ্যন্তরে করিয়া মন্ত্রীবর্গকে বলিলেন,—"যদি মদীয় বন্ধু ভগবদ্ভক্তগণের দ্বারা এই পাপকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তবে আমার হস্ত এই ফণীবৃন্দ কর্ত্তৃক দষ্ট হইবে, নতুবা ইহারা আমার হিংসা করিবে না।" রাজহস্ত দষ্ট হইল না দেখিয়া মন্ত্রীসমূহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া শ্রীকুলশেখরের পাদপদ্মে পতিত হইয়া নিজ দোষ স্বীকার করিলেন। তদবধি শ্রীকুলশেখর মনে মনে বলিলেন,—

"বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥"

প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয়, সেও বরং ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ বিপদ্ উপস্থিত না হয়।

বিষয়ী জনসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভজনোন্মুখ ব্যক্তিমাত্রের অবশ্যই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থির করিয়া শ্রীকুলশেখর পুত্র দৃঢ়ব্রতকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং শ্রীরঙ্গনাথের পদাশ্রিত হইলেন। শ্রীরঙ্গে বাসকালে তিনি শ্রীরঙ্গনাথ-মন্দিরের তৃতীয়-প্রাকারের চতুর্থ-পার্শ্বে বর্ত্ম ও কতিপয় গৃহমণ্ডপাদি নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাবধি শ্রীরঙ্গম্ নগরের পথসমূহ-প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিলে শ্রীকুলশেখরের পথ বলিয়া জানপদগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীকুলশেখর তামিল-ভাষায় 'পেরুমাল-তিরুমলি' নামক-গ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় 'মুকুন্দমালা-স্তোত্র' নামক একখানি প্রাঞ্জল ভক্তিদীপক স্তব-গ্রন্থ রচনা করেন। মুকুন্দ-মালার রচয়িতা বলিয়া শ্রীকুলশেখর-আর্যাবর্ত্তে সকল বৈষ্ণবের নিকট বিশেষ পরিচিত, ঐ গ্রন্থের সুবহুল প্রচার হইয়াছে।

শ্রীকুলশেখরের কাল-সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করেন যে শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীকুলশেখর বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীরঙ্গে বাসকালে তাঁহারাও নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিয়া-ছিলেন। শ্রীকুলশেখর নিজ কন্যার বিবাহ শ্রীরঙ্গনাথের সহিত শ্রীগোদাদেবীর উদ্বাহের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীকুলশেখর শ্রীযামুনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গে আগমন করেন এবং তৎপূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত ও শ্রীগোদা প্রভৃতি দিব্যসূরি-সকল শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয়ে ছিলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::●:: ::——

সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ প্রধান। এই জম্বুদ্বীপের বর্ত্তমান নাম কেহ কেহ—'এসিয়া মহাদেশ' বলেন ভগবদবতারগণ এই জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া অত্যন্ত উচ্চ স্থান ও নব-পল্লবিকে নৈতিক সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। মহাত্মা যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণও ভগবদিচ্ছায় এই প্রদেশে আবির্ভূত হইয়া মানবকে নীতি-ধর্ম্মের কথা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রধান। কেননা, এখানে সুবৈজ্ঞানিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আচরিত হয়। ইউরোপাদি প্রদেশে বিভিন্ন বিভিন্ন বুদ্ধিযুক্ত বা বিভিন্ন সামাজিক স্তরে অবস্থিত লোকসমূহ পরিদৃষ্ট হইলেও তথায় ভারতবর্ষের ন্যায় গুণ ও কর্ম্মানুসারে এরূপ সুবৈজ্ঞানিক বর্ণ ও আশ্রমবিভাগ নাই। এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে ভগবানের স্বাংশ অবতারসকল ও স্বয়ং অবতারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বজীবের চরম নিত্যমঙ্গলের বিষয় উপদেশ প্রদান করেন এবং স্বয়ং আচরণ করিয়া জীব-জগৎকে ধর্ম্মশিক্ষা দেন। এই ভারতে জীবন্ত তীর্থস্বরূপ কত কত মহাভাগবত আবির্ভূত হইয়াছেন—কত কত তীর্থ-স্থান মহাতীর্থস্বরূপ মহাভাগবতগণের স্মৃতি বক্ষে লইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। একমাত্র এই ভারতেই পতিতপাবনী জাহ্নবী, শ্রীগোবিন্দপ্রিয়া তুলসী, শব্দ-ব্রহ্মাবতার শ্রীনাম, বেদ, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সর্ব্বোত্তম। আবার ভারত বর্ষের মধ্যে গৌড়দেশ বা বঙ্গদেশ সর্ব্বোত্তমোত্তম। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক্ হইতে যেমন বঙ্গরাণী 'সোনার মোহন স্বপ্ন দিয়া গড়া' সাধনা-সিদ্ধির দিক্ হইতেও বঙ্গদেশ তেমনি 'সকলদেশের শিরোমণি।'

এই গৌড়দেশে 'নবদ্বীপমণ্ডল' এককালে বিশ্বমানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অযাচিত কৃপা মাতৃস্নেহ সুপক্ব স্তন্যধারার ন্যায় নবদ্বীপের অধিবাসীকে সর্ব্বদা অভিষিক্ত করিত। গৌড়ের নৈমিষের আদি-কবি শ্রীনবদ্বীপের এইরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

নবদ্বীপসম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীপ্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

এই নবদ্বীপে সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখনও এখানে সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের নামে বল্লাল-স্তূপ, বল্লাল-দিঘী প্রভৃতি ভগ্নাবশেষ ও নিদর্শনসমূহ দর্শকগণের হৃদয়ে বঙ্গের নির্ব্বাপিত গৌরব-দীপের বিষাদময়ী স্মৃতি-শিখা উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে।

এই নবদ্বীপে একদিকে যেমন ব্যবহারিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতারবি চিরঅস্তমিত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি পারমার্থিক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার বিশ্বগৌরবরবি তাঁহার উদয়াচল রচনা করিয়াছিলেন।

মুসলমান নৃপতিগণের বঙ্গবিজয়ের পর এই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপেও বাঙ্গলার বাদসাহের শাসনকর্ত্তার প্রধান আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আলাউদ্দিন 'হুসেন সা' নাম লইয়া গৌড়ের সুলতান হন। গৌড়বাদসাহের অধীনে নবদ্বীপ-মণ্ডলের শাসনকর্ত্তারূপে ফৌজদার মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজি প্রবল প্রতাপে নবদ্বীপ শাসন করিতেছিল।

হিন্দুর সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা তখন লুপ্ত হইয়াছে, সতীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম-যাজনের স্বাধীনতা শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়াছে, ভারতের বৈশিষ্ট্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের পথ রুদ্ধ, পূজা-অর্চ্চন, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার সাধ্য নাই, সকলে মিলিয়া ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন করিবার উপায় নাই। জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, নৈতিক এবং মানবের একমাত্র জন্মাধিকার পারমার্থিক স্বাধীনতা দেবী যখন কারাগারে এরূপ নিষ্পেষিত হইতেছিলেন, তখন অন্যদিকে ধনকুবেরগণ অর্থ সদ্ব্যবহারের স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বিড়াল, কুকুর ও পুতুলের বিবাহাদিতে অর্থ ব্যয় করিতেছিলেন, সরস্বতীর বরপুত্রগণ বাগ্‌যুদ্ধে দিগ্বিজয় করিতেছিলেন, ধার্ম্মিকগণ মদ্য-মাংসাদি উপহারের সহিত বাশুলী, মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি-পূজায় রাত্রিজাগরণ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কেহ বা ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে সিদ্ধি-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন, স্মৃতির ব্যবস্থাপকগণ ভগবদ্ভক্ত ভোজন বা তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া জাতীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা দেখাইতেছিলেন, রাষ্ট্র-নৈতিকগণ কোথায়ও পরস্পর গৃহবিবাদ কোথায়ও বা যুদ্ধবিগ্রহ করিতেছিলেন স্ব-স্ব রাজ্যসীমা নির্দ্দেশ এবং নিজ রাজ্যে পরপক্ষীয়গণের প্রবেশ নিষেধের জন্য 'শু

পাতিয়াছিলেন'। স্বাধীনতাদেবী যখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই এরূপ লাঞ্ছিতা হইতেছিলেন, তখন নববসন্তের এক মধুর হিল্লোল কি জানি এক বিশ্বাকর্ষী স্বাধীনতার অভিসারের মধুময় যামিনীর আগমনী সূচনা করিয়া তপ্ত সন্ধ্যায় পৌর্ণমাসীনাথ সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্রকে রাহুগ্রাসের যবনিকায় ঢাকিয়া ফেলিল। উহা ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা।

জাগতিক অধীনতার অষ্টপাশের এইরূপ অভ্যুদয় ও অভিনয়কালেই শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। অসহায়া অনাথিনী স্বাধীনতাকে সনাথা ও সতীত্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিল—বিশ্বে বাস্তব-স্বাধীনতার ঔদার্য্যসীমায় স্বারাজ্য-লক্ষ্মী সংস্থাপিত হইল। একদিন স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাব শ্রীদেবকী-বসুদেবের বন্ধনাবস্থায় কারাগারের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছিল।

সমগ্র প্রাণিজগতের যাবতীয় চেষ্টাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সকল চেষ্টার মূলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই অন্তর্নেত্রী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। মাতৃগর্ভস্থ প্রাণী মাতৃকুক্ষির কারাগারে অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়াও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু প্রকৃতির নিয়মবশে মাতৃকুক্ষিরূপ ক্ষুদ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আর একটা বিরাট্ কারাগারে স্থানান্তরিত হয় মাত্র। আবার কেহ কেহ এই মর্ত্ত্যের কারাগারের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্গের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু বহু তপস্যা, বহু দান, বহু ধ্যান, বহু যজ্ঞাদি-কর্ম্মফলের চালনাক্রমে তাহার যে স্বাধীনতালাভ হয়, তাহা সঞ্চিত পুণ্যের পুঁজিটুকু নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হইয়া যায়, মর্ত্ত্যের শত বৎসরের শত কণ্টকবহুল স্বাধীনতার নশ্বরতা স্বর্গের সুদীর্ঘ স্বাধীনতার যে স্বপ্নসৌধ রচনা করিয়াছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোকের স্বাধীনতার জন্য কত তীব্র সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু গীতার ভাষায় আমরা পাই,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

সত্যলোকের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া কেহ আবার বিরজায় নির্ব্বাণ স্বাধীনতা, কেহ ব্রহ্মলোকে চিন্মাত্র স্বাধীনতার প্রার্থী হন। কিন্তু আমাদের চেতনের বিলাস যেখানে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সেখানে আমরা কি করিয়া পূর্ণ স্বাধীন হইলাম? বিলাসকে পূর্ণপ্রগ্রহ মুক্ত করিবার ইচ্ছাই ত' স্বাধীনতা; আর যেখানে বিলাসের একান্ত বলি হইয়া গেল, সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? এজন্য কেহ কেহ বৈকুণ্ঠলোকে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর অনুসন্ধান করেন। বৈকুণ্ঠে স্বাধীনতা কুণ্ঠ-জগতের স্বাধীনতার ন্যায় অষ্টপাশবদ্ধ নহে সত্য, সেখানে চিদ্বিলাসবতী স্বাধীনতার সন্ধান আছে বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের একটা সম্ভ্রমতা স্বাধীনতাকে অবগুণ্ঠনবতী মর্য্যাদাময়ী হইয়া সকল অঙ্গকে বিকশিত করিতে পারিতেছেন না। আমরা তখন তদূর্দ্ধদেশে গোলোকে স্বাধীনতার অন্বেষণ করি। এখানে স্বাধীনতাসুন্দরী সম্ভ্রমের অবগুণ্ঠন ও আবরণ সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া দিয়াছে। এখানে স্বাধীনতার স্বরূপ যে বিলাসের পূর্ণতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতা, তাহা পরিপূর্ণ চেতনময়ী মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমতী। এই স্বাধীনতা স্বরাট্‌কে—নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রকে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে স্বাধীনতাই স্বরাজ্য, স্বরাট্ এই স্বাধীনতার সাম্রাজ্যে আপনাকে বিলুণ্ঠিত করিয়াছে। এত বড় স্বাধীনতার সন্ধান আপামর সাধারণে বিতরণের জন্য স্বাধীনতা-নাথ স্বয়ং অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ণ চেতনের সেবাগ্রহই—স্বরাটের সেবাই সর্ব্বাঙ্গীন শাশ্বত স্বাধীনতা সুখ-পূর্ণতা লাভ করিবে পারে, ইহাই তাঁহার শিক্ষামন্ত্র। ভোগে স্বাধীনতা নাই, জীবজগৎকে অত্যন্ত পরাধীন করিয়া দেয়। ত্যাগের স্বাধীনতা নাই, উহা জীব-জগৎকে একেবারে বিলাসহীন করিয়া স্বাধীনতার প্রাণটাকেই সংহার করিয়া ফেলে। পূর্ণপুরুষ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-স্বাধীনতায় স্বাধীনতার প্রাণস্পন্দন পূর্ণ অভিব্যক্ত। শ্রীগৌরসুন্দর এই মহাদান আপামরে বিতরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপের ভাষায় মহাবদান্য। শ্রীগৌরসুন্দর বিশ্বের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। রাজা রাজ্য, দেশ জয় করেন, যোদ্ধা দেহ জয় করেন, যোগী দেহ ও মনের সাময়িক জয় করেন; কিন্তু শ্রীচৈতন্য চেতন জয়, অধিক কি, পূর্ণচেতন জয়ের ঔদার্য্যসীমা দান করিলেন। বিধর্ম্মী হুসেনসার হৃদয় বিনা অস্ত্রে জয় করিলেন—নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা বিধর্ম্মী চাঁদকাজীকে আত্মসাৎ করিলেন—প্রতাপরুদ্রের রাজলক্ষ্মীকে স্বীয় পদানত করিলেন—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যা-ভিমান্য, প্রবীণতা প্রতিষ্ঠায় বিজয় করিলেন—কাশীবাসী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দের বেদান্তিক স্বাধীনতার স্বপ্নকে ভাঙ্গিয়া দিয়া চিদ্বিলাসের বিজয়মালা উড্ডীন করিলেন—চার্ব্বাকপন্থী স্বাধীনতার মোহে মত্ত জগাই-মাধাইকে স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইলেন—নির্ব্বাণ স্বাধীনতার ভিক্ষু বৌদ্ধগুরুকে চিন্তামণি স্বাধীনতার পথ দেখাইলেন—মর্য্যাদাময়ী স্বাধীনতার উপাসক বেঙ্কট ভট্ট, ত্রিমল্ল ভট্ট প্রভৃতিকে স্বরাট্ জয়কারী স্বাধীনতার সৌন্দর্য্য দেখাইলেন—কেশবকাশ্মীরি প্রভৃতি মহা দিগ্বিজয়ীকে প্রকৃত দিগ্বিজয়ের দিগ্‌দর্শন করাইলেন—তুষানলে ও তপ্তঘৃত ভোজনের ব্যবস্থাযজ্ঞে প্রাণাহুতি-প্রদানকামী, পাপকবল হইতে স্বাধীনতাপ্রার্থী সুবুদ্ধিরায়কে শাশ্বত স্বাধীনতার সরল রাজকীয় পথ প্রদর্শন করিলেন—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, আব্রহ্মস্তম্ব প্রাণীজগৎ সকলকে শাশ্বত স্বাধীনতার সত্তায় সমান প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া স্বাধীনতার সার্ব্বজনীনতা, সার্ব্বদেশিকতা ও সার্ব্বকালিকতা প্রচার করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব মহা চিৎসমন্বয়ের সার্ব্বদেশিক বাস্তবতার সন্ধান দিয়াছেন। গণচিত্ত-রঞ্জনকারী গৌড়ামির দেওয়া সমন্বয়ের প্রাণহীন পুতুলিকারূপ যুগমাকের যবনিকা শ্রীচৈতন্যের দাসানুদাসগণ উত্তোলন করিয়াছেন। কি দার্শনিক সিদ্ধান্তের দিক্ দিয়া, কি জীবনপ্রগতির দিক্ দিয়া, কি জাতীয়তা, কি নৈতিকতা, কি আর্থিকতা, কি পারমার্থিকতা—সকল দিক্ দিয়াই শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বাঙ্গীন মহাচিৎসমন্বয় পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত-স্থাপনে শুদ্ধাদ্বৈত, কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত—সকলপ্রকার দার্শনিক-বাদেরই সুন্দর সমন্বয় বিধান হইয়াছে—বেদের, বেদান্তের, শ্রুতমন্ত্রের, পুরাণ-পঞ্চরাত্র-তন্ত্রের, স্মৃতি প্রভৃতি ব্যবস্থা-শাস্ত্রের সমন্বয় তাঁহার সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে নিহিত রহিয়াছে। ভোগ ও ত্যাগের একদেশী অপসম্প্রদায়িকতার বিশ্বগ্রাসী জন্ম-জন্মান্তরের মোহময় মতবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু চেতনসেবাধর্ম্মে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় বিধানপূর্ব্বক জীবন-প্রগতির সমস্যার সমাধান ও সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন, সকলকে এক অদ্বিতীয় স্বরাটের একায়নে পরিচালিত করিয়া জাতীয়তার সঙ্ঘর্ষ ও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কবল হইতে উদ্ধার-পূর্ব্বক জাতীয়তার সমন্বয় করিয়াছেন। ভোগনীতি ও ত্যাগনীতি, বুভুক্ষারূপ আর্থিকতা ও মুমুক্ষারূপ পারমার্থিকতার যে ছলনাময় একদেশী সঙ্কীর্ণ গণ্ডী গণমধ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনবাণী সেবানীতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছেন। অর্থ অনর্থের মূল, এই সঙ্কীর্ণ একদেশী বিচার তাঁহার শিক্ষায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব সকল ধর্ম্ম, সকল অর্থ, সকল কাম এবং সকল মুক্তিকে পরমার্থের সাধক করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় সকল কনক, সকল কামিনী, সকল প্রতিষ্ঠা অদ্বিতীয় স্বরাটের সেবায় নিয়োজিত হইয়া একদেশী গোঁড়ামী বা সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে পরিবর্জ্জন এবং অপরাধক মহাচিৎসমন্বয় বিধান করিয়াছে। তাই বিশ্বযুগমঙ্গলাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা, জীবনী, বাণী এই যুগসমস্যার দিনে ভাবিবার অবসর আসিয়াছে। তাই আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলিতেছি,—

চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

শ্রৌতবাণী

——::(::◆::)::——

১। শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ—সেব্য-ভগবান্।

২। শ্রীগুরুদেব—স্বয়ংপ্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ।

৩। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি-অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী।

৪। গৌড়ীয়বৈষ্ণবমাত্রেই স্ব স্ব গুরুবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে 'ভগীয়' জানিয়া ধ্যান করেন এবং সকল প্রাচীন উপাসনা-পদ্ধতিসমূহে ও শুদ্ধভজনগীতিগুলিতে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীরাধা-প্রিয়সখী বা শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপপ্রকাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৫। কৃষ্ণ—(বিয়োগ) শুক্ল=মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম; শুক্ল—(বিয়োগ) কৃষ্ণ=সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া।

৬। শ্রীগুরুদেব—শাসক ও নিয়ামক হইলেও তিনি আশ্রিতবর্গের ভোক্তা নহেন। শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব বা স্বরূপে ভোক্তৃত্ব নাই।

৭। শ্রীগুরুদেব—জন্মমৃত্যু, ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত বস্তু; তিনি মাদৃশ পতিত জীবকে উদ্ধারের জন্য নরোত্তমরূপে অবতীর্ণ হইয়া যে-সকল লীলা প্রকাশ করেন, তাহাতে কৃপা ও বঞ্চনা—এই দুইটী স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট সেবোন্মুখ তাঁহার কৃপায় অভিষিক্ত হন, আর আধ্যক্ষিক ভোগোন্মুখ তাঁহার বঞ্চনায় পতিত হন।

৮। শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহই আমার শ্রীগুরুদেব।

৯। শ্রীআচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিন্নাঙ্গ।

১০। শুদ্ধভক্তিহীন কর্ম্মিকুল-শব্দব্রহ্ম-দুঃখী মহাভাগবতই জগদ্গুরু শ্রীগুরুদেব।

১১। পরমার্থ-বিষয়ে যিনি কৃতকর্ম্মা, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত।

১২। যেস্থানে মহান্তগুরুর পূজার অবকাশ নাই, সেরূপ অনেক স্থলেই চৈত্ত্য-গুরুও জগদীশ, জগদ্গুরু বা গুরুতত্ত্বের সন্ধানপ্রদানে পূর্ণ কারুণ্য প্রকাশ করেন না।

১৩। মহান্তগুরু লীলাপ্রবেশদ্বারে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মপর জনগণকে দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া জীব-গণের হরিসেবার রুচি প্রদান করেন।

১৪। যাঁহারা মুখে সবিশেষবাদ স্বীকার করিয়া কেবল এক গুরুবাদের পক্ষাবলম্বী, তাঁহারা কার্য্যতঃ অদ্বয়জ্ঞান বিলাস বা বিচিত্রতার বিরোধী।

১৫। সকল মহান্ত-গুরুদেবের চিত্তবৃত্তি ঐকতানময় বলিয়া সকলেই স্বতন্ত্র।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::‍:‍❁::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপ্তির মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপট্য অর্থাৎ ভাগবতের গাম্ভীর্য ও অভাব বা ভাবিজনিত উল্লাস ও বিস্ময় দর্শিত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত্র, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ। ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলক শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(:❁:)::——

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিল

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলে গত জুলাই মাসে সংগৃহীত ৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৭ শত ৬১ টাকা লইয়া এ পর্য্যন্ত মোট ১১ কোটি ৯৭ লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত ৬৬ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। এই তহবিল হইতে সৈন্যদের জন্য বিভিন্ন হিতসাধনী প্রতিষ্ঠানে জুলাই মাসে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮৫২ টাকা দান করা হইয়াছে। জুলাই মাসের দান লইয়া এই তহবিল হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ১০ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪ শত ১১ টাকা দান করা হইল তহবিলে ন আরও ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৪ টাকা জমা আছে।

এই তহবিল হইতে জুলাই মাসে শরণাগত পোল শিশুদের সাহায্যভাণ্ডারে ৪৯ হাজার ৭ শত ৮০ টাকা, আর্ণাকুলামে নার্সদের একটি হোষ্টেল খুলিবার জন্য ৩০ হাজার টাকা, ভারতের দেশরক্ষা বাজেটে ১২ হাজার ৫০ টাকা এবং বিদেশে নাবিকদের জন্য কিং জর্জ্জ তহবিলে ৩৬ হাজার ৪ শত টাকা, আদ্দিস-আবাবার সাহাই মেমোরিয়াল হাসপাতাল তহবিলে ১৩ হাজার ৩ শত ৫৩ টাকা ও নাবিকদের জন্য "পাঙ্ক" সাহায্য ভাণ্ডারে ৩ হাজার টাকা দান করা হইয়াছে।

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলের সেণ্ট ডানষ্টান ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত মোট ২১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯ শত ৫ টাকা এবং ২৮৩ পাউণ্ড চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। উহা হইতে ৭৬ হাজার ৮ শত ২৬ টাকা বাদে বাকী সব টাকা যুদ্ধে অন্ধ সৈনিকদের জন্য ভারতবর্ষে ও বিলাতে গঠিত সাহায্য সমিতিগুলিকে দান করা হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালীন নিয়োগ পরিকল্পনা

উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন বিভিন্ন সামরিক পর্য্যায়ের কর্ম্মিগণ যুদ্ধান্তরকালে ভারতের বে-সামরিক গভর্ণমেণ্ট, ব্যবসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যাহাতে উচ্চ পদের চাকুরী লাভ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে রচিত পরিকল্পনা ভারতীয় সামরিক বিভাগের এক বিশেষ নির্দ্দেশনামাতে প্রকাশিত হইয়াছে। চাকুরীপ্রার্থীদের আবেদনপত্র ভারতের বিভিন্ন ব্যবস্থা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ উদ্দেশ্যে সিমলাতে নিয়োগ বিনিময় বিভাগে একটি বিশেষ শাখা খোলা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কার্য্যগুলি এই ব্যবস্থার ফলে সরাসরিভাবে ব্যক্তিবিশেষের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবে। অনুরূপ ব্যবস্থাতে আবেদনকারীদেরও আবার বেসামরিক গভর্ণমেণ্টের সংস্পর্শে রাখা যাইবে।

বৃটেন বা ভারতের স্থায়ী বাসিন্দারা স্থায়ী বা অস্থায়ী চাকুরী লাভের ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এই পরিকল্পনায় যোগদান করিতে পারিবেন।

নর্ম্মদা-তাপ্তীর প্লাবন

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর—সুরাট এবং ব্রোচ জিলায় তাপ্তী, নর্ম্মদা এবং অন্যান্য স্রোতস্বিনীর প্লাবন হ্রাস পাওয়ায়, ঐ অঞ্চলে সাহায্য এবং পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

প্লাবনের ফলে অধিকাংশ রাস্তাঘাট গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, এই অসুবিধার মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলওয়ে এবং এমন কি টেলিগ্রাফের যোগাযোগও কোন কোন স্থানে অচল হইয়া পড়িয়াছে। গত রবিবার জলপ্লাবিত তাপ্তী নদীতে স্রোতের বেগ ঘণ্টায় ১২ মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছিল। বোম্বাই-আমেদাবাদ ট্রাঙ্ক পথের অন্তর্গত রান্দারস্থ-ট সড়কের এক অংশ (প্রায় দুই ফারলং-এর মত) একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত অংশ পুনর্নির্ম্মাণ করিতে অন্ততঃপক্ষে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইবে মনে হইতেছে।

প্রাথমিক সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে বুলসার, মাণ্ডভী, কোরিয়াসি ও ওলসপদ তালুকের অন্তর্গত গ্রামগুলির গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। দুই শতাধিক বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিধ্বস্ত হইয়াছে; প্রকাশ যে, কিছু-সংখ্যক গবাদি পশুও মারা গিয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সুরাট সহর ও উহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে শতাধিক বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। প্লাবিত অঞ্চল হইতে সমস্ত অধিবাসীকে সরাইয়া আনা হইয়াছে; বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চলের সাড়ে আট হাজারের অধিক নরনারী সুরাট সহরে নিরাপদে অবস্থান করিতেছে। তাহাদের সামগ্রী যাহা কিছু ছিল, বন্যায় সে সমস্তই খোয়া গিয়াছে।

সুরাট বন্যা-সাহায্য কমিটির সদস্যগণের হিসাব অনুসারে বন্যার ফলে অন্ততঃপক্ষে দশ হাজার নরনারী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে অবিলম্বে সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য দান প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলের কর্ম্মিগণ প্লাবনপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন। সুরাটের সহকারী কালেক্টর মিঃ চৌধুরী বলিয়াছেন যে, বন্যাপীড়িতদের সাহায্যার্থ অবিলম্বে অন্ততঃপক্ষে ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীনলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও
শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সটীকা শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যায় কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমৃত কল্যাণক এক গন্থ 'পরিমল' নামক শ্লোকসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ } ২২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৫৯ · ২৬শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৩ই অক্টোবর ইং ১৯৪০, শনিবার } ১২৭·১৩০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ পদ্মনাভ অবাস্থ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

———:::(::*::::———

মানবমাত্রেরই একটী না একটী উদ্দেশ্য আছে। কেহ আর্থিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, আবার কেহ পারমার্থিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব উদ্দেশ্য লইয়া চিন্তিত। যাহার যাহা উদ্দেশ্য, সে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানায়। পারমার্থিক সেবক তাঁহার পারমার্থিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত। প্রার্থনা ব্যতীত উদ্দেশ্য সফল হয় না। প্রার্থনাই মূল। প্রার্থনাই কৃপাকে অবতরণ করায়। সেই প্রার্থনা দুইরকম, স্ব-সুখপ্রার্থনা ও সেব্যসুখপ্রার্থনা। সেবক সেবা-প্রার্থনা করে। সেবকের প্রার্থনার তারতম্যানুসারে কৃপা অবতরণের তারতম্য। কৃপাপ্রার্থীই কৃপা পায়, সেবকের প্রার্থনা দৈন্যময়ী হওয়া উচিত। সেবক প্রথমে নিজের চেষ্টার উপর আংশিক নির্ভর করিয়া তাহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করে, কিন্তু তাহার প্রার্থনা সে অবস্থায় সুষ্ঠু হয় না। যখন সে নিজের চেষ্টা-প্রতি আশা-ভরসা ছাড়িতে পারে, তখন সে চতুর্দ্দিকে দেখে যে তাহার কৃপা ছাড়া আর অন্য কোন গতি নাই। তখন সে নিজের বল-ভরসা ছাড়িয়া দেয় এবং কৃপার প্রতি নির্ভর করে। সেই অবস্থায় সেবক নিজেকে বাঁচাইবার উপায় না দেখিয়া অন্তরে অন্তরে নিজের দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রভুর সেবা পাওয়ার জন্য কখনও শ্রীনামপ্রভুর নিকট, কখনও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট, কখনও শ্রীধামপ্রভুর নিকট কখনও শ্রীধাম-সেবকের নিকট অন্তরে অন্তরে তাহার প্রার্থনা জানায়। কৃপা আগমনের বিলম্ব দেখিয়া তাহার প্রার্থনা স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হয় না। যতই বিলম্ব হয়, ততই তাহার আর্ত্তিক্রন্দন ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন সেবক নিজেকে অত্যন্ত হীন, অপরাধীজ্ঞানে তাহার প্রাণকোটি-সর্ব্বস্ব ইষ্টদেবের নিকট জানায়,—

"বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর' ছোড়ত বিচার।
পতিত বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পায়॥"

পাতিত্যের কথা মনে হইলে তাহার দুঃখের আর অবধি থাকে না, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে তাহার একমাত্র নিত্য প্রভুর করুণার কথা স্মরণ হইলে আশারও অবধি থাকে না।

জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের অভাবকেই অযোগ্যতা বলা যাইবে না আবার ঐ পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য্যকেও যোগ্যতা বলা যাইবে না। জাগতিক পাণ্ডিত্য থাকুক আর না-ই থাকুক, হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে তাহার সেবায় বল না পাওয়াই অযোগ্যতা। যেখানে হৃদয়ে এইরূপ যোগ্যতার অভাব, সেখানে আর্ত্তিও নিষ্কপট হয় এবং যোগ্যতাও পাওয়া যায়। যাহার যে পরিমাণে যোগ্যতার অভাব, শ্রীভগবানের করুণা তাহার প্রতি তত অধিক পরিমাণে বর্ষিত হয়। যিনি প্রতি কার্য্যে অযোগ্যতা অনুভব করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা লাভ করেন। তিনি অনুক্ষণ আর্ত্তি-ক্রন্দন মুখে বলেন,—

"যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর।
বিচারিতে আবহি গুণ নাহি পাওবি
কৃপা কর ছোড়ত বিচার।
তব পদপঙ্কজ সীধু পিবাওত
বিনোদ-সেবকে কর পার॥"

যখন জীব অত্যন্ত পতিত দুর্গত হয়, তখন ভগবান্ স্বয়ং সেই সমস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য গোলোক হইতে ভূলোকে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। কখনও বা তাঁহার নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে স্বেচ্ছায় বিশ্বে আবির্ভূত হন। তাঁহাদের প্রপঞ্চে আবির্ভাব ও তিরোভাব স্বেচ্ছাপরতন্ত্র। শ্রীগুরুদেব কাহারও বাধ্য নহেন। সকলে তাঁহার বশীভূত, এমন কি স্বয়ং স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার প্রেমবাধ্য। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন ও স্বেচ্ছায় চলিয়া যান। তিনি নিত্য, তাঁহার ধাম নিত্য। তাঁহার আবির্ভাব যেমন জীবের পক্ষে পরমমঙ্গলদায়ক, তাঁহার তিরোভাবও তদ্রূপ জীবের পক্ষে পরম করুণাপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ। শ্রীভগবানই ভগবানের সেবা শিক্ষা দিতে পারেন—ভজন শিক্ষা দিতে পারেন—প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতে পারেন। শ্রীভগবানই ভগবানের পাওয়ার উপায় বলিয়া দিতে পারেন। যখন তিনি জীব জগৎকে ভজন শিক্ষা দিয়া মঙ্গল করিবার জন্য আসেন, তখন তিনি শ্রীগুরুদেব। তিনি ভগবান, তবে তিনি সেব্য-ভগবান, ভোক্তা-ভগবান্ নহেন। শ্রীভগবান্ জগদ্ভোগ করেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব ভোগ করান। শ্রীভগবান্ ব্রজজন-পালন, শ্রীগুরুদেব ব্রজজন। শ্রীভগবান—গোপীনাথ, শ্রীগুরুদেব—গোপী। শ্রীভগবান্ — ভক্তবৎসল, শ্রীগুরুদেব—ভক্তরাজ, বৈষ্ণবরাজ। তিনিই শ্রীভগবানকে বেশী সুখ দিতে পারেন। "বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ বিশ্ব বিশ্বনাথের সেবার সামগ্রী। শ্রীগুরুদেব এই সামগ্রী দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন। শ্রীগুরুদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, শ্রীভগবানও তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের সুখ-বিধান করিবার জন্য ব্যস্ত। শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত অন্য কাহারও সেবা গ্রহণ করেন না।

গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করা উচিত নয়। সর্ব্বদাই অনুসরণ করা দরকার। এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণ; অতএব তাহাদিগকে গুরুবুদ্ধি করিতে হইবে। আমরা যেমন ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত বদ্ধজীব, গুরুবৈষ্ণবগণও আমার মত এক একটী মর্ত্ত্য মানব—এইরূপ বুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে। যদি তাঁহাদের সেবার উপকরণগুলিকে তাঁহাদের নিকট না পৌঁছাইয়া দিয়া নিজের ভোগে লাগাইয়া দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। গুরুদেব কখনও সেই উপকরণগুলিকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া বিশ্বনাথের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। মাঝ পথ হইতে তিনি শিষ্যের জিনিষ গ্রহণ করেন না। তিনি নিজকে বিশ্বনাথের সেবায় লাগাইবার জন্য অনুক্ষণ চেষ্টাযুক্ত। বদ্ধজীবের প্রদত্ত জিনিষ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌঁছায় না। তাই শ্রীগুরুদেব শিষ্যের জিনিস শ্রীকৃষ্ণের নিকট

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

যিনি যে পরিমাণে ধৈর্য্যশীল, তিনি সেই পরিমাণে শরণাগত, যিনি পূর্ণ ধৈর্য্যশীল, তিনি পূর্ণ শরণাগত—তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সহিষ্ণু। শরণাপত্তির নামান্তর আনুগত্য। যেখানে শরণাপত্তি নাই, সেখানে আনুগত্য নাই। শরণাগত ব্যক্তি ধীর, স্থির, দৃঢ়চিত্ত ও সেবোৎসাহী। যিনি সাধুগুরুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, তাঁহাদের প্রতি অকপট নির্ভরশীল, তিনিই অকপট অনুগত ও শরণাগত। আনুগত্যধর্ম্মে সেবা করিয়া তৃপ্ত হয় না। আনুগত্যধর্ম্মে 'অলম্', 'ইতি' বা বিরতি নাই, তাহাতে স্বাভাবিকী প্রীতি আছে। আনুগত্য কেবল গৌরবময় নহে। গৌরবময় আনুগত্য অপেক্ষা স্নেহ-প্রীতিময় আনুগত্য শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বেশী সুখকর। এই আনুগত্যের অপর নাম ভক্তি। অনুগত ব্যক্তি কখনও বিপথগামী হন না। আনুগত্যই তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয়।

প্রকৃত শরণাগত সেবক নিজের পোষণ-চিন্তা ও পালন-চিন্তা করেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সংসারের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যরূপে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখকরী সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি বলেন,—

"তোমার সংসারে করিব সেবন
নাহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যাদুঃখ॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥
বিনোদ-সেবক, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করি, তব ইচ্ছামত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥"

শরণাগত সেবক প্রীতিময় সেবার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব তুষ্ট হইলে শ্রীহরিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। গুরুসেবার দ্বারা ভগবান্ যেরূপ সন্তুষ্ট হন, ঐরূপ আর অন্য কিছুতে হন না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধটী দৃঢ় না হইলে প্রীতিময়ী সেবা হইতে পারে না। গুরুসেবার দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি সেবক-ভগবান্। তাঁহার সেবা ও শ্রীহরির সেবা একই। শ্রীগুরুদেবই তাঁহার সেবকগণকে সর্ব্বদা শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করেন।

শ্রীহরির নিত্যপার্ষদ শ্রেষ্ঠপ্রবর শ্রীগুরুদেব গোলোক হইতে এই ভূলোকে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া দীন, হীন, পতিত, পাপী জনগণকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করিবার জন্য বিচরণ করিতেছেন। তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কত সহজ সরল উপায় দেখান, কত আপনবোধে স্নেহের সহিত বাস্তব-সত্যের কথা কীর্ত্তন করেন। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব বিশ্ববাসী সমস্ত জীবজগৎকে অমৃতের সন্ধান দিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যাহারা জড়জগতের তুচ্ছ বস্তুতে আসক্ত থাকিতে চাহে, তাহারা শ্রীগুরুদেবের বাণী গ্রহণ করিবে না। আর যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের বীর্য্যবতী চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া জাগ্রত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই রঙ্গমঞ্চ বিশ্বের কোন সৌন্দর্য্যই শ্রীকৃষ্ণবিমুখ করিতে পারিবে না। তাঁহারা সর্ব্বত্রই শ্রীহরির বিজয়পতাকা উড়াইয়া সুখে অবস্থান করিতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত সেবকের সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::*::)::——

সেনাপতির আনুগত্যে যুদ্ধ করিতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেনাপতি। তাঁহার আনুগত্যে যুদ্ধ করিতে হইবে। তিনি যুদ্ধের নিয়মকানুন ভাল ভাবেই জানেন। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে যুদ্ধ হইলে শত্রুর উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে হয় না। শত্রুবর্গ পরাক্রান্ত সেনাপতির নিকট পরাভব স্বীকার করে। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় শক্তি দেখিয়া শত্রুবর্গ পলায়ন স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সৈন্যগণ সেনাপতিবিহীন হইলে শত্রুগণ অসহায় দেখিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুবর্ণসুযোগ পায়। শত্রুগণ সেনাপতিবিহীন সৈন্যগণকে বিভিন্ন দিক্ হইতে আক্রমণ করে। সুযোগ পাইলে বন্ধুর বেশ লইয়া সৈন্যদিগকে সাহায্য করিবার অভিনয় করিয়া সৈন্যের দলে মিশিয়া যায়। সেনাপতিবিহীন সৈন্যগণ সাহায্যাভিনয়কারী শত্রুদিগকে চিনিতে পারে না। প্রথম প্রথম সৈন্যগণকে তাহারা সাহায্যও করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে উপকার হয় না। কিছুদিন পরে শত্রুবর্গ সৈন্যদিগকে নিজের বশে লইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে, কখন কখনও সৈন্যদিগকে সমূলে বিনাশ করে। সৈন্যগণ সেনাপতির আনুগত্যে থাকিলে সুনিপুণ সেনাপতি শত্রুর বহুরূপী সাজ ধরিয়া ফেলে ও তৎক্ষণাৎ তাহার বিনাশ-সাধন করে।

আমাদেরও একজন সেনাপতি আছেন। সাধুগুরুই সেই সেনাপতি। তিনি ভজননিপুণ। তিনি আমাদিগকে চালনা করেন। তাঁহার সেনানায়কত্বে ত্রুটি বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি ভজননিপুণ হইয়াও মাদৃশ হতভাগ্য জীবের শিক্ষার জন্য নিজে আচার করিয়া আমাদিগকে ভজন শিক্ষা দেন। আমরা দুর্নীতি-পরায়ণ হইলে তিনি আমাদিগকে শাসন করেন। যাহারা তাঁহার এই শাসনদণ্ড গ্রহণ করে না, তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শত্রু যতপ্রকার বহুরূপী সাজে আসুক না কেন, শ্রীগুরুদেব তাহাদের সব কারচুপি ধরিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে চিরতরে বিনাশ করিয়া থাকেন। যাহারা তাঁহার নিকট শরণাগত, তাঁহারা কণ্টকাদিপূর্ণ ভক্তিপথ দেখিয়া ভীত হয় না। তাঁহারা দৃঢ়রূপে জানেন যে যতপ্রকার অসুর আসুক না কেন, শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব সমস্ত অসুরকে বিনাশ করিবেন। কারণ অসুর দলনলীলা ও কৃপাবতরণ—বল-বিতরণ তাঁহারই কাজ। সে সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট কৃপা-প্রার্থী। সমস্ত সেবায় নিজের অযোগ্যতাহেতু বলহীন ভাবে এবং শ্রীবলদেবের নিকট আর্ত্তি ক্রন্দন করিয়া বল প্রার্থনা করে ও বল পায়। সে অনুক্ষণ বলে,—

"একাকী আমার নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনামধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কিছু নাহি মোর,
সাধন-ভজন নাই।
তুমি দয়াময় আমিত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই॥"

তখন সে নিজেকে স্থির রাখিতে পারে

নিজের দুঃখ আবেদন জানায়, আবার কখনও শ্রীনামপ্রভুর নিকট তাহার অযোগ্যতার কথা জানায়। তাহার নিরাশার কিছুই নাই, তাহার আশাময় জীবন। কৃপা-আগমনের বিলম্ব দেখিয়া সে বলে—

"চঞ্চলজীবন স্রোত প্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে জীবন না আসিবে আর
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥"

যুদ্ধ করিতে হইলে একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। গতি বা লক্ষ্য এক হওয়া উচিত। একনিষ্ঠ না হইলে মরিতে হইবে। বহ্বয়ন বা একায়ন—দুইটী কথা আছে। অনন্যভজন বা একনিষ্ঠতা—একায়ন। অনন্য না হইলে ভজন হয় না। গুরুবর্গের সঙ্গ করা চাই। তাঁহাদের বাণীর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ হইলে তাঁহাদের স্মরণ হইবে। তাঁহাদের স্মরণ হইলে তাঁহাদের কৃপা হইবে। কৃপা আসিবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে। তাঁহারাই গাছ হইতে ফল আনিয়া সাজাইয়া দিবেন, কৃতিত্ব বা বাহাদুরী তাঁহাদেরই। যুদ্ধের যে অস্ত্র, তাহা তাঁহাদেরই বাণী। তাঁহারা যুদ্ধ করাইয়া লইবেন। তখন আর নিজের সুখদুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গল—কোনদিকেই তাকাইবার অবসর থাকিবে না বা তাকাইবার কথা মনেও থাকিবে না। যদি এইভাবে জীবন উৎসর্গ করা যায়, তবেই বাঁচিয়া যাইবে। তাহা না হইলে কেবল নিজের চিন্তা, নিজের সুখবাঞ্ছাই আসিবে। তখন হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, না হয় মোক্ষ ইহাই চাহিতে হইবে।

জীব আমাদের সত্তা নিরন্তর ভগবৎ-সেবাময় হইলেও—আমরা চেতন হইলেও বর্ত্তমানে আমরা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। এখানে আমরা প্রতি-মুহূর্ত্তেই প্রত্যেক বস্তুর নিকট হইতে সাহায্যপ্রার্থী। যদিও আমরা অনুক্ষণই সাহায্য ও সহযোগিতার কাঙ্গাল হইয়া আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের চেষ্টা করি, তথাপি আমাদের অপূর্ণতা ও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়াই যায়। সর্ব্বপ্রকার সহায়তালাভের মূল কেন্দ্র শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম। পূর্ণ সবিশেষ ভগবানের নিকটই আমাদের নিত্য সাহায্য বা নিত্য কৃপার প্রার্থী হওয়া উচিত। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ আমাদিগকে যে সাহায্য প্রদান করেন, তাহাতে অপূর্ণতা, ক্ষণভঙ্গুরতা, ছলনা বা হেয়তা প্রভৃতি ব্যাপার নাই। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সাহায্য না পাইলে কেহ হরিভজন করিতে পারে না। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অহৈতুকী কৃপাই সেই সাহায্য। আন্তরিকতার সহিত কোন জীবের মঙ্গলকামনাই প্রকৃত সাহায্য।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তিবশ [illegible]

নদীয়া

-::ঃ০ঃ::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রার অর্থাৎ টাকা পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা সচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সাহচারে অকাপণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

-কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(ঃ❀ঃ)::——

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিট

ভারত সরকার ১৯৪৫ সনের ১লা ডিসেম্বর হইতে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিট-সমূহ বাতিল করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রেলওয়ে, পোষ্টাল এবং ডক ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

রেলওয়ে, পোষ্ট-অফিস, তার-বিভাগ এবং ডক কর্মচারীরাও বিমানাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা সূচিত হওয়াতেই প্রথমে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিট গঠিত হয়। তৎকালীন অবস্থায় ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, যে যাহাদের সমূহ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাঁহাদের সৈনিকদের অনুরূপ কতক সুযোগ-সুবিধা প্রদান যুক্তিযুক্ত। এতদ্ব্যতীত সামরিক মর্য্যাদা দান ও মিলিটারী ইউনিটগুলির সহিত সংযুক্ত করার ফলে এই সমস্ত লোকের নিয়মানুবর্তিতা ও মিত্রতার ভাব বৃদ্ধি পাইবে।

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া ইউনিটের লোকদের রাজভক্তি ও মিত্রভাবে যথানির্দিষ্ট কর্তব্যাদি সম্পাদনের দ্বারা যে মিত্রপক্ষের চূড়ান্ত জয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, একথা স্বীকার পূর্বক ভারত সরকার এই সুযোগে তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ বৈমানিকদের চাকুরী উমেদারী

জার্ম্মাণী হইতে "ডেইলী টেলিগ্রাফের" সংবাদদাতা এক চমকপ্রদ সংবাদ পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ, জার্ম্মাণ বিমান বহরের ভূতপূর্ব বৈমানিকরা নাকি বৃটিশ বিমান বহরে কাজ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

বৃটিশ বিমান বহরের নৈপুণ্য দেখিয়া তাহারা এত মুগ্ধ হইয়াছে যে, কাজ পাইলে জার্ম্মাণ বিমানের অনেক গোপন তথ্য তাহারা ইংরাজদের জানাইতে রাজি আছে, বলিতেছে। অনেকে দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছে যে, তাহারা জেট চালিত বিমান পরিচালনায় বিশেষ দক্ষ।

একটি জার্ম্মাণ বিমান কারখানার ম্যানেজার বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার কারখানায় বিমানের নানাবিধ অংশ তৈয়ারী করার খুব সুবিধা আছে। সুতরাং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে কারখানাটি কাজে লাগাইতে পারেন। অবশ্য জার্ম্মাণীতে বৃটিশ বিমান বহরের এখন এসব দিকে দৃষ্টি দিবার সময় নাই। বিমান বিভাগের বিশেষ বিশেষ দল এখন অধিকৃত অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণ বিমান ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদিও সরাইতে খুব ব্যস্ত। বিমান বহরের ১২টি দল এমন দ্রুত কাজ করিয়া চলিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় তাহারা যেন এখনও প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে

সিঙ্গাপুরের জন্য নূতন মুদ্রা

মালয়স্থ অসামরিক বিষয় সম্পর্কিত কর্মচারী মেজর-জেনারেল রালফ হোনি বলেন যে, জাপানীরা যে মুদ্রানীতি চালু করিয়াছিল তাহার পরিবর্তে নূতন মুদ্রানীতি চালু করিবার জন্য আট টন টাকা সিঙ্গাপুরে প্রেরিত হইয়াছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরের ব্যাঙ্কগুলি খোলা হইলে পর তাহাদের এই সকল নোট দেওয়া হইবে।

যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধাপরাধী

যুগোশ্লাভিয়ার সামরিক আদালত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ক্রোট জাতীয় চরমপন্থীদলের 'উস্তাচী' নামক সামরিক সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠানের ৩৪ জন সিনিয়র অফিসারকে দণ্ড দেওয়ার সময় ১৭ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।

এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৪ জন জেনারেলও রহিয়াছেন। অন্যান্যদের সম্পর্কে ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

কেবল একজনের প্রতি মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যাবতীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

এক ঘণ্টায় কাপড় ধোলাই

বর্ত্তমান যুদ্ধে আণবিক বোমা প্রভৃতি অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার হইয়াছে। এখানে যে আবিষ্কারের কথা বলা হইতেছে তাহা বিস্ময়কর না হইলেও প্রয়োজনের দিক হইতে কম বলা যায় না। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অসংখ্য দ্বীপে মার্কিণ সৈন্যরা গরমের জন্য দুই একদিন পরেই পোষাক বদলাইতে বাধ্য হয়। ধোপার পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। আমেরিকার প্রস্পারিটি কোম্পানী এই অভাব মিটাইবার জন্য একপ্রকার বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রটির ওজন ২,৫৫৫ পাউণ্ড। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১ ঘণ্টার মধ্যে ৬ শত সৈন্যের যতকিছু পোষাক-পরিচ্ছদ ধৌত, শুষ্ক ও ইস্ত্রি সম্পন্ন হয়

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ { ৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১০ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৭শে অক্টোবর ইং ১৯৪৫, শনিবার } ১৩১-১৩৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দামোদর অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

বিশ্বে শ্রীচৈতন্য

বস্তুসমূহের আধারকে বিশ্ব বলে। বিশ্ব-পর্য্যায়ে আমরা ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ প্রভৃতি নামান্তর প্রাপ্ত হই। বিশ্ব বস্তুজাতীয়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সেব্যবস্তু বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর নামে সংজ্ঞিত হন। বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ অবস্থাত্রয় বর্ত্তমান। বিশ্বস্রষ্টা চতুর্ম্মুখ, বিশ্বপাতা বিষ্ণু ও বিশ্বহর রুদ্র দেবত্রয় বিশ্বনিয়ন্তা। গুণত্রয়ের ও তাহাদের পরস্পর ন্যূনাধিক সংযোগ-বিয়োগেই দ্রব্য ও ব্যাপারসমূহের অবস্থানাত্মক বিশ্ব। ভাবান্তরে গুণমায়া-রচিত বিশ্বে বা জগতে কর্ত্তৃত্বাভিমানী বিশ্বাতিরিক্ত পদার্থের শুভাগমন। বিশ্বাতি-রিক্ত পদার্থ বিশ্বভোগ বা গ্রহণাভিলাষে বিশ্বে আগমন করেন। বিশ্বত্যাগাকাঙ্ক্ষায় গ্রহণের বিপরীতভাব তাহাতে দেখা গেলেও তৎকাল বিশ্বান্তর্গত অভিজ্ঞতাগন্ধ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। বিশ্বের বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ত্যাগপর্য্যায়ে বিভিন্ন দিক্ থাকিলেও নবাগত অতিথি বিশ্ব সম্বন্ধে ব্যস্ত থাকেন। বিশ্বে আধার জ্ঞান ... বিচার তাঁহাকে ভিন্ন ভাবে ... না।

নৈষ্কর্ম্যরূপ মুমুক্ষুপথারূঢ় তাঁহার গন্তব্য পথের সীমা ... করায়। কিন্তু বিশ্বে বাস-কালে বিশ্ববাসী প্রভু যেকালে নিজ স্বরূপ-ধর্ম্মের কথা শুনিতে পান তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা বা কীর্ত্তনপ্রভাবে নিজস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার কোন কোনস্থলে রুচিও দেখা যায়।

যেন চেতয়তে বিশ্বং, বিশ্বং
চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তি শয়ানেঽস্মিন্ নায়ং
তং বেদ বেদ সঃ ॥

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন, যে চৈতন্যকে বিশ্ব উদ্বুদ্ধ করাইতে পারে না, যে চৈতন্য নিদ্রিত ও সুষুপ্তিকালেও জাগ্রত থাকেন, যে চৈতন্য সকলকে জানেন এবং সেই চৈতন্যকে কেহই জানে না এই কথা মন্ত্র শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন।

বিশ্বের পদার্থনিচয় চিজ্জীবের চেতনকে অবরুদ্ধ করিয়া গুণমায়ারচিত বিশ্বের অচিদধিষ্ঠানের পোষণ করে। বিশ্বের সহিত চিদধিষ্ঠানের সম্বন্ধ ঘুণাক্ষরে জানিতে দেয় না। চিদ্বস্তুতেই স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম অনুস্যূত। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আপনাকে বিশ্বের গুণ-ত্রয়ের ক্রীড়াপুত্তলী জ্ঞান করেন। বিশ্বের বিচিত্রতার অশেষবর্ত্তী অচেতন বিশ্বের ধর্ম্মমাত্র গণনা করেন। বিশ্বসেবায় অভিজ্ঞ চিন্তা অণুচেতনকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিলে জীব অণুচিদ্বৃত্তি রহিত হইয়া বিশ্ববৈচিত্র্য ছাড়িবার সঙ্কল্প করেন এবং বৈচিত্র্য নিরোধি হইয়া চিদ্ধর্ম্মে বিচিত্রাভাব স্থাপন করিয়া অচিদ্বিশ্বান্তর্গত তাৎকালিক চিন্মাত্রে অনিত্যভাব সংযোজন করেন। বিশ্বজ্ঞানের মূঢ়তা অচিন্মাত্রবোধপ্রতীতি তাঁহাকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার বুঝিতে দেয় না। জড়নির্বিশেষ ভাবের প্রাবল্যে তিনি শুদ্ধচিদ্বিলাসের উপলব্ধির অভাবে চিন্মাত্র শব্দোচ্চারণমুখে অচিদ্বিলাস বৈভবের অন্তর্গততার দাবী করেন। মনুষ্য বাক্যের স্বর্থকতাক্রমে অধোক্ষজ ভগবান্ আধ্যক্ষিক বিশ্ববিচার-নিপুণকে অধোক্ষজ প্রতীতিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় নিত্য শিক্ষকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবকে অধোক্ষজ ভগবজ্-জ্ঞানদাতা জানিতে পারিলে জীবের বদ্ধপ্রতীতি অর্থাৎ ভোগ্যবিশ্বের উপলব্ধি হইতে অবসর লাভের যোগ্যতা হয়। বদ্ধ অণুচেতন স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া বিশ্বকে ভোগ্যজ্ঞান করেন। শিক্ষক ভগবান্ স্বীয় অধোক্ষজ স্বভাবক্রমে মায়াকারাগারে যোগ্যতাবিচারে ভাগ্যহীন জীবের অণুচেতনবৃত্তি তৎকালে রুদ্ধ করেন। শ্রীগুরুদেবের গীতাকথিত "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" এই বাক্য বুঝিতে না পারিলেই কৃষ্ণজ্ঞানে জীবের অধিকার লাভ ঘটে না। 'আত্মা-বাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্-ধনম্।' এই বিচার তাঁহাকে বিশ্বের ভোক্তা হইবার যোগ্যতাপথে যাইতে নিষেধ করে। লৌহ যে প্রকার অগ্নিশক্তি লাভ করিয়া তাৎকালিক দহনযোগ্যতা লাভ করে, মুক্তপুরুষ শ্রীচৈতন্যদাসও সেই-প্রকার বিশ্বস্থিত খণ্ডিত দ্রব্যে মনস্তাররহিত হইয়া উহাদিগকে ভগবৎসেবোপকরণজ্ঞানে স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মযুক্ত চিন্ময় অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই জানেন। লৌহের দাহনশক্তি নাই। বিশ্বের অচিৎপদার্থ অপ্রাকৃত-সেবায় চিরবঞ্চিত। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা গ্রহণ না করিলে জীবের এই সম্ভোক্তৃত্ব ভাব কখনই বিদূরিত হয় না। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরি-ত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে" ॥ উপদেশ দিয়া বিশ্বের ভোগীভোগ্যবস্তুধারণারূপ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হরি-সম্বন্ধি বস্তুগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তিলাভ করিয়া ভগবৎসেবোপকরণরূপে সেবোন্মুখের নিকট লক্ষিত হয়। ভাগ্যহীন জীব তখন তাহার দুর্ভাগ্য অপসারিত হইয়াছে জানিয়া বিশ্বস্থিত হরিসম্বন্ধি বস্তুগুলিকে শ্রীচৈতন্য-কৃপালব্ধ জানিতে পারেন। ভোগ্য জড় হইতে পৃথক্ সেব্য কৃষ্ণের চিন্ময় তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যদেব অণুচেতন জীবের সহিত নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট জানাইয়া দেন। বিশ্বের অন্যতম বদ্ধজীব তাঁহার প্রাকৃতভাব পরিহার করিবার যোগ্যতা লাভ করেন এবং দৃশ্য বিশ্বে সেবোন্মুখতারূপ পরমাত্মভাব তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় হয়। বিশ্বে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাম্বিত জীব তখন জানিতে পারেন যে, ভোগ্য বিশ্ব স্বরূপে ভগবৎসেবা-তৎপর। তখন শিক্ষক চৈতন্যদেবের চিন্ময় শিক্ষার দৃষ্টিতে বিশ্বও তাঁহারই ন্যায় চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট। বিশ্বান্তর্গত নিজ দেহে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিশ্বকে ভোগ্য জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবজ্জ্ঞানবোধরূপ অনুভূতি লাভ করেন।

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলেন যে,—

"ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু
পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥"

সপ্ত পাতালবর্ণনে অপর শাস্ত্র বলেন,—

"অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
তলং সুতল-পাতালে পাতালানি তু
সপ্ত বৈ ॥"

আবার শাস্ত্রান্তর বলেন,—

"অতলং বিতলং চৈব সুতলং চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং
রসাতলম্॥
ততঃ পাতাল মিত্যেবং সপ্ত
পাতাল-সংজ্ঞকাঃ।
এতে সর্ব্বাধিকশ্রেষ্ঠা বিলস্বর্গাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সংসার প্রভৃতি শব্দের চতুর্দ্দশটী বিভাগ আছে—সপ্ত ব্যাহৃতি ও সপ্ত লোক। অতল-বিতলাদি সপ্তলোক বা অধোভুবন স্বর্গাদিক সুখপ্রদ, কিন্তু নিম্ন গুহায় অবস্থিত। এই পাতালাদি সপ্তলোক মেদিনী পর্ব্বতকে বহন করে। উপর্য্যধঃ-ক্রমে চতুর্দ্দশ লোক (১) সত্য, (২) তপঃ, (৩) জন, (৪) মহঃ, (৫) স্বর্গ, (৬) অন্তরীক্ষ, (৭) পৃথিবী, (৮) অতল, (৯) বিতল, (১০) সুতল, (১১) তলাতল, (১২) মহাতল, (১৩) রসাতল ও (১৪) পাতাল।

এই চতুর্দ্দশলোকবাসিগণের নিত্যমঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবরাজসকল তত্তদ্দেশের অধিবাসী-রূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের নিত্য অধিবাসী এবং এই চতুর্দ্দশলোকে বাসকালে পরিমিতকাল পর্য্যন্ত তত্তৎস্থান লাভ হয়। পুণ্যগণ স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত লোকে বাস করিবার অধিকার লাভ করেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুগণ সত্য, তপঃ, জন ও মহর্লোকে কোন কোন সময়ে গতি লাভ করেন এবং নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে পুনরায় ভূলোকে গতিলাভের জন্য প্রেরিত হন।

জীবমাত্রেই তটস্থধর্ম্মক্রমে সেবোন্মুখতা বা সেবাবিমুখতা—এই উভয়দিকে গতিশীল। চতুর্দ্দশ বাধক লোক যেকালে সাধন-সিদ্ধ বিষ্ণুসেবাপর জনগণের গতিরোধ করে, সেইকালে তাহারা ভোগ ও কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় দিয়া থাকে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজগণের অনুগ্রহ লাভ করিলেই জীবের নৈষ্কৃত্যগমনে ও সেবাসুখ-তৎপরতায় রুচি উৎপন্ন হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগ ভক্তগণ নানাবিধ বিষ্ণুভক্তগণের মঙ্গলের জন্য ও ভগবৎসেবাপ্রার্থ সাধারণ বৈষ্ণবগণের উপকারের জন্য পরদুঃখদুঃখীসূত্রে সকল বিষ্ণুভক্তের মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা তৎপর। এই বিশ্বে বৈষ্ণবরাজগণ জীবকল্যাণের জন্য শুদ্ধভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের অনুমোদনক্রমে বৃন্দাবনীয় গোস্বামিগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্বোধন করিয়াছেন। ইঁহারা চারিপ্রকার। স্মৃতিপালন বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের পদ্ধতি অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতাসাধন ও বিভিন্ন মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন। বিদ্বৎপ্রচারকার্য্যে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অবলম্বন করিয়া নানা-প্রকার সাধনভক্তির কথা, স্বীয় চরিত্রে প্রতি-ফলিত করিয়া অনুমোদন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টপ্রচারকার্য্যে শ্রীমদ্ রূপগোস্বামিপাদ স্বীয় অনুগত জনগণের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করেন। চতুর্দ্দশ লোকসমূহে উক্ত্যাচার্য্য বিরাজমান। বৈকুণ্ঠবাসিগণের মধ্যে তটস্থভাবের লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে, কিন্তু বোধসৌকর্য্যার্থ জ্ঞানকল তটস্থধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হয়।

শ্রীরূপগোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তনজলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥"

চতুর্দ্দশ ভুবনের বেষ্টনস্বরূপ বিরজা নদী। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গুণত্রয়ের অবস্থান। চতুর্দ্দশ ভুবন পরিব্যাপ্ত বা প্রাকৃত বলিয়াই কথিত। তাহা অতিক্রম করিয়া বিরজা নদী অবস্থিত। তথায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা দেখা যায়। বিরজার একপারে চতুর্দ্দশ-ভুবন অপর পারে ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মলোক কেবল সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ নহে, কিন্তু চিন্মাত্র-ভূমিকা। সেখানে চেতনাবিপরীত অচিৎ ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। মানবের যেকাল পর্য্যন্ত বিরজাস্নানে অধিকার না হয়, তৎকালাবধি চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণকার্য্যে যোগ্যতা থাকে।

কথা-প্রসঙ্গ

এ জগতের সকলেই কেহ কুকর্ম্মে, কেহ বা সুকর্ম্মে রত; আবার কেহ বা মুক্তিলাভের জন্য যত্নশীল। ব্রহ্ম-সাযুজ্য বলিয়া কোন বাস্তব ব্যাপার নাই। তাহাতে দৃশ্যবস্তুর একটা পূর্ণ অভিজ্ঞানধারা মনঃকল্পিত দর্শনের ক্রিয়া ইত্যাদি হয়। সেখানে দুঃখের কোন অবস্থান না থাকিলেও মনঃকল্পিত অবস্থা লাভ হয়।

ভক্ত ভজনীয় বস্তুর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তাঁহার সেবা করেন। বিশ্বে পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য উপাস্য বস্তুর অভাব আছে। ভগবদ্ভক্ত বলেন,—ভগবান্ প্রাকৃত-দর্শনের অতীত, কিন্তু নির্দ্দিষ্টেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। চক্ষুদ্বারা রূপ, কর্ণ-দ্বারা সঙ্গীত, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ, জিহ্বাদ্বারা রস, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র মালিক তিনি। ভগবদ্ভক্ত নিজের সেবনের নিত্য স্বরূপনী ভগবানের দৃশ্য-পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবানকে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না। এই কার্য্যকে তিনি আত্মভোগ বলিয়াই জানেন। ভগবান তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এইটাই ভক্তের ইচ্ছা। ভগবদ্ভক্ত ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিনীর সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন। নিজে 'বাহবা' পাইবার জন্য নহে—ভগবানের প্রীতিসুখ উদয় করিবার জন্য। ভগবানের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধনের জন্য যাবতীয় সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া ভগবৎসমীপে গমন করেন; ভগবানের রসনেন্দ্রিয়ের তর্পণের জন্য যাবতীয় সুস্বাদু দ্রব্য ভগবানে নিবেদন করেন। সচ্চিদানন্দবস্তুর নিত্যত্ব উপলব্ধির বিষয় হইলে ভক্ত নিজের নিজত্ব উপলব্ধি করিয়া নিত্যকাল নিত্যপ্রভুর আনন্দবিধানসেবায় নিযুক্ত হন। দর্শনীয় জগৎ, শ্রবণীয় জগৎ—ইত্যাদি বিশ্বকে তিনি বহির্ম্মুখ অবস্থা বলিয়া জানেন। নিজকে বিষয়-জ্ঞানে জগৎকে আশ্রয় বিচার করিলে নিজে ভোক্তা সাজিয়া জগৎকে 'আমার ভোগ্য' জ্ঞান করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টা হইল, ভগবানের সেবা হইল না। ভগবদ্ভক্ত জানেন,

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

আত্মভোগ যখন প্রয়োজনীয় নহে, ভোগে যখন সুখ পাওয়া যায় না, তখন কেহ কেহ ভোগ ছাড়িয়া ত্যাগের পথ অবলম্বন করে। আত্মপরায়ণ হয়, চক্ষু দিয়া দেখিব না, কান বন্ধ করিয়া রাখিব কিছুই শুনিব না, নাসায় যাহাতে কোনও গন্ধ প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য যত্ন করিব, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া কঙ্কালসার হইয়া প্রাণত্যাগ করিব—ইহাই তাহাদের বিচার। এই দুইটীর কোনটীও বরণীয় নহে। যাহা ভগবৎসেবার বাধক, তাহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিব, যাহাতে সেবা হয়, তাহা যত্নের সহিত গ্রহণ করিব—এইটীই ভগবদ্ভক্তের বিচার। ভগবদ্ভক্ত ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন। তাঁহার বৈরাগ্য স্বাভাবিক—কৃত্রিম বা ফল্গুবৈরাগ্য নহে। তাঁহার বৈরাগ্য সেবাবিলাস, সেবাপ্রাণতার আলোকে তাঁহার বৈরাগ্য আলোকিত।

জ্ঞানী দৃশ্যকে দ্রষ্টার সহিত এক হইয়া যাওয়াকেই মুক্তি বলিয়া কামনা করেন। ভগবদ্ভক্ত তাহা কখনও করেন না। ভগবদ্ভক্তের কার্য্যে কল্পনা নাই। ভগবদ্ভক্ত জানেন—ভগবান্ চক্ষু কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ত্বক্—যাবতীয় ইন্দ্রিয়দ্বারাই ভোগ করেন; আমার ভোগচেষ্টা দোষের। তাঁহার কোন দোষের নহে। তিনি একমাত্র ভোক্তা। তিনিই ভোগ করিবেন। তিনি পূর্ণ বলিয়া তাঁহার ভোগে কখনও বাধা উপস্থিত হয় না। আমি অণু ক্ষুদ্র বলিয়া আমার পক্ষে ভোগে পদে পদে বাধা। তাঁহার ভোগক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে, আমি অণু বলিয়া আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমি ভোগ করিতে গিয়া পতঙ্গের ন্যায় প্রাণ হারাই। বস্তুতঃ জীব স্বরূপতঃ অণু বলিয়াই সর্ব্বদা ভগবদ্ভোগ্য। ভোগ্য ভোক্তার আসন গ্রহণ করিলেই অসুবিধা।

বুভুক্ষু যখন ভোগদ্বারা সুখ লাভ করে না, তখন ত্যাগের চিন্তা করে। আকণ্ঠ পূর্ণ খাইলে বহির্দ্দেশদ্বারা ত্যাগ বা বমির চেষ্টা হয়। ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা এরূপ নহে। তাঁহারা ভোগী নহেন। তাঁহাদের ত্যাগের জন্য প্রয়োজন হয় না।

মহাজন যে পথে গিয়াছেন, তাঁহার পা ধরিয়া ধন্য হইয়া সেইপথে যাইব।

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥

সংসারের লোকেরা সর্ব্বদাই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিতেছে, ইক্ষুদণ্ড মনে করিয়া কাঠ চুষিতেছে।

গৃহব্রতগণের ভোগের আশা মিটে না সংসারে নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাত পাইয়াও শিক্ষা হইতেছে না। কিছুতেই ভগবৎসেবার বুদ্ধি আসিতেছে না। তাহারা জগৎক্লেশের প্রভু হইয়া যাহার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। এই দুষ্প্রবৃত্তি ছাড়িয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা করিতে হইবে। তাঁহার বিলাস-চরিতার্থ করিবার জন্য যত্নপর হইতে হইবে। তিনি ভোক্তা কর্ম্মের কর্ত্তা। আমি আশ্রয়, আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই আমার কার্য্য।

শুদ্ধবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত পরমেশ্বরের প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা মহারত্নের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের যতটা শরণাগত না হইব, যতটা স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিব, আমরা ততটাই অচেতনত্ব লাভ করিব। মহতের চরণে অপরাধ, আনুগত্যের অভাব, স্বতন্ত্রতা-অপব্যবহারই অচেতনতা।

যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী, যাঁহারা সত্য সত্যই অকপটে হরিভজন-পিপাসু, তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে যখনই আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবে শরণাগত না

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

হইয়া কোনও না কোনও প্রকারে স্বতন্ত্র থাকিয়া হরিসেবা, হরিকথাপ্রচার, হরিকীর্ত্তন, ভিক্ষা, মঠবাস, গৃহবাস বা যে কোনও কার্য্য করিতে চেষ্টা করি, তখনই মায়াপিশাচী নির্ম্মল স্বতন্ত্রতা মনোবৃত্তিকে আবৃত করিয়া ফেলে, আমাদিগকে নানাপ্রকার অনর্থ ও অন্যাভিলাষের দাস করিয়া ফেলে। ইহা আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারি, বুঝিতে পারিয়াও তাহা হইতে বিশেষ সতর্ক না হই, সে পর্য্যন্ত আমাদের দুর্দ্দৈব ও অপরাধ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

অনেক সময় এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরুবৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের স্বতন্ত্রতা মানিয়া লইতে হয়, গুরুবৈষ্ণব যদি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইতে পারিলেন, তবে আমরা কেন অস্বতন্ত্র বা অধীনতন্ত্র থাকিব! আমরাও গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সমান হইব। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা আপাত সমর্থিত হইলেও সমান পদবীতে আরোহণের চেষ্টা বহুসম্প্রদায়বিশেষে সাধন ও সাধ্য বলিয়া গণিত হয়, তাহাই অহংগ্রহোপাসনা, তাহাই পাষণ্ডতা, অসুরত্ব।

"প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়া মরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।"

গুরুবৈষ্ণবের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব কিরূপে প্রকাশিত হইল? তাঁহারা পূর্ণরূপে, আচার্য্য বা ভগবানের সর্ব্বতোভাবে শরণাগত, প্রপন্ন বলিয়াই তাঁহাদের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত শিষ্য না হইয়াছেন, তিনি কোনও দিন বৈষ্ণব ও গুরু হইতে পারেন না। যিনি তাঁহার সকল স্বতন্ত্রতা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ গুরু ও বৈষ্ণব। কাজেই গুরু বা বৈষ্ণব কখনও 'আমি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, সুতরাং সকলেরই দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, নিগ্রহ-অনুগ্রহকর্ত্তা' এইরূপ দাম্ভিকতাময় লোক-অভিমানে কবলিত হইয়া অপরের প্রতি প্রভুত্বকারী হন না। যাহার ঐরূপ বিচার, সে ব্যক্তি মায়ার অধীন, তাহাকে কখনও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র গুরু বা বৈষ্ণবের আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রভু হইতে পারিলে আমাদের যতটা উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কর্ম্মতৎপরতা প্রকাশিত হয়, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেরূপ উৎসাহ হয় না। আনুগত্য করিতে হইবে চিন্তা করিলেই যেন মনমরা হইয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? চেতনের প্রতি বিমুখতা। আমরা চেতনতা চাহি না—অচেতনতা বা বহির্ম্মুখতাকেই আদর করি। অন্যাভিলাষ বা কাম চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাদের উৎসাহ হয়, কিন্তু কৃষ্ণ-কামচরিতার্থ করিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। এইগুলি সকলই অনর্থ—দুর্দ্দৈব। গুরুবৈষ্ণবের চরণে ক্রন্দন করিতে করিতে কপাল কুটিয়া এই সকল দুর্দ্দৈবের কাহিনী নিষ্কপটে জানাইতে হইবে। শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের মহতী শিক্ষা অন্তরে মিশাইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও অনুধ্যান করিতে করিতে সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত ঐরূপ অসতী স্বতন্ত্রতার মায়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অনুক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিয়া দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভজনের যাবতীয় অনুকূল নিয়মসমূহ স্বীকার করিয়া ঐ মায়াটীকে বিতাড়িত করিতে হইবে। হরিভজন করিতে আসিয়া অসতী স্বতন্ত্রতার সঙ্গলিপ্সা যেন না হয়, ভাগবত-ধর্ম্মের—হরিভজনের মূলকথা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য, ইহা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য চিত্ত-পরিত্যাগ না করি। যখনই উন্মন আনুগত্যের প্রতি বিপ্লবী হইতে চাহিবে, তখন উন্মনকে বৈষ্ণবের পাদত্রাণ দিয়া সহস্র সহস্রবার শাসন করিতে হইবে, বহির্ম্মুখগণের স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখের কথা চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহির্ম্মুখ স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখ ও শরণাগত জীবনের সৌন্দর্য্য জানাইবার জন্য শরণাগতিতে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কত উপদেশ দিয়াছেন।

"বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥"

পরমমুক্তপুরুষগণ, মুক্তগণেরও গুরুবর্গ কেহও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যবাহিত্য বা স্বতন্ত্রতাকে কামনা করেন না। বৈষ্ণবের আনুগত্যবিহীন জীবনের ন্যায় দুর্ভাগ্য যেন কাহারও, অতি বড় শত্রুরও উপস্থিত না হয়—স্বতন্ত্র জীবনের ন্যায় এরূপ অভিশপ্ত জীবন আর কিছুই নাই।

ব্রজবাসিগণ পরমমুক্ত হইয়াও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের নিত্য অধীনতারই কাঙ্গাল। পরমমুক্ত শ্রীরূপানুগগণও শ্রীরূপ-সনাতনের পাদপদ্মের আনুগত্যই কামনা করেন

"চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে॥
অথবক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুঁহু গোকুলকান॥
রক্ষা করবি তুঁহু নিশ্চয় জানি
পান করবুঁ হাম যামুনপানি॥"

'পুরুষাভিমান' অর্থাৎ অহংমম-বুদ্ধিই আনুগত্যহীনতার মূল। গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যা অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ববিধ শাসনে শাসিত না হইলে স্বতন্ত্র জীবনের দুষ্টকামনার বীজ বিনষ্ট হয় না। গুরুবৈষ্ণবের শাসনই তাঁহাদের কৃপা। সেই শাসনকে মঙ্গলময় বলিয়া বরণ ও তদনুযায়ী জীবনকে নিয়মনই সেই কৃপা বরণ। জড়পদার্থবৎ হইয়া গুরুবৈষ্ণবের শাসনমাত্র শুনিলাম, অথচ তদনুযায়ী জীবনযাপনে মনোযোগী ও তৎপর হইলাম না। তদ্দ্বারা কোনও মঙ্গল হইবে না।

বাস্তব হরিভজন করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিকে সচেতন থাকিতে হইবে, অচেতন, ভগ্নোৎসাহ, মনমরা, স্বতন্ত্র-বিচারপরায়ণ, আত্মম্ভরী, দাম্ভিক, গুরুসমালোচক, মনে ও কার্য্যে অসৎসঙ্গের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, সিদ্ধান্তে আলস্য-পরায়ণ হইলে আনুগত্যপূর্ণ জীবনকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারক বলিয়া মনে হইবে ও তৎপরিত্যাগের জন্য নানাপ্রকার কপটতার আশ্রয় করিতে হইবে।

স্বতন্ত্রতায় স্থায়ী সুখ নাই অশোক ও অভয় হইবার কোন আশা নাই। স্বতন্ত্রতা আলেয়ার ন্যায়—মরীচিকার ন্যায়, মায়াবীর ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বাধিক দুঃখের সমুদ্রে পাতিত করিয়া জন্মজন্মান্তর ত্রিতাপক্লেশে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ স্বতন্ত্রতার আপাত-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবে শরণাগতির একমাত্র রাজকীয় সুনিশ্চিত নিত্যমঙ্গলের পথ যেন পরিত্যাগ না করি।

বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যদি কৃষ্ণকে না চাওয়া যায়, তবে অন্য লোভনীয় আসিয়া হৃদয়ে বসিবে। কৃষ্ণকে চাহিবার, কৃষ্ণানুশীলন করিবার ইচ্ছা না হইলে বুঝিতে হইবে, অন্য বিষয়ে হৃদয় ভরপুর রহিয়াছে। যেকাল পর্য্যন্ত আমরা ভক্তিরসের রসিক না হইতে পারিব, কৃষ্ণকথাশ্রবণে জাতরুচি না হইব, সেকাল পর্য্যন্ত জড়রসসম্ভোগে ঔদাসীন্য আসিবে না। নিজসুখের জন্য কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে না। কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। সেবোন্মুখ না হইলে কৃষ্ণসেবার সম্ভাবনা নাই। সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহ্য হন। যিনি নিরন্তর কৃষ্ণভজন করেন, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ হইলে কৃষ্ণভজনের ইচ্ছা প্রবল হয়। সেইরূপ সাধুর নিরন্তর সঙ্গই নিঃশ্রেয়সলাভের একমাত্র উপায়

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—— ::::::::::: ——

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক শ্রীহরি-স্মরণ-মহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে গত ২৯শে আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর (১৯৪৮), মঙ্গলবার শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথি হইতে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠে কীর্ত্তনমুখে বার্ষিক শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্ত জীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আচার্য্যত্ব, শ্রীমাধব গৌড়ীয়-শব্দের ব্যাখ্যা, বার্ষিক-মহোৎসবে কৃত্য, প্রকৃত হরিভজন-কারীর লক্ষণ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

তৎপর দিবস ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর, বুধবার পাশাঙ্কুশা একাদশী তিথিতে শ্রীল বিদ্যাবিনোদ প্রভু "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ" পয়ারটী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ভক্তিলতাবীজ কাহাকে বলে, প্রকৃত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ অবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১লা কার্ত্তিক, ১৮ই অক্টোবর, বৃহস্পতি-বার শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুত্রয়ের তিরোভাব-তিথিতে প্রাতে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। শ্রীশ্রীবিনোদ-কান্তজীউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর উক্ত প্রভু-ত্রয়ের জীবনচরিত, শিক্ষা ও উপদেশসম্বন্ধে গৌড়ীয় পাঠ করা হয়। তৎপরে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং সমবেত শ্রদ্ধালু সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসবোপলক্ষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীদামোদরাষ্টক-কীর্ত্তন, শ্রীউপদেশামৃত ব্যাখ্যা, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিনোদ-কান্তজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীতুলসী ও শ্রীমন্দির পরিক্রম, তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, মধ্যাহ্নে ভোগা-রাত্রিক-কীর্ত্তন, অপরাহ্নে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যা, সন্ধ্যায় আরাত্রিক-মহোৎসব এবং রাত্রে শ্রীচৈতন্য ভাগবত পাঠ হইতেছে।

—— ——

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—

শ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় ১৫ই অক্টোবর হইতে ২৪শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রার অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সর্বভাবে অকাপণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় স্বরূপ, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ায় অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিরূপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:•:)::——

রোগ নিবারণে সরকারী প্রচেষ্টা

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে বাঙলার বিভিন্ন জেলায়, ২৪০টি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল এবং ১,০৫৪টি শাখা চিকিৎসাকেন্দ্র ৪,৪৮,৩১১ জন রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিল। বসন্ত ও কলেরার প্রকোপ হ্রাস পাইলেও ম্যালেরিয়ার সময় অনেক লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ৩১০,৩১৩ জন ম্যালেরিয়া রোগী ছিল। অন্যান্য রোগ যথা জ্বর, কালাজ্বর, বসন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ, চর্মরোগ এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগেরও চিকিৎসা করা হইয়াছিল। বাঙলা দেশে যে সমস্ত দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতাল এবং ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল চিকিৎসা করিতেছে উহাদের মধ্যে বিগত জুলাই মাসে যথেষ্ট পরিমাণ ঔষধ সরবরাহ ও বণ্টন করা হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়া নিবারণ

ম্যালেরিয়া এবারও সংক্রামকরূপে বাঙলার সর্বত্রই দেখা গিয়াছে। এই রোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিতেছেন এবং কুইনাইনের ন্যায় মেপাক্রিন নামক একটি অমোঘ ঔষধ বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে আবিষ্কার করিয়া প্রচুর পরিমাণে যাহাতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ পাইতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টও যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, জনসাধারণও গভর্ণমেণ্টের সহিত এই কার্যে সহযোগিতা করিয়া যাহাতে এই রোগ আরও সংক্রামিত হইতে না পারে তাহা করা একান্ত কর্তব্য। জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা ভিন্ন এই মারাত্মক ব্যাধির কবল হইতে পল্লীবাসীর মুক্তিলাভের উপায় নাই।

যাহাতে প্রতি গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়া যায়, ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা হয়, পুরাতন পয়ঃপ্রণালীগুলি সুসংস্কৃত হয়, ঘন বন-জঙ্গল মশকের আবাসভূমি পরিষ্কৃত হয় তৎপক্ষে সকলেরই একান্তভাবে সচেষ্ট হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কেবল গভর্ণমেণ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিলে হইবে না; সমগ্র দেশবাসীকে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া এই ভীষণ রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে হইবে।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন ঐ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে আমলে আসিয়াছে। ১৯৪১ সালের ১লা মার্চের পর বিনা লাইসেন্সে কেহ মহাজনী কারবার করিতে পারিবে না এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে তিন বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে এই আইনানুসারে মোট ৪,৯৭৮ খানি লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং লাইসেন্স ও অন্যান্য ফি বাবদ ৮৯,২৬৮৲ টাকা আদায় হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে বঙ্গীয় মহাজনী আইনের বিধান অমান্য করার জন্য ১,২২০টি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং ১৯৮ জন লোককে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

———

বাঙলায় ইক্ষু চাষ

১৯৪৩-৪৪ সালে যে পাঁচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে ভারতবর্ষে গড়ে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষু চাষ হয় বাঙলা দেশে তাহার শতকরা ৭.৯ ভাগ জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল। এ বৎসরে আবহাওয়া ইক্ষু বাড়িবার পক্ষে অনুকূল থাকায় ফসলের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পূর্বাভাষ অনুযায়ী গত বৎসর যথাক্রমে ৩০৩,৯০০ একর এবং ৩০৯,৭০০ একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর মোট ৩১৭,৬০০ একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। গত বৎসরের চূড়ান্ত পূর্বাভাষের তুলনায় এ বৎসর শতকরা ২.৬ ভাগ বেশী জমিতে আখের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

———

সৎসাহসের জন্য সিপাহী পুরস্কৃত

নিউদিল্লী ২০শে সেপ্টেম্বর—তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ব্রহ্মপুত্র নদীবক্ষে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা চেষ্টার পর মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত আগোয়ানপুরের নার্সিং সিপাহী শ্যামসুন্দর একজন বিকৃত মস্তিষ্ক নিমজ্জমান রোগীকে উদ্ধার করিয়াছে। তাহার এই সৎসাহস ও কর্তব্যানুরাগের পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে বি-ই-এম উপাধিতে সম্মানিত করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রোগীটিকে নদীগামী একখানা ভারতীয় হাসপাতাল-জাহাজ যোগে স্থানান্তরিত করা হইতেছিল। ঐ সময় সে তাহার রক্ষীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সুন্দর সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রোগীটিকে উদ্ধার করে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ } ১০ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৪ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ : ৩১শে অক্টোবর ইং ১৯৪৫, বুধবার } ১৩৬-১৪০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ দামোদর স্থান অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ, ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

আপন ও পর বা আত্মীয় ও অনাত্মীয় চেনা দরকার। ভগবান ও ভক্তই জীবের পরমাত্মীয়। বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবকে চিনিয়া যথাযোগ্য তাঁহাদের আদর, সঙ্গ ও সেবা করিলে তাঁহাদের কৃপা লাভ হয়। চিন্ময় ঘটা সেবা না করিলে ভক্ত চেনা যায় না। ভক্তিচক্ষু না হইলে কেহ কৃষ্ণদাসের নিত্য-স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। বৈষ্ণবগণ যখন করুণাবশতঃ আত্মপ্রকাশ করেন, তখন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবের করুণায় আকৃষ্ট হইয়া শরণাগতির ফলে বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন। অতিভাগ্যবান্ ব্যক্তিই বৈষ্ণবের সেবা ও কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না, নতুবা বৈষ্ণব আত্মগোপন করিবার জন্য নানাপ্রকার বঞ্চনা বিস্তার করেন। বৈষ্ণব চিনিবার জন্য অনুক্ষণ শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণে অকপট অন্তর-প্রার্থনা থাকিলে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায় হৃদয় দম্ভহীন ও দৈন্যপূর্ণ হলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-গৌরই সেই হৃদয়ে বৈষ্ণবের স্বরূপ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব শ্রীনিতাই-গৌরকে জানাইয়া দেন এবং শ্রীনিতাই-গৌরও বৈষ্ণবকে চিনাইয়া দেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবতসঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত, ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁ'র প্রেমে হয় বশ॥"

অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করা ছাড়া জীবের অন্য কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণের জীব অনুক্ষণ কৃষ্ণকে লইয়াই থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয় হৃদয়ে স্থান পাইলে আমরা অসুবিধায় পড়িব। সর্কোন্দ্রিয়ে সর্বস্বদ্বারা সর্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনে মনোনিবেশই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিচার কামকে চায়। কাম ও প্রেম এক নহে। যেখানে প্রেম, সেখানে ভোগবুদ্ধি নাই, সেখানে গুরুদর্শন। ভক্তগণ বদ্ধজীবের ন্যায় স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি করেন না; পরন্তু তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদাস ও গুরুদর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চাহেন, অথচ হৃদয়ে দুর্ব্বলতা আছে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতিও সম্পূর্ণভাবে ভোগবুদ্ধি যায় নাই, তাঁহারাও মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথাশ্রবণ করিতে করিতে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিতে পারেন যে, সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে আত্মমঙ্গল হইতে পারে।

দেহাত্মবোধ থাকিতে আত্মসমর্পণ হয় না। দেহাত্মবোধেরই বিস্মৃতি—স্ত্রী-পুত্রের হাঙ্গামা হইতে ছুটি পাইয়া আত্মসুখ বা মনের সুখলাভের জন্য যে ঐহিক-ত্যাগ, তাহা প্রকৃত ত্যাগ নহে। কৃষ্ণভক্তের ত্যাগের বিশেষত্ব আছে। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য প্রাকৃত-বিষয় ত্যাগ করেন এবং অনুকূল বিষ-

যাবৎ আছয়ে ... দেহে আছে

যাঁহারা হরিভজন করিতে আসিয়া আরাম ও আয়াস খুঁজেন, তাঁহারা কখনও অবস্থার হাত হইতে উদ্ধার পান না, পরন্তু অধিকতর অনর্থে পতিত হন। আত্ম-মঙ্গলকামী জীব আত্মমঙ্গলার্থ সাধুগুরুর সহিত সাধনক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক সেবার সুখ ও দুঃখ উভয়কেই অবিদ্যানাশনের পরমোপায় জানিয়া সতত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরমসম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা অনুক্ষণ হরিকথার মধ্যে না থাকিলে শারীরিক বা মানসিক ক্লেশের চিন্তা আসিয়া জীবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। সকল সময়েই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। একমুহূর্ত্তও সাধুর সঙ্গ-ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। সেই ছিদ্র লইয়া দুষ্ট মন বা উহার অধীশ্বরী মায়া বা অসৎবাসনা জীবকে আক্রমণ করিবে। এইজন্য শুকদেব তাঁহার ভক্তগণ সাধুসঙ্গে চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ-ঘণ্টাই হরিনাম করেন।

অধোক্ষজে ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই যাইবার নহে। আমরা অর্থগ্রস্ত, দরিদ্র অর্থাৎ প্রেমধনহীন। প্রেমই অর্থ বা ধন। অর্থ না পাওয়া গেল অনর্থ যাইবে না। ধন বিনা কি দারিদ্র্য ? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস ক'রি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"
(চৈঃ চঃ)

অর্থ, অর্থই বস্তু। তাহাই ... আমরা বর্ত্তমানে অর্থ বা বস্তু পাইতেছি না। তাহা পাইবার জন্য চেষ্টার নাম বিপ্রলম্ভ। যেখানে বিরহ, সেইখানেই জ্বালা বা ব্যগ্র-ব্যাকুলতা। বিরহ না হইলে ভজন হয় না। যেখানে অভাব বোধই নাই, সেখানে যত্নই বা কি করিয়া হইবে ? যাঁহারা মঙ্গল চান, তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবানুসারে ভজন করিবেন। আত্মার স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শ্রীবলদেবের বল লাভ করিয়া দুর্ব্বল জীব-মাত্রেরই সবল হওয়া দরকার। সবল না হইলে কি সেবা করা যায় ? কৃপাবলই সবলতা। এই সবলতাই জীবকে সেবাধিকার দান করে। ইহা দৈহিক বা মানসিক বল নহে। এই বলের নাম চিদ্বল। মহাজনো-পদেশের মধ্যে পাই—

"একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনাম ধনে॥
অতীব দুর্গম আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
ওহে শ্রীগুরুদেব, এ দাসে করুণা।
কর আজি, নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয়॥"

ভোগী বা বৈরাগী কেহই কৃষ্ণভজন করিতে পারে না। ভক্তগণ অনুরাগী। তাঁহারা ভোগত্যাগী ও ত্যাগত্যাগী। তাঁহারা অযুক্ত ভোগীর ন্যায় ভোগপরমত্ত এবং অযুক্ত ত্যাগীর ন্যায় নির্ব্বিশেষী হইয়া চেতনবৃত্তি বিনাশ করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা হরিভজন করিতে চাহেন, তাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। জগতের প্রত্যেক বিষয়কে কৃষ্ণের সহিত

জানিবে ... কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

সম্বন্ধযুক্ত জানিয়া গ্রহণের নামই যুক্তবৈরাগ্য। ইহাই প্রয়োজন। ফল্গু-বৈরাগ্য আমাদের প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণেচ্ছার সহিত যুক্ত হইতে হইবে, নিজের বিন্দুমাত্রও স্বতন্ত্রতা রাখিতে হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় গ্রহণ করিতে চাহে বলিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিবার বিচার বরণ করিতে হইবে না। যথাযোগ্য বিষয় কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিমূলে স্বীকার করিলেই—ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার হইবে। নতুবা হরিসম্বন্ধি বস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ-বিচার কখনই ভক্তিমার্গের বিচার নহে। কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জনই শরণাপত্তির বিচার।

যথাযোগ্য ভোজনের নামই যুক্তবৈরাগ্য। এ 'ভোগ' বলিতে জীবের কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা বুঝায় না। কেবলমাত্র অপরকে বুঝাইবার জন্য এস্থানে 'ভোগ'-শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে ইহা ভোগপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইলেও ইহা ভোগ বা ফল্গুত্যাগ নহে; পরন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল জীবন-যাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

"শ্রীহরিসেবায়, যাহা অনুকূল,
বিষয় বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।"

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

"আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই কি আর কহব?
আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়-সমূহ সকলি মাধব॥"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার প্রতিকূল-বিষয়ে যে বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ বা অসৎসঙ্গবর্জ্জন, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য। শ্রীকৃষ্ণের সহিত অকপটভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইতে না পারিলে যুক্ত-বৈরাগ্য হইতেই পারে না। শরণাগতির অভাব বা স্বতন্ত্রতা থাকিলে যুক্তবৈরাগ্য হইবে না। যিনি মহাসৌভাগ্যবশতঃ সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের স্বতন্ত্রতার সহিত নিজ স্বতন্ত্রতার ঐক্যসাধন করিতে পারেন অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইতে পারেন, তিনি যুক্তবৈরাগ্যকে বরণ করিতে পারেন। যুক্তবৈরাগীরই ভক্তি সুলভ হয়। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্যবিষয় স্বীকাররূপ যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিলে মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আর অধিক বা কম, অযুক্ত ভোগ বা অযুক্ত ত্যাগ—উভয়ই পরমার্থ হইতে পতন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥"

যে পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে স্বীয় ভক্তিনির্ব্বাহ হইতে পারে অর্থাৎ পুরুষ সেই পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিবেন। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য না হইয়া অধিক বা ন্যূন বিষয় স্বীকার করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর, লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"
(চৈঃ চঃ)

গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ঘরে বসি' সদাকাল কৃষ্ণনাম লঞা।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
যথাযোগ্য এই শব্দটীর মর্ম্মার্থ বুঝে লও।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হও॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ-অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপটমার্গ ধরে॥
ভাল খায়, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রি দিন॥
ভাল শয্যা, অট্টালিকা খোঁজে অর্ব্বাচীন।
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন॥
বিষয় স্বীকার করি' কর দেহের রক্ষণ।
সাত্ত্বিক সেবন কর আসববর্জ্জন॥
সর্ব্বভূতে দয়া করি' উচ্চসংকীর্ত্তন কর।
দেবসেবা ছল করি' বিষয় নাহি কর॥
বিষয়েতে রাগদ্বেষ সদা পরিহর।
পরহিংসা কপটতা অনুসনে বৈর॥
কভু নাই কর তাহা যদি মোর বাক্য ধর।
নির্জ্জন সুদৃঢ় ভক্তি কর আলোচন॥
কৃষ্ণসেবার সম্বন্ধে দিন করহ যাপন।
মঠমন্দির দালান বাড়ীর না কর প্রয়াস।
অর্থ থাকে কর ভাই যেমন অভিলাষ॥
অর্থ নাই, তবে মাত্র সাত্ত্বিক সেবা কর।
জলতুলসী দিয়া গিরিধারীকে বক্ষে ধর॥
ভাবেতে কাঁদিয়া বল আমি ত' তোমার।
তব পাদপদ্ম চিত্তে রহুক আমার॥
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দয়া।
অর্থ নাই বৈষ্ণবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া॥
পরিজন পরিকর কৃষ্ণদাসদাসী।
আত্মসম পালনে হইবে মিষ্টভাষী॥
স্মরণকীর্ত্তনসেবা সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত' করিবে যুক্তবৈরাগ্য হইয়া॥"

সিদ্ধান্ত জ্ঞান

চিদ্বিজ্ঞানশক্তি বা সম্বিৎ-শক্তির কৃপায় প্রকাশিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান। ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ না হইলে জীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় না। ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভের দ্বারাই ভজনানুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৈধ ও রাগানুগ সকল ভক্তেরই ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি' এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমজ্ঞান হৈতে॥"

সিদ্ধান্তবিষয়ে আলস্য করিয়া কাহারও ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশাধিকার বা অবস্থান সম্ভব হয় না। ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান না থাকিলে শ্রুতি-স্মৃতি ইত্যাদি শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। সিদ্ধান্তজ্ঞানে অর্থাৎ নিত্যসেব্য কৃষ্ণের স্বরূপ, ভক্তের স্বরূপ ও নিজ স্বরূপবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ভক্তিযাজন হইতে পারে না। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি—শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে পারে না। কারণ, প্রয়োজন-তত্ত্বের স্বরূপবিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধজ্ঞানও শুদ্ধ হয় না এবং সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে অভিধেয়ও যাজিত হয় না। শ্রীবেদব্যাস বেদশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয় বিভক্ত করিয়াছেন।

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রের কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥
অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম' প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্যের উপায়।
অভিধেয় বলি' তাঁরে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
তৈছে ভক্তিফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
দারিদ্র্যনাশ, ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।
প্রেমসুখভোগ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥"

শুদ্ধজীবের প্রাপ্য কৃষ্ণই সম্বন্ধ, প্রাপ্য কৃষ্ণসেবা-সাধনই অভিধেয় ধর্ম্মার্থকাম-ভোগ ও ভোগরহিত মোক্ষ—এই চারিটী পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদারূপ একমাত্র প্রাপ্য কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। ভক্তিপথাশ্রিত ব্যক্তিগণ বেদশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া এই ত্রিবিধ সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের সহিত নিজ অপ্রাকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করত একমাত্র অভিধেয় কৃষ্ণসেবনরূপ ভক্তি-অনুষ্ঠান করিয়া বা ভক্তিযাজন করিয়া ফলস্বরূপ একমাত্র চরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা বেদের এই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া চরমে অমঙ্গল লাভ করেন। ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ বেদশাস্ত্রের প্রকৃত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমবশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকেই বেদের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিয়া কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান বেদোদ্দিষ্ট অভিধেয় জানিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ও প্রয়োজনসিদ্ধিতে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফল লাভ করেন। আবার ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপনকেই বেদোদ্দিষ্ট সম্বন্ধ ভ্রম করিয়া জ্ঞানানুশীলনরূপ অভিধেয় অবলম্বন করত চরমে নিজের সত্তা পর্য্যন্ত ধ্বংস করিয়া বসেন। নিখিল ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানের অভাবের জন্য কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া কর্ম্মজ্ঞান-শাখার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বিপথে চালিত হয়; কিন্তু ভক্তিসিদ্ধান্তবিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যে বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানশাখাদ্বয়ের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারা যায়।

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় ও কৃষ্ণপ্রেমাই প্রয়োজন—এই তিন উপলব্ধিই ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানলাভ। শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের কৃপায় এই সিদ্ধান্ত-জ্ঞান লাভ হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু

সম্বন্ধতত্ত্বাচার্য্য, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু অভিধেয়াচার্য্য ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য। এই আচার্য্যত্রয় জীবকে সম্বন্ধরূপ 'কৃষ্ণ', অভিধেয়-রূপ 'কৃষ্ণ-ভক্তি' ও প্রয়োজনরূপ 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রদান করিবার জন্যই ইহজগতে কখনও স্ববিগ্রহে আবার কখনও নিজের অভিন্ন বিগ্রহে নিত্য-কাল প্রকট থাকেন। শ্রীরূপানুগপ্রবর আচার্য্যগণ সকলেই এই আচার্য্যত্রয়ের অভিন্নতত্ত্ব—সকলেই সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য। তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনপ্রদাতা। এই গুরুবর্গের কৃপায় জীবের হৃদয় নির্ম্মল শুদ্ধ-সত্ত্ব হইলে সেই হৃদয়ে অপ্রাকৃত ভক্তি-সিদ্ধান্ত নিজের বাস্তবস্বরূপ প্রকাশ করেন। শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত জীবই হৃদয়ে তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব লাভ করেন। প্রাকৃত বুদ্ধিমত্তা পাণ্ডিত্য, চিন্তাশক্তি বা মেধাশক্তি সিদ্ধান্তজ্ঞানলাভের বা তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ উপলব্ধি সম্বন্ধে কারণরূপ নহে। তত্ত্ববস্তু যখন স্বীয় কৃপাশক্তি বিস্তার করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত হন, তখনই প্রাকৃত পাণ্ডিত্যসম্পন্ন বা পাণ্ডিত্যহীন যে কোন সৌভাগ্যবান্ জীব নিজ নির্ম্মল হৃদয়ে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আত্মনিবেদন-মূলা অকপট হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবন-প্রবৃত্তির নামই এই সৌভাগ্য। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—"গুরুবৈষ্ণব-সেবা করিলেই নিরপরাধে হরিনামগ্রহণে রুচি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববিচার বা সিদ্ধান্তশ্রবণে শ্রদ্ধা ও রুচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। যাঁহার যতটা শরণাগতি ও আত্মনিবেদন হইবে, তিনি ততটা সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন।"

যৎকিঞ্চিৎ

———

তত্ত্ববস্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। তত্ত্বানুসন্ধান বা তত্ত্বালোচনা অর্থে কৃষ্ণানুসন্ধান বা কৃষ্ণালোচনা। তত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলে ভক্তিপথে বিচার-বিভ্রান্তি আসিয়া যায়, তজ্জন্য সাধক অনেক সময় কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী হইয়া পড়ে। আবার অনেক সময় ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া অধঃপতিত হয়।

দেহমনের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে তত্ত্ববিষয়ক কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না। সর্ব্বাগ্রে আত্মবস্তু কি, তাঁহার কৃত্য কি প্রভৃতি চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাওয়া দরকার। এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছিতে পারিলে দেহ-মনঃসম্বন্ধীয় বিচার-গুলি ক্রমশঃ চিত্তের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলে। তখন আর তৎপ্রতিকূলে কোন কথা হৃদয়ে স্থান পায় না। তখন কেহ প্রকৃত মঙ্গলের কথা শুনাইতে আসিলেও তাহার মধ্যে নিজ দেহমনঃ-সম্বন্ধীয় কোন সুখ আছে কিনা সর্ব্বপ্রথমে তাহাই বিচার্য্য হয়।

তত্ত্বকথা বিশেষভাবে আলোচিত না হইলে অনাত্মাভিমান যায় না, কৃষ্ণাভিনিবেশ আসে না। ভগবান্ ও ভক্ত এ জগতে অবতীর্ণ হইয়া যে হরিভজনের আদর্শ প্রদর্শন করেন, যে শিক্ষাবৈশিষ্ট্য প্রকট করেন, তদনুসারে প্রকৃত মঙ্গলেচ্ছুর জীবন গঠিত না হইলে—তাঁহাদিগকে একমাত্র শরণ্য বরেণ্য বলিয়া বিচার না হইলে ভক্তিপথে স্থির থাকা যায় না। তাঁহারা কি বস্তু, কেনই বা আসিয়াছেন, তাঁহাদের বিতরিত শিক্ষা ও আদর্শ কতটুকু আমি নিজ জীবনে গ্রহণ করিলাম—এসকল বিষয় অনুসন্ধান বা আলোচনা হওয়া উচিত।

নিত্যমঙ্গলের কথা শ্রবণ করিবার জন্য ধৈর্য্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। অস্থির-সিদ্ধান্তে মত্ত হইয়া গেলে হৃদয়ে তত্ত্ববিষয়ক কোনপ্রকার স্ফূর্ত্তি হয় না। চঞ্চল বা অস্থির হইলে তত্ত্বানুসন্ধান হয় না। কারণ অস্থিরতার ভূমিতে ভক্তিতত্ত্বের বীজ উপ্ত হয় না। ধৈর্য্য ও রুচির অভাব—তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে ভাল লাগে না। অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকায় অধোক্ষজ অপ্রাকৃত বস্তুতে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তির কথা প্রথমে রসহীন বোধ হইলেও তাহা সাধুগুরুর মুখে শ্রবণ করিতে করিতে যখন অবিদ্যা ম্লান হইয়া পড়ে, তখন তত্ত্বকথাশ্রবণে ক্রমশঃ রুচি হয়।

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণই তত্ত্বালোচনা। অপ্রাকৃত বস্তু সেবোন্মুখ জীবের প্রথমেই শ্রুতিগোচর হন। অপ্রাকৃতবস্তুকে প্রাকৃত বুদ্ধি, মেধা বা পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা জানা যায় না। অপ্রাকৃতবস্তুকে কেহ জানিয়া লইতে পারেন না। অপ্রাকৃতবস্তু নিজেই নিজেকে জানান—প্রকাশ করেন যদি সেবোন্মুখতা ও শরণাগতি দেখেন। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর'—এই বাক্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে—যিনি প্রাকৃত বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুকে বুঝিবার বা জানিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই শ্রদ্ধাবান্ ও শরণাগত। প্রাকৃত চিন্তা চিরকাল অত্যন্ত যত্নের সহিত পরিচালিত হইলেও তাহা কখনও চিদ্বস্তু স্পর্শ বা চিদ্বিষয়ে কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে না। অশরণাগতজন প্রাকৃত বুদ্ধি-দ্বারা অপ্রাকৃত বস্তুবিষয়ে সকলপ্রকার প্রয়াস করিয়াও বিফলমনোরথ হয়।

বদ্ধজীবের শরীর জড়ময়, শরীরের সমস্ত ক্রিয়া জড়ময়। কিন্তু জীব বস্তুতঃ জড়ময় নহে। জীব অণুপদার্থ হইলেও চিন্ময়, সনাতন এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিরূপ ধর্ম্মও সনাতন। জড়ধর্ম্মরহিত শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুর সান্নিধ্যলাভ অসম্ভব নহে, ইহাই বাস্তব ও একমাত্র সত্য। শুদ্ধজীবের তত্ত্ববস্তুর জ্ঞানলাভ করা কঠিন নহে। তাঁহারা তত্ত্ববস্তুর কেবল জ্ঞানলাভ করেন না, পরন্তু শুদ্ধজীব নিজ চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা তত্ত্ববস্তুর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়া থাকেন।

জড়চিন্তা ও জড়বন্ধন হইতে অনুভব-শক্তিকে মুক্ত করিবার একমাত্র উপায় চিদনুশীলন। হৃদয়ে যত চিদনুশীলন বৃদ্ধি হয়, ততই জড় হইতে বৈলক্ষণ্য ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-বিমুখতাই অপ্রাকৃততত্ত্বানুভূতি-বিস্মরণ হইবার একমাত্র কারণ। আর কৃষ্ণোন্মুখতা অনুক্ষণ কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃষ্ণানুশীলনই কৃষ্ণসাক্ষাৎ-কারলাভের একমাত্র উপায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামানুশীলনই চিদনুশীলন। বিষয় প্রত্যেক জন্মেই পাওয়া যায়, কিন্তু নিঃশ্রেয়স্ লাভ মনুষ্যজন্ম ব্যতীত হয় না। নিঃশ্রেয়স্ অর্থে ভগবদনুগ্রহ, ভগবৎকৃপা। এই নিঃশ্রেয়সই নিত্যমঙ্গলের জননী। অচেতন বস্তু শব্দশ্রবণ বা শব্দ-ব্রহ্মের আবাহন করিতে পারে না। কিন্তু চেতনবস্তু চেতনের বৃত্তিদ্বারা 'শব্দব্রহ্মের শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারে। শব্দব্রহ্মের শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গললাভ হয়। যাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে জীবের সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষটী পাইবার সৌভাগ্য একমাত্র মনুষ্যজন্মেই হইয়া থাকে, তাহাই নিঃশ্রেয়স্ বা হরিভজন।

জীব স্বরূপতঃ সেবক। সে নিজেকে ভোক্তৃ ও কর্ত্তৃ-অভিমান যখন করে, তখনই তাহার বদ্ধাবস্থা। পুরুষাভিমান, কাহারও ভোক্তা, কাহারও সেবা, কাহারও পালক এই সমস্ত অভিমানই প্রাকৃত অভিমান। যখন আমাদের চেতন বহির্জ্জগতের বিষয়-ভোগে প্রমত্ত থাকে, তখন তাহাকে মন বলে। এই মনই জড়ের ভোক্তা। আত্মার সুপ্তাবস্থায় মন জাগ্রত থাকিয়া কর্ত্তৃত্বাভি-মানে বিষয়ভোগ করে। সাধুগুরুকৃপায় যখন আমাদের আত্মা জাগ্রত হয় অর্থাৎ আমাদের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়, তখনই আমরা কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত হই, তখন স্থূল-সূক্ষ্মদেহস্মৃতি শিথিল হইয়া পড়ে। তখন মনের আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া ভোগ করিবার বৃত্তি অপসারিত হইয়া যায়। তখনই জাগতিক কর্ত্তৃত্বাভিমানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিজেকে কৃষ্ণদাস ও জাগতিক সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য হয়। সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে আমরা জানিতে পারি যে, বৈকুণ্ঠে জাগতিক হেয়তা বা অবরতা নাই এবং এজগতেও বৈকুণ্ঠপ্রতীতি নাই। এখানে সাধুর সঙ্গ অতি অল্প। তাঁহারাই বৈকুণ্ঠজ্ঞানপ্রদাতা। তাঁহাদের প্রকৃত সঙ্গ হইলেই আমরা জড় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উপাসক হইতে পারি। যখন আমরা মনে করি যে, আমরা বদ্ধজীব, তখনই স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দুইটী দেহের কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু এই দেহদ্বয় অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। ইহারা আত্মা নহে। মন জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে জড়-ভোক্তা। আত্মার জড়েন্দ্রিয় নাই। আত্মা চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী কৃষ্ণদাস।

জীব তটস্থধর্ম্মবিশিষ্ট। স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে বৈকুণ্ঠধামে কৃষ্ণসেবাপ্রসাদলাভের যোগ্যতাও তাহার আছে আবার মায়াশক্তির ভোক্তাভিমানে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে শুভাশুভ কর্ম্মের নাগরদোলায় কখনও স্বর্গে, কখনও নরকে ভ্রমণ করিবার অধিকারও তাহার আছে। জীব বদ্ধাবস্থায় স্বরূপশক্তির আশ্রিতাভিমানী। বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা এক নহে। মুক্তাবস্থা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। এই কৃষ্ণানুশীলনকারী ভক্তই প্রকৃত মুক্ত এবং ভক্তিই প্রকৃত মুক্তি। ভক্তের কোন মায়া-বন্ধন থাকে না। এজগতের কোন বস্তুর সহিত ভক্তের সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সম্বন্ধ একমাত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সহিত।

এজগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। এখানে সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই নামান্তরমাত্র। এজগতে যে ক্ষণিক সুখের আভাস দেখা যায়, তাহা দুঃখেরই অগ্রদূত এই ক্ষণিক সুখাভাসের পশ্চাতে মহাদুঃখ বর্ত্তমান।

ভক্ত কখনও গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসান না। তিনি জাগতিক কনক-কামিনী-লোলুপ নহেন। তিনি লোকের প্রশংসা বা নিন্দায় বিচলিত হন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত। ভগবৎসেবা-প্রতিষ্ঠিত জীবকে কেহ বিচলিত বা পদচ্যুত করিতে পারে না। কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কার্য্য থাকে না। যেকাল পর্য্যন্ত দেহমনের কিঞ্চিন্মাত্র স্মৃতি থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণস্মৃতি হয় না। সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে, চিন্ময়নে, সেবোন্মুখ জিহ্বায়, শ্রবণোন্মুখ কর্ণে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছামূলক ইন্দ্রিয়গণে অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। বহির্ম্মুখ অবস্থায় কৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ ১৩ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৭ই কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৩রা নভেম্বর ইং ১৯৪৫, শনিবার ১৪১-১৭৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দামোদর অনায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ, ৪৫৯

উপদেশ

——::(::*::)::——

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় উপদেষ্টা আর কেহ হন নাই এবং শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মও কুত্রাপি নাই, ইহা সজ্জনসম্মত মত। মূলে নিত্যধর্ম্ম এক বই দুই নয়। তবে ধর্ম্ম বহুবিধ হইল কেন? উত্তর এই যে, শুদ্ধাবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনও দেশভেদে পৃথক্ হয় না। সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। নিরুপাধিক অবস্থায় সকল জীবেরই এক নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু এই নিত্যধর্ম্ম জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং সেই ধর্ম্মের নামই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাসার পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। শ্রদ্ধা-সহকারে বিশেষ মনোযোগের সহিত আলোচনা করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন ;
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম – তিন মহাধন ॥
গৌণ-মুখ্য-বৃত্তি কিম্বা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে ॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট শিক্ষা দশটী তত্ত্বে নিম্নলিখিত শ্লোকাকারে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"আম্নায় প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্বিভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥"

১। আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ।
২। কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব।
৩। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।
৪। তিনি অখিলরসামৃতসমুদ্র।
৫। জীবসকল হরির বিভিন্নাংশতত্ত্ব।
৬। তটস্থ-গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধ-দশায় প্রকৃতি কর্ত্তৃক কবলিত।
৭। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীবসকল মুক্ত-দশায় প্রকৃতি হইতে মুক্ত।
৮। জীব-জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ।
৯। শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন।
১০। শুদ্ধকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

জীব এজগতের কোন অনিত্যবস্তু নহে। আমি দেহ বা মন নহি, আমি আত্মা বা জীব। জীব বলিতে যাহার জীবন আছে অর্থাৎ চেতনতা আছে। আমি সেই চেতনবস্তু। আমার ন্যায় এরূপ অসংখ্য চেতন আছে। তাহারা আমার ন্যায় অসংখ্য জীব। চেতন-গুলি নিজ নিজ কর্ম্মফলে নানারকমের পোষাক পরিয়া নানা আকার বা রূপ ধারণ করিয়াছে। তন্মধ্যে কেহ নররূপী, কেহ পশুরূপী, কেহ পক্ষীরূপী কেহ বা বৃক্ষরূপী এবং অন্যান্য কেহ আকারধারী। এই পোষাকধারিগণ সকলেই পূর্ণমন্দচেতন, ইহারা যেন এক একজন কয়েদী। যে যেরূপ অন্যায় করিয়াছে, তাহাকে সেই শ্রেণীর কয়েদী করিয়া এই সংসারকারাগারে রাখা হইয়াছে।

এই চেতনগুলি পরমচেতন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পরমচেতনই এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চেতনের মালিক। যেমন অগ্নিকুণ্ড হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বা কণা বাহির হয়, যেমন অতিবৃহৎ এক সূর্য্য হইতে অসংখ্য কিরণকণা প্রকাশিত হয়, অসংখ্য অণুচেতন জীবও সেইরূপ পরমচেতন বা বিভুচেতন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রচেতনগুলি পরম-চেতনের শক্তি, আর পরমচেতন শক্তিমান্। তিনি প্রভু, আর এই ক্ষুদ্রচেতনগণ তাঁহার ভৃত্য। সেই পরমচেতন অনুক্ষণ সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। সবচেয়ে বড় বলিয়া তিনি পরমব্রহ্ম। এই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। জীব যখন এই সম্বন্ধ ভুলিয়া যায়, তখনই সে ভোগবাসনা বা মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ায় কৃষ্ণকে আর দেখিতে পায় না। তখন সেই মায়াক্রান্ত জীবের এমন অবস্থা হয় যে, সে যে চেতনবস্তু তাহাও একেবারে ভুলিয়া যায় এবং পোষাক বা দেহটাকে 'আমি' অর্থাৎ চেতন বলিয়া ভুল করে ও দেহের সুখের জন্যই তখন ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভোগের ফলে যখন সে সংসারে ক্লেশ পায়, তখন সে আবার ভোগের পথ ছাড়িয়া ত্যাগের পথকেই বরণ করে। কিন্তু ভোগ বা ত্যাগ কোনটিই জীবের প্রকৃত স্বভাব নাই, তাহা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। ভোগ যদি জীবের স্বভাবগতই হইত, তবে ভোগের পশ্চাতে এত কষ্ট থাকিত না। স্বভাব বা স্বাস্থ্যে কোন ক্লেশ নাই। ত্যাগটাও জীবের পক্ষে অস্বাভাবিক। তাহাও কৃত্রিমভাবে চেষ্টা করিয়া আরম্ভ করিতে হয় এবং বেশীদিন থাকে না। সুতরাং ভোগ ও ত্যাগের পথ ছাড়িয়া জীবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসম্বন্ধ স্থির করিয়া চেতনের স্বভাবের পথে চলা দরকার। শ্রীকৃষ্ণই সকল চেতনের একমাত্র মালিক। তাঁহার সমান বা তাঁহার অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই। তিনি এক—তিনি সমস্ত শক্তির একমাত্র আধার—সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি সমস্ত রসের মূল আকর বা খনি। তিনি রসময়। এজগতে যে রস ও প্রীতি দেখা যায়, তাহা অনিত্য ও হেয়। এখানকার স্বামী-স্ত্রী মরিয়া যায়—পরস্পরের মধ্যে অমিল অপ্রীতি হয়—বিশ্বাসঘাতকতা হয়। এখানকার পিতাপুত্র কালচক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এখানকার বন্ধু-বন্ধুতে অপ্রীতি হয়, বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, বন্ধু শত্রু হয়। এখানকার প্রভুভৃত্য কেবল টাকার সম্বন্ধ। সেইজন্য এখানকার সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের মধ্যে যে পরস্পর রস ও প্রীতি, তাহা অস্থায়ী বা প্রীতির আভাসমাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত বা প্রকাশিত হইলে তখন চেতনের স্বভাবে যে রস বা প্রীতি প্রকাশ পায়, তাহা এইরূপ হেয়, বিকৃত ও অস্থায়ী নয়, তাহা নিত্য ও পরম-সুখময়। সেই রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। জীব যখন কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, তখনই জীবের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যরূপ ও রুচি হইতে নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও মতের সৃষ্টি হয়, কিন্তু জীব যখন নিজেকে সত্য সত্য জানিতে পারে, তখন তাহার স্বভাবের ধর্ম্ম এক। কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তিই সেই ধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ বিভুচেতন ও স্বরূপশক্তিমান্, সুতরাং তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি একই সময় বহুস্থানে থাকিতে পারেন, সর্ব্বস্থানে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতে পারেন। তাঁহার সবই চেতন। তিনি যেখানে থাকেন, তাহাও চেতনের দেশ। সেই পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য ক্ষুদ্র চেতনের যে স্বাভাবিকী সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা, তাহারই নাম সেবা বা ভক্তি। এই সেবা চেষ্টা যখন শাসন বা শাস্তির ভয়ে, নরকের ভয়ে বা কৃতজ্ঞতার খাতিরে না হইয়া কোন স্বাভাবিক প্রীতি-ভালবাসা, অনুরাগ ও রুচির সহিত নিরন্তর হৃদয় হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকাশিত হয়, শত শত বাধাবিঘ্ন আসিলেও প্রতিহত হয় না, তখন তাহা প্রীতি। এই প্রীতির অপর নাম প্রেম। এই সেবার ফল পুণ্য বা ভোগ নয়, সেবার ফল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এমন কি, মুক্তিও নয়, সেবার ফল প্রীতি। সেইজন্য শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের নিকট অর্থ, লোকজন, বিদ্যা, এমনকি, সংসারের অশান্তি বা জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে নিবৃত্তি পর্য্যন্ত চান না। শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে সুখ হয়, এরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করেন, শ্রীভগবানের সুখেই নিজের সুখ মনে করেন। যখন আমাদের অন্তরে সেবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত সকল সময় জাগরূক থাকে, তখনই তাহাকে ভক্তি বলা হয়, আর ইহা আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইলে তাহাকে প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোথায়ও এই প্রেম হইতে পারে না।

কৃষ্ণভজনের কথা জীব নিজে নিজে জানিতে বা বুঝিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ কি ভালবাসেন, কিসে তাঁহার সুখ হয়, তিনি কোথায় কাহার সঙ্গে থাকেন—এসকল কথা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্ত জানাইয়া না দিলে জীব জানিতে পারে না। এই জন্যই ভগবান্ দ্বাপরযুগে দয়া করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভজনের কথা জানাইলেন; কিন্তু হতভাগ্য জীব তাহা বুঝিতে পারিল না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই আবার কলিযুগে কৃষ্ণভক্তের বেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করিয়া জীবকে কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণপ্রেমের কথা জানাইলেন।

হরিকীর্ত্তনই কৃষ্ণপ্রেমলাভের প্রকৃত ও একমাত্র উপায়; শুধু উপায় নয়, শ্রীহরিকীর্ত্তনই সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেম। আমরা যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃই তাঁহার কথা বলিতে চায়, তাঁহার ভাবনা ভাবিতে চায়। আমাদের অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু যদি আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তবে সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই কথা বলি এবং আনমনা হইয়া তাঁহারই কথা ভাবি। আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু যখন কোন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত আমাদের হৃদয়ে আমাদের নিত্য প্রাণপ্রভুর কথা জানাইয়া দেন, তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভব করিয়া সর্ব্বদা পাগলপারা হইয়া তাঁহাকে কেবল ডাকিতে থাকি, তাঁহার কথা বলিতে থাকি, তাঁহার ভাবনা ভাবিতে থাকি। যতই তাঁহার কথা বলি, ততই তাঁহার ভাবনা চিত্তকে পাইয়া বসে; তখন তিনি আমাদের একান্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদের চক্ষুর অন্তরালে আছেন। তাই আমরা এখন তাঁহাকে চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার কথা যখন তাঁহার একান্ত ভক্ত আমাদের নিকট বলেন, তখন সেই শব্দের মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চিত্ত সরল থাকিলে সে সৌভাগ্য আমাদের হয় না। অপরাধ থাকিলে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ বা দর্শন হয় না। সুতরাং সাধুগুরুর নিকট কৃপাভিক্ষামুখে কাতর বিলাপ ব্যতীত কৃষ্ণকৃপালাভের অন্য উপায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাসাভিমানে তাঁহাদের সুখের জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবা করিলে মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। সেব্যের সুখ-চিন্তা না থাকিলে সেবা হয় না। আগে সেব্যের চিন্তা, পরে সেবা। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি।" সেবকের হৃদয়ে অনুক্ষণ সেব্যের স্মৃতি থাকে। যেখানে প্রীতি, সেখানে স্মৃতি থাকিবেই। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীগুরুরূপে এজগতে প্রকটিত আছেন। আমরা বর্ত্তমানে এখানে শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে পাইতেছি না, শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া আমাদিগকে শ্রীভগবানের সন্ধান দিতেছেন। তাঁহার কৃপা হইলে অনায়াসে ভগবৎসাক্ষাৎকার হইতে পারে। গুরুকৃপার আভাসেই সংসার-নিবৃত্তি বা চিত্তস্থির হইয়া থাকে। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ গুরুর সুখে কৃষ্ণের সুখ হয় জানিয়া গুরুকৃপালাভের জন্য তচ্চরণে কায়মনোবাক্যে শরণাগত থাকেন। তাঁহারা জানেন, কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইলে কার্ষ্ণানুশীলন আবশ্যক, নতুবা কৃষ্ণানুশীলন হয় না। কৃষ্ণানুশীলন বা কার্ষ্ণানুশীলন প্রীতির সহিত বা অনুকূলভাবে হইলেই প্রেমোদয় হইয়া থাকে। যাহারা সাধুগুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি বা প্রাকৃতবিচার করে এবং তাঁহাদিগকে মাপিয়া লইতে চায়, তাহারা কখনও কৃষ্ণানুশীলন করিতে পারে না। মাপিয়া লওয়ার অর্থ ভোগ করা। শ্রীগুরু-কৃষ্ণ আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন। তাঁহারা আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা ও নিত্যসেব্য বিভুবস্তু। অনুগত ব্যক্তি তাঁহাদের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন। যাঁহারা প্রাকৃত বিচার লইয়া নিজবুদ্ধিবলে অতীন্দ্রিয়বস্তু শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে ধারণা করিতে যান, তাঁহারা অতীন্দ্রিয় মন্দিরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বঞ্চিত হন। আমাদের ভোগোন্মুখ চক্ষুদ্বারা অধোক্ষজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে দেখিয়া লইতে পারা যায় না। এই জড়চক্ষু ভজনীয় বস্তু ও ভজনের স্থান দর্শনের প্রতিবন্ধক। যাঁহারা পঞ্চপ্রস্তাবে সেবা চান, তাঁহারা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেব্যকে মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি যেন ছাড়িয়া দেন এবং অনুগত হইয়া অনুক্ষণ কৃপার প্রতীক্ষা করেন।

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম

——::(::※::)::——

সাধারণ সঙ্কীর্ণ অর্থে—'স্বধর্ম্ম' বলিতে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করে। উচ্ছৃঙ্খল বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ মানবগণের স্বভাব ও অধিকার বিচারপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্য মানবকুল স্বভাবতঃ চারিপ্রকার। তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগতে অবস্থান করেন, তাহাও চারিপ্রকার। স্বভাব অনুসারেই বর্ণধর্ম্ম এবং অবস্থান অনুসারে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হয়। যাহারা এই চারিবিধ স্বভাব ও অবস্থানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিশৃঙ্খল বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত এবং তজ্জন্য অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও পাষণ্ডধর্ম্ম-প্রিয়, তাহারাই অন্ত্যজ ও নিরাশ্রমী। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থা উক্ত চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

সাধারণ জীব যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া অন্তর্জগতের ভাব পরিত্যাগ করত পশুত্বের দিকে চলিয়া না যায়, তজ্জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা স্ব-স্ব স্বভাবোচিত স্বধর্ম্মের ব্যবস্থা। আবার ঐ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইলেও যদি তাহাতে হরিভজনের অভাব থাকে তবে তাহার কোন মূল্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

সুতরাং শাস্ত্রোক্তি হইতে দেখা যায় যে, কেবল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান মানুষকে রৌরবগমন হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা। এইরূপ কর্ম্মাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ
পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ নিষ্কাম ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগ-বিচারে কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট ও সম্যক্ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইলেও বদ্ধজীবের পক্ষে স্বধর্ম্মই ভাল। আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম ভাল নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও মঙ্গলজনক। কেন না, অপর বদ্ধজীবের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম, অন্য বদ্ধজীবের স্বভাবের উপযোগী হইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিক্ষাবৃত্তিতে হিংসার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধাদি কার্য্য হিংসাযুক্ত। কোনও ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধকার্য্য বাদ দিয়া ভগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামের চেষ্টার প্রতিকূলে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অনুসরণ করিতে যান, তবে সেই ব্যক্তি অলস, বেশোপজীবী, ভণ্ড হইয়া পড়িবে। লোক স্বভাবোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমাজে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। শূদ্রস্বভাব ব্যক্তি কেবল শৌক্র-পারম্পর্য্যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করাতে লোভী, কুকর্ম্মরত, বেদনাকোপজীবী হইয়া লোক-বঞ্চনা করিতেছে। আবার শূদ্রস্বভাব-ব্যক্তিগণ পরমহংসবৈষ্ণব সাজিতে গিয়া সমাজে নানাবিধ ব্যভিচার ও কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কলির ভবিষ্যাচার-বর্ণনপ্রসঙ্গে এইরূপ বেশোপজীবী বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ গোস্বামি মহারাজ বলিয়াছেন,—

বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ
পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাখণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ।
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ
পৃথক্॥

ধর্ম্মজ্ঞব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্ম এই পাঁচটী অধর্ম্মশাখাকে অধর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ-বস্তুজ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মবোধে কৃত হইলেও যাহা স্বধর্ম্মের পরিপন্থী হয়, তাহার নাম 'বিধর্ম্ম'। অন্যের উপদিষ্ট অপরের অধিকারোচিত ধর্ম্ম পরধর্ম্ম; দম্ভযুক্ত ধর্ম্ম—পাষণ্ডধর্ম্ম। নিজেকে ধার্ম্মিক জ্ঞাপন করিবার জন্য জটা-ভস্মাদি ধারণযুক্ত ধর্ম্ম 'উপধর্ম্ম'। যাহা শব্দমাত্রে কেবল ধর্ম্মশব্দ ধারণ করে, তাহার নাম

'ছল-ধর্ম্ম'। যেমন, "গোদান কর্ত্তব্য" এই বিধিবাক্য শুনিয়া কেহ যদি মুমূর্ষু অথবা অকর্ম্মণ্য গো-দান করেন এবং উহার দ্বারা বিধি পালিত হইল বলিয়া মনে করেন, তবে তাহাকে ছলধর্ম্ম বলে। অথবা "দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ" অর্থাৎ দশটী ব্রাহ্মণের ন্যূন ভোজন করাইবে না—এই বহুব্রীহি সমাসের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দশের ন্যূন নয় বা আটজনকে ভোজন করাইবে, কিন্তু একাদশজনকে ভোজন করাইবে না। তৎপুরুষ সমাস করিয়া—এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, তবে সেইরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মযাজনকে 'উপধা' বা 'ছলধর্ম্ম' বলা যায়। নিজ মনের খেয়াল অনুসারে কল্পিত দেবতাপূজাদি "ধর্ম্মাভাস"। ইহারা সকলই নিষিদ্ধ অধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সকল নিষিদ্ধ অধর্ম্মের প্রতিই বদ্ধজীবের স্বাভাবিক গতি। বদ্ধজীব ধর্ম্মযাজন করিতে গিয়া কোথায় কি প্রকারে দেবতার সঙ্গেও কপটতা, দোকানদারী প্রভৃতি করিতে পারেন, তজ্জন্যই ব্যস্ত। দেবতাপূজায় দশহাত কাপড়ের ব্যবস্থা থাকিলেও কোন প্রকারে একটি কম মূল্যের একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র বা একখানি গামছা দ্বারাই বিধিটী পালন করিতে ব্যস্ত। এইরূপ অধিকারোচিত ব্যক্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হইয়া নিষিদ্ধ ধর্ম্মযাজনে প্রয়াসী। ঐ সকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন—"অধিকার-বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততাসহকারে উচ্চাধিকার লাভ না হইয়াও সেই অধিকারোচিত কার্য্যাচরণ করিতে থাকেন। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ "জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেকস্থলে দৃষ্টি করা যায় ভাক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মপ্রবর্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রাহ্মবাদিদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিতকর। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতে যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশ-কার্য্যবিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্মবিরুদ্ধ। মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশতি ধর্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে ও পুরাণসমূহে এই সকল জগন্নাশ-কার্য্য হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু বিধি লিপিবদ্ধ আছে; ধার্ম্মিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলেরই যত্ন করা উচিত। ত্রৈবর্গিক ধর্ম অনিত্য কর্মকাণ্ডময়, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়, তাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধব মহারাজকে বলিয়াছেন,—

"ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং
বিন্দতে দৃঢ়াম্॥"

যিনি একমাত্র আমার প্রতি অনন্য ভজনপরায়ণ ও সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে স্থিত আমার প্রতিই আসক্ত হইয়া অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনবর্গের বা জীবমাত্রের স্থূললিঙ্গাদি দেহে আসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্মের দ্বারা নিত্যকাল নিষ্কপটে আমার ভজনা করেন, তিনি আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং
মোপযাতি সঃ॥
ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন
চিরাৎ সমুপৈতি মাম্॥
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৮।৪৫-৪৭)

হে উদ্ধব, সেই স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি অচলা ভক্তিসহকারে সর্ব্বলোকমহেশ্বর এবং নিখিল সৃষ্টিস্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, বৈকুণ্ঠনিবাসী পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ইতরবিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি আমার গতি অবগত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমি স্বধর্ম্মনিরত অনন্যভাক্ ভক্তকে সাষ্টি লক্ষণা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। বর্ণাশ্রমাচারবিশিষ্ট পুরুষগণের ইহাই আচার-লক্ষণ ধর্ম্ম। ইহাই ভক্তিযুক্ত হইলে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন নহে। উন্নতজীবস্বরূপ আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বাণমুক্তি বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজনলভ্য সালোক্যাদি মুক্তি স্পৃহা করেন না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে কৃষ্ণ বশীভূত হয়, এই জন্যই রায়-রামানন্দ-সংবাদে "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি"কে "এহো বাহ্য" বলা হইয়াছে।

এমন কি, বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিষ্ণুভক্তিময় স্বধর্ম্মাচরণের দৃষ্টান্ত সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিযুক্ত বর্ণাশ্রম পালন করেন বলিয়া গর্ব্বাবাজী করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই অদৈব সমাজের অধীন, তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তিযাজন কেবল লোক দেখান কপটতামাত্র। শ্রীভাগবতোক্ত বা বিষ্ণুপুরাণোক্ত বিধিমার্গের অধীন নহেন।

স্বভাবোচিত ধর্মই 'স্বধর্ম' এবং পরস্বভাবযোগ্য ধর্মই 'পরধর্ম'। সুতরাং স্বভাব সর্ব্বদাই যে কোন জাতি-কুল অপেক্ষা করিবে, তাহা নহে। যেমন পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের প্রবৃত্তিতে জাতি-কুলজাত স্বধর্ম্মযাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পরশুরাম ভৃগু-বংশীয় মহর্ষি জামদগ্নির ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেও ক্ষাত্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষাত্রস্বভাবযুক্ত পরশুরামকে ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা না করিয়া অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাব-বিরুদ্ধধর্ম্মানুসারে পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রেও স্বধর্ম্মযাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র কুশবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ গাধির পুত্র। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলজাত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণস্বভাব লাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার স্বভাবোচিত ধর্মই তাঁহাকে ব্রাহ্মণযোগ্য তপস্যাদিতে নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তপস্যাচরণ-প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিলেও অনন্যভাক্ হইয়া হরিভজন করেন নাই বলিয়া পুষ্করতীর্থে মেনকা-দর্শনে কামবিমূঢ় হইয়াছিলেন। অতএব উপাধিক স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। সুতরাং অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তি জীবের স্বভাবগত বৃত্তি বা স্বরূপধর্ম্ম। উহা কোন কালেই উপাধিক পরধর্ম্মের ন্যায় "ভয়াবহ" বা অনিষ্টজনক নহে। উহা জীবমাত্রেরই স্বভাবোচিত ধর্ম্ম বলিয়া একমাত্র যথার্থ "স্বধর্ম্ম" আখ্যায় আখ্যাত হইবার যোগ্য এবং উহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া পরধর্ম পরবাচ্য হইতেও পারে। এইস্থানে পরশব্দে অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম নহে, পরন্তু স্বভাবোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জীকৃত সুকৃতির ফলে নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তপরায়ণ সাধুর দর্শন-লাভ ও তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে জীবহৃদয়ে নির্গুণ ভক্তি লাভের স্পৃহা বলবতী হয়। সুতরাং সেইসময় সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর উপাধিক স্বধর্ম পরিত্যাগে কোনই আপত্তি থাকে না। কারণ উপাধিক স্বধর্মই তখন পরধর্ম অর্থাৎ স্থূললিঙ্গ দেহাসক্ত অপর বদ্ধজীবের অধিকারোচিত নৈমিত্তিক ধর্ম হইয়া পড়ে, আর জীবের নিত্য স্বভাবোচিত ধর্ম কৃষ্ণভক্তি তখন স্বধর্মরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই জীবমাত্রের স্বধর্ম, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্মই উপাধিক পরধর্ম, অতএব "ভয়াবহ"। এই জন্যই শ্রীব্যাসদেবকে শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি কেহ ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মানবলীলা সম্বরণ করেন, তথাপি কর্ম্মে অনধিকার হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। ভগবৎসেবার স্পৃহা থাকায় তাহার কোন অমঙ্গল হয় না। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়? তবে যে গীতায় অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার নিষেধ আছে, তাহা ভক্ত্যুপদেষ্টাদিগের জন্য নহে। কারণ ভক্তিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে যে, রোগী কুপথ্য বাঞ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহাকে কুপথ্য প্রদান করেন না। একাদশ স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিলাভের জন্য কৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পুত্রঋণ, ভূতঋণ বা মনুষ্যঋণ—এই পঞ্চবিধ ঋণের কোন ঋণেই ঋণী নহেন। শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকেও শ্রীভগবান্ এই চরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

— · —

নির্য্যাণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীপাদ ঘনশ্যাম দাসাধিকারী প্রভু গত ২২শে অক্টোবর (১৯৪৫) ৫ই কার্ত্তিক (১৩৫২) সোমবার রাত্রি দ্বিপ্রহরে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে ভক্তগণের নিকট হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে অপ্রকট হইয়াছেন। তিনি পরমারাধ্যতম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া গৌড়ীয়মিশনের অন্তর্গত বিভিন্নমঠে থাকিয়া নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে নানাভাবে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটে আমরা সকলেই দুঃখিত।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা মানাপমানিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুপানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বস্তুবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—::(:*:)::—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান

২৫শে অক্টোবর রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বুধবার রাত্রি তিনটা সত্তর মিনিটের সময় (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) সরকারীভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। মার্কিণ রাষ্ট্র সচিব মিঃ জেমস বারনেস এই সময় বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ-অনুমোদনপত্র হেফাজতে রাখা সংক্রান্ত দলিলে স্বাক্ষর করেন। মিঃ বারনেস পঞ্চ প্রধান রাষ্ট্র (বৃটেন, মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকাংশের নিকট হইতে প্রেরিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের অনুমোদন পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়াছেন। বর্তমান দলিলে বলা হইয়াছে যে, সনদের প্রয়োগ সংক্রান্ত সর্তাদি পূরণ হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত অনুমোদন-পত্র মূল সনদ সহ বর্তমানে মার্কিণ রাষ্ট্র দপ্তরের হেফাজতে রহিয়াছে। সনদ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র সমুদয়ের নিকট বর্তমান দলিলের প্রতিলিপি প্রেরণ করা হইবে।

এ পর্যন্ত মোট রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুমোদন করিয়াছে। সনদ এবং আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন সংক্রান্ত বিধি এক্ষণে বলবৎ হইল।

মিঃ বারনেস বলেন যে, শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের নিকট ২৫শে অক্টোবর একটি স্মরণীয় দিবস। ঐ দিবস হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ আইনের মর্যাদা লাভ করিল। বিশ্ববাসীর হৃদয় এবং মনের পরিবর্তনের উপর বিশ্বের শান্তিরক্ষা নির্ভর করে। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণকে শান্তিরক্ষার জন্য সংহত ও সংগঠিত করিতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সনদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন জাতির সহযোগিতায় বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যথাশক্তি চেষ্টা করিবে।

ঔষধ গবেষণায় নবেল প্রাইজ

গত ২৫শে অক্টোবর—ঔষধ সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আর্ণেষ্ট বোরিস চেইন এবং স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরিকে পেনিসিলিন আবিষ্কার সম্পর্কে দেওয়া হইয়াছে। ঘোষণা সম্পর্কে পেনিসিলিনের আবিষ্কারক হিসাবে স্যার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিংয়ের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর দুইজনকে এই আবিষ্কার সম্পর্কে ইঁদুরের উপর পরীক্ষাকার্য্য চালাইবার জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে। ঘোষণা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, পেনিসিলিন মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। স্যার আলেকজেণ্ডার বলেন, পেনিসিলিন আবিষ্কার 'দৈবক্রমে" সাধিত হইয়াছে

স্যার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং ডারভেলের লকফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হিউ ফ্লেমিং মাতার নাম গ্রেস মোরিয়ন। অধ্যাপক ফ্লেমিং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের অধ্যাপক। স্যার ওয়াল্টার ফ্লোরি ১৮৯৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সাল হইতে অধ্যাপক ওয়াল্টার হাওয়ার্ড অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ডাঃ আর্ণেষ্ট বোরিস চেইন ১৯৩৩ সালে রাজনীতিক কারণে আশ্রয়প্রার্থীরূপে জার্মাণী হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন। ডাঃ আর্ণেষ্ট বোরিস চেইন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক।

———

মানব কল্যাণে আণবিক শক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে রাজা ষষ্ঠ জর্জের বক্তৃতা

গত ২৬শে অক্টোবর রাজা ষষ্ঠ জর্জ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের এবং বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টকে "কেবলমাত্র শান্তির পথ প্রশস্ত ও জীবনধারণের মান বৃদ্ধির কার্য্যে" আণবিক শক্তি ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজির শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি ছাত্রদিগকে উদ্দেশ করিয়া বর্তমান যুদ্ধে আণবিক শক্তির ব্যবহারকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নবযুগের আরম্ভ বলিয়া বর্ণনা করেন।

———

বিস্ফোরণ

গত ২৬শে অক্টোবর প্রকাশ, একটি ফরাসী গ্রামের নিকট ট্রাকে গোলাবারুদ বোঝাই করার সময়ে বিস্ফোরণের ফলে মার্কিণ সেনাবাহিনীর ৭ জন মোটর চালক, ২৪ জন জার্মাণ যুদ্ধবন্দী, ১ জন স্ত্রীলোক ও ২টি শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিস্ফোরণের ফলে উক্ত গ্রামের প্রায় ১০০ জন লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীমায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও [illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ } ১৮ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২২শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৮ই নভেম্বর ইং ১৯৪৫, বৃহস্পতিবার } ১৪৬-১৫০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮দামোদর ভক্তাদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(::•::)::——

প্রীতিই ভক্তি, ভক্তিই প্রীতি। প্রীতি অর্থে ভালবাসা। ভক্তি ও প্রীতি একই জিনিষ। সাধনাবস্থায় যাহা কৃত হয় তাহা ভক্তি নামে কথিত এবং সাধ্যাবস্থায় যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রীতিপদবাচ্য। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মিলনহেতু প্রীতি। ভক্ত যেরূপ প্রীতিমান্, ভগবান্‌ও সেইরূপ প্রীতির সমঝদার। প্রীতিতে ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে আদান-প্রদান হয় এই প্রীতি জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জীবের চরম প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করে। প্রীতিশব্দটী বড় সুধাময়। এই সুধাকে কে না চায়? সুধা সকলেই চায়। বিষ কেহই চায় না। জীবমাত্রেই প্রীতির বশীভূত। প্রীতিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের মনে হইতে পারে স্বার্থলাভই বুঝি জীবের চরম প্রয়োজন, কিন্তু তাহা নহে। স্বার্থ কেবল নিজের সুখ অন্বেষণ করে, কিন্তু প্রীতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেয়। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রীতির পাত্র; সেইজন্য প্রীতি কৃষ্ণবিষয়ক হইলে [illegible] ইতরবিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। কৃষ্ণ-প্রীতিই যাবতীয় শ্রেয়ঃ-চেষ্টার চরমফল, সর্ব্বফলরাজ বা শ্রেষ্ঠফল। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"মৎপ্রীতিই যে প্রয়োজন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—হে ব্রহ্মণ! আমি কৃষ্ণ, সকল আত্মার আত্মা, জীবাত্মার যত বস্তু প্রিয় হইতে পারে, সেই সকলের মধ্যে আমিই অধিক প্রিয়। আমি আত্মার আত্মা, আমার জন্যই দেহাদি পদার্থ প্রিয় হইয়াছে; অতএব আমাকে সকলে প্রীতি করুক! প্রীতি-নিবদ্ধ হৃদয়ে আমাকে ভক্তগণ আশ্চর্য্যরূপে বশ করেন। সতী স্ত্রী যেরূপ পতিকে বশ করেন, সেইরূপ ভক্ত আমাকে নিরন্তর বশ করেন।"

প্রীতি ব্যতীত ভগবদ্দর্শন করিতে গেলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ভগবদ্দর্শন দৈবাক্রমে ঘটিলেও প্রীতি না থাকিলে দর্শনসুখ লাভ হয় না।

প্রীতিপর সেবোন্মুখ ব্যতীত অপরের ভগবদ্দর্শনে কোন সুখোদয়ের সম্ভাবনা নাই। ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। তিনি কেবল ভক্তি বা প্রীতির বশ। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

"ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥"

শ্রীল ভাগবতাচার্য্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে লিখিয়াছেন,—

"গুহ্য কথা কহি, শুন উদ্ধব তোমারে।
সাংখ্য-যোগে বশ মোরে করিতে
না পারে
দান, ব্রত, তপ, ত্যাগ, স্বধর্ম্ম আচার।
এ সভে না পারে মোরে বশ করিবার॥
ভকতের বশ আমি ভকতি কারণে।
অন্যে মোরে বাঁধিতে না
পারে ভক্তি বিনে॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মোরে ভক্তিপাশে।
ভকতের প্রিয় মুক্তি থাকি ভক্তিরসে॥"

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। বিধিবিচারে কৃষ্ণ-ভক্তি হয় এবং রাগেও কৃষ্ণভক্তি হয়। রাগ চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই রাগই প্রীতি। দুষ্ট চিত্তে রাগ দেখা যায় না। কেন-না, সেই অবিদ্যা-পীড়িত চিত্ত বিষয়-রোগে বাধ্য। সুতরাং এমতাবস্থায় বিধি অবলম্বন-পূর্ব্বক ভক্তি করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। রাগ কিন্তু স্বভাবধর্ম্ম; তাহাতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহা অতি প্রবল। রাগভক্তি বা প্রীতিতেই শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। 'কৃষ্ণ আমার পুত্র,—এইরূপ বাৎসল্য, কৃষ্ণ আমার সখা—এইরূপ সখ্য প্রভৃতিতে যে শুদ্ধভক্তি বা প্রীতি, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ অধীন হন। কৃষ্ণপ্রীতি জীবের পক্ষে অমৃত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে পাই,—

"মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন-পালন॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, তুমি-আমি সম॥"

গুরুদাসাভিমান যত প্রবল হয়, ততই চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত সর্ব্বত্র গুরুদর্শন ও দাসাভিমান করেন। সর্ব্বোত্তম হইয়াও নিজেকে হীন জ্ঞান করেন, তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একান্তভাবে আশ্রয় করেন, সেই গুরুদেবতাত্মাই কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন। যিনি শতকরা শতভাগই হরিভজন করেন, এইরূপ সাধুর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনই হরিভজন হইতে পারে না, প্রকৃত সাধুগুরুর শ্রীপাদপদ্ম ঠিক ঠিক আশ্রয় না করার জন্য আমাদের অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত শরণাগতের কোন অসুবিধা নাই।

চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা জীব নিজে নিজে ভজন করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে এই জড়েন্দ্রিয়গুলিই ত' আমাদের সম্বল; সুতরাং আমাদের মঙ্গলের উপায় কি? সাধুগুরুর উপদেশের মধ্যে পাই—ইন্দ্রিয় যখন নিজচেষ্টায় অতীন্দ্রিয় আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছাইতে পারে না। এইজন্য আরোহবাদী ও আধ্যক্ষিক অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়রাজ্য হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতার আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয় বিষয় ধারণা যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না, ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

— — —

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সন্ধিনী শক্তিমদ্বিগ্রহ। তিনি নিখিল চিৎসত্তার আকর। শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাসস্থলী শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন প্রকট করেন। ধামগত সমগ্র বিচিত্র সেবোপকরণসমূহ, কৃষ্ণসেবকগণের সত্তা, কৃষ্ণ-নাম, রূপ, গুণ, কৃষ্ণবিগ্রহ—সমস্তই শ্রীবলদেব প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীবলদেব স্বয়ং দাস, সখা ও গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করেন এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের আশ্রয়বিগ্রহগণকে প্রকটিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশরূপে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার যাহা কিছু উপকরণ, তৎসমস্তই সেবারূপী শ্রীবলদেব। সেই শ্রীবলদেবই শ্রীচৈতন্য-লীলার ভক্তস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বীরভূম জেলায় একচক্রা নামক গ্রামে শ্রীহাড়াই ওঝা ও শ্রীপদ্মাবতীদেবীর পুত্ররূপে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে অবতীর্ণ হন। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ সকলের কারণ, মূলপুরুষ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিক্রমে লীলা-সম্পাদনার্থ শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও শ্রীপদ্মাবতীকে আশ্রয় করিয়া জগতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। শ্রীহাড়াই ওঝা ও শ্রীপদ্মাবতী দেবীই শ্রীব্রজলীলায় শ্রীবসুদেব ও শ্রীরোহিনী—শ্রীবলদেবের জনক-জননী।

শিশুকাল হইতেই শ্রীনিত্যানন্দ পরম-রূপবান্ এবং সকলের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; বিশেষতঃ মাতাপিতার তিনি নয়নের মণি ছিলেন, বাল্যকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গী শিশুগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাসমূহ অনুকরণ করিয়া খেলা করিতেন। মধ্যে মধ্যে লীলাভাবে তিনি এরূপ আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন যে, মাতাপিতা ও অন্যান্য সকলেই তাহা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইতেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে শ্রীহাড়াই ওঝার গৃহে একদিন একজন বৈষ্ণবসন্ন্যাসী অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন।

এই বৈষ্ণবসন্ন্যাসী আর কেহ নহেন,—তিনিই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামিপাদ। কেহ কেহ বলেন, এই সন্ন্যাসী শ্রীল মাধবেন্দ্রের গুরুদেব শ্রীল লক্ষ্মীপতি তীর্থ গোস্বামী। যাহাই হউক, হাড়াই ওঝা পরমযত্নসহকারে অতিথির সেবা করিলেন। পরদিন যাইবার সময় সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাহিলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটন করেন; সেই তীর্থযাত্রার সঙ্গী করিবার জন্য তিনি শ্রীনিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন—এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ মাতাপিতার প্রাণাধিক প্রিয়তম; সেই পুত্রসহ বিচ্ছেদ হইবে জানিয়া শ্রীহাড়াই ওঝা ও শ্রীপদ্মাবতী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তথাপি নিজ-সুখের জন্য তাঁহারা অতিথিকে প্রত্যাখ্যান করিলেন না, তাঁহার হস্তে প্রিয়পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দকে পাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। শ্রীল নিত্যানন্দ শ্রীল পুরীপাদের সহিত ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিলেন। বিংশবৎসর পর্য্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণলীলা প্রকাশ করিবার পর শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমায়াপুরে তাঁহার প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন এবং শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের আগমন হইয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে তাঁহার অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তাঁহারা অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে জানাইলে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণসহ নিজেই শ্রীনিত্যানন্দের অন্বেষণে বাহির হইয়া শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মিলনে মহা-আশ্চর্য্য অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় প্রেমের বিলাস প্রকটিত হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নগরের সর্ব্বত্র নামপ্রেমপ্রচারকার্য্য আরম্ভ করিলেন। সেই সময় নবদ্বীপে জগাই ও মাধাই নামে দুইজন ব্রাহ্মণ-সন্তান বাস করিত। তাহারা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল এবং সর্ব্বদা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথপার্শ্বে পড়িয়া থাকিত। তাহাদের ভয়ে শিষ্ট লোকদের সে পথে চলিবার উপায় ছিল না। একদিন রাত্রিকালে শ্রীনিত্যানন্দ সেই পথ দিয়া আসিতেছেন দেখিয়া উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পথরোধ করিল। মাধাই ভাঙ্গা-কলসীর মুটকী লইয়া শ্রীনিত্যানন্দের ললাট-দেশে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়া দিল। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জগাই-মাধাইকে সংহার করিবার জন্য সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করিলেন। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দকে আঘাত করায় জগাই তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিল এবং যাহাতে আর আঘাত করিতে না পারে তজ্জন্য তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। সেই কথা জানিতে পারিয়া শ্রীগৌরসুন্দর জগাইকে ক্ষমা করিয়া কৃপা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইকে ক্ষমা করিলেন এবং মাধাইর জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকেও কৃপা করিলেন। এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সেই মহা-পাপিদ্বয়ের উদ্ধার হইল।

শ্রীনিত্যানন্দের ক্রিয়ামুদ্রা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর দণ্ডপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, বহুমূল্য বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি অঙ্গে ধারণ করিতেন। তাহা দর্শন করিয়া কোন সরল ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিবেদন করিলে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিকট নিত্যানন্দতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ বিধিবাধ্য জীব নহেন। তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ, স্বয়ং ভগবদ্বিগ্রহ। তাঁহার অলঙ্কারগুলি সমস্তই একএকটি ভক্তাঙ্গ স্বরূপ। শ্রীনিত্যানন্দই সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তি-বিগ্রহ তাহা জানাইবার জন্যই তিনি নববিধাভক্তিকে অলঙ্কাররূপে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের চিত্ত নির্ম্মল হইল। তিনি তখন শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীনিত্যানন্দই স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব শ্রীবলদেব। তিনি সকল বিষ্ণুবিগ্রহগণের মূল অংশী বা আকর-বিগ্রহ। তাঁহা হইতেই বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও শেষ বা অনন্ত প্রকটিত হন। প্রাভবপ্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, প্রাভববিলাস, বৈভববিলাস, অংশ বা অবতার—সমস্ত তত্ত্বেরই মূল শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ। শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহ শ্রীগৌরকৃষ্ণকে প্রকট করিতে বা জানাইতে পারে না। তাঁহার কৃপা ব্যতীত শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা লাভ হয় না। সেই শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দই জীবকে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবা প্রদান করিবার জন্য গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। শ্রীগুরুদেব মনুষ্যমাত্র নহেন—জন্মমৃত্যুর অধীন প্রাকৃত বস্তু নহেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দবিগ্রহ, শ্রীগৌরসুন্দর হইতে অভিন্ন।

> সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
> রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
> কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
> বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের দুইটী অবতার—অর্চ্চারূপী ও নামরূপী। শ্রীগুরুনিত্যানন্দই শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা ও নাম জগতে প্রকট করেন। বদ্ধজীবকে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবাসৌভাগ্যের অধিকারী করিবার নিমিত্ত শ্রীগুরুদেব শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহ প্রকট করেন এবং নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামকে জগতের জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করেন। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের নিকট হইতে নামমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া জীব যদি নিষ্কপটে গুরুসেবা করেন, তবেই তাহার সকল অনর্থ দূর হইয়া যায় এবং ক্রমেই তাঁহার সেবোন্মুখ রসনায় শ্রীনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।

শ্রীনিত্যানন্দ পরম কৃপাময়, পতিতের প্রতি এমন দয়ালু আর নাই। তাঁহার দয়ায় পাত্রাপাত্র বা যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই। তিনি মার খাইয়া প্রেম বিতরণ করেন,—এত বড় করুণাময়! যে অত্যন্ত পতিত, অধম, অত্যন্ত পাপিষ্ঠ, অপরাধী, তাহার একমাত্র নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কোন গতি নাই।

> "জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
> পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
> মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয়।
> মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয় ॥
> এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
> এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥
> প্রেমে-মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
> উত্তম-অধম কিছু না করে বিচার ॥
> যে আগে পড়য়ে, তা'রে করয়ে নিস্তার।
> অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার ॥"
>
> (চৈঃ চঃ)

জগাই-মাধাই অপেক্ষা আমি অধিক পাপিষ্ঠ। এমন কোন পাপকর্ম্ম নাই, যাহা আমি সহস্র সহস্রবার করি নাই। আমি বিষ্ঠার কৃমিকীট অপেক্ষাও হেয়; কারণ বিষ্ঠার কীট ত' হরিভজনের বা সাধুসঙ্গের কোন সুযোগ পায় নাই, কিন্তু আমি যে হরিভজনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল মানবদেহ লাভ করিয়াও বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কাজেই আমি বিষ্ঠার কৃমি অপেক্ষাও ঘৃণ্য নহি কি? এ হেন অধম দুরাচার আমি,—আমার নাম শ্রবণ করিলেও লোকের সুকৃতি নষ্ট হয়; আমাকে একমাত্র পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ ব্যতীত আর কে দয়া করিয়া উদ্ধার করিবে? শ্রীনিত্যানন্দের নিকট উত্তম-অধম বলিয়া কোন কথা নাই; যে তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হয়, তিনি তাঁহাকেই দয়া করেন। ব্রাহ্মণ হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক,—যে যাহাই হউক না কেন, যে শ্রীনিত্যানন্দের নিকট শ্রীনামের প্রার্থী হয়, তাঁহাকেই তিনি নামরূপী শ্রীগৌরসুন্দরকে দান করেন। তখন আর পূর্ব্বের জাতি-অভিমান থাকে না—আমি ব্রাহ্মণ, আর এ লোকটী শূদ্র অথবা চণ্ডাল, এ বুদ্ধি থাকে না; তখন সকলেই একত্র মিলিত হইয়া নামপ্রেমামৃত

রস আস্বাদন করিতে থাকে, এমন কৃপা, এমন রঙ্গ আর কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় প্রথমতঃ বিষয়বাসনা দূরীভূত হয়। বিষয়ভোগ-বাসনা দূর হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন সেই শুদ্ধমনে শ্রীভগবল্লীলাক্ষেত্র দর্শন হয়।

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপসনাতন-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি॥

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়—আমি গোপীভর্তা শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসের দাসানুদাস, এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ আমার প্রভু, আমি জন্মে জন্মে তাঁর দাস—এই সম্বন্ধজ্ঞান যাহার নাই, সে ব্যক্তি পশুতুল্য। তাহার বিদ্যাকুল সমস্তই বৃথা। যতদিন শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভ না হয়, ততদিন সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় না, ততদিন জড়াহঙ্কারবশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু মহাজনগণ গাহিয়াছেন,—

নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।

আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি—এ সকল অভিমান নিত্য নহে, এ জগতে আজ যে আমার সব আশ্রয়, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি, সেও চিরদিন থাকিবে না, আর আমিও চিরদিন থাকিব না; কিন্তু সকল জগতের আশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্ম কখনও বিনষ্ট হইবে না এবং তাঁহার সেবকও কখনও বিনষ্ট হইবে না। এই অনিত্য সংসারে নিত্যানন্দ-গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সত্যবস্তু।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং ভগবান। তিনি বিষয়বিগ্রহ বিষ্ণু-পরতত্ত্ব; কিন্তু বিষয়বিগ্রহ হইয়াও তিনি ভক্তভাবে আশ্রয়বিগ্রহরূপে ভগবানের সেবা করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেব ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু—ইঁহারা প্রভুতত্ত্ব এবং শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদেরও প্রভু অর্থাৎ সেব্য বলিয়া তিনি মহাপ্রভু।

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁ'র দাসের দাস॥

—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপগত অভিমান। যতদিন শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা না হয়, ততদিনই জীবের জন্মের অভিমান, রূপের অভিমান, পাণ্ডিত্য ও ধনের অভিমান প্রবল থাকে। যখন নিত্যানন্দের কৃপা হয়, তখন তাহার জড়াভিমান দূর হয় অর্থাৎ আমি কুলীন বা নীচ বংশীয়, আমি ধনী বা নির্ধন, কুরূপ বা রূপবান্ অথবা পণ্ডিত বা মূর্খ—এই সকল অহঙ্কার আর থাকে না। তখন তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণদাসাভিমান প্রবল হয়, আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস—এই স্বরূপের পরিচয় উদিত হইবামাত্র কৃষ্ণদাস্য পাইবার জন্য আর্ত্তি জাগে; তখন হৃদয়ে দীনতা আসে; তখন সে অনুতপ্ত-হৃদয়ে এই বলিয়া প্রার্থনা জানায়,—

নৈত্যানন্দ্যরসকণাস্য বিকৃষ্টপ্রাণ
সম্প্রীণিতে হরিভক্তিসুধাম্বু তীরম্।
ক্ষামাতুরং ভবশোক পরিবেদনার্ত্তং
তাস্মিন্ কদা নু গাহিতং বিসৃজামি দীনঃ॥

তখন কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না বলিয়া কৃপার প্রতি নির্ভরতা আসে।

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ॥

এই 'কবে' শব্দটী নির্ভরতার সূচক এবং দ্বিতীয় পদটী অকিঞ্চনতার পরিচায়ক।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানদাতা শ্রীসনাতন ও অভিধেয়-প্রদাতা শ্রীরূপের কৃপালাভ হয়।

"জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় দয়াময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥"

শ্রীসনাতন প্রভু সম্বন্ধজ্ঞান দান করেন। তাঁহার কৃপাফলে অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীমদনমোহনের সেবা লাভ হয়। মদনমোহনের কৃপা হইলে জড়ীয় কাম আর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

"জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥"

শ্রীসনাতনের কৃপাফলে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে অভিধেয়-প্রদাতা শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়, শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাই শ্রীরূপকৃপা পাইবার যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে।

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

অভিধেয় সুষ্ঠু হইলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাক্রমে প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়।

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ
শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

যখন নিজেকে এই তিন প্রভুর শ্রীপাদপদ্মধূলি বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাক্রমে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম লাভ হয়। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া দয়ার কথা এই একটি শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

হেলোদ্ধূনিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব
দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

সেই শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদরের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় লাভ একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাসাপেক্ষ হইয়া থাকে।

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় দয়াময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥

শ্রীস্বরূপের কৃপাকটাক্ষ লাভ হইলে তখন সাক্ষাৎ চিল্লীলামিথুনের সেবা লাভ হয়। সেবাসিদ্ধ হয়। সেই চরম-পরম প্রয়োজন লাভও শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মেরই কৃপাসাপেক্ষ।

জয় জয় নিত্যানন্দচরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

তাই শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা ব্যতীত দীনহীন, অধম, কাঙ্গালের আর অন্য গতি নাই। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা হইলে বিষয়বাসনা বিদূরিত, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। তখন সাধুনিন্দা করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না, অন্য দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান অথবা শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর ও ধামে পৃথক্ বুদ্ধি হইবে না, তখন নাম-প্রেমপ্রদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মে মনুষ্যবুদ্ধি করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইবে না, তখন শ্রীনাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদররূপ অপরাধ দূর হইবে, তখন শ্রীনামে অর্থবাদ বা নামমাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি জ্ঞান করিবার ন্যায় পাষণ্ডতা থাকিবে না, অন্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামকে সমান-জ্ঞান হইবে না, পাপবুদ্ধি দূর হইবে, নামগ্রহণকালে জাড্য ও বিক্ষেপ আসিবে না; অশ্রদ্দধানে শ্রীহরিনাম উপদেশ করিবার রুচি, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের বাসনা থাকিবে না এবং দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইয়া স্বরূপের উপলব্ধি হইবে; তখন তত্ত্বভ্রম, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ সমস্ত দূর হইবে। তখন লাভ, পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটি, নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা আর থাকিবে না; তখন তৃণাদপি সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহগুণ, অমানিত্ব ও মানদত্ব লাভ হইবে; তখন সেবোন্মুখ হইয়া হরিনামকীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করিব।

শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্বটী বড় গূঢ়। তিনি অবধূত, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমে সর্ব্বদা উন্মত্ত। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত প্রিয়।

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
তান স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্ব ঠাঁই॥

শ্রীগৌরসুন্দরকে মানি, শ্রীনিত্যানন্দকে মানি না, অথবা শ্রীনিত্যানন্দকে মানি, অথচ শ্রীগৌরসুন্দরকে মানি না,—এই সকল বিচারই শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মে অপরাধের আবাহন করিয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব না বুঝিয়া বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু আমরা এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ বা যুক্তিবিচারের মধ্যে যাইব না। আমরা শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার লাভের এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাসৌভাগ্য প্রাপ্তির একমাত্র উপায় জানিয়া জন্ম জন্ম সেই শ্রীপাদপদ্মলাভের আশাই হৃদয়ে পোষণ করিব,—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥

কেহ বলে,—নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে,—চৈতন্যের অতি প্রিয়ধাম॥
কেহ বলে,—মহাতেজা অংশ অধিকারী।
কেহ বলে,—কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
যে-তে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে চরণ ধন রহুক হৃদয়ে॥
সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখে কৃষ্ণ যশোধাম॥
জগদ্গুরু মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥"

সেই শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে; কারণ, শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায়; আবার বৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যায়। সেইজন্য প্রার্থনা,—

"এই কৃপা কর,—মোরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
বৈষ্ণবচরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥"

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•::-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সর্বতোভাবে অকাপট্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে অভিভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের তথ্যানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদক ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:•:)::——

আণবিক বোমার পাল্টা অস্ত্র

ওয়াশিংটনের একটি সংবাদে জানা যায় যে, ওখানকার পদস্থ নৌ-কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্যের উপর রচিত প্রতিনিধি সভার নৌবিভাগীয় বিবরণীতে প্রকাশ, "এরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে, আণবিক বোমার পাল্টা অস্ত্র এতটা উন্নত হইয়াছে, যে কোথায় আণবিক বোমাটি আছে তাহা না জানিলেও উহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উহার বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। ইলেকট্রনিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, রেডিওযোগে বহু দূর হইতে আণবিক বোমা ফাটাইয়া দেওয়া যায়। আমাদের সমুদ্র-তীরাবস্থিত নৌবহর হইতে বহু দূর পর্য্যন্ত এরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।"

উক্ত বিবরণে আমেরিকানদিগকে শঙ্কিত না হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। যতদিন ইহা প্রমাণিত না হইতেছে যে, আমাদের জাহাজের বিরুদ্ধেও আণবিক বোমা নিয়োগ করা যায় ততদিন আমাদের নৌবহর ডুবাইয়া দিবার কথা উঠে না। বরং পৃথিবীর বৃহত্তম নৌবহরকে আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিব।"

টেলিভিশনের উন্নতি সাধন

বিলাতের ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার এক খবরে প্রকাশ ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিকেরা টেলিভিশন সম্বন্ধে গবেষণা চালাইয়া দুইটি নূতন বিষয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

প্রথমতঃ বেতারের লাউড স্পীকারের ন্যায় যে কোন বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই টেলিভিশনের পর্দ্দা টানান যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, টেলিভিশনের পর্দ্দা আরও বড় হইবে এবং উহাতে প্রতিফলিত ছায়াগুলি অনেক পরিষ্কার দেখা যাইবে।

যুদ্ধের সময় "ক্যাথোড রে" সম্পর্কিত গবেষণার ফলেই টেলিভিশনের এই উন্নতি হইয়াছে। পর্দ্দায় ছায়া প্রতিফলন ব্যাপারেও একটা নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

—•—

সম্মিলিত জাতির সম্মেলন

২৩শে অক্টোবর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য আগামী নবেম্বর মাসের প্রথমে লণ্ডনে সম্মিলিত জাতির একটি সম্মেলন হইবে। তাহাতে যোগ-দানের নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সদস্য মনোনীত করিয়াছেন:—

ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী ডাঃ জন সারজেণ্ট। উক্ত উপদেষ্টা হিসাবে যাইবেন—শিক্ষা বিভাগের সেণ্ট্রাল এড্ভাইসরী সদস্য রাজকুমারী অমৃত কুমারী, দিল্লী জমিয়ামিলিয়া-ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ অমরনাথ ঝা এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের পক্ষ হইতে রামপুর রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের উপদেষ্টা মিঃ কে জি সৈইদাইন।

আণবিক শক্তি ও শান্তি

বিলাতের হর্লে ট্রক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ডানিঃথ সম্প্রতি লণ্ডনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক শক্তিকে যুদ্ধোত্তর যুগে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে বৃটেনের তিনটি গবেষণাগারে জোর গবেষণা চালাইতেছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশেই বৈজ্ঞানিকেরা এই কাজে লাগিয়াছেন। বিলাতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও এ বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে।

আণবিক বোমার গুপ্ত রহস্য জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করার বিষয়ে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ বিবেচনা করিতেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক নেভিল এফ, মট বলিয়াছেন, আণবিক শক্তি সম্বন্ধে গোপনে গবেষণা চালাইলে উহাতে আমাদেরই স্বার্থহানি হইবে। যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক কার্য্যে আণবিক বোমার ব্যবহার বন্ধ করাই হইল আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

বাঙলার গভর্ণর মিঃ আর, জি কেসী

মাসাবধিকাল ইংলণ্ডে অবস্থানের পর বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিঃ আর, জি, কেসী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

স্যার হেনরী টোয়াইনাম মিঃ আর, জি, কেসীর অনুপস্থিতিকালে বাঙলার অস্থায়ী গভর্ণর পদে নিযুক্ত হন। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণের জন্য স্যার হেনরী ১২ই অক্টোবর বোম্বাই মেলযোগে পাচমারি যাত্রা করেন এবং বাঙলার মহামান্য গভর্ণর মিঃ কেসী তদীয় পত্নীসহ শনিবার ১৩ই অক্টোবর বিমানযোগে কলিকাতা পৌঁছিয়া গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ — ২২ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২৬শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১২ই নভেম্বর ইং ১৯৪০, সোমবার } ১৫১-১৫৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

দামোদর সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::(::●::)::——

বৈষ্ণব-সাহিত্যে অন্তরঙ্গ শব্দটীর বিশেষ প্রচলন আছে। অন্তরঙ্গ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ বহিরঙ্গ। অন্তঃ+অঙ্গ=অন্তরঙ্গ অর্থাৎ নিজজন, আপনার লোক পরমাত্মীয়। বহিঃ+অঙ্গ=বহিরঙ্গ অর্থাৎ অনাত্মীয় বা বাহিরের লোক। বৈষ্ণবকোষে অন্তরঙ্গ শব্দের তাৎপর্য্য—স্বযূথাশ্রিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ; আর তদ্‌বিপরীত চিত্তবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি—বহিরঙ্গ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিষয় ও আশ্রয়ের সম্বন্ধ লইয়াই 'অন্তরঙ্গ' ও 'বহিরঙ্গ' শব্দের ঐরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত একান্ত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের জন্য সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়া জীবন ধারণই অন্তরঙ্গের একমাত্র স্বভাব। বিষয়ের সুখতাৎপর্য্যপরতা ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার কোন প্রকারই চেষ্টা বা অবস্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—সকলই বিষয়ের সেবার উপকরণ, ইহা যে আশ্রয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে অনুক্ষণ প্রকাশিত, তিনিই অন্তরঙ্গ-পদবাচ্য। এই অন্তরঙ্গতা কোন কৃত্রিম উপায়ে অর্জ্জন করা যায় না। ইহা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপবৃত্তি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভুকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বা অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন। কারণ, শ্রীল স্বরূপদামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্তবৃত্তির সহিত সম্ভোগচিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির মিলন হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বক্ষণ মহাপ্রভুর সেই বিপ্রলম্ভ-রসের পুষ্টি করেন, তিনিই তাঁহার অন্তরঙ্গ। ইহাতে কোন বাহ্য বিচারের অবকাশ নাই। স্ত্রী বা পুরুষ, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র—এই সকল বাহ্য-পোষাকের কোন-প্রকার বিচার অন্তরঙ্গের বিচারে নাই। শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভু বাহ্যদর্শনে ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে গণিত, আবার শ্রীবাস, শ্রীরায় রামানন্দ বিষয়ী গৃহস্থ বা ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ-ভক্ত। শ্রীমাধবী মাতা বাহ্যদর্শনে স্ত্রীলোক হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তের গণে গণিতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তরঙ্গ।
সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥
তাঁ'র সুখ হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥

এই পদসমূহ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিষয়ের সুখানুসন্ধানপরতা ও সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্টতাই অন্তরঙ্গতার লক্ষণ। যেখানে বিষয়ের সহিত আন্তরিক সমচিত্তবৃত্তি নাই, অথচ বিষয়ের সুখানুসন্ধান-চেষ্টার ছল বা অভিনয় আছে, তাহা অন্তরঙ্গতার লক্ষণ নহে। সজাতীয়াশয় স্নিগ্ধতা ও স্বযূথাশ্রিত সমচিত্তবৃত্তিই অন্তরঙ্গতার লক্ষণ।

যিনি বা যাঁহারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ইচ্ছানুরূপ বাহ্যতৎপরতা প্রদর্শন করেন কিংবা তাঁহাদের দৈহিক পরিচর্য্যাদি করিয়া থাকেন বা অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাঁহারাই যে অন্তরঙ্গ তাহা নহে। সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট না হইয়া ইচ্ছানুরূপ চেষ্টার বাহ্য অভিনয় করিলেও তাঁহাকে অন্তরঙ্গ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না। নিজ ইচ্ছানুরূপ চেষ্টার অভিনয়মাত্রই অন্তরঙ্গ সেবা নহে, আর বিরাট্ কর্ম্মতৎপরতা বা জাড্য দুইটীর কোনটীই সেবার লক্ষণ নহে। সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের মনোঽভীষ্ট আচার ও প্রচারই অন্তরঙ্গ ভক্তের স্বভাব। ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া জানাইয়াছেন,—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং
স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং
দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

যিনি পৃথিবীতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন, সেই স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কবে আমাকে স্বীয় চরণ সমীপে স্থান প্রদান করিবেন!

শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট ভূতলে স্থাপন করিয়াছেন বলিয়াই তিনি শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ। শ্রীল সনাতন-রূপাদি গোস্বামিবৃন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসের পরিপোষ্টা; এই বিপ্রলম্ভরস পরিপোষণ-সেবাই তাঁহাদের ভূতলে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সেবার জন্য তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ বিপ্রলম্ভই বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে বৈরাগ্য বলিয়া বিবেচিত। বস্তুতঃ বিরাগ বলিয়া কোন কথা তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্তই হইতে পারে না। সম্ভোগ চেষ্টা থাকিলেই তদপগমে বিরাগ কথার সার্থকতা হয়। তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ ভাবই শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টের সহিত একতাৎপর্য্যপর, এইজন্যই তাঁহারা অন্তরঙ্গ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা-গীতিতেও বলিয়াছেন,—

গৌর প্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ॥

শ্রীগৌরপ্রেমরসার্ণবই বিপ্রলম্ভ-রসসমুদ্র। সম্ভোগবাদে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত প্রভৃতি এবং মিছা-ভক্তির বহুরূপী তৎপরতা অনুস্যূত রহিয়াছে। এই সকল যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি শুদ্ধ-ভক্তপদবাচ্য বা শুদ্ধবৈষ্ণব। মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

"কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।"

এইরূপ একান্ত শুদ্ধবৈষ্ণবে যখন অপ্রাকৃত মধুর রসগত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-প্রাচুর্য্য প্রকাশিত হয়, তখনই তিনিই অন্তরঙ্গ ভক্ত-পদবাচ্য। মধুররসে নিত্যাশ্রিত ভক্তগণই শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ সেবক। সেই শুদ্ধভক্তগণ যখন শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট হন, তৎকালেই তাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্তের আশ্রয়ে মধুর-রসাশ্রিত হন।

অকিঞ্চনই ধনী

——::(::*::)::·

জড়জগতের অভিধানে আমরা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের অর্থ এইরূপ পাই,—যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দ্দকশূন্য, তাহারাই অকিঞ্চন, যাহার কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই ‘অকিঞ্চন’-শব্দবাচ্য। কিন্তু, পারমার্থিকগণের বিচার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ প্রাকৃতবুদ্ধিতে যাহারা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চন নহে! পারমার্থিকগণ ‘অকিঞ্চনতা’ বলিতে যে-প্রকার ‘নিঃস্বতা’ বুঝিয়া থাকেন, তত্টা নিঃস্ব এজগতে কেহই নাই। জগতের বিচারে যাহার একেবারে কিছুই নাই, সে অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব বা ‘অকিঞ্চন’, পারমার্থিক-বিচারে তাহারও কিছু আছে, সে একেবারে নিঃস্ব নহে, সুতরাং ‘অকিঞ্চন’-শব্দবাচ্য সে হইতে পারে না।

স্থূলবুদ্ধিতে এই বিষয়টীর বিচার করিতে গিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাই। একটি পয়সা যাহার সম্বল নাই, অদ্ধাশনে, অনশনে তিলে তিলে সমগ্র জীবনীশক্তি যাহার ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, অভাবের তাড়নায় যে স্বীয় পত্নী বা সন্তান-সন্ততিকে পর্য্যন্ত বিক্রয় অথবা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতেছে, এবং বিশাল ধরিত্রীর প্রশস্ত বক্ষে যাহার স্থান নাই, আশ্রয় নাই—পারমার্থিকের বিচারে সেও অকিঞ্চন নহে, কাঙ্গাল নহে, তাহারও কিছু আছে। তাহা হইলে পারমার্থিকের অকিঞ্চনতা যে কি, কতদূর অবস্থায় উপনীত হইলে যে পারমার্থিকের বিচারে অকিঞ্চন প্রতিপন্ন হওয়া যায়, তাহা কল্পনাই করা যায় না।

বাস্তবিকই পারমার্থিকের অকিঞ্চনতা জড়জগতের অভিজ্ঞতাদ্বারা কল্পনার বা ধারণার বিষয় নহে। একদিকে যাঁহারা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র, নিঃস্ব ব্যক্তিকেও সম্পূর্ণ কাঙ্গাল বা অকিঞ্চন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, পারমার্থিকের বিচারে তাঁহারও কিছু আছে; আবার অন্যদিকে তদপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত বিচারে যিনি বেশী ধনী, ভোগবিলাসী, এমন কোন কোন ব্যক্তিও পারমার্থিকের চক্ষে অকিঞ্চনরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ‘কাঙ্গাল’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহার কিছুই নাই, সে অকিঞ্চন নহে, অথচ যাঁহার অনেক কিছু আছে, তিনি কাঙ্গাল—পারমার্থিকের বিচারের এই এক মহারহস্য।

অবশ্য পারমার্থিকের বিচারে ধনিমাত্রেই যে অকিঞ্চন, আর নির্ধনমাত্রেই অকিঞ্চন নহে, তাহা নহে, ধনশালিতা বা নির্ধনতা তাঁহাদের অকিঞ্চনতার স্বরূপ নহে। পারমার্থিকের অকিঞ্চন, আর জড়জগতের বিচারের অকিঞ্চনের মধ্যে একটি পার্থক্য—সেটী সহজেই নিরপেক্ষ সত্যান্বেষিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটী হইতেছে,—চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা। জড়জগতের অকিঞ্চন অভাবগ্রস্ত, তাহার সর্ব্বদাই ‘দেহি দেহি’ রব, তাহার কামনা অফুরন্ত, তাহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রার্থিত বস্তুর, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা অপ্রাপ্তি-জনিত শোকে ম্রিয়মাণ। পারমার্থিক যাঁহাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু, একেবারেই ইহার বিপরীত। জড়-জগতে যাহা একমাত্র কামনার বিষয়, তাহার অভাববোধ তাঁহাকে পীড়িত করে না, তাঁহার চাহিবার কিছু নাই, চতুর্দ্দশ-ভুবনের মধ্যে কোন বস্তুই তাঁহার কাম্য নহে বলিয়া তাঁহার চিত্ত শান্ত, অনাকুল। তাঁহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয় নাই। স্থূল-দর্শনে তিনি যদি কপর্দ্দকহীন, নিঃস্ব হন, তথাপি তিনি জড়জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সমশ্রেণীস্থ নহেন; কারণ তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের ন্যায় অভাববোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্থূলদর্শনে তিনি যদি অতুল ঐশ্বর্য্য, বিলাস-বাসনের মধ্যেও থাকেন, তথাপি তিনি প্রাকৃত জগতের ধনিসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়-ভুক্ত নহেন, কারণ, তাহাদের ন্যায় তিনি ঐসকল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী নহেন।

জড়জগতের অকিঞ্চন—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, সকলের উপহাস, অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও কাহারও নিকট বড় জোর অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু চেতনরাজ্যে সেরূপ বিচার নাই। চেতনরাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্ব্বদাই ভাবাবস্থা-প্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাঁহার আসন তত উচ্চ। অকিঞ্চনের ন্যায় এত ধন কাহার আছে? ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ ও পরমমহত্ত্ববিশিষ্ট ভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয়-রজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাপ হয়? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট পাকড়াও হইয়া গিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্য, জন্ম, শ্রুত ও শ্রী—ইহাই জড়-জগতের সম্পত্তি। এই জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্ব্বদা ক্লেশগ্রস্ত; আবার, এই চারিটীর মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্ব্বদা মত্ত। এই অভাবজনিত ক্লেশ ও বিত্তাবত্তার মত্ততা উভয়ই পারমার্থিক অকিঞ্চনতা লাভের বিঘ্নস্বরূপ। জড়জগতে ধনী ও কাঙ্গাল, ঐশ্বর্য্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্, কিন্তু চেতনরাজ্যের রহস্য এই যে, চেতনরাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্য্যবান্। অচ্যুতগোত্রে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ন্যায় আভিজাত্য আর কাহার আছে? ব্রহ্ম—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু। সেই বৃহদ্বস্তুর উপাসক বলিয়াই ব্রাহ্মণের বংশের বা কুলের এত মাহাত্ম্য সেই বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম যে সবিশেষবিগ্রহ ভগবানের অসমগাবির্ভাব—অঙ্গচ্ছটামাত্র, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সেবক-গোষ্ঠীতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মমাহাত্ম্য আরও কত অধিক। যিনি প্রেমসম্পদ দ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবানকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্যের কি তুলনা আছে? “সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া”—এই ভাগবতবাক্যে বিদ্যার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে। সেই পরবিদ্যায় যিনি পারঙ্গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর কাহার হইতে পারে? যিনি স্থাবর-জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্তবস্তুকে স্বীয়রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী করিয়া তুলেন, সেই “অসমানোর্দ্ধরূপ-শ্রীবিস্মাপিতচরাচর” স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত যাঁহার রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হন, সেই অকিঞ্চনের রূপের ন্যায় রূপ আর কাহার আছে?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু হইতেছে— ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক। আবার, সেই ভগবদ্বস্তু যাঁহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক। অকিঞ্চনই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, আবার অন্য বিচারে অকিঞ্চনই সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। যে বস্তু যতটা লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই উর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, তদুপরি বিরজা, তদুপরি পরব্যোম; সেই পরব্যোমের উন্নত-প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণলোকে পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কাজেই অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেরূপ অপরিমেয়, দীনতা সেইরূপই অপরিমেয়। কৃপাম্বুধিবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা ভারী, কারণ, সমস্ত ভগবত্তত্ত্বের মূল অংশী নন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী, আবার আত্মশ্রয়-প্রীতিবাঞ্ছা তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব। এইজন্যই শ্রীগুরুদেব—অকিঞ্চন-সম্রাট্।

অকিঞ্চনতার ন্যায় সম্পদ্ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে একথা বলিতে পারেন— “যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার”, তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়মনো-বাক্যে কৃপার কাঙ্গাল হন, তিনি পরিপূর্ণ কৃপা-লাভ করিয়া থাকেন। “শ্রীগুরুচরণে রতি না হৈল আমার” বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন,—“প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।”—এই চিন্তা যাঁহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার ন্যায় অনুরাগী—প্রেমিক জগতে বিরল। তাই সাধুগুরু বলেন,— “অকিঞ্চনেরই ভগবান্। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। সেই অকিঞ্চনই বৈষ্ণব।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::*::)::——

শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন এই নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দরের যুগপৎ প্রকটাপ্রকট-প্রকাশ নিত্য। সধাম-পার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটপ্রকাশ অর্থাৎ লোকলোচনের গোচরীভূতভাবে প্রকাশটী বদ্ধজীবের প্রতি অমন্দোদয়া করুণার নিদর্শন। শুধু বদ্ধজীবের পক্ষেই বা বলি কেন—মুক্তগণের প্রতিও অপার করুণা। এই ‘ধাম’ প্রকৃতির বিক্রম বা প্রাকৃত দেশকালপাত্রের দোষে বিলুপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত বা পরিভূত হন না। কৃষ্ণলোক মথুরা ও দ্বারকাও এইরূপভাবে নিত্যত্বের অপ্রাকৃতত্বের প্রমাণস্বরূপ স্বীয় অধিষ্ঠানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

“দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং
সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ম্॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যা শেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥”

(ভাঃ ১১।৩১।২৩-২৪)

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎকে কহিলেন,— “হে মহারাজ! শ্রীহরি দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ করিলে সমুদ্র কেবলমাত্র ‘শ্রীকৃষ্ণের নিবাস-স্থলী ব্যতীত’ সমগ্রপুরীকে ক্ষণকালের মধ্যে প্লাবিত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাস্থ নিজ মন্দিরে নিত্যকাল বিরাজমান রহিয়াছেন। উক্ত ভগবদ্‌গৃহের স্মরণমাত্রেই মানবগণের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণ নিত্য এস্থানে বিরাজমান আছেন, তিনি ব্রজবাসিগণের অন্তরে বাহিরে নিত্যপ্রকট, দিব্য সচ্চিদানন্দ-রূপবান স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমরূপে বিরাজমান। সেই পরম অদ্ভুত চিদ্বিলাসী স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে চিদ্বিলাসের প্রাকট্য বিস্তার করিয়াছেন—বিপ্রলম্ভভাব-বিভাবিত হইয়া নিজেই নিজের ভজন বা সেবারহস্য প্রকাশ করিবার জন্য। এই পরমৌদার্য্যের প্রকাশ যেস্থানে করিলেন সেই এই ধাম ‘নদিয়া’—করুণা।

নির্গুণ শ্রীগৌরসুন্দর ধামসহ প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়া এই পৃথিবীকে ধন্যা করিলেন। তিনি পৃথিবীর গুণের দ্বারা প্রাকৃত, হেয়, অনুপাদেয় ধর্ম্মযুক্ত হইয়া যান নাই।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি
তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥"
(ভাঃ ১।১১।৩৮)

'পদ্ম' যেমন জল স্পর্শ করিয়া আছে, কিন্তু জলদ্বারা মিশ্রভাবযুক্ত না হইয়া—আবৃত না হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ বহির্ম্মুখ বা পরাগ্‌দৃষ্টিসম্পন্ন বদ্ধজীবগণের বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যরূপে যেস্থান গোচরীভূত হয়, তাহা চিদ্ধামেরই বিকৃত, হেয়, জড়প্রতিফলন। তাহাদের নিকট ধাম নিজস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না। মায়া আবরণ বা জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে; সেই জালের উপরে বাস করিয়াই ভোক্তা-অভিমানী জীব মনে করিতেছে—"আমরা ধামবাস করিতেছি।" যে সে ভাগ্যবান্ জীবের উপর শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপা বর্ষিত হয়, তাহার আর ঐ জাল, আবরণ বা বাধা থাকে না।—মায়া আবরণ সংবরণ করেন। এই সুদর্শন লাভ হয় একমাত্র শ্রীগুরুদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়—শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুর ও শ্রীশচীমাতার কৃপাবলে। তখন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোমাদি সন্ধিনীশক্তির বৈচিত্র্যরূপ প্রকট করিয়া অনুকূলভাবে গৌরকৃষ্ণসেবার পোষক হরিসম্বন্ধী সেব্যরূপে মুক্তগণের দ্বারা সেবিত হন, তখন আর এই সকল বস্তু মোহগ্রস্ত করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা বা প্রতারণা করে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অমায়ায় কৃপা হইলে তবে "আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত বিষয়সমূহ সকলি মাধব।"—এই বিচার নিষ্কপট সেবোন্মুখ জীবের হৃদয়ে স্থান পায়।

জড় অহঙ্কার বা দম্ভই এই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের পথে বাধা বা অন্তরায়। দম্ভের লেশমাত্র থাকিলে অর্থাৎ তৃণটুকুর যে দম্ভ আছে, ততটুকু পরিমাণ দম্ভ থাকিলেও স্বরূপদর্শন—শ্রীনন্দ-যশোদার বা শ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্রের আনুগত্য হয় না। 'পুরুষ বা স্ত্রী'—এই সমস্ত অভিমান থাকিলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ হয় না।

'তৃণাদপি সুনীচেন'—এই শ্লোকেই শ্রীচৈতন্যদেবের সমস্ত শিক্ষার সার নিহিত আছে। ঐ গুণ বা ধর্ম্মচতুষ্টয় অর্থাৎ সুনীচত্ব, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্বই জীব-স্বরূপের ধর্ম্ম। সহজভাবে এই ধর্ম্মচতুষ্টয় যে সৌভাগ্যবান্ জীবে প্রকাশিত, তাঁহারই অপ্রাকৃত চক্ষে, কর্ণে ও হৃদয়ে অপ্রাকৃত গোকুল-মহোৎসব বা শ্রীনদিয়া-প্রকাশ শ্রীশ্রীশচীনন্দনের নিত্য নৃত্য-কীর্ত্তন-গীত-বাদিত্র প্রকটিত হয়। তখনই "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥"—এই বাণীর সত্যতা উপলব্ধি হয়। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই শ্রীশ্রীযোগপীঠে—শ্রীশচীর ভবনে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান আছেন। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, শ্রীশচীর প্রাঙ্গণে, শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনে ও শ্রীরাঘবভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বদা আবির্ভাব আছে।

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাসকীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে ॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজস্বভাব ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথমিশ্র নবদ্বীপ-বাসিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের সেবায় আকৃষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীযোগমায়াপুর হইতে এক পদও কোথায়ও যান না। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীধাম অভিন্ন বস্তু। অপ্রাকৃত ধামের অনুগত হইলেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ দেখাইবেন। এ স্থানের তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, ধূলি—সমস্তই বিপ্রলম্ভরসানন্দময়—শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভময়ী লীলার পুষ্টিকারক। তখন-

"যৎ কিঞ্চ তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে
সমস্তং হি তৎ।
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং
লীলানুকূলং পরম্ ॥
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্ম্মুহুঃ স্ফুটমিদং
নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া।
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং
সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥"

—এই বিচারে এখানকার তৃণ, বৃক্ষ, ধূলিতে জড়বুদ্ধি হইবে না, ইঁহাদের অপ্রাকৃতত্ব বা সেব্যত্ব হৃদয়ে সহজভাবে প্রকাশিত হইবে, তখন ব্রহ্মা, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণেরও বন্দ্য এই যোগমায়াপুরের কল্পপাদপ, তৃণ ও ধূলির নিকট প্রণত ও প্রপন্ন হইয়া আমরা কৃপাভিক্ষা করিতে করিতে নিজেকে অপ্রাকৃত বিভুচিদ্ধামের দৃশ্য, ভোগ্য বা দাসজ্ঞানে আশ্রয়বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের বিপ্রলম্ভবিভাবিত সেবাচেষ্টায় অধিকতর উন্মুখ হইতে থাকিব। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় জীবের এই সৌভাগ্যের উদয় হয়। নিষ্কপট জীব যেকালে এই গৌরধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পদকমলকেই সর্ব্বস্ব ও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন হীন, নীচ, পতিতজ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বিরহে অকৃত্রিম দৈন্যার্ত্তি উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন, তৎকালে গুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়, তৎকালেই তাঁহার সংসার বিষয়-বাসনা তুচ্ছ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীদেবকী-বসুদেবেই বা শ্রীশচী-জগন্নাথের হৃদয়েই শ্রীগৌরনারায়ণের প্রাকট্য হয়।

'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ'—'আহার' অর্থাৎ আহরণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। এই ইন্দ্রিয়সমূহের গতির বা ভাবের বিশুদ্ধি হয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়। যুক্তবৈরাগ্য-শিক্ষক শ্রীরূপের কৃপায় যুক্তবৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোরের কৃপা লাভ হইলে তবে আহারশুদ্ধি হয়, তখন জীব নিজকে আশ্রয়ভেদাংশ ভোগ্য, দৃশ্য ও দাসজ্ঞানে প্রত্যেক বস্তুর গুরুত্ব বা হরি-সম্বন্ধিত্ব বা ভগবৎসেবোপকরণত্ব অবগত হয়, তখনই* তাহার ভোগ বা ত্যাগের প্রয়াস বিদূরিত হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় জীবের বিরূপের দম্ভ অসংকৃত মানগ্রহণে স্পৃহা, অন্যে মানদানে অনিচ্ছা বিনষ্ট হয়। জীবের গঠনে বা স্বরূপে দম্ভাদি অনর্থের লেশমাত্রও নাই। তথায় বিশুদ্ধসত্ত্ব জীবহৃদয়ে একমাত্র 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ', ভৃত্যভৃত্য- পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য ভৃত্যস্য-ভৃত্যঃ', এই অভিমানে রূপানুগ-বৈষ্ণবের পাদপদ্মধূলি হইবার সুতীব্র বাসনা ভিন্ন অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার কিছুমাত্র অবকাশ নাই।

যেস্থলে এই আহরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের চেষ্টা বহির্ম্মুখী, তথায়ই অকৃপা, বঞ্চনা বা মায়ার দাসত্ব। মায়াগ্রস্ত জীবের হৃদয়ে দম্ভাসুর বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভোগবুদ্ধি প্রবল করায়। এই ভোগবুদ্ধি হইতেই শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি শোচনীয় দুরবস্থার উদয় হয়। সেকালে চিত্ত অশুদ্ধ এবং বিচার প্রাকৃত হয় অর্থাৎ সেকালে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনুগত্য হয় না, তাঁহাদিগকে প্রাকৃত পুরুষ-স্ত্রী-বুদ্ধিতে দর্শন করিয়া অপরাধপঙ্কে পতিত ও নিমজ্জিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়েই সচ্চিদানন্দতনু, উভয়েই আশ্রয়-বিগ্রহ ভগবদ্বস্তু—একই বস্তু বিলাস-ভেদে দুইভাবে প্রকাশিত। যেমন জড় জগতের এক অগ্নি আর এক অগ্নিকে ভোগ বা দহন করে না, অপ্রাকৃত শ্রীধামবাসীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ ভোগ-বুদ্ধি নাই, উভয়েই বিশুদ্ধসত্ত্ব, উভয়ের হৃদয়ই গৌরসুন্দরের সেবাবুদ্ধিতে ভরপুর, উভয়েই আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণবস্তু। সত্ত্বশুদ্ধিতে জীব-হৃদয়ে এই বিমল ত্রিকালসত্য-বিচার সুপ্রকাশিত হয়। এস্থানে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম-লিপ্সিতা লীলা বা নাম—ইঁহারা সকলেই গৌরশক্তি। শ্রী-ভূ-লীলাশক্তি—সকলেই গৌরসুন্দরের সেবিকা। শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভসেবায় আনুকূল্যবিধানই গৌরধামে তাঁহাদের হৃদগতভাব, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের সম্ভোগ-বাসনার লেশমাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই।

দম্ভই বদ্ধজীবের প্রতি মায়ার তীব্রতম দণ্ড। ভোগবুদ্ধি প্রবল হইলেই শুদ্ধবিচারটী থাকিবে না, তখনই ভবানীভর্ত্তৃ-বুদ্ধি উদয় হইবে। ভব ও ভবানীর সংযোগে যে ফল প্রসূত হয়, তাহা মিশ্রভাবযুক্ত। অপ্রাকৃত শ্রীধামে বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের সংযোগে সে প্রকার মিশ্রফল প্রসূত হয় নাই। তিনি প্রকটিত হইয়া কি করিলেন? নিজেই নিজের নাম পুত্তস্বরে সম্বোধন করিয়া বিরহে, দৈন্যে ও উৎকণ্ঠায় আকুল ও আত্মহারা হইয়া, সম্ভোগবাদ নিরাস করিয়া, ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিপ্রলম্ভময় সেবা-রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জীবের হৃদয়ের অন্ধানপ্রভাবকে শুদ্ধ করিলেন। এই অঙ্গের জন্মলীলা-প্রাকট্যই জীবের প্রতি অমন্দোদয়া দয়া। এই শ্রীশচীনন্দনের নন্দনত্ব প্রকটিত না হইলে কলিহত গৌরবিমুখ জীবের ভোগবুদ্ধিরূপ অনর্থের উপশমের আর কোন উপায় ছিল না। এই গৌরসুন্দরের হৃদ্গতভাব শ্রীরূপসনাতনের কৃপায় ও ধারায় অবগত হওয়া যায়। শ্রীরূপ-সনাতনের সেবায় গৌরসুন্দর আকৃষ্ট, বশীভূত। সত্ত্বশুদ্ধ হইলে তবে শ্রীরূপ-সনাতনপদে জীবের আকুতি হয়। সেই সত্ত্বশুদ্ধি হয় গুরু-নিত্যানন্দের কৃপায়, যেমন ঠাকুরমহাশয় দেখাইয়াছেন,—

"রূপরঘুনাথপদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপিরীতি ॥"

যুগলপিরীতি অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত ভাব। তাহা শ্রীরূপ-রঘুনাথকৃপায় জানা যায়, সেবা করা যায়। লৌকিক বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীগৌরসুন্দরের—গর্ভ হইতে প্রকাশ, বিদ্যাবিলাস, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত লীলা, তাহারও চমৎকারিতা সমধিক। আবার তদনন্তর বিশুদ্ধসত্ত্ব সেবকগণকে চমৎকারিতায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত গৌরসুন্দরের লীলাবিলাসের মর্ম্ম শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় জানা যায়। তৎপূর্ব্বে বিমুখাবস্থায় প্রাকৃত বিচারে 'আমি খুব বুঝ্‌দার হইয়া গিয়াছি'—এই দম্ভ যেন না আসে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি-রূপে নিত্য সংলগ্ন—সংশ্লিষ্ট হইতে পারিলেই তবে বিশুদ্ধসত্ত্ব সৎসিদ্ধান্ত স্বয়ং প্রকাশিত হইবে। সেই শুদ্ধবিচারে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব প্রভৃতি দোষচতুষ্টয় আর অভিধেয়ে আঘাত করিবে না।

শ্রীশচী-জগন্নাথের আনুগত্যে শ্রীনাম-মুখরিত বিশুদ্ধসত্ত্বে সপার্ষদ গৌরাঙ্গের

* ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥

আবির্ভাব হইবে। বদ্ধ বিমুখ অবস্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎকার হইতেছে না বলিয়া তিনি এখানে বিরাজমান নাই, এরূপ মনে করিতে হইবে না। নিষ্কপট দৈন্য, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও সেবাচেষ্টা—পর্জ্জন্য চাতকের ন্যায় নিত্যানন্দের কৃপা-প্রার্থনা করিতে থাকিলেই অনুগত, দীনহীন, অকিঞ্চন, প্রপন্ন জীব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা, ইঙ্গিত, কৃপাশীর্ব্বাদ, অনুক্ষণ সেবার প্রেরণা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মও শরণাগত বিশুদ্ধসত্ত্ব জীবকে সুগন্ধি শুভ্র কুসুমরূপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণে উৎসর্গীকৃত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র, ব্যস্ত, চেষ্টিত ও করুণাময়। তাঁহাদের করুণার অভিব্যক্তি বিষয়কলুষিত চিত্তে প্রকটিত হয় না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় চক্ষু নির্ম্মল হয়, প্রজ্ঞাচক্ষু লাভ হয়, জল, মাটি কাদা ইটপাটকেল-দর্শন থাকে না, সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অন্বেষণ, অনুশীলন হয়, সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত দর্শন, গুরুদর্শন, সেবাদর্শন বা গোকুল গোলোক-দর্শন লাভ হয়। তখন "যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"—এই বাণী কীর্ত্তন করিবার অধিকারী হওয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ

——::(※):——

নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান

ভারতীয় বাহিনীর কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান আরম্ভ করিবে। এখনও ৫০ লক্ষ সৈন্য নিরক্ষর রহিয়াছে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং যাহারা ইতিমধ্যেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাদের বেসামরিক জীবনে প্রবেশলাভের উপযুক্ত করিয়া তোলাই বর্ত্তমান অভিযানের উদ্দেশ্য। আগামী ৮ মাসের মধ্যে লাক্ষে আট লক্ষ সৈন্য ছাড়া পাইবে; তন্মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ সৈন্যকে দুই মাস বা ততোধিককাল অপেক্ষা করিতে হইবে—এই দুই মাস তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রত্যহ তিন ঘণ্টা সময় শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে এবং সপ্তাহে মোট ১৫ ঘণ্টা শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই ১৫ ঘণ্টা সময়ের ৪ ঘণ্টা নাগরিক অধিকার, চলতি ঘটনা ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হইবে। বাকী ১১ ঘণ্টা পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কমন্স সভায় স্থানাভাব

"ডেইলি মেল" পত্রিকায় এক খবরে প্রকাশ, পার্লামেন্টের নূতন সদস্যরা কমন্স সভায় স্থানাভাবের দরুণ ভয়ানক অসুবিধায় পড়িয়াছেন। পার্লামেন্ট-ভবনে বিভিন্ন কেন্দ্রের সকল সদস্যদের বসিবার মত জায়গা নাই। ফলে নূতন সদস্যরা চিঠিপত্র লেখা বা নিজ নিজ কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিতেছেন না। কমন্স সভায় বিতর্কের সময়ও সকলে বসিবার জায়গা পান না। গত ৯ই অক্টোবর কমন্স সভায় মিঃ বেভিন যখন পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন অনেক সদস্য বসিবার জায়গা পান নাই।

নূতন সদস্যরা লণ্ডনে আসিয়া মাথা গুঁজিবার স্থানও পাইতেছেন না। বাসস্থানের অভাবে অনেকেই ভয়ানক বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

পার্লামেন্টের সদস্যদের এই সব দুর্ভোগ এবং দুরবস্থা সম্পর্কে কমন্স সভায় একটি মুলতুবী প্রস্তাব তোলা হইয়াছে।

রেডিও নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ বিমান

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ হইতে ১২ই অক্টোবর চালকহীন রেডিও-নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ বিমান উদ্ভাবনের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, উহাই পৃথিবীতে একমাত্র সামরিক বিমান যাহার যাত্রা, চলা ও অবতরণ প্রভৃতি সমস্ত কাজ রেডিও কন্‌ট্রোল দ্বারা সম্পন্ন হয়।

এক নদীতে চেয়ারে উপবিষ্ট একজন পাইলটের নিয়ন্ত্রণাধীনে ঐ বিমান আকাশে উঠে। আর একজন পাইলট অপর এক বিমানে থাকিয়া উহাকে উহার কার্য্যস্থলে লইয়া যায়; কিন্তু ফিরিয়া অবতরণের সময় প্রথমোক্ত পাইলট পুনরায় উহার নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করিয়া উহাকে অবতরণ করায়।

— —

শৌর্য্যের জন্য ভারতীয় সৈন্যের সামরিক পুরস্কার

গত ১৩ই অক্টোবরের খবরে প্রকাশ দ্বিতীয় ভারতীয় ফিল্ড কোম্পানীর জমাদার কাহানা দাদ এবং ৬ষ্ঠ গুর্খা রাইফেল দলের জমাদার বলবাহাদুর গুরুং-এর প্রত্যেককে প্রতিমাসে ৫৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা মঞ্জুর হইয়াছে। ইহাদের উভয়েই জর্জ মেডেল লাভের সম্মান অর্জন করিয়াছে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥:※:॥-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপঞ্চিক মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ | ২৬ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ৩০শে কার্ত্তিক, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৬ই নভেম্বর ইং ১৯৪৫, শুক্রবার | ১৫৫-১৬০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ দামোদর নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

উপায় কি?

——::(::✱::):;——

আমরা যে জগতে বাস করি, তাহা মরজগৎ। ইহা শোক, ভয় ও মৃত্যুর বাজা। বৈকুণ্ঠই অশোক, অভয় ও অমৃত। সেখানে ভয় নাই, শোক নাই ও মৃত্যু নাই। সেখানে সকলেই অমর, অশোক ও অভয়। এখানকার শতকরা প্রায় শতজনই দুঃখী ও অশান্ত। এতাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গদ্বারা মঙ্গলের আশা নাই। যাঁহারা ভয়ের হাত হইতে বাঁচিতে চান তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠবাসীকে আশ্রয় করিবেন। প্রাকৃত অভিমানে অপ্রাকৃত ভূমিকায় বাস করা যায় না। যেখানে প্রাকৃত-অভিমান, সেখানেই ব্রহ্মাণ্ডাবস্থান বা ভয়। যিনি অভয়ের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীশুকদেব গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—শ্রীহরিকীর্ত্তন আত্মারাম মুক্ত পুরুষগণের চিত্তাকর্ষক। তাঁহারাও শ্রীভগবানের গুণকীর্ত্তনেই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাণী। ইনি অনাদিসিদ্ধ বস্তু। ইনি সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং পরব্রহ্মতুল্য। আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাপর-যুগের অন্তে পিতা শ্রীব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি। কারণ, শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত ইহার তাৎপর্য্য বুদ্ধিবলে নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিলেও শ্রীভগবানের কথা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীভাগবতের কথায় রুচি হইলে শ্রীভগবানে রতি হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বস্তু। শ্রীহরিনামগুণাদি পুনঃ পুনঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি দেশকাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সাধ্য ও সাধন। মুহূর্ত্তকালের জন্যও যদি কাহার ভগবদ্বিমুখতা আসে, তাহা মঙ্গলজনক। শ্রীগুরুদেব শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তিবিগ্রহ। শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ—শ্রীভগবানের দ্বাদশটী অঙ্গ। দ্বাদশ-স্কন্ধরূপে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ নিত্যবস্তু। ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু গ্রন্থ ও ভক্ত দুইই ভাগবত। ভগবদ্বিলাস ও ভগবান—এই দুই লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত।

জড়াসক্ত বদ্ধজীবগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে এবং তজ্জন্য স্বর্গ-নরকাদি সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। তাহারা কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না। সংসারানলকে সুখকর কল্পনা করিয়া তাহারা জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। 'জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-দাস'—ইহা ভুলিয়া যাওয়াতেই তাহাদের এই দুরবস্থা হইয়াছে। ভগবদ্দাস জীব আজ ভগবদ্দাস্য ভুলিয়া কাম-ক্রোধের দাস হইয়া নির্য্যাতীত হইতেছে। একমাত্র সাধুসঙ্গই মায়ার অর্গল ছিন্ন করিয়া পুনঃ ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত করিতে পারে। কৃষ্ণচিন্তারত সাধুর সঙ্গের দ্বারাই পুনরায় কৃষ্ণস্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। ভাগ্যবানেরই এই সুযোগ হয়। এই ভাগ্য জিনিষটী আকস্মিক ঘটনা মাত্র নহে। পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ই ভাগ্য। ভক্তি-শাস্ত্র ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকেই ভাগ্য বলেন। সংসার ক্ষয়-পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয়, তখনই জীব সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভব ক্ষয় হয়, তখনই জীবের সৎসঙ্গ হয় এবং সৎসঙ্গফলে তাহার ভগবানে রতি হইয়া থাকে। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদি কোন মহাত্মা উপস্থিত না-ও হন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামী গুরুরূপে তাঁহাকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। যেখানে সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না, সেখানে অপরাধ আছে জানিতে হইবে। এতাবস্থায় ভগবৎকৃপা-সাহায্য আবশ্যক। কাতরভাবে ভগবানের নিকট কাঁদিলে শ্রীভগবান তাঁহার কৃপা সাধুরূপে জীবের নিকট পাঠাইয়া দেন।

যিনি সাধুবৈষ্ণবের উপদেশ গ্রহণ করেন, তিনি মায়া হইতে উদ্ধার পান। ভগবৎ-প্রপন্ন ব্যক্তিকে মায়া আক্রমণ করেন না। সাধুর উপদেশবলে জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিতে পারে। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকে পাইবার উপায়। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি উপায়সমূহ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম্ম ও হঠযোগ 'ভুক্তিফল' এবং জ্ঞান ও রাজযোগ মুক্তি ও সিদ্ধিফল দিতে পারে, ভক্তির আশ্রয়ে জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞান-চেষ্টা না করিলে মুক্তি আপনা হইতেই আসে। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিয়া মায়াজাল মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।

যদি কেহ একবার অন্তর হইতে হে কৃষ্ণ, আমি তোমার 'দাস'—এই কথা বলে, তাহা হইলে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। সকাম ব্যক্তিও যদি দৃঢ়ভাবে নিরন্তর হরিভজন করেন, তাহা হইলে তাহারও মঙ্গল হয়। তীব্রভক্তি-যোগের এত শক্তি! মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধি-কামিগণ শুদ্ধভক্তিকামী নহেন। তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে সাধনভক্তির ফল যে প্রেম, তাহা যদিও তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না থাকে তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা তাঁহাদিগকে দেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেন যে সম্প্রতি ভজন-প্রবৃত্ত এই ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়সুখ-স্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়াছে; এই ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করিয়াছে। অতএব এ ব্যক্তি বড় মূর্খ। এ ব্যক্তি অজ্ঞাতক্রমে সবিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, উহার পক্ষে যাহা সদসৎ তাহা জানি; অতএব স্বচরণামৃত দিয়া উহার বিষয়-পিপাসা ভুলাইয়া দিব।

শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহা ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্যকামনা-শান্তিকারী সেই নিজপাদপল্লব দিয়া থাকেন। সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন এমন পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বাদিষ্ট কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য [illegible] করে।

সুতরাং কৃষ্ণাশ্রয় ব্যতীত মাদৃশ বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয়ের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ; অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি—"তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি পারমার্থিক স্মৃতি-শাস্ত্র এবং অন্যান্য সাধারণ স্মৃতিশাস্ত্রে যেসকল বিধি লিখিত হইয়াছে এবং সেই বিধির অকরণে যে প্রত্যবায়াদির নির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে তাহার মূল উদ্দেশ্য ও সার্থকতা শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয় না। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। যেকালে অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মে রুচি থাকে, সেইকালে সৎকর্ম্মই তদধিকারে ক্রমোন্নতির সোপান, আবার সৎকর্ম্মে কেবল পুণ্য বা পরমার্থ-বিহীন নীতিকে 'ইতি' লাভ করিলে উহা নাস্তিকতা বা পাপের সোপানরূপে পরিগণিত এবং বৃথা পরিশ্রম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। যেকালে সৎকর্ম্মবুদ্ধি প্রবল থাকে, সেই সৎকর্ম্ম-বুদ্ধিকে কথঞ্চিৎ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সেবার অনুকূল করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির উদ্বোধনী নানাপ্রকার ব্যবস্থা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের নিত্যধর্ম্ম এবং চরম আদর্শ। ঐকান্তিকী ভক্তি বা নৈষ্কর্ম্ম্যে রুচির অভাব পরিলক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির উদ্দিষ্ট পথে চালিত করিবার জন্য কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তির সুদূর সোপান অবলম্বিত হয়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির যাজনকারিগণ নিজের ফলভোগের জন্যই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র কথঞ্চিৎ ফল যদি বিষ্ণু প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাহাদের আপত্তির বিশেষ কারণ থাকে না—এইরূপ একটি চিত্তবৃত্তির পরিচয় কর্ম্মমিশ্র ভক্তে লক্ষিত হয়, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যেকালে তাহার কর্ম্মমলকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত করিয়া নির্ম্মলা ভক্তিতে বা নৈষ্কর্ম্ম্যে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে, সেইকালে মলমিশ্রিত অর্থাৎ কর্ম্মমলযুক্তা কোন বৃত্তির আর আবশ্যকতা থাকে না। নির্ম্মলা ভক্তির সন্ধান পাইলে আর সমলা মিশ্রিতা ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন
নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি উপস্থিত না হয়, অথবা ভক্তিপথে আমার (ভগবানের) কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সেকাল পর্য্যন্তই কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণ ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।

সৎকর্ম্ম ও কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকে বিশুদ্ধ হরিপর কর্ম্ম অর্থাৎ 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'র সহিত কখনও সমান মনে করিতে হইবে না। 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'—নৈষ্কর্ম্ম্য, শুদ্ধভক্তি বা জীবন্মুক্ত ভাগবতগণের আচার। সৎকর্ম্ম অত্যন্ত বদ্ধ, দৈহিকসর্ব্বস্ব, পাপপুণ্যবিচারসম্পন্ন ব্যক্তির কৃত্য। আর কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বদ্ধদশাকবলিত, কিন্তু কথঞ্চিৎ পরিমাণে মুক্তদশার বিচারের প্রতি উন্মুখতা-প্রদর্শনকারী অথচ কর্ম্মাসক্তি-ভায় আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের রুচিজ্ঞাপকতা। যাঁহারা অনন্যশরণ বৈষ্ণব, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রম স্বীকারের অভিনয় করুন, অথবা যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউন, তাঁহাদিগকে কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির বিহিত ব্যবস্থাবাধ্য করিতে পারে না। যাঁহারা অনন্যশরণ, তাঁহাদিগের হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কৃত্য নাই। ইহা শ্রীহরিভক্তিবিলাস উপসংহারে বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

"একান্তিতাং গতানাং তু
শ্রীকৃষ্ণচরণাব্জয়োঃ।
ভক্তিঃ স্বতঃ প্রবর্ত্তেত তদ্বিধিঃ কিং
ব্রতাদিভিঃ॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্
এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং
স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল-যুগলের ঐকান্তিক সেবক হইলে স্বতঃই ভক্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের ভক্তি-বিঘ্নকর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? যাঁহারা প্রভাতে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নসময়ে ও সন্ধ্যাকালে হরিকীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সন্ধ্যা-বন্দনাদি অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই। যে সকল একান্তী ভক্ত পরম প্রীতির সহিত প্রভু শ্রীহরির কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তাঁহাদিগের অন্য কোন কৃত্যে রুচি হয় না।

• একমাত্র হরিকীর্ত্তন ও হরিস্মরণ ব্যতীত বৈদিক বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি কোনটীতেই অনন্যশরণ ঐকান্তিক বৈষ্ণবের রুচি নাই। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের একটী শ্লোক 'শ্রীপদ্যাবলী' গ্রন্থে আহরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন,—

"সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতো ভোঃ স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ
নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংস-
স্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং
মন্যে কিমন্যেন মে॥
স্নানং ম্লানমভূৎ ক্রিয়া ন চ ক্রিয়া
সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভব-
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী
সংপুটিতাস্তঃ স্ফুটা।
ধর্ম্মো মর্ম্মহতো হ্যধর্ম্মনিচয়ঃ
প্রায়ঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্
চিত্তং চুম্বতি যাদবেন্দ্রচরণাম্ভোজে
মমাহর্নিশম্॥"

হে সন্ধ্যা-বন্দন (হে সন্ধ্যামুখনিত্যকর্ম্ম) তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার, হে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, হে অগ্নি-ষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, কব্যবাহাদি আর তোমাদের তর্পণ-বিধিতে অসমর্থ, অতএব আমাকে ক্ষমা করিবে। আমি যে-কোন স্থানে হউক্ বাস করিয়া যদুকুলের শিরোমণি কংসশত্রুকে পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্ব্বক সকল মলিনতা নিবারণ করিব। সুতরাং অন্য সাধনাদিতে আমার কি প্রয়োজন?

আমার স্নান ম্লান হইয়াছে, ক্রিয়া অক্রিয়া হইয়াছে অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্ম্য ভগবদ্ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে, বেদ মলিনতা লাভ করিয়াছে অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় নাসাবদ্ধ বলিবর্দ্দবৎ কর্ম্মজড়গণের ন্যায় যে বুদ্ধি, তাহা মলিনতা লাভ করিয়াছে, শাস্ত্রসমূহ অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতির একমাত্র প্রকৃত তাৎপর্য্য যে আত্মার আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহা চিত্তে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম মর্ম্মাহত বা স্বরূপে বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পুণ্যাদি চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত এবং অধর্ম্মনিচয় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্ত কেবল অহর্নিশ যাদবেন্দ্রের শ্রীচরণকমল চুম্বন করিতেছে।

অনন্যশরণ বৈষ্ণবের নিষ্ঠা এইরূপ। কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রীতি যাঁহাদের চিত্তসাম্রাজ্যের স্বরাজ্য-লক্ষ্মী, সেখানে অন্য কোন প্রকার উভয় সাধ্য-সাধনের অবকাশ নাই। যাঁহারা শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর আদর্শের ন্যায় মুক্তিবাঞ্ছা বা অনন্যশরণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেইরূপ সাধকগণের কৃত্যও অনুক্ষণ কীর্ত্তন-মুখে শ্রীকৃষ্ণস্মরণই একমাত্র মূল বিধি এবং কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণস্মরণের ন্যূনাধিক প্রতিবন্ধক যে কিছু তাহাই নিষেধ। 'কীর্ত্তনমুখে কৃষ্ণস্মরণরূপা মূল সম্রাজ্ঞীর কিঙ্করী সমূহই যাবতীয় 'বিধি' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনমুখে প্রতিকূলতার অনুগামী কিঙ্কর সমূহই 'নিষেধ'। সুতরাং অনন্যশরণ বৈষ্ণবের বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের কৃষ্ণকীর্ত্তন বিধির অনুকূল যাবতীয় কৃত্যই গ্রহণীয়, আর কৃষ্ণকীর্ত্তন বিধির প্রতিকূল যাবতীয় কৃত্যই পরিত্যাজ্য; উহা পরিত্যাগে কোন প্রত্যবায় নাই। যাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানের উপাসক, তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনমুখেই স্বাভাবিক-ভাবে মহাধ্যান হয়, সুতরাং সেখানে ধ্যানের দুই প্রকার বা ত্রিপ্রকার ভাব কল্পনা অবিচ্ছিন্ন ধ্যানধারাকে বিপর্য্যস্ত করে না; আর কল্পিত ধ্যান বা ধ্যানের নামে ইতর অভিনিবেশ স্বভাবতঃই বিক্ষেপময় বলিয়া উহাতে ধ্যানের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বস্তুর অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণ বৃত্তি প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যাতাভিমানীকে বিপদা-পন্ন করিয়া থাকে। এই সকল কথা বুঝিবার মত সেবোন্মুখিনী মেধার অভাব হইলে অর্থাৎ ঐকান্তিক সদ্গুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী সেবা মতি না থাকিলে "কুবক্ত্র ধারা নিপাত্য ভববাধা" সেবাসঙ্গী হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হয়। তখন নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম আগ্রহরূপ অর্গল সেবা-সরণীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিনিবেশই একাভি-নিবেশ, আর ভক্তগুণের প্রতি অভিনিবেশই—ভোগ্যের প্রতি অভিনিবেশই দ্বিতীয়াভি-নিবেশ। শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণপাদপদ্মে স্বাভাবিক রুচি, লোভ বা লালসাই অভিনিবেশের জননী। যাহার যে বিষয়ে রুচি ও লোভ, সে বিষয়ে তাহার অভিনিবেশ উদিত হয়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি লোভ আছে বলিয়াই তাহার বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিকভাবে অভিনিবেশ হয়—শাসন বা দণ্ডের প্রয়োজন হয় না। ভক্তগণ অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণ এইরূপ অভিনিবেশ প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—

"যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥"

মূঢ়ব্যক্তিগণের বিষয়সকলে যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেরূপ প্রীতি যেন অপগত না হয়।

"যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো
মে রমতাং ত্বয়ি॥"

যুবতিগণের মন যুবকে, যুবকগণের মন যুবতীতে যেরূপ রত হয়, আমার মন আপনাতে তদ্রূপ রত হউক।

অভীষ্টবস্তুর নাম-গুণ-চরিতাদিতে সম্যগ্‌রূপে রাগ বা অভিনিবেশযুক্ত হইয়া অনুক্ষণ তদনুস্মরণে চিত্তকে নিযুক্ত করা ও তাঁহার অনুরাগী জনগণের অনুগামী হইয়া কা

যাপন করিবার উপদেশই শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু প্রদান করিয়াছেন,—

তন্নামরূপচরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥

অভীষ্টদেবের নাম রূপ-লীলাদির সুষ্ঠু কীর্ত্তন ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে নিযুক্ত করিয়া শ্রীব্রজে বাসপূর্ব্বক কৃষ্ণানুরাগিজনের অনুগত হইয়া নিখিলকাল যাপন করিবে—ইহাই উপদেশসার।

সরল, সেবোন্মুখ, দৈন্যভূষিত হৃদয়েই শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবস্মৃতি সতত বিরাজিত থাকে। হৃদয়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আবির্ভাব উপলব্ধি-দ্বারাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবসঙ্গনৈরন্তর্য্য লাভ হয়। তদীয় পাদপদ্মে অভিনিবেশ ভক্তির মূল। অভিনিবেশদ্বারাই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সান্নিধ্য লাভ হয়। অভিনিবেশ না থাকিলে সঙ্গ হয় না। প্রীতি না থাকিলে অভিনিবেশ হয় না। প্রীতিতেই অভিনিবেশ হয়। কেবল বিষয় থাকিলেই বিষয়ের সঙ্গ হয় না; বিষয়ের প্রতি অভিনিবেশ বা চিত্তের তন্ময়ভাবই বিষয়ের সঙ্গ করায়। প্রীতি বা ভালবাসার গাঢ়তা হইতেই প্রীতির পাত্রের প্রতি অভিনিবেশ বা তন্ময়তা আসে। গুরুবর্গের প্রতি অভিনিবেশ না হইলে জড়চিন্তা কখনই যাইবে না। ইষ্টবস্তুর প্রতি অভিনিবেশ না হইলে কখনও প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::❀::)::——

সম্পদ বা সুখের বিপরীত বিপদ বা দুঃখ। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পশু, কি কীট-পতঙ্গ, এমন কি, দেবতা পর্য্যন্তও কেহই এই বিপদ বা দুঃখ চাহে না; চাওয়া দূরের কথা বিপদ হইতে দূরে থাকিতে বা বিপদকে দূরে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, না পারিলেও মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করে। ভিখারী, দুঃখী, এমন কি, ত্যাগীও দুঃখ চাহে না। কিন্তু বিপদকে বারণ করিয়া কেহই রাখিতে পারে না, বিপদ আপনা হইতেই আসিয়া যায়।

শ্রীহরির এক নাম বিপদবারণ। শরণাগত বিপন্নজনকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সুখী ও সম্পদশালী করা তাঁহার একটি কাজ। এইজন্য তিনি বিপদবারণ, বিপদুদ্ধারণ, বিপদ্ভঞ্জন ইত্যাদি নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি কখনও ভক্তগণকে বিপন্ন দেখিতে পারেন না। ভক্তকে বিপদে দেখিয়া তিনি কখনও স্থির থাকিতে পারেন না। ইহা তাঁহার স্বভাবে নাই। তাই পাণ্ডবগণের বনবাসকালে সতত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দুর্য্যোধন-প্রেরিত দুর্ব্বাসার আতিথ্য গ্রহণকালে বিপদ আসন্ন দেখিয়া শ্রীযুধিষ্ঠির কৃষ্ণস্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া শ্রীদ্রৌপদীর নিকট হইতে শাককণ গ্রহণ করিয়া তিনি দুর্ব্বাসার শাপভয় হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। গজেন্দ্রকে নক্রের কবল-গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্র সাক্ষ্য দিয়া শ্রীভগবানের বিপদ্ভঞ্জন নাম সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন।

শাস্ত্র যে কেবলমাত্র ভগবানের বিপদ্-ভঞ্জনত্ব বা ভয়হারিত্ব প্রচার করিয়া গৌরবান্বিত, তাহা নহে। ভগবান্ তাঁহার যে-কোন একজন আজ্ঞাকারী দাসের দ্বারা ঐ কার্য্য সাধন করিতে পারেন বা তাঁহার ইচ্ছামাত্রেও উহা ঘটিতে পারে। এই জগতেও দেখা যায়, রাজা নিজে না আসিয়া নিজভৃত্য, সৈন্য ও সেনাপতির দ্বারা আশ্রিত প্রজাকে প্রবলের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করেন। তবে প্রভেদ এই যে, রাজা ঈশ্বর নহেন বলিয়া লোকবল ব্যতীত একাকী শত্রুদমনে বা বিপদ দূর করিতে সর্ব্বত্র সমর্থ নহেন; আর ভগবানের অংশকলা দূরে থাকুক, তাঁহার ঐশ্বর্য্যাঙ্কুর দ্বারা প্রেরিত যে কোন ব্যক্তির দ্বারাও তাহা অত্যাশ্চর্য্যরূপে সম্ভব হইতে পারে। তথাপি তাঁহার স্বভাব এই যে, তিনি ভক্তের নিকট স্বয়ং আসিয়া থাকেন। ভক্তকে বিপদে দেখিয়া তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারেন না, তিনি ব্যথিত হন। শ্রীভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া প্রয়াণকালে কৃষ্ণের স্মরণ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ এইরূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের একমাত্র পুত্রের বিয়োগে শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তনরাসরত শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বানুভাবানন্দ আপনা হইতেই ভঙ্গ হয়। শ্রীগৌরহরি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের বিপদের কথা জানিতে পারিলে ভক্তের বিপদে তিনি নিজের হৃদয়ব্যথা এইভাবে জানাইয়াছিলেন,—

"পুত্রশোক না জানিল যে মোর প্রেমে।
হেন সব ভক্তসঙ্গ ছাড়িমু কেমনে ?"

তিনি ভক্তপুত্রের মৃতদেহ স্বহস্তে কোলে করিয়া সংকার করিয়াছিলেন এবং নিজে স্বয়ং ও তাঁহার দ্বিতীয় দেহ প্রিয়তম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীমালিনীদেবীর নিত্যপুত্ররূপে তাঁহাদের গৃহে নিত্যকাল বিরাজমান থাকিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

ভক্তের প্রতি ভগবানের এইপ্রকার প্রেমের পরিচয় বা স্বভাবের কথা প্রচার করিয়া শাস্ত্র মহামহিমান্বিত, মহাগৌরবান্বিত ও ভক্তজনের চিত্তাকর্ষক হইয়াছেন। যে শাস্ত্রে এরূপ প্রীতি-পরাকাষ্ঠার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রই শাস্ত্র। শাস্ত্রগণের মধ্যে রাজা—রাজচক্রবর্ত্তী-চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত। কারণ, প্রীতিই প্রাণ। প্রাণহীন শাস্ত্রেই কেবল দুঃখহারিত্ব বা মুক্তির কথা শোভা পায়। এস্থলে শাস্ত্রের অশোক ও অভয়দাতৃত্বের পরিচয় হয় ত' থাকিতে পারে; কিন্তু অমৃত-আধারত্বের পরিচয় না থাকায় তাহা নিরস বা শুষ্ক-ব্রহ্মানন্দে পর্য্যবসিত হয়। এইজন্য অমৃতের নিকট তাহা হেয় ও ঘৃণা—ছলনা বা কৈতব।

ভক্তের প্রতি ভগবানের এইপ্রকার প্রেমের কথা কীর্ত্তন করিয়া সাধু নিজে সুখ, ধন ও ভগবানকে সুখ প্রদান করেন।

এই দুঃখ বা বিপদ বাস্তবিক বিপদ বা দুঃখ নয়, ইহা নিত্যানন্দময়। যাহার দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের স্বরূপ অপরূপ ও অত্যদ্ভুত বৈচিত্র্য ও পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়, তাহা কখনও বিপদ বা দুঃখ হইতে পারে না। ভক্তগণ ইহা কামনা করিয়া থাকেন। খোলাবেচা শ্রীধরের দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিয়া অষ্টসিদ্ধি দিতে চাহিলে অথবা এক মহারাজ্যের ঈশ্বর করিয়া দিতে চাহিলেও তিনি তাহা না চাহিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"প্রভু বলে,—"শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্টসিদ্ধি দিমু আজ তোমার গোচর ॥
শ্রীধর বলেন—প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা ?
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা ॥"
প্রভু বলে,—"দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবা বর, যেই চিত্তে লয় ॥"
'মাগ মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বলয়ে—"প্রভু দেহ এই বর ॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি' নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁ'র চরণযুগল ॥"
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা-উচ্চ স্বরে ॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল ॥
হাসি বলে বিশ্বম্ভর,—"শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর ॥"
শ্রীধর বলয়ে—"মুই কিছুই না চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ ॥"

গর্ভস্থ জীবের কামনার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

"গর্ভবাস দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা।
এই মত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু! সব মোর কর্ম্ম ॥
সে দুঃখ-বিপদ প্রভু, রহু বারে বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ববেদসার ॥
হেন কর কৃষ্ণ, এবে দাস্য-যোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া ॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু না চাহিমু আর ॥
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥
সুখরে প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায় ॥"

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

গত ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর, (১৯৪৫), সোমবার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামি-ঠাকুরের আনুগত্যে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা, শ্রীঅন্নকূট ও শ্রীল রসিকানন্দদেবের আবির্ভাব-তিথি-সংকীর্ত্তন-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস পূর্ব্বোক্ত মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ও শ্রীপাদ মন্মথমন্মথদাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু গোপগণের পূজা করেন। শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীমন্দির-পরিক্রমের পর হইতে নিরন্তর সংকীর্ত্তন চলিতেছিল। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকা হইতে ১১॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুষ্ঠিত অন্নকূট-মহোৎসব-প্রসঙ্গ এবং ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে গোপগণের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অতঃপর মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে ৬॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবিনোদকান্তজীউর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভূষণ প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের তাৎপর্য্য, জীবের কর্ত্তব্য, শ্রীরসিকানন্দদেবের জীবনচরিত, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের অনুষ্ঠিত শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে নামসংকীর্ত্তনান্তে সমবেত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীকৃষ্ণগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকাপট্য অর্থাৎ ভগবৎ ভক্ত লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় [illegible] ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপ্রাকৃত মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ⁄১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ লেখার সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পদ্মপুষ্পের ন্যায় ভগবদ্দাস্যবোধে পদনপুষ্প বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অতীব অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগোপীনাথ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা পূর্ব্বক ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্যানির্ণয়মূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(:*:)::——

রৌপ্যের বিবিধ ব্যবহার

রূপা কিংবা প্ল্যাটিনামের নাম করিলেই সাধারণতঃ মনে পড়িয়া যায় অলঙ্কারের কথা। যন্ত্রশিল্পে, কলকারখানায় আজকাল রূপার ব্যবহার হইতেছে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে এইসব মূল্যবান ধাতুকে নূতন নূতন নানা কাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হইয়াছে। যন্ত্রশিল্পে এই সব ধাতুর ব্যবহার এখন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

এ বিষয়ে রূপা জিনিসটা যেমন কাজে লাগিয়াছে এমন আর কোনটাই নয়। পেনিসিলিন ওষুধ তৈয়ার করিতে কিংবা সমুদ্রের লোণা জলকে সুস্বাদু পানীয়ে পরিণত করিতে কিংবা প্লাষ্টিক শিল্পের কাজে রূপার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। তাহা ছাড়া কাচ, বিভিন্ন রাসায়নিক, বিস্ফোরক এবং বৈদ্যুতিক শিল্পেও রূপার ব্যবহার বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে।

বহু যন্ত্রশিল্পে আজকাল মিশ্র রৌপ্য (রূপা এবং অন্য ধাতু মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ) একটি অত্যাবশ্যক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাডার যন্ত্র তৈয়ারী করিতে এইরূপ রূপার প্রয়োগ অপরিহার্য্য। বিমান ইঞ্জিনের বেয়ারিং কিংবা বৈদ্যুতিক ডায়নামার অংশ বা সুইচ তৈয়ারীর কাজে রূপা খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। পানীয় জল রূপার পাত্রে রাখিলে দূষিত বীজাণু ধ্বংস হয়। বাসনপত্র ছাড়া রূপার আর একটি প্রধান ব্যবহার হইল মুদ্রা নির্মাণ। কিন্তু মুদ্রারূপে রূপার ব্যবহার এখন এশিয়ার কয়েকটি দেশ ছাড়া আর কোথাও চালু নাই।

রূপার উপরে আলোকের যে চমৎকার প্রতিফলন হয় তাহা অনেক দিন হইতেই নানা দেশের লোক লক্ষ্য করিয়াছে এবং আর্শির কাজে রূপাকে ব্যবহার করিয়াছে। মসৃণভাবে পালিস করিলে রূপার পর চমৎকার আরশী বা প্রতিফলক তৈয়ারী হয়। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে কাচের উপরে রূপার "জল" দিয়া পাতলা একটা পর্দ্দা ফেলা হয়; প্রতিফলক হিসাবে তাহার তুলনা নাই। এই যুদ্ধে আলোক ও প্রতিবিম্ব তৈয়ার হইয়াছে।

আলোকচিত্রের (ফটোগ্রাফি) প্রধান উপাদান হইল রূপা এবং রূপার যৌগিক রাসায়নিক। ফটোর প্লেট, কাগজ এবং ফিল্ম তৈয়ার করিতে প্রতি বৎসর বহুশত মণ করিয়া রূপার দরকার হয়। আলোক-চিত্রশিল্পে ব্যবহৃত রূপার অনেকখানিই আবার ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা যায়। ফিল্মের উপর যে চিত্র আমরা দেখি তাহা আর কিছুই নয়, পাতলা সেলুলয়েডের উপরে রূপার লক্ষ লক্ষ অতি সূক্ষ্ম চূর্ণের আলো-ছায়ার রূপায়িত ছবি।

প্রকৃতির এই সম্পদটি পৃথিবীতে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যতে শিল্পকর্ম্মে ইহার আরও ব্যাপক ব্যবহারের আশা করা যায়।

রূপা মানুষের শরীরেও আছে। অনেকে জানেন না যে, একটু বয়স হইলে মানুষের দাঁতের গোড়ায় একটা জিনিষ জমে যেটা রৌপ্যযুক্ত একটা যৌগিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়

বিলাত হইতে মালপত্র আমদানীর সুবিধা

নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ বৃটেন হইতে আমদানী করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়িগণকে আর লাইসেন্স লইতে হইবে না বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছেন:

সম্প্রতি একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত জিনিষগুলিও বিনা লাইসেন্সেই বৃটেন হইতে এখন ভারতে আমদানী করা চলিবে:—

হোসিয়ারীর তৈরী জিনিসপত্র, কতক-গুলি বিশিষ্ট পিতলের এবং চামড়ার জিনিষ প্যাক করিবার এবং জিনিষপত্র মুড়িবার কাগজ, পশমী কাপড় মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি পাকানো এবং সাধারণ সূতা, মাটি ও কাচের বাসনপত্র, জুতা এবং সাইকেল।

ফটকিরি, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড প্রভৃতি কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ বৃটেন হইতে বিনা লাইসেন্সে এতদিন আমদানী করা যাইত; কিন্তু এখন হইতে (অল্প কিম্বা বৃহৎ—যে পরিমাণেই হউক) সে সবের জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে।

———

১৯৪৫-৪৬ সনে বাঙ্গলায় ধান্য শস্য

বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর অফিস হইতে জানান হইতেছে ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙ্গলায় ধান্যশস্য অন্যান্য বৎসরের অনুপাতে শতকরা ৮১ ভাগ হইবে এ বৎসর ১৯[illegible]-৩০০ একর জমিতে ধান জন্মিয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ২০৭৯৮৩০০ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ৩০ দামোদর গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৪ঠা অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২০শে নভেম্বর ইং ১৯৪৫. মঙ্গলবার } ১৬১-১৬৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ দামোদর শিব প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

সকলেই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দাস ও তাঁহার উপাসক। জগতের সকলেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীভগবানেরই সেবা করিতেছে। বিধির সহিতই হউক বা অবিধির সহিতই হউক, সকলেই শ্রীভগবানের সেবা করে—শ্রীভগবান্‌কেই চায়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণই প্রত্যেক চেতন-স্বরূপের প্রাণ, আকর্ষক ও আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ রসময়। শ্রীকৃষ্ণই আনন্দের আকর। এই আনন্দই প্রয়োজন। চেতন আনন্দ ছাড়া থাকিতে পারে না। যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যে অবিমিশ্র আনন্দধর্ম্ম আছে, তাহা বদ্ধজীব বুঝিতে পারে না। সাধুর সঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ যখন হয়, তখনই জীব বুঝিতে পারে যে তাহাতেও আনন্দধর্ম্ম আছে। ভগবৎসেবা-ধর্ম্মই সেই আনন্দধর্ম্ম।

শ্রীকৃষ্ণ—ভজনীয় বস্তু, জীব—ভজনকারী বস্তু; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া—ভজন। সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। তিনি একমাত্র বিশুদ্ধ পরম নির্ম্মল জীবাত্মার নিত্যসেব্য। শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা বৃহত্তত্ত্ব আর নাই। তিনি অসমোর্দ্ধতত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই সেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ। তিনি বিষয়, আর আশ্রয়—পঞ্চপ্রকার। শ্রীকৃষ্ণ—এক, আশ্রয় বহু। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-নৃসিংহাদিতে বস্তুগত কোন ভেদ নাই, কেবল লীলাগত বিচিত্রতা আছে মাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও ভক্তভাব লইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্। তিনি পরমেশ্বর—সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বকারণপ্রধান। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ। তিনি বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন। তিনিই শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন। তিনিই ঈশানাথ। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক ও সাক্ষাৎ মন্মথমদন। তিনি শৃঙ্গাররসরাজময়মূর্ত্তিধর। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য শ্রীলক্ষ্ম্যাদি নারীগণের চিত্তাকর্ষণকারী; এমন কি, শ্রীনারায়ণাদি অবতারগণেরও মনোহরণকারী। তিনি নিজমাধুর্য্যে নিজেই মুগ্ধ। তিনি নিখিল-হতারিগতিদায়ক। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সদ্বেষমাত্র অর্থাৎ ভক্তবেষ দেখিয়াই বালঘাতিনী পুতনাকে ধাত্রোচিত গতি প্রদান করিয়াছেন। হতারিগতি-দায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিরূপ গতি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যেমন জয়-বিজয় হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ কুম্ভকর্ণরূপে বিষ্ণুহস্তে—শ্রীনৃসিংহ-বরাহদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি পায় নাই, কেবল ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব এই যে, তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও তিনি তাঁহার অচিন্ত্য প্রভাবদ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এইজন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎস্বরূপে কিঞ্চিৎস্মরণমাত্রে স্মরণ-কারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। এইজন্যই শাস্ত্র যে কোনও উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু। যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যবিগ্রহ। তাঁহার সবই মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর। তাঁহার নাম মধুর, রূপ মধুর, গুণ মধুর, লীলা মধুর ও পরিকর মধুর। মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা বা আকর তিনি। শ্রীকৃষ্ণ বড় সুন্দর—শ্রীশ্যামসুন্দর। এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আর কাহারও নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অখিলরসামৃতসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়জন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব-মঙ্গল-বিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হইয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অভিলাষ উপস্থিত হইবে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কি ভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে, কি ভাবে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা হইলে পাপপুণ্যও কাটাইয়া ফেলিতে হয়। আশ্রয়জাতীয় গুরুবর্গ বিভিন্ন আকারে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আমাদিগকে দয়া করিবার জন্য উপস্থিত। ইঁহারা দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই প্রকাশবিশেষ। বিভিন্ন আদর্শে জগদ্‌গুরুর বিম্ব প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুতে আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম প্রতিফলিত। বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় অর্দ্ধেকটা। বিষয়জাতীয় পূর্ণ-প্রতীতি—শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ-প্রতীতি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। চেতনের ভূমিকাসমূহে যে আশ্রয়-জাতীয় অপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব পড়িয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার শ্রীগুরুদেব। জীবনব্যাপী শ্রীভগবানের সেবা করিতে হইবে সর্ব্বক্ষণ যিনি দেখাইতেছেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতি জীব-হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন—আশ্রয়-জাতীয়রূপে প্রতি বস্তুতে তাঁহার অবস্থান। তিনি প্রতিবস্তুতেই বিরাজমান।

সাধনভক্তির রাজ্য হইতে ভাবভক্তির রাজ্য অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তির রাজ্যে বা নিত্যলীলায় প্রবেশই পূর্ণভূমিকা হইতে অপ্রকট। ইহজগতে থাকাকালে গোলোকস্থিত বস্তুর পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবা করিলে প্রাপঞ্চিক অবস্থা থামিয়া যাইবে। জীবন্মুক্ত অবস্থায় স্বরূপসিদ্ধি, তৎপরে বস্তুসিদ্ধি বা নিত্যলীলায় প্রবেশ। শরীর পতনের পূর্ব্বে স্বরূপসিদ্ধি না হইলে বার বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। স্বরূপে অবস্থিত হইবার পরে যদি আমরা ভগবৎ-সেবাবিচ্যুত হইয়া পড়ি, তবে জীবন্মুক্ত হইলেও সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু অন্তরে-বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে সর্ব্বক্ষণ যদি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যায়, তাহা হইলে আর অমঙ্গল আসিতে পারে না। হরিকথার প্রাচুর্য্য হইতে ভক্তির সিদ্ধি হয়। প্রেমভক্তিতে অবস্থানই—প্রকৃত জড়বাসনা হইতে বিরাম লাভ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বলিবার, বুঝিবার বস্তু জিনিষ নহে। যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ কৃপাক্রমে উহা উন্মেষিত হয়, তিনিই বলিতে পারেন, জানিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি হইলে এ জগতের চিন্তাস্রোত থামিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি হইলে

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সাবধানে অকাপট্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় [illegible] হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

———::(:※:)::———

ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা

১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন অনুসারে নিম্নোক্ত বৃত্তিগুলি প্রদান করা হইবে,—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৩টি, ২৫৲ টাকা হিসাবে ৩টি, ২০৲ টাকা হিসাবে ২টি এবং ১৫৲ টাকা হিসাবে ৩টি বৃত্তি।

কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে ১০টি বৃত্তি।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ৮টি বৃত্তি

ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, ও বর্দ্ধমান মেডিকেল স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ৪টি বৃত্তি।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীর তপশীলী ছাত্রদের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে [illegible]টি ও মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে ২টি বৃত্তি।

কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর তপশীলী ছাত্রদের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে ৩টি বৃত্তি।

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর তপশীলী ছাত্রদের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ৩টি বৃত্তি।

ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি ও বর্দ্ধমান মেডিকেল স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর তপশীলী ছাত্রদের জন্য মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ২টি বৃত্তি।

তপশীলী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে (যেমন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, হিমালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী এবং বাঙলার আদিম অধিবাসী) ছাত্রদের জন্য যে সমস্ত স্কুল বা কলেজে তাহারা ভর্ত্তি হইয়াছে সেই সমস্ত স্কুল কলেজের প্রত্যেক শ্রেণীতে মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে ২টি বৃত্তি দেওয়া হইবে।

পোষ্ট অফিসারের বীরত্ব

সম্প্রতি খিদিরপুরে অনুষ্ঠিত এক প্যারেড উপলক্ষে মেজর জেনারেল ডি. ষ্টুয়ার্ট ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ একটি রেলওয়ে ওয়াগনে আগুন লাগাকালে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া সময়োপযোগী কর্ত্তব্য সম্পাদনের দ্বারা বিপদ নিবারণের জন্য ক্যাপ্টেন এ গ্রীণউড ও লেপ্টেন্যান্ট বি, কে, ঘোষকে যথাক্রমে জর্জ মেডাল ও এম, বি-ই, উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। মৃত লেফটেন্যান্ট আর টিউটলীর উদ্দেশেও উক্ত পদক ও প্রশংসাবাণী প্রদান করা হইয়াছে

সরকার কর্ত্তৃক বেকারদিগকে চাকুরীতে নিয়োগ

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের নিয়োগ সংক্রান্ত উপদেষ্টার দপ্তরে এবং মেদিনীপুরের খড়গপুর সাব-এরিয়া অফিস সমেত পোষ্ট ও রিকনষ্ট্রাকশন সার্ভিসের ৫২টি সাব-এরিয়া অফিসে যে সমস্ত বেকার নাম রেজিষ্টারী করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ৬৭৪ জন চাকুরী পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যাহারা চাকুরী পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা আরও বেশী বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। আলোচ্য সময়ে ২,৬৬১ জন নাম রেজিষ্টারী করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কেরাণীগিরি কার্য্যে উপযুক্ত ৪৪৭ জন, শিল্পকার্য্যে সুদক্ষ ৩৯৩ জন, দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম ও শিল্পকার্য্যে অপটু ৬২৮ জন এবং দৈহিক পরিশ্রমে সক্ষম ও শিল্প কার্য্যে অপটু ১,১৬৩ জন এবং দৈহিক পরিশ্রমে সক্ষম ও শিল্পকার্য্যে অপটু ১,৯৬৩ জন আছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ উপরোক্ত চারিটি শ্রেণীর যথাক্রমে ১৬,৯৫৩; ১৩,৭৯৭; ১২,০৬১ জন এবং ১৩,৩১১ জন লোক নাম রেজিষ্টারী করিয়াছেন।

ঔষধ গবেষণায় নোবেল প্রাইজ

গত ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ঔষধ সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ আর্ণেষ্ট বোরিস চেইন এবং স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরিকে পেনিসিলিন আবিষ্কার সম্পর্কে দেওয়া হইয়াছে। পুরস্কার ঘোষণা সম্পর্কে পেনিসিলিনের আবিষ্কারক হিসাবে স্যার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিংয়ের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর দুইজনকে এই আবিষ্কার সম্পর্কে ইঁদুরের উপর কার্য্য চালাইবার জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে। ঘোষণা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, পেনিসিলিন মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। স্যার আলেকজাণ্ডার বলেন, পেনিসিলিন আবিষ্কার "দৈবক্রমে" সাধিত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৪শে নভেম্বর ইং ১৯৪৫, বার } ১৬৬-১৬৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ কেশব অবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

মঙ্গলোপায়

——::(::❁::)::——

শ্রীকৃষ্ণের কথা-শ্রবণাদিতে রুচিই ভক্তি। ভগবৎকথারুচির পরাবস্থাই প্রেম-ভক্তি। শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি অপক্কদশায় সাধনভক্তি এবং প্রপক্কাবস্থায় তাহাই প্রেমভক্তি। ভক্তি স্বতঃই সুখরূপা, অহৈতুকী অর্থাৎ ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা বা অন্যাভিলাষশূন্যা এবং অপ্রতিহতা। হরিকথায় রুচি হইলেই সেই জাতরুচি ব্যক্তির চিত্তে শ্রবণাদি-লক্ষণ ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেব-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম
এব হি কেবলম্॥"

মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে তাহাদের রুচি না হয়, তবে তাহা নিশ্চয়ই বৃথা শ্রমমাত্র; বিষয়াশ্রয়-সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যদি হরিকথায় অর্থাৎ ভগবল্লীলাবর্ণনাদিতে রতি অর্থাৎ রুচি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার হইল, ফললাভ ঘটিল না।

শ্রীহরিকথায় রুচিই নিত্যমঙ্গলের প্রাথমিক সূচনা। যেখানে হরিকথায় রুচি নাই, সেখানে মঙ্গললাভ বা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। যাহারা হতভাগা, তাহাদের হরিকথায় রুচি হয় না। হরিকথায় রুচিই সকল মঙ্গলের মূল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"কথারুচেঃ সর্ব্বত্রৈবাস্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ। অথাঙ্গেষু ভক্তিস্তৎকথাশ্রবণাদিষু রুচিঃ।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন,—

"ভাগো তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার, বড় ভাগ্যবান।
যা'র কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৯)

হরিকথা-শ্রবণাদিতে রুচিলক্ষণা ভক্তিই হরিসন্তোষোৎপাদক ধর্ম্মের ফল বলিয়া সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই কর্ত্তব্য। এই শ্রবণাদি ভক্তি শ্রীভগবানের সুখের জন্য কৃত হইলেই তাহা শুদ্ধা ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—শ্রবণাদি-রুচিরহিত ভক্তিহীন ধর্ম্ম কেবল শ্রম বলিয়া তাহাতেও আগ্রহশূন্য হইয়া একাগ্রমনে ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তন, নিরন্তর ধ্যান ও পূজন কর্ত্তব্য নিত্যমঙ্গললাভের প্রথম পরিচয় শ্রীহরিকথায় রুচি উৎপন্ন না হইলে, মঙ্গল কি করিয়া হইবে? শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন
কুর্য্যাৎ কথারতিম্॥"

—সংযতচিত্ত বিবেকিগণ যে শ্রীহরির অনুধ্যানরূপ খড়্গমাত্র-দ্বারা অহঙ্কারবন্ধরূপ কর্ম্ম ছেদন করেন, সেই শ্রীহরির কথায় কে না রতি করিবে?

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"

(ভাঃ ১০।১।৪)

নিবৃত্ততৃষ্ণ শুদ্ধভক্তগণ সতত শ্রীকৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মুমুক্ষু-গণের পক্ষে তাহা ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। ইহা বিষয়িগণেরও শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর। অতএব এমন মধুর কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে আত্মঘাতী বা পশুঘাতী ব্যাধ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি বিরত বা বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে?

হরিকথায় রুচি কিপ্রকারে উদিত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন,—ইতর কথায় আসক্তি ছাড়িয়া গেলে হরিকথায় রুচি উদয় হয়। তীর্থসেবা ও মহতের সেবা হইতে হরিকথায় রুচি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ-ফলেই শ্রীবাসুদেব-কথায় রুচির উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥"

—হে বিপ্রগণ! ভগবদ্ধামসেবাফলে দৈবাৎ মহৎকৃপাজনিত সুকৃতিক্রমে মহতের সেবা হয়। সেই মহতের সেবাফলে জাত-শ্রদ্ধ পুরুষ সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীহরিকথায় রুচিবিশিষ্ট হন। হরিকথা শুনিলে কি হয়? এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক কেবল শুদ্ধ হৃদয়কর্ণের প্রীত্যুৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি এবং অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কথাদ্বারা জীবের অন্তঃস্থিত হইয়া অর্থাৎ চিত্তাপথে আসিয়া হৃদয়ের অভদ্র অর্থাৎ বাসনাসমূহ ধ্বংস করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"মহৎ সাধুগণের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ। তিনি যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নাদব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কোনক্রমে উদিত হইতে পারে না। হরিস্মরণরূপ খড়্গ ইতর চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তা একেবারে ধ্বংস করে। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণকীর্ত্তনদ্বারা সেবিত হইলেই জীবের বাহ্য ভোগমল গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না।"

যাহারা হতভাগ্য, তাহাদের হরিকথায় রুচি হয় না। যাঁহারা ভাগ্যবান্, তাঁহারা হরিকথাশ্রবণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ যুগপৎ ভগবৎ-সান্মুখ্য ও ভগবদনুভব লাভ করিয়া থাকেন। এই ভাগ্যবান্ জনগণের মধ্যে কোন কোন জীব জন্মজন্মান্তরীণ পরেশানুভব সংস্কার-বিশিষ্ট, আর কেহ কেহ মহতের অতিশয় কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ রুচি শুশ্রূষু জনগণ শ্রবণমাত্রেই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥"

(ভাঃ ১।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ শীঘ্রই সেই ভক্তের স্বপ্রযত্ন ব্যতীতও স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতির চরিত্রে তাহা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

::(:):

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে; ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, বাস্তবে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুণানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দেখা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অন্যায় অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:):——

সরকারী পুনঃনিয়োগ ব্যবস্থা

গত মঙ্গলবার ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন বঙ্গ ও আসাম বিভাগের পুনঃ সংস্থান ও নিয়োগ সংক্রান্ত রিজিওন্যাল ডিরেক্টর ডাঃ এন দাস আই সি এস সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, বাঙ্গলা দেশে এ আর পি এবং অপরাপর জনরক্ষা বাহিনীর মোট প্রায় ২২ হাজার লোকের মধ্যে এ যাবৎ প্রায় ৫ হাজার লোককে বিভিন্ন বিভাগে পুনঃ-নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সব লোকের পুনর্নিয়োগের কাজ এ পর্যন্ত বাঙ্গলা গবর্ণ-মেণ্টেরই তত্ত্বাবধানে ছিল; বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঐ বিভাগ আগামী ডিসেম্বর মাসে গুটাইয়া লইবেন এবং তৎপরে ডাঃ দাসের এই বিভাগই অবশিষ্ট এ আর পি প্রভৃতির লোকের পুনর্নিয়োগের ঐ কাজ হাতে লইবেন।

তিনি আরও জানান যে সেনাবিভাগ হইতে লোক ছাটাই করার কাজ গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু উহা পিছাইয়া দেওয়া হয় এবং এক্ষণে ১লা নবেম্বর হইতে ঐ কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া কথা আছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে সেনাবিভাগ হইতে মোট যতসংখ্যক লোককে ছাটাই করা হইবে, তাহাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের ছাটাইয়ের কাজ আগামী ১৯৪৬ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রিজিওন্যাল ডিরেক্টরেট কর্তৃক বেকার লোকজনের পুনর্নিয়োগের জন্য যে নির্বাচন করা হইবে, তৎসম্পর্কে কিরূপ নীতি অবলম্বন করা হইবে, তাহা বিবৃত করিতে গিয়া তিনি বলেন যে, সাধারণতঃ যুদ্ধফেরৎ লোকজনদেরই নির্বাচনকালে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

ছাই হইতে কংক্রিট

লণ্ডনের এঞ্জিনিয়ারিং পত্রিকায় প্রকাশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ডায়নামো ইত্যাদি চালাইবার জন্য গুঁড়া কয়লা ব্যবহৃত হয়। এই কয়লা পুড়িয়া গেলে ছাই পড়িয়া থাকে, উহা এতদিন কাজে লাগাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি একটি বিলাতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই ছাই দিয়া কংক্রিটের ন্যায় একটা জিনিষ তৈয়ার করিয়াছে। এই কংক্রিটতুল্য জিনিষ দিয়া বেশ পোক্ত ঘরবাড়ী তৈয়ার করা যায়। জিনিষটা ঠিক কংক্রিট নয়; কিন্তু উহার এমন অনেক গুণ আছে, যাহা আসল কংক্রিটেরও নাই। উহার চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা অনেক জাতের কংক্রিটের চেয়েও বেশী। উহা আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না। যেমন আকারে খুসি উহা করাত দিয়া কাটিয়া লওয়া যায় এবং উহার গায়ে স্ক্রুপ বা পেরেক ঠুকিলেও ফাটিয়া যায় না। উহা দ্বারা এখন ইট, টালি, পাতলা "পর্দা-দেওয়াল" ইত্যাদি ঘরবাড়ী তৈয়ারির মাল মসলা তৈয়ার হইতেছে।

যন্ত্রশিল্পে ভারতীয় কাঁচা মাল

ভারতীয় যন্ত্রশিল্পে যে সকল কাঁচা মাল লাগে তাহাদের ওজন এবং মূল্যের আনুপাতিক হিসাব করিয়া সাপ্তাহিক সংখ্যা-সূচী (ইনডেক্স নম্বর) প্রকাশের ব্যবস্থা নূতন করিয়া করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে দ্রব্যাদির পাইকারী দর প্রতি সপ্তাহে জানিবার সুবিধা হইবে। নানা জাতীয় শ্রম শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা বাজারে খুব বেশী। কিন্তু এগুলির দাম সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া সহজ নয়! সেজন্য তুলা, সূতা, রেশম ইত্যাদি কৃষিজাত মাল, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি ধাতু এবং চামড়া, রবার প্রভৃতি অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে "সূচক-সংখ্যা" দ্বারা মূল্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। মোট ১৯ প্রকার মাল ইহাতে ধরা হইয়াছে।

অস্ত্র-আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি

কলিকাতা এবং কলিকাতা শহরতলী পুলিশ-আইনে শহর ও শহরতলীর মধ্যে ছোরা, তরবারি, বর্শা, লাঠি, বন্দুক এবং লগুড় ইত্যাদি লইয়া কোন প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা করা সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে তাহার মেয়াদ কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১৯৪৫ সালের ১লা নভেম্বর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছেন। ১৯৭৪ সালের ভারতীয় অস্ত্র আইনের বিধানানুসারে যাহাদের অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে, যাহারা পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে পারমিট প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অস্ত্র আইনানুসারে অস্ত্রসমূহের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে না।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীনদীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ { ১০ কেশব গৌরাব্দ ৪৫৯, ১৩ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ২৯শে নভেম্বর ইং ১৯৪০, বৃহস্পতিবার } ১৭০-১৭৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

কেশব ভৃত্যাদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

ভক্তি

——::(::•::)::——

উত্তমা-ভক্তি—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি-ভেদে ত্রিবিধ। সাধনভক্তির দুইটী গুণ—ক্লেশঘ্নী ও শুভদায়িনী। ক্লেশ তিনপ্রকার—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ দুইপ্রকার—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। যে পাপের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ পাপ। যে পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই, তাহার নাম অপ্রারব্ধ পাপ এবং পাপবাসনাই পাপবীজ। এই বাসনার কারণ অবিদ্যা বা কৃষ্ণবিস্মৃতি। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই সকল ক্লেশের মূল কারণ। ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে ভগবদুন্মুখতা উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ নষ্ট হয়। এইজন্য সাধনভক্তিতে সর্ব্বদুঃখনাশত্ব গুণ প্রকাশ পায়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির অপ্রারব্ধ পাপহারিত্ব-সম্বন্ধে বলিতেছেন,—'হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ-রাশিকে ভস্ম করে, তদ্রূপ মদ্বিষয়া কথঞ্চিদ্-শ্রবণাদি-লক্ষণা ভক্তিও নিখিল পাপকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ভক্তির প্রারব্ধ-পাপহারিত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীদেবহূতি বলিতেছেন—'হে ভগবন্! তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং তোমাকে নমস্কার, ইহার যে কোন একটী করিলে কুক্কুরভোজী চণ্ডালও যখন শীঘ্রই সোমযাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যে পবিত্র হইবেনই, তাহাতে আর সন্দেহ কি?' এখানে কুক্কুরভোজী চণ্ডাল সদ্যই সোমযাগ করিবার যোগ্যতা-প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্দ্বারা সোমযাগের প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্ব-প্রারম্ভক প্রারব্ধ পাপনাশ সম্ভব হইল। কারণ ভগবন্নিষ্ঠভক্তিই শ্বপাককেও পবিত্র করিয়া থাকেন। চণ্ডালরূপ দুর্জ্জাতি সোমযাগের অযোগ্যতার কারণ এবং দুর্জ্জাতির আরম্ভক অর্থাৎ নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ যে পাপ, তাহাই প্রারব্ধ পাপ বলিয়া কথিত। পদ্মপুরাণও বলেন,—যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহাদের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ, এই পাপচতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন ফলোন্মুখ শব্দের অর্থ প্রারব্ধ, বীজের অর্থ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধের উন্মুখ (কারণ), কূট শব্দে বীজোন্মুখ অর্থাৎ বীজের কারণ, আর অপ্রারব্ধ ফল শব্দে যাহাতে কোনও ফল অর্থাৎ কূটাদি রূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই।

সাধনভক্তি পাপবীজ অর্থাৎ পাপ-বাসনাকেও নষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্-ভাগবত বলিতেছেন,—তপস্যা, দান এবং চান্দ্রায়ণাদি ব্রত প্রভৃতি দ্বারা পাপসমূহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা হৃদয়স্থ পাপবীজ নষ্ট হয় না; তাহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের সেবাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। সাধনভক্তি অবিদ্যাকেও হরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসনৎকুমার শ্রীপৃথু মহারাজকে বলিতেছেন,—হে মহারাজ! ভক্তগণ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে যেরূপ কর্ম্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থি অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্ব্বিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়াও তদ্রূপ ছেদন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া আপনি শ্রীবাসুদেবের ভজনা করুন।

কৃষ্ণবিস্মৃতিই অবিদ্যা। কৃষ্ণস্মৃতিই বিদ্যা। আবার কৃষ্ণস্মৃতিই ভক্তি। সুতরাং ভক্তিই বিদ্যা। অতএব বিদ্যারূপিণী ভক্তির উদয়ে অবিদ্যানাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পদ্মপুরাণ বলেন,—যেমন দাবানলশিখা সর্পীকে সংহার করে, তদ্রূপ অত্যুত্তমা হরিভক্তিও বিদ্যাশক্তির সহিত আগমন করিয়া আশু অবিদ্যাকে হরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার শ্রীচরণস্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

সাধনভক্তি শুভদায়িনী। 'শুভ'-শব্দের অর্থ সাধক-কর্ত্তৃক সর্ব্বজগতের প্রীতিবিধান এবং সর্ব্ব জগৎ কর্ত্তৃক সাধকের প্রতি অনুরাগ, সর্ব্বসদ্গুণ ও সুখ। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—'যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়াছেন, তিনি সমুদয় জগৎকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন; অধিক কি স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, তাঁহার দেহে দেবগণ বশতাপন্ন হইয়া সমস্ত গুণের সহিত অবস্থান করেন। আর যে ব্যক্তি হরির প্রতি ভক্তি করে না, তাহার আবার গুণ কোথায়? সেই অভক্ত ত' সর্ব্বক্ষণ মনোরথে চঞ্চলচিত্ত হইয়া অসদ্বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে।

ভক্তি সুখদা। সুখ তিনপ্রকার—বৈষয়িক সুখ, ব্রাহ্মসুখ ও ঐশ্বরিকসুখ। শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তির শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দে ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয়, ঐ ভক্তিযোগ তাঁহাকে অণিমাদি-অষ্টসিদ্ধিবিষয়রূপ ভুক্তি, মুক্তিরূপ ব্রহ্মসুখ এবং নিত্যপরমানন্দময় ঐশ্বরিকসুখ অনুভব করাইয়া থাকেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছেন,—'হে দেবেশ! আমি বারংবার আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার ভক্তি তোমাতে যেন সুদৃঢ় হইয়া অবস্থিত হয়। যেহেতু এই ভক্তিলতা সুখদা অর্থাৎ ঈশ্বরানুভবরূপ আনন্দদায়িনী এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-রূপ চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদায়িনী।

সাধনভক্তির ক্লেশঘ্নী ও শুভদা এই দুইটী গুণ। ভাবভক্তিতে মোক্ষলঘুতাকৃত ও সুদুর্ল্লভা এই দুইটী গুণ বেশী আছে। যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্বিষয়িণী রতি আবির্ভূতা হয়, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে তৃণতুল্যজ্ঞান করেন। ঐ পুরুষার্থ-চতুষ্টয় তাঁহার হৃদয়ে গমন করিতেও লজ্জিত হয়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন,—যেমন দাসীসকল ভীতচিত্তে রাজমহিষীর অনুগমন করে, তদ্রূপ ভুক্তি, মুক্তি প্রভৃতি অদ্ভুত সিদ্ধিসকলও হরিভক্তি-মহাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে।

ভক্তি সুদুর্ল্লভা। শাস্ত্র বলিতেছেন,—জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্যদ্বারা স্বর্গাদি-সুখ সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া॥"

(চৈঃ চঃ)

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

ভক্তগণ যদি ভুক্তি-মুক্তি আশা করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তি মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন। শ্রীনারদ কহিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখনও পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়বন্ধু কুলপতি, কখনও বা কিঙ্করও হন অর্থাৎ তোমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দৌত্যাদি কার্য্যেও প্রবৃত্ত হন। সেকল কথা দূরে থাকুক, ভজনশীল জনগণকে শ্রীমুকুন্দ সহজে মুক্তিই দান করেন, কিন্তু কাহাকেও ভক্তি-প্রদান করিতে চান না। কিন্তু ভজনে কাহারও কোনপ্রকার নিষ্ঠা চাতুর্য্য দেখিলে সেই ভক্তকে ভক্তিযোগ প্রদান করেন।

জীবন-সংগ্রাম

——:॰:—:॰:——

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে উপস্থিত হইবার পথ দুইটি—অনুরাগমার্গ ও বিচারমার্গ। অনুরাগমার্গ অতি সরল ও সহজ, তাহাতে কোন বাধা-বিপত্তি নাই। যাঁহারা কৃষ্ণপ্রীতির আকর্ষণে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের এই পথ। এই পথের আশ্রিতজন তীব্রগতিতে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছিয়া থাকেন। এই পথের যাত্রী বহু হয় না, কোটির মধ্যে একজনও পাওয়া দুষ্কর। শ্রীগুরুকৃষ্ণ যাঁহাকে আপন করিয়া লইতেছেন, তাঁহার পক্ষেই এই পথ। সাধারণের পক্ষে বিচারমার্গ। অনুরাগমার্গের ন্যায় বিচারমার্গ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। বিচারমার্গে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে। অনাদিবদ্ধ জীব যাঁহারা, মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিও বহুকাল হইতেই বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জীব যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা সম্বল করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি প্রথম অভিযান আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার আশ্রয়—এই বিচারমার্গই।

এই পথাশ্রিত জনকে সর্ব্বক্ষণই নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এই পথে আত্মরক্ষার উপায়—একমাত্র শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব ভগবানের অসীম কৃপা ও নিজের ঐকান্তিক শরণাগতি। নতুবা এই জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ঐকান্তিক শরণাগতি থাকিলে শ্রীগুরুদেব নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপদের মধ্যেও কৌশলে রক্ষা করিয়া থাকেন। বিচারমার্গাশ্রিত জনকে প্রথম হইতেই যুদ্ধ করিয়া চলিতে হয়। প্রাথমিক ভক্তিসাধকের হৃদয়ে সংশয়, বিপরীত-ভাবনা ইত্যাদি নানাপ্রকার কঠিন সমস্যার উদয় হয়। তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে এইসকল সমস্যা নিরাস করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। অনর্থ-কবলিত যাঁহাদের অনর্থে ভরপুর—ষড়্‌রিপু, ষড়্‌দোষ যাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে ভক্তিপথে চলিতে হইলে সর্ব্বক্ষণই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হয়। উহাদের স্বভাব—বিষয়ে আবিষ্ট থাকা। এরূপ অবস্থায়ই যখন ভক্তিযাজন করিতে হয়, তখন এক মুহূর্ত্ত সংগ্রাম ব্যতীত আত্মরক্ষা করা যায় না। এই জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষার অস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ-বাণী। এই বাণী অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া যায়। মনের স্বাভাবিক সংশয়, বিপরীত-ভাবনা নিরাস করিয়া নিষ্কণ্টক সেবাপথে অগ্রসর হওয়া যায়। সরল ও একনিষ্ঠ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ে অপ্রাকৃত বলের সঞ্চার করিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন,—

"সেনাপতির আনুগত্যে যুদ্ধে নামিতে হবে। শ্রীরূপ-সনাতন, ইঁহারাও সেনাপতি। যুদ্ধ করিতে গেলে একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। গতি বা লক্ষ্য এক। একনিষ্ঠ না হইলেই মরিবে। অনন্য না হইলে ভজন হয় না। গুরুবর্গের সঙ্গ লাভ করা চাই, তাঁহাদের কাছে যাওয়া চাই। আমি কি করিয়া করিব এই বলিয়া হতাশ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার কোন কথা নহে। কৃপা আসিবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে। যুদ্ধের যে অস্ত্র তাহা তাঁহাদেরই বাণী। তাঁহারা যুদ্ধ করাইয়া লইবেন। তখন আর নিজের খাওয়াপরার চিন্তা, নিজের সুখ-দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল—কোন দিকে তাকাইবার অবসর থাকিবে না বা তাকাইবার কথা মনেও হইবে না। উচ্চ বিষয়ে লক্ষ্যটা থাকা দরকার। কৃষ্ণের কৃপা পাইবার জন্য লালসা হওয়া দরকার। অনেক বাধা আসিবে, মন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, সাংসারিক বা অন্য কোন কারণে অনেক বিঘ্ন প্রবল হইয়া উঠিবে, কিন্তু সব সহ্য করিয়া যাইবে। যদি এইভাবে জীবন সংগ্রাম করা যায়, তবেই বাঁচিয়া যাইবে। তাহা না হইলে কেবল নিজের চিন্তা, নিজের সুখবাঞ্ছা আসিবে। তখন ধর্ম, অর্থ, কাম, না হয় মোক্ষ—ইহাই চাহিবে।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী সাধকের সাধন-পথের আলোক-স্তম্ভ-স্বরূপ। তাঁহার বাণীই শরণাগত সাধককে পথ দেখায়, সত্য-অসত্য চিনাইয়া দেয়। অনর্থযুক্ত সাধকের সাধনপথে কোথায় কাঁটা আছে, গর্ত্ত আছে, কোথায় কি বাধা আছে, তাহা তাঁহার বাণীই প্রদর্শন করে। সাধক-হৃদয়ে যতপ্রকার সংশয় সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীই নিরাস করেন। তাঁহার বাণীই সত্য অসত্য, ভাল-মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল বিশ্লেষণ করিয়া সাধকের গমনপথ সুগম করিয়া দেয়। তাঁহার বাণীর সন্নিকটে থাকিলে কোন শত্রু আক্রমণ করিয়া কিছু করিতে পারে না।

বৈধ সাধক যখন অসত্য ভূমিকা হইতে সত্যের দিকে দিকে প্রথম অভিযান আরম্ভ করেন, তখন নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। এইসকল বাধা-বিপত্তি নির্ভীকচিত্তে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা ও প্রেরণা শ্রীগুরুপাদপদ্মই প্রদান করেন। অনুকূল-গ্রহণ ও প্রাতিকূল্যবর্জ্জনে দৃঢ়তা ও সাহস শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় লাভ হয়। ভক্তিপথে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক দেখিয়াও অগ্রসর হইবার জন্য বল ও উৎসাহ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাতেই হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'মনঃশিক্ষা'য় বলিয়াছেন,—

"অসচ্চেষ্টা-কষ্ট-প্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-
পথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধ্বা হন্যেহহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স
যথা ত্বাং মন ইতঃ॥"

—হে মন! এই সংসারে প্রকাশ্য পথে আক্রমণকারী (বাটপাড়) কাম প্রভৃতি দস্যুগণ (রিপুগণ) অনিত্যবিষয়চেষ্টারূপ দুঃখপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমাকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করিতেছে, এই বলিয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষকগণকে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে প্রচুরভাবে ফুকারিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমাকে এই শত্রুগণ হইতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,

"কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মৎসরতাসহ
জীবের জীবনপথে বাস'।
অসচ্চেষ্টারজ্জুফাঁসে পাথিকের ধননাশে,
প্রাণ লয়ে করে কবাকষ'॥
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ধরিয়া করে জোর।
'আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বৈষ্ণব-সেনাগণে কৃপা করি' নিজজনে
যাতে করে উদ্ধার তোমায়॥"

মন বদ্ধজীবের পরম শত্রু। তাহার কাজ কেবল বাধাপ্রদান করা। চাঞ্চল্য, সংশয়, সন্দেহ, নিরুৎসাহ, শিথিলতা, আলস্য, জাড্য, অশ্রদ্ধা, কুটিলতা সমস্তই মনোধর্ম্ম-জাত। 'এই ভাল, এই মন্দ' জ্ঞান মনের। শুদ্ধচেতন আত্মা শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কিঙ্কর। তাহার এইসকল বালাই নাই। চাঞ্চল্যধর্ম্ম মনেরই। সে সাধককে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে দিতে চাহে না। সে হৃদয়ে গুরু, ভক্তি ও ভগবানের প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহের উদয় করায়। মনের অমিত বিক্রম, সে গুরুবৈষ্ণবসঙ্গহীন দুর্ব্বল জীবকে নানা ছলনায় বিপথে, কুপথে চালিত করে। এই দুর্দ্দমনীয় মনকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলেই দমন করা সম্ভব। তাঁহার কৃপাতেই মনের সমস্ত ছলনা ধরা পড়ে। মনের অধীনতা বশতঃ কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়প্রতিষ্ঠা-চাটুকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজনশৈথিল্য, সেবা-কার্য্যাদির জন্য অহঙ্কার প্রভৃতি দোষগুলি জীবকে আবৃত করিয়া ফেলে। এই সমস্ত দোষ সহজে ছাড়া যায় না। এইসকল স্বরূপতঃ অভিমানী হইলেও মনোধর্ম্মাক্রান্ত জীব তাহা সহজে ছাড়িতে পারে না। ভক্তিপথে আসিয়াও সাধক জীব প্রতিষ্ঠা ছাড়িতে পারে না। আত্মম্ভরিতা, অন্য সাধকগণে ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনাদির জন্য অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ, সাধনচ্ছলে অসৎসঙ্গ-ইচ্ছা ইত্যাদি ভক্তিপথের অন্তরায়। সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই তামাসা হইতেই সর্ব্বপ্রকার কপট উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'আমি গুরুবৈষ্ণবের প্রিয় সেবক', 'আমি অনাসক্ত', 'আমি ভাল বুঝিয়াছি', 'আমি ভাল পারি' হৃদয়ের এই সমস্ত প্রবৃত্তি ভক্তিপথের অত্যন্ত শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা জীবের নাই। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই এই সকল শত্রু দমিত হয়। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"তদার্থে যতন করি' প্রভু-প্রেষ্ঠপদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
সেই প্রভু-সেনাপতি বিক্রম করিয়া অতি
স্বপতিনীসঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমধনে দিবে করে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া॥"

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুত্রয় শ্রীচৈতন্যের সেনাপতি। কৃপাবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মও শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতি। এই সেনাপতির আনুগত্যে ও সর্ব্বতোমুখী পরিচালনাধীনে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে জয় অনিবার্য। অস্ত্র তিনিই দিবেন, যুদ্ধকৌশল তিনিই শিখাইবেন। কি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিতে হয়, কি উপায়ে অনর্থ-নিবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা তিনিই শিক্ষা দিবেন—তিনিই অবস্থা ও যোগ্যতা-ভেদে কাহাকেও সাক্ষাদ্ভাবে এবং কাহারও হৃদয়ে প্রেরণা-প্রদানক্রমে ক্রমপন্থায় অনর্থ-মুক্ত করিয়া শুদ্ধভক্তিতে অধিকার ও যোগ্যতা প্রদান করেন।

শত্রু শত্রুই, তাহার সহিত মিত্রতা করিতে নাই। মন চিরশত্রু, তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে নাই। তাঁহারা বলেন কোন কথা না শুনিয়া সাধু-গুরুর কথা-শ্রবণই উচিত। ভক্তিপথের শত্রুসকল কখনও স্থূলভাবে এবং কখনও সূক্ষ্মভাবে—

কখনও শত্রুর আকারে এবং কখনও মিত্রবেশে—কখনও দুঃখরূপে এবং কখনও বা সুখরূপে আসিয়া আক্রমণ করে। যখন স্থূলভাবে, শত্রুর আকারে ও দুঃখরূপে আসিয়া আক্রমণ করে, তখন, তাহাকে সহজেই শত্রু বলিয়া চেনা যায় ও তাহা হইতে সতর্ক হইবার যত্নচেষ্টা হয়, কিন্তু যখন প্রচ্ছন্নভাবে, বন্ধুর বেশে, সুখের মুখোস্ পরিয়া আসে, তখন তাহাকে চেনা অত্যন্ত কষ্টকর এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অত্যন্ত কৃপা না হইলে তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। এ জন্যই সাধকের পক্ষে আরাম, আয়াস, নিশ্চিন্ত ভাব—এ সকল ভক্তির অপকারক। খুব সতর্ক না হইলে ভক্তি-পথের এ সকল শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সর্বক্ষণ সজাগ না থাকিলে মায়া কোন্ দিক্ হইতে কিভাবে আক্রমণ করিয়া সেবা-লালসা, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসঙ্গলালসা ও কৃপা-কাতরভাব কমাইয়া দেয় তাহা বুঝা যায় না। এ জন্যই শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন,—

"শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবক সর্বদা সতর্ক থাকিবেন। এক মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইলে মায়া প্রবেশ করিবে। সেবকের ধর্ম্মে অন্য-মনস্কতা নাই। সেবক সর্বদাই তাঁহার প্রভু কি আজ্ঞা করেন, তজ্জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন। যদি একটু অন্যমনস্ক হন, তাহা হইলে প্রভুর সেবায় বিঘ্ন ও প্রভুর সন্তোষ বিধানে বাধা উপস্থিত হয়।"

অসতর্ক হইলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায় না। অসতর্কতার জন্যই আমরা শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়াও হরিভজনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারি না। অন্যমনস্কতার জন্যই আমাদের চিত্ত ভগবানে অভিনিবিষ্ট হয় না, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাকর্ষণ সম্ভব হয় না। কিন্তু সাধকজীবনের সাধন ভজন হইতে, যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাকর্ষণে বাধা পড়া যায়। কিন্তু সব করিয়াও কেন আমাদের উন্নতি হইতেছে না এবং কি করিয়া হয়, তাহা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেছেন,—

"শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রদত্ত ঔষধ, সুপথ্য ও যাবতীয় ব্যবস্থা অকপটে একান্তভাবে গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই অনর্থরোগ বিদূরিত হইবে। প্রতিপদবিক্ষেপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য হওয়া চাই। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নামাচার্য্য ও শ্রীনামপ্রভুর দ্বারা নিয়মিত হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপে কর্ণের দ্বারা পরিবেষিত গুরুদেবের বাণীর সহিত নিজের আচরণকে মিলাইতে হইবে। আমরা যাহা শ্রবণ করি, কীর্ত্তন করি, দর্শন করি, আস্বাদন করি, স্পর্শ করি, তদ্দ্বারা কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ও শ্রীনামের সেবা হইতেছে অথবা ঐসকল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিতেছে?—ইহা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও শুভানুধ্যায়ী বৈষ্ণবের নিকট সর্বদা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও তৎসঙ্গে তাঁহার কীর্ত্তিত বাণীর কষ্টিপাথরে নিজের আচার-বিচার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।"

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এই উপদেশ অবলম্বনে সাধনপথে অগ্রসর হইলেই আমরা জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিব নতুবা উপায় নাই। বৈধচ্যুত হইলে মঙ্গললাভ হইবে না। যত নানা বিপত্তি আসুক, সব সহ্য করিয়া করুণকণ্ঠে, আকুল প্রাণে, দৈন্যাদির সহিত কৃপার পথে ধীর স্থির অচঞ্চলভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। কৃপাপ্রার্থনায় কপট না থাকিলে কৃপাদেবী আপনিই নামিয়া আসিবেন—আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় প্রদান করিবেন। হতাশার কোন কথা নাই। এই জন্মে হউক বা কোন জন্মে হউক, কৃপা পাইবই এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়তা থাকিলে সমস্ত বাধা অপসারিত হইয়া যাইবে, আশার আলোক পথ উজ্জ্বল হইবে।

যৎকিঞ্চিৎ

—-:::::::::—-

যে বস্তুর যাহা নিত্যস্বভাব, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, জীব ও ভগবৎপর ভেদে বিবিধ। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একপ্রকার—তাহা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বতোমুখী ভগবৎতোষণপর। বদ্ধাবস্থায় জীবের সেই স্বরূপধর্ম আবৃত হওয়ায় তাহা বিরূপতা অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবের যাহা নিত্যধর্ম্ম, তাহার কখনও পরিবর্তন হয় না, সমস্ত দেশ কাল ও পাত্রে সমভাবে অবস্থিত থাকে, কারণ, ঐ ধর্ম্ম জীবের সত্তা। সেই নিত্যধর্ম্ম অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, ব্যবধানরহিত, অন্যাভিলাষশূন্য ও অহৈতুকপ্রীতিময়। স্বরূপ-ধর্ম্মে অনাত্ম দেহ ও মনের কামতৃপ্তিরূপ ফলাভিসন্ধান নাই—তাহা সর্ব্বতোমুখী কৃষ্ণসুখপর; তাহাতে কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরূপ বাধা বা আবরণাদি নাই।

পরধর্ম্মের বাধক—অভক্তি, অশ্রদ্ধা, প্রীতিরাহিত্য। তাহাই ভক্তির বিঘ্ন। অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী নিত্যভক্তিরূপ পরধর্ম্মদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়, তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম। এই ভক্তিই পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি অপক্কাবস্থায়—'সাধনভক্তি', প্রপক্কাবস্থায়—'প্রেমভক্তি'।

অপরধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতিহীন ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা পরমমঙ্গল-দায়ক সুফল প্রদান করে না। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে যদি কৃষ্ণের সন্তোষ হয়, তাহা হইলেই ঐকান্তিক মঙ্গলের ফলদায়ক হইয়া থাকে।

'পরধর্ম্ম'-শব্দের 'পর' শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত বা প্রেমপূর্ণ উক্ত। নিবৃত্তিমার্গলক্ষণবিশিষ্ট ধর্ম্ম নহে, নিবৃত্তিমার্গলক্ষণাত্মক ধর্ম্মেও হরিবিমুখতা থাকিতে পারে। নিবৃত্তের কর্ম্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা সুফলদায়ক হয় না। ভগবান সমস্ত জীবের জীবন, অর্থাৎ আত্মা; সুতরাং সকলের প্রিয়। প্রিয়ের সেবায় সর্ব্বতোমুখী প্রীতি প্রয়োজন। প্রীতিরহিত অনুশীলন কখনই তাঁহার সুখোৎপাদক হয় না। প্রেমের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। প্রীতি প্রাণের বস্তু। সুতরাং সেই প্রীতির অভাবে প্রিয় সুখ পান না, অতএব সেবাও হয় না। ধর্ম্মের অনুশীলনে সেবকের নিজের কোন ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা প্রিয়ের সুখসাধন। 'আমার এই কার্য্যে আরাধ্যদেব সুখী [হউন]' ইহাই তাঁহার হৃদয়ের ইচ্ছা।

ভগবদিতর বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি অভিনিবেশই স্বধর্ম্মানুশীলন। ভগবান — প্রেমাস্পদ, সৌন্দর্য্যাদি সমস্ত গুণবিভূষিত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বদেশ নিয়ামক। এই জন্যই ভগবদ্ভজনে কোনপ্রকার শাসন কথা নাই। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি লক্ষণা সাক্ষাৎ অবিমিশ্রা ভক্তি দ্বারাই ভজন কর্ত্তব্য। নিষ্কপটভাবে হরিনামগ্রহণ, হরিকথাশ্রবণ ও সেবার আনুষঙ্গিকরূপে সমস্ত দুঃখরূপা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। এই প্রণালীতেই অচিরাৎ জীব ভোগময়ী বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হয়। প্রীতি বা রুচি-মূলা সেবাতেই প্রভু ভগবানের ও সেবক জীবের যুগপৎ প্রসন্নতা লাভ হয়।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—"যদ্যপি শ্রীহরিসন্তোষকত্বাপি ধর্ম্মস্য ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণা ভক্তিরেব, ভক্তেশ্চানুগতাস্ত্বং-প্রবর্ত্তিতাশ্চ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিরূপা, তত্রাপ্যন্তং, তদা সাক্ষাৎ-শ্রবণাদিরূপা ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা, কিং তদ্দ্বারা-গ্রহণেনেতি,—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্
সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ
পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"
(ভাঃ ১।২।১৪)

শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তি যদি হরিসন্তোষোৎপাদক ধর্ম্মের ফল হয় এবং জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণসমূহ যদি রুচিলক্ষণা ভক্তির আশ্রিত ও প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই কর্ত্তব্য, সেই জ্ঞানবৈরাগ্যাদিতে আগ্রহের প্রয়োজন কি? শ্রবণাদিরুচিরহিত ভক্তিহীন ধর্ম্ম কেবল শ্রম মাত্র। অতএব নিত্য অপ্রমত্ত হইয়া একাগ্রমনে ভক্তবৎসল ভগবানের নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজন কর্ত্তব্য।

জীব স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তাভিমান করে এবং ভোগপ্রবৃত্তিক্রমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্ম্মই জীবের বন্ধন বা পাশ। জীবের আত্মানুকূল চিন্ময় যে অবস্থা, তাহা ভোগবাসনার সেবোপযোগী নহে। বদ্ধজীব ইহা সহজে ছাড়িতে চায় না; মায়া তাহাতে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তখন তাহার প্রতিকূল বাসনা সমূহ বর্ত্তমান থাকে। ভগবৎ-কথা রুচির সহিত সাধুগণের সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজকথা-শ্রবণকারীর হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রাতিকূল্য বা অসদ্বাসনাসমূহ বিনষ্ট করেন।

স্বধর্ম্মভ্রষ্ট জীব মায়াবদ্ধ হইয়া এজগতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন সংসারে পরাঙ্মুখ হয়, তখনই তাহার সাধুসঙ্গলাভের সুযোগ হয় এবং সেই সঙ্গবলেই পুনরায় স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবল্লীলা-ক্ষেত্রাদিতে মহাভাগবতগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যবান্ জীব অন্য উদ্দেশ্যে তীর্থগমন করিলেও তাহার তীর্থভ্রমণকারী বা তীর্থবাসকারী সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদিসেবা সৌভাগ্যক্রমে লাভ হইয়া থাকে। তৎপ্রভাবে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হয়। হরিজনগণের পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা দেখিয়া সৌভাগ্যবান্ জনের 'ইঁহারা কি বলিতেছেন, শ্রবণ করা যাউক' এইরূপ ইচ্ছা হয় এবং তিনি মনোযোগ-সহকারে তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করেন। সাধুগণের নিকট শ্রীহরিকথাশ্রবণমাত্রেই তাঁহাদের হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎপ্রীতি জাগ্রত হইতে থাকে ও হরিকথায় রুচিজন্মে। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা হইতেই জীবের কৃষ্ণের দিকে গতি আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ এবং সাধুসঙ্গ হইতেই কৃষ্ণের আকর্ষণ হইতে থাকে।

"এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হ'ন ॥
নিজতত্ত্ব জানি' আর সংসার না চায়।
'কেন বা ভজিনু মায়া'—করে হায়! হায়!
কেঁদে বলে,—ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্বনাশ ॥'
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার।
কৃপা করি' কৃষ্ণ তা'র ছাড়ান সংসার ॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥
কৃষ্ণ তা'রে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥"

Regd. No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

"কোন ভাগ্যে কা'রো
সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥"

ভগবৎসেবাই জীবের স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত অন্য যত ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য তথাকথিত মনীষিগণ জীবের পক্ষে অবশ্যকরণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা সবই পর অর্থাৎ অনাত্মধর্ম্ম। ভগবৎসেবার জন্য বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্ম্মত্যাগে কোন প্রত্যবায় হয় না; বরং ভগবৎসেবা-পথ আশ্রয় করিয়া পতন বা ভ্রষ্ট হইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ পতন হইলেও ভক্তি-পথাশ্রিত ব্যক্তি স্বীয় একমাত্র অবলম্বনরূপ ভগবৎপাদপদ্মকে কখনও ত্যাগ করেন না। কিন্তু যদি ভগবৎসেবা না হয়, তাহা হইলে তথাকথিত স্বধর্ম্মরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। ভক্তিপথে পতনের ভয় নাই অর্থাৎ একবার ভক্তিদেবীর শ্রীচরণাশ্রয় লাভ হইলে আর তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়া যায় না। ভক্তি স্বপ্রভাবে জীবের যাবতীয় দুর্ব্বলতা বা অনর্থ দূর করিয়া জীবকে স্বীয় পাদপদ্ম-আশ্রয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয়তা লাভ করান।

বিবিধ সংবাদ

——::(:•:)::——

সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা

জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া যাহারা অল্প দুগ্ধ উৎপাদন করেন এবং যাহাদের খাটি দুধের জন্য দু'একটি গো-মহিষ হইলে চলে, তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্য বাঙলা গভর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের মারফত যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে দুগ্ধবতী গো-মহিষ আনবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতিটি গো-মহিষের জন্য নগদ ২০০৲ টাকা আমানত রাখিলে এবং ডিরেক্টর মহোদয়ের বিনানুমতিতে উহা কাহাকেও বিক্রয় না করিয়া বা কাহাকেও না দিয়া দুধ থাকা বা না থাকা অবস্থায় যে পর্য্যন্ত উহাদের বাচ্চা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে সে পর্য্যন্ত উহাদের লালন পালন করা হইবে এইরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে প্রত্যেক গো-মহিষ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। পাঞ্জাবের প্রত্যেকটি মহিষ মোটামুটি ৫০০৲ টাকা হইতে ৬৫০৲ টাকা মূল্যে এবং প্রত্যেকটি গাভী ৪০০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে। যুক্তপ্রদেশের গরু মহিষগুলি যৎসামান্য সস্তা দামে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। যুক্তপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব হইতে যথাক্রমে প্রতি মাসে ১,০০ গরু-মহিষ বাঙলায় আমদানী করা হইবে। যাহারা অধিক পরিমাণ দুগ্ধ উৎপাদন করেন তাঁহাদিগকে উহার মধ্য হইতে দুগ্ধবতী গো-মহিষ বিক্রয় করা হইবে। অল্প দুধ উৎপাদনকারীদের যে সর্ত্ত পালন করিতে হইবে উপরোক্ত ক্রেতাদেরও সেই সর্ত্ত পালন করিতে হইবে; তবে ডিরেক্টর মহোদয়ের সুপারিশ অনুযায়ী পো.দক্ষিক গভর্ণমেণ্ট পারমিট ইস্যু করার পর উহাদিগকে গো-মহিষাদি সংগ্রহ ও বাঙলায় আমদানী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় রেডক্রস প্রতিষ্ঠানে ৬ লক্ষ টাকা দান

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলে গত সেপ্টেম্বর মাসের সংগৃহীত চাঁদা লইয়া মোট জমার পরিমাণ হইয়াছে ১২ কোটি ৫ লক্ষ ১২ হাজার ৮ শত ৪২ টাকা। সেপ্টেম্বর মাসের চাঁদার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ১ শত ৯ টাকা। ঐ মাসে তহবিল হইতে খরচ হইয়াছে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৫ শত ২৯ টাকা এবং তহবিল হইতে এ পর্য্যন্ত মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯ শত ৫০ টাকা। তহবিলে এখনও ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৯২ টাকা জমা আছে।

সেপ্টেম্বর মাসে তহবিল হইতে কেন্দ্রীয় রেডক্রস প্রতিষ্ঠানে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার ১ শত ৮১ টাকা (ইহার মধ্যে জাপ অধিকৃত এলাকার যুদ্ধবন্দীদের সাহায্যের জন্য ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে), ভারতের দেশরক্ষা বাজেট ১৩ হাজার ৮ শত ৯৮ টাকা পোল শিশুদের সাহায্য ভাণ্ডারে ৮ হাজার ৬ শত ৬০ টাকা, ভারতীয় নাবিকমঙ্গল ভাণ্ডারে ৬ হাজার ৫ শত ৫৫ টাকা এবং বিদেশে বৃটিশ রেডক্রস সোসাইটিকে ৫০ হাজার ৬ শত ২৭ টাকা, সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের পরিবারবর্গের সমিতিতে ২৫ হাজার টাকা, নাবিকদের জন্য কিং জর্জ ভাণ্ডারে ২০ হাজার ৯ শত ৭৩ টাকা ও কায়রোর দার-ল্-আঙ্গ হাউসের জন্য কায়রোর ওয়াইডব্লিউ-সি-একে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলের সেণ্ট ডানষ্টান্স শাখার সঞ্চিত মোট ২২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৫ শত টাকা ও তৎসহ গচ্ছিত ২৬৩ পাউণ্ডের মধ্যে ৮৭ হাজার ৮ শত ৩৮ টাকা রাখিয়া বাকী সমস্ত অর্থ যুদ্ধে অন্ধদের সাহায্যের জন্য ভারতে ও বৃটেনে গঠিত বিভিন্ন সাহায্য কমিটিগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু-বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুপানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ১৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ১৮ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৪ঠা ডিসেম্বর ইং ১৯৪৫, মঙ্গলবার { ১৭৪-১৭৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ কেশব শিব প্রত্যুষ গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——:: ::※::)::——

ভক্তি হইবে যাহাতে, তাহারই রাস্তা কথা দরকার। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ ব্যতীত ভক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু আজ-কালকার লোক সাধু বলিতে বুঝে—যিনি একটু প্রাণায়াম, গঙ্গাস্নান, ব্রহ্মধ্যান-ভানাভিনয় বা পাথর পূজা করিয়া বেড়ায়, তাহারই নাম সাধু। কিন্তু প্রকৃত সাধু কখনও অসাধু-বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। চেহারায় সাধু থাকিলেই সাধু হওয়া যায় না, সত্যসত্যই সাধু হওয়া আবশ্যক। অসাধু ভগবান্ নয় যে জিনিষ—নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে তফাৎ করিবার জন্য ভগবান্ যে যে বিচার দিয়াছেন, তাহাকেই সাধুর বিচার বলিয়া ভুল বুঝাইয়া দেয়। যাহারা হাঁসপাতাল করিয়া চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে, যাহারা মরা মানুষকে বাঁচাইয়া দিতে পারে, তাহারাই জগতে সাধু বলিয়া পরিচিত। নিজের বা অন্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি কখনও সাধুর কার্য্য নয়, উহা পিশাচীর কার্য্য। ভুক্তি-মুক্তিকামী উভয়েই অসাধু, আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কখনই সাধু নয়, উঁহারা সাধুর বেশধারী হইলেও আমাদের জন্য রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। সাধুসঙ্গেই ভগবানের শক্তি জানা যায় ; অসাধুর সঙ্গে তাহা জানা যায় না। অসাধু নিজ শক্তির দম্ভ করে বলিয়া ভগবদ্ভক্তেরা বলেন—আমাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। আমরা ব্রহ্মাণ্ডস্থ। ভগবান পরমশক্তিমান্, তিনি আমাদিগকে যে শক্তি দেন, তাহা লইয়া আমরা শক্তির পরিচয় দিয়া থাকি। তাঁহার দেওয়া শক্তি তিনি আকর্ষণ করিয়া লইলে আমাদের কিছুই থাকে না। তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য তাঁহার আনুগত্যে পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে কিছু পাইবার অভিপ্রায় যখন আমরা ভক্তির ভাণ প্রদর্শন করি, তখন তাঁহার কৃপা হইতে বিতাড়িত হইয়া লাঞ্ছনাই গ্রহণ করিতে হয়। যখন আমাদের বিচার হয়—ভগবান কেন ভক্তিধন না দিয়া, অন্য কিছু দিয়া যান—আমাদের কেনই বা অবিচার আসে, তখনই দেখি, আমাদের অমঙ্গল কাটিয়া আসিয়াছে। আমাদের কপটতা না থাকিলে ভগবান্ আমাদের অজ্ঞতামূলক প্রার্থনীয় অপূর্ণতা দূর করিয়া পূর্ণবস্তু প্রদান করেন।

"আমি বিজ্ঞ, সেই মূর্খে বিষয়
কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥"

—এই বিচারটী বুঝিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হয়। প্রাকৃত সংসারাসক্ত লোক কখনও ভক্ত হইতে পারে না। প্রাকৃত-সহজিয়া যাহারা, তাহারা ইহলোকের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। তাহারা এই প্রাকৃত জগতের অমঙ্গলকে মঙ্গল মনে করিয়া নিত্যমঙ্গলময় শ্রীভগবানের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্ম-বঞ্চক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ভক্তের সঙ্গ করে না, ভক্তকে যম মনে করে। ভক্তি ভিক্ষুকের বেশে তাহার নিত্যমঙ্গলের জন্য তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সঙ্গে দেখাও পর্য্যন্ত করিতে চায় না। ভয়—'আমি আত্মীয়-স্বজনের ভোগের কার্য্যে লাগাইবার জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি, পাছে তাহা সাধুরা আসিয়া গ্রহণ করে।'

ভগবানের ভক্তেরাই ভাগবত বা ভগবদ্ভক্তির কথা আলোচনা করিয়া মঙ্গলবিধান করিতে পারেন। অভক্তেরা ভগবদ্ভক্তির কোন সন্ধান রাখে না। তাহারা ভগবদ্মায়ার দ্বারা জাত আধিকারিক দেবতা-পূজার ব্যবস্থা দিয়া মানুষের অসুবিধা করিয়া দেয়। ঐসকল অসুবিধার হাত হইতে অবসর লইতে হইবে। অন্য বাজে কথায় যাহাতে দিন না কাটে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বর্ত্ম প্রদর্শক বা পথপ্রদর্শক গুরুর নিকট আমাদের চরম গন্তব্যপথের সন্ধান লইতে হইবে। শিষ্যের পক্ষ যোগ্যতানুসারে সেবা করা ও সেবা-বিষয়ে শ্রবণ করা দরকার। অত্যন্ত আগ্রহকারীর উপার্জ্জন অধিক হওয়া দরকার। দুষ্প্রাপ্য বস্তুলাভের জন্য অধিক মূল্য দিতে হয়। বর্ত্ম প্রদর্শক গুরুর নিকট বাস্তব-মঙ্গলের কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। ইহ-জগতের কথা আমরা জানি, কিন্তু যে জগতের কথা আমাদের জানা নাই ; সে জগতের কথা সেই জগতের লোকের নিকট হইতে জানা দরকার।

আমরা যদি হরির সত্যি সত্যি সেবক বা কীর্ত্তনকারীর সহিত যোগ দিই, তবে আমাদেরও সংকীর্ত্তন হইবে। সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ বস্তু। তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয় 'অসম্যক্' বা আংশিক বস্তু নহেন ; শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যে-কাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাদিগকে নানাভাবে বঞ্চনা করিয়া থাকে। যাহাদের হৃদয় নিজ প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যাহারা নিজেকে নিজে বঞ্চনা করতে চায়, তাহাদের অনুগত হইয়া কীর্ত্তন করিলে কোন মঙ্গল হইবে না ; উহা মায়ার কীর্ত্তনই হইয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান্ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি এবং সর্ব্বসাধনের চরমফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম ও লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবা-দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-সকল বিষয়ই জীবের চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই—নামী, রূপী, গুণী, লীলাময়রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবার দ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকল নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাতে উদিত হইলে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা তখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বাগ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণ-

পাদপদ্মসেবার অধিকার প্রদান করেন। যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে ভক্তির আরম্ভই হইবে না। গুরুই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাতের যোগসূত্র। শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবক বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন, সেই করুণা-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

যিনি ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেবে অচলা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয়ে পরমার্থ-বিষয়ক সত্য বাক্য প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন। জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্ত গুরু-রূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত-গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যে দিন আমরা সেবক-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিব, সেই দিন আমাদের শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবা লাভ হইবে। সেই দিন আমরা আমাদের বিভিন্ন নিজ স্থায়ী আত্ম-বৃত্তিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিভৃত সেবা করিতে থাকিব। তৎকালে ব্রহ্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত আমাদের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে। মহান্ত গুরুদেবকে যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের নিজজন বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখনই শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাকথা আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নামাভাস বা নামা-পরাধ দেন না—শ্রীনাম দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুদেব; আর যে গুরুদেব শ্রীনামভজনের সর্ব্বসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব বলেন না, যিনি নাম ভজনের জন্য মন্ত্র দেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জানাইয়া দেন না, তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন না, অথচ 'গুরু' নামে পরিচিত হইয়া ঐরূপ লঘুক্রিয়া প্রকাশ করেন, সেইরূপ লঘু আচরণকারীর সঙ্গের দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় আমাদের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয় হয়। যিনি বলেন—'ভগবানের আরাধনা কর' তিনিই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠনাম অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম পাওয়া যায়। শব্দব্রহ্মের সেবালাভ করিতে হইলে তাঁহার সন্ধানদাতা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। অপ্রাকৃত শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেব, বহির্ম্মুখ ও শ্রীকৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিগ্রহাত্মক বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্টবোধ হয়। কিন্তু বাণী শ্রবণ করিতে করিতে বাণীদেবীর কৃপায় আর কষ্ট থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় শ্রীভগবান্ কিরূপ তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি।

শ্রীনন্দের নন্দনই জীবের একমাত্র সাধ্যসাধন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনন্দনন্দনের অত্যন্ত প্রিয়তম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম একান্ত ভাবে শ্রীভগবৎসেবক। তাঁহার প্রত্যেক ক্রিয়া শ্রীভগবানের সেবার সর্ব্বোত্তম আদর্শ। এই আদর্শ যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, ততক্ষণ আমার চক্ষু ঠুলিচাপা আছে। তাঁহার দয়া না পাইলে, দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা বুঝিতে পারি না। অভি+ইষ্ট= অভিষ্ট—সর্ব্বতোভাবে অভিলাষ। শ্রীগুরু-দেব ভূতলে শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট সাধন করিতে—আমাকে সেবনে উন্মুখ করিবার জন্য জগতে উদিত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীনন্দনন্দনের সেবা করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবের এই মূর্ত্তি দর্শন না করা পর্য্যন্ত আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট হই না।

অপ্রধানীভূত ভগবানের আশ্রিত না হইলে বৃথা বাস—কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কি লাভ? শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য। তাঁহার সঙ্গরাহিত্য যেন মুহূর্ত্তের জন্যও না হয়—মুহূর্ত্তের জন্যও যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন না হই—অন্য কোন প্রাকৃত প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া যেন কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া না দিই। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পদধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের কখনই সুবিধা হইবে না। কৃষ্ণ-ভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে। আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবানের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতি অনুগমন করিতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃপরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা লক্ষ্য করিতে পারিব।

যিনি জন্মে জন্মে—নিত্যকাল আমার গুরু—যে গুরুর প্রতিবিম্ব জগতের প্রত্যেক লঘু বস্তু—প্রত্যেক বস্তু যাঁহার সেব্যের সেবোপকরণ, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই গুরুত্বের পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব ধারণ করেন। সমগ্র জগৎ সেই গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। প্রত্যেক রেণুপরমাণুতে গুরুর সম্বন্ধ পরিস্ফুট। তাঁহাদের অসম্মান বা অনাদর করা গুরুসেবকের কর্ত্তব্য নহে।

গুরুসেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা শ্রীভগবানের আরাধনা বড়, শ্রীভগবানের আরাধনা অপেক্ষা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা বড়, এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের পালক, এই বিচার হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমি নিঃশঙ্ক, নির্ভয় ও অশোক হইতে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হই, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন। শ্রীগুরু-দেব—মর্ত্ত্য নহেন, তিনি—অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,—তাঁহার সেবা নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ বলিয়া কোন জিনিষ আমাদের নাই।

আমরা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরাজ্যে অবস্থিত। আমরা মরিয়া যাইব—এ অবস্থায় কেহ থাকিতে পারিবে না কিন্তু 'মরিয়া যাইব'—এই ভীতি—এই আশঙ্কা হইতে যিনি উদ্ধার করিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আমরা যে নানাপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার প্রতি যিনি অনন্ত শক্তি সঞ্চার করেন, আমি সেই শ্রীগুরু পাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণত হই। মানব যেকাল পর্য্যন্ত তর্কপথ গ্রহণ করে, সেকাল পর্য্যন্ত গুরুর দর্শন লাভ ঘটে না। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই সকল সন্দেহ ও বাদ নিরসন করিতে সমর্থ। আম্নায়-পথে—শ্রৌতপথে—বেদপথে—বিশুদ্ধপথে যে সত্য আগত হয়, তাহা পরিবর্ত্তনীয় নহে। সেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের—শব্দের প্রদাতাকে আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বলিয়া থাকি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অসম্পূর্ণতা, অসদ্বিচার-প্রণালী, অস্থির-সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে পূর্ণমাত্রায় অভিজ্ঞ। কাজেই আমার যাবতীয় রোগের অবস্থানুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেন। যাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে অন্য কাহারও কথা শুনিবার আবশ্যক বোধ হয় না—অন্য কাহারও নিকট যাইতে হয় না, তিনি সদ্গুরু। সকলের মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ আমার জন্য সকল মঙ্গল যাঁহার করে অর্পণ করিয়াছেন, যদি আমি তাঁহার নিকট শতকরা শতপরিমাণ আমাকে সমর্পণ করি, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে প্রদান করেন।

যৎকিঞ্চিৎ

———::(::০::)::———

কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা কৃতজ্ঞতাবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণসেবা হয় না। মাতৃসেবা, পিতৃ-সেবা, দেশসেবা ও জনসেবা প্রভৃতি 'পঞ্চরেতী সেবার' ন্যায় কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণভক্তি নহে। শ্রীকৃষ্ণ কাহারও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন না। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্যই সকল চেতনের অস্তিত্ব। সেই অপ্রাকৃত কামদেব নপুংসক নহেন, তিনি লীলা-পুরুষোত্তম। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়চালনা করিবার পূর্ণতম শক্তি আছে। যেখানে নিকষে তিনি নির্বিন্দ্রিয় হন—এইরূপ ধারণায় বিন্দুবিসর্গও বা কোন-রূপ সম্বন্ধ আছে, সেখানে কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি নাই; তাহাকে মায়ার সেবাই বলা যাইবে। ঠুঁটোরাম বস্তুতে ভাব বা প্রেম হয় না। অচেতন বা নপুংসকের সঙ্গে শক্তি বা প্রকৃতিজাতীয় জীবের প্রেম হইতে পারে না, কেন না, 'ঠুঁটোরাম' বা নপুংসকের সেবা গ্রহণ করিবার মত ইন্দ্রিয় কিংবা আদান-প্রদানের শক্তি-সামর্থ্য নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁহারই মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে কৃষ্ণসেবার কথা জানাইয়াছেন। সেই কৃষ্ণসেবার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহা অপ্রাকৃত লীলা-পুরুষোত্তমের নিত্যব্যক্তিত্ব স্বীকার করা। যেখানে শ্রীপুরুষোত্তমের অপ্রাকৃত-সবিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিকষে লোপ পায়, সেখানে ভক্তির কোন অস্তিত্ব নাই। যেখানে সেব্যতত্ত্ব পূর্ণতম শক্তিমান্, আর সেবকতত্ত্ব অসংখ্য শক্তিজাতীয়বস্তু, সেখানেই সেবার অস্তিত্ব। যেখানে সেব্য নিত্য, সেবক নিত্য ও সেবা নিত্য, সেখানেই হরিসেবা, সেখানে শ্রীহরি পূর্ণতম স্বরাট্ এবং সকল রসের আকর ও বিষয়। সেখানে তাঁহার কৃষ্ণ-স্বরূপ প্রকাশিত। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ অপ্রাকৃত রসে কৃষ্ণসেবা আছে। আত্মবৃত্তি-দ্বারা সেই কৃষ্ণসেবা হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনন্দ-যশোদা অপ্রাকৃত পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন—আত্মজের সেবা করেন, কেন না, মাতা বা পিতা পুত্রের অনুরাগী সেবক। ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মাতা পুত্রের সেবা করিতে পারেন এবং সেই সেবা হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ ও অনুরাগের দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তাহা কোন প্রত্যুপকার হেতু বা কৃতজ্ঞতার দায় জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পুত্র মাতাকে যে পূজা বা আরাধনা করেন, যে ভক্তি করেন তাহা পুত্রের জন্মগ্রহণ ও জ্ঞান লাভ করিবার বহু পরে এবং সেই শ্রদ্ধা ভালবাসার মধ্যে হৃদয়ের টান অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রাবল্যই অধিক।

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥

দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র মাতাকে নানা-ভাবে দোহন করেন, মাতার স্তন্য দোহন, দ্রবিণ-দোহন, শিক্ষা-দোহন, যত্ন-দোহন, লালন-পালনাদি দোহন করিয়া থাকেন। এত দোহন করিবার পর মাতার প্রতি যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কিংবা কর্ত্তব্যের অকরণে প্রত্যবায় বা পাপ হইবে, —এইরূপ যে বুদ্ধির উদয় হয়, সেইরূপ মনোভাব হইতেই পুত্র মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং দোহন-ক্রিয়াটী যাহা হইতে লাভ হয়, তাঁহাকে মুখে 'সেবা' বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাকেই আমরা 'সেবক' করিয়া ফেলি। ঐরূপ ভক্তি অহৈতুকী পদবাচ্য হইতে পারে না। এজন্য কৃষ্ণ-সেবা-বিজ্ঞানের মধ্যে যত কিছু চাওয়া ধর্ম্ম সমস্তই কৃষ্ণের জন্য সংরক্ষিত বা তাঁহার জন্যই একচেটিয়া; আর যত কিছু দেওয়া বা আত্মনিক্ষেপের ধর্ম্ম, তাহা সমস্তই ভক্ত বা সেবকের চেতনবৃত্তির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ যদি পুত্র না হইয়া 'মা' হন, তাহা হইলে জগতের পুত্রগণের আবদার পরিপূরণেই তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। জগতের সন্তানগণ চাহিবেন, মুখে না বলিলেও কার্য্যতঃ দোহন করিবেন, আর মাতৃরূপীকে (?) কেবল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে তাহা যোগাইতে হইবে। এইজন্য কৃষ্ণ শক্তিজাতীয় বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, তিনি শক্তিমজ্জাতীয়। তিনি মাতা নহেন, তিনি অপ্রাকৃত শ্রীনন্দের অপ্রাকৃত পুত্র।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাভিসন্ধিরূপ কপটতা লইয়া যে দেবতা পূজা, তাহা কখনই কৃষ্ণসেবা নহে। অধিক কি, কৃষ্ণমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াও যদি অন্তরে তাঁহাকে আমাদের কোন না কোন প্রকার ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা সম্ভোগবাদের যোগানদাররূপে ভাবা যায়, তাহা হইলে তাহাও কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা হইবে না। তাহা কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বা তাহার ছায়া-শক্তির পূজা, তাহা ভক্তি নহে। যিনি নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি চাহেন, তিনি নিষ্কাম হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের উপাসনা করেন। কারণ, যিনি অপ্রাকৃত কামদেব, তিনিই সকল জীবকে তাঁহার কামের ইন্ধন করিয়া লইতে পারেন। ভক্ত হওয়া অর্থ ভগবানের সর্ব্ববিধ কামের ইন্ধন হইয়া যাওয়া। নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি একমাত্র অপ্রাকৃত কামদেবের একচেটিয়া বস্তু। একমাত্র মাধুর্য্য-বিগ্রহ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে সকল রস ও সকল কামভোগের শক্তি আছে। প্রকৃতি বা শক্তি ভোগ্যা—ভোক্তা নহে।

জড়মায়া আমাদিগকে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন ও দিয়া থাকেন। জড়মায়া যাঁহার ছায়া, সেই চিৎশক্তি আমাদিগকে কৃষ্ণসেবা প্রদান করিয়া আমাদের প্রতি অকপট কৃপা বর্ষণ করিতে পারেন; কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণের ন্যায় কামদেব বা সম্ভোগ-বিগ্রহ হইয়া আমাদিগকে তাঁহার কামের ইন্ধন করেন না অর্থাৎ স্বয়ং আমাদের ভক্তির মূল বিষয় হন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
(চৈঃ চঃ)

যেকাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভোগ বা ভোগের প্রতিযোগী মুক্তির বাসনা বিন্দুমাত্রও থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই ভক্তিদেবী জীবের হৃদয়ে তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন না

"আমি ঋদ্ধি সিদ্ধি চাই না, কিছুই চাই না, আমি কেবল তোমার দেখা চাই"— ইহাও অহৈতুক-ভক্তের কামনা নহে। শ্রীচৈতন্যদেব অহৈতুক ভক্তের কিরূপ প্রার্থনা, তাহা জানাইয়াছেন,—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণের যদি ইচ্ছা হয় যে, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করুন নাহয় আমাকে না দেখা দিয়া যদি আমাকে মর্ম্মাহত করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। তাঁহার যাহাতে সুখ হয়, তিনি তাহাই করুন; তথাপি তিনি আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন।

যাহারা বিশ্বের কোন না কোন সম্বন্ধ-গন্ধ লইয়া ভগবানের উপাসনার ছলনা দেখায়, ভগবান্ তাহাদের নিকট তাঁহার বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া বঞ্চনা করেন। আবার যাঁহারা ভগবানের যোগমায়া স্বরূপ-শক্তির সন্ধান না পাইয়া ভগবানের চিন্ময়ী শক্তির উপাসনার দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে কোন না কোন প্রকার কামনার উপাসনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট যোগমায়া তাঁহার মহামায়ারূপিনী ছায়াস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা সুমেধা, তাঁহারা প্রচলিত ছান্দোগ্য উপনিষদের জীবকোটী দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম পাইয়া তাহার আকর ও মূল-কারণ-স্বরূপ বিশুদ্ধসত্ত্ব শ্রীদেবকীর অপ্রাকৃত পুত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় জানিতে পারেন। জীবের ঐ নামের যদি আকর না থাকিত তবে এরূপ নাম কোথা হইতে আসিল? এই জগতে মঙ্গলময় ভগবানের নাম-অনুসারেই মাতা-পিতা সন্তানের নামকরণ করিয়া থাকেন—ইহা সামাজিক বিধির মধ্যেও দৃষ্ট হয়।

———

উপাসকগণের চিত্তবৃত্তি অনুসারে উপাসনার বিধি ও রুচি ভিন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথির কৃত্য-বিচার-প্রসঙ্গে দুইপ্রকার রুচিবিশিষ্ট লোকের কথা প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

এই পৃথিবীতে দুইপ্রকার সৃষ্টি—দৈব ও অদৈব। দৈব ও অদৈবগণ তাঁহাদের রুচি অনুসারে গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকার প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন; সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমী, দশমী দ্বা একাদশী প্রভৃতি বিদ্ধ ব্রত পালনে বিদ্ধ-বৈষ্ণব বা অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরই রুচি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিচার অদৈব।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন—যাহারা ঐরূপ সপ্তমী বিদ্ধা জন্মাষ্টমী বা দশমীবিদ্ধা একাদশী প্রভৃতি ব্রতপালন করেন, তাহারাও ত' শাস্ত্রদর্শনেই ঐরূপ বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল "গোস্বামি-মতে পরাতে"—এরূপ গোস্বামি-বিচার স্বীকার করিব, আর অন্য স্মার্ত্তব্যবস্থাগুলির নিন্দা করিব —এরূপ গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতা কেন? অতএব উভয়ই সমান যাহার যেমন রুচি-তিনি তেমনই করুন; কারণ, উভয়ই শাস্ত্রেরই মত, ইহা আধুনিক তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণের যুক্তির ধারা। কিন্তু সর্ব্বত্রই ন্যায় এই যে, পূর্ব্ববিধি হইতে পরবিধি বলবান্। এজন্য ব্যাসদেব বলিতেছেন,—

"যচ্চ ব্রহ্মপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতম্
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃত্যং তদ্দেবমায়য়া॥
পুরা দেবৈরৃষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমী বেধকালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ)

ব্রহ্ম-পুরাণাদিতে বিদ্ধাষ্টমীতে যে ব্রত-তিথি লিখিত আছে, তাহা অবৈষ্ণবপর ও দেবমায়াকৃত। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, পুরাকালে সুরগণ ও ঋষিগণ তাঁহাদের পদচ্যুতির ভয়ে সপ্তমী বেধরূপ আবরণ দ্বারা অষ্টমীকে গুপ্ত রাখিয়া ছিলেন।

অতএব অসুরজ্ঞান-মিশ্রিত ব্যবস্থাসমূহ বিমুখ-মোহনের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। মানব বাহ্যে বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্ত বলিবার পরিচয় এবং জন্মাষ্টমী বা হরিবাসর আদি বৈষ্ণবব্রতসমূহের পালনের পরিচয়, এমন কি, কৃষ্ণনাম গ্রহণ বা কৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিবার পরিচয় প্রদান করিয়াও প্রাকৃত কৃষ্ণস্বরূপের উপাসনার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের অদৈব ছায়া-শক্ত্যংশের পূজা করিয়া ফেলেন। এইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ গাহিয়াছেন,—

"ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥"

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার বিনাশ নাই। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি গোপ্তৃত্বে বরণ করেন, একমাত্র প্রভু বলিয়া যথাসর্ব্বস্ব তৎপাদপদ্মে নিবেদন করেন, তাঁহার উপর কাহারও কোন বিক্রম থাকে না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। 'শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিবেন'—এই বাক্যে যাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে এবং যিনি সত্যসত্যই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র গোপ্তৃত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহার কোন চিন্তা নাই। 'শ্রীগুরু-কৃষ্ণের আমি'—এই অভিমান ও স্মৃতিই জীবকে সমস্ত বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে—এই বিচার ও স্মৃতি থাকিলে আর কষ্ট পাইতে হয় না। ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক—এই শুভেচ্ছা শরণাগতের।

জড়জগতে বিষে জীবের মৃত্যু ঘটে, আর অমৃত-সেবনে অমরত্বপ্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণেচ্ছাক্রমেই তাহা সংঘটিত হয়। সেই সকল বস্তু হইতে সেই সেই প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়া তুলিয়া লইলে তাহারা আর সেই সেই ধর্ম্মদ্বারা জীবের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে পারে না। শ্রীভগবানের ইচ্ছাই বলবতী। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কেহ ক্ষতি বা উপকার করিতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত জীবের জন্মমৃত্যু হয় না। যতদিন ইহা বুঝিবার সৌভাগ্য না হয়, ততদিনই জীবের কষ্ট। শ্রীভগবান্ যাহা বিধান করেন, তাহাই ফলবতী হয়, জীবের ইচ্ছায় কিছু হয় না। কৃষ্ণেচ্ছা না থাকিলে রাজপুত্রের ভাগ্যেও উপবাসদুঃখ ঘটে। আর কৃষ্ণেচ্ছা হইলে দুষ্প্রাপ্য বস্তুও অরণ্য-মধ্যে আসিয়া জুটে। জীব কোটি-প্রযত্ন করিলেও কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতীত কোন ফল হয় না। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন,—

"জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা নষ্ট আর কেহ করিতে না পারে॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যাঁরে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তা'র॥
পাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কলহ করয় কারো সনে॥"

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::•:-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সব শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের [illegible] নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। [illegible] অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, [illegible] অকার্পণ্য [illegible] জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ [illegible] দ্রব্য, [illegible] ও [illegible] আলৌকিকতায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, [illegible] ও বাক্য —অর্থাৎ সর্ব্বস্ব না সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপ্রাকৃত মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। প্রজ্ঞান ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছা হইলে যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় [illegible] পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু [illegible] যে-সকল সদুত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলন হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও [illegible] সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible]। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান— [illegible] শ্রীমন্দির, পো: শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ন্যাস

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-পূর্ণ ইহাতে [illegible]-সম্বন্ধে [illegible] যুক্তি ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(:•:)::——

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

তুফান এক্সপ্রেসের একখানি প্রথম শ্রেণীর মহিলা কামরায় জনৈকা মহিলা দুইজন দুর্বৃত্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ হাওড়া রেল পুলিশে পৌছিয়াছে।

প্রকাশ, মিসেস বি ডি আগরওয়ালা নাম্নী জনৈকা মহিলা তুফান এক্সপ্রেসের একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় কাশী যাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ১২ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ছিল। ট্রেণখানি মণিরামপুর ষ্টেশনের নিকট পৌঁছিলে (কিছুদিন পূর্ব্বে যেখানে রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহারই নিকটে) দুই ব্যক্তি ঐ চলন্ত ট্রেণে উঠিয়া মহিলার নিকট তাঁহার সমুদয় অলঙ্কারপত্র দাবী করে। তিনি উহা দিতে অসম্মত হইয়া বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিতে গেলে দুর্বৃত্তদের একজন ছুরিকাঘাত করে। তাহারা প্রায় ১৫০০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও নগদ টাকাকড়ি ছিনাইয়া লয় এবং শিকল টানিয়া ট্রেণ হইতে লাফাইয়া নামিয়া যায়। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মহম্মদ রেজাক লাফাইয়া নামার সময় আহত হয় এবং মহিলার চীৎকারের ফলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। অপর ব্যক্তি পলায়ন করে। আহত ব্যক্তিকে হাওড়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ এই সম্পর্কে একজন পশ্চিমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার নিকট হইতে অলঙ্কারপত্র ও নগদে প্রায় হাজার টাকা মূল্যের জিনিষ উদ্ধার করা হইয়াছে। উক্ত মহিলা সামান্য আহত হন। তিনি তাঁহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যান।

———

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের এম-বি পরীক্ষা

২৬শে নবেম্বর—আগামী ৩রা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম বি পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পূর্ব্ব ঘোষিত ব্যবস্থানুযায়ী ঐদিন হইতে প্রতিদিন পরীক্ষা গৃহীত হইবে। কিন্তু ১০ই ১১ই ও ১২ই ডিসেম্বর তিনদিন কোনও পরীক্ষা লওয়া হইবে না।

———

কালনা সংবাদ

এই মহকুমায় সরিষার তৈলের মূল্য হ্রাস ঘটিয়াছে। কাল্‌না মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সরিষার তৈলের খুচরা ও পাইকারী দর মণ প্রতি যথাক্রমে ৪৫৲ টাকা ও ৪২৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। নারিকেল তৈলও বর্ত্তমানে খুচরা ৫০৲ টাকা ও পাইকারী ৪৮৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে।

গত কয়েক দিন যাবৎ চাউলের বাজার দর কম যাইতেছে। নিয়ন্ত্রিত মূল্য মণ প্রতি ১৩৷৵ আনা হইলেও পাইকারী ও খুচরা দর যথাক্রমে ১২৲ টাকা এবং ১২৷৵ আনা যাইতেছে। বাজারে আলু বহুদিন যাবৎ অদৃশ্য হইয়াছে। তরিতরকারীর বাজার অপেক্ষাকৃত সস্তা।

———

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

গত ২১শে নভেম্বর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল শাখা বা [illegible] সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতি, বৃহত্তর বঙ্গশাখার সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 'শিল্প ও বাণিজ্য' শাখার সভাপতিত্ব করিবার ভার বোম্বাই প্রবাসী হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকসান কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রুদ্র ও অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ সম্মেলনের যুগ্ম-সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। সম্মেলনের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রতিনিধিদের পত্র পাওয়া যাইতেছে ও প্রতিদিন তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

———

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগে পদ পরিবর্ত্তন

জেনারেল জর্জ মার্শালের পরিবর্ত্তে সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবার জন্য জেনারেল ডুইট আইসেনহাওয়ার মনোনীত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বিভাগের অধিনায়ক এডমিরাল যোশেফ কিং-এর স্থলে এডমিরাল চেষ্টার নিমিৎস মনোনীত হইয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান পঞ্চম নৌ-বাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল রেমণ্ড এ, স্প্রুয়েন্স এডমিরাল নিমিৎসের স্থলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইবেন।

———

বিহারে জ্বরের আক্রমণ

পাটনা, ২৩শে নবেম্বর—সরকারী হিসাবে প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বর মাসে বিহারে জ্বরের আক্রমণে ত্রিশ হাজার সাত শত বত্রিশ জন মারা গিয়াছে। উক্ত সময়ে কলেরায় বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীঅনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ } ১৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২২শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৪৫ শনিবার } ১৭৯-১৮২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

কেশব অবায় শ্রীরাধাদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——::::*:::::——

শ্রীকৃষ্ণের ভজন কি করিয়া করিতে হয়, তা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং না জানাইলে মানুষ নিজে জানিতে বা বুঝিতে পারে না। যে তাহার নিজ নিজ কল্পনা বা রুচি লইয়া কোন ধর্ম্ম বা সাধন সৃষ্টি করে, সেরূপ ধর্ম্ম বা সাধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ভজন হয় না। শ্রীভগবান্ কোন্ জিনিষ ভালবাসেন, কিসে তাঁহার সুখ হয়, তাঁহার রূপ, কি ভাব, কি স্বভাব, কি গুণ, তিনি কোথায় থাকেন, কাহার সঙ্গে থাকেন, এ সকল কথা যদি শ্রীভগবান্ স্বয়ং জানাইয়া দেন, তবেই জীব জানিতে পারে। এ সকল কথা জানাইবার জন্য পাঁচ প্রকার রূপ লইয়া স্বয়ং ভগবানই কলিযুগে পঞ্চতত্ত্ব-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীভগবানই ভক্তের পোষাকে—ছদ্মবেশে তাঁহার সেবা তিনি নিজেই আচরণ করিয়া জানাইয়া গিয়াছেন। এত বড় দয়া ভগবান্ আর কখনও কোন যুগে দেখান নাই। এবার তিনি আমাদেরই মত চেহারা লইয়া আমাদেরই ভাষায় কথা বলিয়া জীবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের কথা জানাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণী—জীবের নিত্য-স্বভাবের বাণী। শ্রীচৈতন্যদেব কোন অস্বাভাবিক কথা—কোন অস্বাভাবিক ক্রিয়ামুদ্রা বা কঠোর বা কৃত্রিম অনুষ্ঠানের কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—হে জীব! তুমি আগে তোমাকে জান। তুমি কে? তুমি কাহার? তোমার সঙ্গে কাহারও বা নিত্য সম্বন্ধ? তোমার স্বভাব কি? তোমার মূল প্রয়োজন কি? এ সকল কথা আগে শ্রবণ করিয়া তুমি চলন পথে চলিতে আরম্ভ কর। তাহা হইলেই তোমার জীবন শুধু এ জীবন নহে, তোমার অনন্ত জীবন সার্থক হইবে, অমৃতময় হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—হে জীব! তুমি কতকগুলি হাড়মাংসের পিণ্ড বা আকার নও। মানুষ মরিয়া যাওয়ার পরও এই আকার বা দেহটা পড়িয়া থাকে এবং কিছুদিন পরেই তাহা বিকৃত হইয়া যায়, পচিয়া যায়। তুমি যাহা দিয়া চিন্তা করিতেছ, সেই মন-বুদ্ধি প্রভৃতিও তুমি নও। তুমি হইতেছ—জীব। 'জীব' অর্থাৎ যাহার জীবন আছে। যাহার চেতন আছে, তাহাই জীব। তুমি সেই চেতন বস্তু। তোমার ন্যায় এরূপ অসংখ্য চেতন আছে। তাহারাও তোমার ন্যায় অসংখ্য জীব। বহুরূপীর ন্যায় এ চেতনগুলি নানারকমের পোষাক পরিয়া নানা আকার বা রূপ ধারণ করিয়াছে। কাহারও মানুষের আকার, কাহারও পশুর আকার, কাহারও পক্ষীর আকার, কাহারও বা গাছপালার আকার। যত রকমের ভিন্ন চেহারা দেখিতে পাইতেছ, এ গুলি সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোষাক। আর এ সকল পোষাক পরিয়াছে যত ঘুমন্ত চেতন।

এই সকল চেতন কোথা হইতে আসিল? এক পরম চেতন হইতে এসকল চেতন প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পরম চেতনই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য চেতনের মালিক। যেমন আগুনের কুণ্ড হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বা কণা বাহির হইয়া থাকে, যেমন সূর্য্য হইতে অসংখ্য কিরণের কণা প্রকাশিত হয়, তোমরাও সেইরূপ এক পরম-চেতন হইতে বাহির হইয়াছ। এই ক্ষুদ্র অসংখ্য চেতনগুলিকে সেই পরম চেতনের শক্তি বলা হয়। সেই পরম চেতন সকল শক্তির আধার ও প্রভু। তিনি শক্তিমান্। সেই পরম চেতন নিজ আকর্ষণে এই সকল ক্ষুদ্র-চেতন বা শক্তি সর্ব্বদাই আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া তিনি—কৃষ্ণ। সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলিয়া তিনি পরব্রহ্ম। সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিতই জীবের নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যখন এই সম্বন্ধ ভুলিয়া যাও, তখনই তোমার উপর একটা আবরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। তুমি মায়ার ছলনায় পড়িয়া এমনই অন্যমনস্ক হইয়া যাও যে, তুমি যে চেতনবস্তু, পরমচেতনের সঙ্গেই যে তোমার একমাত্র সম্বন্ধ, তাহা একেবারেই ভুলিয়া যাও। তখন তুমি তোমার পোষাক-গুলিকেই তোমার নিজের সঙ্গে এক করিয়া ফেল—শরীরটাকেই তুমি অর্থাৎ চেতন বলিয়া ভুল করিয়া থাক; দেহে বদ্ধ হইয়া দেহেই অভিমানে সুখদুঃখ বোধ করিতে থাক। তাহাতে তুমি এত আসক্ত হইয়া পড় যে, তুমি যে চেতন একথা কেহ জানাইয়া দিলেও তাহা একেবারেই বিশ্বাস করিতে চাও না, বরং তাঁহাকে শত্রুই মনে করিয়া থাক।

শ্রীকৃষ্ণই সকল চেতনের একমাত্র মালিক। তাঁহার সমান বা বড় আর কেহ নাই। তিনি এক—অদ্বিতীয়। তিনি সমস্ত শক্তির একমাত্র আধার—সর্ব্বশক্তিমান। তিনি সমস্ত রসের মূল আকর বা খনি—তিনি রসময়। এই জগতে যতপ্রকার রস আছে, তাহা একজনের মধ্যে একই সময়ে পরিপূর্ণ ভাবে থাকিতে পারে না। এজগতের রস কিছু সময় পরেই সঙ্গে সঙ্গে বিরস আনিয়া দেয়। এজগতের রস এবং রসিক উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়, বিকৃত হইয়া যায়, দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায়, ধ্বংস হইয়া যায়। এখানকার প্রীতির মধ্যে অপ্রীতি—মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ—বন্ধুত্বের মধ্যে শত্রুত্ব—উৎকৃষ্টের মধ্যে নিকৃষ্ট—সুখের মধ্যে দুঃখ, ভালবাসার মধ্যে দৌরাত্ম্য দেখা যায়। এখানকার স্বামী-স্ত্রীর প্রীতির মধ্যেও অনেক অপ্রীতি হয়—বিশ্বাসঘাতকতা হয়। এজগতের পিতা-পুত্র কালচক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা হয়—উভয়ে মারিয়া যায়। এখানকার বন্ধু-বন্ধুত্বের অপ্রীতি হয়—বিচ্ছেদ হয়, বন্ধু শত্রু হইয়া পড়ে। এখানকার প্রভু ভৃত্যের মধ্যে কেবল অর্থের সম্বন্ধ। এখানে কালের গতিতে ভৃত্যও প্রভু হয় এবং প্রভুও ভৃত্য হয়। এইজন্য এজগতের যত সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধের মধ্যে পরস্পরের যে রস অর্থাৎ প্রীতি আছে, সেগুলি সব অনিত্য ও বিকৃত। কিন্তু কৃষ্ণ এমন বস্তু যে, তাঁহার সঙ্গে চেতনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বা প্রকাশিত হইলে তখন চেতনের স্বভাবে যে রস বা প্রীতি প্রকাশ পায়, তাহা এরূপ বিকৃত ও অস্থায়ী নহে। প্রত্যেক চেতনের স্বভাবে যে যে ভিন্ন ভিন্ন রস আছে, সে সমস্ত রসের দ্বারাই একই সময়ে কৃষ্ণের সেবা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সকল রসের আধার। একমাত্র তিনিই সকলের সকল রসের সেবা একই কালে একাই গ্রহণ করিতে পারেন। সেই রসময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাই সকল জীবের একমাত্র ধর্ম্ম। জীব যখন অচেতনের রূপে মত্ত

থাকে, নিজের প্রকৃত চেতনকে ভুলিয়া যায়, নিজ নিত্যপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়, তখনই একমাত্র কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য ধর্ম আছে বলিয়া জীব ভুল করে। জীব যখন সত্য সত্য নিজেকে জানিতে পারে, তখন তাঁহার স্বভাবের ধর্ম এক; তাহা— কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি এই সময় বহুস্থানে থাকিতে পারে—সর্বস্থানে, সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেতন সকলের যে স্বাভাবিক ও সর্বতোমুখী চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা, তাহারই নাম—সেবা বা ভক্তি। জীবের এই সেবা-চেষ্টা যখন শাসন বা শাস্তির ভয়ে—নরকের কারাগার থাকিয়ে—সেবার বিনিময়ে কিছুলাভের উদ্দেশ্যে না হইয়া কেবল স্বাভাবিক প্রীতি-ভালবাসা, অনুরাগ ও রুচির দ্বারা অবিরামভাবে উদয় হইতে পরমচেতন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রকাশিত হয় এবং শত শত বাধাবিঘ্নে না থামিয়া আরও বাড়িয়া যায়, তখনই হয় প্রীতির অবস্থা বা সেবা বা ভক্তি। এই অবস্থার প্রীতির নাম প্রেম। এই সেবা বা ভক্তির ফল উত্তরোত্তর সেবা বা ভক্তি। সেবার ফল—প্রীতি, ভক্তি। ভক্তগণ বলেন,— "হে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিকট টাকাপয়সা, লোকজন, উত্তম ভোগের বস্তু, বিদ্যা, এমন কি, সংসারের অশান্তি জ্বালাযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পর্যন্তও চাহি না। যদি আমাকে বার বার জন্ম-মরণের ক্লেশও স্বীকার করিতে হয় এবং শতসহস্র অশান্তির মধ্য দিয়াও যাইতে হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু কেবল তোমার সুখ যাহাতে হয়, সেইজন্যই আমার সকল ইন্দ্রিয় দিয়া সর্বক্ষণ নিঃস্বার্থভাবে যেন চেষ্টা করিতে পারি—তাহা হইলেই সর্বার্থসিদ্ধি হইল। তোমার সুখেই আমার সুখ।"

সেই কৃষ্ণপ্রীতি কি করিয়া পাওয়া যায়? হরিকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিলাভের একমাত্র ও প্রকৃত উপায়। শ্রীহরিকীর্তন শুধু উপায়মাত্র নহে, তাহাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রীতি। আমরা যাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসি, আমাদের হৃদয় স্বভাবতঃ তাঁহারই কথা বলিতে চায়—মন তাঁহারই ভাবনা ভাবিতে চায়—কর্ণ তাঁহারই কথা শুনিতে চায়। আমাদের প্রাণের অত্যন্ত ভালবাসার বস্তু যদি আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তাহা হইলে সর্বক্ষণ তাঁহারই কথা শুনি—তাঁহারই কথা বলি। আমরা বর্তমানে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু যখন কোন প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত আমাদের হৃদয়ে আমাদের নিত্য প্রাণ প্রভুর কথা জানাইয়া দেন, তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধের কথা উদ্দীপ্ত করিয়া দেন, তখন আমরা প্রভুর বিরহ অনুভব করিয়া সর্বক্ষণ পাগলের ন্যায় হইয়া কেবল তাঁহাকেই ডাকিতে থাকি, তাঁহারই কথা বলিতে থাকি, তাঁহারই ভাবনা ভাবিতে থাকি। যতই তাঁহার কথা চিন্তা করি, ততই তাঁহার ভাবনা আরও গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই যৈছে মদমত্ত॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি,
কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন॥
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণনামের ফল 'প্রেমা',
সর্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে,
কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদগদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃত সাগরে ভাসায়॥
(চৈঃ চঃ)

অত্যন্ত লালসা ব্যাকুলতা দেখিলে কৃষ্ণ আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। কৃষ্ণনাম এমন একটি জিনিষ। এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোথায়ও হইতে পারে না। এই প্রেম যতই গাঢ় হইতে থাকে ততই ক্রমে স্নেহ মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবরূপে প্রকাশিত হয়।

যে কথাটি স্বয়ং হরি, তাহাই হরিকথা যাঁহার কথাই হরি, তিনিই হরিকথা-কীর্তনকারী। হরিকীর্তন বা হরিবিতরণ একই জিনিষ। হরিজনগণ উপদেশাকারেই কথারূপী হরিকে দান করেন এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রণত-সজ্জনগণ শুশ্রূষু হইয়া সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করেন। কৃষ্ণবিতরণ ভক্তের দান এবং সেবার জন্যই সেই শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণকে গ্রহণই শিষ্যের কৃত্য। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনটী অধোক্ষজ বস্তু আমাদের জ্ঞানের অতীত বস্তু। তাঁহাদিগকে কেহ জানিয়া বা মাপিয়া লইতে পারে না। তাঁহারা স্বাধীন তা, অন্তর্দর্শন না হইলে অধোক্ষজের সাক্ষাৎ মিলে না; অন্তর্দর্শীর সঙ্গ ব্যতীত অন্তর্দর্শন হয় না। বহির্দর্শন বা কুদর্শন—মায়া; তাহার অপর নাম ভোগদর্শন, আর অন্তর্দর্শনই সেবাদর্শন। তাহাই সুদর্শন বা ভক্তি।

হরিকথা শুনিতে হয় হরিভজন গুরুদেব ও গুরুর সহিত একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট বৈষ্ণবের নিকট। গুরুবৈষ্ণবের সম্পূর্ণ অনুগত জনগণও হরিকথা কীর্তন করিতে পারেন। তাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের কথাই বলেন, নিজেদের কোন কথা বলেন না, সেইজন্য তাঁহাদের কথাও হরিকথা।

আচারবান সেবকের আচরিত ও অনুকীর্তিত গুরুবাণী নিষ্কপট জীবকে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আকৃষ্ট করে। সেইজন্য অনুকীর্তনকারী সেবক জানেন—এ বিষয়ে গুরুবাণীরই কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা। গুরুবাণীই জীবের নিয়ামক, প্রভু, উদ্ধারকর্তা; আমি সেই বাণীর বাহক বা পিয়নমাত্র। আমি উদ্ধারকর্তা বা পতিতপাবন নহি। পতিতপাবন মঙ্গলবিধাতা বা উদ্ধারকর্তা—গুরুবাণী—হরিকথা।

হরিকথাই হরি; সেইজন্য এই হরিকথারূপী হরিকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিয়া—অন্যমনস্ক থাকিলে পরম আদরের বস্তু শ্রীহরি আমাকে কথা কহিবেন না, আমাকে দেখা দিবেন না। হরিজনের সহিত আলাপ-পরিচয় না হইলে হরিকথার সহিত পরিচয় বা বন্ধুত্ব হয় না বা হরিকথাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া জানা যায় না। সাধুগুরুর কথাই হরিকথা। সাধুগুরুর কথা ও সাধুগুরু অভিন্ন। কেবল জগতে প্রথমে আমাদের শব্দ, নাম বা কথার সঙ্গে পরিচয় হয়। তাহার পর রূপের কথা। সুতরাং যদি আমরা যদি গুরুদেবের বাণী বা হরিকথাতে রুচিবিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে আমাদের গুরুতে অশ্রদ্ধা, অনাদর বা উদাসীনতা প্রমাণিত হয় না কি? গুরুতে প্রীতি আছে, গুরুর কথা বা হরিকথায় প্রীতি নাই—ইহা কিরূপে হইতে পারে? যিনি গুরুকে প্রভুত্বে বরণ করিয়াছেন, তিনি গুরুবাণী হরিকথাকে প্রভু ও রক্ষাকর্তা বলিয়া জানিয়াছেন। যিনি গুরুতে শরণাগত, তিনিই হরিকথায় শরণাগত। গুরু যাঁহার জীবন, হরিকথাই তাঁহার জীবন। যেখানে হরিকথা বা গুরুর বাণীতে রুচি নাই, সেখানে গুরুতে রুচি, আস্থা বা নির্ভরতা থাকা সম্ভব নয়।

গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে নিজচেষ্টায় জানিতে যাওয়া বোকামি। জ্ঞানের অতীত বস্তুকে জানিবার প্রয়াস বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। সেইজন্য শাস্ত্র 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য'—শ্লোকে জ্ঞান বা জানিবার প্রয়াসকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া '[illegible] জীবন' তাঁহার চরণে শরণগ্রহণ করিতে নমস্কার করিতে বা প্রণত হইতে বলিয়াছেন। শুধু প্রণত হইয়া বসিয়া থাকিতে বলেন নাই, পরন্তু সন্মুখরিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল—চপল; তিনি কর্ণদ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও স্থির থাকেন না। জীবকেও অস্থির করিয়া তুলেন। তিনি কর্ণদ্বারে প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়া কীর্তনাকারে প্রকাশিত হন।

বৈকুণ্ঠ হইতে পতন হয় না। বৈকুণ্ঠবাসিগণ সকলেই পরমহংস। সেখানে মৃত্যু, শোক বা ভয় নাই। ব্রজবাসিগণ সর্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিয়াছেন। তাঁহাদের সেবার বিরাম নাই। যিনি ব্রজবাসির আশ্রিত, তিনিই ব্রজে যাইবেন। ব্রজবাসী সতত কীর্তন করেন আর ব্রজবাসীর আশ্রিত ব্যক্তিও সতত শ্রবণ করেন বলিয়া কীর্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং ব্রজবাসীর সঙ্গে তিনিও চলেন। ব্রজবাসীর যিনি সঙ্গী বা যিনি ব্রজমুখী, তিনি কি না চলিয়া পারেন? তিনি যে আশ্রিত, তিনি আশ্রয়কে ছাড়িবেন কি করিয়া? আশ্রিত আশ্রয়কে ছাড়েন না, আর আশ্রয়ও আশ্রিতকে ছাড়েন না। পরস্পর এর মধ্যে একটা আকৃষ্ট বন্ধন বা সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই আকর্ষণ বা সম্বন্ধের মধ্যে কৃষ্ণের সুখ রহিয়াছে। হরিকথা বা হরির সম্বন্ধীয় সাধুর একমাত্র সম্বল। এই হরিপ্রিয়জনের হরিকথাতে বড় প্রীতি। এই হরিকথায় যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারাই সাধু প্রিয়। হরিকথা বা হরিকে যিনি ভালবাসেন সাধু তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। হরির প্রিয় ব্যক্তি সাধুর প্রিয় এবং 'সাধুর প্রিয়' অর্থ হরির প্রিয়। সাধুকৃপাতেই হরিকে পাওয়া যায়। হরি নিজেকে নিজে দান করেন না। হরি যাঁহার প্রেমবাধ্য সেই হরিজনই হরিকে দান করেন। হরিজনের কৃপাতেই জীব হরির সাক্ষাৎ পায়।

কীর্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য ধর্ম নাই। এই কীর্তনাখ্য ভক্তিতে বা সাধনে যাঁহার যৎটুকু অবিশ্বাস অর্থাৎ যিনি মনে করেন—'কীর্তনদ্বারা আমার সর্বসিদ্ধি হইতে পারে না', তিনি ততটুকু পরিমাণে নাস্তিক। একমাত্র কীর্তন-প্রচারে যিনি যতটুকু পরিমাণে সাহায্য করিবেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে আস্তিক; আর যিনি যতটুকু পরিমাণে বাধা প্রদান করিবেন, তিনি ততটুকু পরিমাণে নাস্তিক। সর্বক্ষণ কীর্তন করিতে হইবে—ইহাই মহাপ্রভুর আদেশ। সুতরাং কীর্তন ছাড়া আমাদের অন্যান্য কার্যাদি করিবার সময় কোথায়? তবে কীর্তনের যাহা অনুকূল, তাহাই স্বীকার্য। হরিকীর্তন ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টা, সব সংসারের হেতু—পুরীদিকের উল্টা রাস্তা।

হরিভক্ত অপর সাধ যায় কৃষ্ণনাম। সর্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

যৎকিঞ্চিৎ

আশ্রয়-বিগ্রহের সুখ বিষয়বিগ্রহের সুখের জন্য সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকা, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সেবালালসা সিদ্ধকামনা। পুরুষাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের উপকরণ হওয়াই সিদ্ধি লাভ করা। অনাদি কৃষ্ণকাম-কামনা পূর্ত্তিই সিদ্ধি। ভোক্তা স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের ভোগ্য বা সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামবর্দ্ধনযন্ত্রের ইন্ধনরূপে প্রকাশিত হওয়াই স্বরূপের সিদ্ধি। সেই সিদ্ধি অনন্ত প্রগতিশালিনী। সেই সিদ্ধি যতটা আশ্রয়বিগ্রহের অনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবানুকূলপথে অভিসার করিতেছে, ততটাই আদরণীয়া। এই সিদ্ধি কৃত্রিম উপায়ে লাভ হয় না। নিষ্কপট সেবোন্মুখতা ও আশ্রয়বিগ্রহের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের নিত্যসিদ্ধ সেবাবৃত্তি যখন প্রকাশিত হয়, তখনই তাহাকে সিদ্ধি বলে। সিদ্ধিতে সেবা-লালসা অধিকতর উৎকণ্ঠাময়ী ও অতৃপ্তিময়ী হইয়া নবনবায়মান চমৎকারিতা বিধান করে। প্রকৃত সেবাসিদ্ধিকামী কি করিয়া আশ্রয়বিগ্রহের কৃপালাভ করিবেন, তজ্জন্য সর্ব্বদা উদ্গ্রীব। আমার কৃষ্ণ-ভজন হইল না—এই বিচার সর্ব্বক্ষণ তাঁহার আত্মারিকতাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের অহৈতুকী কৃপায় জগতের এত ভীষণতম দুর্দ্দিনে আমাদের ন্যায় দীন, হীন, পতিত, পামর, দুর্গত, দুরাচার ব্যক্তিগণেও যে তাঁহাদের সেবাস্রোতে নিয়ত অবস্থান করিবার সৌভাগ্যোদয় হইতে পারে—সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি-প্রতি-বন্ধকাদি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আরও গভীরভাবে বিশ্রম্ভিতে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন সম্ভবপর হইতে পারে, ইহা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের 'করুণা-সাগর' নামই সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করিতেছে। আমাদের এমন কোন যোগ্যতা নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদের করুণার লেশমাত্র উপলব্ধি করিয়া রাগ বা প্রীতির সহিত সেবায় অভিনিবিষ্ট থাকিতে পারি। সর্ব্বক্ষণ যেন তাঁহাদের করুণা 'আমরা যে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা'—এই স্বরূপানুভব উদ্বুদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের সুখানুসন্ধান ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত-কালও ক্ষান্ত হইতে না দেয়। আমরা যেন 'সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাসাভিমান অগ্নি চিত্তে প্রজ্বলিত রাখিয়া তাঁহাদের কৃপায় চিত্তের নির্ম্মলতা সাধনক্রমে তাঁহাদের বিপ্রলম্ভ-রসপোষণ সেবায় কোন [illegible] '—এজন্য নিষ্কপট দৈন্য ও শরণাগতির সহিত অধম ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রভুর নিয়ত আশ্রিত হইতে পারি; শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের অপ্রাকৃত শ্রীনামমাধুর্য্যানুভব, শ্রীরূপ-মাধুর্য্যানুভব, শ্রীগুণমাধুর্য্যানুভব, শ্রীপরিকরমাধুর্য্যানুভব ও শ্রীলীলামাধুর্য্যানু-ভবের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিত্য পরিচয় লাভ করিতে পারি, সাধন ভক্তিতে অন্যাভিলাষের লবলেশও না আসিতে পারে তজ্জন্য দৈন্য-ভারাক্রান্ত চিত্তে সাধনপথে অগ্রসর হইব। যতক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের মাধুর্য্যানুভবের সঙ্গে নিজ পরিচয় প্রাপ্ত না হওয়া যায়, ততক্ষণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইব না। যদি আমরা আমাদের সমগ্র সত্তা—ভজনীশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই সিদ্ধির অনুকূল সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য অকপট অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলেই অপার করুণাসিন্ধু শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে তাঁহাদের শ্রীপাদপ্রান্তে আকৃষ্ট ও সংলগ্ন রাখিবেন। ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন গতি বা উপায় নাই। সকলের মূল—দাসাভিমান, শরণা-গতি ও দৈন্য। সমগ্র যুগের একমাত্র সাধন-সাধ্য যে ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিনাম তাঁহা দৈন্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা থাকিলেই আমাদের উপর [illegible] দয়া প্রকাশ করেন। যেখানে [illegible] নাই, সেখানে দয়া হয় না। [illegible] সেখানেই দৈন্য। যাঁহার কৃপায় [illegible] হয়, সে সম্বন্ধিতাকা [illegible] স্বরূপের মাধুর্য্যানুভব [illegible] ভাগ্য সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য নবধা [illegible] বৃথা ব্যয় না করিয়া [illegible] ও সুদৃঢ়তার সহিত [illegible] আবশ্যক 'সাধুসঙ্গ' শ্রীনামকীর্ত্তন, শ্রীভাগবত শ্রবণ, শ্রীমথুরাবাস, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচটী মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের সেবায় যেন কোন সময়ে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী না হয়, এজন্য চিত্ত যেন সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকে; কারণ,—

"কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

কত বড় আশার কথা! আমরা যেন এই আশাভরসার কথায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমগ্র সত্তাকে পণ করিয়া দৃঢ়তার সহিত প্রীতির বিরোধী বিষয় বা বৃত্তিকে দূরে পরিহার ও অনুক্ষণ বান্ধব শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে 'জীবন-সর্ব্বস্ব' বলিয়া বরণ করি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রতি অনন্যমমতা আমাদের উদিত হউক। চিত্তের মসৃণতা, আর্দ্রতা, কোমলতা নির্ম্মলতা ও সেবার প্রতি অনন্য-মমতা বৃদ্ধির আবির্ভাব হউক—ইহাই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সর্ব্বক্ষণ এ বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাহা হইলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হইবে। এই নিঃশ্রেয়সই সম্বন্ধে পরাকাষ্ঠার অন্তঃ ও বহিঃ সাক্ষাৎকার এবং আনুষঙ্গিকভাবে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। যদি আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীযুগলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বা শ্রীরাধা-মাধব মিলিত স্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেষ্ঠজনের কৃপা হয়, তাহা হইলে তৎকৃপায় তিনি যে রসের, সেই রসের সেবা লাভ হইতে পারে। তাহাই শ্রীশ্রীরাধাভাবমিলিত শ্রীগৌরসুন্দরের উদয়—তাহাই জীবের সাধ্য-পরাকাষ্ঠা। ইহা যেন একমুহূর্ত্তের জন্যও ভুল না হয়। যে স্থানে প্রয়োজন বিষয়ে ভ্রান্তি, সে স্থানে বিষয়-প্রাপ্তিও অসম্ভবা। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যে স্থানে নিশ্চিত ও সুদৃঢ় সে স্থানে তাহা লাভ করিবার উপায়ের জন্য সমগ্র সত্তার আর্ত্তি ও বেদনা হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় বা পথ নাই।

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি
সদৃশং বিচিন্তয়॥"

এই চিন্তা হইতে যেন এক মুহূর্ত্তও আমরা বিক্ষিপ্ত না হই!

ন [illegible] যদি [illegible] কিং তত্র দোষঃ!
স [illegible] ব্যথায়ি॥
অ[illegible] দুঃ।
প্রকটিকর[illegible] কো বত দুঃখথা॥

(শ্রীশ্রীল দাসগোস্বামিকৃত 'প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দ্দশক', ১১)

যদি আমার দেহ পবিত্র না হয়, তাহাতে দেহের দোষ কি? যেহেতু বিধাতা এই দেহকে বজ্রসার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন। অথবা আমি গাঢ় তর্কের দ্বারা একটী অন্য কারণ নির্ণয় করিয়াছি যে; আমি ব্যতীত আর অন্য কে এরূপ দুঃখ বহন করিবে?

সর্ব্বাত্মা যে সেবা সাক্ষাৎকার সিদ্ধিতে অর্পিত হইতে পারিতেছি না' সেই চিন্তার বহ্নি যেন প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ে জ্বলিতে থাকে। যিনি আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহার সেবায় সমগ্র সত্তা ও সমগ্র জীবনীশক্তি নিয়োজিত হইতেছে না', —এই চিন্তার অগ্নি যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যও নির্ব্বাপিত না হয়। আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা সাক্ষাৎকার ও নিজের পরিচয় যদি না জানিতে পারিলাম, তবে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? যদি আমি বিষ্ঠার কৃমি-কীটও হই, তথাপি যেন শ্রীনন্দতনুজের মর্ম্মীভক্তের শ্রীচরণ-কমলের মকরন্দবাহী গন্ধবহ আমার গাত্র স্পর্শ করে। আমাদের হৃদয়ে যে স্বতঃসিদ্ধ প্রীতিরূপ স্বর্ণ আছে, তাহা যেন আমরা ইষ্টদেবের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

পরমাত্মাই সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তাহার ফলদান করেন। ঈশ্বর মায়ার দ্বারা সর্ব্ব-ভূতকে ভ্রমিত করান। যন্ত্রারূঢ়বৎ— সূত্রধরকারাদি যন্ত্রারূঢ় কৃত্রিম পুত্তলিবৎ সর্ব্বভূত অথবা 'যন্ত্রারূঢ়'-শব্দে 'শরীরারূঢ় ও বুঝায়। সর্ব্বভূতকে চালিত করাতে পরমেশ্বর সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব বিধান করেন না। 'মায়য়া' তিনি মায়া বা নিজশক্তির দ্বারা পরিচালিত করেন, মায়া দুইপ্রকার—যোগমায়া ও জড়মায়া। বিমুখ জীব যখন বিমুখতাবরণ করেন, তখন তাহার উপর জড়মায়ার কার্য্য, —জীব তখন জড়মায়ার দ্বারা ভ্রামিত হয়; আর উন্মুখ জীব যখন উন্মুখতা বরণ করেন, তখন যোগমায়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন।

বিমুখতা বা উন্মুখতা বরণ জীবের স্বতন্ত্রতা। জীব তটস্থা 'বিমুখতা ও উন্মুখতা' এই দুই উভয়দিকে স্বাতন্ত্র্য নিক্ষেপ করিতে পারে। জীব যখন বিমুখতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তি জড়মায়া তাহাকে সংসার চক্রের ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া সংসারে ভ্রামিত করায়। যন্ত্রারূঢ়বৎ এরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া নিজ স্বতন্ত্রতার অব্যবহারের জন্য নির্ব্বেদ গ্রস্ত হইলে যখন উন্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হয় অর্থাৎ স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, কাহারও জন্য স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে না আনুগত্যময়ী স্বতন্ত্রতা বরণ করে, তখন পরমেশ্বরের যোগমায়া জীবকে উন্মুখতার পথে চালিত করেন।

পরমেশ্বর জীবের নিয়ন্তা হইলেও তিনি জীবের স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতার হন্তারক নহেন। জীব কিছু জড় পুত্তল নহে যে, তাহাকে যেদিকে চালনা করা যায় সে সেই দিকে যায়। যদি তাহাই হইত, তবে জীব ও জড়ে কোনও পার্থক্যই লক্ষিত হইত না। জীবকে জড় বলা নাস্তিকতার আবাহন মাত্র। জীব যখন স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্রতার ব্যবহার করিয়া কোন কার্য্য করে, ভগবান তখন স্বীয় মায়া বা স্বশক্তির দ্বারা সেই কার্য্যের ফলদান করিয়া থাকেন।

———

'ধন কুল-প্রতিষ্ঠায় কভু নাহি পাই। কেবল ভকতি [illegible]॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মূল্য অর্থাৎ টাকা পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সর্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, বাস্তব [illegible] [illegible] [illegible] অভাব বা আনিষ্কাম্যিক উল্লাস ও বিষাদ নষ্ট হইয়া যাওয়া, ভগবান, শ্রীগুরু, ভক্তি, ভক্ত ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য — অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের প্রত্যুপকারে—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া পাওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক স্ব স্ব স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। সকল ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ হইলে [illegible] সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে সেই কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ [illegible] [illegible] বিচারক, [illegible] নহে।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি —শ্রীপাদ [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—সম্পাদক

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible] করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵৹ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, [illegible] ও [illegible]-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible] [illegible]। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা-দ্বারা [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible] ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ [illegible] নির্ধারিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵৹ আনা।

বিবিধ সংবাদ

——::(:❋:):——

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে সংক্ষিপ্ত এম্‌-বি কোর্স্‌

বাঙলার মেডিকেল লাইসেনসিয়েট ও আই-এ-এম-সির সদস্যদের হিতার্থে সরকার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত এম-বি কোর্স মঞ্জুর করিয়াছেন। মেডিকেল কাউন্সিল অব-ইণ্ডিয়ার সুপারিশ অনুযায়ী কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী এল-এম-এস উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং আই-এ-এম-সির কর্মচারিগণের জন্য সাড়ে পাঁচ বৎসরের এম-বি-কোর্স কমাইয়া আড়াই বৎসর করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মেডিকেল কলেজে ছয় মাস প্রি-ক্লিনিকাল কোর্সে এবং দুই বৎসর ক্লিনিকাল কোর্সে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। আই-এ-এম-সির কর্মচারিদের মধ্যে যাহারা পুনার আর্মি মেডিকেল ট্রেণিং কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য এই কোর্স আরও ছয় মাস কমান হইয়াছে। মেডিকেল গ্রেজুয়েটদের প্রথম দল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত এম বি কোর্সের ক্লাসে ১৯৪৫ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে যোগদান করিয়াছেন।

সিমেণ্টের মূল্য হ্রাস

ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, যুদ্ধ থামিয়া যাওয়ায় দেশরক্ষা কাজে বিলাতী মাটির চাহিদা কমিয়া গিয়াছে। ফলে ভারত গভর্ণমেণ্ট বে-সরকারী জনসাধারণের বাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতি কাজের জন্য অধিক পরিমাণে বিলাতী মাটি বাজারে ছাড়িবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত ১লা নভেম্বর হইতে সকল প্রকার "পোর্টল্যাণ্ড" বিলাতী মাটির প্রতি টনের দর ৬৮৷৵৹ আনা হইতে কমাইয়া ৬৩৷৵৹ আনা দর বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঐ তারিখ হইতে মালগাড়ী বোঝাই মাল লইলে ক্রেতাকে গাড়ীভাড়া দিতে হইবে না।

———

বহরমপুর সংবাদ

গত ১৬ই নভেম্বর—বহরমপুর সহরে ১১ই ও ১২ই নভেম্বর দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বর্গত মহারাজার স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়। মুর্শিদাবাদের সরকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্মৃতিতর্পণ সভায় পৌরহিত্য করেন। উৎসবক্ষেত্রে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায়, রায় সাহেব নগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, পণ্ডিত রামরূপ অধিকারী বক্তৃতা করেন।

———

দুঃস্থ হাসপাতাল

গত আগষ্ট মাসে মোট ৬২০টি দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতাল বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থদের চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত ছিল। এই সমস্ত হাসপাতালে মোট ১৯৮৪০টি শয্যা ছিল। হাসপাতালগুলির মধ্যে ৫৪টিতে ১০০ জন, ১০৪টিতে ৫০ জন ৪৬২টিতে [illegible] জন রোগীর শয্যা ছিল। মোট ৯০৮ জন ডাক্তার, ৩,৪২৬ জন নার্স ও ৫৬৮ জন কম্পাউণ্ডার কেরাণী হাসপাতালগুলিতে নিযুক্ত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতা অঞ্চলে অবস্থিত দুর্ভিক্ষ সাহায্য জরুরী হাসপাতালসমূহে ৬০০ জন রোগীর শয্যা ছিল। মোট ১৫ জন ডাক্তার ও ৯৩ জন নার্স রোগীদের চিকিৎসা করিয়াছিল।

———

মুর্শিদাবাদে পশু-চিকিৎসালয়

মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রহমতুল্লা জানাইয়াছেন যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথায় একটি উন্নত ধরণের পশুচিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই হাসপাতালের জন্য নূতন গৃহের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত রাজা কমলারঞ্জন রায়ের "রওশন কুঠি" উহা সাময়িকভাবে অবস্থিত হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি এই হাসপাতালের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

——

পিতল ও তামার বাসনের দাম ১৯শে নভেম্বর হইতে কমিবে

যুদ্ধের সময়ে চড়া দামে হাতে তৈরী পিতল ও তামার বিস্তর বাসনপত্র কিনিয়া রাখায় এবং অনেক বাসনপত্র এখনও দোকানে মজুদ থাকায় বাসন-ব্যবসায়ীরা পিতল ও তামার বাসনপত্রের বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন আদেশটি আরও কিছুদিন পরে চালু করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট সেই অনুসারে গত ১৯শে নভেম্বর হইতে ঐ আদেশ চালু করিতেছেন বলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২৪ কেশব, গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ২৭শে অগ্রহায়ণ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৩ই ডিসেম্বর ইং '৪৫, বৃহস্পতিবার } ১৮৩-১৮৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ কেশব ভুতাদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

দৈন্য

——::(::●::)::——

সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভগবানের কর্তৃত্বপালনা করাই স্বভাব বা ধর্ম্ম। স্বতন্ত্রতা-পরিচালনাই তাঁহার সত্তা। আর তদধীন জীবের ভগবৎ-পরতন্ত্রতাই—দৈন্যই সহজধর্ম্ম। দীনতা, পাতিত্যোপলব্ধি, সুনীচতা ও অমানি-মানদত্বই অণুচিৎ জীবের ভূষণস্বরূপ। দৈন্য প্রত্যেক জীবেরই সহজধর্ম্ম। জীব যখন নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার দীনতা স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়। দৈন্য স্বভাবসিদ্ধ; কৃত্রিমতা করিয়া দীন হওয়া যায় না। কৃত্রিমতা করিয়া দীন হইতে গেলে কপটী হইতে হয়। কপটী অত্যন্ত অধম। যাঁহারা বাস্তবিক হরিভজন করিতেছেন বা হরিভজনের পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের যে দৈন্য দেখা যায়, তাহা ধার করা নহে। প্রত্যেকে জীবস্বরূপেই দৈন্য অনুস্যূত আছে। জীব কাঙ্গাল, কৃষ্ণ-ভক্তি তাহার নাই; তাই সে স্বভাবতঃই দীন।

"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমহীন, জগমাঝে সেই দীন।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ হতভাগ্য জীবের এই দৈন্যোপলব্ধি বা পাতিত্যোপলব্ধি নাই। "আমার হরিভজন হইল না'—এই দৈন্যভাব না থাকিলে মনকে সম্যগ্‌ভাবে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করা সম্ভবপর নহে। ভোগপ্রবৃত্তিই আমাদের চিত্তে দৈন্যের অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।'

ভগবান্ তচ্চরণে সর্ব্বতোভাবে আশ্রিত দীন কাঙ্গালকেই কৃপা করিয়া থাকেন। হরিভজনের জন্য স্বাভাবিক ব্যাকুলতা যেখানে, সেখানে দম্ভ নাই; অহঙ্কারের লেশমাত্র তথায় থাকিতে পারে না। নিজ মঙ্গলের প্রতি অন্যমনস্ক থাকায় দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার, প্রতিষ্ঠাশা, হিংসা মাৎসর্য্য প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিসমূহ হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। অকৃত্রিম সেবাকামীর হৃদয়ে দম্ভ নাই। আমি স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিতে পারি না বলিয়া উপলব্ধিই সহজ। 'আমি পারি না'—এই অনুভূতির মধ্যেও যেখানে পারায়, করায়, তাহাই ভক্তি। ইহা দীনতার লক্ষণ। জড়ের কোনপ্রকার অভিমান না থাকার নামই দৈন্য। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি নির্ভরতাই দীনতার লক্ষণ। অপ্রাকৃত বস্তুতে সহজ-বিশ্বাস, সহজ-প্রীতিই দীনের ভূষণ। ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করাই দৈন্য। জাগতিক যোগ্যতার অভাবগ্রস্তই দীন নহে; শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের ভৃত্যানুভৃত্য-উপলব্ধি যাঁহার আছে, একমাত্র হরিভজন ব্যতীত—শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখবিধানস্পৃহা ব্যতীত অন্যস্পৃহা যাঁহার নাই, তিনিই দীন; তিনিই কৃপার পাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, ভৃত্যত্ব, কিঙ্করানুকিঙ্করত্ব-উপলব্ধিই শিষ্যত্ব। লঘুর আশ্রয় গুরু। নিজের লঘুত্ব এবং গুরুর গুরুত্ব যাঁহার নিকট প্রকাশিত, তিনিই শিষ্য—দাস।

জাগতিক ভোগোপকরণগুলি হরিভক্তির পথে অনেক সময় বাধা হইয়া দাঁড়ায় সেইজন্য সেইগুলি যাহাদের নাই বা কম আছে, তাহাদের ভক্তিপথে চলিবার সুযোগ বেশী আছে। শাস্ত্র বলেন, —

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"

যাহাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য, [illegible] অভিমান বেশী, তাহারা কোনদিন ভগবানের ভজন করিতে পারে না [illegible] থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম হয় না [illegible] কালে সেবাকামনা জীবহৃদয়ে [illegible] না। জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমান থাকিলে জীবের হৃদয়ে দৈন্য আসে না। জড়াহঙ্কারে মত্ত থাকিলে সেবাকামনা হৃদয়ে আসে না, ভোগের চিন্তাই প্রবল থাকে। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ না হইলে শ্রীনামের সেবায় অধিকার হয় না। সেবোন্মুখ না হইয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকিলে নিজের ক্ষুদ্রত্ব-উপলব্ধির সুযোগ হয় না। নিজেকেই সকলের অপেক্ষা হীন বলিয়া জানা উচিত। তবে, ইহা অন্তরের জিনিষ, বাহিরে প্রকাশের বিষয় নহে। বাহিরে দৈন্য দেখাইলে দীন হওয়া যায় না—দৈন্য প্রাণের জিনিষ দৈন্য প্রাণেই অনুভূত হয়। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস বা শরণাগতিই দৈন্যের মূল।

শ্রীভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বতোমুখী কামনাই দৈন্য। ভগবানের সেবার জন্য বহিদৃষ্টিতে দাম্ভিকতাপূর্ণ কার্য্যসকল কৃত হইলে তাহাও ভগবৎসেবকের দৈন্য আর সেবাসম্বন্ধবিহীন হইয়া স্বকৃত সৎকার্য্য-সকলও অহঙ্কারেরই পরিচয় প্রদান করে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য শ্রীহনুমানজী সোণার লঙ্কা পোড়াইয়া—রাবণের বংশ ধ্বংস করিয়াও পরমভক্ত—সর্ব্বাপেক্ষা তৃণাদপি সুনীচ ও দৈন্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। দীন জড় নহে। ভগবৎসেবার জন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অফুরন্ত সেবা-পিপাসা। তিনি নিজের জন্য সমস্ত অন্যায়, অনাচার, অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা অক্লেশে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান ও ভক্তের প্রতি বিন্দুমাত্রও অন্যায় ব্যবহারাদি সহ্য করিতে পারেন না। ভগবৎসম্বন্ধই তাঁহার কারণ ভগবানের সহিত যাঁহার যে পরিমাণে সম্বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার দীনতাও সেই পরিমাণে লাভ হইয়াছে। ভগবানের কৃপা হইলে জীব নিজের স্বরূপ দর্শন করিতে পারে এবং তৎক্ষণেই স্বাভাবিক দৈন্যের উদয় হয়। যতই আত্মদোষ দৃষ্ট হইবে, ততই দীনতা বাড়িবে, ততই নিজেকে কাঙ্গাল বলিয়া উপলব্ধি হইবে। নিজচেষ্টা-দ্বারা কখনও দীন হওয়া যায় না—ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায় না। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে চিত্ত যত নির্ম্মল হইতে থাকে, ততই নিজের দীনতা, ক্ষুদ্রতা ও কৃষ্ণপ্রেম-হীনতারূপ দৈন্য দরিদ্রতার কথা হৃদয়কে অধিকার করিতে থাকে।

দৈন্যই অকিঞ্চনতা। অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ নিজের দীনতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোগাদর্শন যাঁহার সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চন সর্ব্বস্বসমর্পণের জন্য তীব্র আর্ত্তিবিশিষ্ট। অকিঞ্চনই দীন। দীন, অকিঞ্চন জাগতিক অভিমান হইতে মুক্ত। সেবোর অনুসন্ধানে তিনি সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল। এইজন্য তাঁহার অভাববোধ—তাঁহার দৈন্যোপলব্ধি অত্যন্ত প্রবল। অভাববোধ হইতেই দীনতা বাড়ে। প্রয়োজনপ্রাপ্তিতে যতটা তীব্রচেষ্টা হইবে, ততটাই দৈন্য হৃদয়কে অধিকার করিবে। যাহা না হইলে চলে না, অথচ সেই বস্তু

'যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদ

পাওয়া যাইতেছে না ; কেন পাওয়া যাইতেছে না, কি করিয়া তাহা পাওয়া যায়, তজ্জন্য যে ব্যগ্র-ব্যাকুলতা বা হৃদয়ে তীব্র বেদনাবোধ, তাহাই দৈন্য। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই জীবের স্বরূপের রূপলোভা। অকিঞ্চনতা বা দীনতাই স্বরূপের রূপ। দীনতা আত্মার নিত্যসিদ্ধরূপ জীবের সেবাময় স্বরূপের রূপ। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা বা দীনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীনামসেবাসৌন্দর্য্য অনুশীলনীয় বস্তু হয়। দীনতা, অকিঞ্চনতা বা শরণাগতি না থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাবৈভব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাঁহার অসমোর্দ্ধ সেবামহিমা আমাদের অনুভূতির বিষয় হয় না—আমরা তাঁহার সেবায় লালসাবিশিষ্ট হইতে পারি না, তজ্জন্য সেবাসৌভাগ্যও লাভ করিতে পারি না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, সেইরূপই দীনতা বা অকিঞ্চনতা।

দীনের প্রতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাদৃষ্টি স্বাভাবিক। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দাসানুদাসাভিমানই এই দীনতা। নিজেকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অযোগ্য, নিত্যকিঙ্কর বলিয়া দৃঢ়-উপলব্ধিই দীনের দীনতা। এই দীনতা যাঁহার আছে, তাঁহার কৃপাপ্রাপ্তিতে কোনও সন্দেহ নাই। দীনতার সহিত রূপের ভূষণস্বরূপ তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব আছে। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের বিরহ সর্ব্বদা তীব্র-ভাবে অনুভবের বিষয় হইলেই হৃদয়ে দৈন্য আসিবে। হৃদয়ে দৈন্য আসিলে এজগতের কোন বস্তু লুব্ধ বা আকৃষ্ট করিতে পারিবে না।

দৈন্যই সাধকজীবনের ভূষণস্বরূপ। হৃদয়ে অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি থাকিলে অনর্থসমূহ অচিরেই দূর হইয়া যায়। অনর্থ যতই প্রবল হউক, উহা গর্হণমুখে নিষ্কপট দৈন্যসহকারে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। দৈন্য থাকিলেই অনর্থের প্রতি গর্হণ-প্রবৃত্তি থাকিবে। অনর্থ কতদূর নিবৃত্ত হইল, তাহা দেখিয়াই প্রকৃত দৈন্যের স্বরূপনির্ণয় করা যায়। ভক্তি-প্রতিকূল সঙ্গ বা প্রবৃত্তিপরিহারের চেষ্টা প্রকৃত দৈন্যের স্বরূপ। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত দৈন্যের উদয় হইয়াছে, তিনি বলেন,—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

'হে যদুপতে! আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; আমারও লজ্জা ও উপশান্তি হইল না! হে যদুপতে আমি এখন বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি, আমাকে আপনার দাস্যে নিযুক্ত করুন।"

প্রকৃত দীনভাব অন্তরে জাগরিত না হওয়া পর্য্যন্ত যতকিছু চেষ্টা, সমস্তই ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত হইবে; তদ্দ্বারা বাস্তব-মঙ্গলের পথে উপনীত হওয়া যাইবে না। দৈন্যই শরণাগতির সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ। যাহার দৈন্য নাই, সে শরণাগত নহে; সে দাম্ভিক। দম্ভ দৈন্যের বিপরীত বৃত্তি। অপরাধ প্রবল থাকিলে হৃদয়ে দৈন্যময়ী প্রবৃত্তি উদিত হয় না। দৈন্য ভক্তির সহচরী।

দৈন্য চেতনের সহজবৃত্তি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাবলে কোন সৌভাগ্যবান্ জীব যখন গুরুপাদপদ্মে অকপট শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন, তখন স্বীয় অনাদি-বিমুখতা ও মায়াভিনিবেশবশতঃ ভোগাসক্তির জন্য তাঁহার হৃদয়ে তীব্র অনুশোচনা জন্মিয়া থাকে। তিনি তখন অনুতাপ করিতে করিতে বলেন,—

"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ
পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে মায় পামরে
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥"

—হে প্রভো! আপনার ন্যায় পরম কারুণিক আর কেহ নাই এবং আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই—ইহা বিবেচনা করিয়া পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহাই আচরণ করুন।

"ক্ষৌণীপতিত্বমথবৈকমকিঞ্চনত্ব
নিত্যং দদাসি বহুমানমথাপমানম্।
বৈকুণ্ঠবাসমথবা নরকে নিবাসং
হে বাসুদেব মম নাস্তি গতিস্ত্বদন্যা॥"

—আমাকে পৃথিবীর অধিপতিত্বই প্রদান করুন অথবা অকিঞ্চনত্বই দান করুন, আমাকে নিত্যকাল আদর করুন বা কটূক্তি বর্ষণ করিয়া অনাদরই করুন, আমাকে বৈকুণ্ঠবাস প্রদানই করুন বা নরকেই স্থান প্রদান করুন, হে বাসুদেব! আপনি ভিন্ন আমার অন্য কোন গতি নাই গতি নাই গতি নাই।

হৃদয়ে দীনতা না থাকিলে অমানি-মানদভাব আসে না। দৈন্য না থাকিলে শরণাগতিও থাকে না। দৈন্যযুক্ত চিত্তেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। দৈন্য—চিত্তের আর্দ্রভাব। আর্দ্রভাব—কাতরভাবই ভগ-বানের আসন টলাইয়া দেয়। দীনজনকেই ভগবান্ কৃপা করিয়া থাকেন। স্ব-দৈন্য-জ্ঞাপনমুখে কৃপাভিখারী জনের জন্যই ভগবৎ-কৃপা মূর্ত্তি ধরিয়া নামিয়া আসেন। দৈন্য-লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই সাধুগণ কৃপা করিয়া থাকেন। দীন অকিঞ্চন হইলে, চিত্তে কৃপার জন্য ব্যাকুলতা জাগিলেই ঐরূপ সেবকের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা হয়। দীন-অকিঞ্চন হইলে—অমানি-মানদ হইলে ঐরূপ সেবা-ভিখারীর হৃদয়ে শ্রীনামপ্রভুর আবির্ভাব হইবে।

হ্লাদিনীশক্তির কৃপাকটাক্ষে হৃদয়ে এই—প্রকার স্বভাবসিদ্ধ দৈন্যের আবির্ভাব হয়। 'সেবা করিয়াও করিতে পারিলাম না, কৃপা পাইয়াও কৃপা পাইলাম না',—এরূপ স্বাভাবিক দৈন্য ভক্তের সহজসম্পত্তি। হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ-বিগ্রহ যাঁহাদের আনখ কেশাগ্র কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়, সেই শ্রীশ্রীল রূপ সনাতন গোস্বামিপ্রভুদ্বয় শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মপ্রাপ্তির আশায় স্বদৈন্যজ্ঞাপনমুখে বলিয়াছেন,—

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চকশ্চন
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥
জগাই-মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কু বিষয়-[illegible] দিয়াছি ফেলিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে [illegible] নাহি ত্রিভুবনে।
পতিত [illegible] তোমা বিনে।
আমা উ[illegible] নিজবল
[illegible] সফল॥
[illegible] দয়ালয়।
[illegible] না হয়॥
[illegible] সফল।
আ[illegible] দয়াবল
[illegible] অবতার।
আমা[illegible] নাহি আর॥'
(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

জগদ্গুরু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—

"জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তা'র পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে
এক নিত্যানন্দ-বিনু জগৎ-ভিতরে॥
(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ)

শ্রীশ্রীগুরুবর্গ শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ কৃপা-প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাদের এইপ্রকার স্বাভাবিক দৈন্য। কিন্তু মাদৃশ বিমুখজনের হৃদয়ে যদি এই দৈন্যের লেশাভাসও না জাগিল, তাহা হইলে কৃপা পাইবার আশা কোথায়? দাম্ভিকের প্রতি ত' তাঁহাদের কৃপা হয় না। যদি এ জগতের সুখ-সুবিধাই কাম্য হইল—যদি দেহ-মনের আরাম-আয়স-টুকু পাইয়াই যথেষ্ট হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকি, তাহা হইলে কি কৃষ্ণের কৃপা কোন দিন হইবে? যদি কোন দিন এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়—যদি কখনও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বহির্ম্মুখ, দীন কাঙ্গাল, পতিত জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে আর্দ্রচিত্তে কাতরভাবে বলিতে পারি—"গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান। মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া করহে করুণা দান। গোপীনাথ! আমার উপায় নাই। তুমি কৃপা করি, আমারে লইলে, সংসারে উদ্ধার পাই॥" সেই দিন হইতেই তাঁহাদের শুভদৃষ্টি পতিত হইবে, সেই দিন হইতেই ভজনের পথে গতি আরম্ভ হইবে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

——:: ::❀::):: ——

কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মার পদবীকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। জীব কর্ম্মফলে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি লাভ করেন। এগুলি জাগতিক বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে লোভনীয় হইলেও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবের দণ্ডস্বরূপ। পতিত জীব প্রথমে ব্রহ্মা হইয়াছে। মায়ার ভোক্তা বা কর্ত্তা হইতে গিয়া অনেক জীব ব্রহ্মার পুত্রও হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়া-ছেন,—"ভগবদ্বিমুখ জীবগণ প্রথমে ব্রহ্মা হয়, তৎপরে মানুষ হয়। জীব স্বরূপতঃ স্ত্রী বা পুরুষ নহেন। জীব যথার্থ সদ্গুরুর আনুগত্যে ভজনরাজ্যে চরমোন্নতি লাভ করিতে পারেন। হরিসেবাফল প্রকৃত অভিমানরহিত হইলে জীবের গোলোকপ্রাপ্তি হয়।"

স্মরণেরও বিশেষ প্রয়োজন। ইহাই [illegible] হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে হরি-স্মরণ হয়। যেখানে স্মরণ, সেখানে শ্রবণ-কীর্ত্তন আছে। কায়মনোবাক্যে হরিকীর্ত্তন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ নামময়, রূপময়, গুণময়, পরিকরময় ও লীলাময়। তাঁহার সেবার শেষ নাই। ভক্তি ও ভোগ একবস্তু নহে। যখনই জীব ভোগের দিকে ধাবিত, তখনই শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ শোকেও ভগবানের করুণা দেখিতে পান। অনিত্য বিষয়ে আসক্তির পরিণতি ভগবান্ দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দেন।

অনেকেই প্রশ্ন করেন, হরিকথা শুনিতে বসিয়া আমাদের নিদ্রা আসে কেন? তাহা কিরূপে যাইবে? শ্রীহরিকথায় অশ্রদ্ধা বা অরুচি হইতেই নিদ্রালুতা আসে। লয় ও বিক্ষেপ হরিভজনের বাধা। নিদ্রাই লয়। ইহা অপরাধের ফল। যাহাদের অপরাধ আছে, তাহাদেরই হরিকথা শুনিবার সময় ঘুম পায়। যতক্ষণ হরিকথায় মনোযোগ থাকে, ততক্ষণ কেহই ঘুমায় না। যতক্ষণ হরিকথাশ্রবণ-কীর্ত্তন একমাত্র প্রয়োজন

দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

বলিয়া স্থির না হইতেছে, ততক্ষণ অনবধান, লয় হইবেই। নামপরায়ণ ঐকান্তিক সাধুর বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণ করিলে অনবধান বা চিত্তবিক্ষেপ দূর হইবে। মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতে করিতেই মনে থাকিবে। আমাদের প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, হরিকথাকে একমাত্র স্বার্থ বলিয়া যেখানে জানা হয় নাই, হরিকথাই আমার মঙ্গলের একমাত্র পথ, ইহাই আমাকে নিত্যকাল শ্রবণ করিতে হইবে, এই হরিকথা-শ্রবণ ভিন্ন আমাদের আর মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই—এই প্রকার সুদৃঢ় নিশ্চয়তা যেখানে হয়, নাই সেইখানেই শ্রবণের বিষয় বিস্মরণ হয়। হরিকথায় আমাদের আপন-বুদ্ধি নাই, সেইজন্য হরিকথা শুনিলেও মনে থাকে না। হরিকথা শ্রবণ করিলে আমার নিত্য স্বার্থ লাভ হইবে, হরিকথাই আমার জীবন—এই জ্ঞান যখন হইবে, তখনই হরিকথার প্রতি রুচি, টান ও আসক্তি হইবে। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে শ্রবণীয় বিষয় অবশ্যই মনে থাকিবে। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—এক রাজার কিছুতেই নিদ্রা হইত না। অনেক অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক অনেক প্রকার ঔষধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। অবশেষে তিনি একজন সাধুর নিকট প্রতীকার চাহিলেন। সাধু বলিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেই সকল-প্রকার অনর্থ যাইবে, তখন কোনপ্রকার ব্যাধি থাকিবে না। রাজা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু হইলেন। ভাগবত শুনিতে বসিয়া তাঁহার রাজ্যের দুশ্চিন্তা দূরীভূত হইল, কিন্তু ভাগবতের বিষয় কিছুই অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট না হওয়ায় পাঠের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পরদিন সাধুর খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার শ্রবণে বাস্তব মঙ্গল কিছুই হইবে না। কর্ণ বন্ধ করিয়া শ্রবণ হয় না। শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণে অনর্থাপগমের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়, তখন আর ভাগবত শুনিতে বসিয়া নিদ্রা আসে না! ভগবানের লীলা-কথা শ্রবণদ্বারা তাঁহার সেবাই হয়।

কেহ কেহ পরিপ্রশ্ন করেন,—শ্রীরাম ও শ্রীপরশুরাম উভয়ে যদি অবতার হয়, তাহা হইলে একই সময় তাঁহাদের প্রপঞ্চাবস্থান কি-প্রকারে সম্ভব? শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের শক্তি হরণ করিয়াছিল। এখানে এক অবতার অপর অবতারের শক্তিহরণই বা করিলেন কেন? তদুত্তর এই যে, এক দীপ থাকিলে কি অপর দীপ থাকিতে পারে না? আবার দুইটী দীপের একটী অপ্রকাশিত হইলেও অপরটী থাকিতে পারে। পরশুরাম শক্ত্যাবেশাবতার—জীবতত্ত্ব। দুর্দ্দম-ক্ষাত্রকুলের ধ্বংসসাধনের জন্য তাঁহাতে বিষ্ণুর শক্তির আবেশ ছিল। তিনি যখন দুষ্কৃত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকার্য্য শেষ করিয়া ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত ব্যক্তিবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামে প্রদত্ত শক্তি হরণ করিয়া লইলেন।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::❁::)::——

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণের পর শ্রীহরির প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়, 'শ্রদ্ধা' ও 'শরণাপত্তি' প্রায় একই তত্ত্ব। জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রয়োজনসিদ্ধির উত্তম উপায় নহে, ভক্তি একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়—এইপ্রকার শাস্ত্র বিশ্বাসের সহিত অনন্য-ভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম—শ্রদ্ধা। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গম। কিন্তু কর্ম্মার্থি-সমর্থিতদ্দ্বারবদনন্যতাযাং ভক্ত্যাবধিকারি-বিশেষণমেব। 'শ্রদ্ধা' হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাস শাস্ত্রঞ্চ তদশরণতাং নিন্দচ্চরণতাং ব্যবদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াং তচ্চরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি।" অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয় কিন্তু অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার নিবারক বিশেষণ মাত্র। শাস্ত্রার্থ বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলে জীবের ভয় তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র তাহা শরণাপত্তি লক্ষণে লক্ষিত।

শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই। অতএব আমি সেই অভয়পদে শরণাপন্ন হইলাম—এই দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক কি আর বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারেই বুঝিবেন না। শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোন প্রকার ক্রিয়া হয় না। আদরের সহিত অনুশীলনই উৎসাহ। যদি ভজন প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং সেই উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও শ্রীনাম ভজনের উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভজন ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠিতাবস্থা পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা অবস্থা লাভ করে।

'শ্রীকৃষ্ণ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন' ইহা শরণাগতের বিচার। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" হে কৌন্তেয়! তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হইবে না। কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ আপন ধর্ম্মবলে আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু আমার ভক্ত পদস্খলিত হইলেও আমি তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। শরণাগত ভক্ত এই কথায় দৃঢ়বিশ্বাস করেন, শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র পালয়িতা শরণাগতের এইরূপ বুদ্ধি আছে। অন্য ব্যক্তি আমাকে পালন করেন বা আমি অর্জ্জন করিয়া আপনাকে পালন করি, এইরূপ বুদ্ধি অতিশয় নিকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল না হইলে আমাকে পালন করিবেন না এবং আমিও স্বয়ং অর্জ্জন করিতে পারিব না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আমার আর কেহ পালনকর্ত্তা নাই। আমি কেহই নহি; আমি যতকিছু 'আমার' বলিয়া বলি, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের; আমি শ্রীকৃষ্ণের সংসারের দাস মাত্র; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই প্রবল; আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নিরর্থক; শ্রীকৃষ্ণের অনুগত থাকাই আমার স্বভাব—এই বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ।

দৃঢ়তাই সাধনের মূল। 'আজকাল মত এই পথকে সঙ্গী স্বীকার করা হইল, সাধন হইবে'—এইরূপ হৃদয় দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যদি বিষয়ী অজ্ঞানবাধক বোধ হইবে শ্রীগুরুকৃপায় সাধুকৃপা অবলম্বন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অন্যথা হইলে সাধনকার্য্যে এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যদি বা কখনও দর্শন না দেন। জন্মে জন্মে কৃপা করিবেন, আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণাশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না। শ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই, শতজন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁহাকে চাই; কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নাই গতি নাই,—এইরূপ আকুলতা ও দৃঢ়তা থাকা দরকার। তাঁহাকে পাওয়াই আমাদের সম্পদ, আমাদের স্বভাব; আর আমাদের অন্য কোন রাস্তা নাই। তিনি আমাকে দৈহিক ও মানসিক যতই কষ্ট দিন অথবা নাই দিন, তথাপি তিনি ছাড়া আর আমার গতি নাই—এইরূপ বিশ্বাসকে দৃঢ়তা বলে। আমার যোগ্যতা কিছুই নাই, তথাপি তিনি আত্মসাৎ করুন—এই প্রার্থনা অকপটে অনুক্ষণ না হইলে হইবে না।

এ জগতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না, এখানে বিরহই ভজন। যেখানে দর্শনের অভাব, সেইস্থানে বিরহ। এখানে কৃষ্ণসাক্ষাৎকার একমাত্র শ্রীনামে। এখানে শ্রীভগবানের একপাদ প্রকাশ। ভগবানের 'শ্রী'র বা রূপের অন্য কোন প্রকাশ এখানে নাই, একমাত্র শ্রীনামেই পূর্ণ প্রকট। এখানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রকট করানই বিরহ। শ্রীনাম-রূপেই শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রকটিত হন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার উপায় জানাইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে শ্রীকৃষ্ণনাম দান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় ভজনীয়-বস্তুকে 'কখন পাইব'—এই বিচার যেখানে পাওয়া যায় পাওয়া গিয়াছে যেখানে, সেখানেই মায়া। 'অপরিকলিত পূর্ব্ব'—শ্রীকৃষ্ণ অপার রসসিন্ধু, সেখানে পার পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া মানেই মায়া। তিনি নিজেই পার পান না—তৃপ্ত হন না। তাঁহার উপাদানও অপার সেখানে অণুচৈতন্য জীবের পার পাওয়া বা তৃপ্ত হওয়া মানে মায়া মাত্র। আমি তোমার জিনিষ, হায়! কি দুর্দ্দৈব তোমাকে পাই না। সেবাপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য এই কথা যখন হৃদয়ে জাগরূক হয়, তখন দর্শনীয় বস্তুকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহা জানাইতে চায়। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ-দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে হইবে। এখানে অনুসন্ধানই সাক্ষাৎকার, যেখানে মিলন নাই, সেখানে অনুরাগী জীবের আহ্বান।

শ্রীনামসংকীর্ত্তন যজ্ঞ দ্বারাই সর্ব্বসুমঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীনামসংকীর্ত্তনে নববিধা ভক্তি সমস্তই আছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনামসংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই একমাত্র অভিধেয়। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সাধনশিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন বাদ দিয়া মথুরাবাস, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না; কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি তাহা হইলে তাহা দ্বারা মথুরাসেবার ফল, সাধুসঙ্গের ফল শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত শ্রবণের ফল—সকলই লাভ হয়। শ্রীনাম-ভজনেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একান্ত শ্রীনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বস ভজন শ্রীধাম বাসে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীনামসংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরমপ্রয়োজন লাভের অধিকারী হন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন চিন্তনকালে জীব মুক্ত হন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজেকে শ্রীনামের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেদিন তাঁহার মুখে শ্রীহরিনাম নৃত্য করিতে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—সংকীর্ত্তন। আর সব সাধন যদি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তাহাদিগকে সাধন বলা যাইবে, নতুবা ঐ সকলকে সাধনের বাহানা মাত্র জানিতে হইবে। যাঁহারা শ্রৌতপন্থার আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত কীর্ত্তন করিলে তবেই হরিকীর্ত্তন হইবে।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠার কভু নাহি পাই। কেবল ভক্তির দাস চৈতন্য গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার পার্থিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই তাহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখ ... অকাপণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে অভিভূত না হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের অনুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—::(:※:)::—

কলিকাতায় নিগ্রোর অত্যাচার

গত শুক্রবার রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় গোপেশ্বর ভট্টাচার্য্য (২৪) নামক জনৈক টেলিগ্রাফ মেসেঞ্জারকে মস্তকে ও হস্তে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় এম্বুলেন্সযোগে মেডিক্যাল কলেজ ...লে স্থানান্তরিত করা হয়

গোপেশ্বর প্রকাশ করে যে, ... কার্য্য সারিয়া ... ডালহৌসী স্কোয়ার গৃহে ফিরিতেছিল। এই সময় পথে ...জন নিগ্রোর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। নিগ্রোরা তাহার নিকট অর্থ যাহা আছে তাহা তাহাদিগকে প্রদান করিতে বলে। ভয় পাইয়া সে তাহার মণিব্যাগটি জনৈক নিগ্রোর হস্তে অর্পণ করে। উহাতে নাকি ১॥০ টাকা ছিল। উহা প্রদান করার পরে একটি নিগ্রোর তাহার মস্তকে ও হস্তে রিভলবারের বাঁট দিয়া আঘাত করে, ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত ... এবং হাতখানি জখম হয়। গোপেশ্বর ... ৬৮ডি বিডন ষ্ট্রীট।

পল্লী-শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদান

বাঙলা গভর্ণমেন্টের ... পুনর্গঠন বিভাগ একটি পরি... পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন ... ব্যবস্থার ফলে পল্লী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণকে নিয়োজিত করিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী এই প্রদেশের সর্ব্বত্র বিভিন্ন গ্রুপে ...০০টি কার্য্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। সাধারণতঃ একটি প্রধান কেন্দ্র এবং ...টি শাখা কেন্দ্র লইয়া একটি গ্রুপ গঠিত হইবে। প্রত্যেক গ্রুপ একজন গ্রুপ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পরিচালনাধীনে থাকিবে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও শিক্ষাপ্রাপ্ত উপদেষ্টাসমূহ থাকিবেন। প্রারম্ভে ফরিদপুর, মাদারিপুর, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, ডায়মণ্ডহারবার এবং কাঁথি অঞ্চলে কাজ সুরু করা হইবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রবল ভূমিকম্প

গত ২৮শে নভেম্বর—স্থানীয় সময় ৮-১১ মিনিটে 'রিভারভিউ' মানমন্দিরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের বিষয় জানা যায়। প্রকাশ—১৯০৯ সালের পর এমন প্রচণ্ড ভূমিকম্প আর হয় নাই। সিডনীর অন্তর্গত রিভারভিউ হইতে ৬ হাজার মাইল দূরে এই ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

বাঙলা সরকারের ১,৭২,৫৩৮৲ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে ইক্ষু চাষের উন্নতিবিধানার্থ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে মোটামুটি ১,৭২,৫৩৮৲ টাকা ব্যয় হইবে। ইহাকে বাঙলার ইক্ষু চাষের গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পঞ্চ-বার্ষিকী ব্যাপক পরিকল্পনার প্রথম দফা বলা হইয়াছে। এই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এক্ষণে ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল সুগারকেন কমিটির বিবেচনাধীন আছে এবং ইহার জন্য ৩৪,৬৪,৮৪০৲ টাকা ব্যয় হইবে। বাঙলা দেশের বর্ত্তমানে প্রায় ২০০,১০০ একর জমিতে আখের চাষ হয়। ভারতবর্ষে মোট যে পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হয়, বাঙলায় তাহার শতকরা ৮ ভাগ জমিতে আখের চাষ হয়। ইক্ষু চাষের ...মির পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইক্ষু উৎপাদনকারী প্রদেশসমূহের মধ্যে বাঙলা চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে বলা যাইতে পারে। বাঙলায় বর্ত্তমানে যে কারখানাগুলি আছে তাহাতে ১ ... টন সাদা চিনি ... পারে, কিন্তু উন্নত ধরণের আখ ... কোন সুযোগ সুবিধা না ... ৪৪-৪৫ সালের মাত্র ১০৫০০০ টন ... ৩-৪৪ সালের মাত্র ১৩,০০০ টন ... হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে ৫৫ ... টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ... অপেক্ষা অধিক চিনি উৎপন্ন হয় না। ... স্বাভাবিক অবস্থায় বাঙলায় প্রতি বৎসর মোটামুটি ২০০,০০০ টন সাদা চিনির প্রয়োজন হয়। পাঞ্জাব, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ অপেক্ষা বাঙলার অবস্থা ইক্ষু চাষের পক্ষে অনুকূল হইলেও অত্যধিক পরিমাণে সাদা চিনি এবং যথেষ্ট পরিমাণ গুড়ের জন্য বাঙলাকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সরকার কর্ত্তৃক বীজ বিতরণ

১৯৪৫ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত কৃষি বিভাগ হইতে বাঙলার কৃষকদিগের মধ্যে ১২৫,৭০১ মণ আমন ও ৫৬,৪০৮ মণ আউশ ধানের বীজ বিতরণ করা হইয়াছে।

উক্ত সময়ের মধ্যে ১৮,২৩৪ মণ খইল, ১৯,১০৮ মণ হাড়ের গুঁড়া এবং ৩,৮৪৪ টন এমোনিয়াম সালফেটও বিতরণ করা হইয়াছে।

তাহা ছাড়া বীজাগার হইতে ৪,২৭১ প্যাকেট বিলাতী শাক-সজীর বীজও বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কৃষকদিগের জমিতে মোট ৪৪৭,৬৪১ মণ কম্পোষ্ট সার দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীন...কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২০শ বর্ষ { ২৯ কেশব, গৌরাব্দ ৫০৪, ৩রা পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৯৭ : ১৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৯০ : মঙ্গলবার }১৮৮-১৯২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ কেশব শনিবার পত্রাঙ্ক গৌরাব্দ ৫০৪

শ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

—— :: ::*::::: ——

শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের কথা কৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই প্রত্যহ সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণ করা বিধেয়। কৃষ্ণভক্তের প্রেমরূপ সেবা ও পরিচর্য্যারূপ সেবাদ্বারা ভাগ্যবান্ মানব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তচ্চরণে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ পান। যাঁহারা এই ভগবৎ-কথাসুধা কর্ণপুটে পান না করেন, তাঁহারা ও দুর্ভাগা। শ্রীকৃষ্ণের নামাদি একবারমাত্র শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলেই মুক্তি হয় এবং নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রীতি—কৃষ্ণসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। 'একবার কৃষ্ণনাম' অর্থে নামাভাস। যাঁহারা সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদির শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন ও আঘ্রাণ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রীতি লাভ করিয়া সেই প্রেমরজ্জুদ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। প্রীতির বশ ভগবান্ তখন আর ভক্তের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত-বায়ু কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌরভ বহন করেন। ভক্ত কর্ণপুটে সেই সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া কৃষ্ণের জন্য উন্মত্ত হন। কেহ বা রূপমাধুরীদর্শন করিয়া, কেহ বা গুণমাধুরী শ্রবণ করিয়া তচ্চরণে আকৃষ্ট হন। অনুরাগ ও আত্মনিবেদনাদি হইতে প্রসঙ্গ হয়। যাহারা সর্ব্বচিত্তাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা শ্রবণ না করে, তাহারা পশুঘাতী ব্যাধ। শ্রীকৃষ্ণরূপ-গুণাদি ভক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া থাকে; এত তাঁহার মহিমা ও আকর্ষণী শক্তি! এমন অপরূপ মাধুর্য্যে যাহারা আকৃষ্ট হয় না, তাহারা পশু ব্যতীত আর কি? শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তিত হইলে আর প্রজল্প করিবার স্পৃহা থাকে না। ভক্তের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ কৃষ্ণকথা সতত আদর-পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুদেরও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া ভগবানে শুদ্ধরতির উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথাই হরিকথা। শ্রীহরিচরিতকথা ও ভক্তচরিত-কথাও হরিকথা। ভগবল্লীলা দ্বিবিধ সৃষ্ট্যাদি-রূপা ও লীলাবতার-বিনোদরূপা। শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদিলীলা অপেক্ষা ভক্তের সহিত, শ্রীভগবানের যে লীলা, তাহা অধিক চমৎকারময়ী ও শ্রেষ্ঠ।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ভোজনাদি সমাপন করিয়া সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় বিরাট্কায় অরিষ্ট নামক বৃষভাসুর ক্ষুরের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে ব্রজে উপস্থিত হইল। অরিষ্টাসুর বৃষের ন্যায় বিকট শব্দ করিতে করিতে পদদ্বারা পৃথিবীকে বিদারণ-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া শৃঙ্গদ্বারা মৃত্তিকা উৎক্ষিপ্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে পুরীষ ও মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। যে অসুর সত্বের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে গাভী ও নারীগণের গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত হয়, যেন-সমূহ পর্ব্বত মনে করিয়া যাহার ককুদের অগ্রভাগে প্রবিষ্ট হয়, তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট সেই অরিষ্টকে দর্শন করিয়া গোপগোপীগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন। পশুগণ ভীত হইয়া গোষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল। 'সকল বিপদে ভগবান্ই একমাত্র শরণ'—এই মনে করিয়া ব্রজবাসিগণ 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীত গোকুলবাসিগণকে 'কোন ভয় নাই' এই বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া সমাসুরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"রে মূঢ়! তোর ন্যায় দুষ্টদিগের শাস্তিবিধান করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান থাকিতে তুই পশুপাল ও পশুদিগকে ভয় দেখাইয়া কি করিতে পারিস্?" অনন্তর শ্রীহরি করশব্দে বৃষাসুরকে কুপিত করিয়া সখা সুবলের স্কন্ধে সর্পাকার বাহু স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া অরিষ্টাসুর ঊর্দ্ধে পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক ক্ষুরদ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয় গ্রহণ করিয়া হস্তী যেরূপ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীকে তাড়াইয়া যায়, সেইরূপ তাহাকে অষ্টাদশবিদ্ দূরে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। সেই বৃষাসুর শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়াও সত্বর উত্থিত হইল এবং ক্রোধমূর্চ্ছিত, বিস্মিত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবরে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের শৃঙ্গ হস্তদ্বারা ধারণপূর্ব্বক তাহাকে পদদ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন এবং সিক্তবস্ত্রের ন্যায় নিষ্পীড়ন করিতে করিতে তাহার শৃঙ্গদ্বয় উৎপাটিত করিয়া তাহাদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বৃষাসুর রক্তবমন এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পদসমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে ঘূর্ণিতনয়নে অতিকষ্টে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৃষাসুরকে বধ করিয়া গোপগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নানন্দদায়ক শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

অরিষ্টাসুর-বধের পর লীলাময় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ইচ্ছায় শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত হয়। শ্রীরাধাকুণ্ড দ্রব-রসময়ী সেবা-বিগ্রহ। শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনী একই বস্তু। যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করেন, তাঁহারা চরমমঙ্গল লাভ করিতে পারেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীশ্যামসুন্দর অভিন্ন। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী আদিবরাহ পুরাণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুর-বধের সময় মহাবীরদর্প-প্রকটনার্থ ক্রোধভরে পৃথিবীতে যে পদাঘাত করিয়াছিলেন, সেই আঘাতে অরিষ্টকুণ্ড নামে এক তীর্থ হইয়াছে।"

অরিষ্টগ্রামের নাম এবং তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকট-সম্বন্ধে এক আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাসময়ী কান্ত-লীলামাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানেই বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টা-সুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী রাধারাণী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটি দৈত্যবিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধহেতু শ্রীকৃষ্ণে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য শ্রবণে হাসিতে

হাসিতে বলিলেন যে, এখনই তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবামাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তৎসখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থকে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভ-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতিশীঘ্র সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু শ্রীমতী নিজ সখীগণসহ যে সরোবর খনন করিলেন, তাহাতে জল হইল না এবং কোনও তীর্থের আগমন হইল না। তখন তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জল গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা অভিমানভরণীনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপদোষহেতু পতিত-যুক্ত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলেও তাহা পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণসহ শ্রীমানসীগঙ্গার জল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধা সরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎসখীগণের এইরূপ বাক্যোক্তি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ সকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তীর্থসমূহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগকে নিজকুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশ প্রাপ্তমাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীর-ভেদপূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যাম-কুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীরভেদ চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই উভয় কুণ্ডের জল উভয় কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্য-জনিত অপ্রাকৃত বিচারে উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই লীলা-কথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। কর্ম্মজড়চিন্তা বা অপ্রাকৃত-সাহজিক-বিচারে ইহা বিপরীত বুঝা হইবে।

শ্রীরাধাকুণ্ডের সকল দিকে ললিতাদি অষ্টসখীর মধুর কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি নর্ম্ম-সখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত

"শ্রীরাধাকুণ্ড-সর্ব্বদিকে নিরূপম।
ললিতাদি অষ্টসখীকুঞ্জ মনোরম॥
সুবলাদি শ্যামকুণ্ড-সর্ব্বদিকে।
দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ-বিশেষে॥
অরিষ্টকুণ্ডাখ্যে শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥

শ্রী ভক্তিরস

— —::(::✿::)::— —

জড়রসমগ্ন জনগণ তাহাদের অনুরূপ রসে আকৃষ্ট হইয়া সংসারে বিচরণ করেন এবং উত্তরোত্তর রস সম্বর্দ্ধনে ব্যস্ত থাকেন। জড়রসরসিক জীব ইন্দ্রিয় তর্পণমুখে আনন্দ-লাভের জন্য ভোগিসূত্রে রসের আস্বাদক হন এবং তাহাই জীবের চরম তাৎপর্য্য বলিয়া জানেন। ভগবৎবিমুখ জীবগণ সেই তাৎকালিক আনন্দলাভের উদ্দেশে যে সকল আস্বাদ্যের সহিত সংযোগ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইতে বিযুক্ত না হইলে তাঁহাদের চিদ্রস বোধ হয় না।

জড়রস ভগবৎসেবাবিমুখ জীবের চিত্ত অপহরণ করে। চিদ্রসের সহিত উহার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও চিদ্রস শ্রীভগবানের বিমল আনন্দবিধান করে সুতরাং ভগবৎ-সেবাসুখকে জড়সুখের সহিত তুলনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের রসের পরিমাণ স্বল্প, আর তাঁহার তাহা পূর্ণ। অর্থাৎ, অস্বাদকসূত্রে আস্বাদ্যের পরিমাণ নিতান্ত অল্প এবং তাৎকালিক-স্থিতি-বিশিষ্ট; শ্রীভগবানেই পূর্ণ, শুদ্ধ ও সমগ্র রসের নিত্যাবস্থান। সকল চেতন-বৈচিত্র্যের সান্নিধ্যে তাঁহার রস উত্তরোত্তর নবনবায়মান হইয়া সমৃদ্ধ হয়, আর আস্বাদকও আস্বাদ্য-সূত্রে আস্বাদন বিচারে জীবের অণুবর্ণ অবস্থিত হওয়ায় জীবত্বের সহিত ব্রহ্মত্বের বা পূর্ণত্বের একটি বিস্তৃত পার্থক্য লক্ষ্য করি

আমাদের সকল রস এক সময়ে উপলব্ধি বিষয় হয় না, কিন্তু তাঁহার রসবৈচিত্র্যাস্বাদন সমকালে উদীপ্ত থাকিয়া বিচিত্রতার অভাব সৃষ্টি করে না। পূর্ণবস্তু ও পূর্ণরসের প্রাকট্যে যে পরিমাণগত অণুত্ব বা বৃহত্ব, তাহাও উপাদেয়-তাৎপর্য্যে সর্ব্বদা সেবা করিতে ব্যস্ত। কিন্তু উহাতে আমাদের হেয়ত্বের বা অভাবের ক্লেশসমূহ রসবিশেষ হইতে পৃথক্ অনুভূতি আনয়ন করে।

আমাদের রসাপ্তি ক্ষণভঙ্গুর-ধর্ম্মে অবরুদ্ধ। আমাদের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন—সমস্তই খণ্ডকালের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া শ্রীভগবানের নিত্যত্ব অর্থাৎ নিত্যসত্তাই স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। জ্ঞানের আবরণ-যোগ্যতাটি অল্পতার অনুভূতিযুক্ত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের রসবিশেষ-বিচিত্রতা অবরতা উৎপাদন করে না।

জড়রসবহির্মুখ মায়াবাদীর চিত্ত চিদ্রসকেও আবরণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। তিনি "রসো বৈ সঃ"—বিচারকে জড়রস মনে করিয়া রসরাহিত্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষত্বেই সমূহরস অবস্থিত জানিয়া অভাব বা জড়রস-রাহিত্যকেই প্রতিপাদন করেন।

আধ্যাত্মিকতাই চিদ্রসসাহিত্যের চিন্ময়-রসের বিষয়কে জড়রসের আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদনজাতীয় কণ্টকাকীর্ণময় বিচারে পতিত করে। ভক্তির বিরোধী ব্যক্তি ভক্তির স্বরূপদর্শনে নিষ্ফল মনোরথ হইয়া নিজকল্পনা প্রভাবে ভক্তিরসকেও জড়রস-জাতীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কামক্রোধাদি রিপুষট্কের অবরতা জড়ভোগীর ইন্দ্রিয়-তর্পণের সাহায্যদানমুখে বিপৎপাত আনয়ন করে বলিয়া সেই জড়ধর্ম্মের অবরতাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বৈকুণ্ঠের দিকে অভিযানে স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতাই অর্গলরূপে বাধা দেয়। তাঁহার বিচারে চিদ্রসবৈচিত্র্যও অজ্ঞান-তমোধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত।

আধ্যাত্মিক বদ্ধজীবের শুভাশুভ বিচার তাঁহার ইন্দ্রিয়জজ্ঞানোত্থ বলিয়া বৈকুণ্ঠে বিভিন্ন রসের স্থায়িভাব 'শান্ত' লক্ষ্য করিতে তিনি অসমর্থ। রসবিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী সুখদুঃখজনক জড়ভোগের নিরোধ করিয়া উহাতেই আবদ্ধ থাকিলেই ভাল হয়, কিন্তু তিনি চিদ্রসের সহিতও সর্ব্বদা বিরোধ করিতে অগ্রসর—ইহাই তাঁহার মায়াবাদের স্বাতন্ত্র্য।

ভোগিকুল ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া জড়সেবায় স্বীয় তৎপরতা প্রদর্শন করেন, ভক্তিতে কিন্তু জড়রসসাহিত্য দর্শন করিতে গেলে মায়াবাদীর সেই বৃত্তিটি 'অভক্তি' শব্দবাচ্য হইয়া পড়ে। অতঃপর বিচারকেই ভক্তিপর্য্যায়ে গণন করিবার জন্য ভজনীয়বাস্তব বিলাস বৈচিত্র্যকে বিকৃত করিয়া জ্ঞান করায় মায়াবাদীকে অবাস্তব বস্তুর ধারণায় প্রতিষ্ঠিত করায়। ভজনীয় শ্রীভগবৎ কলেবরকে মানসকল্পিত অধিষ্ঠান জ্ঞান কারণে মায়াবাদী স্বীয় [illegible]ভাবজনিত কল্পনার দ্বারা তাঁহাকে কদর্য্যাকার করিয়া থাকে।

রসবস্তু—আস্বাদ্য এবং ভক্তি—আস্বাদন-বৃত্তি। আস্বাদনবৃত্তির আস্বাদ্য ব্যতিরেকে অবস্থিতি অসম্ভব। তথাপি উক্ত ব্যাপারের অস্তিত্ব-বৈচিত্র্য অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। জড়রূপ আস্বাদন ও আস্বাদ্য পদার্থ আস্বাদকের সহিত সংযুক্ত না হইলে বিয়োগ-ধর্ম্মক্রমে মায়ারচিত জেলখানায় অবস্থিত হইয়া পড়ে।

চিৎপদার্থসমূহের এক ক্ষেত্রে এ জড়ে জড়ে যেরূপ বৃত্তিগত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি নিত্যপর্য্যায়ভুক্ত পরিবর্ত্তনযুক্ত ও আনন্দবর্দ্ধনপূর্ণ; আর অপরটি তৎ-কালিক ধর্ম্মে অবস্থিত হেতু অনস্থায়িত্ব হইয়া পরবর্ত্তিকালে বা অবস্থান অতুলিত, ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত এবং পরে প্রকাশ-বর্জ্জিত ধর্ম্মে বিলুপ্ত হয়।

আস্বাদকজাতীয় নিত্যত্ব; অবিমিশ্র জাড্য ও জ্ঞানের মুষ্টি অনুসন্ধান পূর্ণ-নিপুণতা থাকা আবশ্যক। বদ্ধজীবের সাত্ত্বিক[illegible] ব্যক্তিত্বে গুণত্রয়ের অবস্থান জন্য যে রসাধিকার তাহাকে প্রমত্ত করায়, সেরূপ রসাধিকার ভজনীয় বস্তুর ভজনকারীর ভজন থাকিবার সম্ভব না নাই।

এই জন্য সঙ্গক্রম শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার শৈশব পিতৃপরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষী হিরণ্য-কশিপুকে বলিয়াছিলেন যে আগে শরণাগত হইয়া অর্থাৎ জড়ভোগিভাব ভোগীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুমায়ারচিত জগতের কারণরূপা শক্তির অধীশ্বর শক্তিমানের কথা শ্রবণ করা আবশ্যক কীর্ত্তন করা আবশ্যক এবং স্মরণ করা আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভৃতি অন্য ছয়প্রকার ভক্তির আবাহন করিতে গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গলোদয় হয় না, মঙ্গলাভাস প্রতিম বোধ হইতে পারে। মঙ্গলাভাস অস্থায়ী, অজ্ঞানপুষ্ট অকিঞ্চিৎকর আনন্দের নিদর্শন অল্পকালের জন্য প্রদর্শন করিয়া অন্তর্হিত হইবার যোগ্য।

যাঁহারা বদ্ধভাব সংরক্ষণ করিয়া 'ব্রজে' যাইবার অভিনয় করেন, তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণু-শ্রবণের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুমায়ার অপ্রাণনীয় বার্ত্তার শ্রবণমাত্র হইয়া পড়ে, আর সেইরূপ কীর্ত্তন করিতে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার অবাস্তব দেহস্মরণেই পর্য্যবসিত হয়।

যাঁহাদের নিকট ভক্তিব্যাপারটী 'রস' বলিয়া পরিচিত নহে, অথবা ভক্তিকে জড়-রসের অন্তর্গত আস্বাদ্য জানিয়া যাঁহারা অপরাবৃত্তির পরিচালনা করেন, তাঁহাদের সেবা স্বীয় ভোগতাৎপর্য্যেই উদ্দিষ্ট হয়। ভক্তিরসের পরিপুষ্টি হাস্য, অদ্ভুত, বীর করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই রসসপ্তক বৈকুণ্ঠেশ্বর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হইলে সেইগুলির তাৎকালিকতা বা হেয়ত্ব ভক্তিরসের পোষক নহে বলিয়া জানা যায়

আশ্রয়ের পরিচয় সুষ্ঠুতাপ্রাপ্ত না হইলে বিষয়ের মূর্ত্তগতাবর্দ্ধনে সামর্থ্য ঘটে। মূর্ত্তিমাত্রই বদ্ধজীবের দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য—এই বিচারে ভগবৎসেবাবিচ্যুত ব্যক্তিকে বাস্তববস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব-স্থাপন বিষয়ে মতের ন্যায় তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত করায়। চিৎসবিশেষ বা চিন্ময়ী মূর্ত্তি জড়মায়ী ধারণার অনাবৃত—এইরূপ ধৃষ্টতা কল্পনার নিবন্ধিতা বদ্ধজীবের রোগবিশেষ; উহা হইতে নিরাময় হইবার যত্ন করিতে হইলে শরণাগতিই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়।

বদ্ধজীবমাত্রবুদ্ধি লইয়া চৈতন্যকে জড়মায়া-জালে বিচার করিবার যে আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহাতে বাধা দিবার জন্য কতকগুলি যুক্তি উৎসাহ প্রদান করে; কিন্তু চেতনময়ী তারকাশ্রেণী স্বীয় ক্ষীণালোক প্রদর্শন করিয়া চন্দ্র-জ্যোৎস্নার মহিমাই প্রচার করে। ক্ষীণপ্রভা তারকা, আর উজ্জ্বলপ্রভা সুধাংশু তারকা স্ব-স্ব মূর্ত্তি প্রকাশ করে; কিন্তু যাঁহার উজ্জ্বলিত প্রভায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া তারকা স্বীয় উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে, তাঁহারাও স্বস্বরূপ মূর্ত্তি আছে।

আশ্রয়ের গুণবর্গের মূর্ত্তিতে ও বিষয়ের পূর্ণমূর্ত্তিতে যে পরস্পর-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যাঁহারা লক্ষ করিতে পারেন না, তাঁহারাই জড়মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে গিয়া চেতনরাজ্যের চিন্ময়ী মূর্ত্তি প্রভৃতি ও বহুবারোচিত স্বীয়-বৃত্তি-সমূহের আরোপ করিতে থাকেন। বদ্ধজীব বাস্তবে ভগবৎ-সেবাবিমুখ জড়ভোগী বা ত্যাগী মানব, পশু, পক্ষী, কীট, বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি। ইহারা ভগবানের সেবার কোন কার্য্যে লাগে না। এরূপ বহির্ম্মুখ প্রতীতি ও সত্তাযুক্ত জড় দ্রব্যগুলির স্থূল ও সূক্ষ্ম মূর্ত্তির বা আকারের প্রকাশশক্তি লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা ভ্রান্ত হইবেন তাঁহারা স্বতঃপ্রকাশিত-বৃত্তির সহিত বস্তু অভিন্ন—এইরূপ প্রতীতিতেও ঐরূপ কদর্য্যাক্ত চিন্তাস্রোতঃ লইয়া বস্তুকে বিকৃত করিবার ভাব পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু তাহা জন্ম-জন্মার্জ্জিত ভগবৎ-সেবাবৈমুখ্যেরই ফলমাত্র। দৃঢ়তা-সংস্কারে নির্ব্বিশেষতার সমাশ্রয়ে জীবকে চিন্ময়ী মূর্ত্তির আকার-প্রকার প্রভৃতি দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রতীতিবিশেষে বাধা দেয়। ভোগের তুচ্ছতায় [illegible] মূর্ত্তির অনুসন্ধান পাওয়া দুর্ঘট ব্যাপার। একরূপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ও তারকা-রাশির ক্ষীণালোকে শোভাবর্দ্ধিনী স্নিগ্ধা ছায়ার সমপর্য্যায়ে অবস্থিতা আশ্রয়-স্বরূপিণীর মূর্ত্তিটি সেবিকা বৈশিষ্ট্য-সম্পাদনে নিযুক্তা। তাঁহারা বহুমুখ্যায় বিরুদ্ধ-প্রচারে কখনও অবস্থিত নহেন, পরন্তু সেবিকাসূত্রে স্বীয় স্বাভাবিক তেজঃ প্রশমন করিয়া বহুমুখ্যারই শোভাবৃদ্ধি বর্দ্ধন করেন।

অন্যাভিলাষ

——::(প্রবন্ধ)::——

শ্রীকৃষ্ণসুখবাঞ্ছা বা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-কামনা ব্যতীত অন্যপ্রকার যাবতীয় অভিলাষ বা কামনাকে অন্যাভিলাষ বলে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বাধক সৎ-কামনাই হউক বা অসৎকামনাই হউক, সমস্তই অন্যাভিলাষের মধ্যে গণ্য। এজন্য ভোগাভিলাষের ন্যায় মুক্তিকামনা, প্রকৃতিও অন্যাভিলাষ; কারণ, তাহাতেও কৃষ্ণপ্রীতিকামনা নাই। অন্যাভিলাষশূন্য না হইলে ভক্তি বা সেবা, শ্রদ্ধা বা উদয় হয় না। প্রীতির অভাব হইতেই অন্যাভিলাষের উদয় হয়। যেখানে নিরুপাধিকা স্বাভাবিকী প্রীতি, তথায় প্রীতির বিষয়বিগ্রহের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না।

সাধনপথে অন্যাভিলাষের ন্যায় মারাত্মক শত্রু আর নাই। একটী অন্যাভিলাষের বীজাঙ্কুর শত শত অন্যাভিলাষ প্রসব করিয়া নিজের পুষ্টিকে প্রসার করিয়া থাকে। অন্যাভিলাষ বহুপ্রকার ছদ্মবেশে বহুরূপিণী মায়া বিস্তার করিয়া সাধকের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় ধ্বংস করিয়া দেয়। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকামনা—সকলই অন্যাভিলাষের অন্তর্গত যে-পর্য্যন্ত অন্যাভিলাষের বীজ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পূর্ণ শরণাগতি আসিবে না। অন্যাভিলাষ হৃদয়ে থাকিলে শত শত সাধন-ভজনের চেষ্টা করিয়াও বিন্দুমাত্রও ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অন্যাভিলাষ থাকিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না। অন্যাভিলাষ সমস্ত অশান্তির জনক। সাধুর সঙ্গে থাকিবার অভিনয় করিলেও অন্যাভিলাষ থাকিলে সাধুর কৃপোপদেশ বরণ ও জীবনে আচরণ করিতে পারা যায় না। অন্যাভিলাষী আচার্য্যের বেষ গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রতারক ও পর-প্রতারক হইয়া পড়ে। অন্যাভিলাষী কখনও নীরাগবস্তু হইতে পারে না। অন্যাভিলাষী কখনও হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্ত হইতে পারে না—তাহার হৃদয়ে প্রতিকূলবর্জ্জনে ও অনুকূল-গ্রহণে দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা আসে না। অন্যাভিলাষী কোন দিন জড়াসক্তির মোহ [illegible] না।

অন্যাভিলাষীর হৃদয়ে [illegible] বিশ্বাস ও অকপট শ্রদ্ধা আসে না। অন্যাভিলাষীকে বাধ্য হইয়া কপটী হইতে হয় এবং একটি কাপট্যের সমর্থনের জন্য আরও শত শত কাপট্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যাভিলাষী গুরুবর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না এবং সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ থাকিতেও পারে না। অন্যাভিলাষীর অকপট আনুগত্য নাই; কারণ, আনুগত্য করিলে অন্যাভিলাষকে রক্ষা করা যায় না।

অন্যাভিলাষী মনে ও মুখে এক হইতে পারে না। অন্যাভিলাষী গুণদ্বেষী, পরছিদ্রান্বেষী, পরচর্চ্চক ও বিশ্বনিন্দক হইয়া থাকে। অন্যাভিলাষী অশান্ত, অন্যাভিলাষী মৎসর পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী। এজন্য তাহার হৃদয়ে কোন শান্তি নাই। অন্যাভিলাষী [illegible]। [illegible]ভিলাষী দ্বিতীয় বস্তুকে বা মায়াকে অভিনিবিষ্ট হইয়া হরিসেবায় সর্ব্বদা অনুন্মুখ। অন্যাভিলাষী তাহার যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধন-ভজনকে অন্যাভিলাষের বাহনরূপে পরিণত করিতে চাহে। তাহার সাধনভজনাদি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতির জন্য নহে, তাহা কোন-না-কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপী অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য। অন্যাভিলাষী যে নবধা ভক্তিযাজনের অভিনয় করে, তাহা কেবল তাহার অন্যাভিলাষরূপ মূল প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়মাত্র। অন্যাভিলাষী শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে যে নৃত্যগীত, সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি বা যে-কোনরূপ হরিসেবার অভিনয় করে, তদ্দ্বারা তাহার শারীরিক বা মানসিক উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। অন্যাভিলাষীর হরিভজনের যাবতীয় চেষ্টার মধ্যে কোনও একটা দেহ-মনের সুখ-সুবিধার উদ্দেশ্য থাকেই। অন্যাভিলাষীর হৃদয়ে চেতনের প্রতি প্রীতি নাই; দেহ ও মনঃ তাহার প্রভু।

হরিকথকের প্রথম প্রতিজ্ঞাই—অন্যাভিলাষশূন্য হওয়া। অন্যাভিলাষী কীর্ত্তন করিতে পারে না, লেখক, প্রচারক, উপদেষ্টা কিছুই হইতে পারে না। অন্যাভিলাষীর সত্যকথা নাই। কপটই তাহার ভূষণ। সুতরাং প্রোজ্ঝিতকৈতব-ভাগবত-ধর্ম্মে তাহার রুচি হয় না। অন্যাভিলাষীর কীর্ত্তন, প্রচার—সব মায়াময়। অন্যাভিলাষী আত্মবঞ্চক ও লোকবঞ্চক। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ থাকিলে পাণ্ডিত্য, সাধুতা প্রভৃতি কোনটিই নিজের ও পরের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। অন্যাভিলাষী স্বয়ংসিদ্ধ পারঙ্গত হইলেও পরব্রহ্মনিষ্ণাত নহে বলিয়া তাহার মধ্যে পতিতপাবনত্ব নাই; তাই তাহার কথা জগতের জীবের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাকে সফল করিতে পারে না। অন্যাভিলাষ থাকিলে ভজনের সমূহচেষ্টা দ্বারাও চিন্ময় অনুভূতি লাভ করা যায় না।

[illegible] দুর্নীত অপরাধ, সাধু-গুরুর শ্রীচরণে অমার্জ্জনীয় [illegible] পথ আশ্রয় করিয়াও—গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করিয়াও ভক্তিতে উন্নতি হয় না। অন্যাভিলাষই দৈহিক স্বজনকে আত্মীয় ও প্রিয়জ্ঞান করায়—সাধুকে অপ্রিয় বা অনাত্মীয় মনে করায়। অন্যাভিলাষই সাধুশাস্ত্রগুরু-বাক্যানুসারে শুদ্ধভক্তি-যাজনের জন্য সমগ্র জীবনীশক্তিকে আহুতি প্রদান করিতে বাধা প্রদান করে। অন্যাভিলাষ হইতেই জাড্য-দৌর্ব্বল্যাদি নানাপ্রকার অনর্থ ও কাম হৃদয়ে রাজত্ব করে। অন্যাভিলাষ থাকিলে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য চিন্তাহীনতা আসে না। অন্যাভিলাষ শ্রীহরিনামে, শ্রীহরিধামে ও শ্রীহরিনামে শরণাগত হইতে বাধা প্রদান করে। সাধুর সঙ্গ, সেবা ও কৃপাও ইহা দূরে রয়। এইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শুদ্ধভক্তের কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। অন্যাভিলাষবিমুক্ত হইয়া জীবনযাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম শুদ্ধভক্তি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি'
'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই 'শুদ্ধভক্তি', ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'য় গাহিয়াছেন,—

"অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি'
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব দেবী-দেবা
এই ভক্তি পরমকারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হ'ব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ ছাড় অন্য গীতরাগ
কর্ম্মী-জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকতসঙ্গ প্রেমকথা রসরঙ্গ
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী
অন্যদেব পূজক ধ্যানী
ইহলোক দূরে পরিহরি।
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দুঃখ, শোক
যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি' ভজ, গিরিবরধারী॥
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি' কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি'
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান
এই ভক্তি পরম-কারণ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয় রিপু করি পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
না করিহ অসৎচেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্ত গোবিন্দচরণ।
সকল সন্তাপ যাবে পরানন্দ সুখ পাবে
প্রেমভক্তি পরম কারণ॥"

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠার [illegible] পাবে। [illegible]॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবার কায়মনোবাক্যের সাংকালিক নিষ্কপট চেষ্টার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা চরিত্রাশ্রিত উল্লাস ও বিষাদে সঙ্কুচিত না হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সকল বা সর্বপ্রকার জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের অনুসন্ধান—এই সকল অপ্রাকৃত মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৴১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ-প্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:০:)::——

কারিগরী শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, লড়াই-ফেরৎ কারিগরদের বেসামরিক জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা সমস্যার সমাধানের জন্য এবং যুদ্ধোত্তর শিল্প প্রসার-পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য কারিগরী শিক্ষার একটি নূতন পরিকল্পনা তৈয়ার করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বর্তমান কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে প্রতি বৎসর ৩০ হাজার শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করা হইয়াছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে গড়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রায় ১ বৎসর সময় লাগিবে।

যাহারা অন্ততঃ ছয় মাস সামরিক বিভাগে কাজ করিয়াছে তাহারা ইহাতে যোগ দিতে পারিবে। নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে:—

(১) যাহাদের কারিগরী শিক্ষা যুদ্ধের জন্য বাধা পাইয়াছে।

(২) যাহারা যুদ্ধকালে কোন নূতন কারিগরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে এবং তাহাতে আরও পারদর্শী হইতে ইচ্ছুক।

(৩) যাহারা বেসামরিক কাজ পাইবার জন্য শিক্ষার উন্নতি করিতে চায়।

(৪) বিশেষ চাহিদা আছে এমন কারিগরী বিদ্যা যাহারা শিখিতে চায় (এক্ষেত্রে কাজ শিখিবার যোগ্যতা শিক্ষার্থীর থাকা চাই)।

(৫) শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর যাহাদের কিছুকাল শিক্ষানবীশ থাকা দরকার।

সকল শিক্ষার্থীকে বিনা খরচে আহারাদি ও বাসস্থান এবং কারখানায় কাজের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক মাসিক ১৫৲ টাকা ভাতা পাইবে এবং খরচে বাড়ী অথবা সামরিক শিবির হইতে শিক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত যাওয়ার সুবিধা পাইবে। শিক্ষার্থীদের জন্য খেলা-ধূলা, ব্যায়াম এবং চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হইবে।

আর্তত্রাণ ব্যবস্থা

বিগত অক্টোবর মাসে বাঙলায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৮২০টি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র হইতে মোট ১২৬,০০০ জন বালকবালিকা, অশক্ত ব্যক্তি ও অন্তঃসত্ত্বা নারীকে বিনা-মূল্যে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছে। ১৩৫টি দুঃস্থ-নিবাস, কর্মশালা প্রভৃতিতে ৩,৮৮৮ জনকে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং ৯,৩৬৮ জনের জন্য খাদ্য, আশ্রয় ও কাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আলোচ্য সময়ে ৬৬টি অস্থায়ী ও ৩৫টি স্থায়ী অনাথাশ্রমে যথাক্রমে ৩,৯৯৩ ও ২,০৮২ জন অনাথ বালক-বালিকাকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে ২৪-পরগণা জেলায় এবং ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অল্প-মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এবং অন্যান্য দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ করিয়া ও কৃষি-ঋণ দিয়া দুঃস্থগণকে সাহায্য করা হইয়াছে।

বিদেশ হইতে আমদানী মোটরগাড়ী

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৫ সালের মোটরগাড়ী নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুসারী কোন আমদানিকারক অনুমতিপত্র না দেখাইলে কোন ক্রেতার নিকট বিদেশ হইতে আমদানি মোটরগাড়ী বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিলেন যে, কোন কোন মোটরগাড়ী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের খরিদ্দারের নিকট হইতে গাড়ীর দরুণ অগ্রিম টাকা জমা নিতেছেন। ইহাতে মোটরগাড়ী ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা মনে করিতেছেন যে, বিদেশ হইতে গাড়ী আমদানি হইলেই তাঁহারা পাইবেন। কিন্তু এই ধারণা একেবারে ভুল। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে গভর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব হইতে অনুমতিপত্র সংগ্রহ না করিলে কেহ মোটরগাড়ী ক্রয় করিতে পারিবেন না।

———

পার্লামেণ্টের সদস্য ও মন্ত্রিগণ

পার্লামেণ্টের সদস্যদের বর্তমান বেতনে কুলাইতেছে না বলিয়া কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গিয়াছিল। সদস্যদের বেতন এবং ব্যয়ের পরিমাণ ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বেই একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করিবেন বলিয়া "নিউজ ক্রনিকল" সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সদস্যদের বর্তমান বেতন, বৎসরে ৬০০ পাউণ্ড; শুনা যাইতেছে তাহাকে বাড়াইয়া সহস্রাধিক পাউণ্ড করা হইবে, কিম্বা অতিরিক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে। সরকারী ও অন্যান্য কোনও কোনও কাজকর্মের ক্ষেত্রে সদস্যদের বিনা খরচায় যে সব হইবার সম্ভাবনার কথাও শোনা যাইতেছে।

পার্লামেণ্টের নূতন মন্ত্রীদের বেতনও যথেষ্ট নয় বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহাদের বেতন বৎসরে গড়ে ১ হাজার হইতে ১ হাজার ৫০০ পাউণ্ড। ইঁহাদেরও বেতন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া প্রকাশ।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কাস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রতীক। শরণাগতি

শ্রীলচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা'-নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

সত্যের কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

১০ম বর্ষ | ৩ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৯ : ৭ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২২শে ডিসেম্বর খৃঃ ১৯৪৫, শনিবার | ১৯৩ ১৯৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ নারায়ণ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি

——:::(::❀::)::——

যাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণযুগল আমাদের একমাত্র আশ্রয়, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা, যাঁহার শ্রীমুখের বাণী আমাদের ভজনপথে আলোকস্তম্ভস্বরূপ, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবাই আমাদের ইহ-পরকালের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয়, যিনি আমাদের যথাসর্ব্বস্ব, যিনি শ্রীকৃষ্ণকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ, আজ সেই আমাদের নিত্যপ্রভু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিরহ-তিথি। এই তিথিতেই আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ ভূলোকের প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভূলোকে যে অনর্পিতচরী কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন ও বিতরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই প্রেমপণ্যরাশিই প্রসারণ ও বিতরণের জন্য শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রেষ্ঠজন আমাদের শ্রীল বার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভু আসিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং-আস্বাদিত সেই কৃষ্ণপ্রেম বিতরণের জন্যই দেশে-বিদেশে, নগরে-সহরে, গ্রামে-গ্রামে, হাটে-বাজারে, প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মাদৃশ পতিত, অনাথ, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, দীন হতভাগ্য অধম কাঙ্গালগণকে আকর্ষণ করিয়া নিজ শ্রীচরণকমলে স্থান প্রদান করিয়া জীবনের সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে স্বরূপের যোগ্যতানুসারে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আমাদের হাত ধরিয়া তুলিয়া লইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা সেই করুণাময় প্রভুর সহিত সহযোগিতা না করিয়া—তাঁহার অযাচিত কৃপা গ্রহণ না করিয়া যখন বহির্দৃষ্টিতে তদাশ্রিতের অভিনয় করিয়া অন্তরে কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িলাম—তাঁহার প্রাণারাম শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ সেবালিপ্সু যখন হইলাম না, তখন তিনি ব্যথিত-হৃদয়ে এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের করুণার অন্ত নাই। তিনি মাদৃশ জীবের বিমুখতাদর্শনে ব্যথিত হইয়া চলিয়া গেলেও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি অন্যপ্রকার মূর্ত্তিতে ও অন্যভাবে আমাদের নিকটেই প্রকাশিত আছেন। তিনি আমাদিগকে সংশোধনপূর্ব্বক নিজ শ্রীচরণে আকর্ষণ করিবার জন্য—হরিভজনে আমাদের প্রবল আর্ত্তি ও আকাঙ্ক্ষা বাড়াইবার জন্য এই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের ভোগের ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া—সংসারাসক্তির নোঙ্গর উঠাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাভিমুখে দ্রুত গতিশীল করাইবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ বিরহলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন তাঁহার জন্য বিরহই তাঁহার সাক্ষাৎকার ও সঙ্গকৃপা-লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সাক্ষাৎসঙ্গ পাইলেও বিরহ না থাকিলে তাঁহাদের সহিত মিলন বা প্রকৃত সঙ্গ হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান হইতেই স্বরূপানুভূতি হইলেও সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত যদি বিরহের অনুভব না থাকে তাহা হইলে সেই সম্বন্ধ সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয় না। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বিরহানুভূতির আভাসও প্রাপ্ত না হইলে মাদৃশ হতভাগ্য জীবের সংসারানল, পুরুষাভিমানের হস্ত হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীল প্রভুপাদের বিরহানুভূতি যাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও সঙ্গলাভের জন্য আর্ত্তি ও ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার নাম রূপ-গুণ লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে স্বাভাবিকভাবে অভিনিবিষ্ট আছেন, তিনিই বহির্ম্মুখতা হইতে অন্তর্ম্মুখতার দিকে—জগৎ হইতে ব্রজের পথে চলিয়াছেন। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের জন্য যতটা অভাব উপলব্ধি হইতেছে, যাঁহার হৃদয় যতটা তাঁহার সাক্ষাৎসঙ্গ না পাইয়া দুঃখে বিরহে জর্জ্জরিত হইতেছে এবং তজ্জন্য যিনি অনুক্ষণ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন, তিনিই ভজনের পথে অগ্রসর হইতেছেন—তাঁহারই হরিভজনে নৈরন্তর্য্য, রুচি, আসক্তি ও ভাবস্থায়িত্ব লাভ হইতেছে।

• শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভের জন্য যিনি ব্যগ্র-ব্যাকুল হইয়াছেন—তাঁহার কৃপা ব্যতীত আর অন্য কোন গতি নাই জানিয়া যিনি তাঁহার কৃপার জন্য সতত ক্রন্দন করিয়া বুক ভাসাইতেছেন—যিনি দীন হীন, অকিঞ্চন, অনুগত, প্রপন্ন হইয়া অকপট দৈন্য, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও নিষ্কপট সেবা-চেষ্টার সহিত সর্ব্বক্ষণ চাতকের ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার কৃপানুসন্ধান করিতেছেন, তিনিই তাঁহার কৃপায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছা, ইঙ্গিত, কৃপাশীর্ব্বাদ, নব-নব সেবার প্রেরণা উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁহার সম্বন্ধ পরিস্ফুট দেখিতে পাইতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট যাঁহারা, তাঁহাদের হতাশা নাই—ভয় নাই। তাঁহাদের হৃদয়ে প্রভুকৃপালাভের আশা বলবতী হওয়ায় তাঁহাদের আর এজগতের কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা লোভ নাই। তাঁহারা 'কবে হবে বল সে দিন আমার'—এইরূপ আশাবন্ধ হৃদয়ে দারুণ কান্না উত্তরোত্তর দ্রুতপদে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার নিষ্কপট কৃপাপ্রাপ্ত জনের হৃদয়ে স্বতঃই এইরূপ অভাবোপলব্ধি হওয়ায় তিনি অনিবারিত তৃষ্ণার্ত্তজনের ন্যায় প্রাণের আবেগভরে কেবলই কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাসিন্ধুর একবিন্দু যাঁহার লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বক্ষণ আরও অধিকতর কৃপার জন্য কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহারই হৃদয় তৃণাদপি সুনীচত্ব ও অমানি-মানদত্বে ভরপুর হইতেছে। প্রভুকৃপাপ্রাপ্ত জনের হৃদয়েই প্রভুদয়িত শ্রীনামের বিলাস হইতেছে, তাঁহারই যেযোন্মুখ জিহ্বায় অপ্রাকৃত শ্রীহরিনাম সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করেন। প্রভুকৃপাপ্রাপ্তগণই সর্ব্বক্ষণ বিরহাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করিতে পারেন, তিনিই উচ্চৈঃস্বরে আবশ্যকে শ্রীনামপ্রভুর কীর্ত্তন-সেবা করিতে পারেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহী ভক্তগণ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদর্শনলালসায় সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত উদভ্রান্ত হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ করিতেছেন ; প্রভু বিরহকাতর ভক্তগণ তন্ময় হইয়া অনুক্ষণ

তাঁহাকেই হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন—তাঁহার স্মরণেই জগদ্দর্শন করিতেছেন—তাঁহার সুখোদ্দেশেই চালিত হইতেছেন। তাঁহার অকপট স্নেহপ্রাপ্ত মহাসৌভাগ্যবান্ জন [illegible] [illegible] বিরহাগ্নি তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া অনবরত অস্থি পর্য্যন্ত পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছে। কিন্তু হতভাগ আমার হৃদয়ে [illegible] একবিন্দু আর্ত্তি ও আকাঙ্ক্ষা জাগিল না! যে প্রভুর একমাত্র কৃপা ও সঙ্গছাড়া মাদৃশ [illegible] অন্য কোন গতি নাই [illegible] নাই—অন্য কোন উপায় নাই, সেই শ্রীল প্রভুপাদের অমায়ায় কৃপার জন্য, [illegible] জন্য আমার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ কাতর হইতেছে না! [illegible] ধারণা—র [illegible] বিষয়। কিন্তু আমার [illegible] বসিয়াছে। [illegible] — পর্দ্দ [illegible] একমাত্র পাত্র শ্রীল প্রভুপাদকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না—তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতিকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতেছি না। জানি না, কবে করুণাময় প্রভু নিজগুণে কৃপা করিয়া আমা[illegible] [illegible] তুলিবেন, কবে তিনি তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক সেবা-[illegible] সৌন্দর্য্যে আমাকে লুব্ধ ও আকৃষ্ট করিবেন! তাঁহার ও তদ্বিজজনের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এই দীনহীন পতিতের অন্য কোন আশা ও সহায়সম্বল দেখিতেছি না। তাঁহারা নিজগুণে এই হতভাগাকে শ্রীচরণে [illegible] শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীপাদ-[illegible]

শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] -বিন্দু অনুক্ষণ আমার হৃদয়ে [illegible] না [illegible] অকপটে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মের বিরহ প্রতি পলে, অনুপলে, বিপলে অনুভব করিয়া তাঁহার অনুধাবন, অনুসরণ, অনুগমন-[illegible] একান্ত সেবকগণের স্নেহকৃপাসিক্ত হই সেই সেবাসৌভাগ্য লাভ করিতে পারি—ইহাই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ব্রজবিজয়তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও প্রভুবিরহকাতর ভক্তগণে [illegible]

উপদেশ

[illegible] আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র [illegible] [illegible] শ্রীগুরুকৃপা হইতেই সব লাভ হয়। অনর্থনিবৃত্ত হইলে শুদ্ধদর্শন, নিকট গমন ও সেবা করিতে পারা যায়। অনর্থ থাকাকালে শুদ্ধসেবাধিকার বা রুচি-নিষ্ঠাদি হয় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সমাবেশই বিলাস। বিলাসের [illegible] তাহাদের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার চেষ্টার নাম বৈরাগ্য। জড়বিলাস বা ফল্গুবৈরাগ্য দুইটিই অনাবশ্যক। [illegible] সেবাবিস্মৃত জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজ-ভোগাজ্ঞান করায়। দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত [illegible]

[illegible] নিজের অনর্থের কথা জানাইতে হবে [illegible] ভগবান নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। সাধুগণ ভগবানের অন্তরঙ্গ প্রিয়। তাঁহাদের কথা তিনি না শুনিয়া পারেন না; সাধু আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে [illegible] চাহিয়া দেন। সাধুর আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলে তাঁহারাই পথ দেখাইয়া লইয়া যান। কৃপা পাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা জানান দরকার। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি প্রাণ না কাঁদে, যদি জ্বালাবোধ না হয়, তাহা হইলে 'কেন আমার জ্বালাবোধ হইতেছে না' এই বলিয়া আর্ত্তি জানাইতে হইবে। [illegible] বিশেষ দরকার; নতুবা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবে না।

[illegible]

এই বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকেরই থাকা আবশ্যক। আমি নিজে কিছু করিতে পারি—ইহা অভক্তিপর বিচার। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের নিরঙ্কুশ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন; [illegible] মূল সূত্রধার—এই বিচার তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণ আছে। তাঁহারা জানেন—ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible]

> "তব ইচ্ছামত জীবের জনম-মরণ।
> সমৃদ্ধি নিপাত, দুঃখসুখ-সংঘটন॥
> মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে
> তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে
> আমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
> [illegible]
> জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
> আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছা ফলে॥"

সেবক সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিবেন। একটু অন্যমনস্ক হইলেই মায়া আসিয়া আক্রমণ করিবে। যেখানে অন্যমনস্কতা, সেইখানেই সেবায় বিঘ্ন ও প্রভুসুখবিধানে বাধা হয়। নিজ দেহসুখের জন্য ব্যস্ত হইলে সেবা করা যায় না। দেহাভিনিবেশ ও সেবাভিনিবেশ একসঙ্গে থাকে না। সঙ্কল্প চাহিতেও হয়, আবার সঙ্কল্প [illegible] হয়। এজন্মে কৃপা পাওয়া না গেলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া হৃদয়-দরজা সবটুকু খুলিয়া রাখিলে পূর্ণ কৃপা পাওয়া যাইবে। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অনেক পরীক্ষা করিতে পারেন, তীব্র দুঃখও দিতে পারেন, তাহাতে বিচলিত বা দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অযাচিত কৃপা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত থাকিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন—এই আশায় হৃদয় সর্ব্বক্ষণ উল্লসিত ও ভরপুর থাকিবে। সত্যসত্যই আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাই কিনা, এইজন্য পরীক্ষা আরম্ভ হইলে তাহাতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য অনুক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হইবে। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।"

আমরা নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারি না। মালিক একজন আছেন, তিনি চালান। আমাদের স্বতন্ত্রভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূলে আছেন—এইটি যদি ঠিক উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। আর যদি মনে হয় যে আমিই করিতেছি বা করিতে পারি, তাহা হইলেই অসুবিধা। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যেভাবে চালান, আমাদিগকে সেইভাবে চলিতে হইবে। তিনিই প্রভু, তিনিই সব করাইতেছেন। যাঁহারা প্রকৃত শরণাগত, তাঁহারা গুরুকৃষ্ণই যে তাঁহাদের চালনা করিতেছেন, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য লোক অবশ্য তাঁহাকে দেখি[illegible] কিছু বুঝিতে পারেন না। কিন্তু তিনি সাধু গুরুর ইঙ্গিতে ও প্রেরণায় সকল কা[র্য্য] করিয়া থাকেন। শরণাগত ব্যক্তি সর্ব্ব[দা] উপলব্ধি করেন যে, কৃষ্ণই তাঁহাকে চালাইতেছেন। যিনি ইহা যত অনুভব করিতে পারেন তিনি ততই মঙ্গলপথে অগ্রসর হন। সময় সময় দুঃখকষ্ট, বিঘ্নবিপদ অনেক আসিতে পারে; তাহাতে [illegible] অধীর হইলে চলিবে না। 'কৃষ্ণ আমাকে এই অবস্থায় রাখিয়া সুখী [illegible] তাহা হইলে ইহাই ভাল, ইহাতেই আমার সুখ—এই মনে করিয়া সব দুঃখকষ্ট মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। এই দৃঢ়সংকল্পটী সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে থাকিবে যে, যত দুঃখকষ্টই হউক না কেন, আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপন বলিয়া জ্ঞান হইলে বা প্রীতি থাকিলে প্রিয়ের দেওয়া দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রিয়, স্নিগ্ধ শিষ্যগণের নিকটই নিজকে অমায়ায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব-সমর্পণ করিলে, মমতাবিশিষ্ট হইলে আপন-জ্ঞানে প্রিয়বোধে তাঁহার সেবা করিলে সেই নিষ্কপট স্নিগ্ধ শিষ্যকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভজন রহস্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। [illegible] সেবক সেবা-বিষয়ে সতত সজাগ থাকেন—সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহার সুখানুসন্ধান করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেবকে নিজ নিত্যপ্রভু ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও জীবন জ্ঞান হইলে সাধুগণ তাঁহাদের অন্তরের সকলকথাই [illegible] গুরুদেবতাত্মার নিকট প্রকাশ করেন। গুরুদেবতাত্মাই গুরুর অন্তরের কথা জানিতে পারেন। গুরুর সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া অমায়িক অনুবৃত্তিসহকারে অর্থাৎ দম্ভ পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুগত্য সহকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিলে আত্মা ও আত্মদ হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

যা'র ভগবানে রুচি নাই, তা'র রুচি পরিবর্ত্তিত এবং যা'র অল্প রুচি আছে, তা'র পরিবর্দ্ধিত করবার জন্যই সাধন [illegible] সাধনের দ্বারাই ভাব আসবে। 'ভা[ব]' অর্থাৎ অস্থির, স্থিত—অভাব নয়। রুচিটিকে নিয়মিত করাই সবগুলি কা[জে] প'ড়ে গেছে।

ভগবান বলেন,—"এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ সাজিয়ে রেখেছি তোমাদিগকে দুঃখ দেবার জন্য নয়, পরন্তু দুঃখটি অপ্রয়োজনীয়—ইহা শিক্ষা দেবার জন্য; নিত্যপ্রার্থনীয় সুখ, নিত্য বরণীয় আনন্দ অনুসন্ধানের জন্য।"

ভগবান আমাদিগকে না টানিলে মা[য়ার] দ্বারা আকৃষ্ট হইতে হইবে। শ্রীকৃ[ষ্ণ]

নাম-রূপাদি আমাদিগকে আকর্ষণ করিলে আমরা বর্ত্তমানে ভোক্তৃরূপে কৃষ্ণের সজ্জায় যে বসিয়া আছি, সেই অসুবিধা হইতে ছুটি পাইব। কৃষ্ণের কথা যতই অনুশীলিত হইবে, ততই আমাদের ভোক্তৃত্বভাব দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিবেন।

গুরুবৈষ্ণবের সেবা করাই আবশ্যক। তাঁহাদের সেবা করিলে পতিত জীবের উদ্ধার হয়। মূলবস্তু ভগবানের সেবা অপেক্ষা তদীয় সেবকের সেবা অধিক লাভজনক। বৈষ্ণবসেবা কি? বিষ্ণুসেবা ব্যতীত বৈষ্ণব আর কিছুই করেন না। তাঁহার সেবা করার অর্থ তাঁহাকে কৃষ্ণসেবায় সহায়তা করা। তদীয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করিলে সর্ব্বনাশ হয়। তৎসেবা কনিষ্ঠাধিকার, আর তদীয় সেবাই মধ্যমাধিকার। তদীয়ের অবহেলা করিলে কনিষ্ঠাধিকার হইতেও পতন হইবে। কিন্তু যদি তদীয় বৈষ্ণবের অনুসরণ করি, তাহা হইলেই মধ্যমাধিকারে উন্নতি হইবে। মহাভাগবতই উত্তম বৈষ্ণব। তাদৃশ বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের কিছুতেই সুবিধা হইবে না। তদীয়পূজা না করিলে ঐকান্তিক হওয়া যায় না।

যিনি একবারও মনে করেন—"হে কৃষ্ণ! আমি তোমার সেবা করিব, তুমিই একমাত্র আশ্রয়", সেইরূপ ব্যক্তিরও সুবিধা হইয়া থাকে। যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজেদের ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় না, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিক্রান্ত হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিবেন। মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে। কৃষ্ণ যখন আমাদিগকে যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য। আন্তরিক অর্থ ও বাহাদুরীর গন্ধে ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

জীব যে-কাল পর্য্যন্ত বন্দনীয় বা ভজনীয় বস্তুর আনুগত্য না করে, সে-কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ তাঁহার দর্শনীয় হন না। যাহারা শ্রীরূপের অপ্রাকৃতত্ত্ব অবগত নহে, তাহারা পূর্ণতম চিদ্রাজ্যে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবার রাজ্যে প্রবেশের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যিনি নিত্যরূপের কথা সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি চিন্ময়-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-রূপের কথা বলিয়াছেন, গৌড়ীয়গণের নিত্যপ্রভু সেই শ্রীরূপপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক কখনও এরূপ সুযোগ দিবেন যাহাতে আমরা অপ্রাকৃত বস্তুর নিকট যাইতে পারিব।

ভক্তির উদয়ের পূর্ব্বে সম্বন্ধজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাই ভক্তির মূল। সাধনের দ্বারাই অনর্থনিবৃত্তি করিতে হইবে—ইহাই ক্রমপথ। চাতক কেবল 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' বলিয়া চীৎকার করে এবং মেঘ হইতে বারিপাত না হইয়া যদি বজ্রপাতও হয়, তাহা হইলেও চাতক যেমন একান্ত আশ্রয়স্থানে মেঘের দিকেই তাকাইয়া থাকে, অন্যদিকে তাকায় না, আমাদের চিত্তের অবস্থাও তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। আমরা কৃষ্ণের শরণাগত হইব এবং বলিব, 'হে দীনবন্ধো! তুমি দয়া করিয়া তোমার সেবা দিলে আমি তোমার সেবা পাইতে পারি। যদি তাহা না দাও, হয় ভোগ, নয় ত্যাগ অবলম্বন করিয়া বজ্রপাতরূপ তোমার দণ্ডের আহ্বান করিব। হে প্রভো! তুমি যদি দয়া না কর, তাহা হইলে আর কাহার কাছে যাইব? আর ত' আমার কেহ নাই! সেইজন্য তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম।" আমাদের সমস্ত আগ্রহ ও চেষ্টা অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার।

হরিভজনের প্রবৃত্তি থাকিলে ইন্দ্রিয় ও বিষয়কে জোর করিয়া দমন করিবার চেষ্টার দরকার নাই; অকপটে হরিভজন আরম্ভ হইলে ভগবৎকৃপায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিনিবেশ সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। স্বরূপাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের কৃপা আমাদের সম্বল হউক।

যে প্রেম একমাত্র মৃগ্য—অভিরুত অর্থাৎ একমাত্র প্রয়োজন, সেই প্রেম যে-ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁর একটি মূলমন্ত্র গান ক'রেছিলেন সেই গান শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ শুনেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের মুখে সেই গান শুনবার লীলা দেখিয়েছিলেন। সেই গানটি এই—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ!
হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত
ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

এই মূলমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যিনি বুঝলেন না তাঁর মানবজীবন ধারণ বৃথা।

যত সত্বর সম্ভব সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ ক'রে বাস্তবসত্য জান্‌তে হ'বে। সেই বাস্তবসত্য শ্রবণমুখেই জানা যায়। যাঁ'রা হরিকথার আলোচনাকে প্রাধান্য ও মুখ্যতার আসনে স্থান দেন, তাঁ'দের ক্রিয়াকলাপ পরমারাধ্য ব্যাপার। এইরূপ বিচার যাঁ'দের মধ্যে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, তাঁ'রাই বরেণ্য। সেইরকম ভগবদ্ভক্তের পূজার দ্বারাই পূজ্যবস্তুর পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। ভগবান্ যাঁ'কে দয়া করেন, তাঁ'কে নিত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সেবাধিকার দেন।

মঠবাসিগণের প্রত্যেকেরই সর্ব্বক্ষণ গুরুবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা, হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। হরিকথাপ্রসঙ্গ হরিসেবা হইতে বিমুখ হইলেই সংসার-বাসনায় পুনরায় বন্ধনগ্রস্ত হইতে হইবে। তখন অন্যাভিলাষ চরিতার্থতা, পরচর্চ্চা, পরস্পর কলহ প্রভৃতি কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইবে। নিষ্কপটভাবে অকপট বৈষ্ণবগণের সেবা ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির জন্য কায়মনোবাক্যে অনুশীলন করিতে হইবে। সতীর্থগণের মধ্যে কাহাকেও হরিগুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত হইতে দেখিলে—কোন ভ্রাতা অনুপস্থিত হইতেছেন বুঝিতে পারিলে তাঁহাকে সরলভাবে হরিভজনের কথা ভালভাবে বুঝাইয়া—শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঙ্গলময়ী বাণী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত রাখিতে হইবে। হরিকথা না থাকিলেই শারীরিক বা মানসিক ক্লেশের চিন্তা আসিয়া লোক-সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। 'বস্তু পাওয়া যাইতেছে না, তাহাকে পাইবার চেষ্টা'র নাম বিপ্রলম্ভ; মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবানুসারে ভজন করিতে হইবে।

আত্মার স্বাস্থ্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন "এসব ছোড়ত কাঁহা না যাউ" "এসব ছোড়ত পরাণ হারাউ॥" 'এসব' কি, তাহা ঠাকুরের শরণাগতির "রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর" গীতিটিতে উক্ত হইয়াছে। শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসোদ্দীপক 'এ সব' ছাড়িয়া আত্মা আর কোথায় গিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিবে?

বিশ্বে যত দ্রব্য আছে, সেসকল সেবাবিস্মৃত জীবকে আকর্ষণ করিয়া নিজ ভোগ্যজ্ঞান করায়। দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিচারে ঐসকল কৃষ্ণসেব্য। ভগবান্ তাহা তুলিয়া যাহা দিবেন, তাহাই জীবের প্রাপ্য। ইহা না বুঝিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে অসুবিধা।

শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—দেহ এবং মনের কথা আলোচনায় সময় নষ্ট না ক'রে—দেহ ও মনোরাজ্যের সাহিত্যসমৃদ্ধি, দর্শন, বিজ্ঞান শিল্পের গবেষণামন্দিরে সমৃদ্ধিপাত না ক'রে যাঁ'র দেহ ও মন, তাঁ'র কথা আলোচনা কর—আত্মধর্ম্মের কথায় মনোনিবেশ কর—আত্মার সাহিত্য, আত্ম-পরমাত্ম-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পের কথা অনুক্ষণ আলোচনা করা, তা' হ'লে মানবজাতির সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। যেটা আমাদের মনে ভাল লাগ্‌বে, সেটাতেই যে অবশ্যম্ভাবিরূপে আমাদের মঙ্গল হ'বে, তা' নয়। এ সংসারের বিচার হ'তে কে উঠ্‌তে পারেন? যিনি নিজের অনুষ্ঠিত দুর্দ্দশা ভোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তা'তে ভগবানের অনুকম্পা দর্শন ক'র্‌তে পারেন—যিনি বিচার করেন,—"আমি তৃতীয়মানের জিনিষের আংশিক জ্ঞাতা হ'লেও চতুর্থমানের কথা জানি না" যিনি তৃতীয়মানের অভিজ্ঞতা-প্রণালীকে বহুমানন না ক'রে তুরীয়রাজ্যের কথা অনুক্ষণ সাধুর নিকট শ্রবণ করেন—যিনি শ্রৌতপন্থা গ্রহণ করেন, তিনিই মঙ্গল লাভ ক'র্‌তে পারেন। যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টক আলোচনা করেন, তাঁ'রা তৃণের ন্যায় সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হ'য়ে শ্রৌতপ্রণালীমতে অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের সেবা করেন।

ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর বস্তু। যাঁ'রা হৃৎকুবোধের শক্তির বাহাদুরী নিয়ে 'ভবানী-ভর্ত্তা' হ'বার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ ক'চ্ছেন, তাঁ'দের বিরুদ্ধমতিরক্তদোষ মহাপ্রভু দেখিয়েছেন। যেসকল ব্যক্তির সৌভাগ্য হয়, তাঁ'রাই এসকল কথা বুঝ্‌তে পারেন; যাঁ'রা ভাগ্যহীন, তাঁ'রা কথা শ্রবণ ক'চ্ছে মনে ক'র্‌লে, প্রকৃত-প্রস্তাবে শু'ন্‌লো না—বঞ্চিত হ'লো। আমরা আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদি ভজনীয়বস্তুর সেবা ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত না হই, তা' হ'লে আমাদের কাণে কথা যা'বে না—আমরা কথা শুনতে পা'র্‌ব। যা'র যা অবস্থা, সে অবস্থা হ'তে উন্নত হ'তে হ'বে, ভাল হ'তে হ'বে। যম ছা'ড়বে না—যা'রে বিষ খাওয়ালে। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগকে দৈবী মায়া ভগবদ্বিমুখতার রাজ্যে উপস্থিত ক'রাচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থা'ক্‌বে না, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পারমার্থিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে আমাদিগকে আক্রমণ ক'র্‌বে। যে মুহূর্ত্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শু'ন্‌ব—নিষ্কপট সাধুর সেবা না ক'র্‌ব, সেই সেই মুহূর্ত্তটুকুর সুযোগ পেয়েই মায়া আমাদিগকে গ্রাস ক'র্‌বে। পশুর যে বুদ্ধি, তা'র সঙ্গে যা'রা মানুষের বুদ্ধিকে সমান মনে ক'রে চেতনতার বুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলেছে, তা'রা নির্গুণ হরিকথা শু'ন্‌তে পারে না। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য কোথায় হরিকথা হ'চ্ছে, সত্যি সত্যি চেতন থেকে চেতনময়ী হরিকথা প্রকাশিত হ'চ্ছে, সেইদিকে মনোযোগ রাখা। জগতে অনুস্বার-বিসর্গ নিয়ে মাথা ও জিহ্বার কসরৎ করার লক্ষ লক্ষ দল আছে; পরব্যোম হ'তে আবির্ভূত চেতনময় শব্দের তাৎপর্য্য তাঁ'দের উপলব্ধি হ'বে না; তাঁ'রা হরিকথা ব'ল্‌তে পারে না, তাঁ'দের কথা গ্রামোফোনের গানের মত। তাঁ'রা বিষয়েই ডুবে যা'বে—সত্যের উপলব্ধি হ'বে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার করেন, আমাদের যেন বাস্তবিক মঙ্গল হয় এবং সে মঙ্গল হ'তে যেন কোন দিন বঞ্চিত হ'তে না হয়। জড়জগতে যত কিছু বস্তু আছে, সেইসকল বস্তু তাঁ'দের বিপরীত ধর্ম্ম উদয় করা'বে—পাণ্ডিত্য 'মূর্খতা' আনবে—

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠার কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

সুখ-'দুঃখ' আনবে—দুঃখ-'সুখ' আনবে উৎপাদি॥

সুখ, দুঃখ ও সুখ-দুঃখমিশ্র অবস্থাত্রয়-দ্বারা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে কৃপা করেন। শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক। জগতে দুঃখের সমাবেশদ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রতিপদে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন,—পৃথিবী যে আমাদের নিত্য বাসস্থলী নহে, ইহাও দেখাইতেছেন। যে কয়টা দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাহাতে কেবলমাত্র শুদ্ধ হরিতোষণ ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্যে বৃথা প্রয়াস করিতে হইবে না। এই পৃথিবী ত্রিবিধ দুঃখে পরিপূর্ণ, ইহা চিরদিনের আবাসস্থলী নহে—ইহা প্রদর্শনের জন্য ও চেতনানন্দপরিপূর্ণ নিত্যধামের পরিচয় অভিব্যক্ত করাইবার জন্য তিনি তাঁহার নিজজনগণকে এই প্রপঞ্চে রাখিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, জগতে দুঃখ রাখিয়া অন্যায় করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। জগতে দুঃখই শ্রীভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। দুঃখের অভ্যন্তরে এমন এক পরমোপাদেয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার দ্বারা আমাদের পরমমঙ্গল হইতে পারে।

যদি আমরা ভগবানের যে-কিছু বিধান ভগবানের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমাদের অনুষ্ঠিত দুর্ভাগ্যাদির আলোচনা করি, 'তাঁহার ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হউক' ইহা মনে-মুখে এক করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ-দুঃখাদি মস্তকে ধারণ করি, তাহা হইলে আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া এজগতে সর্ব্বদা হরিসেবাপর থাকিতে পারিব। এই-প্রকার মুক্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার মুক্তিবাঞ্ছা আমাদের হৃদয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে উদিত হওয়া উচিত নহে। ভগবানের বিধান সর্ব্বদাই মঙ্গলের হেতু—আমাদের শোধনের জন্য। বিবেকিগণ সকলেই অবগত আছেন যে, ভগবদানুগত্য ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের পথ নাই। ভগবদ্বিমুখতা নষ্ট করিবার জন্য দুঃখ ও ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রিয়সুখ সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা সুখ-দুঃখ উভয় বিধানকেই ভগবানের কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিব, তখন হইতেই আমাদের মঙ্গল উদিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধা শক্তি—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা বা মহামায়াশক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি। স্বরূপশক্তির উপাসক শাক্তগণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শাক্তগণই হরিভজন করতে পারেন। শাক্ত না হ'লে কখনও হরিভজন হয় না। যাঁ'রা শক্তিবিরোধী, তাঁ'রা কখনও বৈষ্ণব ন'ন অর্থাৎ যাঁ'রা নিঃশক্তিক ব্রহ্মের উপাসকাভিমানী বা মায়াবাদী তাঁ'রা বৈষ্ণব ন'ন। বৈষ্ণব-মাত্রেই ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসক শাক্ত; বিদ্ধশাক্ত নহেন—শুদ্ধশাক্ত। যে শক্তিকে উপাসনা ক'রে, গান ক'রে ত্রাণ লাভ করা যায়, তাহাই গায়ত্রী-শক্তি। বৈষ্ণব সেই শক্তির উপাসক।

মায়াবাদিগণ বলেন,—"ব্রহ্মবস্তু নিঃশক্তিক।" অশুদ্ধ শাক্তগণ বলেন,—"আমরা শক্তিকে ধার ক'রে নিয়ে বরং 'দেবী' প্রভৃতি অনিত্য নায়কগণ কল্পনা ক'রে আমাদের ভোগোপকরণ-সরবরাহকারী [illegible] খাড়া কর্‌ছি!" কিন্তু শুদ্ধশাক্তগণ বলেন, "শক্তিমানেরই শক্তি, সেই শক্তি নিত্যা, অপ্রতিহতা।" অশুদ্ধ শাক্তগণের অশুদ্ধা বুদ্ধির নিকট শক্তিমানের শক্তি বিমুখমোহিনী-রূপে শক্তিমান্ হ'তে তাঁ'দের আবরণ ও বিক্ষেপ করে, আর বিশুদ্ধ শাক্তগণের সেবোন্মুখী বুদ্ধির নিকট শক্তিমানের শক্তি উন্মুখ-পালনীরূপে শক্তিমানের সেবায় বিচিত্র বিলাসসাধন ক'রে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের দুইটি অঙ্গ—একটি বাহিরের অঙ্গ, আর একটি ভিতরের অঙ্গ। তাঁ'র বাহিরঙ্গের যে শক্তি, তা'তে অশুদ্ধ শাক্তগণ মোহিত হ'ন। আর বিশুদ্ধ শাক্তগণ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্যকাল উপাসনা করেন। শক্তিমানের বাহ্য-অঙ্গের শক্তিতে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বর্দ্ধিত হ'চ্ছে। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—অনিত্যা; আর অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—নিত্যা। অন্তরঙ্গা শক্তি অনর্থমুক্ত শুদ্ধ শাক্তগণের আরাধ্যা। অন্তরঙ্গা শক্তির অর্থ যোগমায়া, আর বহিরঙ্গা শক্তির অর্থ বিয়োগমায়া। জগতের প্রায় সকল লোকই বিয়োগমায়ার উপাসনায় প্রমত্ত; কারণ, সেই মায়া আপাতপ্রেয়কেই 'অর্থ' ব'লে ভ্রান্তি করায়। 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন'; দেহ ও মনের প্রয়োজন—অনেক লোকের অনেক প্রকার, সর্ব্বাধিকারী আত্মার প্রয়োজন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। যোগমায়া সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সর্ব্বজীবের আত্মাকে যুক্ত ক'রে দেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চরণ আশ্রয় ক'র্লে শ্রীকৃষ্ণ সহজপ্রাপ্য হন।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্ব্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ২১ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৯ . ২৫শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৯ই জানুয়ারী খৃঃ ১৯৪৬. বুধবার }.১৯৭-২০০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ নারায়ণ হ্রাপু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

ভক্তিই ভজন। অনুকূল সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করার নাম ভজন। প্রীতি না থাকিলে ভজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। প্রীতিহীন ভজন ক্ষুধাবিহীন ভোজনের ন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি ভক্তি। ভক্তি কৃষ্ণসুখবিধায়িনী শ্রীকৃষ্ণসুখবল্লভা—সতীশিরোমণি। তিনি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গিনী। তিনি বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও সঙ্গ করেন না। শ্রীভক্তিদেবীর কৃপা হইলে অপরে সৎসঙ্গ বা কৃষ্ণসঙ্গের সৌভাগ্য পায়। ভক্তি কৃষ্ণাকর্ষিণী ও কৃষ্ণবশকারিণী। ভক্তি ভগবান্‌কে দেখায়—জীবকে ভগবানের কাছে লইয়া যায়। একমাত্র ভক্তিবলে জীব শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারে। ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজবস্তু ইন্দ্রিয়ের অধীন হয় একমাত্র ভক্তিবলে। ভক্তি বা প্রীতি ভগবানের সহিত যোগসূত্র। ভক্তি না হইলে ভক্ত হয় না। ভক্ত ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট, অভক্ত মায়ার প্রতি আকৃষ্ট। ভক্ত সেবোন্মুখী আর অভক্ত ভোগোন্মুখী। ভক্তি চুম্বকের ন্যায় ভক্তকে আকর্ষণ করে ও নিজে আকৃষ্ট হয়।

আমরা বর্ত্তমানে মায়াকবলিত। মায়া-কবলিত হইয়া মায়ার শৃঙ্খল গলায় পরিয়াছি। সেইজন্য মায়ার সেবায় তৎপর—মায়ার ইন্দ্রিয়তর্পণে সতচেষ্টাবিশিষ্ট। এই মায়ার হস্ত হইতে নিজের চেষ্টায় উদ্ধার পাওয়া যায় না। নিজের চেষ্টায় পরিত্রাণ পাইতে গেলে অধিকতরভাবে তাহার জালে আবদ্ধ হইতে হয়। মায়া শ্রীকৃষ্ণেরই বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তি অথবা শ্রীকৃষ্ণভক্তের শক্তি ব্যতীত এই মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ পাওয়া যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥"

আমার এই গুণময়ী দুরন্ত মায়ার হস্ত হইতে কেহ নিজচেষ্টায় রক্ষা পাইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে আমাতে শরণাপন্ন, তিনিই আমা কর্ত্তৃক উদ্ধার লাভ পাইতে পারেন। মায়াক্রান্তজীব সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুর সম্পূর্ণ আনুগত্যে গুরুসেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে পারেন। শরণাগতিই ভজনের মূল। এই মূলকে উচ্ছেদ করিয়া অর্থাৎ অশরণাগত থাকিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। আনুগত্য বা শরণাগতিই ভক্তির প্রাণ। দৈন্য ও অকিঞ্চনতা না থাকিলে শরণাগত হওয়া যায় না। ভক্তই শরণাগত। ভক্তই অকিঞ্চন। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে চিরবিক্রীত। শরণাগতভক্ত—ভক্তই সুখী। কেবল ভক্তই ভগবান্‌কে সুখ দিতে পারে অর্থাৎ তাঁহার ভজন করিতে পারে। নিজে প্রথমে সুখী না হইলে অপরকে সুখ দেওয়া যায় না। ভক্ত নিজে সুখী হওয়ায় ভগবানের সুখে তৎপর। ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি-কামনা সবই দুঃখকর। তাহাতে ভগবানের চিরিন্দ্রিয়তর্পণের কোন কথা নাই। ভক্ত মোক্ষকামনাকে নরকতুল্য জ্ঞান করেন।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের বলবিক্রমের প্রতি ভরসা থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ শরণাগত হইতে পারে না। সুতরাং দীনতা সরলতা, দৃঢ়তা, অকুটিলতা বা নিষ্কপটতা না থাকিলে কিছুই হইবে না। দীনই সরল। দীনের আনুগত্যই ভূষণ। আনুগত্য বা সেবাই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ। কায়িক, বাচিক, মানসিক— এই ত্রিবিধ আনুগত্য। এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। আনুগত্য-বিহীন সেবা হয় না, তাহা দাম্ভিকতা। আনুগত্যহীনের দম্ভের অভিমান—কর্ত্তৃত্বের অভিমান প্রবল। যেখানে আনুগত্য, সেইখানেই সেবোন্মুখতা। যিনি শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া নিজ হরিভজনের প্রয়াস করে, তাহার মায়ার ভজনের প্রয়াস মাত্র। তাঁহাদের আনুগত্য বাদ দিয়া দিলে নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া যায়। কর্ত্তৃত্বাভিমানে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহা কাম। তাহার দ্বারা প্রভুর সুখ হয় না অনুগতের দাসাভিমান প্রবল। তাঁহার প্রভু যাহা করান, তাহাই সে করে। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব যাহা তাঁহাদের দাস কর্ত্তৃক করান তাহাই তাঁহাদের সুখ দেয়। তাহাতে সেব্যবস্তুর সুখ বেশী হয় এবং সেবকেরও পরম মঙ্গল হয়। ইহাই সেবকের শ্রেষ্ঠ ভজন। এইরূপ ভজনকারীর ভজনাঙ্গগুলি সাধুরূপে সাধিত হয়। ভজনের মূলে শরণাগতি না থাকিলে সব ভজনাঙ্গ কর্ম্মাঙ্গ হইয়া পড়ে। আমাদের এই বদ্ধাবস্থায় অনুক্ষণ আনুগত্য না থাকিলে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। ভক্তি না হইলে ভক্ত্যঙ্গগুলি যাজন হয় না। ভক্তিবিহীন ভজনাঙ্গ-যাজন অন্ধকারে হাতড়ান মাত্র। ভক্তি লাভ হয় একমাত্র সাধুগুরুকৃপায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

সাধুগুরু কৃপাপূর্ব্বক যাহাকে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন, তিনিই প্রবেশ করিতে পারে অপরে পারে না। তাঁহারা অনুগত সেবককেই সাধারণতঃ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার দেন। নিজের বুদ্ধিবিচারে পাণ্ডিত্য দ্বারা কোন প্রকারে ভক্তির দ্বারে যাওয়া যায় না।

ভক্তিতে দাসাভিমান প্রবল। ভক্তিতে সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ হয় সাধুগুরুকৃষ্ণের সহিত। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধী। সম্বন্ধ হয় অভিমানে। এই সম্বন্ধ করান শ্রীগুরুদেব। আমাদের স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটী সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমরা সেই সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া মায়াদেবী তাহার কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি' গেল। অতএব মায়া তার গলায় বাঁধিল।" শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইলে আর ভয় থাকে না। তখন জীব আর কাহারও নয়, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের। শ্রীকৃষ্ণের হইলে কৃষ্ণই রক্ষা ও পালন করেন। প্রভু দাসকে রক্ষা ও পালন করিবেনই। রক্ষার ভার ও পালনের ভার শ্রীকৃষ্ণের।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

জীবের দুর্গতি

——::(::●::)::——

শ্রীকৃষ্ণ হইতেই চেতন জীবজগৎ ও অচেতন জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কুজন পুত্রের যেরূপ জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্ব্বাকর্ষক অর্থাৎ আকর্ষ-চেতন জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্ত্তব্য। যেসকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া সর্ব্বলোক পিতামহ পদ্মযোনির জনক মূল-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুত্রস্থানীয় জীব নানাপ্রকার সংসারক্লেশ লাভ করে। তাদৃশ অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মোল্লঙ্ঘনকারী অপরাধী পুত্ররূপ-জীবগণের দণ্ডস্বরূপ সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপের ব্যবস্থা আছে।

ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ ও বিস্মৃত জীবসকল জন্ম-মৃত্যু-গর্ভবাসাদিবেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাসকালে নানাবিধ যাতনা ভোগ করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ মাতৃগর্ভে বাসহেতু কোন ঘৃণা বা ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদিচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্ব্বেও তিনি গর্ভবাস-ক্লেশাদি হতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্মমরণের কোনপ্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না, সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে উপদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে॥"

কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্ম্মুখ জীবের দুর্গতিসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ॥
কটু, অম্ল, লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি' খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত-পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে॥
কোন জন্মে পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয়॥
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাতমাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখনে সে স্মরিয়া করয়ে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
"রক্ষ, কৃষ্ণ! জগৎ জনের প্রাণনাথ!
তোমা বই দুঃখ জীব নিবেদিবে কা'ত॥
যে বয়রে বন্দী, প্রভু ছাড়ায় সে-ই সে।
সহজ মৃত্যু রে, প্রভু! মায়া কর, কিসে॥
মিথ্যা ধনপুত্ররসে গোঙাইনু জনম।
না ভজিনু তোর দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র পোষণ কৈনু অশেষ বিধমে।
কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
এখন এ-দুঃখে মোর কে করিবে পার?
তুমি সে এখন বন্ধু করহ উদ্ধার॥
এতেক জানিনু, সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ! তোর লইনু শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎ-পথে প্রমত্ত হইয়া॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলা ত' এবে কৃপা কর, মহাশয়॥
এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি না মরি॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ প্রভু, কোটি কোটি জন্ম।
পাইনু বিস্তর, প্রভু! সব—মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ বিপদ প্রভু, রক্ষ বারে বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব-দুঃখ-পার॥
হেন কর' কৃষ্ণ এবে দাস্যযোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু, না চাহিমু আর॥"
এইমত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন অনিচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে, দুঃখসাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধিজ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সেই ভাগ্যবান্॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুনঃ সেইমত মায়া-পাশে ডুবি' মরে॥"

গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ প্রভৃতি যেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহসংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ত্ত-মধ্যেই বাস করে। ঐ গর্ভমধ্যে তাহার দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকলাপের স্মৃতি উদিত হয়। তখন সে শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে সুতরাং এরূপ অবস্থায় সে কিরূপ সুখ লাভ করিতে পারে? এইরূপে জীব যখন সপ্তম মাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসবকারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সহোদরতুল্য বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থান করে না। তখন দেহাত্মদর্শী জীব পুনরায় গর্ভবাসযন্ত্রণার ভয়ে ভীত হইয়া সপ্তধাতুর দ্বারা বদ্ধাবস্থায়ই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ব্যাকুলচিত্তে যে প্রভু এই মাতৃগর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে। জীব বলিতে থাকে,—

'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করেন এবং যে ভগবান্ আমার ন্যায় অসদ্ব্যক্তির অনুরূপ এই গতিবিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতলস্পর্শী অভয় পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম। যে 'আমি' জননী-জঠরে দেহাকার-পরিণত মায়াকে আশ্রয় পূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা আবৃতস্বরূপ বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি এবং ভগবান্ যিনি অন্তর্যামী স্বরূপে আমার সহিত এইস্থানে বাস করিতেছেন, সেই 'আমাতে' ও 'ভগবানে' বিশেষ ভেদ আছে, ভগবান্—স্থূল ও লিঙ্গ উপাধিরহিত অর্থাৎ তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ। আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে। তিনি আমার শরণ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি। আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া আমার যাহা আপাত দুঃখ বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ আমার নিত্যস্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত অসম্পৃক্ত; সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব কিন্তু ভগবানের মহিমা এই শরীর যোগেও কুণ্ঠিত হয় না, অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টি-জীব-হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করায় তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ কোন বিকার বা মায়া সংস্পর্শ লাভ করেন না; কিম্বা মায়িক জীবের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ দেহীতে কখনও ভেদ হয় না; কারণ, তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু! তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ। আমি সেই আদি পুরুষের বন্দনা করি। যাঁহার মায়ার দ্বারা জীব জ্ঞান ও পূর্ব্ব স্মৃতি হারাইয়া গুণকর্ম্ম নিবিড় এই বিকৃত সংসার-পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই জীব পুনর্ব্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞানদান করিতে আর কেই-ই বা সমর্থ হইবেন! পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা-রূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব কর্ম্মফলে বদ্ধজীব পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপজ্বালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজন করি। হে ভগবান্ আমি রক্ত, মল ও মূত্রপূর্ণ কূপস্বরূপ মাতৃগর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার জঠরানল দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি। এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত মাস গণনা করিতেছি,—ভগবান্ কবে আমায় এই স্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন।

এইরূপ দশ মাস বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন শ্রীভগবানের স্তব করিতে থাকে, তখনই প্রসবের কারণীভূত বায়ু তাহাকে অধোমুখ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য প্রেরণ করে। সেই জীব প্রসববায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়, এবং সেই মুহূর্ত্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে। সেইসময় তাহার শ্বাসরুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর ঐ জীব রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া পুরীষজন্য কৃমির ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং দিব্য জ্ঞানাপ্রাপ্তিহেতু পূর্ব্বজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করিতে থাকে। যাহারা পরের অভিপ্রায় জানে না, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সেই নবপ্রসূত শিশু প্রতিপালিত হয়। সুতরাং শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্যোপলব্ধিতে অসমর্থ সেই প্রতিপালক ঐ শিশুর ক্রন্দনকালে উহাকে তাহার অনভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেও (অর্থাৎ স্তন্যের জন্য ক্রন্দন করিলে, শিশুর উদর ব্যথা কল্পনা করিয়া নিম্বরস প্রদান এবং শিশু প্রকৃতপক্ষে উদর ব্যথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে ঔষধদানের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ দান করিলেও) সেই শিশু তাহা প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। শিশুর প্রতিপালক তাহাকে অপবিত্র শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখে। শিশুর স্বেদজাত কীটসমূহ উহার গাত্রে দংশন করিতে থাকিলেও শিশু স্বীয় শরীর কণ্ডুয়ন বা শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না। বৃহৎ বৃহৎ কৃমিকুলে যেরূপ ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন করে, তদ্রূপ দংশ, মশক মৎকুণাদি শিশুর কোমল শরীর পাইয়া দংশন করে। শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালীন জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোন প্রতীকারের উপায়

করিতে সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা অনুভব ও ক্রন্দন করে। এইরূপ পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ক্লেশসমূহ ভোগ করিয়া পরে পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অনুভব করে। অতঃপর সে যৌবনদশায় উপনীত হয়, তখন অভিলষিত বস্তুসমূহ লাভ করিতে না পারিয়া অজ্ঞানবশতঃ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং শোকাভিভূত হয়। তাহার শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে দেহাত্মাভিমানও বৃদ্ধি পায়। তখন ঐ কামি জীব, কামের অপূরণে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তদ্বারা অভিভূত হইয়া নিজবিনাশের নিমিত্ত অন্যকামিগণের সহিত বিরোধ করে। মূঢ় মন্দবুদ্ধি জীব পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত দেহে পুনঃ পুনঃ 'আমি' ও আমার—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। যে দেহ অবস্থা ও কর্ম্মদ্বারা জীবের বন্ধন হেতুভূত হইয়া জীবকে ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক জন্মে জন্মে জীবের অনুগমন করে, মূঢ় দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কর্ম্মবদ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে।'

যে-কাল পর্য্যন্ত জীব শ্রীভগবানের অভয় শ্রীপাদপদ্ম বরণ না করে, সেইকাল পর্য্যন্ত তাহার অর্থ, দেহ, আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদ্বর্গ পাছে বিনষ্ট হয় তজ্জন্য ভয়, উহাদের বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য স্পৃহা, তদনন্তর পরাজয়, তথাপি উহাদের জন্য বিপুল লালসা, পুনরায় কোন প্রকারে প্রাপ্ত হইলে অন্যায়বশতঃ 'আমি' ও 'আমার'—এইরূপ জড়াসক্তি বর্ত্তমান থাকে, ইহাই সংসারের মূল কারণ।

যেস্থানে শ্রীহরিকথামৃত-কল্লোলিনী প্রবাহিতা হয় না, সেস্থানে সেই শ্রীহরিকথামৃত প্রবাহিনীর আশ্রিত সাধুগণ অবস্থান করেন না, যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বাদ্যাদিমহোৎসবময়ী যজ্ঞেশ্বরের পূজা নাই, সেইস্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়-যোগ্য নহে। সকল বেদের ইহাই একমাত্র সারকথা যে, নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতি থাকিলে জীবের কখনও কোন প্রকার অমঙ্গল থাকে না বা উপস্থিত হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন কর্ম্মফলে নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়াও যদি ভগবৎস্মৃতি নিরন্তর জাগরূক থাকে, তাহা হইলেই সর্ব্বোত্তম মঙ্গল হয়।

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কালক্ষোভধর্ম্ম জন্ম-স্থিতিভঙ্গের অধীন নহেন। ভগবদ্ভক্ত কাল-প্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না; ভক্তিময় জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবা করেন। দেবগণেরও প্রভু কালের জন্মস্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবল চক্র তাঁহার ভক্তিপ্রভাব দেখিয়া ভীত হন। ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণ-বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবকে নানা-যোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত চিন্ময় আত্মবৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কাল-চক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; দাসের ন্যায় উহা তাঁহার অনুগমন করে।

"অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥
এতেক ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ ক'রে।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ ভাই, মুখে বল হরি ॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান ॥
যাহার চরণে দূর্ব্বাজল দিলে মাত্র।
কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দনচরণ ॥
পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল যে স্মরণে।
চলিলা বৈকুণ্ঠ ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥
যাঁহার চরণ সেবি' শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥
অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণপায় ॥
যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বলি, 'কৃষ্ণে দেহ মন' ॥"

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যমনস্ক হইলে মায়া প্রবেশ করিবে। সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা নাই। সেবক সর্ব্বদা সতর্ক। সেবক সর্ব্বদাই তাঁহার প্রভুর আজ্ঞা করিবেন তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। একটুকু অন্যমনস্ক হইলে প্রভুর সেবার বিঘ্ন ও প্রভুর সন্তোষ উৎপাদনে বাধা উপস্থিত হয়। সেইজন্যই সেবকের ধর্ম্মে অন্যমনস্কতা বা বিক্ষেপ নাই। নিজের দেহগেহাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিলে সেবা করা যায় না। সেবকের দেহগেহস্মৃতি নাই; তিনি সর্ব্বদাই তন্ময়। সেবক সেবাচিন্তায় তন্ময় হইয়া আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যান।

সম্বন্ধটি ঠিক রাখিয়া যদি গুরুবর্গের ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশান যায়, তাহা হইলে সবই মঙ্গল। সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে কিছু হয় না। আগুন জল হইয়া যায়, বিষ নির্ব্বিষ হয়, যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে। বিষ সকলকে জ্বালা দেয়, কিন্তু মহেশ্বরের নিকট তাহার ক্ষমতা নাই। এইজন্যই সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। "গুরুবর্গ আমার আমি তাঁহাদের"—এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হইলে তবেই কল্যাণ হইবে। গুরুবর্গ কৃপার মূর্ত্তি; আমি যদি তাঁহাদিগকে না ঠকাই, তাঁহাদের সহিত সরল প্রীতিময় ব্যবহার করি, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। এ জন্মেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে হইবে। তজ্জন্য আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আকুল ক্রন্দন হউক। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইয়া অনুক্ষণ কৃপার জন্য ক্রন্দন করিলে তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন। অকিঞ্চন কাঙ্গালের প্রতি তাঁহাদের অধিক দয়া। সর্ব্বক্ষণ দীন কাঙ্গাল হইয়া কাঁদিতে হইবে।

স্বতন্ত্রভাবে ইন্দ্রিয় চালনার নাম আধ্যক্ষিকতা বা পুরুষাভিমান। পুরুষাভিমান ছাড়িয়া আত্মনিবেদন করিতে হইবে। প্রভুর ইচ্ছায় সর্ব্বক্ষণ চালিত হইতে হইবে। প্রভুর যাহা ইচ্ছা সেইরূপভাবে চলার নামই সেবা। নিজের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা রাখিতে হইবে না। আমাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারা প্রভু সুখী হন না, প্রভুর ইচ্ছাকৃত কার্য্যের দ্বারাই প্রভু সুখী হন। প্রভু যেভাবে চলিতে বলেন, সেইভাবেই চলিব—এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে তিনিই শক্তিসামর্থ্য দিবেন। 'প্রভুর মান'—একথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে।

দূর হইতেও সাধুগুরুর সঙ্গ হয় যদি প্রীতি থাকে। অপরাপর আদর্শ সর্ব্বক্ষণ চোখের সামনে রাখিতে হইবে। আদর্শ না থাকিলেই ঠকিতে হইবে। পরজগৎ হইতে আগত অর্থাৎ এজগৎ হইতে পরজগতে অভিযানকারী সাধুর সঙ্গ অনুক্ষণ করিতে হইবে। এজগতের কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব বা শত্রুতাব রাখিতে হইবে না, এজগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হইতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ হরিদেবের কথার মধ্যে থাকিতে হইবে। প্রভুর প্রিয়জনকে ভালবাসিতেই হইবে। নতুবা প্রভু সুখী হইবেন না। প্রভুর প্রিয়জনের প্রীতি প্রীত দেখিলে প্রভু প্রীত হন। প্রতিকূল স্থান ত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রিয়স্থানে বাস করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন, ইহা দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে। যত দেরী বাড়িবে, ততই কৃপা পাওয়া যাইবেই—আজ কিংবা দুদিন পরে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে আমার দিক হইতে যেন স্বেচ্ছাকৃত কোন ত্রুটী না হয়। কেবল কৃপার প্রার্থী ছাড়া আর অন্য কোন কিছুর প্রার্থী হইতে হইবে না।

সর্ব্বস্ব চাহিতে হয়। আংশিক পাইয়া বা চাহিয়া সন্তুষ্ট হইতে নাই। সর্ব্বস্ব পাইতে গেলে আবার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ অনেক পরীক্ষা করিবেন, তীব্র দুঃখ দিবেন। সত্য সত্যই তাঁহাকে চাই কিনা পরীক্ষা করিয়া লইবেন, সেজন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একটা জেদ থাকা চাই যে, এই জন্মেই পাইতে হইবে।

যদি আমরা দাম্ভিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবানকে যেপ্রকার ভক্তি করিতে চাই, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপরাধী হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল। ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজায় অনাদর প্রদর্শন করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা হইবে—ভক্তিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া সমস্ত অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ। তাঁহার সকল ব্যবহার আদরের। আমাদের অমঙ্গলাস্পদ হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগগণের অনুগমন করিতে পারি। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃপরতঃ আসিয়া যায় তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিতে পারিব। এখানে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই না। ভগবানকে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন।

প্রাক্তন কর্ম্মবাসনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত স্থির হইতে পারে না। আরোহ-বাদিগণের কৃত্রিম যোগ, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের যে স্থৈর্য্য বিধানের চেষ্টা করে, তাহাতে চিত্তের আত্যন্তিক স্থৈর্য্য লাভ হয় না। হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও হরিলীলা আলোচনায় দ্বারা যে স্বাভাবিক স্থৈর্য্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের চিত্ত বশীভূত হইতে পারে। হউক না কেন চিত্ত স্বভাবে অস্থির, যদি হরিপাদপদ্মসেবার জন্য চিত্তের সেই গতি থাকে, তাহা হইলে চিত্ত কোথায় যাইবে? হরিসেবার জন্য সমস্ত কামনা, হরিসেবার জন্য লৌল্যই চিত্তের প্রকৃত স্থৈর্য্য।

বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপা। ক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবানকে পাইবার লোভ জন্মে। তখন গুরুচরিত্র ভক্ত গুরুচরণ আশ্রয় করত ভজনশিক্ষা করিতে হয়। ভজনবলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।

জল-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ গৌর-গোসাঞি ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপঞ্চিক মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই প্রকার শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সংসারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে সমীভূত না হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্‌বিগ্রহবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—::(:●:)::—

খাদ্য শস্যের লাইসেন্সধারিগণের প্রতি সরকারী বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ অবগত হইয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণাদেশ আইন অনুযায়ী যাহারা লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ লাইসেন্স সূত্রে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ করার জন্য যে সমস্ত গুদাম ব্যবহার করিতেছেন, অথবা ব্যবহার করার ইচ্ছা করেন, তাহার ঠিকানা লাইসেন্স বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট রেজেষ্টারী করেন নাই এবং ১৯৪৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের ৫২৮ ঐফ, জি, নং ও ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টম্বর তারিখের ৯৪৩ এস, জি, নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গুদামের ঠিকানা অথবা তালিকায় কোন পরিবর্তন ঘটিলে তাহা জানাইতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও জানান নাই। লাইসেন্সধারিগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং আইন অমান্যকারী ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হবে। যাহারা এখনও লাইসেন্স বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট তাহাদের গুদামের ঠিকানা রেজিষ্টারী করেন নাই, অথবা ঐ ঠিকানা পরিবর্তনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন নাই, তাহাদিগকে ১৯৪৫ সালের মধ্যেই উহা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আনি দু,আনির ধাতু

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ, অদ্ধআনা, একআনা ও দুইআনা মুদ্রাগুলি যুদ্ধকালের প্রয়োজন অনুযায়ী পিতল নিকেল মিশ্রিত ধাতুর সাহায্যে তৈয়ার করা হইয়াছিল। এইগুলি কাজের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয় বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তামা ও নিকেল মিশ্রিত ধাতু দিয়া এগুলি তৈয়ার করিবেন স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে যে একআনি ও দু'আনির চল ছিল তাহা এই তামা ও নিকেল মিশ্র ধাতু দিয়াই তৈয়ার করা হইত।

বর্তমানের চলতি এক পয়সার কোনও পরিবর্তন করা হইবে না এবং যে সকল পিতল ও নিকেল মিশ্র ধাতুর আনি, দু'আনি ও ডবল পয়সা বাজারে চলতি আছে তাহাদের মূল্যেরও কম বেশী হইবে না।

বাঙলায় চীনাবাদামের চাষ

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ৮৩,৬৮৮ টাকা ব্যয়ে বাঙলায় চীনাবাদাম চাষের প্রসার সাধন জন্য প্রথম দফায় একটি ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিগত আগষ্ট মাসে, ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত খাদ্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে যে সুপারিশ করা হইয়াছে তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ঢাকা জেলার ৩টি কেন্দ্র এবং ময়মনসিংহ জেলায় ২টি কেন্দ্র করিয়া ঢাকা সার্কেলে প্রথমত এই কাজ করা হইবে। এই ৪টি কেন্দ্রে ভাল জাতের চীনাবাদামের বীজ বেশী করিয়া বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ টন উৎপন্ন হয়। বাঙলায় প্রায় ৩,০০০ একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। উৎপন্নের পরিমাণ নগণ্য।

নৈহাটী সংবাদ

গত ৩১শে ডিসেম্বর—প্রকাশ নৈহাটী রেল পাড়ে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে কে বা কাহারা খুন করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। পুলিশ সন্ধান পাইয়া তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ভুট্টার ভিতরে ভিটামিনের সন্ধান
ভারতীয় গবেষণা ভাণ্ডারে সাহায্য

শাকশব্জি ও তরিতরকারীর মধ্যে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়; ঐ ভিটামিনের মূল হইল এক রকম হলুদ রঙের জিনিষ, তাহাকে বলা হয় ক্যারোটিনয়ড রঙ। অনেক তরিতরকারীতে এই রঙী পদার্থটি থাকে এবং খাইবার পরে শরীরের মধ্যে তাহা ভিটামিন 'এ' রূপে পরিবর্তিত হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ফলে সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে ভুট্টার ভিতরে ঐ রকম ক্যারোটিনয়ড রঙ আছে এবং তাহাদের শতকরা ৪২ অংশে ভিটামিন 'এ' আছে। সুতরাং ভুট্টা খাইলে শরীরে ভিটামিন 'এ' যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। ভারতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার এই গবেষণার ব্যয় বহন করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৩০শ বর্ষ } ২৪ নারায়ণ, গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২৮শে পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২,; ১৩ই জানুয়ারী খৃঃ ১৯৪৬, শনিবার } ২০১-২০৫শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ নারায়ণ অব্দের ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

প্রত্যেক জীবহৃদয়েই ভগবান্ আছেন। ভগবানের কৃপাতেই ভগবানকে হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কারণার্ণবশায়ী অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, আর ক্ষীরোদশায়ী প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী। গর্ভোদশায়ী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তরূপ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক-একরূপে আছেন, আর ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আছেন। তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ও গুণাবতার উভয়ই। যিনি সর্ব্বত্র আছেন। তাঁহাকে হৃদয়স্থিত অনুভব করিতে পারিলে আর হৃদয়জাত কাম থাকে না। সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন হওয়া দরকার। উহাই প্রকৃত সেবাভূমিকা। সেবাবিগ্রহের সহিত সম্বন্ধ না হইলে সেবা হয় না। যতক্ষণ আকার-দর্শন আছে, ততক্ষণ ভয় আছে। যেখানে আকার দর্শন নাই, সেখানে ভয় নাই। জড়জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভোগ্য বা ভোগ্য। তবে উহা কৃষ্ণের ভোগ্য, জীবের নহে। যেখানে পুরুষাভিমান সেখানেই আকারদর্শন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম শ্রীনাম আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রকাশ না করিতেছেন, ততক্ষণ এই হেয় পুরুষাভিমান যায় না। কামদেবের কামতৃপ্তির জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা না হইলে প্রাকৃত কাম দূরীভূত হইবে না। দাসাভিমান ব্যতীত যাবতীয় জড়াভিমানই পুরুষাভিমান। আকারদর্শন বা দ্বৈতজ্ঞান গেলে যোষিদ্-দর্শন হইতে ছুটি পাওয়া যাইবে। 'গুরুবর্গ আমার, আমি তাঁহাদের'—এই সম্বন্ধটি দৃঢ় হইলেই মঙ্গল হইবে। তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা বা সমাধান তাঁহারা করিয়া দিবেন। অকিঞ্চন বা কাঙ্গাল হইলে তাঁহারা অবশ্য কৃপা করিবেন। সম্পূর্ণ শরণাগত হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে সব দিতে হইবে, কিছু রাখিয়া দিলে চলিবে না। সর্ব্বক্ষণ সম্বন্ধযুক্ত থাকিতে হইবে। যদি সম্বন্ধ ঠিক থাকে, তাহা হইলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। যাঁহার জিনিষ, তিনিই রক্ষা করিবেন—যদি তিনি পান।

ভোগের চিন্তা, ভোগের প্রতি আসক্তি ও ভোগের প্রতি অভিনিবেশই ভয়ের মূল। এই ভোগ্যাসক্তিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। দ্বিতীয়াভিনিবেশের মূল অবিদ্যা বা মায়া। যাঁহার ভোগ্য আছে, তাঁহার ভয় আছেই। যাঁহার সেব্য বা প্রভু আছে, তাঁহার ভয় নাই। 'অভয়ের আমি'র ভয় নাই। অভয়ের প্রতি অভিনিবেশ না হইলে ভয়ের চিন্তা আসে। অভয়াশ্রিত ব্যক্তিই নির্ভয়। ভক্ত অভয়াশ্রিত বলিয়া নির্ভয়, আর সকলেই ভয়াক্রান্ত। যেখানে স্বসুখবাঞ্ছা, সেখানেই ভয়, আর যেখানে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা, সেখানে অভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। যেখানে ভয় সেখানে ভক্তি নাই। ভক্তিতে ভয় নাই। আশ্রিত ভীত নহেন, নিরাশ্রিতই ভয়গ্রস্ত। 'গুরুর আমি'-অভিমান না হইলে ভয় কিছুতেই যাইবে না। গুরুদেবভাত্মার ভয় নাই। এতদ্ব্যতীত সকলেই অবিরত ভীত ও সন্ত্রস্ত। সাধু, গুরু, শাস্ত্র, ভগবান্ ইঁহারা অভয়। ইঁহাদের প্রতি যেখানে বিশ্বাস, সেখানে ভয় থাকিতে পারে না। যেখানে ভয়, সেইখানেই সংশয়; যেখানে সংশয়, সেইখানেই ভয়। সংশয়াত্মা সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত ও ভীত। সংশয়াত্মাকে বিশ্বাস করা যায় না। শরণাগতই বিশ্বাসযোগ্য। সংশয়াত্মা দাম্ভিক। তাহার দাম্ভিকতা বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও সে প্রচ্ছন্ন দাম্ভিক। সংশয়াত্মা বাহিরে আনুগত্যের অভিনয় করে, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে সে অনুগত নহে। তাহার যোগ-জানা মাপিয়া লইবার বুদ্ধি আছে। যাহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে অধোক্ষজ বলিয়া অন্তরে তাহা অবিশ্বাস করে, তাহারাই সংশয়াত্মা। সংশয়াত্মা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। সংশয়াত্মার লক্ষণ এই যে, তাহার যত কিছু সংশয় সমস্তই সাধুগুরু ও তাঁহাদের বাণীর প্রতি। সংশয়াত্মার নিজের প্রতি সংশয় নাই। নিজের প্রতি তাহার খুব বিশ্বাস আছে। নিজেকে সে বদ্ধজীব বলিয়া জানে। বদ্ধজীবের ধারণা প্রাকৃত, দর্শন অসম্পূর্ণ, বদ্ধজীবের বিচার ভ্রমপূর্ণ—সে সমস্তই স্বীকার করে; কিন্তু স্বীকার করিয়াও নিজের প্রতি তাহার অন্ধবিশ্বাস।

সংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাসু এক নহে। জিজ্ঞাসু শরণাগত; সংশয়াত্মা স্বতন্ত্র। জিজ্ঞাসু প্রথমমুখে সাধুগুরুর প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও সেবিষয়ে তাঁহার অকপট যত্ন ও আত্মজিজ্ঞাসা আছে। সাধুগুরুর কৃপায় তাঁহার মঙ্গল হইবে—এ বিশ্বাস তাঁহার আছে। সাধুগুরুর সবই ভাল, আমার দর্শনই দোষদুষ্ট—ইহাই তাঁহার বিচার। জিজ্ঞাসু মাপিয়া লইতে চাহেন না তিনি সাধুগুরুর প্রত্যেক কার্য্যের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংশয়াত্মা মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই প্রবল। জিজ্ঞাসু কপটী নহে; কিন্তু সংশয়াত্মা কপটী ও কুটিল। জিজ্ঞাসু উন্মুখ। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সন্দেহবাদী হইয়া যে প্রশ্ন, তাহা পরিপ্রশ্ন নহে। পরিপ্রশ্নের পূর্ব্বে প্রণিপাত এবং পরে সেবা থাকিবে।

ভোগবুদ্ধি বা প্রভুত্ব করিবার বুদ্ধি যাঁহার সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, তিনিই অকিঞ্চন। অকিঞ্চনতার পূর্ণ বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। আমার কর্ত্তৃত্বাধীন কোন বস্তু আছে, এই অভিমান থাকিলে অকিঞ্চনতা থাকে না। 'কৃষ্ণভোগ্য' অভিমানই অকিঞ্চন ও শরণাগতের লক্ষণ। এই অভিমান যত প্রবল হইবে, তত পুরুষাভিমান কমিয়া যাইবে। ভক্তি হইলে পুরুষাভিমান বা প্রভু-অভিমান নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"জীবের আপনাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ-অভিমানে জগৎকে ভোগ্যজ্ঞান বা ভোক্তৃ-অভিমানে অচিরাৎকাল অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাদৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকট অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার বা গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ। ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা অভিমান করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃ ভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরমভোক্তা ও পরমদ্রষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই মঙ্গল।"

শ্রীহরির চরিত্রকথাই শ্রীহরিকথা। শ্রীহরিকথাকীর্ত্তনকারী সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-চরিত্রকথা লইয়াই থাকেন। এই হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের দ্বারা প্রেম বা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল চান তাঁহারা কেহই হরিকথায় নিবৃত্ত হইতে পারেন না। শ্রীহরিকথায় যাঁহাদের রুচি নাই, তাহাদের মত দুর্ভাগা আর কেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্
বিশতে হৃদি ॥"
(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গলকথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অচিরকালমধ্যেই সেই ভক্তের শ্রবণরন্ধ্র দিয়াও স্বয়ং সেই ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া উদিত হন।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥"
(ভাঃ ১০।১।৪)

উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রৌতপারম্পর্য্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাৎ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন কৃষ্ণেতর বিষয়তৃষ্ণারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সংকীর্ত্তন ভবরোগের ঔষধস্বরূপ; ইহা (রুচিপর ভক্তের) হৃৎকর্ণ রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন ?

"জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু
রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥"
(ভাঃ ২।৩।১২)

ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এইরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে, তাহাতে বিষয়রাগাদি উপরত ও তৎক্ষণে আত্মা প্রসন্ন হয়। আত্মপ্রসাদলাভ ঘটিলে কৈবল্যপথ-স্বরূপ প্রাকৃতগুণাসক্তি ঘটে; তদনন্তর ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথাতে রতি না করিবেন ?

পরতত্ত্ব বস্তু

——::(::❁::)::——

পরতত্ত্ব বস্তুর ত্রিবিধ প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্ম অস্ফুট প্রকাশ, পরমাত্মা আংশিক প্রকাশ ও ভগবান্ পূর্ণ-প্রকাশ। ব্রহ্মের উপাসনা নির্ব্বিশেষজ্ঞান, পরমাত্মার উপাসনা যোগ ও শ্রীভগবানের উপাসনা ভক্তি নামে অভিহিত। ব্রহ্ম শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতির্ম্মাত্র। পরমাত্মা শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ। শ্রীভগবান্ পরতত্ত্ববস্তুর পূর্ণপ্রকাশ। তাঁহাতে ষড়্বিধ ভগ বা ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত। শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমলই পরিপূর্ণ সেবা-বৃত্তির একমাত্র আশ্রয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন —

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥"

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

শ্রীব্রহ্ম সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠভজন বলিয়া বিচার করিয়াছেন। জীবের উপাস্য বস্তু শ্রীভগবান্। এই শ্রীভগবানেরও আবার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম রূপে ত্রিবিধ প্রকাশ আছে। উপাসনারূপ ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। ভক্তির তারতম্যানুসারে তাঁহাকে মহাদোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী, সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহা ঐশ্বর্য্যবান দেবলীলা চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ-রূপেও পাওয়া যায়; আবার অত্যন্ত ঘরোয়া-ভাবে আপনজনরূপে—প্রীতি-ভালবাসার একমাত্র পাত্র দ্বিভুজ মুরলীধর নরলীলরূপে অর্থাৎ প্রভু, সখা, পুত্র ও কান্তরূপেও পাওয়া যায়। তিনি সকল রসের একমাত্র আশ্রয়—সকল বিলাসের বিলাসী—লীলাপুরুষোত্তম। তাঁহাকে ঘরোয়াভাবে—আপনভাবে পাওয়াই প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা।

শ্রীভগবানের ভজনের দুইটি পথ—একটি কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ 'করা উচিত' এই জ্ঞানের সহিত, আর অপরটি প্রীতি বা অনুরাগের সহিত অর্থাৎ তাহা জীবনের জীবন, সত্তা, 'না করিয়া পারা যায় না' এইভাবে। প্রথমটীতে বিধির প্রাবল্য, আর দ্বিতীয়টী রাগের টান। অনুরাগে বিধির অপেক্ষা নাই। অনুরাগী জনের পরিপূর্ণ বিধিপালন পূর্ব্বেই সমাধা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা বৈধ, তাঁহাদের শাস্ত্রের শাসনানুসারে সর্ব্বদা চলিতে হয়, ভাল-মন্দ বিচার করিয়া ভক্তির অনুকূল গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জনমুখে ক্রমপন্থায় অগ্রসর হইতে হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ
তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥
অত্যাহার-প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥"

ভক্তিসাধনে উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন এই ছয়টি দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয় প্রাকৃতবিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি অত্যধিক আদর অথবা অগ্রহণ বা অপালন কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ লোকের সঙ্গ এবং চিত্তের চঞ্চলতা বা অনবস্থিত ভাব—এই ছয়দোষে ভক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

ভক্তিসাধকের এই অনুকূলগ্রহণ ও প্রতিকূলবর্জ্জনমুখে ভক্তিসাধন না হইলে ভক্তিফল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবে না। কৃষ্ণ-সুখসাধক পন্থাগ্রহণ অবশ্যক কর্ত্তব্য এবং কৃষ্ণসুখবাঞ্ছিতো আত্মসুখসাধক কার্য্যাদি নিশ্চয়ই বর্জ্জনীয়। নতুবা ভক্তিলাভ হয় না। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও ভক্তির অনুশীলন—এই দুইটিই আবশ্যক। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কার্য্যানুষ্ঠান, সঙ্গত্যাগ ও সদাচার বা সদ্বৃত্ত হইতে ভক্তিলাভ হয়। কৃষ্ণানুশীলনকারী মহাজনের পশ্চাদনুসরণই ভক্তি। কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় চিত্তের অচঞ্চলতা কৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্য তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্যসঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ—এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয়। আর ছয় প্রকার প্রতিকূল সাধনদ্বারা কৃষ্ণানুগত্য প্রবৃত্ত থাকে না, মায়ার প্রভু হইবার বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভক্তিপ্রতিকূল-বর্জ্জনের চেষ্টা না থাকিলে ভক্তি বাড়ে না। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"ভজনে উৎসাহ যাঁ'র ভিতরে বাড়িবে।
সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পা'বে ধীরে ধীরে ॥
কৃষ্ণভক্তি প্রতি যাঁ'র বিশ্বাস নিশ্চয়
শ্রদ্ধাবান্, ভক্তিমান জন সেই হয় ॥
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে, ভক্তিমান সেই ॥
যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা না করয়ে রোষ ॥
কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ পরিহরি!
ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি ॥
কৃষ্ণভক্ত যাহা করে, তদনুসরণে।
ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে ॥
এই ছয়জন হয়—ভক্তি-অধিকারী।
বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি ॥
প্রাকৃত সংগ্রহে যাঁ'র সদা চিত্ত ধায়।
অত্যাহারী, ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায় ॥
প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যাঁ'র মন।
প্রয়াসী, তাহার নাম ভক্তিহীন জন ॥
কৃষ্ণকথা ছাড়ি' যিহ্ব আনকথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম, বৃথা বাক্য বহে ॥
ভজনেতে উদাসীন, কর্ম্মেতে প্রবীণ।
বহ্বারম্ভী সে নিয়মাগ্রহী অতি দীন ॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা অন্য সঙ্গে রত।
জনসঙ্গী কু-বিষয়বিলাসে বিব্রত ॥
নানাস্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থ তরে।
লৌল্যপর-ভক্তিহীন-সংজ্ঞা দেয় নরে ॥
এই ছয় নহে কভু ভক্তি অধিকারী।
ভক্তিহীন, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বিষয়ী, সংসারী ॥"

——

উৎসাহ ও নিশ্চয়

——::(::❁::)::——

উৎসাহই ভক্তির প্রাণ। উৎসাহ না থাকিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রয়োজন-প্রাপ্তিতে যেখানে আশা আছে, পাইবই বলিয়া যেখানে সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেইখানেই সাধকের সাধনে উৎসাহ বা উৎফুল্লতা আছে। ভক্তি উল্লাসময়ী। ভক্ত উল্লাসময়। সেই ভক্তিপ্রাপ্তিতে যাঁহার লাভ হইয়াছে যিনি ভক্তিসাধনে তীব্র যত্ন গ্রহবিশিষ্ট, তাঁহার সাধনে উল্লাস বা উৎসাহ আছেই। উৎসাহ না থাকিলে ভক্তিসাধন হইতেছে বলা যায় না। আশাই উৎসাহ আনয়ন করে। কৃপা পাইবই বলিয়া যেখানে হৃদয়ে নিষ্কপট সুদৃঢ় আশা আছে, সেখানে যত্নাগ্রহময়ী সাধনোৎসাহ দেখা যায়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎপ্রাপ্তির জন্য যে তীব্রলালসাময়ী চেষ্টা, তাহাই উৎসাহ। এই উৎসাহ না থাকিলে সমস্ত বৃথা। উৎসাহ না থাকিলে সেখানে পৌঁছান যায় না। সেবাপ্রাপ্তির জন্য লোভই উৎসাহ। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিশ্রম্ভসেবা পাইবার জন্য রুচি ও প্রাপ্তিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে সাধনে উৎসাহ থাকে না। উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। শৈথিল্য, জাড্য প্রভৃতি থাকিলে ভক্তিলাভ হয় না। ভক্তিতে উৎসাহ হইলে আর শৈথিল্য প্রভৃতি থাকে না। ভক্তির প্রারম্ভ হইতেই সাধকের হৃদয়ে উৎসাহ থাকা একান্ত আবশ্যক। উৎসাহই ভজনের একমাত্র সহায়। যদি ভজন-প্রারম্ভ হইতেই উৎসাহ থাকে এবং সেই উৎসাহ ম ম [illegible] কালে অসৎসঙ্গদোষে

শিথিল না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সাধকের যত্নাগ্রহে ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাবলে সাধনপথের সমুদয় বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইবে এবং সাধক সাধুগুরুর আনুগত্যে সুনির্ম্মল, সুগমপথে ক্রমপদ্ধতিতে সিদ্ধির পথে আরাধ্যযুগলের শ্রীচরণকমলপ্রান্তে পৌঁছিতে পারিবেন। ভজনচেষ্টা উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনেই অনিষ্টিত্ব দূর পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠা লাভ করে।

সর্ব্বোত্তম আরাধ্য যুগলিত-শ্রীকৃষ্ণই পরমপরাকাষ্ঠা সেবার একমাত্র বিষয়। তিনিই সর্ব্বোত্তম প্রীতির একমাত্র পাত্র। তিনি প্রীতি করেন ও প্রীতি চাহেন। তিনি একমাত্র প্রীতির বশীভূত। জীব অণুচৈতন্য হইলেও প্রীতিদ্বারা তাঁহাকে বশ করিতে পারেন। সর্ব্বারাধ্যতম শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র প্রীতিই চাহেন,—এই উপলব্ধি থাকিলে সাধনোল্লাস হয়। তাঁহার শ্রীচরণযুগলের দর্শন ও সেবা পাইবার জন্য তীব্রলালসার সহিত বহুই উৎসাহ। এই উৎসাহ সর্ব্বক্ষণ বৰ্দ্ধমান, বাধা পাইয়া তাহা কমে না। তবে তাঁহার শ্রীচরণসেবাপ্রাপ্তি একমাত্র কাম্য হওয়া প্রয়োজন; নতুবা ঐরূপ উৎসাহ হৃদয়ে স্থান পাইবেন।

'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দে দৃঢ়বিশ্বাস। উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। ভক্তি-যাজনে উৎসাহ চাই-ই। শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে যদি আমাদের উৎসাহ—না থাকে, যদি ভক্তির উপর সন্দেহ আসে ভক্তি-রাজ্যে আসিয়া যদি নিরুৎসাহ আসে, তবে তাহা মায়ার পরীক্ষা। অপ্রকৃত [illegible] হইতে হইলে—সেবাবৃত্তির উত্তরোত্তর প্রাকট্য করিতে হইলে উৎসাহ [illegible] উৎসাহ না থাকিলে সিদ্ধি প্রয়োজনপ্রাপ্তি হয় না। [illegible] কৃত্রিম চেষ্টার দ্বারা কাহাকে উৎসাহ-প্রাপ্তও করা যায় না। উহা চেতনের বৃত্তি। ভক্তি জীবাত্মার সহজবৃত্তি। এই ভক্তি উল্লাস বা উৎসাহময়ী। ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি বৰ্দ্ধনময়ী সতত প্রেম-আকাঙ্ক্ষা, যত্ন-চেষ্টা আছে। এইরূপ কৃত্রিম উৎসাহ প্রকট করিবার স্বাভাবিক উপায়— শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের, শ্রীভগবানের ও বৈষ্ণবগণের কৃপাপ্রার্থনা। কৃপাপ্রার্থনায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ বাড়ে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা অকপট হৃদয়ে কাতরভাবে প্রার্থনা করিলে উৎসাহ উপ্রাপ্ত হয়। সত্যসত্য উৎসাহ চাহিলে সেবালাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইলে তাঁহারা সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন সেবাপ্রাপ্তির জন্য হৃদয়ে উত্তরোত্তর উৎসাহ ও সেবাবল প্রদান করিবেন। তবে তাঁহারা এই উত্তরোৎসাহ অধিকতর [illegible] অকৃত্রিম করিবার জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষার মধ্যে ফেলিতে পারেন নানাপ্রকার বিপদের সম্মুখীন করাইতে পারেন। ঐগুলি তাঁহাদের কৃপারই নিদর্শন। কারণ, বিপদের মধ্যে প্রভুর প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি ও শরণাগতি বাড়ে। ঐরূপ এক একটি বিঘ্ন উৎসাহের মাত্রা অধিক বাড়াইয়া দেয়। নিষ্কপটে হরিভজন করিতে গেলে জাগতিক অনন্ত প্রকার বাধা আসে পারিপার্শ্বিক সমস্ত জগৎ শত্রুতা করে। ঐরূপ মায়াগ্রাসের সময় কাতরক্রন্দন আবশ্যক। যখন সমস্ত জগতে অকৃত্রিম বন্ধু একজনকেও না পাইয়া শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি অনন্যাগতি, ঐকান্তিকতা ও একান্ত প্রিয়ত্ববোধ হইবে, তখন হৃদয়ে প্রভুসেবাপ্রাপ্তির দৃঢ় আশা ও প্রবল চেষ্টা তাঁহাদেরই কৃপায় হইবে।

"পশ্চাতে অজাবধজন, [illegible]
[illegible]
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ ॥
এ দুঃখসমুদ্র-ধারে নিস্তার করহ মোরে
তোমা বিনা নাহি অন্য ন।"

বাধা পাইয়া দীনভাবে আকুলপ্রাণে কাতরভাবে তাঁহাদের প্রতি এইরূপ আত্ম-নিবেদন সহকারে কৃপাপ্রার্থনা করিলে হৃদয়ে বল ও উৎসাহের ধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত থাকিবে—অক্ষুণ্ণ সেবোৎসাহ সর্ব্বক্ষণ দেদীপ্যমান থাকিবে।

ভক্তিপ্রাপ্তিতে নিশ্চয়তা থাকিলে ভক্তি-পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়। শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব আমার নিজের লোক, আপন-জন এবং তাঁহাদের সুখবিধান করা আমার একমাত্র কাজ—ইহাতে দৃঢ়নিশ্চয়তা থাকিলে সেবা সহজ হইয়া পড়ে। নিজের জনের সেবা করিতে কষ্টবোধ হয় না বরং রুচিকর হইয়া থাকে। স্নেহ করা, কৃপা করা শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের সহজবৃত্তি। তাঁহারা কৃপা না করিয়া পারেন না। তাঁহারা আমাদের দুঃখময় অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। কারণ, দীনের প্রতি কৃপা করাই তাঁহাদের স্বভাব। কৃপালু গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি সংশয় থাকিলে বঞ্চিত হইতে হয়। 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—সংশয় থাকিলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সংশয় নাস্তিকতারই প্রচ্ছন্ন রূপ। যেখানে সংশয়, সেখানে ভক্তি নাই। প্রীতি পাত্র আমাকে আক্রমণ করিতে পারে—বঞ্চনা করিতে পারে; এই বিচার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকের। সংশয়াত্মা অবিশ্বাসী। গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি নিশ্চয়তার অভাব থাকিলে অর্থাৎ মনের মধ্যে তাঁহাদের কৃপাবিষয়ে সন্দেহ থাকিলে সত্য সত্যই তাঁহাদের অমায়িক কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সংশয়াত্মা দাম্ভিক। এই দাম্ভিকতা স্পষ্ট নহে সংশয়াত্মা বাহিরে আনুগত্যের ছলনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অনুগত নহে। সংশয়াত্মা নিজেকে সর্ব্বক্ষণ অভ্রান্ত বলিয়া মনে মনে জানে, কিন্তু সাধুগুরুর বাক্য ও আচরণের প্রতি তাহার সন্দেহ আছে। এইপ্রকার অবস্থা ধ্বংসের কারণ।

সংশয় থাকিলে নিশ্চয়তা আসে না—হৃদয়ে চিদ্বল আসে না। চিদ্বলদাতা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রতি সন্দেহ থাকিলে "ভক্তি-মন্দিরের চাবিকাঠী শ্রীগুরুপাদপদ্মের হাতে। তিনি কৃপাপূর্ব্বক খুলিয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল-দর্শন ও সেবালাভ হইতে পারে। শ্রীগুরুদেব ভক্তিকে প্রকট করেন; শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছাড়িয়া ভক্তি থাকে না।" এই সকল বাণীর প্রতি সুদৃঢ়বিশ্বাস হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিঃসংশয়ভাবে পরম-[illegible]ময় ও ভক্তিদাতা বলিয়া জানিতে না পারিলে ভক্তির [illegible] আরম্ভ হয় না। মাপিয়া লইবার বুদ্ধি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত বাণী ও আদর্শ আচরণকে যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে তুলিয়া, যাচাই করিয়া লইবার বিন্দুমাত্রও দুর্ব্বুদ্ধি থাকিলে কোনকালেও ভক্তিমন্দিরের ত্রিসীমানায় উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হইবে না। সরলতা থাকিলে নিঃসংশয় হওয়া যায় নিষ্কপট না হইলে নিঃসংশয় বা দৃঢ়শ্রদ্ধ হওয়া যায় না। নিজচেষ্টার দ্বারা দৃঢ় নিশ্চয়তা লাভ হয় না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিন্দুমাত্রও কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বলতা যায় না। গুরুকৃপাবলে দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ হয়—কৃষ্ণকৃপা পাইবার আশা পাওয়া যায়। এই আশা অটুটভাবে হৃদয়ে ধারণ করাই নিশ্চয়তা। ইহা নিয়ত বৰ্দ্ধনশীল। এই দার্ঢ্য কমে না। হৃদয় নির্ম্মল হইলে গুরু কৃপায় ইহা লাভ হয়।

নিশ্চয় বা বিশ্বাসব্যতীত উৎসাহ বাড়ে না এবং ধৈর্য্যও থাকে না। যাহার নিশ্চয়তা নাই অর্থাৎ প্রয়োজন লাভ হইবে কিনা জানা নাই, তাহার উৎসাহও নাই—ধৈর্য্যও নাই। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা পাইবই, তাঁহারা কৃপা করিবেনই'—এই আশা [illegible] উৎসাহ থাকিলেই ত' পাইবার জন্য বর্দ্ধমান উৎসাহ ও ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব। আশা থাকিলে ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিতে পাইলে তবেই আবচলিত উৎসাহ রক্ষা করা সম্ভব। হৃদয় নির্ম্মল হইলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাতেই কৃপাপ্রাপ্তির আশার আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই আশাই দৃঢ়-নিশ্চয়তা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত করে। নিশ্চয়তা লাভ হইলে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীচরণকমল ছাড়া মন এদিক্ ওদিক্ যায় না। জগতের শত শত প্রলোভন—লক্ষকোটি বাধাবিঘ্ন আসিলেও তখন তাহার মনকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।" "সেই সেবক ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।" 'শ্রীরূপই আমার প্রভু আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহার কৃপাতেই আমার শ্রীকৃষ্ণকৃপালাভ হইবেই হইবে'—এই বিশ্বাস ভক্তহৃদয়ে ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীকে ধ্রুবতারা করিয়া চলিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস থাকা দরকার। 'জীব কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস করলে ত' আর দুঃখ নাই।"—কেবল বিশ্বাস করিলেই মঙ্গল। নিজেকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অযোগ্যতম নিত্যদাস বলিয়া জানা দরকার। এই অভিমান না থাকিলে সেবা হয় না। সেবা করার পূর্ব্বেই এই অভিমান থাকিবে, নতুবা সেবা হয় না। নিজেকে সেবক বলিয়া জানিবার বিশ্বাস না থাকিলে পূর্ণভাবে সেবা হইবে না। আগে নিজেকে গুরুদাস বলিয়া সম্পূর্ণভাবে জানা দরকার। এই জানা কিছু কিছু নহে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত ভৃত্য বলিয়া সম্পূর্ণ দৃঢ়বিশ্বাস থাকা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্মই [illegible] সমগ্র জীবনের সত্তা না হইলে সেবা হয় না। অযোগ্যতম বিচারে তাঁহার কৃপা-প্রাপ্তিতে পূর্ণবিশ্বাস থাকা চাই। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম বলিয়াছেন,—'ভগবানে পূর্ণবিশ্বাস অর্থাৎ হরিভজনে দৃঢ়প্রত্যয় থাকা দরকার।। আমি নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা পাইবই। আমি অন্যপথে যাইবই না। শ্রীগৌরসুন্দরকে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি চাই-ই শতজন্ম পরেও যদি হয়, তথাপি তাঁকে চাই-ই। কারণ, তিনি ছাড়া আমার আর উপায় নাই।" শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এই সকল ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী সর্ব্বদা পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ভক্তি-পথে চলিতে পারিলে মঙ্গল পাইবার। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা পাইবার জন্য তাঁহার বাণীর প্রতি সহজ বিশ্বাস থাকা চাই। এই বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণীর সার্চ্চলাইটে সর্ব্বক্ষণ নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ে যে ভক্তিপথ অবলম্বন করা হইয়াছে, এই পথই ঠিক পথ, এই পথেই ঠিক ঠিকভাবে ভগবদ্দর্শন ও সেবা পাওয়া যাইবে। এই বিশ্বাস থাকিলে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি হয় এবং আশা আসে। সাধকমাত্রেরই সর্ব্বক্ষণই চিন্তা থাকিবে—আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি কি না, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি আমার প্রীতি হইতেছে কি না? সেবাপ্রাপ্তি যখন হইতেছে না, তখন 'আমি নিশ্চয়ই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ করিতে পারিতেছি না' বলিয়া আর্ত্তি আসিবে। এই আর্ত্তি বা অনুসন্ধান-স্পৃহাই আরও অধিক উৎসাহের সহিত ভক্তি-পালনে ব্রতী করাইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িকগণ শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা ধনাঢ্যতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে ঐকান্তিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, মায়ার অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা শ্রীগৌরচন্দ্রের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। অন্যান্য ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বুদ্ধিবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবন-চরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনমূলে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৫০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

নয়াদিল্লীতে চিকিৎসক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালকদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত যেসব পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে সেগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি কর্মপন্থা স্থির করাই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের উপর বিশেষ নজর দিয়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার উন্নতির কতকগুলি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে সম্মেলনে আহূত প্রতিনিধিরা বলেন যে দেশে শিক্ষিতা ধাত্রীর বিশেষ অভাব রহিয়াছে কেন না অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের ধাত্রীরা সমাজে মর্য্যাদা ও সম্মান পায় অনেক কম। এ সমস্যার সমাধান করাও খুব কঠিন।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। প্রস্তাব করা হইয়াছে যে পূর্ত ও সেচ বিভাগের যেসব বড় বড় পরিকল্পনা কাজে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহার ফলে যাহাতে দেশে স্বাস্থ্যের আরও অবনতি না ঘটে সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

তাহা ছাড়া শিক্ষা, ঔষধ ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদির যাহাতে উন্নতি করা হয় এবং যুদ্ধের চিকিৎসা সংক্রান্ত বাড়তি মাল যাহাতে ভবিষ্যতে এই সকল পরিকল্পনার কাজে লাগানো যাইতে পারে সে সম্বন্ধেও আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়

জাপ সম্রাটের নূতন ছবি

(ডাকযোগে)—নূতন বৎসরের প্রথমেই বিভিন্ন স্কুলে, সরকারী অফিসে ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে সম্রাট হিরোহিতোর নূতন ছবি বিতরিত হইবে। সম্রাটের সামরিক পোষাক পরিহিত বর্তমান ছবির পরিবর্তে উহা চালু করা হইবে।

বিহার ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন

গত ১লা জানুয়ারী এখানে সম্প্রতি বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইয়াছে। প্রকাশ, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের আসন নির্বাচনে কমিটি বিহার জমিদার নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য কোনও প্রার্থী দাঁড় করাইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভাগলপুর বিভাগের জন্য জমিদার সমিতি যে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, কোনও কংগ্রেস-কর্মী প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না।

চলন্ত ট্রেণে নরহত্যা

বর্দ্ধমান হইতে ১২ মাইল দূরে শক্তিগড় ষ্টেশনে রেল লাইনের ধারে জনৈক শিখ ভদ্রলোক জগৎসিং নামক মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে হাওড়ার রেলওয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

গত ২৪শে ডিসেম্বর প্রকাশ, মৃত ব্যক্তি পাঞ্জাব মেল হাওড়া হইতে লাহোর যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ২৫০০৲ টাকা ও কিছু রূপার বাসনপত্র ছিল। মৃতব্যক্তির দেহে কতকগুলি আঘাতের চিহ্ন ছিল। মনে হয়, ট্রেণ চলন্ত অবস্থায় সে আক্রান্ত হয়। পরে দেহটাকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এপর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পরলোকে মিস র‍্যাথবোন

গত ৩রা জানুয়ারী—কমন্স সভার সদস্য মিস এলেনোর র‍্যাথবোন গত রাত্রিতে ৭৩ বৎসর বয়সে লণ্ডনে মারা গিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং ভারতের বাল্য বিবাহ সম্পর্কে তিনি একখানা পুস্তকও লিখিয়াছেন। ১৯৩২ সালে তিনি ভারতবর্ষে যান এবং ভারতে বাল্য-বিবাহ নিরোধক আইন কিভাবে চলিতেছে, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ কালে তিনি মাদ্রিদে ছিলেন।

কাউন্টেন পেনের উদ্ভাবন

য়োরের খবরে প্রকাশ, আমেরিকার নূতন উদ্ভাবনগুলির মধ্যে এ্যালুমিনিয়ামের কাউন্টেনপেন উল্লেখযোগ্য। এই নূতন কলমের মুখে নিবের পরিবর্তে ইস্পাতের একটি ছোট্ট বল আছে। এই অভিনব কাউন্টেনপেনে প্রত্যহ দশমিনিট করিয়া লিখিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কালি ফুরাইবে না।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০শ বর্ষ ১৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৬ই মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৩০শে জানুয়ারী খৃঃ ১৯৪৬, বুধবার } ২০৬ ২১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

———::(::*::)::———

কায়মনোবাক্যে আনুকূল্যময়ী চেষ্টা ভগবানকে লাভ করিবার উপায়। উপাস্য বস্তুর ইন্দ্রিয়সুখপর—সন্তোষপর চেষ্টাই ভক্তি।

ভগবানের তিনটি শক্তি। স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি, মায়াশক্তি। স্বরূপ শক্তির ত্রিবিধ প্রভাব—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিদ্‌বৃত্তিই ভক্তি। যেখানে আরাধ্য বস্তুর সুখ হয় - পরস্পরের মধ্যে যাহা সংযোগ বিধান করে, তাহাই ভক্তি। এটটি অনুকূল হওয়া দরকার। তন্মধ্যে প্রথম আত্মনিবেদন। নিজের দেহ হ'তে শুদ্ধ আত্মা পর্য্যন্ত ভগবৎসন্তোষ-বিধানের জন্য যে অর্পণ, তাহা আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন হ'লে বিক্রীত পশুর বিচার। বিক্রীত পশু বিক্রেতার আর কাজ করে না—ক্রেতার কাজ করে, নিজের ভরণ-পোষণের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা করে না, ক্রেতার সুখবিধান করে। ক্রেতাই তাহার ভরণ-পোষণ করে। নিজের জন্য স্বতন্ত্রভাবে যোগক্ষেমের চেষ্টা থাকে না। যোগ—অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি; ক্ষেম—প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ। বিক্রীত পশু যেমন ক্রেতার অধীন থাকে—নিজের জন্য পৃথক্ কোন চেষ্টা করে না, সেইরূপ আত্মনিবেদনকারী—যিনি ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি নিজের জন্য চিন্তা করেন না। ক্রেতার ন্যায় ভগবান্ তাঁর যোগক্ষেম বহন করেন। অম্বরীষ মহারাজা সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবানের সেবা করেছেন; তিনি পূর্ণ নিবেদিতাত্ম ছিলেন।

> স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি
> বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
> করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
> শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
> মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
> তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গম্।
> ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
> শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
> পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
> শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
> কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
> যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

অম্বরীষ মহারাজা স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণ-কথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্মসৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

অহংতা ও মমতার আস্পদ দেহ হ'তে যাহা কিছু আছে, তাহা যখন মর্ত্ত্য শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করেন—তা'র সুখ ভিন্ন যখন আর অন্য কোন চেষ্টা হয় না তখন কৃষ্ণ তাঁরে আত্মসম করেন—তখন জীবত্ব থাকে না, গুরুত্ব এসে যায়। কৃষ্ণের সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হয় আত্মনিবেদনের ফলে।

সানুবন্ধ অর্পণ হওয়া চাই। রুক্মিণী কৃষ্ণকে বলেছিলেন—এই দেহ বস্তির সহিত তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করলাম—তুমি আমাকে গ্রহণ কর—শিশুপাল প্রভৃতি হ'তে আমাকে রক্ষা কর।

> দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
> সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

আত্মসমর্পণ করিলে জীবত্ব বা বহির্ম্ম মায়াতে অভিনিবিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা বিনাশ হয়—স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় ভগবৎ-প্রীতির সূত্রে। ইহাই আত্মনিবেদন।

শুদ্ধ আত্মার নিবেদন। আলবন্দারু যামুনাচার্য্য স্তোত্ররত্নে বলেছেন—যে কোন জন্মে যে কোন গুণের দ্বারা যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন—আমি আজই শুদ্ধ আত্মাকে তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করলাম তোমারই পাদপদ্মের ধূলি হলাম।

এই আত্মনিবেদনের পীঠস্থান শ্রীমায়াপুর-অন্তর্দ্বীপ। যুদ্ধে দেবতাদের পরাজয় হয়। দেবতাদের হিতার্থ কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে ভগবান আবির্ভূত হন। তিনি উরুক্রম। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পরিমণ্ডল এই একপাদ বিভূতি। এই তিনটির অতিরিক্ত তুরীয়-যাহা নিত্যকাল থাকবে,—তাহা ত্রিপাদ বিভূতি। শ্রীবামনদেব ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেছিলেন! শুক্রাচার্য্য খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন—বড় বৈদ্য ছিলেন—মৃতসঞ্জীবনী জানতেন। তিনি দৈত্যদের খুব সহায় ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন এই বামনদেব দৈত্যদের সর্ব্বনাশ করবেন। তাই তিনি বলেছিলেন,—সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্।" বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দিও না। তাহ'লে ভোগ হবে না—নিজের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। বিষ্ণুই যদি সব ভোগ করেন—তুমি আর কি ভোগ করবে?" বলি শুনলেন না। বলি বললেন—যখন বাক্য দিয়েছি—দিবই। কতটুকু আর দিব।" একপাদ [illegible] মধ্যে ত্রিপাদ নিতে না পেরে আত্মনিবেদন করলেন। বলি আত্ম-নিবেদন করাতে বামনদেব অদ্যাবধি সুতলে বলির নিকট রক্ষকরূপে আছেন। আত্ম-নিবেদন চেতনবৃত্তির অস্ফুট অবস্থা, সেবাপ্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে আরাধ্যবস্তুর প্রকাশের তারতম্য। আত্মনিবেদনে সেবা-বৃত্তির স্বল্পপ্রকাশ তাই উপাস্য বস্তু বামন-রূপে আবির্ভূত হন। প্রীতি যত বাড়বে—আরাধ্যবস্তুর প্রীতিময় রূপ তত প্রকাশিত হবে—পূর্ণতর হ'তে পূর্ণতম রূপে। আত্ম-নিবেদন অবিকশিত অবস্থা। পূর্ণবিকশিত অবস্থা—ব্রজবাসিগণের। একই পুরুষোত্তম প্রীতিময় রূপের পরাকাষ্ঠা ব্রজবাসিগণের নিকট প্রকাশ করে নিত্যকাল লীলা করেন। প্রীতির অপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ বামনরূপে। প্রীতির পরাকাষ্ঠা নন্দনন্দন—গোপীজনবল্লভ। গোপীজনের গোপীনাথের সেবার মাহাত্ম্য কিরূপ, গোপীনাথের যে অদ্ভুত মধুরিমা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন তাহা কিরূপ, এই আস্বাদনের দ্বারা গোপীজন কি সুখ অনুভব করেন—ইহা জানবার ইচ্ছা হয়েছিল কৃষ্ণের—যাহা তিনি প্রভুরূপে—ভোক্তৃরূপে জানতে পারেন নাই। তাই পরাশক্তির ভাব, চিত্তবৃত্তি, ও দ্যুতি নিয়ে স্বয়ং কৃষ্ণ এখানে আত্মনিবেদন ক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'লেন—সব জীবকে সে জিনিষ প্রচ্ছামূল্যে বিলাবার জন্য। পণ্ডিত মূর্খ কাকেও বাদ দেন নাই। সার্ব্বভৌম - মস্ত বড় জ্ঞানের

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

পণ্ডিত। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় শাস্ত্রের শিক্ষার স্থান মিথিলা হ'তে ন্যায় শিক্ষা ক'রে নবদ্বীপে আসেন। মহাপ্রভু ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ প্রেম সার্ব্বভৌমকে দিলেন। প্রকাশানন্দ বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী—মহাপ্রভু দয়া করে তাঁকে তৃণাদপি সুনীচ করলেন, ধূলিসাৎ করলেন, অমানী মানদ করলেন। এরূপ মহাপ্রভুর দয়া। স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রের দ্বারা ঝাড়ুদারের কার্য্য করালেন, যেই প্রতাপরুদ্রের ভয়ে মুসলমান বাদসাহ—বিজয়নগরের রাজা কম্পিত হ'ত। গোদাবরী হ'তে তাম্রলিপ্ত পর্য্যন্ত যাঁর রাজ্য ছিল—তিনি হ'লেন ঝাড়ুদার।

রবিরথান—প্রাইভেট সেক্রেটারী, সাকর মল্লিক প্রধান মন্ত্রী—তাঁরা হলেন বৃক্ষতলবাসী। শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী হলেন রাধাকুণ্ডবাসী—প্রত্যহ ৪ পল মাঠা খান। এক এক বৃক্ষতলে এক রাত্রি বাস।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বেলগ্রামে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হন—যখন কৃষ্ণলীলা শুনতেন সব জিনিষ উন্মত্ত হ'য়ে ভেঙ্গে ফেলতেন।

স্ত্রীপুত্রাদিকথা জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধাঃ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চযতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে
পরাং
আবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥

যারা স্ত্রীপুত্রাদির কথা নিয়ে—সংসারের কথা নিয়ে ব্যস্ত ছিল—তাঁরা আর একটা রস পেয়ে তাহা ছেড়ে দিলেন। বুধা—পণ্ডিতগণ শাস্ত্রপ্রবাদ—বাদবিতণ্ডা ছেড়ে দিলেন। যোগীন্দ্রগণ — যোগাভ্যাসিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁহারা—বিশেষরূপে বায়ুনিয়মন প্রাণায়ামজনিত ক্লেশ ছেড়ে দিলেন—যোগসিদ্ধি লাভ করবার জন্য চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। তপস্বিগণ—যাঁরা জগৎ মিথ্যা সংসার অসার মনে করে নির্জ্জনে কাম-ক্রোধাদির অত্যাচার হ'তে মুক্তি লাভ করবার জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস করছিলেন তাঁ'রা তপস্যা ছেড়ে দিলেন। যতিগণ জ্ঞানাভ্যাস-বিধি — উপনিষৎপাঠাদি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যত্ন পরিত্যাগ করলেন। কেন? পরম চরম-ভক্তিযোগের পথ আবিষ্কার ক'রেছেন যিনি এমন শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হ'ন—তাঁর উদয় হ'লে এসব ঘটনা হ'ল। সমগ্র অচৈতন্য বিশ্বের জীবের প্রতি চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যাঁহার সমগ্র লীলা তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁর কৃপাতে বিভিন্ন স্তরের লোক অভক্তিপথ ছেড়ে দিয়ে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। পূর্ব্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব হ'লে এত উপকার হ'ল। যোগিগণ যোগরস, তপস্বিগণ তপস্যারস, জ্ঞানিগণ জ্ঞানরস—ছেড়ে প্রেমরসে ভেসে গেলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তিরস আবির্ভূত হওয়ার পর এত ব্যাপার।

কীর্ত্তন হ'লেই শ্রবণ। একজনে কীর্ত্তন করবে—কথা বলবে তবে শ্রবণ হবে। শ্রবণ করার নাম শিষ্য হওয়া। শ্রবণের সহিত যদি শ্রদ্ধা—দৃঢ়বিশ্বাস থাকে—তবে শ্রবণ হয়। স্বয়ংরূপের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা বর্ণনের সহিত কাণের স্পর্শ হ'লে শ্রবণ—কাণে যদি পৌঁছে যায় তবে শ্রবণ হবে। কার কাণে যায়—শ্রদ্ধালুর। শ্রদ্ধা—শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শাস্ত্র করুণাময়। মূর্খ লোকের মঙ্গলের জন্য বেদ বিস্তার করেছেন শ্রীবেদব্যাস। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।' ভগবান অচিন্ত্যশক্তিবলে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিশিষ্ট। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের সামঞ্জস্য আছে ভগবানে। ইহা তাঁর অচিন্ত্যশক্তি। ভগবান অচিন্ত্য-শক্তিবলে অক্ষরাকারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাহা বেদ—অপৌরুষেয়। শব্দাকারে—অক্ষরাকারে পরতত্ত্ববস্তুর অবতরণ বেদ। সেই বেদকে বিস্তার করেছেন শ্রীবেদব্যাস। তিনি ভগবানের শক্তি। ভগবানই বেদব্যাস-রূপে বেদ বিস্তার করেছেন। বেদব্যাস—শক্ত্যাবেশ অবতার। শ্রীমাধ্বিবৈষ্ণবগণ বলেন—বেদব্যাস বিষ্ণুকোটি, তাঁর লক্ষ্মী আছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ বলেন—তিনি আশ্রয়জাতীয়, তাঁর লক্ষ্মী নাই।

শ্রদ্ধা বিশ্বাস। বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ দরকার। শ্রদ্ধা থাকলে—শ্রীভগবন্নাম ইত্যাদি কাণের মধ্যে পৌঁছিলে শ্রবণ হয়। যিনি কীর্ত্তন করেন তিনি তাঁর গুরুর নিকট শ্রবণ করেন। গুরু শিষ্য পরম্পরায় যে ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথার প্রপঞ্চে অবতরণ, তাহা আম্নায় শ্রৌতপরম্পরা। এই শ্রৌতপরম্পরায় স্পর্দ্ধা নাই—বাদ প্রতিবাদ নাই—পক্ষ-প্রতিপক্ষ নাই। জড়জগতের বহির্জ্ঞানশক্তির বিলাস ইহা নহে। শব্দাকারে ভগবানের অবতরণ—তাহা অপ্রাকৃতবস্তু—আপত্তির যোগ্য নহে। মানবমেধা দ্বারা তাহাতে কোন আপত্তি করা যাবে না। যেখানে মানবমেধার দ্বারা বিচার সেখানে অপ্রাকৃত শব্দ তাঁর স্বরূপ গোপন করেন—অর্থ প্রকাশ করেন না। ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করলেই শ্রৌতপরম্পরা-শ্রুতি বেদ নিজেকে প্রকাশ করেন।

প্রথমে নামশ্রবণ। ক্রমপন্থায় শ্রবণ। শ্রবণে চিত্তশুদ্ধি হয়—কামাদি কবার—পুরুষাভিমান নষ্ট হয়। স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন শ্রবণ। সেজন্য সর্ব্বাগ্রে ভগবন্নাম শ্রবণ করা আবশ্যক। চিত্তশুদ্ধ হ'লে—রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ—এই নিয়ম। ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ কর্ত্তে হ'বে না—তাহা নহে—শ্রবণ করলেই মঙ্গল হবে; তবে বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে নয়। শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে ভগবদ্ভক্তের নিকট ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ করলে মঙ্গল হবে। সকলের পূর্ব্বে শ্রবণ। ইহাই সাক্ষাৎ ভক্তি। ইহা অর্পণ নয়। অর্পিত হ'য়ে গেছে—পরে শ্রবণ। শ্রবণ করলে ভগবানের সুখ—আমার সুখ নহে। শ্রবণকীর্ত্তনে ভগবানের সুখ হ'লে ভক্তি। শব্দ উচ্চারণ করে জনগণমনোরঞ্জন করে প্রশংসা পাওয়া ভক্তি নয়। আমার শ্রবণ করার ফলে কৃষ্ণ সুখ পাচ্ছেন—এই চিন্তা করে যে শ্রবণ—তাহাই শ্রবণ। ফলটা অর্পিত হ'য়েছে—কৃষ্ণপাদপদ্মে—ফলটা কৃষ্ণ পাচ্ছেন। আমি নয়। প্রথম গৌরকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ করলে কীর্ত্তন করার যোগ্যতা হয়। কার নিকট শ্রবণ কর্ত্তে হবে? নীরাগ শ্রবণগুরুর নিকট। যিনি নিজের জীবনে পরীক্ষা করেন তিনি নীরাগ—তার কথায় প্রাণ আছে—পাথরে দাগ বসানর মত—হৃদয়ে দাগ বসায়। তিনি পুরুষাভিমানশূন্য; তা'র কথায় মৃতসঞ্জীবনী আছে। জড়তা ছাড়িয়ে চেতনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। প্রথমে নীরাগ শ্রবণগুরুর নিকট শুনতে হবে। পরে যতই শ্রদ্ধা বাড়বে ততই কৃষ্ণ বা গৌর-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলার কথা শুনতে হ'বে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত অভিনিবেশ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপগুণাদির শ্রবণ। অপ্রাকৃত বুদ্ধির সহিত দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ করলে—দম্ভ কুটিলতা ত্যাগ করে শ্রবণ করলে—অনর্থলেশ ক্রমশঃ কমে যায়। শ্রবণের পর কীর্ত্তনের অধিকার কীর্ত্তনের পর স্মরণের অধিকার হবে।

অধোক্ষজবস্তু, যাহা অসৎ ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, তাহা আসেন—গুরুপরম্পরা-খাতে। এই শ্রৌতপথ বিশ্বে অবতীর্ণ হন। শ্রৌতপথে গুরু বলেন, শিষ্য শুনেন। যিনি গুরুর কাছে শুনছেন, তিনি আবার ব'লছেন। ইহাই শ্রৌতধারা বা আম্নায়-ধারা।

যা'কে বলা যায়, তাহা বাচ্য, আর যা'দ্বারা বলা যায়, তাহা বাচক। শ্রীনাম বাচক, শ্রীনাম বৈকুণ্ঠবস্তু। ভগবান্—বাচ্য আর ভগবন্নাম—বাচক। বাচক ও বাচ্য অভিন্ন। একই বস্তুর দুইটী রূপ। দুই একই জিনিষ, কোন ভেদ নাই। বাচক বাচ্যকে দেন। গৌরই কৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণকে দিয়েছেন। গৌরসুন্দরই হরিনাম। হরিনামই হরিকে দিতে পারেন। নাম ও নামী অভিন্ন।

শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করতে হয়। শ্রদ্ধা না থাকলে শ্রবণ বা সঙ্গ হয় না। চৌরাশী লক্ষযোনি ভ্রমণ করতে করতে যদি সৌভাগ্য হয়, যদি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি কা'রও প্রতি পড়ে, তবেই সে বেদকে মানতে পারে, তা'র গুরুচরণাশ্রয় করবার ইচ্ছা হয়, শাস্ত্রে বিশ্বাস হয়। শ্রবণকারীই শিষ্য—শাসনের যোগ্যপাত্রই শিষ্য। শ্রবণের দ্বারা শাসন হয়। যিনি শ্রবণ করতে প্রস্তুত হন, তিনিই শিষ্য হ'তে পারেন।

অশ্রদ্ধাবানকে হরিকথা বলতে হ'বে না, বললে নামের কাছে অপরাধ হ'বে। শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী। শ্রবণের পর শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধার পরেই সাধুসঙ্গ হ'বে। যা'র শ্রদ্ধা হ'য়েছে, তা'কে কেউ অন্য দিকে নিয়ে যেতে পারে না, অন্য কথা তখন তাঁ'র আর ভাল লাগে না—তুচ্ছবোধ হয়।

ভগবানের নাম বা ভগবানের কথাই ভগবান্। অশুদ্ধচিত্তে ভগবদ্রূপের স্ফূর্ত্তি হয় না। শিষ্য হ'য়ে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করতে করতে শুদ্ধসত্ত্বে ভাব ও প্রেমের উদয় হয়। ইহাই শ্রবণের মাহাত্ম্য। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিন না খেয়ে শ্রবণ ক'রেছেন। তিনি শ্রীশুকদেবের মুখে হরিকথা শুনতে শুনতে খাওয়া দাওয়া সব ভুলে গিয়েছিলেন। হরিকথা এমনি জিনিষ। পরীক্ষিৎ মহারাজ মহাভাগবতোত্তম। যেমন গুরু তেমন শিষ্য!

কলির জীব মুমূর্ষু, রোগগ্রস্ত, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, রোগ, শোক, ভয় দ্বারা আক্রান্ত, সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য, কখন মৃত্যু হয় তা'র ঠিক নাই, এরূপ অবস্থায় সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ বস্তুর সন্ধান বা ভগবৎসাক্ষাৎকার কি ভাবে লাভ হবে? একে ত' যোগ্যতা নাই, তারপর ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের পসরা নিয়ে অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জীবকে বদ্ধ করছে, কলি অর্থাৎ বিবাদ বা তর্ক ত' আছেই, তদ্ব্যতীত মহাপুরুষ বা অবতারের (?) দল অনেক হ'য়েছে, লোকের পাপ প্রবৃত্তি বা অনবধানতা বেশী, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় কি ক'রে জীবের মঙ্গল হ'বে? এমন কোন সরল সহজ উপায় আছে কি, যা' দ্বারা এ অবস্থাতেও মঙ্গল লাভ করা যেতে পারে? এই অত্যন্ত হরিবিমুখ অপরাধী জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দয়া কি আছে? এরূপ দুর্গত জীবকে এমন কোন বস্তু কি দেওয়া যায় না, যা' দ্বারা সে বাস্তব বস্তুর সন্ধান পেতে পারে। সেই করুণাময় বস্তুই হচ্ছেন শ্রীনাম। ভগবানই শব্দরূপে, নামরূপে, কথারূপে অবতীর্ণ। তিনি কিরূপে এজগতে এসেছেন? তিনি এসেছেন — গুরুপরম্পরা খাতে বা নদীতে এবং মিশেছেন আবার প্রেমসমুদ্রে। কৃষ্ণধাম হ'তে এখানে এসে আবার কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীনামের এত দয়া! অধমাধম জীবের প্রতি তাঁ'র অপরিসীম দয়ার কথা কেউ বর্ণন ক'রে শেষ করতে পারে না।

• ব্যাসশিষ্য পরমহংস কুলচূড়ামণি শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট সাতদিন অনবরত অবিচ্ছিন্নভাবে এক সেকেণ্ডের বিরাম না দিয়ে চ'ব্বিশ ঘণ্টাই হরিকথা ব'লেছেন। যেমন কীর্ত্তনকারী গুরু, তেমনিই শ্রবণকারী শিষ্য। উভয়েই উপযুক্ত। এরূপ না হ'লে কি হরিভজন হয় ?

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করতে হ'বে আলস্য করলে হ'বে না। শ্রীনাম বা হরিকথা সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ করতে হ'বে। শ্রবণ করতে করতে নামের কৃপায় নিজের চেহারা দেখা যা'বে। সেই দেহ নিত্য স্থায়ী কখনও ধ্বংস হয় না। তা'র জরামৃত্যু বা হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাহা কখনও বিকৃত হয় না।

চিত্ত শুদ্ধ না হ'লে রূপ দর্শনের ব্যাঘাত হয়। মনের দ্বারা যে মাপ্‌বার চেষ্টা, তা'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। অসৎসঙ্গের ফলে আমাদের হৃদয়ে অনেক অভ্র এসে জুটেছে। সাধুসঙ্গ করতে করতে অভ্র নষ্ট হ'লে। সাধুগুরু কৃপায় মন স্থির হ'লে বা চিত্তবিক্ষেপ চলে গেলে স্বরূপ দেখা যা'বে। সেইটাই আমি।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::*::)::——

চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনাঙ্গের মধ্যে যে পাঁচটি অঙ্গকে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শীঘ্র শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের শ্রীপাদপদ্মে রতি উৎপাদনে যোগ্যতা-বিশিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণতীর্থে বাসরূপ সেবা অন্যতম। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিষয় বর্ণন করিয়া পুনরায় বিশেষভাবে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন,—এই পাঁচটী অঙ্গের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ
সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ
সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥"
(ভঃ রঃ সিঃ)

"একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে। শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পাদসেবায় প্রীতি, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি—এই পাঁচটী অঙ্গ সহসা দুষ্কর; কিন্তু অদ্ভুতবীর্য্য-সম্পন্ন। এই পাঁচটী অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়।" শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া রূপানুগবর শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ—এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১২৪-২৫)

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিবৈভববিলাস তদীয় শ্রেষ্ঠ নিজজন সাধু, শ্রীভগবন্নাম, শ্রীভগবৎ-অভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেরূপ অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী, সেরূপ ঔদার্য্যের খনি, যেরূপ পরমপরাৎপরতত্ত্ব শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিবিভূতস্বরূপ শ্রীধামও তদ্রূপ মহাশক্তিশালী, মহাবদান্য পরতত্ত্ববস্তু সেইজন্য সাধুসঙ্গাদির ন্যায় শ্রীধামবাস করিলেও মহাফল লাভ হইয়া থাকে।

'শ্রীমথুরাবাস' বলিতে এখানে শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীগৌরধাম ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভলীলাস্থলী শ্রীপুরুষোত্তম-ধামকেও বুঝিতে হইবে। শ্রীগৌরকৃষ্ণের প্রণয়ি-ভক্তগণ যেস্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের অভীষ্টদেবের অন্তরঙ্গ সেবাদর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহা লোকিক ভেদ-দর্শনে শ্রীধাম হইতে পৃথক্ বা সুদূরে অবস্থিত বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে শ্রীধামের সহিত অভিন্নজ্ঞানের লীলাবিলাসস্থলী-সূত্রে অভিন্ন বলিয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীধামবাসে কিরূপ অপূর্ব্ব রতি প্রকাশ করিয়াছেন বুঝিতে পারা যায়,—

"ন চান্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনুসনাথেঽপি সুজনাদ্
রসাস্বাদং প্রেমণা দধদপি বসামি ক্ষণমপি।
সমং ত্বেতদ্‌গ্রাম্যাবলিভিরভিতন্বন্নপি কথ
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজভুবন
এব প্রতিভবম্ ॥"

অন্য কোন ক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহযুক্ত হইলেও আমি বৈষ্ণব-মহাপুরুষের নিকট হইতে সপ্রেমে রসাস্বাদন করিয়া ক্ষণকালও তথায় বাস করিব না, পরন্তু এই ব্রজভূমিতেই ইতরজনগণের সহিত গ্রাম্যজনোচিত বাক্যালাপ করিয়াও প্রতিজন্মে বাস করিব।

শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন,—'ভগবদ্ধামসমূহের মধ্যেও আবার নিজের উপাসনাক্ষেত্র অধিক সেবা হইয়া থাকে'। শ্রীশ্রীরূপ ও রূপানুগ শ্রীগুরুবর্গ স্বীয় অভীষ্টদেবের লীলাবিলাসস্থলীর প্রতি যে সুগভীর অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের এই বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

"ত্বদত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে
প্রেমামৃতাম্ভোনিধি
স্নাতোঽপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাহং
বসামি কচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি
কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতি মুহূর্ত্তাঃ সাহস্ত
নিত্যং মম ॥"

—শ্রীব্রজ ভিন্ন শ্রীহরির অন্য কোন লীলাক্ষেত্রে প্রেমামৃত-সমুদ্রে স্নাত হইয়াও কৃষ্ণভক্তগণের সহিত আমি বাস করিব না। কিন্তু শ্রীব্রজবাসিগণের যে কোনও ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া প্রত্যক্ষণ এই ব্রজেই বাস করিব।

গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদবিরচিত 'শ্রীনবদ্বীপশতকে' শ্রীধামপ্রীতির চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত গ্রন্থসমূহেও শ্রীধামের প্রতি শ্রীশ্রীল ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ প্রীতির অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে তিনিও এই-প্রকার ভজননিয়ম-প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"কুটীরেঽপি ক্ষুদ্রে ব্রজভজনলোভ ভজন
শচীসূনোস্তীর্থে ভবাম্ভ নন্দ
নিরবধি
ন চান্যত্র ক্ষেত্রে বিবুধগণসেব্যে পুলকিতো
বসামি প্রাসাদে বিপুলধনরাজ্যান্বিত ইত ॥"

শ্রীব্রজধামের প্রতি শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু যেপ্রকার অনন্যসিদ্ধা প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, ইহা শ্রীব্রজবাসিগণের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভাবের লক্ষণ বর্ণনকালে বলিয়াছেন,—অভীষ্টদেবের বসতিস্থলে প্রীতি, ভাবের একটি লক্ষণ। সুতরাং প্রেমিক ভক্তে ঐ প্রীতি অত্যন্ত গাঢ়তা লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীব্রজবাসিগণে ঐ প্রীতি চরমসীমা লাভ করিয়াছে। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের পর শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অপবিত্রচিত্তে যে, অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সেই অত্যন্ত চমৎকারিতাময়ী প্রীতি পরাকাষ্ঠাই অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আশ্রয়ের এই শ্রীধামপ্রীতি বিষয়বিগ্রহের সুখের পরিবর্দ্ধক। শ্রীল দাসগোস্বামীপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযদুপতির সেবা করিবার জন্য দ্বারকায় গমন করিয়া শ্রীব্রজধামেই অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অত্যধিক সুখবিধানই হইয়া থাকে। লীলাবিলাসের আধার শ্রীধাম লীলাবিলাসী বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহের এত প্রিয় !

সুখের অভাবই অসুখ। যিনি সুখময় বস্তু যিনি নিত্যসুখবোধ ও, যিনি নিত্যানন্দ বস্তু, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব সুখসাগরে নিমজ্জিত হয়, যাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সুখ শান্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই, সেই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কি অসুখ যাইতে পারে ? যেখানে আলোক, সেখানে কি অন্ধকার যাইতে পারে ? তবে সুখময়গণের অসুখ দেখা যায় কেন ? জলময় স্থানে কি স্থলের সম্ভাবনা আছে ? কিন্তু তথাপি যদি সুখময়গণের মধ্যে অসুখ দেখা যায়, তবে তাহা বঞ্চনা নহে কি ? সুখ ও দুঃখের যুগপৎ সমন্বয় হইতে পারে না যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ নাই ; যেখানে দুঃখ সেখানে সুখ নাই, ইহা স্বাভাবিক। সুখের মধ্যে দুঃখ বা আলোর মধ্যে অন্ধকার-প্রতীতি ভ্রান্ত প্রতীতি ছাড়া আর কিছুই নহে।

নিরন্তর ভগবৎসেবানন্দে মগ্ন থাকিয়া সময় সময় গুরুবৈষ্ণবগণকে যে অসুখের লীলাভিনয় করিতে দেখা যায়, তাহা ত্রিতাপ-ভোগ নহে, পরন্তু তাহাতে অপার কৃপা নিহিত আছে। গুরু-বৈষ্ণব ভগবান্ তিন জনই কৃপালু ও বঞ্চক—উভয়ই। বঞ্চক তাঁহাদের কৃপালাভে অসমর্থ হইয়া বঞ্চিত হয়, কিন্তু কৃপাপ্রার্থীর নিকট বঞ্চনার কোন কথা নাই। ভক্তগণ অসুস্থাভিনয় করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগ প্রদান করেন, আর বিমুখ অপরাধী জীবকে বঞ্চনা করেন। অসুস্থ হওয়াও নানা ক্লেশের মধ্যে থাকিয়াও কি করিয়া হরিসেবার জন্য অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে হয়, তাহা তাঁহারা এই লীলায় প্রদর্শন করেন। সুস্থই হরিভজন করিতে পারে, অসুস্থ হরিভজন করিতে পারে না, সর্ব্বাবস্থায় হরিভজন করিতে পারা যায় না,—এই ভ্রম ভাঙ্গিবার জন্য অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহারা নানাভাবে ভগবৎসেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তের অসুখের অভিনয় যে সেবাশিক্ষা বা সেবার সুযোগপ্রদান ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

———

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের আন্তরিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজানিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তু, ব্যক্তি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

২। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৩। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

--::(:*:)::--

মঃ ষ্ট্যালিনের রাজনীতি হইতে অবসরগ্রহণের গুজব

১৭ই জানুয়ারী—"নিউজ উইক" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, জেনারেলিসিমো জোসেফ ষ্ট্যালিন রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর লইবেন যে গুজব রটে তাহা অস্বীকৃত হইলেও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া হইতেছে না। অনেকে মনে করেন যে, যুদ্ধোত্তর শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলেই তিনি রাজনীতি হইতে বিদায় লইয়া কম্যুনিষ্টপার্টির সেক্রেটারী জেনারেলের পদ গ্রহণ করিবেন।

"নিউজ উইক" বলেন যে, মার্শাল জুকভকে পররাষ্ট্র সচিব মলোটভের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মনে করা হইলেও মলোটভের ষ্ট্যালিনের উত্তরাধিকার লাভের সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। মলোটভ প্রধান মন্ত্রী হইলে সম্ভবতঃ সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ভিসিনস্কি মলোটভের স্থান দখল করিবেন।

মঁ প্যান্তলোভিচের পদত্যাগ

লণ্ডন, ১৫ই জানুয়ারী—মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মটলাভরেন্তি প্যান্তলোভিচ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের পিপলস কমিশনার পদে ইস্তফা দিয়াছেন। তিনি জেনারেলিসিমো ষ্ট্যালিনের প্রাচীনতম সহকর্ম্মিগণের অন্যতম। তিনি অক্টোবর বিপ্লবে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সম্প্রতি ষ্ট্যালিনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীরূপে তাঁহার নাম শোনা গিয়াছিল। তিনি কেন্দ্রীয় শাসন দপ্তরে কাজের চাপের জন্যই নাকি পদত্যাগ করিয়াছেন। মঁ ক্রুগলভ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনের দরুণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ম্যাট্রিকুলেশন, বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ১৮ই মার্চ্চ না হইয়া ২৫শে মার্চ্চ আরম্ভ হইবে। বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষা ২৬শে মার্চ্চ না হইয়া ১লা এপ্রিল হইবে।

ধলেশ্বরী নদীবক্ষে ডাকাতি

ঢাকা, ১৯শে জানুয়ারী—ধলেশ্বরী নদীতে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাথরঘাটা চর হইতে এখানে ঐ ডাকাতির সংবাদ পৌছিয়াছে।

কয়েকজন বস্ত্রব্যবসায়ী তাঁতের বস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য একখানি বড় নৌকায় শিবরামপুর যাত্রা করে। নৌকায় সর্ব্বসমেত আনুমানিক ৩৫ জন আরোহী ছিল।

নৌকাখানি পাথারঘাটা চরের নিকটবর্ত্তী হইলে নৌকার মধ্য হইতে ১০।১২ জন আরোহী সহসা দাও ছোরা বাহির করিয়া মাঝিদিগকে ঐ চরে নৌকা থামাইতে বাধ্য করে। আক্রমণকারীরা বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে নগদে প্রায় ২৫ হাজার টাকা কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে।

১৯৫৪ সালের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি তিন ব্যক্তিকে প্রদানের সিদ্ধান্ত

কলিকাতা, ১৭ই জানুয়ারী—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, শতবর্ষ পূর্ব্বে ইন্দো-বৃটিশ অর্থনৈতিক অবস্থা, বঙ্গীয় কৃষি বিষয়ক অর্থনীতি ও প্রাচীন ভারতীয় স্বর্ণকার—এই তিনটি বিষয়ে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত পরিমলকুমার রায় ও শ্রীযুত কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীকে ১৯৪৪ সালের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জেরুজালেমে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

গত ১৯শে জানুয়ারী— রাত্রিতে জেরুজালেমে [illegible] বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। রাত্রি ৮টা ১০ মিনিটে পুলিশ সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। রাইফেল ও মেসিনগান হইতে গুলীবর্ষণ চলিতেছে এবং ব্রিটিশ সৈন্যদল ও পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ মোতায়েন হইয়াছে।

এই সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপের মূলে কাহারা আছে তাহা বর্ত্তমানে জানা যায় নাই। তবে ইহুদী জাতীয় সামরিক সঙ্ঘ এরিত্রিয়ার দুইজন আটক বন্দীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিতে পারে। পুলিশ সতর্ক হইয়া আছে।

প্যালেষ্টাইন বেতার এখন বন্ধ আছে। জেরুজালেমে ৩ জন ব্রিটিশ পুলিশ কনষ্টবল আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তেল আভিভ হইতেও কয়েকবার বিস্ফোরণ ও গুলী বর্ষণের সংবাদ আসিয়াছে।

---

১ জন বৃটিশ অফিসার নিহত

প্যালেষ্টাইন বেতার ভবনের নিকটে ইহুদীদের ২টি সশস্ত্র দলকে বিতাড়িত করিতে যাইয়া ১ জন ব্রিটিশ অফিসার নিহত অপর একজন আহত হইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ { ১৬ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৯ · ১৯শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ২রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, শনিবার } ২১৩ ২২০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মাধব, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

ভক্তের বিচার

——::(::●::)::——

সংসারের অনিত্য সুখভোগের পথে শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া যে সকল বিঘ্ন বিপত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরম দয়া। তাহা আমাদের পরমমঙ্গলের হেতু। অজ্ঞজীব আমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রথমে তাহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। সৌভাগ্য হইলে বুঝিতে পারিব মঙ্গলময় ভগবানের সকল ব্যবস্থাই আমাদের মঙ্গলের জন্য—করুণাময়ের সবই করুণা। শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া গিয়া আমরা জড়বিষয়ভোগে প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের একমাত্র সেব্য, একমাত্র প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া গিয়া জড়-বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছি, জড় ভোগ্য বিষয়লাভে সন্তোষ এবং অলাভে দুঃখবোধ করিতেছি। কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখশোভা, সেই সৌন্দর্য্যের কথা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে প্রাপ্য বোধ করিতেছি। এই কুক্ষেত্র বিষয় সংগ্রহই আমাদের মূল ব্যাধি। শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলা আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকাকালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। পাপ এবং অপরাধফলে আমাদের সহজ স্বাভাবিক যে বৃত্তি, চৈতন্যের যে স্বভাব, তাহাও বিরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধী জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াতে আমাদের আদর এখন নাই। জড় আত্মা দেহসম্বন্ধী ও ইন্দ্রিয়সুখসম্বন্ধি দ্রব্য-গুণ ক্রিয়াতে বর্ত্তমানে আদর ও আত্ম বোধ হইয়াছে। আমরা মিত্রকে শত্রু ও শত্রুকে মিত্র মনে করিতেছি। তাই করুণাময় শ্রীভগবান্ আমাদের ভোগের পথে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে সাবধান ও সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। জাগতিক বিপদ-আপদগুলি আসিয়া আস্তিক জীবকে ভগবদুন্মুখ হইবার ভগবৎ-সেবা করিবার প্রেরণা প্রদান করে। বিপদাপদ না থাকিলে জীব কোনদিনই ভগবদুন্মুখ হইত না—নিত্যকাল ভগবান্‌কে ভুলিয়াই থাকিত। বুদ্ধিমান্ যাঁহারা, তাঁহারা নিজকৃত কর্ম্মফলস্বরূপ সাংসারিক দুঃখকষ্ট-সমূহকে শ্রীভগবানেরই অনুকম্পাজ্ঞানে সহ্য করিতে করিতে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের সেবাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করেন। সর্ব্বদা শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, সুখে দুঃখে যে-অবস্থায় রাখেন, তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারগুলিকে আমরা যে ভাবে গ্রহণ করি, তিরস্কারগুলিকেও সেইভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ার দণ্ড ভগবানের কৃপা প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাকে অনাদর করা উচিত নহে; তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করাই সুবুদ্ধিমানের কাজ। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নত সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

কৃষ্ণবিমুখতাই আমাদের একমাত্র মুখ্য বিপদ্ আর কৃষ্ণোন্মুখতাই একমাত্র মুখ্য সম্পদ। যাঁহারা এইরূপ সম্পদ্ ও বিপদের বিচারে প্রবিষ্ট না হইয়া সংসারের অনিত্য সুখ সম্ভোগ করিতে গিয়া ভগবদ্বিস্মৃতিকেই সম্পদ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা জাগতিক দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান্ হইলেও পরমার্থে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন। ভক্তগণের বিচার,—

"বিপদঃ সন্তুতাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"

হে কৃষ্ণ! যে সব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে তোমার ভববন্ধনমোচনকারী সুদুর্লভ দর্শন লাভ হয়, সেই সমস্ত বিপদ্ যেন আমাদিগের নিকট চিরদিনই উপস্থিত হয়।

যে অবস্থান আমাদের দুঃসঙ্গবর্জ্জনের সহায়ক, হরিজনদর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করে, শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য প্রেরণা প্রদান করে, হৃদয়কে দুষ্কর্ম্মনিরত গত-জীবনের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া নির্ম্মল হইবার অবসর প্রদান করে, তাহা দেহমনের সুখপ্রদ না হইলেও—বিবিধ আপাতযন্ত্রণাময় হইলেও আত্মশোধনের নিমিত্ত তাহা ভগবানের দেওয়াজ্ঞানে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

প্রাক্তন সুকৃতি বা দুষ্কৃতিফলে কর্ম্মফল-বাধ্য জীব সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। সুখের সময় দুঃখের কথা ভুলিয়া যায়, উত্তরোত্তর সুখবৃদ্ধির কামনায় উন্মত্ত হইয়া পড়ে। আবার দুঃখের সময় সুখের আশায় পাগলের মত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে থাকে। ভগবদ্ভক্ত কিন্তু সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া প্রকারে আত্ম-শান্তি বিসর্জ্জন দেন না। তিনি তাঁহার সুখ-দুঃখের সমস্ত বিচার ভগবৎপাদপদ্মে নির্ভর করিয়া "যদ্ যদ্ ভবাং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্"-বিচারেই সন্তুষ্ট থাকেন ভক্ত গাহেন,—

"এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃতপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ-কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এভব-সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ বরণে॥"

শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া লন—তাঁহার সুখ দুঃখের সমস্ত চিন্তা নিজের বলিয়া জানেন। তাই ভক্তের হৃদয় জগতের কোন অবস্থায়ই ক্ষুব্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গলময়, তিনি সর্ব্বক্ষণই আমার মঙ্গলচিন্তা করিতেছেন। "মঙ্গলময়ের কোন বিচারই অবিচার নহে। তিনি স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, প্রীতচিত্তে তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তনই আমার কৃত্য"—এই বিচারে ভক্তহৃদয় সর্ব্বদাই পরমানন্দময় থাকে: জগতের কোন ভোগী বা ত্যাগীর বিচার আসিয়া তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে না, ত্রিতাপ তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। ভক্ত তাঁহার চিদানন্দময় কলেবরে সর্ব্বদা সেবানন্দে

মগ্ন থাকেন। জগতের ভাবানর্থ সুখ-দুঃখরূপ দ্বন্দ্বধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক যিনি সর্ব্বদা ভগবৎসেবানন্দে বিভোর, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছার পরিবর্ত্তে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণবাঞ্ছার লেশমাত্রও যাঁহার নাই, জীবনে মরণে শয়নে-স্বপনে সর্ব্বাবস্থায়ই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র শরণ্য বরেণ্য হউক, তাহা হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। আমরা শ্রীভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া যেন ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি কামনা অন্য আর অশান্তিকে 'শান্তি' বলিয়া বরণ করি না।

সুখ-দুঃখের বিচারভার নিজে লইতে গেলেই "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"-বিচার উল্লঙ্ঘনের জন্য ভগবৎকৃপালাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইতে হবে। আমরা যাহাকে 'দুঃখ' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে যাই, ভক্ত তাহাকেই 'ভগবৎকৃপা' বলিয়া পরমাদরে বরণ করেন তাই তিনি অনন্ত দুঃখের মধ্যেও সুখ বিভোর, আর আমরা আমাদের পরিকল্পিত সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অশান্তি ভিন্ন কালযাপন করিতে থাকি।

যাহাতে ভগবদ্দর্শন নাই, ভক্তগণ তাহাকেই বিপদ বলিয়াছেন, আর যাহাতে ভগবদ্দর্শন বর্ত্তমান, তাহা শত-সহস্র বিপদসঙ্কুল হইলেও পরম সম্পদ বলিয়া বরণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাকৃত ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণ কাঁচ-কাঞ্চনরূপে বানাপ্রাপ্ত হইলেও আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন, কিন্তু ভক্তের বিচার,—

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ দুঃখ পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥"

শ্রীল রায় রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তবিরহকে গুরুতর 'দুঃখ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আবার যে সুখ কৃষ্ণসেবাসুখকে বাধা প্রদান করে, সে সুখের প্রতি ভক্তের মহাক্রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। ভক্ত তাহাকে কখনও 'সুখ' বলেন না।

নিজ-প্রেমানন্দে যদি কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥
(চৈঃ চঃ)

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখকে ভক্তগণ 'দুঃখ' বলিয়াই জ্ঞান করেন, পরন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক সুখই তাঁহাদের একমাত্র বরণীয় 'সুখ'। যেখানে কৃষ্ণসেবারূপ আত্মগতি হইতে বিচ্যুত হইয়া দেহাত্মবোধ-মূলে আমরা সুখ বা দুঃখের বিচারক হইতে যাই; সেইখানেই নানাপ্রকার অশান্তি আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে আমাদের মঙ্গলবিধাতা; "সত্যাহং সমুদ্ধরামি ভবিষ্যে শুভমঃ শনৈঃ"-বিচারমূলক কৃষ্ণানুগ্রহ উপলব্ধির সৌভাগ্য যাঁহার হইয়াছে, তিনি সম্পদে-বিপদে জীবনে মরণে সর্ব্বাবস্থায়ই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাপন্ন হইয়া থাকেন।

সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনির্ভরতার বৃদ্ধি হইলেই আমাদের মঙ্গল। নিজে 'ভোক্তা', 'কর্ত্তা' বা 'প্রভু' সাজিতে গেলে দৈবী মায়ার কঠোর দণ্ডবিধানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই—জন্ম জন্ম ত্রিতাপ ভোগ করিতে হইবে। আবার ত্রিতাপ দূরীকরণ অন্য ভক্তির সাক্ষাৎ ফল নহে; ভগবদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই জীবের ত্রিপ্রকার তাপ দূরীভূত হয়। কৃষ্ণপ্রেমাই ভক্তির সাক্ষাৎ ফল। যিনি প্রপন্ন হইয়া একবারও নিষ্কপটে 'কৃষ্ণ, আমি তোমার' বলিয়া প্রার্থনা জানাইতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—ভক্তবাক্যই আমার একমাত্র ব্রত। ভক্তবৎসল ভগবান নিজে তাঁহার ভক্তের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন।

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" তাঁহারই শ্রীমুখবাক্য। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে অনুরক্ত হইয়া ভক্তগণ সর্ব্বদা নিঃশঙ্ক বিচরণ করেন। জাগতিক সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির তুলনায় ভক্ত কৃষ্ণকৃপা কতটা তাহা বুঝেন না — 'কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক'— ইহাই ভক্তের বাক্য। সুখের সময় ভগবানকে খুব ভালবাসা আর দুঃখের সময় তাঁহাকে কোন ভালবাসা—ইহা অত্যন্ত নাস্তিক বুদ্ধির পরিচয়। শ্রীভগবৎপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার। সম্পদে-বিপদে তাঁহাতে শরণাপত্তিই একমাত্র মঙ্গলোপায়।

প্রকৃত গোস্বামী কে?

——:::::——

বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ভক্তিপ্রতিকূল ষড়্‌বেগ ধারণে যিনি সমর্থ, তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান ও চতুর। তিনি সুধীর, সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ আচরণময় হরিকথা বলেন, তিনি এই প্রতিকূল ষড়্‌বেগের অধীন নহেন। তিনি ধীর, স্থির, তিনিই গোস্বামী। এই ছয়টী বেগের গতির দিক্ ফিরাইয়া লইয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবার অনুকূল করেন বলিয়া তিনি সুকৌশলী সুচতুর সেবক।

এই ভক্তিপ্রতিকূল ষড়্‌বেগ আবার কায়িক, মানসিক ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ—ইহারা কায়িকবেগ; ক্রোধের বেগ—মানসিকবেগ এবং বাক্যবেগ—বাচিক বেগ।

জিহ্বাদ্বারা শব্দ উচ্চারণ ও আস্বাদন এই দ্বিবিধ কার্য্য হয়। জিহ্বার শব্দ উচ্চারণস্পৃহা বাক্যবেগের এবং আস্বাদনস্পৃহা কায়িকবেগের অন্তর্গত। বাক্যবেগ—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ বিষয়ের প্রজল্পস্পৃহা। হরিকথা ব্যতীত অন্য কথা বলিবার স্পৃহাই বাক্যবেগ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-বস্তুই সৎ, তৎসম্বন্ধী কথাই সৎকথা বা হরিকথা। শ্রীহরিকথা ব্যতীত অন্য কথাকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "অসদ্‌বার্ত্তা বেশ্যা" বলিয়াছেন। অসদ্‌বিষয়ের সংবাদসরবরাহকারী বাক্যই অসদ্‌বার্ত্তা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বহন করিবার জন্য যদি বাক্যকে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে বাক্যের যে অনিষ্টকারিত্ব, তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়। তখন সেই বাক্যই পরা শান্তি ও অমৃত দান করে; নতুবা বাক্য কেবল অসদ্‌বার্ত্তাবহনকারী হইয়া মৃত্যু আনয়ন করে। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই অমৃত; কৃষ্ণবিস্মৃতি মৃত্যু।

শ্রীকৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণকার্ষ্ণকথা ত্যাগ করিয়া অন্য কথা বলার নাম বাক্যবেগ। মৌন হইয়া বসিয়া থাকাও বাক্যবেগ। ইহা অব্যক্ত বাক্যবেগ। যাঁহারা জগতের অনেক কিছু গ্রাম্যকথা বলিয়াছে—ইহজন্মেই হউক বা পূর্ব্বজন্মে হউক যাঁহাদের বাক্‌শক্তি বৈখরীর মত গ্রাম্যকথাতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারাই অনেক কথা বলিবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবার ইচ্ছায় মৌন হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের বাক্যবেগস্পৃহা যায় নাই, তাহা অব্যক্তভাবে অপ্রকাশিতভাবে রহিয়াছে এইমাত্র তফাৎ। ঐপ্রকার মৌন হইয়া রহিবার উপায়ের দ্বারা বাক্যবেগস্পৃহা দমন করা যায় না। কথা বলিবার স্পৃহাকে নষ্ট করা যায় না, তাহাকে নিয়মিত করা যায় মাত্র। বাক্যবেগ দমন করিবার একমাত্র উপায়—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে পারিলে ইতরকথার লোভ থাকিবে না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি হইলে ইতরকথা বলা ও শুনার লোভ আনুষঙ্গিকভাবে রহিত হইয়া যাইবে। যাহারা ভগবৎকথা বলে না, স্মরণ করে না, মস্তক দ্বারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে নমস্কার করে না, তাহারাই নরক-পথের যাত্রী হইয়া থাকে। শ্রীযমরাজ নিজ দূতগণকে বলিয়াছেন,—

"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥"
(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যেসকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনামগুণাদি কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় নাই, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদি অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

আস্বাদন দুইপ্রকার—কৃষ্ণকথামৃতশ্রবণের আস্বাদন এবং কৃষ্ণাবশিষ্ট মহাপ্রসাদের আস্বাদন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"নারদবীণোজ্জীবন-সুধোর্ম্মিনির্য্যাস
মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন
সদা॥"

হে কৃষ্ণনাম! তুমি শ্রীনারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্যপ্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপ স্ফূর্ত্তিলাভ কর।

শ্রীনামের সহিত রসনা রসময়ভাবে সংযুক্তা। অনর্থযুক্ত সেবোন্মুখের রসনা রসময় শ্রীনামের নিত্যসঙ্গিনী। শ্রীনাম উচ্চারণকালে তাঁহার রসনা নবনবভাবে রসাক্ত হইয়া থাকে। শ্রীনামপ্রভু—রসময়-বিগ্রহ। সেবোন্মুখ হইলে শ্রীনামপ্রভুর 'উপাস্য' নিরঙ্কুশ প্রভুর সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য আসিবে। রসময় শ্রীনাম যখন সেবোন্মুখের জিহ্বায় নৃত্য করেন, তখন সে জিহ্বার সেবারস-আস্বাদনের কিছুই প্রাকৃত পক্ষ সংযুক্ত হয়। ভক্তের অপ্রাকৃত জিহ্বার যে দুটী কার্য্য, তাহা উভয়ই স্বাদু রসময়। ভক্তের শ্রীনামকীর্ত্তন ও চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়-সমন্বিত ভগবৎপ্রসাদের আস্বাদন উভয়ই স্বাদু, রসময়।

ইতরকথার প্রজল্পী ও জিহ্বালম্পটের কৃষ্ণভজন হইবে না। কেবল ভাল ভাল খাইবে ও লোকে হইয়া বেড়াইবে, তাহার ভাগ্যে মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত। "জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" উদরপরায়ণ হইলে হরিভক্তি লাভ হইবে না। নিজের ভাল ভাল খাওয়া-পরার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া জগতের সমস্ত ভাল ভাল—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু সকল কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা আসক্তির বস্তুকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত না করিলে ঐ দ্রব্যে আসক্ত এজগতেই থাকিতে হইবে, সর্ব্বাপেক্ষা আদরের—সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়বস্তুকে নিজে ভোগ না করিয়া সর্ব্বভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগাইতে হইবে।

আমাদের মন সর্ব্বদা রূপ-রসাদির আগার, মায়ার প্রলোভনের ক্ষেত্র বিশ্বের অনুধাবনে ব্যস্ত, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখ বা ভোগের অনুসন্ধানে চঞ্চল। সেই মনকে নিয়মিত করিতে হইলে দিব্যজ্ঞানদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুক কৃপার প্রয়োজন। অসদ্‌বস্তু হইতে মনকে ছুটি করাইতে হইলে—বিমুখ মনকে দণ্ড দিতে হইলে মনের প্রাণ যে 'স্মরণ' সেই স্মরণকে শ্রীগুরুপাদপদ্মানুধ্যানে অনুক্ষণ নিযুক্ত করিতে হইবে। 'মনের স্মরণ প্রাণ।' এজন্য সকলই

হরিভক্ত অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীভক্তিকথাশ্রবণের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপ্তির মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীভক্তিকথায় অকপট রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, সাধনায় অকার্পণ্য ও কার্য্যিক লাভ ও আনন্দ বা ভগবৎকামিতে উল্লাস ও বিষয়ে নিরাসক্ত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্তি, গুণ ও বিশ্বাস আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সমস্ত বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অর্থাৎ মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

২। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক নিজ স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন।

৪। শুদ্ধভক্ত ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ দৃষ্ট হইলে ও সম্পাদক ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বস্তু বোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

ভারতে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা

জানা গিয়াছে, ভারতের খনিজ সম্পদ পুরাপুরি কাজে লাগানোর জন্য শীঘ্রই অধিক সংখ্যায় শিক্ষিত ভূতাত্ত্বিকগণের সাহায্য পাওয়া যাইবে। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকগণকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পাঠানের একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক বিভাগ অনুমোদন করিয়াছেন। খনি-বিদ্যা ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরও উচ্চশিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাবও বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় 'ভূতাত্ত্বিক' জরীপ বিভাগের ১২ কিংবা ১৪ জন সহকারী ভূতাত্ত্বিককে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করা হইবে। এজন্য ভূবিদ্যায় গ্রাজুয়েটদের মধ্য হইতে প্রার্থীদিগকে মনোনীত করা হইতেছে। ভারতে কয়েকমাস প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার পর ইঁহাদিগকে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা প্রায় একই প্রকার এবং অষ্ট্রেলিয়ার যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকে (অর্থাৎ মার্চ্চ হইতে এপ্রিল মাস) সে সময় ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরীপ বিভাগ বন্ধ থাকে।

প্রথম দফায় পরিকল্পনাটির মেয়াদ হইবে তিন বৎসর। শিক্ষার্থীদের প্রথম দল আগামী বৎসরের গোড়াতেই অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিবেন।

বৈদ্যুতিক পাখা ও আলো প্রভৃতি

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, বিদেশ হইতে আমদানী সকল প্রকার বৈদ্যুতিক পাখা ও বৈদ্যুতিক আলো (মোটর গাড়ীর আলো ছাড়া) এবং মোটর গাড়ীতে ব্যবহারের উপযুক্ত (ডিজেল বা পেট্রোল এঞ্জিন ছাড়া অন্যান্য) এঞ্জিন বিক্রয় করিবার জন্য এখন হইতে ব্যবসায়ীদের আর অনুমতিপত্রের (প্যারমিট) প্রয়োজন হইবে না।

পাঁচ হাজার মাইল দূরে বসিয়া কানে কানে আলাপ

বিলাত ও ভারতের মধ্যেকার সরাসরি বেতার টেলিফোন যোগাযোগ যুদ্ধের সময়ে বন্ধ ছিল, সম্প্রতি তাহা আবার চালু হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের ডাক, তার ও বিমান-ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মাননীয় স্যার মহম্মদ ওসমান গত ৬ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লী হইতে বিলাতের পোষ্ট মাষ্টার-জেনারেল লর্ড লিষ্টায়েলের সহিত টেলিফোনযোগে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। দুই দেশের দূরত্ব ৫ হাজার মাইল হইলেও কথাবার্ত্তা খুব পরিষ্কার শোনা গিয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও সিংহল এবং পরে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যেও শীঘ্রই বেতারটেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

ভারতীয় সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য ভাণ্ডার

ভারতীয় সৈন্যদের জন্য গড়া এই স্বাচ্ছন্দ্য ভাণ্ডার সম্পর্কে সর্ব্বশেষ বিবরণী (বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই পর্য্যন্ত ৬ মাসের) পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের জন্য ৮৩ হাজার পশমের শীতবস্ত্র এই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে তৈয়ার করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ৯ হাজার ৪৫০টি ছাড়া বাকীগুলি সৈন্যদের নিকটে পাঠানো হইয়াছে।

ভারতীয় নাবিকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ৮ হাজার ২৪৮টি বাণ্ডিল এই সময়ে বিতরণ করা হইয়াছে এবং ৯ হাজার ৮১ জন ভারতীয় নাবিকের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও এই স্বাচ্ছন্দ্য ভাণ্ডারের সাহায্যে করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া বহু সংখ্যক বই, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদিও তাহাদের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যগণ গৃহে প্রত্যাগমন করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহাদের অভ্যর্থনাকারীদলের যাবতীয় প্রয়োজন এই ভাণ্ডারের সাহায্যে মিটানো হইয়াছে।

লণ্ডনে ভারতীয় কারিগরী শিক্ষার্থীদের ১০ম দলের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেও এই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য করা হইয়াছে।

খরচা বাদে বর্ত্তমান বৎসরের জুলাই মাসে এই ভাণ্ডারে বাকী জমার পরিমাণ ছিল ১৩ হাজার ৪৭ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে যুদ্ধবন্দীদের জন্য ভারতীয় রেডক্রশের দানের পরিমাণ ৪ হাজার ১২২ পাউণ্ড। বড়লাটের যুদ্ধতহবিল হইতে বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তিন মাসের বরাদ্দ হিসাবে বিলাতের বিমান উৎপাদন দপ্তর গত জুন মাসে স্বাচ্ছন্দ্য ভাণ্ডারে ৭১৪ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH
ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ ২০ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৯ : ২৩শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, বুধবার } ২২১ ২২৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মাধব, স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৯

ভক্তোপদেশ

——::(::•::)::——

সকল বৈষ্ণবই সমান, ইহা সত্য বটে; কিন্তু যাঁহারা বলাবলের বিষয় জ্ঞাত হন নাই—স্বল্পবুদ্ধি, বিষয়াসক্ত, কেবল শিশুক ও ক্রুর দেশ দেখিয়াও ভয় পান, তাঁহারা কিরূপে ভক্তের বলাবল, অল্পাগ্নি ও মহাগ্নির বৈশিষ্ট্য জানিবেন? তাঁহারা সকল বৈষ্ণবের প্রতি তুল্য ব্যবহারই করিবেন, বৈশিষ্ট্য-বিচারের অজ্ঞানতাবে তাঁহারা কি করিবেন? কিন্তু সে-সকল বৈষ্ণব ব্যবহার ও পারমার্থিক বিষয়ে অভিজ্ঞ, মহাজনের নিকট শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া ও জানিয়া বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়াছেন, হীনবল ও প্রভূত বলের বিচারে ধীর, কাহাদের দেহে কৃষ্ণের কত পরিমাণ শক্তি, অল্প বা প্রভূত বল, এই সমস্ত জানেন, তাঁহারা ভেদবিচার-বুদ্ধিতে ব্যবহার করিবেন। তাঁহারা যদি বলাবল জানিয়া ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে দোষভাজন হইয়া থাকেন। সেইহেতু অল্পবল ও বলাধিক বৈষ্ণব একত্র উপস্থিত থাকিলে তাঁহারা অগ্রে মহত্তের ও পরে সাধারণ বলবিশিষ্টের পূজা করেন। এই প্রকারে পরোক্ষেও অর্থাৎ অবিদ্যমানেও অধিকবল-বিশিষ্টের যেরূপ পূজা, অল্পবলবিশিষ্টের সেরূপ পূজা হইবে না। যেমন বাড়বানল জলিতে থাকিলে সেইবিষয়ে অভিজ্ঞজন অগ্রে প্রদীপাগ্নি নির্ব্বাপণ করে না, বরং বাড়বানল নির্ব্বাপিত হইলে প্রদীপাগ্নিকে সহজেই নির্ব্বাপিত করে। যদি বা বলাবল ও মহাতেজস্বী বৈষ্ণবগণের পূজা ও তুষ্টিবিধান দেখিয়া অল্পতেজাঃ বৈষ্ণবগণ ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সেই মূর্খগণ মহাত্মাদিগের শক্তিদ্বারা হীনবল হইবেন, তাঁহারা মহাত্মের পূজাকারী সেবকের কিরূপে নিগ্রহ করিবেন? ভগবানের ভজনবিষয়ে নিশ্চিন্তমতি, দীর্ঘকাল সচ্ছাস্ত্র-শ্রবণশীল বৈষ্ণবগণ এবং ব্যবহার ও পরমার্থে নিপুণ যে সকল সজ্জন এই সমস্ত ব্যবহার জানেন, তাঁহারা জানিয়া আচরণ না করিলে বিনষ্ট হন, কিন্তু বলাবল বিচার করিলে বাঁচেন অর্থাৎ জীবন সার্থক করেন। অপরে সুমেরুপর্ব্বতের আশ্রিতগণের কি করিবে? পক্ষান্তরে, তাঁহাদের পূজা, সাধুযোগ্য সম্মান ও সেবা করিবেই।

অসাবধানেও বৈষ্ণবের নিন্দা ও অবহেলা করা উচিত নহে। বৈষ্ণবের জন্ম মরণেও দুঃখ নাই। কর্ম্ম ও আচার দেখিয়া বৈষ্ণবের দোষ দর্শন করিবে না। কলিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া কাঁহারাই বা কর্ম্ম ও আচারে বিশুদ্ধ আছেন? যেহেতু বৈষ্ণবশরীরে কৃষ্ণের তেজোরূপ অগ্নি বর্ত্তমান, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণবলে পাপসমূহ তাহাতে পতিত হইতে পারে না এবং পতিত হইলেও কৃষ্ণাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়; আর সমগ্র গঙ্গায় একই তরঙ্গ অর্থাৎ তরঙ্গের ইতর বিশেষ লক্ষিত হয় না—এইরূপ বিচারে অবল সবল সকল বৈষ্ণবে সাম্যভাবই অনভিজ্ঞগণের পক্ষে পূজা। ইহাই এই সিদ্ধান্তের শেষ কথা।

সকল বৈষ্ণবই গুরু। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু আছেন। উভয়ের প্রতি কিরূপ আচরণ করা উচিত? তাঁহাদের উভয়েরই আজ্ঞাপালন কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা উভয়ে (দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু) অল্পবল (অর্থাৎ ভজনের উপদেশে বিশেষ অনিপুণ) হন, তাহা হইলেও অপর মহাজনের মুখ হইতে শিক্ষা-বিশেষ অবগত হইয়াও তাহা গুরুকে সমর্পণ করিবে এবং গুরুর নিকট পাঠ করিবে; কিন্তু (তাই বলিয়া) শ্রীগুরুকে অবহেলা করিবে না। যেমন, স্নেহাস্পদ পুত্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পিতাকে দেয় এবং আবার তাঁহার নিকট হইতে লইয়া নিজেই উপভোগ করে। যদি অর্থ আনিয়া আপনি ভোগ করে, তাহা হইলে সে কুপুত্র পাপী হয়। সকল স্থানে বৈষ্ণবগণকে গুরুর সমান অধিকারে পূজা করিবে, তাহা হইলেও শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা গুরুরই সেবা করিবে। কার্য্যকালে অপর ব্যক্তি গুরুর অনাদর করিলে গুরুই প্রধান বিবেচিত হইবেন, তাঁহারই পক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে। দেখুন, পিতা যেরূপ গুরু, তদ্রূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা পিতা অপেক্ষা অধিক পূজ্য কোন ব্যক্তি, বা পিতার কোন আত্মীয়ই পিতৃবৎ গুরু। আর পিতার পিতা (পিতামহ) গুরুর ও গুরু, তাঁহার পূজা বিশুপিতা—এই আচার লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এখন যদি ঘটনাক্রমে ইঁহারা পিতাকে নিন্দা করেন, তবে পিতাকেই গুরু বিচার করিতে হইবে, পিতৃপক্ষই আশ্রয় করিতে হইবে এবং তাহার বলেই জীবনধারণ করিতে হইবে। পিতা, গুরু বা স্বামী গুণ-হীন হইলেও পূজ্যই। ইঁহাদের বল অবলম্বন করিয়া প্রবলের সহিত বিরোধ করিতে হইবে। কোন্ লোকেরা বা পিতার বলকে জীবন ধারণ করে? (গুরুর সম্বন্ধে এই বলাবল-জ্ঞান শিষ্যের বা সেবার জীবন-স্বরূপ। গুরুমুখে শুনিয়া অথবা নিজবুদ্ধির বিচারে সকলে তাঁহার (গুরুর) অভীষ্টই আচরণ করেন—ইহা পূর্ব্বাপর বিধি বা ব্যবহার। তাঁহার (গুরুর) সেবনবিষয়ে পণ্ডিতগণ ইহাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু, গুরু যদি অবিহিত কার্য্য করেন, তাহা হইলে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তদ্বারা গোপনে তাঁহার দণ্ড করিতে হইবে, কিন্তু (তথাপি) ত্যাগ করিবে না। যদি বল, গুরুর আবার দণ্ড কি করিয়া হয়? এরূপ প্রশ্ন সমীচীন নহে। গর্ব্বিত, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী গুরুরও ত্যাজ্য দণ্ডের বিধান আছে।

স্বভাবতঃই কৃষ্ণাশ্রয়ই (কৃষ্ণে শরণাগতিই) বৈষ্ণবগণের মূল বা মুখ্য এবং তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) গুণ গান, যশোবর্ণন এবং বিলাস ও আনন্দলীলার কীর্ত্তনই (তাঁহাদের) জীবন। সকলে (বৈষ্ণবে) শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া অথবা নিজবুদ্ধিবিচারে উহার অনুসরণে ব্যবহার করেন—ইহাই রীতি। আর গুরু যদি বিপরীত আচরণ করেন, ভগবদ্বিষয়ে ভ্রান্ত হন, শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাদি স্বীকার না করেন, অথবা যদি স্বয়ং মিথ্যা অভিমানে অজ্ঞলোকের তোষামোদে কৃষ্ণাভিমান (অথবা মলিনতা) লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। কিরূপে গুরুত্যাগ করিব?—এইরূপ সংশয় করা উচিত নয়। কৃষ্ণপ্রেমের লোভে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত গুরুর আশ্রয় করা হইয়াছে। তারপর সেই গুরুতে আসুর ভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলে কি করা উচিত? অসুর গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান অপর গুরুকে আশ্রয় করা উচিত। ইঁহার (কৃষ্ণভক্ত গুরুর) কৃষ্ণবল আশ্রয় করিয়া

অসুর গুরুর বলকে মর্দ্দন করিতে হইবে—ইহা শ্রীশ্রীবৈষ্ণবগণের ভজন-বিষয়ে বিচার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারকালে এইরূপ বহু উদাহরণ বা গুরুনিরূপণ-সিদ্ধান্ত পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

মহাজনগণ নিজ দুঃখ-দ্বারা (অর্থাৎ নিজে দুঃখ বরণ করিয়াও) পরের দুঃখ মোচন করেন। (কারণ), পরার্থেই সাধুগণের ধন, প্রাণ ও সুখ। শ্রেয়স্কামী মনুষ্যগণ আপনাদের তুল্য পূজ্যতম সজ্জনশ্রেষ্ঠ মহাজনগণকে সর্ব্বদা সেবা করিবে। দেবতারা স্বার্থপর, (কিন্তু) সাধুগণ তাহা নহেন। অতএব সকলে সাবধান হইয়া যে যেখানে ভগবদনুরাগে লোভ, যে যে স্থানে কৃষ্ণকথার প্রসঙ্গ, যে যে স্থানে শ্রীহরির (বিশুদ্ধ) কীর্ত্তন, যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলাদি-বর্ণনের প্রচেষ্টা, যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তগণের প্রশংসা, সেই সেই স্থানেই (মিলিত হইতে) অগ্রহ বিশিষ্ট হউন, সকলস্থানে প্রীতি করুন। তাহাই দিনে দিনে সর্ব্বথা সুসিদ্ধ হইবে। প্রীতি ও প্রেমই প্রভুর একমাত্র অঙ্গ। তাহা যদি হৃদয়ে সমুদিত হয়, তাহা হইলে সকলেই সুখী হন এবং তাহাদিগকে (আর) শোক করিতে হয় না। প্রীতিই বেদশাস্ত্রের উত্তম ও নিত্য ফল। তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভূতলে (আর) কিছুই নাই।

ভক্তিতে স্খলন বা পতন নাই

——::::::::::——

হরিভক্তিই জীবের স্বধর্ম। 'স্ব' অর্থে আত্মা। 'স্বধর্ম' অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম। যাহার যাহা স্বভাব বা বৃত্তি, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। জীব আত্মবস্তু। আত্মার স্বভাবই পরমাত্মার সেবা করা। আত্মার পরমাত্মার সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। স্বরূপে প্রীতির যোগসূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত আত্মধর্ম্মে প্রীতি আছে। প্রীতিই প্রিয়ের সর্ব্বতোমুখী সেবা করায়। ভক্তিধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম—প্রীতিময়। আত্মা—প্রিয়, প্রিয় যাঁহাতে প্রীতি করে, তিনি—পরমাত্মা। প্রিয়ের (আত্মার) যে পরমপ্রিয়ের (পরমাত্মা ভগবানের) সেবা, তাহা পরম মধুর। প্রিয় যে প্রেষ্ঠের প্রীতিবিধান করেন, তাহাতে প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া থাকে। "প্রিয়স্য চ সেবা সুখরূপৈব।" (ভঃ সঃ ২ অনুঃ) প্রিয়ের সেবায় সুখ আছে। প্রিয় প্রিয়ের প্রীতিবিধান করিয়া সুখ না চাহিলেও স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবৎসেবায় স্বাভাবিক আনন্দ বর্ত্তমান। উদ্বুদ্ধস্বরূপ জীব প্রীতির সহিত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরের সেবা করেন। সেবায় এত আনন্দ আছে যে, তিনি সেবা না করিয়া পারেন না; না করিলে প্রাণে কষ্ট হয়, করিলে আনন্দ। এই আনন্দ দেহের সুখ বা মনের শান্তিজনিত আনন্দ নহে, প্রভুর সুখ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ। জীব-সত্তার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নির্ম্মল জীবতত্ত্ব—কৃষ্ণানন্দময়। জীব অণু হইলেও পূর্ণসেবানন্দের অধিকারী। জীব কোনরকমে একবার ভগবৎ-সেবানন্দরস পাইলে আর ছাড়িতে পারে না। সেবারস, প্রীতিরস এত মধুর, এত আনন্দদায়ক! প্রিয়বস্তুর প্রীতিতেই আনন্দ, সুখেই সুখ। ভৃত্যের প্রভুসুখেই আনন্দ। নির্ম্মল, শুদ্ধজীব শ্রীভগবানের সহিত প্রীতিসূত্রে চির আবদ্ধ। প্রভুর সহিত প্রীতির শৃঙ্খলে সর্ব্বদা শৃঙ্খলিত থাকাই স্বরূপাবস্থিতি।

দুর্ভাগা জীবের এই প্রীতিধর্ম্মের বিপর্য্যয় যখন হয়, তখনই দেহের প্রতি প্রীতি হয়। তখন দেহ মনোধর্ম্মই তাহার স্বধর্ম্ম হইয়া পড়ে! দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যই স্ব দেহ ও স্বদেহের নিমিত্তস্বরূপ আত্মীয়-স্বজনাদিতে প্রীতি হয়। এইজন্যই বদ্ধজীব নিজের ও আত্মীয়-স্বজনাদির, সুখে-দুঃখে সুখী দুঃখী হয়। এইরূপ দেহ-মনোধর্ম্মাসক্ত জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিধর্ম্মোন্মুখ করিবার জন্যই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতায় সকলকে উপদেশ করিতেছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীতা ১৮।৬৬)

—"সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও। তুমি শোক করিও না, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব। 'আমার প্রতি ভক্তিদ্বারা সকলই সম্পন্ন হইবে'—এই দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বিধির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় কর। এইরূপে থাকিলে তোমার কর্ম্মত্যাগের জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। যেহেতু একমাত্র আমাকেই আশ্রয়কারী তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে আমিই মুক্ত করিব।"

ভক্তিপথে পতনের কোন আশঙ্কা নাই। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রতি নির্ভরতা থাকিলে তাঁহারাই সাধককে পদস্খলন হইতে রক্ষা করেন। ভক্তিপথে চলিতে চলিতে প্রাক্তন কর্ম্মফলে পদস্খলন হইতে পারে, কিন্তু পতন হয় না। শ্রীগুরুদেব তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যানাস্থায় নরো রাজন্
ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে
ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥"

(শ্রীভাঃ ১১।২।৩৫)

—হে রাজন্! ভাগবত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে মানব কোন কালেও বিপন্ন হয় না এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধাবমান হইলেও কখনও স্খলন পতন হয় না।

সাধুগুরু সহায় থাকিলে ভক্তিপথে কোন চিন্তা নাই। ভক্তিসাধকের যদি শ্রুতি-স্মৃতি অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকে এবং তিনি যদি নিষ্কপট সেবক হন, তাহা হইলেও তাঁহার কোন বাধা হয় না। ভক্তিতে বিদ্যা-বুদ্ধির অপেক্ষা থাকে না। ভক্তিতে অকপট ইচ্ছা, সর্ব্বতোমুখী যত্ন ও ঐকান্তিক প্রীতি থাকিলে আর কোন কিছুর দরকার হয় না। এইরূপ ভক্তিসাধকের ভক্তিপথে চলিতে চলিতে যদি সিদ্ধির পূর্ব্বেই দেহপাত হয়, তাহাতেও তাঁহার ভক্তির কোন ক্ষতি হয় না। এ জন্মে যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, পরজন্মে আবার সেখান হইতেই আরম্ভ হইবে।

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

(ভাঃ ১।৫।১৭)

যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন আরম্ভ করিয়া অপক্বদশায়ই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু অমঙ্গল হয় না। পক্ষান্তরে শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন ব্যতীত কেবল স্বধর্ম্ম-পালনদ্বারাও কোন ব্যক্তির প্রয়োজন লাভ হয় না।

জ্ঞানমার্গে পরমপদপ্রাপ্তির পরও পতনের কথা শাস্ত্রে শুনা যায়। কিন্তু ভক্তিমার্গে সেইপ্রকার পতনাশঙ্কা নাই। ভক্তিতে সিদ্ধ ত' দূরের কথা, সাধকেরও পতন নাই। তবে যে, শ্রীচিত্রকেতু, শ্রীভরত মহারাজ, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ প্রভৃতি ভক্তের পতনের কথা শুনা যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাতেই সংঘটিত এবং কেবল তাঁহাদের সজ্জন্ম হইতে চ্যুতি হইয়া নীচ যোনিতে মাত্রপ্রাপ্ত হইয়াছিল, ভক্তি হইতে পতন হয় নাই। নতুবা শ্রীচিত্রকেতু অসুরজন্মে বৃত্রাসুর হইয়া ইন্দ্রকে ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দেন কি করিয়া? শ্রীভরত মহারাজ মৃগদেহেও ভগবচ্চিন্তা করিয়াছিলেন এবং শ্রীগজেন্দ্রও নক্রের আক্রমণে পড়িয়া ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (শ্রীভাঃ ১০।২।৩২) ইত্যাদিনা মুক্তানামপি ভগবদনাদরেণ পরমার্থভ্রংশ উক্তঃ। ভক্তানাং স নাস্তীত্যাহ,—তথেতি। যথা পূর্ব্বং আরূঢ় পরমপদস্থাবস্থাতোঽপি ভ্রশ্যন্তি, তথা তাবকা 'মাধব', সাধকাবস্থাতোঽপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্র-ভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেঽপি ভক্তিবাসনানুগতিদর্শনাৎ।"

(ভঃ সঃ ১২০ অনুঃ)

—"হে পদ্মপলাশলোচন যাঁহারা তোমার চরণসেবা অনাদর করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তোমার প্রতি ভক্তির অভাব হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধা নহে বলিয়া তাঁহারা বহু জন্মের তপস্যার বলে (ফলে) জীবন্মুক্ত দশা লাভ করিয়াও তোমার শ্রীপাদপদ্ম অনাদরপূর্ব্বক অধঃপতিত হয়।" ইত্যাদি শ্লোকে জীবন্মুক্তগণেরও যে ভগবদনাদরহেতুই পরমার্থ হইতে পতন ঘটিয়াছে, তাহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তগণের তাহা অর্থাৎ পতন নাই—ইহা বলিবার অভিপ্রায়েই এই শ্লোকোক্তি; কিন্তু প্রাগুক্ত (ভক্তিহীন মুক্তাভিমানী) জনগণ পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতেও যেরূপ ভ্রষ্ট হন (হে ভগবন্) ত্বদীয় ভক্তগণের (পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতে দূরে থাউক) সাধনাবস্থা হইতেও সেইরূপ বিচ্যুতি ঘটে না, যেহেতু শ্রীবৃত্র, শ্রীগজেন্দ্র ও শ্রীভরতাদি ভক্তগণের (প্রাক্তন) উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও তাঁহাদের ভক্তিবাসনার অনুসরণ (পরজন্মেও) দেখা গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতিই ভক্তির মূল। শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাসই শ্রীকৃষ্ণে শরণাপত্তি। এই শরণাগতি হইতেই প্রীতিধর্ম্মের উল্লাস হয়, ভক্তি বাড়ে। জীবের বদ্ধাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন হয় না ও আশ্রয় সৌভাগ্য হয় না। এইরূপ জীবের জন্যই কৃষ্ণ সাধুগুরুরূপে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাঠাইয়া দেন। ভগবানের কৃপা এজগতে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন সাধুগুরুরূপে। যদি কোনপ্রকারে এই সাধুগুরুর অভিনিবেশময় কৃপাদৃষ্টির মধ্যে আসা যায়, তবেই মঙ্গল। এই সাধুর প্রতি অভিনিবেশ—সাধুর আচরণ বা তাঁহার ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলিত হইতে পারিলে পূর্ণতম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। সাধু ব্যতীত ভগবানের কৃপার পৃথক্ পরিচয় নাই। বর্ত্তমানে যে বিমুখতাকে সর্ব্বস্বজ্ঞান হইয়াছে, সাধুগুরুর সঙ্গকৃপাফলে সেই বিমুখতার সর্ব্বনাশ হয়। সাধুসঙ্গফলে যখন দীনতা হইবে, তখন চিত্ত দ্রবীভূত হইবে। দ্রবীভূত চিত্ত হইতে ভক্তি প্রকাশ পায়। নিজেকে দীন বলিয়া অনুভূতি হইলেই প্রাপ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণকে দিবেন। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই তিনি গুরু। তিনি কৃষ্ণ দিবার জন্য—কৃপা করিবার জন্য প্রস্তুত। কৃপা করাই তাঁহার স্বভাব। এইজন্যই সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণ আদৌ গুরুপদাশ্রয়ের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহা গুরুবর্গই পূরণ করেন। গুরুদেবতাত্মাকেই শ্রীকৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন।

ভগবদ্ভজনোন্মুখ সাধক জীব সমস্ত ধর্ম (দেহ-মনোধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে ভজনানুশীলন করিলে সাধনপথে কোন বিপত্তি হয় না। অনন্য শরণাগতকে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণ রক্ষা করেন। একান্ত শরণাগত জনকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হাতে ধরিয়া লইয়া যান, পথে কোথায় কাঁটা আছে, গর্ত্ত আছে তাহা দেখাইয়া সাবধান করিয়া থাকেন। তাঁহার মন যদি সাময়িকভাবে এদিক্ ওদিক্ যায়, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। কারণ, শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ তাঁহার রক্ষক। প্রাক্তন কর্ম্মফলে চিত্তের অস্থিরতা থাকিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই তাহা ঘুচিয়া যায়। শ্রীগুরুদেবই তাঁহার শ্রীচরণ-আশ্রিতজনকে নানা উপায়ে সংশোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী করেন। অসংযত মনকে, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই সংযত, শান্ত করেন।

"সেই—ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই—প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে;
সেই ঠাকুর ধন্য, তা'রে চুলে ধরি' আনে॥"

(চৈঃ চঃ)

হরিকথা শ্রবণ

——::(::॰::)::——

মহাভাগবতবর শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণলীলার শব্দের কর্ণের সহিত যে যোগাযোগ, তাহার নাম শ্রবণ। শ্রদ্ধা বা প্রীতি হইয়া শ্রবণই প্রকৃত শ্রবণ। অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে নিষ্ঠাযুক্ত শ্রবণের দ্বারাই কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে। নবধা ভক্তির অন্যান্য অঙ্গ যাজিত না হইলেও যদি শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রীতিযুক্ত হইয়া বা ধ্যানরত হইয়াভাবে শ্রবণ করা হয়, তবে কেবল ঐরূপ শ্রবণ-দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হইতে পারেন। যাঁহার নাম শুশ্রূষুকর্ণে একবার মাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশাদিরও সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়, যদি আপনজ্ঞানে, প্রীতির সহিত ব্যবধান-রহিতভাবে সেই শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণ হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইবেই।

শ্রীভগবানের নামের শ্রবণ, অসংখ্য বিভিন্ন রূপের শ্রবণ, চৌষট্টিপ্রকার গুণ শ্রবণ ও লীলাদি-শ্রবণে শ্রবণকারীর কেবল সংসার-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত হয় না, প্রেমভক্তিলাভও হইয়া থাকে। মহাবিষয়ী, সংসারিগণেরও এই ভগবৎকথা শ্রবণেই একমাত্র মঙ্গল লাভ সম্ভব। তবে এই শ্রবণের ক্রম আছে। আদৌ নাম, তৎপরে ক্রমান্বয়ে রূপ, গুণ ও লীলাশ্রবণই বিধি। শ্রীনামশ্রবণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, শুদ্ধান্তঃকরণে রূপশ্রবণের যোগ্যতা হয়, তদ্দ্বারা গুণসমূহের উদয় হয়; তৎপরে তদীয় পরিকরসমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলাস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে—ইহাই শ্রবণক্রম। এইরূপ ক্রমবদ্ধ শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধি—প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়।

শ্রবণের পর মনন ও তৎপরে সুষ্ঠু গ্রহণ। হরিকথা-শ্রবণের ফলে মনের সংশয় ও বিপরীত ভাবনা নিরাস হয়। শ্রবণের পর শ্রবণীয় বিষয়টীর মনন, চিন্তন বা স্মরণ হওয়া উচিত। যে বিষয় শ্রবণ করা হইল, তাহা আমি আচরণ করিতেছি কি না, না করিয়া থাকিলে কেন করা হইতেছে না, কোথায় অসুবিধা হইতেছে'—এর পর পর মনের মধ্যে এইরূপ একটা আন্দোলন হওয়া দরকার। এইরূপ মনন বা চিন্তনের ফলে শ্রবণীয় বিষয়টি আচরণ করিবার যত্ন হইবে।

এই শ্রবণ দ্বিবিধ—মহদাবির্ভাবিত ও মহন্মুখোচ্চারিত। মহতের রচিত গ্রন্থাদি—মহদাবির্ভাবিত ও তাঁহাদের শ্রীমুখোচ্চারিত কীর্ত্তন—মহন্মুখোচ্চারিত। মহাভাগবতগণের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণই একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয়। তন্মধ্যে মহদাবির্ভাবিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা যদি মহতের শ্রীমুখে শ্রবণের সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলে আরও উত্তম। মহন্মুখোচ্চারিত অথবা মহদাবির্ভাবিত শ্রবণই পরম সাধন ও পরম সাধ্য। যাঁহারা স্বপ্রভাবে, উৎকর্ণ হইয়া একাগ্র মানসে শ্রবণ করেন, তাঁহাদের ভয় থাকে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক-মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। হরিকথা-শ্রবণে যাহার রুচি নাই, সে ব্যাধ-তুল্য; তাহার বাঁচিয়াও সুখ নাই, মরিয়াও সুখ নাই। তাহার হৃদয় অতি কঠিন।

মানবের যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলভোগে বিরক্তি না হয়, অথবা শ্রীভগবানের কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-কাল পর্য্যন্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবের ক্রিয়াসমূহ দুইভাগে বিভক্ত—কতকগুলি দোষ ও কতকগুলি গুণ। ভগবৎ সম্বন্ধযুক্ত কার্য্যই বিধি—উহাই গুণ; আর ভগবৎসম্বন্ধ-রহিত ক্রিয়াই দোষ, উহা নিষেধ। মানবগণের ক্রমপন্থায় উপকার সাধনের জন্য শ্রীভগবান্ শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও সর্ব্বশেষে অন্যাভিলাষরহিত নির্গুণা ভগবৎসুখ-মাত্রকামা ভক্তির কথা বলিয়াছেন। জড় ভোগিগণের জন্য সৎকর্ম্ম ও জাগতিক ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত প্রকৃত মঙ্গলকামী জনগণের প্রতি ভগবৎসুখপরা ভক্তির কথাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

(ভাঃ ১১।২০।৯)

—যেকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মবিষয়ে দুঃখজ্ঞান বা মদীয় কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবে।

ভোগপর কর্ম্মী সুষ্ঠুভাবে ভোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় তিনি কর্ম্মফলভোগবাসনা হইতে বিরত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেকালে ভগবৎকথা তাঁহার আদরণীয় হয় না। কর্ম্মফলভোগ প্রচুরপরিমাণে ক্লেশ উৎপাদন করিবার পর যখন বৈরাগ্যের প্রকাশ পায়, তখন যদি সৌভাগ্যক্রমে সাধুর নিকট ভগবৎকথা শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বদ্ধজীবের ভোগবাসনা বা ত্যাগবাসনা শুদ্ধ হইতে পারে এবং তখনই অহৈতুকী ভগবৎসেবা তাহার আদরের বিষয় হয়। ভগবৎকথা-শ্রবণ ব্যতীত জীবের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা, বা ত্যাগের পিপাসা যায় না।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

—যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার বিরক্ত বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্মফলভোগবাসনা হইতে মুক্তিলাভ হয়। হরিকথায় শ্রদ্ধাবান্ জনই জড়ভোগবাসনাকে দুঃখকর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। যখন তিনি এই ক্লেশপরিহারের জন্য যত্ন করিয়াও বিফলমনোরথ হন, তখন শ্রীভগবানের অমৃতময়ী কথায় দৃঢ়তা স্থাপন করিয়া সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎসেবা করিতে থাকেন। সাংসারিক কার্য্যাদিতে যে সকল দুঃখপ্রদ ভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে তিনি ভগবানের সেবা করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই।

বদ্ধজীবের মন অতীব চঞ্চল। চঞ্চল মন সর্ব্বদাই রূপ-রসাদি বিষয়-সংগ্রহে ব্যস্ত। ভগবৎ-প্রসঙ্গই এই অশান্ত মনকে শান্ত করিবার অমোঘ অস্ত্র। সর্ব্বক্ষণ ভগবদনু-শীলনপর হইলেই মন কৃষ্ণের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয় এবং তখনই শান্তভাব ধারণ করে। তখনই স্থিরতা সম্ভব। তাদৃশ ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ ভগবানের ভজন করিয়া তাঁহার প্রীতি লাভ করেন।

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ
শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

—মদীয় চরিতকথায় শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্মসমূহে উদ্বিগ্ন পুরুষ বিষয়বাসনাসমূহকে দুঃখাত্মক জানিয়াও তৎপরিত্যাগে অশক্ত হইলে "মদ্ভক্তিদ্বারাই সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইবে"—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়সহকারে দুঃখ-পরিণামক বিষয়ভোগের সহিত তাহাতে অপ্রীত হইয়া প্রীতির সহিত আমার আরাধনা করিবেন। যিনি নিরন্তর আমার সেবা করেন, তাঁহার হৃদয় আমার প্রতি একাগ্র-ভাবে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত যাবতীয় বিষয়বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনগণ ভক্তি-যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভজন করিতে করিতে সকলপ্রকার ভোগবাসনা হইতে অবসর লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই হৃদয়-সিংহাসনে ভগবান্‌কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

যিনি শ্রীহরির সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্ অতিশীঘ্র স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। যাঁহার কথা-শ্রবণ কীর্ত্তন পরমমঙ্গলময়, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে উদিত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত অমঙ্গলরাশি ধ্বংস করেন।

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

(শ্রীভাঃ ২।২।৩৭)

—যাঁহারা স্বীয় উপাস্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কথামৃত শ্রবণ-পুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়বিদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-সমীপে উপনীত হন।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা লোলোমুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপাথিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বস্তুবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পো. শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:*:)::-

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণ অভিযান

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৩০০ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল এবং ৯২১টি শাখা চিকিৎসা কেন্দ্রে সারা বাঙলা দেশ জুড়িয়া চিকিৎসা কার্য্য চালাইয়াছিল। চিকিৎসক দলের নিকট ২৯৫,০০০ জনেরও অধিক সংখ্যক রোগীর এবং শাখা চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রায় ১৯৭,৫০০ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। বহু ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অন্য প্রকারের জ্বর, শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ এবং পুষ্টির অভাবজনিত রোগ এবং অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে বসন্ত ও কলেরা রোগের চিকিৎসা করা হইয়াছিল। আলোচ্য মাসে ১২টি অতিরিক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২৩৫টি অতিরিক্ত বসন্ত ও কলেরার টিকাদান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

———

যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত লোকের ভোটদানের সুযোগ

যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত আছেন, তাহাদিগকে বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার প্রার্থী নির্ব্বাচনে ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। সেজন্য ১৯৪৫ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় বঙ্গীয় আইন সভার ওয়ার সার্ভিস সংক্রান্ত নির্ব্বাচন বিধি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত আছেন, নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের বাসস্থান না থাকিলেও তাহারা ভোট দানের সুযোগ লাভ করিবেন। ভোটার তালিকাভুক্ত অন্যান্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা যাহাদের আছে তাহাদিগকে অবিলম্বে ভোটার হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে। কমিশনার, জেলা অফিসার ও মহকুমা হাকিমদের অফিসে বিনামূল্যে ফরম পাওয়া যাইবে।

ভারতে রসায়ন শিল্পের উন্নতি

ভারতীয় রসায়ন সমিতি ও বৃটিশ রাসায়নিক শিল্পপতি সমিতির মধ্যে যোগাযোগ সাধনের ফলে যাহাতে উভয় সমিতির উপকার হয় এজন্য একদল ভারতীয় রসায়নবিদ্ ইংলণ্ড পরিভ্রমণে গিয়াছেন। ভারতীয় রসায়ন সমিতির সভাপতি ডাঃ হামিদ ঐ দলে আছেন। তাঁহারা গত ১৮ই নভেম্বর ম্যাঞ্চেষ্টার পরিদর্শন করেন।

ভারতীয় রাসায়নিকেরা রসায়ন শিল্প সম্পর্কিত বহু কলকারখানা ভারতে আমদানি করার জন্য বিলাতে বরাত দিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে ডাঃ হামিদ বলেন যে, ভারতে প্রাকৃতিক শিল্প সম্পদ হিসাবে বহু কাঁচা মাল আছে যাহা এখনও কোন কাজে লাগানো হয় নাই। রাসায়নিক শিল্পের সাহায্যে ঐ সকল কাঁচা মাল শিল্পোৎপাদনে পুরাপুরি ব্যবহার করা চলিবে। আবার, আধুনিক প্রথায় কৃষিকাজের যেরূপ ব্যাপক সম্প্রসারণ হইতেছে তাহাতে রাসায়নিক সারের চাহিদাও খুব বাড়িবে। ডাঃ হামিদের কথায় বোঝা যায় যে, ভারতে রসায়ন শিল্পের উন্নতির ফলে বৃটিশ রপ্তানিকারক ও ভারতীয় শিল্পপতিগণ সকলেই লাভবান হইবেন।

ভারতীয় রাসায়নিকেরা বৃটিশ বিশেষজ্ঞদিগকে ভারতে আসিয়া ভারতীয় কারিগরদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া আসিবেন।

———

বিলাতে বেতার-টেলিফোনযোগে কথাবার্ত্তা

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ৩রা ডিসেম্বর হইতে ভারতবর্ষ, বৃটেন ও উত্তর আয়র্লণ্ডের মধ্যে বেতার-টেলিফোন যোগে সংবাদ আদান প্রদান আরম্ভ হইবে। প্রথম তিন মিনিট কিম্বা আরও কম সময়ের জন্য কথা বলিবার মাশুল লাগিবে ৪০৲ টাকা। প্রয়োজন হইলে পরবর্ত্তী অতিরিক্ত প্রতি মিনিটের জন্য আরও ১৩৲ টাকা ৫ আনা হিসাবে মাশুল দিতে হইবে। রবিবার বাদে প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে ৬টা (ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত ঐ বেতার টেলিফোন খোলা থাকিবে। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় স্থানীয় টেলিফোন আপিসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কাছে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ ২৩ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ২৬শে মাঘ, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৯ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, শনিবার { ২২৯-২৩৬ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মাধব অন্বয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

সাধন

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে হইবে। সেখানে প্রশ্রয়ের স্থান নাই। আমাপেক্ষা যাঁহার সরলতা, সেবানিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি, দৃঢ়তা বেশী, তাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা উত্তরোত্তর ভজনে উন্নতিলাভ করিতে পারিব। সকলের সঙ্গ করিলে—উৎসাহীর আদর্শ গ্রহণ কারণে হৃদয়ে খুব বল পাওয়া যাইবে—হরিভজনে উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে। অনর্থযুক্ত আমরা নিবৃত্তানর্থ সাধুর সঙ্গ না করিলে আমাদের অনর্থনিবৃত্তি হইবে না—হৃদয়ে খুব সৎসাহস ও বল পাওয়া যাইবে না। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণগুলি নিজজীবনে পালন করিবার জন্য যত্ন-চেষ্টা হওয়া দরকার। অনর্থযুক্ত কনিষ্ঠাধিকারী আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল। সাধু-গুরুর নিকট হইতে বলপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় একমুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারি না। হরিভজনের রাজ্যে আমরা অন্ধ-খঞ্জ, অতি শিশুর ন্যায়। এমতাবস্থায় যদি আমরা চক্ষুষ্মান্ বলবান্ সাধুর সঙ্গ না পাই বা তাঁহাদের সঙ্গ না করি, তাহা হইলে আমরা হরিভজনের কথা কিছু বুঝিবও না এবং একপদ অগ্রসরও হইতে পারিব না। আমাদের দেহ ও দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হয় নাই, তাঁহাদের সেবায় প্রীতি আসক্তি বা লোভ উপস্থিত হয় নাই। এমতাবস্থায় যদি আমরা যাঁহার দেহ-গেহাসক্তি নাই বা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে—শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্, শ্রীনামে অপ্রাকৃত বুদ্ধি হওয়ায় যিনি নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিতেছেন ও সতত সেবাপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ না করি, তাহা হইলে কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব না—আমাদের হরিভজনের স্পৃহা দিন দিন শিথিল হইয়া ভোগী বিষয়ী অথবা নাস্তিক নির্ব্বিশেষবাদী গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িতে হইবে। বর্ত্তমানে যে ভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছি, চিরকাল এই অবস্থায় থাকা চলিবে না। ভক্তির রাস্তা অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি দুর্গম। সেখানে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। সেখানে সর্ব্বক্ষণ চলা দরকার। কিন্তু একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে, হয় ভোগের গর্ত্তে না হয় ত্যাগের গর্ত্তে পড়িয়া যাইতে হইবে। ভক্তির পথে অনেক প্রলোভনীয় বস্তু আছে। অসংখ্য বাধা আসিয়া ভক্তিপথের পথিকের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাঞ্ছা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা, আরাম-আয়াস প্রভৃতি আসিয়া মধ্যপথে নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কাতরকণ্ঠে শ্রীগুরুবর্গের নাম—পাঞ্চজন্যের নাম ধরিয়া ডাকিলে এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর করাল কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে ; নতুবা ইহাদের হাত এড়ান যাইবে না। অকপট শরণাগত হইলে গুরুবৈষ্ণবগণই রক্ষা করেন। নিষ্কপট কৃপা-ভিখারী না হইলে উপায় নাই। আমাদের সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানের জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে। যাত্রাপথে অন্য কোন প্রলোভনীয় বস্তুর পশ্চাতে সময় নষ্ট করিলে সেখানে পৌঁছিতে দেরী পড়িয়া যাইবে। সর্ব্বক্ষণ ভক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল-বিচারে তৎপর হইয়া বৈষ্ণবগণের উপদেশানুসারে চলিতে হইবে। যদি কোন বস্তু হরিভজন-প্রগতিতে বাধা দেয়, তবে তাহাকে সুদৃঢ়-সংকল্পের সহিত চিরতরে বর্জ্জন করিতে হইবে। অন্যান্য খুঁটিনাটির প্রতি মন দিলে ব্রজবাসীর অনুসরণ করা চলে না। শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে শব্দের অনুশীলনকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন জানিয়া নিরন্তর সাধুজনসঙ্গে হরিকথারঙ্গে থাকিতে হইবে। সাধুর বাণীকে নির্ভরবাক্য জানিয়া চলিতে হইবে। সাধুর বাণীর মধ্যে—উপদেশের মধ্যে কোন বঞ্চনা নাই—অসুবিধা নাই। বাণীর অনুগত না হইয়া—বাণী শ্রবণ না করিয়া বপুর সেবা করিতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে। বাণীই আমাদিগকে অক্ষজদর্শন, মাটিয়া দর্শন হইতে রক্ষা করিবে। শব্দানুশীলনমুখেই শুদ্ধ অর্চ্চন হয়, নতুবা শব্দানুশীলনরহিত হইয়া অর্চ্চন করিতে গেলে অর্চ্চনীয় শ্রীবিগ্রহে জড় প্রাকৃত-বুদ্ধি আসিয়া যাইবে—গুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিবে, নামে শব্দবুদ্ধি, তুলসীদেবীতে বৃক্ষবুদ্ধি, ধামে গ্রামবুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে ভোগ্যবুদ্ধি না আসিয়াই পারিবে না। তাই আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে। রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র কৃষ্ণ। সেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শব্দরূপে—উপদেশাকারে সাধুর মুখদ্বারে অবতীর্ণ হন শুশ্রূষু কর্ণে সেই শব্দরূপী কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া হৃদয়স্থিত অনর্থমলসমূহ বিদূরিত করিয়া সেখানে স্বারাজ্যবিস্তার করেন। অন্তরে বাহিরে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বক্ষণ দুঃসঙ্গ হইতে দূরে—সাধুসঙ্গে অবস্থান ও তাঁহার শাসন ও নিয়মন-অনুযায়ী হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে গুরুকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপা ও সঙ্গলাভের আশায় লুব্ধ থাকিতে হইবে। যখন অন্তর-বাহিরে অনুক্ষণ কৃপার অনুসন্ধানতৎপর হইব, তখনই কৃপাময়ের কৃপা হইবে। যখন আমাদের মন নিরন্তর ভগবানের কৃপাপ্রার্থনা করিবে, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তখনই তাঁহাদের কৃপা হইবে। যখন সর্ব্বত্রই গুরুকৃষ্ণের বিলাসদর্শন হইবে—যখন চতুর্দ্দিকে সেবাদর্শন হইবে, সেব্যস্ফূর্ত্তি হইবে, তখনই নিরন্তর সেবায় ব্যাপৃত থাকিবার সৌভাগ্য হইবে। নিজেকে সর্ব্বদা হরি-গুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস জানিয়া তাঁহাদিগের নিকট শরণাগত হইবার জন্য উত্তরোত্তর আর্ত্তিবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাদের সঙ্গ পাওয়া যাইবে। সাধুসঙ্গের জন্য—হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যগ্র-ব্যাকুল থাকিতে হইবে। এইরূপে যতই সাধনে যত্ন হইবে, ততই চেতনাবরণ সরিয়া গিয়া চেতনের বৃত্তি বিকশিত হইতে থাকিবে।

অধিকার-বিচার অত্যন্ত আবশ্যক। অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনের জন্য যত্নের আবশ্যক। নিজেকে অশ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে শ্রেষ্ঠদর্শনই বৈষ্ণবদর্শন। সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কিন্তু আমি পারিতেছি না—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে মর্য্যাদালঙ্ঘনজনিত অপরাধে অপরাধী হইতে হয় না। এই দর্শনে অন্যের সমালোচনার হাত হইতে বাঁচা যায়। সেখানে পরনিন্দার স্থান নাই। তৃণাদপি-সুনীচ ও অমানিমানদের ইহাই লক্ষণ। নিষ্কপটভাবে অন্যের শ্রেষ্ঠত্বদর্শনের ... আবশ্যক। কিন্তু এ সমস্তই ভগবৎ-

কৃপাসাপেক্ষ। কৃপা না হইলে জীব নিজ চেষ্টায় কিছুই করিতে পারিবে না। ভগবানই তাঁহার সেবায় অধিকার প্রদান করিবার একমাত্র মালিক। আমাদের চেষ্টায় তাঁহার সেবায় অধিকার লাভ হয় না। তবে তিনি পরমকরুণাময়। আমরা চাহিলেই তিনি অবিচারে তাঁহার সেবায় অধিকার প্রদান করিবেন। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া বৃথা কষ্টভোগ করিতেছি। সত্যবস্তুর প্রতি নিষ্ঠা একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে। ইহাই একমাত্র ব্যাধি। এই কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ ভীষণ ব্যাধি নিরাময় হওয়া উচিত। আমি শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানের দাসানুদাস—এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ থাকিলেই আর কোন অসুবিধা থাকে না। ভক্তের প্রকৃত সম্পদ মুক্তি বা স্বরূপাবস্থান। তখন দুঃখকষ্ট সকলকেই তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া পরমানন্দ সহকারে মস্তক পাতিয়া লইবার সাহস ও হৃদয়ে প্রেরণা পাওয়া যায়। তখনই সেবার কথা, ইহার পূর্ব্বে সেবার কোন কথা নাই। এইরূপ হইবার জন্য যত্নই সাধন।

ভক্তিতে বিঘ্ন নাই

——::(::•::)::——

অকপট সেবাই ভক্তি। ভক্তি সাধনকুল অর্থাৎ সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ। কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই, সেখানে সেবা থাকিতে পারে না। শ্রীহরিগুরুর আনুগত্যই তাঁহাদিগের সেবা লাভ করিবার উপায়। সাধুসঙ্গের দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। ভক্তি পাপঘ্নী; ভক্তিপ্রভাবে অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ—সকল পাপই নষ্ট হয়। সুপ্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহকে ভস্মসাৎ করে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি সেইরূপ সমস্ত পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে মঙ্গলপ্রসূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"সূর্য্য যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তও সেইরূপ ভক্তিবলে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া থাকেন। ভগবন্নিষ্ঠা-ভক্তি চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও তাহার জাতিদোষ হইতে শোধন করে। ভক্তি-দ্বারা কেবল যে পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, পাপের মূল বাসনাও সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—তপ, দান ও ব্রতাদি প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপীর পাপ-সমূহ নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা অধর্ম্মোত্থ হৃদয়মালিন্য বা পাপ-বাসনার সূক্ষ্ম সংস্কার বিনষ্ট হয় না। কেবলমাত্র শ্রীহরির পাদপদ্ম-সেবাপ্রভাবেই তাহা বিশোধিত হয়।

ভক্তি অবিদ্যানাশিনী। কৃষ্ণে মতি বা শ্রীতিরূপিণী বিদ্যা বা ভক্তিদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয়। ভক্তিদ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন বলিয়া তদাশ্রিত সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে উহার স্কন্ধ-শাখাদির যেমন তৃপ্তি হয়, শ্রীভগবানের পূজাতেও সেইরূপ সকলের পূজা ও সন্তোষ হইয়া থাকে। ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সর্ব্বগুণময়। শ্রীভগবান্ গীতার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, ধর্ম্ম জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সকল গুণের সহিত দেবতাগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করেন। ভগবদর্পিত কর্ম্ম বা জ্ঞানাদি সবই সগুণ, কিন্তু ভক্তি নির্গুণ। শ্রীভগবান্ নির্গুণ বস্তু। ভগবৎসম্বন্ধীয় সকল বস্তুই নির্গুণ। কি সাধন অবস্থা, কি সাধ্য অবস্থা—সকল অবস্থাতেই ভক্তি পরমসুখস্বরূপিণী। ভক্তি রতি ও প্রেমপ্রদা। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। ভক্তিদ্বারা ভগবদনুভব বা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তিদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে ভক্তিদ্বারা ভগবান্ বশীভূত হন। ভক্তিদ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ও প্রেম—সবই লাভ হয়।

ভগবান্ ও ভক্তের কৃপা ব্যতীত কেহই ভক্তি লাভ করিতে পারে না। দেবতা হইলেই ভক্তি থাকিবে, অসুরের ভক্তি থাকিবে না—এরূপ নয়। বৃত্রাসুরের কৃষ্ণে ভক্তি থাকিবার কথা শুনা যায়। ভক্তের পাপস্পৃহা আদৌ নাই। দৈবক্রমে কোন ভক্তের পাপ উপস্থিত হইলেও অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। শ্রীভগবান্ ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্তিদ্বারাই সমস্ত পাপ অনায়াসে দূরীভূত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—অন্য ভাববর্জ্জিত শ্রীহরিচরণ-ভজনকারী ভক্তের প্রমাদবশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট শ্রীহরিই তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—আমার ভক্তি-যজনকারী পুরুষগণের ইহলোক বা পরলোকে কোন প্রকার অমঙ্গল হয় না। ভক্তিদেবী তাঁহাদের কোটিকুল বৈকুণ্ঠে লইয়া যান।

ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারাই মনের প্রসন্নতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার বহু মন্ত্র, বহু শাস্ত্র ও বহু যজ্ঞের প্রয়োজন কি? ভগবানে ভক্তি হইলে আর জড়াহঙ্কার থাকে না। ভক্তিপথের ন্যায় এমন মঙ্গলদায়ক শুভ দ্বিতীয় পথ আর নাই। ভক্তিপথে ভয়ের আশঙ্কা নাই। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন, যেমন জল সমস্ত লোকের জীবনস্বরূপ, সেইরূপ ভক্তি সমস্ত সিদ্ধির জীবন। প্রাণিগণ যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সমস্ত সিদ্ধিও তদ্রূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম ও তীর্থ-যাত্রাদি মঙ্গলসাধক কর্ম্ম দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসে তৎসমুদয় লাভ করিতে পারেন এবং বাঞ্ছা করিলে স্বর্গ, সালোক্যাদি মুক্তিও লাভ করিতে পারেন।

ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার ভক্তি বা বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই প্রকৃত মুক্তি। উদরস্থিত অগ্নি যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ভক্তিও শীঘ্রই লিঙ্গদেহকে ক্ষয় করিয়া ফেলে। মুক্তি করজোড়ে ভক্তের কৃপাভিক্ষা করে। যে মহাপুরুষের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হইয়াছে, মুক্তি তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। যিনি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি ভগবৎসেবা ব্যতীত ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণ-মুক্তি—কিছুই বাঞ্ছা করেন না। ভক্তগণই প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত বৈরাগ্যবান্। ভগবানে যাঁহার ভক্তি হইয়াছে, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে কি হইবে? মুক্তি ত' তাঁহার করতলগত। ভগবান ভক্তের দ্বারা সহজে সন্তুষ্ট হন। ভগবান্ ভক্তবৎসল। ভক্তি বা প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতে-ছেন,—"হে অসুর বালকগণ! বিপ্রত্ব, দেবত্ব মুনিত্ব, বহুজ্ঞতা—এসব কিছুই শ্রীমুকুন্দের প্রীতি-সম্পাদন জন্য হইতে পারে না। দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত—এ সমস্তও ভগবানের প্রীতির জন্য নহে। অকিঞ্চনা নিষ্কামা ভক্তিই ভগবানের প্রীতির কারণ। এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাটামাত্র।"

—

উপায় কি?

——::(::•::)::——

হরিবিমুখ জনগণ দিবাভাগ অর্থ চেষ্টা ও কুটুম্বভরণ এবং রাত্রিকাল নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে অতিবাহিত করে। তাহারা দেহ-গেহ, পুত্র-কলত্র প্রভৃতিকে নিজ জ্ঞান করে। তাহারা এসব কয়দিনের বন্ধু—ইহা একবারও ভাবিয়া দেখে না। তাহারা স্ত্রীপুত্রাদিতে এত আসক্ত যে, পূর্ব্বপুরুষগণের বিনাশাদি দেখিয়াও দেখিতে পায় না অর্থাৎ বিনাশের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভগবদ্বিমুখতা পরিত্যাগ করে না। 'জন্মিলে মরিতে হইবে'—এই প্রত্যক্ষ সত্যের কথা তাহাদের মনে থাকে না।

আমরা যে জগতে বাস করি, তাহা মরজগৎ। ইহা শোক, ভয় ও মৃত্যুর রাজ্য। বৈকুণ্ঠই অশোক, অভয় ও অমৃত। সেখানে ভয় নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই। সেখানে সকলেই অমর, অশোক ও অভয়। এখানকার লোকেরা প্রায় শতকরাই দুঃখী ও অশান্ত। এতাদৃশ ব্যক্তির সর্ব্বদা মঙ্গলের আশা নাই। যাঁহারা জন্মের হাত হইতে বাঁচিতে চান, তাঁহারা বৈকুণ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ-বাসীর আশ্রয় করিবেন। প্রাকৃত-অভিমানে অপ্রাকৃত ভূমিকায় বাস করা যায় না। যেখানে প্রাকৃত অভিমান, সেখানেই ব্রহ্মাণ্ডাবস্থান বা জন্ম। যিনি অন্তরের ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"হরিকীর্ত্তন আত্মারাম মুক্তপুরুষগণেরও চিত্তাকর্ষক। তাঁহারাও ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনেই আনন্দলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী। ইনি অনাদিসিদ্ধ বস্তু। ইনি সর্ব্ব উপনিষদাবলীর রসসার এবং পরব্রহ্মতুল্য। আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাপর-যুগের অন্তে পিতা শ্রীব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছি: কারণ, গুরুকৃপা ব্যতীত ইহার তাৎপর্য্য বুদ্ধিবলে নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত থাকিলেও ভগবানের কথা আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। শ্রীভাগবতের কথায় রুচি হইলে শ্রীভগবানে রতি হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপ শ্রীহরি-নাম গুণাদি পুনঃ পুনঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সাধ্য ও সাধন। মুহূর্ত্তকালের জন্যও যদি কাহার ভগবদুন্মুখতা আসে, তাহাও মঙ্গলজনক। খট্বাঙ্গ রাজা তাহার প্রমাণ।"

সংসারাসক্ত বদ্ধজীবগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণকে ভুলিয়াছে এবং তজ্জন্য স্বর্গ-নরকাদি সুখ দুঃখ-ভোগ করিতেছে। তাহারা কিছুতে শান্তি পাইতেছে না। সংসারানলকে সুখকর কল্পনা করিয়া তাহারা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছে। 'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস'—ইহা ভুলিয়া যাওয়াতেই তাহাদের এই দুরবস্থা হইয়াছে। ভগবদ্দাস জীব আজ ভগবদ্দাস্য ভুলিয়া কামক্রোধের দাস হইয়া নির্য্যাতীত হইতেছে। এখন উপায় কি? উপায়—একমাত্র সাধুসঙ্গ। কৃষ্ণচিন্তারত সাধুর সঙ্গের দ্বারাই পুনরায় কৃষ্ণস্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। ভাগ্যবানেরই এরূপ সুযোগ হয়। এই ভাগ্য জিনিষটী আকস্মিক ঘটনামাত্র নহে। পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়ই ভাগ্য। ভক্তিশাস্ত্র ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিকেই ভাগ্য বলেন। সংসার-ক্ষয়পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয়, তখনই জীব সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভবক্ষয় হয়, তখনই জীবের সৎসঙ্গ হয় এবং সৎসঙ্গফলে তাহার ভগবানে রতি হইয়া থাকে। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট যদি কোন মহৎ ব্যক্তি উপস্থিত নাও হন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী

গুরুরূপে তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দেন। যেখানে সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না, সেখানে অপরাধ আছে জানিতে হইবে। এমতাবস্থায় ভগবৎকৃপা-সাহায্য আবশ্যক। কাতরভাবে ভগবানের নিকট কাঁদিলে শ্রীভগবান্ তাঁহার কৃপা সাধুরূপে জীবের নিকট পাঠাইয়া দেন।

যিনি সাধুবৈষ্ণবের উপদেশ গ্রহণ করেন, তিনি মায়া হইতে উদ্ধার পান। ভগবৎ-প্রপন্ন ব্যক্তিকে মায়া আক্রমণ করে না। সাধুর উপদেশ-মন্ত্রে জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিতে পারে। কৃষ্ণভক্তিই কৃষ্ণকে পাইবার উপায়। কর্ম-জ্ঞানাদি উপায়সমূহ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত ফল দিতে পারে না। ভক্তির আশ্রয় পাইলেই কর্ম ও হঠযোগ 'ভুক্তিফল' এবং জ্ঞান ও রাজযোগ 'মুক্তি' ও 'সিদ্ধিফল' দিতে পারে। ভক্তির আশ্রয়ে জ্ঞান মুক্তি দিয়া থাকে, কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তির উদয় হইলে কোন জ্ঞান চেষ্টা না করিলেও মুক্তি আপনা হইতেই আসে। সেইজন্য [illegible] ব্যক্তিগণ ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণভজন করিয়া মায়াজাল মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন।

যদি কেহ একবার অন্তর হইতে 'হে কৃষ্ণ আমি তোমার দাস'—এই কথা বলে, তাহা হইলে তাহাকে কৃষ্ণ মায়াবন্ধ হইতে উদ্ধার করেন। সকাম-ব্যক্তিও যদি দৃঢ়ভাবে নিরন্তর হরিভজন করে, তাহা হইলে তাহারও মঙ্গল হয়। তীব্রভক্তিযোগের এত শক্তি! মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকামিগণ শুদ্ধভক্তিকামী নহেন। তাঁহারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ-কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন-ভক্তির ফলে যে প্রেম, তাহা যদিও তখন তাঁহাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহা তাঁহাদিগকে দেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলেন যে, সম্প্রতি ভজন-প্রবৃত্ত এই ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়সুখস্পৃহা ছিল এবং অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ স্বভাবগত হইয়াছে; এই ব্যক্তি প্রেমরূপ অমৃত ছাড়িয়া বিষয়রূপ বিষের বাসনা করিয়াছে, অতএব এ ব্যক্তি বড়ই মূর্খ। এ ব্যক্তি অজ্ঞতাক্রমে সদ্বিষয় প্রার্থনা করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ, উহার পক্ষে যাহা সদসৎ তাহা জানি, অতএব স্বচরণামৃত দিয়া উহার বিষয়পিপাসা ভুলাইয়া দিব।

শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের কামনা পূরণ করেন সত্য, কিন্তু যে অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্য-কামনা-শান্তিকারী সেই নিজপাদপল্লব দিয়া থাকেন। সামান্য কামের উদ্দেশে যদি কেহ কৃষ্ণভজনের অনুসন্ধান করিয়া সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণভজন অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বোদ্দিষ্ট কাম দূর হইয়া যায় এবং সে কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে, কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বদৃষ্ট কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস হইতে অভিলাষ করে। সুতরাং কৃষ্ণাশ্রয় ব্যতীত মাদৃশ বদ্ধজীবের মঙ্গলোদয়ের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"হে অর্জ্জুন! তুমি আমার নিতান্ত আত্মীয়। অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি—"তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত, মদ্যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে।"

যৎকিঞ্চিৎ

সঙ্গ দুই প্রকার জনসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ। জনসঙ্গ বলিতে বহির্ম্মুখসঙ্গকেই বুঝায়। সঙ্গ হইতে স্বভাবের উৎপত্তি। সঙ্গের প্রভাবে একদিকে যেমন জীব জন্মজন্মান্তরের অনর্থরাশির হস্ত হইতে ছুটী লাভ করিয়া সুপ্ত চেতনধর্ম্মকে জাগরিত করিতে পারে, অপরদিকে আবার সঙ্গদোষে একেবারে পতনের শেষ সীমায় পৌঁছিতে পারে। একপ্রকার সঙ্গদ্বারা মানবজীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা লাভ, চেতনের পূর্ণ বিকাশ, নিত্য নবনবায়মান আনন্দের অনুভূতি, আবার বিপরীত সঙ্গদ্বারা জড়ের প্রতি গাঢ় অভিনিবেশক্রমে চেতনের জড়ীভূত অবস্থা, পশুত্ব ও [illegible]।

এই জগৎ বহির্ম্মুখ জীবে পরিপূর্ণ। দেহ, গেহ, চিত্ত, দ্রবিণ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তিক্রমে মঙ্গলের বিপরীত পথে জীব নিয়ত ধাবিত হইতেছে। বহির্ম্মুখ সঙ্গের আকর্ষণীশক্তি প্রবলা, তাহা দেহমনের উপর অতি সহজেই প্রভুত্ব বিস্তার করে। জন্ম-জন্মান্তরের বাসনা দ্বারা চালিত হইয়া মানবসকল সর্ব্বদা ভোগবস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট ও অশান্তচিত্ত। অসদ্বস্তুর প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের বিভিন্ন প্রকার বিষয়পিপাসা থাকায় একের অপস্বার্থ বজায় রাখিতে গিয়া অপরের অপস্বার্থে ব্যাঘাত জন্মায়। তখন আবার পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥" বৈরাগ্য-চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষয়-ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে। সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়।

বহির্ম্মুখ জনগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের সৌখ্যবিধানে সর্ব্বদা তৎপর। সমজাতীয় সঙ্গদ্বারাই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান হইয়া থাকে, সুতরাং স্ব-স্ব বহির্ম্মুখ স্বভাব-অনুযায়ী বহির্ম্মুখসঙ্গ উত্তরোত্তর বহির্ম্মুখতা-বৃদ্ধির সহায়তা করে। যদ্যপি এই প্রকার বহির্ম্মুখ-সঙ্গপ্রভাবে নিজের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ তাহার চেতনধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইতেছে, তথাপি সঙ্গজনিত অজ্ঞানতায় এই জ্ঞান তাহার আবৃত চিত্তে সাড়া দেয় না বা জাগে না। যে প্রকার মূর্খের সঙ্গদ্বারা পাণ্ডিত্যলাভ করা যায় না, অজ্ঞানের সঙ্গদ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না, সেই প্রকার বহির্ম্মুখসঙ্গ-দ্বারা জীব কখনই উন্মুখ হইতে পারে না। অসত্যের অনুশীলন দ্বারা কেহ সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে কি? পরন্তু কামুকের সঙ্গদ্বারা কামিনীতে আসক্তি, অর্থলোলুপের সঙ্গদ্বারা অর্থের প্রতি আসক্তি, প্রতিষ্ঠাকামীর সঙ্গের দ্বারা প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় স্বতঃই আসক্তি বা টান হয়। সঙ্গদ্বারাই সর্ব্বনাশ হয়; আবার সঙ্গদ্বারাই শ্রেষ্ঠ মঙ্গললাভ করা যায়। বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক মন। মনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ এবং ভোগে বিরাগ আসিলে ত্যাগে প্রবৃত্ত করায়। এই মনের দুইটি কার্য্য একটি বিষয়কে আশ্রয় করা, অপরটি বিক্ষিপ্ত করা। আজ যে বিষয় বা বস্তুকে সে 'স্ব' ভাবিতেছে কাল তাহাকেই 'নয়' বলিয়া ত্যাগ করিতেছে। বহির্ম্মুখ জীব ইন্দ্রিয়ের অধীন এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক মনও তাহার বহুপ্রকার শয়তানি দ্বারা জীবকে ভুলাইয়া রাখে। মনের শয়তানিতে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। এইপ্রকার শোচনীয় অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? সমজাতীয় সঙ্গদ্বারা কিরূপেই বা মঙ্গললাভ হইতে পারে??

বহির্ম্মুখ সঙ্গের আপাতসুখ ও পরিণামে বিষময় ফল যিনি দর্শন করেন এবং দর্শন করিয়া বহির্ম্মুখ জনগণকে যিনি সতর্ক করেন, সেইরূপ পরিণামদর্শী বলবান্ সাধুসঙ্গের প্রভাবেই জীবের বহির্ম্মুখতা দূর হইয়া উন্মুখতা হইতে পারে। সাধু নিজে তত্ত্ববিৎ, তাঁহার সঙ্গদ্বারা অনর্থগ্রস্ত বহির্ম্মুখ জীবের বহির্ম্মুখতা দূর হইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়, সাধুসঙ্গের ফলে প্রাতিকূল্যবর্জ্জনে দৃঢ়তা লাভ হয়। সাধু নিজে পূর্ণ শরণাগত, তাই তিনি শরণাগতির শিক্ষক। সাধুর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বা স্বসুখকামনা বলিয়া কোন কথা নাই, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে তৎপর। সাধু কৃষ্ণপ্রীতিময়, তাঁহার আচার ব্যবহার, চলা-ফিরা, প্রত্যেকটি কার্য্য, এমন কি, আহার-নিদ্রা সবই কৃষ্ণসেবাযুক্ত, সুতরাং সরলভাবে অনুগত হইয়া এইপ্রকার সাধুর অনুগমনে চলিলে অবশ্যই সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে। তখন কৃষ্ণই একমাত্র স্বার্থ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। বিষয়-পিপাসা থামিয়া যাইবে, জড়েন্দ্রিয়ের সৌখ্য বাদে আসক্তি ত্যজিবে, ভোগবুদ্ধির তাণ্ডব নৃত্য থামিয়া গিয়া বিমল সেবাবুদ্ধি জাগিবে। জনসঙ্গের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। আমরা শ্রীল রামানন্দের চরম উপদেশে জানিতে পারি যে—"তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক; তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গললাভ হইবে।" এই বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গদ্বারাই পরমার্থসাধনের সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক দূর হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সাধুসঙ্গের ছয় প্রকার লক্ষণ জানাইয়াছেন,—

দান, প্রতিগ্রহ, মিথো, গুপ্তকথা।
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়
ইহাতে ভক্তির প্রাণ॥

শুদ্ধভক্তের সঙ্গে দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর ভজনকথা শ্রবণ ও আলাপন, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ও ভোজন-দান। সাধুর সহিত এই ষড়্বিধ সঙ্গদ্বারাই অনর্থগ্রস্ত বহির্ম্মুখ জীবের সকল অসুবিধা দূর হইয়া নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

বদ্ধজীব মনোধর্ম্মী, শিক্ষাহীন, অসাত্ত্বিক, সৎসঙ্গের প্রতি উদাসীন হইলেও যদি অকপট সরল হয়; তাহা হইলে পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অবশ্যই তাহাকে তাঁহার অহৈতুক ও অপ্রতিহত কৃপারজ্জু দ্বারা অসৎসঙ্গ হইতে উদ্ধার করিয়া সৎসঙ্গ দান করিবেন। আমার অযোগ্যতা আমার ভজনপথের অন্তরায় হয় না, অযোগ্যকে ত' তিনিই যোগ্যতা দান করেন, পরন্তু কপটতাই ভজনপথের একমাত্র অন্তরায়। এই প্রবল প্রতিবন্ধক দূর করিবার জন্য নিষ্কপট ইচ্ছাবিশিষ্ট যেন হইতে পারি, নিখিল বৈষ্ণববৃন্দ এই পতিত জীবাধমকে সেই কৃপাশীর্ব্বাদ করুন. তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-॥০॥-

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রার্থিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য -অর্থাৎ সকল বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল গুণাদিই শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বস্তুবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:০:)::——

ফলাদি সম্পর্কে নূতন নিয়ন্ত্রণ আদেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ফল ও শাকসব্জী হইতে যাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং গভর্ণমেণ্টের নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে খাদ্যাদি তৈয়ার করা হয় এই উদ্দেশ্যে এই প্রকার খাদ্যাদি তৈয়ারী করা সম্পর্কে এক নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং এবং ফল সংরক্ষণ সমিতিগুলি ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে যে, এই নিয়ন্ত্রণ আদেশের সাহায্যে বাজারে ফলাদি হইতে তৈয়ারী খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ফলের রস, জাম, জেলি, চাটনী, নিরুদিত ফলমূল ইত্যাদির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা সকলকেই আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এগ্রিকালচারেল মার্কেটিং এডভাইসর কিংবা তাঁহার অনুমোদিত কোন অফিসারের নিকট হইতে এই লাইসেন্স পাওয়া যাইবে।

এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক পরামর্শ-দাতা বোর্ড গঠিত হইবে।

নূতন আদেশ বলবৎ হওয়ার পূর্ব্বে সঞ্চিত মাল সম্পর্কে ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবসায়িগণকে এক মাস সময় দেওয়া হইয়াছে।

বেতারে হিন্দী-উর্দ্দু সমস্যা

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আকবর হায়দারী কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নবাব সিদ্দিক আলী খান, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য রায় বাহাদুর শ্রীনারায়ণ মহথা, ডাঃ জাকির হোসেন এবং ডাঃ তারাচাঁদকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটি হিন্দি-উর্দ্দু ভাষা সমস্যা এবং বেতারে এই দুই ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন।

বুদ্ধিতে ১০ জন জার্ম্মাণ জাতির শীর্ষস্থানীয় প্রমাণিত

নিউজ ক্রনিক্‌লের এক সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ ক্রস্তাভ এবং গিলবার্ট নামে ২৪ বৎসর বয়স্ক একজন মার্কিণ মনস্তাত্ত্বিক সম্প্রতি ন্যুরেম্বার্গে বিচারাধীন ২০ জন নাৎসী নেতার মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল বিস্তারিতভাবে একটি বইএর আকারে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশ, ডাঃ গিলবার্ট এবং তাঁহার সহকর্মী মনস্তাত্ত্বিক মেজর ডগলাস কেলি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই নাৎসী নেতারা বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পাগল অথবা অতিমানব মনে করা ভুল। এই লোকগুলি আত্মকেন্দ্রিক, অত্যন্ত দৃঢ়চেতা; কঠিন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের খুব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এবং কাজ হাসিল করার জন্য তাঁহারা যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পরীক্ষার ফলে এই সকল নাৎসী নেতার মনোবৃত্তির সহিত তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার (ইন্‌টেলিজেন্সের) বিচারও করা হইয়াছে। বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায় গোয়েরিং প্রথম স্থান অধিকার করার আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা গেল তিনি এবং ডোয়েনিৎস তৃতীয় স্থান পাইয়াছেন। গোয়েরিং ইহাতে বেশ ক্ষুণ্ণ হন।

মোট ১৮ জন নাৎসী নেতার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয় এবং দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে ১০ জন বুদ্ধিতে সমগ্র জর্ম্মাণ জাতির মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

গড়পড়তায় সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন লোক ১০০ নম্বর পাওয়ার উপযুক্ত, এই অনুপাতে নেতারা নিম্নলিখিতরূপ নম্বর পাইয়াছেন: ডাঃ শাখ্‌ট ১৪৩, ডাঃ সেইস ইনকার্ট ১৪১, গোয়েরিং এবং ডোয়েনিৎস ১৩৮, ফন প্যাপেন ১৩৪, ফ্রাঙ্ক ফ্রিৎসে এবং ফন শিরাক্ ১৩০, ফন রিবেনট্রপ ও কাইটেল ১২৯, এলবার্ট স্পীয়ার ১২৮, যোদল্ এবং রোজেনবার্গ ১২৭, ফন নিউরাথ এবং ফ্রিক ১২৫, ফাঙ্ক ১২৪, সকেল ১১৮। বন্দীদের মধ্যে জুলিয়স ষ্ট্রাইকারকে তাঁহার সঙ্গীরা সবচেয়ে নির্ব্বোধ মনে করেন। তিনি দলের মধ্যে সবচেয়ে কম (কিন্তু সাধারণ মানের চেয়ে বেশী) নম্বর পাইয়াছেন—১০৬, হেস্ কত পাইয়াছেন তাহা এখনও ঠিক হয় নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ } ২৭ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ১লা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, বুধবার } ২৩৭-২৪৪শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ মাধব স্থাপ্ অনিরুদ্ধ গৌরাঙ্গ ৪৫৯

প্রকৃত বন্ধু কে ?

——::(::*::)::——

পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুতা। বন্ধুত্ব প্রায়ই সমস্বভাব ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে। মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না, পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে, নির্জ্জনবাসকে কঠোর সশ্রম কারাবাস হইতেও অধিকতর কষ্টকর বলিয়া মনে করে। বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত। অতিশয় জাতিপ্রিয় মানব সমস্বভাব ব্যক্তির সহবাস করিতে ইচ্ছুক হইবে এবং যে ব্যক্তির সহিত তাহার বিশেষ ঐক্য হয়, তাহার সহিতই বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইবে।

প্রকৃত বন্ধু যেরূপ মহোপকারক, কপট বন্ধুও তদ্রূপ মহা অনর্থের মূল। কপট বন্ধু প্রথমতঃ লোকের সুসময়ে ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকিয়া আনুগত্য ও সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতে থাকে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই নিজ কার্য্য সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া অনেকে অনেক সময় তাহাদের উপদেশানুসারে চলিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদ্গ্রস্ত মনে করেন, আমাদের সম্পদে আনন্দিত হন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, তাঁহাকেই নীতি-শাস্ত্রকারগণ প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন, মাতা-পিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ, মাতা পিতার নিকট আমরা যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না।

কিন্তু এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারলৌকিক ব্যাপারে অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার চরণসেবাই আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এই নশ্বর জগতে আসিয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্ম্মবশতঃ নানা যোনিতে ঘুরিতে হইবে। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পঞ্চভূতাত্মক দেহ নহে, তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস। পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি ক্ষণকালের জন্য, মানুষের মৃত্যু হইলেই সব শেষ হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তকাল বর্ত্তমান। ইহার তুলনায় মানবজীবন অত্যল্পকালস্থায়ী। হরিভজন না করিলে অনন্তকাল ব্যাপিয়া পুনরায় চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া এই দুঃখময়-সংসারসাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। তাই বলি, যিনি হরিভজনের সহায়ক হন, সদুপদেশের দ্বারা মায়িক জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা উপকার বা উপদেশের দ্বারা আমাদের জড়াসক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা হ্রাস করিয়া দেয়, তাহারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহে। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি করিতে উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

> গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
> পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
> দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
> ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

অত্যন্ত শিক্ষকগণের কষ্ট বর্জ্জন করিতে হইবে। তাই বলিতেছেন যে, যিনি সমুপেত-মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতিপদবাচ্য হইতে পারেন না। অর্থাৎ ভবাম্বুধিরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তিমার্গের উপদেশদ্বারা উদ্ধার না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু, স্বজন, পিতা মাতা এবং দেবতা বা পতিরূপে পরিচিত হওয়া উচিত নহে। অতএব যাহার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহার গুরু হওয়া উচিত নহে। তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র-বাৎসল্যের প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তির পুত্রকে কেবল ভোগে নিরত রাখে, পরিণামের জন্য পুত্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অসমর্থ। সে দেবতার বলি গ্রহণ করা উচিত নহে, সে পতিরও স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যিনি তাহাদিগকে পরমার্থের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন। অতএব ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং তাঁহারই সঙ্গে থাকা উচিত।

ভগবান্ বামনাবতারে বলিরাজের সমীপে যখন ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন, তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে তাদৃশ দানে নিষেধ করেন। কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া বামনদেবকে ভূমি দান করত ভগবান্‌কে ভক্তিতে আবদ্ধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ স্বজনাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। খট্বাঙ্গ রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে এবং গোচারণ-কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্য বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ সমীপে অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণপত্নীগণ ভগবান্‌কে অন্ন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে স্ব-স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া সকলে স্বয়ং অন্নাদিহস্তে সেই গোচারণ স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় মতিই প্রকৃত নিত্য বিদ্যা বা পরা বিদ্যা, উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই কৃষ্ণ-সেবায় মতি বা পরবিদ্যার জীবনই আবার শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। অতএব শুদ্ধ কীর্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গলাভ হইলেই জীবের চরম-কল্যাণ সাধিত হয়, ভগবানে ভক্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যক। এই উপকার ভক্তের নিকট হইতে পাওয়া যায়; ভক্ত সর্ব্বদা হরিভক্তির কথা বলিয়া থাকেন এবং জীবকে হরিভজন করিতেই উপদেশ দেন। এই প্রকার হরিভক্ত বন্ধু অতি দুর্লভ। যাহার এইরূপ বন্ধু আছে, তিনি ভাগ্যবান্। তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকের দীর্ঘ নিশ্বাস কমাইতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে বিপদের সময় হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এবং বন্ধু আর কেহ নাই। ভক্তবন্ধুর

সঙ্গ বা কৃপা ব্যতীত হরিসেবা লাভ করা যায় না। যেহেতু ভগবান্ সেই ভক্তেরই অধীন। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। তাই প্রহ্লাদ, ধ্রুব, নারদ প্রভৃতিকে দর্শন দিয়া ভগবান তাঁহার দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যে দিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সেদিন পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না, প্রাণের বন্ধু-বান্ধব, ধনরত্নাদি সমুদয় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে সময় ঐ দুস্তর ভবসাগর পারের কেহই সাহায্য করিবে না।

তাই বলি, যদি কাহারও ভবসমুদ্র পার হইবার বাসনা থাকে, তবে তাঁহার অসময়ের বন্ধু শ্রীহরির পাদপদ্ম একান্তভাবে শরণগ্রহণ করা দরকার

শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে এই দুস্তর ভবপারাবার পার করিয়া দিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন। তখন আর আমাদিগকে পুনরায় চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরিতে হইবে না, ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিব।

স্বল্পপুণ্যবান্

——:::::::::——

স্বল্পপুণ্যবান্ অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তিসুকৃতিহীন, অন্যাভিলাষী, জ্ঞানী বা কর্ম্মী। তাঁহারা শ্রীনামব্রহ্মের অপ্রাকৃতত্বে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী এক কথায় অভক্ত-সম্প্রদায়ের অর্চ্চা-বিগ্রহেই শ্রদ্ধা নাই সুতরাং পরতত্ত্ববস্তু শ্রীনামের বিক্রম বা প্রভাব যে তাঁহাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে না, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইঁহাদের ধারণা—নাম কখনও 'ব্রহ্ম' হইতে পারেন না। শ্রীনাম জড়াকাশে উৎপন্ন অন্যান্য প্রাকৃত শব্দেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত বস্তুবিশেষ। শ্রীনামের শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ হইতে পারেন না বলিয়াই তাঁহারা অন্যান্য শুভকর্ম্ম বা অন্য সাধনকে শ্রীনামের সমান অথবা শ্রীনামাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্য পথ আশ্রয় করেন, শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে কল্পনা মাত্র জ্ঞান করেন, শ্রীনামকে নিজ ভোগ্য, অধীন-জ্ঞানে নিজ প্রাকৃত অভিজ্ঞতাকে সম্বল করিয়া উহার যথেচ্ছ অর্থবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। শ্রীনামে বিশ্বাস হয় না বলিয়া শ্রীনামভজনকারী সাধুগণও ইঁহাদের নিকট সর্ব্বদা অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়েন।

স্বল্পপুণ্যবান আর এক প্রকার আছেন। প্রাকৃতশ্রদ্ধাবিশিষ্ট কনিষ্ঠাধিকারী দুইপ্রকার। এক সম্প্রদায় উন্নতিকামী, নিষ্কপট। তাঁহারা সাধুসঙ্গবলে শীঘ্রই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার অধিকারী হন। আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যতক্ষণ নিজ-নিজ প্রাকৃত মনোধর্ম্মোত্থ ধারণার অনুকূলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে অর্থাৎ শ্রীনাম ও নামকীর্ত্তনপর নামসেবককে দেখিতে পান, ততক্ষণ তাঁহাদের প্রতি ছলনাময়ী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা হরি-গুরু বৈষ্ণবকে অন্যরূপ দেখিতে পান, তখন আর তাঁহাদের সে শ্রদ্ধাভাসটুকুও থাকে না। বদ্ধজীবের রুচির অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে যে দর্শন, তাহার কোনটাই হরিগুরুবৈষ্ণবের স্বরূপদর্শন নহে। বদ্ধজীব যতক্ষণ নিজ ধারণা বা কল্পনার অনুরূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন করিতেছে বলিয়া অভিমান করে, ততক্ষণই তাঁহাদের উপর বিশ্বাস থাকে। আবার যখন মনোধর্ম্মের [illegible] তাঁহাদের নূতন একটা রূপ যাহা তাহার রুচির অনুকূল নহে—দেখিতে পাইতেছে বলিয়া মনে করে, তখনই সে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসাভাসটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীণপুণ্য বা স্বল্পপুণ্যবান্ আখ্যা লাভ করে।

এই স্বল্পপুণ্যবান্‌গণের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাহাদের হৃদয়ে একটি সুদৃঢ় ধারণা থাকে যে, তাহারাই ঠিক, আর হরি-গুরু-বৈষ্ণবই বেঠিক। গুরুবৈষ্ণব যখন তাহাদের খেয়াল বা কল্পনানুযায়ী প্রকাশিত হইতেছেন না তখন গুরু-বৈষ্ণবেরই গলদ আছে।

স্বল্পপুণ্যবান্‌দিগের শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ, শ্রীনাম ও শ্রীবৈষ্ণবের অধোক্ষজত্বে কিছুতেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ইহাদিগকে যতই না কেন সাধু-শাস্ত্র-বাণী শ্রবণ করান যাক্, ইহারা ইহাদের গোঁড়ামি কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না; সুতরাং যাঁহারা আত্মমঙ্গলকামী, তাঁহারা ইহাদিগকে অসত্যে অভিনিবিষ্ট, আত্মঘাতী জানিয়া ইহাদের দুঃসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবেন। কনিষ্ঠের যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস, তাহা বস্তুতঃ আরোপিত মাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী শ্রীনামের বিলাস, শ্রীনামের কর্ত্তৃত্ব বা অধোক্ষজত্ব বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিশ্বাস করিবার চেষ্টা তাঁহার আছে, কিন্তু যতক্ষণ শাস্ত্রসম্মত বিশ্বাসের উদয় না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার যে শ্রদ্ধাভাস বা বিশ্বাসাভাস তাহা অশ্রদ্ধধানের সহিত তুলনায় প্রশংসার্হ বা আদরণীয় হইলেও তাহার উপর অধিক দিন নির্ভর করা যায় না। জীবের স্বভাব বা বৃত্তি গতিশীল, এক স্থানে স্থায়ী হইয়া থাকে না। শ্রদ্ধাভাস যদি ক্রমশঃ প্রকৃত শ্রদ্ধার অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উহা পরিণামে অশ্রদ্ধা বা অপরাধে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং যাহাতে আমরা সত্যসত্যই খুব শীঘ্র শ্রীনামের প্রতি ও শ্রীনামাচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারি, তজ্জন্য যত্নপরায়ণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভাগ্য যখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়, শ্রীনাম কৃপোন্মুখ হইতে থাকেন, তখনই বিষয়-বাসনা অনল-সদৃশ বলিয়া মনে হয়। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিষয়ই যে অনলের জ্বালাদায়ক বলিয়া বোধ হয়, তাহা নহেন নাই। তখন বিষয়ভোগ করিবার স্পৃহাটিই যেন অত্যন্ত ক্লেশকর, পীড়াদায়ক—এরূপ বোধ হইতে থাকে। বিষয়ভোগের বাসনা তখনও যায় নাই, তবে সে বাসনা আর ভাল লাগে না। অবাধ্য চিত্ত তখনও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, তখনও লিঙ্গভঙ্গ হয় নাই, মন ইতরবাসনামুক্ত হয় নাই, বিষয়ভোগ-লালসা তখনও চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই: যদিও পূর্ব্বের ন্যায় বিষয়ভোগপরায়ণতা আর নাই, তথাপি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ বিষয়ভোগের মোহ হইতে তখনও ছুটি হইতেছে না, তজ্জন্য মন বিষয়ের প্রতি তখনও ধাবিত হইতেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল দুঃখ, প্রবল বেদনা-বোধও হইতেছে। তখন "বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে' এই জ্বালাবোধ অত্যন্ত প্রবল হয়। 'বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা চিত্তে এখনও এত প্রবল রহিয়াছে'—এই অনুভূতি যখন অত্যন্ত ক্লেশ দিতে থাকে, তখনই কৃষ্ণেতর বিষয়বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখনই শ্রীনামপ্রভু হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয় হইতে প্রাকৃত কাম বিদূরিত করেন, তৎপূর্ব্বে নহে।

———

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

ভগবৎসেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য। এই ভগবৎসেবা লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিতেই হইবে। গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত সাধন হয় না। গুর্ব্বানুগত্যময়ী সেবাই প্রকৃত ভগবৎসেবা। ভক্তহৃদয় ভগবদ্বিলাসক্ষেত্র। ভক্তকৃপাতেই ভগবান্ লভ্য হন। গৌর ও গৌরজনানুগত্য ব্যতীত এই সেবালাভের অন্য কোন উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ভক্তিবিনোদধারায় প্রবেশলাভ ঘটিলেই শুদ্ধভক্তিলাভের সম্ভাবনা; নতুবা ভক্তিলাভ অসম্ভব। শ্রীনামকীর্ত্তনই সেই ভজন। মানবজন্ম বড়ই দুর্ল্লভ। আবার সেই জন্মে সাধুসঙ্গ লাভ দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ। সাধুসঙ্গ সুদুর্ল্লভ হইলেও শ্রীভগবানের কৃপায় হতভাগ্য আমাদের নিকট তাহা সুলভ হইয়াছে।

চেতনের স্বভাবই এই যে, সে কাহাকেও প্রীতি না করিয়া বা কাহারও সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু এই প্রীতি অনিত্যবস্তুতে হইলেই বিপদ ও দুঃখজনক। সুতরাং প্রীতির বস্তু একমাত্র ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত। ইঁহাদিগকেই ভালবাসিতে হইবে, ইঁহাদের সুখের জন্যই কায়-মনোবাক্যকে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হইবে। কারণ, গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি ভালবাসাই ভক্তি। অন্য ব্যক্তিগণকে আদর ও যত্ন করিতে হইবে, তাহাদিগকে ভগবচ্চরণে আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, গুরু-বৈষ্ণব ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রীতি করিতে হইবে না।

সকল বস্তুকে কৃষ্ণভোগ্যদর্শনই চেতন-দর্শন। জগতের সকল বস্তু বা সকল ব্যক্তিকেই ভগবৎসেবোপকরণ বা ভগবৎ-সেবক জ্ঞান করিতে হইবে। ভগবৎ-সেবার জিনিষ আমরা ত্যাগ করিতেও পারি না, ভোগ করিতেও পারি না। ভোগ ও ত্যাগ এই দুটিতেই প্রত্যবায় আছে। ভগবানের জিনিষ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলেই নিজের ও পরের মঙ্গল। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে জীবনধারণকল্পে যাবতীয় বস্তু ভগবানের সেবোপকরণজ্ঞানে ভজনের অনুকূলে গ্রহণই বিধেয়। এক কথায় ভক্তগণ ভগবচ্চরণে অনুরাগী ও কৃষ্ণবিরাগী বলিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য স্বাভাবিক। হরিদাস্যে তাঁহারা হরি-সেবানুরাগী। সুতরাং হরিসেবকগণই বৈরাগ্যবান্, অপরে নহে।

কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশলাভ না হইলে কৃষ্ণের সেবা হয় না। মঠ বা সঙ্ঘই কৃষ্ণের সংসার। প্রথমেই সঙ্ঘে প্রবেশলাভ তৎপরে সেবা। ভোগের গৃহ ছাড়িতেই হইবে। মঠবাস করিয়া যেরূপ পিতামাতা বা স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ অসম্ভব, সেইরূপ ভোগাগারে থাকিয়া—গৃহব্রত থাকিয়া অর্থাৎ সঙ্ঘের বাহিরে থাকিয়া সঙ্ঘের সেবা অসম্ভব। জগতে দেখা যায়, যে ব্যক্তির উপর একটী পরিবারের ভরণপোষণের ভার আছে সে কখনও অন্য একটী পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে পারে না, মুখে মুখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে, কোন কোন সময় অন্য পরিবারের দুই একটী কাজ করিয়া দিলেও সেই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহার উপর নির্ভর করেন না। কারণ, সেই ব্যক্তির উপর অন্য এক পৃথক্ পরিবারের পালনভার আছে। সেইরূপ কৃষ্ণের সংসার বা সঙ্ঘের সেবা করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব লইতে হইবে। নিজের পৃথক্ সংসারের দায়িত্ব স্কন্ধে চাপাইয়া কৃষ্ণের সংসারের দায়িত্ব লওয়া যায় না। দায়িত্ব না লইয়া দুই একটা কাজ করিয়া দিলে তাহাতে কিছু সুকৃতি হইবে বটে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ সেবাপদবাচ্য হইবে না। এই কথাগুলি বলার অর্থ এই নহে যে, গৃহে থাকিলে সেবা হইবে

না। যাঁহারা গৃহে থাকিয়াও কৃষ্ণের সংসার বা সঙ্ঘের সেবায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াছেন—এরূপ আদর্শের কি অভাব আছে? তবে আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করিব না কেন? যে কোন উপায়ে গুরুসেবা করা চাই। সংসারে থাকিয়া যদি গুরুসেবা সুষ্ঠুভাবে হয়, তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে হইবে, আর যদি সংসারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তাহা হইলে সংসার ছাড়িতে হইবে। দূরে থাকিলে যে সেবা হয় না তাহা নয়, তবে অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে গুরুবৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ একান্ত আবশ্যক।

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত, তুলসী, গঙ্গা, শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহে প্রিয়ত্ব বা আপনবোধ হইলে তদিতর বস্তুর প্রতি বিরাগ স্বাভাবিকভাবে আসিয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত মহাভোগবিলাসী। তাঁহারা বাহিরে কৌপীন পরিধান করিয়াও অনন্তকোটী চিদৈশ্বর্যের একমাত্র মালিক কৃষ্ণেরও মালিক। তাঁহারা সমস্ত বিশ্ব যাঁহার বশীভূত সেই কৃষ্ণকে প্রেমসেবাদ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। ভগবানের সেবালাভ করিতে হইলে ঐরূপ ভক্তের পদাশ্রয়লাভই একমাত্র উপায়। 'ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।' সুতরাং ভগবৎসেবা বা ভগবৎকৃপা লাভ করিতে হইলে প্রথমে ভক্তসেবা বা ভক্তকৃপা লাভ করিতেই হইবে।

— —

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::*::)::——

আমরা কীর্তন ও সংকীর্তন, ব্যক্তিগত ভজন ও গোষ্ঠীগত ভজনের কথা শুনিতে পাই। কীর্তন না হইলে যেমন সম্যক্ কীর্তন বা সংকীর্তন হয় না, সেইরূপ নিজে ব্যক্তিগত ভজন না করিলে তদ্দ্বারা গোষ্ঠীর কি উপকার হইবে? সেইজন্যই মহাপ্রভু 'জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার'—এই কথা বলি। নিজে হরিভজন করিয়া অপরকে হরিভজনে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন। আচার যেখানে নাই, প্রচার সেখানে কি করিয়া হইবে? শ্রবণ না হইলে কি কীর্তন হয়? আমি যদি নিজেই শিষ্য না হই, শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত না হই তাহা হইলে আমার মৌখিক কপচান কথার দ্বারা কি সুবিধা হইবে? সেইরূপ প্রাণহীন বাগ্‌বৈখরী কি কাহাকেও শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পারে? কখনই নয়। পণ্ডিতই মূর্খের মূর্খতা অপনোদন করিতে পারে, নিশ্ছিদ্রই অপরকে নিশ্ছিদ্র করিতে পারে। প্রতিষ্ঠিতের কথা শুনিয়াই অন্য জীব সমস্ত প্রতিষ্ঠার একমাত্র মালিক শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পায়। বিশ্বে বিশ্বনাথবংশধর শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্র-সুশীতল পাদপদ্ম-ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিলে দুঃখী জগতের তাপিত প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু এই নিত্যাশান্তির আকর সর্বগুণাকর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সন্ধান আমাদিগকে দিবে কে? সন্ধান দিবেন তিনি, যিনি তাঁহার সন্ধান পাইয়া তচ্চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া নিজজীবন সার্থক করিয়াছেন, প্রাকৃত অস্মিতা ছাড়িয়া গুরুর হইয়া আপনজ্ঞানে প্রাণের সহিত তাঁহার সেবা করিতেছেন—সেই নিষ্কপট সেবা-ব্যগ্র স্নিগ্ধ গুরুদাস। সেইজন্যই বলিতেছি, ব্যক্তিগত ভজনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে; নতুবা নিজের ও পরের কাহারও মঙ্গল হইবে না। এই ব্যক্তিগত জীবনে সতর্ক থাকার বিশেষ কথা হইয়াছে, —'দৃঢ় করি' ধর নিতাইএর পায়॥' অর্থাৎ শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। লক্ষ্য ঠিক রাখিতে হইবে, একলক্ষ্য হইতে হইবে। 'গুরুর আমি', 'গুরুর আমি' কেবল মুখে না বলিয়া গুরুর আচার ও উপদেশ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ্য জিনিসটা হইবে—গুরুর সুখের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। কোন যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে কাতর ক্রন্দনকেই সার করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রভুর কৃপা হইবে। মূল কথা—কৃপা পাওয়া চাই। তবে একটি বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে—গুরুকে যেন ভোগ্য না দিই, গুরুকে না ঠকাই, গুরুর কাছে জাগতিক কিছু না চাই, তাহা হইলেও তিনি ঠকাইবেন, ভোগ্য দিবেন, বঞ্চনা করিবেন। সেবাবঞ্চিত দরিদ্র কাঙ্গাল আমরা সেবাকেই জীবন জানিয়া প্রভুর নিকট হইতে সর্বক্ষণ সেবাই চাহিব। এই সেবাপ্রার্থনা বা কৃপাভিক্ষার বিরাম থাকিবে না। কৃপাভিখারী শুদ্ধ সাধকের হৃদয়ে এই কৃপাভিক্ষাগ্নি সর্বক্ষণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। গুরুকৃপায় এই অগ্নি একবার যাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে অন্যাভিলাষাদি কোন ময়লা থাকিতে পারে না। অগ্নিতে ঘৃতপ্রদান করিলে যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ যতই সেবা ও কৃপা আসিবে, ততই কৃপাকাঙ্ক্ষা, হৃদয়কে কোটি-গুণে উদ্বেলিত করিয়া প্রভুর সুখের জন্য ব্যগ্রতা বা বিরহকাতরতা জাগাইবে। এই বিরহকাতরতাই তৃণাদপি সুনীচতা। সেবার অভাব-উপলব্ধিই প্রকৃত দৈন্য। বিরহীই সংযুক্ত, বিরহীই শিষ্য। বিরহই কীর্তন। যেখানে বিরহ, যেখানে সেবালোলুপতা, যেখানে প্রভুর কীর্তন, সেখানে নিরভিমানরূপ দাসাভিমান, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু আপনজ্ঞান যেখানে নাই, গুরুর কৃপা বা গুরুর বাণী যেখানে নিজের জীবনকে নিয়মিত করে না, সেখানে গুরুর সেবা কি করিয়া হইবে? কৃপাই ত' সেবা করায়। কৃপাই ত' সেবা। তাই দেখা যাইতেছে, ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলে চলিবে না। যদি উদাসীন হই, তাহা হইলে সেরূপ স্বতন্ত্র জীবনের দ্বারা গুরুদেবের সেবা করা যাইবে না। কারণ, নিজে আদর্শ না হইলে কি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়? সুতরাং সর্বাগ্রে আমরা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্য করিব, তাঁহার কথা শুনিয়া চলিব, নিজের আধ্যক্ষিকতা, ইন্দ্রিয়-পরিচালনা বা কুবিচার পরিত্যাগ করিয়া সাধুগুরুর বিচার গ্রহণ করিব।

শ্রীগুরুদেব বড় দয়াল। আমি যদি গুরুর হইতে পারি, তাহা হইলে গুরুর কৃপাতেই আমি কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবগণের সন্ধান পাইতে পারিব। শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক আমাকে তাঁহার নিজজনের সন্ধান দিয়া আমাকে আত্মসাৎ করিবেন। তবে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সঙ্গ সর্বদা করিতে হইবে। যাঁহাদের সঙ্গ করিলে গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়তা ও আপনজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার সঙ্গের জন্য লুব্ধ থাকিতে হইবে। আমি যদি গুরুর সেবা চাই, গুরুকে চাই, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেবের কৃপাদানলীলার দক্ষিণহস্তস্বরূপ নিষ্কপট গুরুদাস বৈষ্ণবগণ আমাকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে প্রভুর সেবায় সাহায্য করিবেনই করিবেন। নিরন্তর শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপাভিক্ষা করিলে বৈষ্ণবগণ দুঃখিত ত হনই না, পরন্তু আনন্দপূর্বক আমাদের নিকট শ্রীগুরুদেবের সেবার কথা বলিয়া আমাদিগকে কৃপাই করেন। রোগীর কর্কশ বাক্যাদিতে বৈদ্য যেমন অসন্তুষ্ট না হইয়া রোগীর মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা করেন, কৃপাময় বৈষ্ণবগণ সেইরূপ আমাদের অজ্ঞতা ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে গুরুসেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রবণই আমাদিগকে শাসিত বা নিয়মিত করে। সুতরাং সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে গুরুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। নিজের শ্রবণ না হইলে অপরকে শ্রবণ করান যায় না। 'নিজের জীবন পবিত্র ও আদর্শ না হইলে সেইরূপ ব্যক্তির কথা শুনিলে অপরের স্বভাব নির্মল হইতে পারে না। সকল ব্যক্তির উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। নিজে আদর্শ না হইয়া প্রচার করিতে গেলে জগতে কৃত্রিমতা বা কপটতাই প্রচারিত হইবে। কপটতা কতদিন চাপা থাকিবে।

যদি আমরা গুরুসেবা করিতে চাই তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই আদর্শজীবন হওয়া উচিত। নতুবা আমরা গুরুসেবক হইবার পরিবর্তে গুরুর কণ্টক হইব। আমার আদর্শ জীবন যদি প্রচারের কার্য না করে অর্থাৎ জগতের লোক যদি আমার গুরুসেবা-ময় আদর্শ জীবন দেখিয়া তচ্চরণে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ না পায়, তাহা হইলে ত' আমি গুরুর চরণে অপরাধ করিলাম। সুতরাং আমার দ্বারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কি প্রকারে প্রচারিত হইবে? কুরূপ কি শ্রীরূপের কথা বলিতে পারে? পশুকে দেখিয়া কাহারও গুরুর স্ফূর্তি হইতে পারে না।

আমরা বদ্ধজীব, আমাদের বহু দোষ ও ছিদ্র আছে। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সেই সব ছিদ্রগুলিকে অপনোদন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবনে উদাসীন হইয়া কেবল মৌখিকতা করিতে থাকি, তাহা হইলে আমি আর গুরুর হইতে পারিলাম না, পশুই থাকিয়া গেলাম—গুরুদেবের কৃপা-আকর্ষণের মর্যাদা না পাইয়া পশুরই আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলাম, বিরূপের অন্ধতমসে ডুবিয়া গেলাম। কিন্তু তাহাতে যে 'তামিরে সেই তিমিরে' থাকিতে হইল তাহা নহে, তদপেক্ষা আরও অধিক অন্ধতম তামিস্রেই থাকিতে হইল। আমাকে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আচার-প্রচার দ্বারা আত্মমঙ্গল লাভ করিতে হইবে। আমাকে সর্বক্ষণ গুরুবাণী কীর্তন করিতে হইবে, কিন্তু গুরুর হইয়াই তাহা করিতে হইবে—নতুবা আচারহীন প্রচারের দ্বারা কোন কার্য্যই হইবে না।

আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, সেই অবস্থায়ই সর্বদা আত্মমঙ্গল বরণ করিতে হইবে। আমরা যেন কোন প্রকারেই ব্যক্তিগত ভজনের কথা বিস্মৃত না হই। ভক্তি জিনিষটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। গুরুবৈষ্ণবে আপনজ্ঞান, প্রীতি আমাকেই করিতে হইবে— নিজ ভুল-ত্রুটী নিজেকেই গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় বিদূরিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ আচারই প্রচার। যিনি নিজের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন, একমাত্র তাঁহার দ্বারাই অপরের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। যে নিজে অন্যমনস্ক, যে নিজের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করে না, নিজের স্বার্থের প্রতি তাকায় না, নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে মন দেয় না, যে নিজে স্বার্থপর নয়, সে কি কখনও পরার্থপর হইতে পারে? কিন্তু যদি এরূপ দেখা যায়, কেহ নিজের জীবনের প্রতি অন্যমনস্ক হইয়া জীবমঙ্গলের জন্য খুবই চেষ্টা দেখাইতেছেন, তাহা হইলে তাহাদ্বারা জগজ্জঞ্জাল মাত্র বৃদ্ধি হইতেছে জানিতে হইবে। তাই বিশেষভাবে আদর্শজীবন যাপন করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। নিজে হরিভজন করিতে হইবে। প্রভুর ছাড়িয়া সেবার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুখের মধ্যে জীবন না কাটাইয়া কীর্তন-ক্রন্দনের মধ্যে থাকিয়া দিন কাটাইতে হইবে। দীন কাঙ্গাল হইয়া কেবল কৃপালাভের জন্যই যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে, প্রভুর কৃপা পাওয়া যাইবে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের [illegible] কালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

[illegible] হরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতি লক্ষণা সেবোন্মুখতা, বাক্যকালে অকার্পণ্য [illegible] প্রাকৃতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য [illegible]

মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি সম্যোপযুক্ত [illegible] টিকিট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ যেন [illegible] কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাব্যঞ্জক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপর শ্রীনদীয়াপ্রকাশ গ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহবৎ পূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কর্ম্মাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—:—::(:০:)::——

কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রপাতির জন্য রাশিয়ার নূতন কমিসারিয়েট

গত ৩১শে জানুয়ারী রাশিয়া গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের কমিসারিয়েট বিভাগটি তুলিয়া দিয়াছেন। ইহার স্থলে কৃষিকর্ম্মের জন্য যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে এক নূতন কমিসারিয়েট স্থাপন করিয়াছেন। গোলাবারুদ বিভাগের প্রাক্তন কমিশনার বোরিস ভ্যানিকভ নূতন কমিসারিয়েটের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক মাসের মধ্যে এই দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন ঘটিত হইল। গত অক্টোবর মাসে মস্কো নগরের অর্থ নৈতিক সংবাদদাতা এ সম্বন্ধে বলেন যে, [illegible] শিল্পগুলিও থাকিবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সোভিয়েট শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলি দেশের নিরাপত্তার জন্য লালফৌজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়া চলিবে।

———

দার্জ্জিলিং লাইনে রেলদুর্ঘটনা

গত ১লা ফেব্রুয়ারী দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের মেন লাইনে বতাসিয়া লুপের নিকট একটি বাঁক অতিক্রমের কালে একখানি মালগাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ায় একজন ব্রেকম্যান নিহত এবং অপর তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়। দুর্ঘটনার ফলে লাইনের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি রেলওয়ে কোয়ার্টার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং কয়েকখানির ক্ষতি হয়। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছেন।

বাঙ্গলায় বিক্রয়করের হার বৃদ্ধি

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করের হার টাকায় তিন পয়সা হইতে বাড়াইয়া টাকায় এক আনা করিয়াছেন। জুতা ও স্যাণ্ডেলের দাম জোড়া প্রতি যথাক্রমে ৭৲ টাকা ও ৮/০ আনার অধিক না হইলে এবং তাঁতের ধুতি লুঙ্গি ও শাড়ীর দাম জোড়া প্রতি যথাক্রমে ২০৲ টাকা ৮৲ টাকা ও ২৫৲ টাকার বেশী না হইলে উহার উপর বিক্রয় কর ধার্য্য হইবে না।

———

বৃত্তি কর বৃদ্ধি

১৯৩৯ সালের রাজস্ব কর আইন অনুসারে যে মাথা প্রতি ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি কর ধার্য্য করা হইয়াছে, আগামী ১লা এপ্রেল হইতে উহা উঠিয়া যাইবে।

কৃষকের গৃহে বিস্ফোরণ

গত ২৬শে জানুয়ারী—দক্ষিণ টাঙ্গাইলে ধলেশ্বরী তীরবর্ত্তী দেউলি গ্রামে জনৈক কৃষকের গৃহে ঐ দিবস ভোর বেলায় এক বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়া বিষম ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত গ্রামনিবাসী ছামেদ আলি সরকারের ১০।১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র আবেদ আলি সন্ধ্যার প্রাক্কালে গরু লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় মাঠের মধ্যে ধাতু নির্ম্মিত খোলওয়ালা লম্বা আকৃতির একটি জিনিষ পায়। বাড়ী আসিয়া সে বাহিরে এক পাশে উহা ফেলিয়া রাখে। হঠাৎ গরু বাঁধার একটা ছোট খুঁটির সঙ্গে আঘাত লাগিতেই উহা ভীষণ শব্দে বিস্ফোরিত হয় এবং মিনিটে [illegible] হইয়া [illegible] দিকে ছুটিয়া যায়। একটি খড়ের ঘরের বেড়া ভেদ করিয়া ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া পুনরায় বিস্ফোরিত হয় এবং ধূমজালে সমস্ত গৃহটি আচ্ছাদিত হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে কোন প্রাণহানি হয় নাই।

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী—কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ইলেকশন বোর্ড নিম্নোক্ত প্রার্থীদিগকে বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন,—

মহারাষ্ট্র—নাসিক পশ্চিম—(১) শ্রীগোবিন্দ হরি দেশপাণ্ডে (২) শ্রীবসন্ত নারায়ণ নায়েক (৩) শ্রী বি আর যাদব। নাসিক পূর্ব্ব—(১) শ্রীসঞ্জীব রঘু পাতিল, (২) শ্রী ডি এম বিদার (৩) শ্রী এম এল যাদব। পুণা সহর—শ্রী আর বি ঘোরপাড়ে 'দৈনিক সকল' পত্রের সম্পাদক। পূর্ব্বপুণা শ্রী বি পি গাইকোয়ার, শ্রী এম এন মীমেজী ও ডাঃ বি সি লেগু। পশ্চিম পুণা—শ্রী বি এম গুপ্ত, শ্রীগোপাললাল শ ও শ্রী জি এস খারেট (হরিজন) পুণা সহর (নারী)—শ্রীমতী সুমতি বাঈ ঘোরে।

কংগ্রেস এই পর্য্যন্ত ৭১জন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়াছেন, কয়েকটি মুসলিম নির্ব্বাচন কেন্দ্রেও প্রার্থী মনোনীত করিবেন।

হংকং-এ লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন

গত ২রা ফেব্রুয়ারী—হংকং, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কমাণ্ডের বৃটিশ সেনাপতি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন সাপ্তাহিক সরকারী পরিদর্শন উপলক্ষে ঐ দিবস অপরাহ্ণে এখানে বিমান-যোগে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হংকং পুনরধিকারের পর ইহাই তাঁহার প্রথম পরিদর্শন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও [illegible]কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ { ৩০ মাধব, গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ৪ঠা ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৬ই ফেব্রুয়ারী খৃঃ ১৯৪৬, শনিবার } ২৪৫-২৫০শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ মাধব অনার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

——:: ::*::*::——

শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই কলিযুগে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচার্য্যরূপে কৃষ্ণভজন প্রদর্শন করেন। তিনি 'বিপ্রলম্ভরসে বিভাবিত হইয়া রাধাদাস্যের মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য— বিতরণ করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাদাস্যের মধ্যে আত্মসম্ভোগের কোন কথা নাই। মাথুর-বিরহের— বিপ্রলম্ভের পূর্ণমাত্রা শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকাশিত।

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য-বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকটিত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে সেব্যরূপে থাকিয়া সেবকের মহিমা জানিতে পারেন নাই, তাই শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার নিত্য আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ সেব্য-ভগবান্ হইয়াও নিজেকে 'সেবক' অভিমান করাতেই তিনি সকল তত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংরূপার বিগ্রহ একত্র করিয়া এক হইয়াছেন

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য উপায়ে যত উপাদেয়তা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা চরম উপাদেয়তা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য— আমরা সেবক ; আমাদের অনুষ্ঠান কৃষ্ণসেবা। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য হইতে [illegible] কৃষ্ণই তিনি। কৃষ্ণের পরমপ[illegible] আছে। এই ধারণা [illegible] দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে, [illegible] সেবাও সেই পরিমাণ [illegible]। শ্রীচৈতন্যদেব অল্পকথায় বলিয়া দিয়াছেন— কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, তাঁহার সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক— শ্রীগুরুপাদপদ্ম। সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্তিলাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অধিকার প্রদান করেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গল হয়। শ্রীগুরুনিত্যানন্দপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। শ্রীনিত্যানন্দের করুণা ব্যতীত শুদ্ধ-বিচার পাওয়া যাইবে না। আমরা এই জগতের নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্যে আছি। এখানে কোন বস্তুর আশা ভরসা পাই না। কেবল আশা এই যে—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুরও প্রভু ; সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি প্রভুরূপে পাইয়াছি।

যে যত অযোগ্য, তাহাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তত অধিক কৃপা করেন, যদি সেই ব্যক্তি অকপটে নিজের অযোগ্যতা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করেন। পাপী ব্যক্তির ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হইতে পারে। পাপীর জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আছেন ; কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধীর ক্ষমা নাই।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পাত্রাপাত্র বিচার করেন না। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের এতই দয়া যে, অনর্থযুক্ত বদ্ধজীবও অকপটে তাঁহাদের নিকট অভিগমন করিলে বা শরণাগত হইলে তাঁহারা দয়া করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অনর্থমুক্ত করা য়া তাঁহাদের জিহ্বায় কৃষ্ণনামের উদয় করাইয়া থাকেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অনুগত না হইলে কৃষ্ণ শীঘ্র দয়া করেন। যেখানে কৃপার জন্য আর্ত্তি নাই, তথায় শরণাগতিও নাই ! শ্রীনিত্যানন্দের বৈভব বা অঙ্গস্বরূপ শ্রীধাম। সেই অঙ্গের প্রতি অপরাধ করিলে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপা করেন না। যাঁহারা 'আর নারে বাপ' অর্থাৎ পুনরায় আর পাপকার্য্য করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সরলভাবে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণে শরণাগত হন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ কৃপা করেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থনা করিয়া অনুগত হইয়া কৃষ্ণনাম করিলেই নাম ফল দান করেন। শ্রীধামবাসের যোগ্যতা একমাত্র নিতাইচাঁদ দিতে পারেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সেব্যবিগ্রহ হইয়াও কলিহত জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্য বাহিরে সেবকের ভাব ও রূপধারণের লীলা প্রকট করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার অসমোর্দ্ধা দয়া। ভজনকারিরূপে শ্রীনিত্যানন্দ, আর ভজনীয় বিগ্রহরূপেই শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ—সেবক-স্বরূপ, আর শ্রীগৌরসুন্দর সেব্য। শ্রীগৌরসুন্দর 'সেবক-স্বরূপ' নহেন। 'জীবসমূহ কিরূপে ভগবানের সেবা করিবেন ?' —তজ্জন্য আচরণ করিয়া মহাপ্রভু জীবকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিতেছেন। যিনি স্বয়ং সেবা গ্রহণ করিবেন, তিনিই হইয়াছেন সেবার শিক্ষাদাতা। অতএব শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ অপেক্ষা সুনিশ্চিত ও সুগমপথ আর কি হইতে পারে ?

হরিবৈমুখ্যই অভক্তি এবং সাম্মুখ্যই ভক্তি। যেখানে ভগবৎসাম্মুখ্য বা ভক্তি, সেখানে অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি, হতাশা, সম্বন্ধ-জ্ঞানহীনতা, আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা বা আশ্রয়-হীনতা নাই। সৎসঙ্গই ভগবৎ-সাম্মুখ্যের কারণ। ধার্ম্মিকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত— কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। কর্ম্মীর বিচারে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি। কর্ম্মিগণ ধর্ম্মার্থকামকামী। কিন্তু জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের বিচারে ধর্ম্মের ফল পর পর শম-দমাদি, যম-নিয়মাদি ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি। জ্ঞানী ও যোগীর মোক্ষই চরমকাম্য। কিন্তু ভক্তের প্রাপ্যফল—প্রেম-ভক্তি। জ্ঞানী—নির্ব্বিশেষবাদী, যোগী সবিশেষবাদী হইয়াও প্রচ্ছন্ন-নির্ব্বিশেষবাদী। জ্ঞানী ও যোগীর কাম্য মোক্ষই শেষ কথা নহে। রোগীর রোগমুক্তিই কি শেষ কথা ? না। রোগমুক্তির পর স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গ ও সেবা লাভই দরকার। মুক্তি না হইলে ভক্তি করা যায় না। মুক্তির পর ভগবানের সহিত যে বিলাস, তাহাই ভক্তি।

বাস্তবসত্যবস্তু নিষ্কপট সেবোন্মুখেরই প্রাপ্য। অসত্যে সত্যের অবস্থান নাই। সত্য-জগৎ হইতে বাস্তবসত্য এই জগতে অবতরণ করেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদিই যাহাদের সম্বল, সেই আধ্যক্ষিক আরোহ-বাদিগণ বাস্তবসত্য নিরূপণের জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না। পরিশেষে তাহারা সত্যের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা নিষ্কপট কৃপাভিখারী, করুণাময় বিষ্ণু বা বৈষ্ণব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সেই অণুচিৎ বিশ্বশিশুকে নিরন্তকুহক বাস্তবসত্য'

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥

প্রদান করেন। কপটতা থাকিলে বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

যেখানে যত্নের সহিত সাধন করিয়াও ফললাভ হইতেছে না, সেখানে নামের প্রতি এবং নামসেবক বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধাই তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বুঝিতে হইবে। আমরা যতই ভগবৎসেবার ভাণ করি না কেন, বিষ্ণুপ্রিয় বৈষ্ণব যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে নন্দনন্দন শ্রীহরি বা শ্রীনাম কখনও প্রসন্ন হইবেন না। আমরা বিষ্ণুপুরাণপাঠে জানিতে পারি শতধনু নামক রাজা ভগবদারাধনা-তৎপর হইলেও বৈষ্ণবনিন্দা দূরের কথা, বৈষ্ণবনিন্দকের সহিত স্বল্প সম্ভাষণফলে কুক্কুর-যোনি লাভ করিয়াছিলেন।

অপরাধ আছে বলিয়া হতাশার কোন কথা নাই। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেই তাঁহারা অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিবেন। নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির শুদ্ধনামই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। সেইজন্য শাস্ত্রে অবিশ্রান্তভাবে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অভীষ্ট-সিদ্ধির কথা শুনা যায়।

কুটিলের কোন প্রার্থনাই গুরুকৃষ্ণের নিকট পৌঁছে না। গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস যাঁহার নাই, তিনি তাঁহাদের সঙ্গ, সেবা ও কৃপা পাইবেন কি করিয়া? বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলেও সঙ্গ বা আনুগত্য হয় না। এই শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়-বিশ্বাস চেতনের ধর্ম্ম—মনোধর্ম্ম নহে। কোমলশ্রদ্ধ জীব সাধুগুরু-কৃপায় এই ভক্তি-লতাবীজ শ্রদ্ধা লাভের সৌভাগ্য পান। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"শাস্ত্র-শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধ-দোষে শ্রীভগবান, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি-প্রযত্ন তাহা সমস্তই কুটিলতা।" মূর্খ থাকা ভাল, কিন্তু কুটিল হওয়া ভাল নয়। অকুটিল সরলচিত্ত ব্যক্তিই মঙ্গল লাভ করেন।

সাক্ষাৎ ভগবদ্ভক্তি ত' দূরের কথা, ভক্ত্যাভাসের দ্বারাও অকুটিল ব্যক্তির সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় ও বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি ঘটে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে কথিত আছে যে, মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া কৌতুক ও মানী স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে দণ্ডের অগ্রভাগে পুরাতন বস্ত্রখণ্ড ধারণ পূর্ব্বক এক জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্য করায় তাহা দ্বারা ধ্বজারোপণ-ব্রতের ফল-প্রাপ্তিতে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এইরূপ ব্যাধ কর্ত্তৃক আহত ও কুক্কুর-মুখাক্রান্ত কোন পক্ষীর পলায়নচ্ছলে ভগ মন্দির-পরিক্রমণ-ফলে প্রাপ্তি নিবন্ধন অবশেষে বিষ্ণুপদলাভের কথা শুনা যায়। কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহাভক্তির প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে। বৃহন্নৃসিংহ পুরাণপাঠে জানা যায়, পরমবৈষ্ণব মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাদকালে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণের ফলে পরজন্মে তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

যিনি ভগবানের ভক্ত, তিনিই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার মত ধার্ম্মিক আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত নহে, তাহার অকরণীয় কোন কার্য্য বা পাপ নাই। শাস্ত্র বলেন,—অভক্তের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও পাপ বলিয়া গণ্য হয়। অভক্ত সুষ্ঠুভাবে ধর্ম্মাচরণ করিলেও সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে বিমুক্ত হন। ভক্ত খুব বড় জিনিষ। তাঁহা ভগবানকেও বশীভূত করে। ভক্ত পাপপুণ্যের অতীত। ভক্ত কৃষ্ণেচ্ছার দ্বারা চালিত। সুতরাং তাঁহার অন্যায় বা দোষ বলিয়া কোন কথা নাই। তিনি যাহা করেন, তাহাতেই কৃষ্ণের সুখ হয়। ভগবান্ যাঁহাদের প্রেমবশ্য তাঁহাদের কোন পাপ-বাসনা থাকিতে পারে, এরূপ মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ।

চেতনের ধর্ম্ম

যাহার চৈতন্য বা চেতনতা আছে, তাহাই চেতন। চেতন ক্রিয়াশীল, গতিশীল। চেতনের ধর্ম্মে জড়ত্ব বা অজ্ঞানতা নাই। চেতনের সহিত জড়ের কোন সম্পর্ক নাই। জড় এ জগতের জাত বা উৎপন্ন বস্তু। তাহা এ জগতেই লয়প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু চেতনের বিনাশ নাই। চেতন এ জগতের কোন বস্তুবিশেষ নহেন। চেতনের স্থান এ অসত্য জগতে নহে—নিত্যজগতে গোলোক বৈকুণ্ঠে। ভগবৎসেবাই চেতনের নিত্যধর্ম্ম। ভক্তিই জীবাত্মার বৃত্তি। ভক্তি আত্ম-সম্বন্ধেই সম্ভব—দেহ-মনের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই।

অচেতন বা জড়ের ধর্ম্মের সহিত চেতনের ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। জড়ের ধর্ম্ম—দেহ-মনোধর্ম্ম, আর চেতনের ধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম। জড়ের ধর্ম্মে দেহ-মনের সুখ—দেহমন-সম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তির সুখ, কিন্তু আত্মধর্ম্মে পরমাত্মা ভগবানের সুখ—আত্মসম্বন্ধীয় গুরুবৈষ্ণবগণের সুখ। জড়ের ধর্ম্মে জীবকে উদরোদয় এই জগতে আবদ্ধ করে, আর চেতনের ধর্ম্মে বন্ধন খুলিয়া যায়। জড়ের উন্নতিতে চেতনের উদ্বোধন বা জাগরণ হয় না। জড়োন্নতি আত্মোন্নতি নহে। জড় অনিত্য। তাহার ধর্ম্মও অনিত্য, মায়িক খণ্ড, আপেক্ষিক। জড় চেতনকে জাগাইতে পারে না। চেতনই চেতনকে জাগ্রত করে চেতনের ধর্ম্মে ভগবৎসাম্মুখ্য ব্যতীত বৈমুখ্য নাই, আর জড়ের ধর্ম্মে ভগবদ্বৈমুখ্য ছাড়া ভগবৎসাম্মুখ্য নাই। তাই হরিবিমুখগণ কৃষ্ণবিস্মৃত, আর ভক্তগণের কৃষ্ণবিস্মৃতি নাই। চেতনের ধর্ম্ম চেতনের অনুসন্ধান করা। চেতন সর্ব্বক্ষণ চেতনের দিকে ছুটে। চেতন অচেতনের কথা শ্রবণ—গ্রহণ করে না। চেতনই চেতনের বাণী শ্রবণ করে—চেতনই চেতনকে দর্শন করে। চেতনের সহিত চেতনের যে সম্বন্ধ—তাহাই মৈত্রী—তাহাই প্রীতি বা ভক্তি। তাহাই চেতনের সহজধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম। এই চেতনের ধর্ম্মে কাল্পনিক কিছু নাই। ইহার বাস্তবত্ব ভক্তগণই জানেন।

চেতনের ধর্ম্ম নিত্য। চেতনের ধর্ম্ম জ্ঞানময়, চেতনের ধর্ম্ম আনন্দময়, চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণাকর্ষী, চেতনের ধর্ম্ম কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসাই চেতনের অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্মের প্রবল অন্তরায়। চেতনের ধর্ম্মে গুরুবৈষ্ণব ভগবানের প্রতি আপনস্থান বা টান আছে। চেতন পূর্ণচেতন ভগবানের কৃপার উপর সুদৃঢ়বিশ্বস্ত। তিনি ভগবান্‌কে ছাড়িয়া একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। পূর্ণচেতন—বৃহচ্চেতনই অণুচেতনের প্রাণ। অণুচেতনের ধর্ম্মই বৃহচ্চেতনের অনুগত থাকা, চেতনের ধর্ম্মই সতত সংযুক্ত হইয়া প্রীতিসহকারে ভগবানের সেবা করা। ভগবানের দাস্যই চেতনের সত্তা। সাধুগুরু-কৃপায় জীবহৃদয়ে ভগবানে প্রীতিরূপা ভক্তি উদয় হইলেই জীব প্রকৃত চেতনধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারে। অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতিতে জীব ছাড়িতে পারে না, আর সৌভাগ্যক্রমে সাধুগুরুকৃপায় ভগবৎপ্রীতি লাভ হইলে যে জীব তাহা কোনকালেই ছাড়িতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তগণ যে ভাবে হরিভজন করেন, সেই পথে চলাই একমাত্র কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সকলেরই চেতনধর্ম্ম লাভ হইবে। যাঁহারা ভক্তগণের আচার-ব্যবহারে লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত-পক্ষে চেতনের ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে পারেন।

চেতনের ধর্ম্মে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। তাই তিনি সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে শ্রীভগবানের অভিন্ন প্রকাশ-বিশেষ জানিয়া তদানুগত্যে কায়মনোবাক্যে নিত্যকাল ভগবানের সেবায় নিযুক্ত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যাঁহার ভগবদ্দর্শন হইতেছে—সর্ব্বদা যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতেছেন, তিনিই চেতনধর্ম্মী। তাঁহার ভয় নাই। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা উপলব্ধিমুখে তচ্চরণাশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই চেতনের ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জানেন—'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে' তিনিই প্রকৃত চেতনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। চেতনের গতি অপ্রতিহত। বাস্তব উদ্বুদ্ধ চেতনের কৃপায় যিনি একবার চেতনের ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার গতিরোধ কেহ করিতে পারে না, উদ্বুদ্ধ চেতন এ জগতে থাকিতে চান না। তিনি কেবল এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে চাহেন। ঊর্দ্ধদিকেই তাঁহার লক্ষ্য, গুরুর দিকেই তাঁহার গতি, বৈকুণ্ঠের দিকেই তাঁহার অভিযান। কি করিয়া এই জগদতিক্রম করা যায়, কেবল তাহাই তাঁহার চিন্তা। তিনি একমাত্র গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গপ্রার্থী নহেন। তিনি অন্যনিরপেক্ষ। কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। চেতনের ধর্ম্মে কেবল অনবরত হরিভজনের কথা ব্যতীত অন্য কোন কিছু নাই। কেহ হরিভজন করিলে, গুরুসেবা করিলেই তিনি তাঁহার সঙ্গ করিবেন, নতুবা করিবেন না। নিজে খুব অমানি-মানদ হইয়া—'সকলেই হরিভজন করিতেছেন, কেবল আমিই পারিতেছি না'—এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুসেবাময় জীবন যাপন করেন। তিনি সতত ঊর্দ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন। তাই নিম্নদর্শন বা লোকের দোষ দর্শন তিনি করেন না—কেবল আমিই নীচে আর সকলেই ঊর্দ্ধে এই দর্শনই করেন। চেতনের ধর্ম্মে মাংসদর্শনের কোন কথা নাই। চেতনধর্ম্মিগণ আত্মদর্শী, বেদদৃক্। তাঁহারা কাণের দ্বারা দর্শন-স্পর্শনাদি করিয়া থাকেন—শ্রৌতপথ অবলম্বন করেন—নিজেকে দীন কাঙ্গাল জানিয়া গুরুবৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে চলেন। তাঁহার নিজের জন্য কোন কিছুই করেন না।

বদ্ধজীব আমাদের চেতনের ধর্ম্ম বর্ত্তমানে সুপ্ত। এমতাবস্থায় উদ্বুদ্ধ চেতন সাধুর সঙ্গ ব্যতীত আমাদের চেতনতা লাভের অন্য উপায় নাই। ভগবানের কৃপাতেই এইরূপ সাধুর সঙ্গসুযোগ লাভ হয়। সাধু-গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই আমাদিগকে সাধু-অসাধু চিনিবার বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপটভাবে আর্ত্তি-আবেদন জ্ঞাপন করিলেই ভগবৎকৃপায় প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইবে। চেতনের কৃপাতেই চেতনতা লাভ হয়। তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

——::(::৵::)::——

সনাতন ধর্ম্ম মাত্র একটী, উহা বহু নহে তাহা—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

অধোক্ষজে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ভক্তিই পরমধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, নিত্য-ধর্ম্ম ও শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্মই বিশ্ববাসী প্রত্যেক জীবের ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম যখন সার্ব্বজনীন, তখন ভাগবতধর্ম্মবক্তাগণও সর্ব্বজীবের গুরু। ভাগবতবক্তা মাত্র বাদশগুরু। শত শত মনোধর্ম্মীর মনগড়া বিভিন্ন মত ইতরধর্ম্ম—মায়িকধর্ম্ম। এই নিরপেক্ষ সত্য শুনিবার কর্ণ যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্। সৌভাগ্য বঞ্চিত ব্যক্তির এ কথায় আস্থা নাই। যাঁহারা শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিকে জগদ্গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন, স্বরূপ-রূপানুগ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা কেবল তাঁহার শিষ্যগণই মানিবে, সকলেই ত' তাঁহার শিষ্য নহে এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন, শাস্ত্র বলেন, বৈষ্ণবজগতের গুরু তিনি, যিনি শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ। এতদ্ব্যতীত আর কেহই গুরুপদ-বাচ্য নহেন। স্বরূপ-রূপের কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তিই লঘু—গুরু নহেন। তাঁহারা লঘু হইয়া গুরুর অভিনয় মাত্র করিতেছেন। শ্রীস্বরূপরূপানুগ ব্যতীত আর কেহ ভজনানন্দী হইতে পারেন না। বাদবাকী লোকের ভজনের অভিনয় মায়ার ভজন—মনোধর্ম্মের ভজন—কপটতার ভজন—আত্মবঞ্চনা-পর-বঞ্চনার ভজন—তাহা হরিভজন নহে। হরিভজন নিজের খামখেয়াল, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ নহে; কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের নাম—ভজন।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই অদ্বয়জ্ঞান ভগবানের অনুগত হইতে হইবে—অদ্বয়জ্ঞানের সেবকের আনুগত্য করিতে হইবে, ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। আর নির্ব্বিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে পৃথক্। শ্রীভগবান্—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগুরুদেবও অদ্বয়তত্ত্ব পূর্ণ-বস্তুর পূর্ণ প্রকাশ। শ্রীগুরুদেব খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন।

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জন্ম অনিত্য। অনিত্য হইলেও একমাত্র নিত্য সত্যবস্তুর সেবালাভ এই জন্মেই হইয়া থাকে। আমাদের যে কোন জন্মই হউক না কেন, বিষয় লাভ হইবেই। মনুষ্যজন্ম না হইলেও উহা পাওয়া যাইবে। মনুষ্যজন্মে শ্রেয়ের অনুসন্ধান করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। প্রেয়ের অনুসন্ধান পশুতেও করে। মনুষ্যজাতির বিশেষত্ব—আমরা কাণ দিয়া হরিকথা শুনিতে পারি ও শ্রুতাবিষয়ের কীর্ত্তন করিতে পারি। পশুগণের পরস্পরের আলোচনার ক্ষমতা নাই। যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়—যাহাতে আত্মমঙ্গল লাভ হয় তৎসম্বন্ধে চিন্তা না করিলে নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বিচার হইয়া যাইবে কিন্তু মানবের বিবেক আছে। দেবতা-জন্ম হইলে ভোগে উন্মত্ত হইতে হইবে তখন সদসৎ বিচার চাপা পড়িবে। সেইজন্য দেবতাজন্ম লাভ করিলে হরি-ভজনের বিশেষ সুযোগ নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-সমস্ত সাত্বতশাস্ত্রই বৈষ্ণবসেবাকে বিষ্ণুসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ ও অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥"

'আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়' কুলীনগ্রামবাসী ভক্তবৃন্দের প্রশ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু "বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তনে"র কথা গৃহস্থের প্রধান কৃত্যরূপে জানাইয়াছেন। মহাপ্রভু কুলীনগ্রামবাসীদিগের প্রশ্নের অবতারণা করিয়া কিরূপে বৈষ্ণবসেবা করিতে হইবে, তাহাই জানাইয়াছেন। গুরু-নামে যাঁহার যত স্বাভাবিকী রুচি, তিনি সেই পরিমাণে বৈষ্ণবতা লাভ করিয়াছেন। গৃহস্থগণ একান্ত নামগ্রহণপরায়ণ মহাভাগবত ও তদনুগত নামাচরণকারী শুদ্ধনামাশ্রিত বৈষ্ণবেরই সেবা করিবেন। বৈষ্ণব সম্পূর্ণ ভাবে পারমার্থিক। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার না করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতে গেলে বৈষ্ণব-সেবার পরিবর্ত্তে অনেক সময় বৈষ্ণব-সেবা বাধই হইয়া যায়। অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করিয়া সেবাচেষ্টা যেরূপ বৈষ্ণবাপরাধ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মনে করিয়া বৈষ্ণব সেবা পরিত্যাগও সেইরূপ বৈষ্ণবাপরাধ। বদ্ধজীব আমরা কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, তাহা সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদুষ্ট। জীব যখন সাধুগুরুকৃপায় কোন্‌টী ভ্রম, কোন্‌টী সত্য উহা বুঝিতে পারেন, তখনই তাঁহাকে অনর্থমুক্ত বলা যায়। সেই মুক্ত-লক্ষণে আপনাকে বৈষ্ণব-গুরুর আশ্রিত বলিয়া বিচার প্রবল থাকে। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয়। নিরাশ্রয় বা অসদাশ্রয়ের বড় কষ্ট। বৈষ্ণবই জগতের গুরু। সেই বৈষ্ণবের কিঙ্করত্বের অনুভূতিই সম্বন্ধ-জ্ঞান। বৈষ্ণব গুরু, আর আমরা শিষ্য। আমরা বৈষ্ণব নহি—বৈষ্ণবের ভৃত্য। প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের বৈষ্ণবদাসানু-দাসস্বরূপ শিষ্যাভিমান আবশ্যক এবং ইহাই বৈষ্ণবী প্রার্থনা। শুদ্ধভক্তের কৃপা-লাভ হইলেই জীবের সর্ব্বসিদ্ধি হয়। দণ্ডই বৈষ্ণবের অমায়ায় দয়া, ইহা বুঝিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হয়। বঞ্চক ইহা বুঝিতে পারে না। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিই বৈষ্ণবের শাসনকে কৃপা জানিয়া ধন্য হয়।

গৃহত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে ভজন করিবার অধিকার যাঁহাদের হয় নাই, এইরূপ দুর্ব্বলচিত্ত বালকগণ যদি সকল সময় গৃহে অসৎসঙ্গের মধ্যেই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কখনই হরিভজনে অধিকার লাভ হইবে না। কিন্তু যদি তাঁহারা সাধুসঙ্গক্রমে, সাধুমুখে নিয়মিত হরিকথা শ্রবণ, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা এবং সৎসঙ্গে বাস শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যাদি অনর্থ অপগত হইয়া বৈষ্ণবসেবা-ফলে হরিসেবায় রুচি হয়। গৃহে অধ্যয়ন-কারী বালক অপেক্ষা বিদ্যালয়ের শুশ্রূষু ছাত্রগণ অতি অল্পকালেই সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। যে বিদ্যালয়ে না গিয়া গৃহেই অধ্যয়ন করে, তাহার অনেক সময় ভুল-ভ্রান্তি থাকিয়া যায় এবং অভিজ্ঞের সাহায্য না পাওয়ায় সে পাঠে তেমন উন্নতি করিতে পারে না। সেইরূপ যে সকল অনর্থযুক্ত সাধক গৃহে নিজে নিজে হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা গুরু ও বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ-সঙ্গ এবং তাঁহাদের আচার-প্রচারের জলন্ত আদর্শ ও শিক্ষা অনুক্ষণ না পাওয়ায় তাঁহারাও অনেক সময় ভ্রমপথে চালিত হন। সাধুসঙ্গের অভাবে তাঁহারা ভজনে কোন উন্নতি করিতে পারেন না। ফলে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হরিভজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। তখন অসৎসঙ্গই তাঁহাদের ভাল লাগে বলিয়া তাঁহারা সৎসঙ্গ মঠাদিতে যাইতে আর ইচ্ছা করেন না। বদ্ধজীবের অসতেই স্বাভাবিকী প্রীতি। এরূপ অবস্থায় বিমুখ আমরা যদি সাধুর নিকটে গিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের যত্ন না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

গৃহস্থগণের প্রধান কর্ত্তব্য—সাধুসঙ্গে নিরন্তর অবস্থানপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করা। আমরা যদি এই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যটী ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে অভি-নিবিষ্ট হই, তাহা হইলে আমাদের গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কি করিয়া রক্ষা হইবে? তা' ছাড়া আমরণ গৃহে আবদ্ধ হইয়া থাকা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ-লীলার আদর্শ নহে, পরন্তু পরমহংস সাধু-গণের নিত্য সঙ্গ ও তাঁহাদের সেবাদ্বারা গৃহাসক্তি ছেদন এবং ভগবদনুরাগ হৃদয়ে জাগানই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা।

গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে নাই। সর্ব্বদাই অনুসরণ করা দরকার। শ্রীগুরু-দেবের সেবার উপকরণসকলেও গুরুবুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত অনর্থগ্রস্ত মর্ত্ত্য মানববুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে। আমি যদি গুরুদেবের ব্যবহৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের ভোগের জন্য তাহা আরম্ভ করি, তাঁহার গৃহের মার্জ্জনাদি সেবা ও তাহা সযত্নে সংরক্ষণ না করি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করে না, কৃষ্ণেতর বস্তু তাহাকে গ্রাস করে। প্রভুর আসন গ্রহণ করিতে গেলেই কর্ম্মকাণ্ডে প্রবেশলাভ হয়।

আমরা কর্ম্মী বা জ্ঞানী নহি। আমরা হরিদাসগণের পাদত্রাণবাহী। ভক্ত হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার ভজন একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষার সঙ্গে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয়।

অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত কৃষ্ণভজন হয় না। প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ব্যতীতও জীবের অপ্রাকৃত দেহ আছে। সূক্ষ্মদেহ মনও জড়-ভাব মিশ্রিত। বিচার হইতে আচার পৃথক্—এই বুদ্ধি নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগীর পক্ষে শোভা পায়। ভগবদ্ভক্তের ঐরূপ বিচার নহে। জীবের অস্তিত্ব-বিনাশের প্রয়োজন নাই।

স্থূলরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভাব-রাজ্যের দিকে অগ্রসর হই, অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হই, তখন অনর্থনিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণভজন হয়। কৃষ্ণভজন না করিলে জড়ভোগ বা জড়ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদয় হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণা ত্যাগের অভাবে আমরা অশান্ত হইয়া পড়ি।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারী কোন ব্যক্তিরই ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার নাই। আমরা আমাদের উপর কাহাকেও টেক্কা দিতে দিব না, কাহাকেও আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে দিব না। একমাত্র বিষ্ণু ও তাঁহার ভৃত্যবর্গ বৈষ্ণবগণই আমাদের উপর তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আধিপত্য বিস্তার করিবেন। তাঁহারাই আমাদের উপর সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, স্বরাট্ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় হইয়া যথেচ্ছ বিহার করিবেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরকে যদি আমরা উদারতার নাম করিয়া আমাদের উপর টেক্কা দিতে দিই, কি বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সহিত অপরের সমন্বয় করি, তবে নিশ্চয়ই মায়া আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে জানিতে হইবে।

গুরু-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই উহার প্রকৃত ভিক্ষা।

শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারিক অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ বা অভাব বা হানিজনিত উল্লাস বা বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্ব্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা ভগবদ্ভক্তের অনুকূল প্রীতি—এই সকল অবশ্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয়, প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধন্যগণের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ সেবাপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

-- কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শিক্ষার্থী সজ্জনবৃন্দের যে-সকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, সুসিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—যোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা

সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণানিরসনকল্পে শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৮০ আনা।

বিবিধ সংবাদ

— —::(:৪:)::——

ভারতের পেট্রোলের বরাদ্দ

৭ই ফেব্রুয়ারী--বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত মোটরের জন্য পেট্রোলের বরাদ্দ বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহা বৃদ্ধি করা হইবে না বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পেট্রোলের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, পেট্রোলের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইবে না; কারণ ইহা সমগ্র জাগতিক ভিত্তিতে বণ্টন করা হইয়া থাকে। ইহার জন্য আরও নির্দ্দেশ পরে পাওয়া যাইবে। বলা হইয়াছে যে, গত পনর মাস যাবৎ যে পেট্রোল মজুত ছিল বর্ত্তমানে তাহা প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কম পড়িয়াছে।

পরলোকে জর্জ আরলিস

৫ই ফেব্রুয়ারী—মঞ্চ ও পর্দ্দা জগতের প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা জর্জ আরলিস গত রাত্রে লণ্ডনে ৭৭ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। জর্জ আরলিস ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রাভিনয়ে সুনিপুণ ছিলেন। ১৮৮৭ সালে তিনি প্রথম মঞ্চে অবতরণ করেন। তখন তাহার বয়স মাত্র ১৮ ছিল।

ব্যাঘ্রের সহিত বন্য মহিষের প্রচণ্ড লড়াই

৭ই ফেব্রুয়ারী—কয়েক ব্যক্তিকে নিহত ও আর কয়েক ব্যক্তিকে আহত করিয়া একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র এক বন্য মহিষের সহিত লড়াইয়ে প্রাণ হারাইয়াছে।

গত শনিবার ব্যাঘ্রটি মালেকাটি রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে সহসা উপনীত হইয়া চা বাগানের ৭ জন শ্রমিককে হত্যা ও অপর ৫ জন শ্রমিককে জখম করে। পার্শ্ববর্ত্তী একটি চা-বাগানের ম্যানেজার ব্যাঘ্রটিকে শিকার করিবার জন্য সারাদিন ধরিয়া চেষ্টা করেন; কিন্তু ব্যর্থ হন। রাত্রে ব্যাঘ্রটি এক বন্য মহিষকে আক্রমণ করে এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ে মহিষটি ব্যাঘ্রকে নিহত করে। মহিষের বক্র শিং ব্যাঘ্রের উদর ভেদ করিয়া যায়। ব্যাঘ্র ও মহিষের প্রচণ্ড গর্জ্জনে বহু লোক দূরে সমবেত হয় এবং বৃক্ষশাখায় বসিয়া টর্চের আলোর সাহায্যে লড়াই প্রত্যক্ষ করে।

এলাহাবাদে শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী—এলাহাবাদে এক শোচনীয় নৌদুর্ঘটনায় ৪ জন নিখোঁজ হইয়াছে এবং একটি ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। সতরজন লোক একখানা নৌকায় আরোহণ করিয়া বনভোজনে যাত্রা করিয়াছিল। এই দলের মধ্যে এলাহাবাদের জেনারেল পোষ্টমাষ্টার মিঃ গুহ ও তাঁহার পরিবারের লোকেরাও ছিলেন। ১৭ জনের মধ্যে ১৩ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে একটি বালিকা পরে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। পোষ্টমাষ্টারের পুত্র, জামাতা, একটি নাতি ও একজন ডাক-পিয়নের এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

———

শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা

৫ই ফেব্রুয়ারী—অনুমতি না লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করার অভিযোগ সম্পর্কে এক মামলার রায় দান প্রসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন জি শেলাস্ত বলেন, দেশের সাধারণ আইন অনুযায়ী যে কোন স্থানে শোভাযাত্রা বাহির করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রহিয়াছে। পুলিশ আইন অনুযায়ী ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তদনুযায়ী তিনি কোন শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিতে পারেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে অব্যাহতি দিয়া বলেন, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিবার কোন ক্ষমতা পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নাই। পুলিশ কেবল মাত্র শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতেই পারে—নিষিদ্ধ করিতে পারে না।

কালনা সংবাদ

২২ শে জানুয়ারী—কয়েক সপ্তাহ এখানে তীব্র ও ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছে। প্রয়োজনমত কুইনাইনের সরবরাহ না থাকায় লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। নিউমোনিয়া ও টাইফয়েডও অল্প অল্প হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এই সহরে বসন্ত রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে।

———

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা

৫ই ফেব্রুয়ারী—বোম্বাই সরকার পুণা জেলার ২২৫টি গ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং পুণার কালেক্টরকে খাদ্যাভাবকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন ও খয়রাৎ আরম্ভ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

———

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী—প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনহেতু ঢাকা বোর্ডের সমস্ত পরীক্ষা (ম্যাট্রিকুলেশন, হাই মাদ্রাসা, ইণ্টারমিডিয়েট) আরম্ভের তারিখ ২০শে মার্চ্চ হইতে ৩০শে মার্চ্চ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ { ৫ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯ . ৯ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২১শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, বৃহস্পতিবার } ২৫১ ২৫৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ গোবিন্দ ভূত্যাদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

...ল সরস্বতী ঠাকুর

——::(::*::)::——

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷ ঘটিকার পর পুরী শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে "নারায়ণছাতা"র সংলগ্ন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহরিকীর্ত্তন-মুখরিত বাস-ভবনে শ্রীভগবতী দেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা সেই সময় শিশুকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুর গাত্রে স্বাভাবিক উপবীত বিজড়িত দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলা-দেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—'শ্রীবিমলাপ্রসাদ'।

শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হইল। সে বৎসর রথ শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাস-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইল না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাসস্থানের সম্মুখে তিনদিবসকাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থান করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবসকাল শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসব হইতে থাকিল। তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড়শায়িত ছয়মাসের শিশু শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হস্ত-প্রসারণ-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণালিঙ্গন এবং শ্রীজগন্নাথের গলদেশ হইতে এক প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া শিশুর অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিলেন।

আবির্ভাবের পরে শিশু জননীর সহিত দশমাসকাল পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলেন এবং তৎপরে পাল্কীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশের রাণাঘাটে উপনীত হইলেন। হরিকীর্ত্তনোৎসবের মধ্যেই শিশুর সমস্ত শৈশবকাল কাটিয়াছিল।

শ্রীরামপুরে থাকা-কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসীর মালিকা আনাইয়া হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে হরিনাম ও নৃসিংহ মন্ত্ররাজ প্রদান করেন।

১৮৮১ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কলিকাতা-রামবাগানে যখন 'ভক্তিভবন' নির্ম্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে শ্রীকূর্ম্ম-মূর্ত্তি প্রকাশিত হন। ৮৷৯ বৎসরের বালককে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীকূর্ম্মদেবের পূজার মন্ত্র ও অর্চ্চন-বিধি শিক্ষা দেন ; বালক নিয়মিত-ভাবে কূর্ম্মদেবের পূজা ও তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করেন।

১৮৮৫ সালে ভক্তিভবনে 'বৈষ্ণব-ডিপজিটারী' নামক একটি ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-বিভাগ খোলা হয়। ১৮৮৫ সালে বালক ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত কুলীন-গ্রাম, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং তথায় নামতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিচার শ্রবণ করেন।

ইংরাজী ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণকালে তিনি "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী" নামে অভিহিত হন। তিনি বিশেষস্থলে "শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস" নামেও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৯৯ চৈতন্যাব্দে কৃষ্ণসিংহের গলিতে (অধুনা বেথুন রো) স্বনামখ্যাত রামগোপাল বসুর ভবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'বিশ্ব বৈষ্ণব-সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৪০০ চৈতন্যাব্দ-প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যদেবের পরিশত বার্ষিক আবির্ভাবোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর বিশ্ববৈষ্ণব-সভার প্রতি রবিবারের সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ বহন করিয়া লইয়া যাইতেন এবং সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার ছাত্রজীবনে কোন অসৎ প্রকৃতির বালকের সহিত কখনও মিশিতেন না। অসৎসঙ্গত্যাগে সুদৃঢ়সঙ্কল্প ও অকপট সাধুসঙ্গের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা তাঁহাতে আশৈশব লক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই অধিক সময় কাটাইতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। বিশেষতঃ স্কুলের সময় ব্যতীত গৃহে স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক স্পর্শ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী তাঁহার পাঠ্য-পুস্তকের স্থান অধিকার করিয়াছিল।

পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত', 'ভক্তিভবন-পঞ্জিকা' প্রভৃতি গণিত-জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং অপরাহ্ণে কলিকাতার বিডন-উদ্যানে ছাত্রগণের সহিত নানাপ্রকার তর্ক-বিতর্ক ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ-আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। ১৮৯১ সালে এই আলোচনা-সভার নাম হইয়াছিল—"আগষ্ট য়্যাসেম্বলী।"

১৮৯২ সালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিয়া পাঠ্য পুস্তক পড়িবার পরিবর্ত্তে কলেজ-লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তকসমূহ পড়িয়া ফেলিলেন। কলেজের অতিরিক্ত সময় বৈদিক পণ্ডিত পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতেন। পরে ১৮৯৮ সালে সারস্বত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা-কালে পৃথগ্ভাবে 'ভক্তিভবনে' পৃথ্বীধর শর্ম্মার নিকট 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' অধ্যয়ন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ প্রথমে বিদ্যাবিলাস ও দিগ্বিজয়াদি লীলা প্রদর্শন করিয়া পরে হরিকীর্ত্তন-প্রচারের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গৌরজন সরস্বতী ঠাকুরের চরিত্রেও সেই আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"আমি যদি মনোযোগ-সহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শিক্ষা করিতে থাকি, তাহা হইলে সংসারে পোষণের জন্য আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি পীড়ন হইবে, আর যদি লোকের নিকট মূর্খ অকর্ম্মণ্যরূপে প্রতিপন্ন হই, তাহা হইলে সাংসারিক উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হইতে কেহ আর তাদৃশী প্ররোচনা করিবে না। এই বিচার করিয়া আমি সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ করিলাম ও হরি-সেবাময় জীবন রক্ষাকল্পে শুক্রবিত্ত অর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ে একটি সামান্য উপায় সংগ্রহের ইচ্ছা করিলাম।"

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সরস্বতী ঠাকুর স্বাধীন-ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার রাজবর্গের জীবন-চরিত্র "রাজরত্নাকর"-গ্রন্থ প্রকাশের সহকারী সম্পাদকতা করিতে লাগিলেন এবং রাজ গ্রন্থাগারের যাবতীয়

প্রধান প্রধান পুস্তক পাঠ করিবার অবসর পাইলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বধামগমনের পর (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ, ১১ই ডিসেম্বর) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পর বৎসর সরস্বতী ঠাকুরের উপর যুবরাজ বাহাদুরের ও রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার ভার এবং তৎপরবর্ষে কলিকাতার বিভিন্ন কার্য্য-পরিদর্শন-ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী ঠাকুর ঐ সকল কার্য্য হইতেও অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর সরস্বতী ঠাকুরকে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ বেতনে পেন্সন প্রদান করেন। সরস্বতী ঠাকুর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে ইংরাজী ১৮৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া কাশী, প্রয়াগ ও ফিরিবার পথে গয়ায় গমন করেন। সেই সময় তাঁহাতে অদ্ভুত বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ সাল হইতেই তিনি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের বিধানানুসারে নিয়মিত ভাবে চাতুর্ম্মাস্যব্রত-পালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন, ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন ও উপাধানাদি পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন। ইংরাজী ১৮৯৯ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে তিনি পারমার্থিক বিষয় আলোচনা ও প্রচার করিতে থাকেন। ১৯০০ সালে তাঁহার রচিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক সমাজ ও ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৮৯৭ সালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নবদ্বীপের গোদ্রুম-দ্বীপে সরস্বতী নদীর তীরে 'আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ' নামক নিজ-ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় ইংরাজী ১৮৯৮ সালের শীতকালে শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ এক অতিমর্ত্ত্য-চরিত্র অবধূত ভাগবত পরমহংসের দর্শন পাইয়া স্বভাবতঃই তাঁহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হন ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ১৯০০ সালের মাঘ মাসে শ্রীল গৌরকিশোরের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরাজী ১৯০০ সালে সুপ্রাচীন 'সাতাসন মঠে'র অন্তভম শ্রীগিরিধারী আসনের সেবাভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৯০২ সালে সমুদ্রোপকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর "ভক্তিকুটী' নামক ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

১৯০৩ সালের ২রা জানুয়ারী রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী পি, আর, এস্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে তাঁহার ভবনেই বাপুদেব শাস্ত্রীর একজন প্রতিষ্ঠাশালী ছাত্র এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পৃথিবী-বিখ্যাত কোন মনীষীর গণিত-জ্যোতিষ-শিক্ষার আচার্য্যের সহিত বর্ষ-প্রবেশ লইয়া অয়নাংশ-সম্বন্ধের বিচারে উক্ত পণ্ডিতকে সরস্বতী ঠাকুর এরূপভাবে পরাজিত করেন যে, অধ্যাপক পরাজিত হইয়া বিচার-সভায় বিষ্ঠাসূত্র নিক্ষেপ করিয়া ফেলেন।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে সরস্বতী ঠাকুর সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন ও ডিসেম্বর মাসে পুরীতে গমন করিয়া ১৯০৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ-ভারতের তীর্থ-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হন। সিংহাচল, রাজমাহেন্দ্রি, মাদ্রাজ, পেরেম্বেত্তুর, তিরুপতি, কাঞ্জিভেরাম, কুম্ভকোনম, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া কলিকাতা ও তৎপরে শ্রীমায়াপুরে আগমন করেন।

শ্রীমায়াপুরে অবস্থান করিয়া ১৯০৫ সাল হইতে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রত্যহ অপতিত ভাবে তিন লক্ষ নামমন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি-নামমন্ত্র-কীর্ত্তনব্রত উদযাপন করেন। ১৯০৬ সালে কাপ্তেন সরোজমোহন ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীমায়াপুরের চন্দ্রশেখর-ভবনে একটি ভজন-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতট-বিচারে তথায় নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১১শে মার্চ্চ কাশিম-বাজার-সম্মিলনীতে গমন, তথায় বক্তৃতা ও নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে তথাকথিত প্রচারকগণের বিষয়-চেষ্টা ও লোকরঞ্জন-স্পৃহা-দর্শনে তাহাতে অসহযোগের আদর্শ স্থাপন-কল্পে চারিদিবস-কাল উপবাসান্তে শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১২ সালের ৪ঠা নভেম্বর সরস্বতী ঠাকুর কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর, আকাইহাট, চাখন্দি, দাঁইহাট প্রভৃতি গৌর-পার্ষদ-লীলা-স্থান পর্য্যটন ও তথায় শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের কথা পুনঃ প্রচার করেন।

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটের ৪নং সানগর-লেনে ভাগবত-যন্ত্রালয় স্থাপন করিয়া স্বরচিত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকাসহ গীতা, উৎকল-কবি গোবিন্দদাসের 'গৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগবত-যন্ত্র শ্রীব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৪ই জুন (১৯১৫) শ্রীমায়াপুর ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' রচনা সমাপ্ত করেন।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরে ভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত করিয়া 'সজ্জন-তোষণী' ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার করিতে থাকেন।

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান-একাদশী-তিথিতে শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী মহারাজ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর 'সংস্কার-দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে প্রাচীন কুলিয়া নবদ্বীপ-সহরের নূতন চড়ায় নিজ-গুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন।

১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ গৌর-জন্ম-বাসরে শ্রীমায়াপুরে বৈদিকবিচারে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন এবং চন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

২রা জুন সরস্বতী ঠাকুর ২৩ জন ভক্তের সহিত কলিকাতা হইতে পুরী যাত্রা করিয়া সাউরি, বুরামারা প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন ও বালেশ্বর-হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভায়, 'শিক্ষাষ্টক' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর পথে চলিতে চলিতে শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হন। এবং পুরীতে ভক্তিকুটীতে অবস্থান-পূর্ব্বক পুরুষোত্তম পরিক্রমা ও বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত থাকিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ১৯০৭ সালে পুরীর ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও তাৎকালিক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অটল-বিহারী মৈত্র সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের 'শশিভবনে'র প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভায় সরস্বতী ঠাকুর "সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষতত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের শ্রীচৈতন্য পাদপীঠ-সম্বন্ধে সরস্বতী ঠাকুর একটি শ্লোকাত্মক স্তব রচনা করিয়াছিলেন।

১৯১৮ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে অভক্ত পাষণ্ড সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপ এক ব্যক্তি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে ২৯টি প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ঐ সকল প্রশ্নের শাস্ত্র-যুক্তিমূলক প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া ভক্তি-বিদ্বেষি-জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রশ্ন ও উত্তর পরে "প্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর"রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে ১নং উল্টা ডিঙ্গি-জংসন-রোডে ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে "শ্রীভক্তিবিনোদ আসন" স্থাপন করেন এবং তথা হইতে যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়া হরিকথা প্রচার ও ১৯১৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন করেন। ১৭শে জুন গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮ই আগষ্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভক্তিবিনোদ আসনে সর্ব্ব-প্রথম ত্রিংশৎদ্বাহব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসবের প্রবর্ত্তন করেন।

১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভক্তি-বিনোদ-আসনে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত ও তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে কাশিম-বাজারের মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বিশেষ আগ্রহে কাশিমবাজারে পদার্পণ করিয়া বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সঙ্কলনের বিশেষত্ব জ্ঞাপন ও উক্ত কার্য্য সম্পাদনের আনুকূল্যের জন্য মহারাজের নিকট আবেদন করেন। মহারাজ উক্ত কার্য্যের জন্য মাসিক নির্দ্দিষ্ট সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমগ্র আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন নাই।

১৯২১ সালের ১৬ই মার্চ্চ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। তৎপরে সরস্বতী ঠাকুর ধানবাদ, কাটরাসগড়, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করেন। ঢাকায় একমাসকাল "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশপ্রকার ব্যাখ্যা এবং ১৯২১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম" অর্থাৎ উৎকল হইতে সমগ্র পৃথিবীতে শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইবে,—এই ব্যাসবাণীর আরাধনার জন্য সরস্বতী ঠাকুর ইংরাজী ১৯২১ সালের ৯ই জুন ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২২ সালের ১৯শে আগষ্ট ভাগবত-প্রেস হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মুখপত্র সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" প্রথম প্রচার করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর সরস্বতী ঠাকুর ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধভক্তি-কথার প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে মথুরা, বৃন্দাবন ও রাধাকুণ্ডাদি স্থানে ভক্তগণ-সহ গমন করেন।

১৯২৩ সালের ২রা মার্চ্চ শ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে প্রচারের পরে পুনরায় সরস্বতী ঠাকুর পুরুষোত্তম-মঠের উৎসব-উপলক্ষে পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভ

দীপ্তির অনুগমনে রথাগ্রে নৃত্য এবং উপস্থিত বহু শ্রোতার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৯২৩ সালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বে কলিকাতায় গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্ স্থাপন করিয়া তথা হইতে 'গৌর-কিশোরান্বয়', 'স্বানন্দ-কুঞ্জানুবাদ', 'অনন্ত-গোপাল তথ্য' ও 'সিদ্ধুবৈভব' বিবৃতির সহিত খণ্ডে খণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করেন।

ইংরাজী ১৯২৪ সালে শ্রীগৌর-জন্মোৎ-সবের সময় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ হইতে সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রথম সংস্করণ সম্পাদন করেন।

১৯২৪ সালের ৭ই জুন ভুবনেশ্বরে ত্রিদণ্ড-গৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচার ও শ্রীগৌড়ীয়মঠে সারস্বত-আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া সরস্বতী ঠাকুর ভক্তগণের অধ্যাপনা ও ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলীর বিপুল প্রচার করেন।

৬ই ডিসেম্বর কাশী হিন্দু বিশ্বালয়ে বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত সভায় "ধর্মজগতে বৈষ্ণব-দর্শনের স্থান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম্-এ প্রমুখ শ্রোতৃমণ্ডলী দ্বারা অভিনন্দিত হন। অতঃপর কাশীতে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত স্থানের অনুসন্ধান ও প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ-শিক্ষার স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কপূত আড়াইল গ্রামে গমন করিয়া হরিকথা প্রচার করেন।

১৯২৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী গৌড়-মণ্ডলে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের বিভিন্ন লীলা-স্থান বহু ভক্তসঙ্গে পরিক্রমা করিতে করিতে গৌরপার্ষদগণের সেবাময় ভাবে বিভাবিত হইয়া তত্তৎস্থানে পুনঃ শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করেন। সেই বৎসর নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় কোলদ্বীপ-পরিক্রমাকালে হস্তীপৃষ্ঠোপরিস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ এবং তদনুগমনকারী সপার্ষদ সরস্বতী ঠাকুর ও পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের প্রতি মাৎসর্য্য-দগ্ধ ধর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিভূস্বরূপে দুর্ব্বৃত্তগণ কোলদ্বীপের পোড়ামা-তলায় শত শত ইষ্টক বৃষ্টি করিয়াছিল।

ইংরাজী ১৯২৫ সালের ১১ই এপ্রিল পণ্ডিত মদনমোহন মালবা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভাগবত-ও "আগমপ্রামাণ্য" হইতে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিচার শ্রবণ করেন।

ইংরাজী ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমভাগে সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া তথায় শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার, পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলোচনা, বিচার ও তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সরস্বতী ঠাকুরকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্য-মুকুটমণি বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া-ছিলেন। শ্রীনাথদ্বারের মহান্ত মহারাজ, বোম্বাইর গোকুলনাথ গোস্বামী মহারাজ, উড়ুপীর মধ্বাচার্য্যমঠের মঠাধীশ, সলিমাবাদের গাদির মঠাধীশ প্রমুখ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে বৈষ্ণবাচার্য্যোচিত অভিনন্দন প্রদান করেন।

১৯২৭ সালের ১৫ই জুন হইতে ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী—এই তিন ভাষায় "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকার পুনঃ প্রকাশ করেন।

১৯২৮ সাল হইতে গৌড়ীয়মঠের উৎসবের সময় কলিকাতা-এলবার্ট হল ও কলিকাতার বিভিন্ন সাধারণ স্থানে বক্তৃতার মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণে হরিকথা প্রচার করাইতে থাকেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন করেন। ২৬শে সেপ্টেম্বর বাগবাজারে গঙ্গার তীরে গৌড়ীয়মঠের মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন।

৭ঠা নভেম্বর কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে মাথুর-বিরহ-কাতর গোপীগণের ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের 'বিপ্রলম্ভ'-ভাবের সেবা অনুসরণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন ও লক্ষ লক্ষ লোককে গৌরনাম শ্রবণ করান। সেই সময় কুরুক্ষেত্র-শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌর-বিগ্রহ-প্রকাশ ও ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করেন।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে একায়ন মঠ স্থাপন করিয়া ভক্তির একায়ন পন্থা ও বহ্বয়ন শাখা সম্বন্ধে মৌলিক বিচার জগতে প্রবর্ত্তন করেন। ১৬ই জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে দিল্লী-গৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। মে মাসে নীলাচলে শ্রীগৌরসুন্দরের চন্দনযাত্রা প্রবর্ত্তন এবং আলালনাথ-মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ভারতের যে যে স্থান পদাঙ্কপূত করিয়াছিলেন, —এইরূপ ১০৮টী স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ সংস্থাপনের ইচ্ছায় ১৩ই অক্টোবর সরস্বতী ঠাকুর কানাইর নাটশালা ও ৫ই অক্টোবর মন্দারে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপন করেন।

১৯৩০ সালের ৮ই জানুয়ারী মহামহো-পাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সরস্বতী ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বিভিন্ন আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল, পঞ্চরাত্র, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও বিচার শ্রবণ করেন। জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে প্রয়াগে পূর্ণ-কুম্ভমেলা উপস্থিত হইলে তথায় শ্রীরূপশিক্ষা প্রচারার্থ শ্রীচৈতন্যমঠের প্রচারকগণকে নিয়োগ করেন এবং কুম্ভমেলা ক্ষেত্রে ত্রিবেণী-সঙ্গমে শ্রীরূপানুগ-গণের প্রাণধন শ্রীরাধা-গোবিন্দের-বিগ্রহ প্রকাশ করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরে এক অভূতপূর্ব্ব "শ্রীধাম-মায়াপুর-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" নামক ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীব্যাস-পূজা ও আচার্য্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫ই অক্টোবর কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড হইতে বাগবাজারের নবনির্ম্মিত গৌড়ীয়মঠে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারী ও ভক্তগণসহ প্রবেশ করিয়া তথায় শ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ-উৎসব-সম্পাদন, পার-মার্থিক-প্রদর্শনী উদ্ঘাটন ও একটি পারমার্থিক-সম্মিলনী আহ্বান করেন। ২৫শে ডিসেম্বর যাজপুর, ২৭শে কূর্ম্মক্ষেত্র, ১৭শে সিংহাচল, ২৯শে কভুর ও ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলগিরিতে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন ও তত্তৎপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

১৯৩১ সালের ৩রা এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-ইন্‌ষ্টিটিউট্ উদ্ঘাটন ও তদুপলক্ষে আহূত বিরাট্ সভায় "অপরা ও পরা বিদ্যা" সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। ১২ই জুলাই আলম-নগর শ্রীব্রজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রকাশ ও ১৭ই জুলাই ময়ূরভঞ্জের মহারাজের আনুকূল্যে সংগৃহীত ভূমিতে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপন করেন। ৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা-গৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে কলিকাতা-নগরীতে বিরাট্ "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী" প্রকাশ করেন। ৩০শে অক্টোবর লক্ষ্ণৌ-নগরে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে ৯ই নভেম্বর অনাবশ্যক-ভিত্তিতে নৈমিষারণ্য-পরমহংসমঠের মুখপত্ররূপে 'ভাগবত' নামক হিন্দী পাক্ষিক পত্রিকার প্রচার প্রবর্ত্তন করেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী সরস্বতী ঠাকুর ২০জন ভক্তের সহিত মাদ্রাজে পৌঁছিলে মাদ্রাজ-কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ টি, এস্, রামস্বামী আয়ার; অনারেবল মিঃ টি, রঞ্জন; মিঃ এস, ভি, রামস্বামী মুদালিয়ার; অনারেবল দেওয়ানবাহাদুর মিঃ, নারায়ণস্বামী চেট্টিয়ার সি-আই-ই; মিঃ টি, পুরুষোত্তম পিল্লাই প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বসিনব্রিজ-ষ্টেশন হইতে বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নৰ্থগোপালপুরম্ পল্লীস্থ তদানীন্তন গৌড়ীয়মঠে লইয়া যান ও ঠাকুরকে অভিনন্দন প্রদান করেন। ১৩শে জানুয়ারী তারিখে মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও রায়পেটা পল্লীতে নূতন শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৭শে জানুয়ারী মাদ্রাজে, মহামান্য গভর্ণর স্যর জর্জ ফ্রিডারিক ষ্টেন্লি মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-হলের' ভিত্তি স্থাপন করেন।

শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর জন্মাসনের দিবস অদ্বৈত-ভবনের নূতন মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন, ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষা ও সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষা গ্রহণ এবং শ্রীধামপ্রচারিণীসভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের কুলিয়ার নূতন চড়ার সমাধি মন্দির, গঙ্গাগর্ভগত প্রায় হইতে থাকিলে সরস্বতী ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ২রা আগষ্ট তারিখে সেই সমাধি অটুটভাবে শ্রীধাম-মায়াপুর-চৈতন্যমঠে সংস্থাপিত হন। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীসরস্বতী ঠাকুর শ্রীগৌরকিশোর প্রভুর সমাধিকুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত করেন।

৯ই অক্টোবর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি হইতে অগণিত ভক্ত-সঙ্গে চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা আরম্ভ করেন এবং প্রত্যেক লীলাস্থানে স্বয়ং গমন করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন ও বিদেশ দেশবাসী যাত্রি-গণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ স্বয়ং এবং নিজ-অনুগত প্রচারকগণের দ্বারা বিভিন্ন ভাষায় হরিকথা কীর্ত্তন করান। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমতীর্থে ব্রজবাসী ও পণ্ডিত-গণের একটি বিরাট্ সভায় শ্রীরূপ-গোস্বামীর 'উপদেশামৃত' ব্যাখ্যা করেন। ব্রজমণ্ডলপরিক্রমার পর ৪ঠা নভেম্বর, হরিদ্বার-মায়াপুরে গমন করিয়া শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের সমক্ষে তাঁহার অনুরোধ-মত ২১শে নভেম্বর যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যর উইলিয়ম ম্যালকম্ হেলী শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৭শে নভেম্বর সরস্বতী ঠাকুর কাশীর সনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন।

২১শে ডিসেম্বর সরস্বতী ঠাকুর ঢাকায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিবার জন্য তথায় শুভবিজয় করিয়া প্রায় মাসাধিক-কাল (১০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ পর্য্যন্ত) বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১৯৩৩ সালের ৬ই জানুয়ারী ঢাকা পুরাণা-পল্টনের মাঠে একটী অদ্ভুত ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন এবং তদুপলক্ষে বিদ্বন্মণ্ডলী-মণ্ডিত সভায় "প্রদর্শকের অভিভাষণ" নামক একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

১৮ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এল্-সি মহাশয়ের সভাপতিত্বে য়ুরোপ-যাত্রী প্রচারকগণকে বিদায় অভিনন্দন প্রদানার্থ আহূত সভায় সরস্বতী ঠাকুর "আমার কথা" শীর্ষক উপদেশ প্রদান করেন।

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ত্রিপুরাধিপতি স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীক মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্যবাহাদুর

নিজ-পার্ষদবর্গসহ কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া আচার্য্য-সমীপে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন ও এক বিরাট সভায় গৌড়ীয়মঠের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী মোদদ্রুম-দ্বীপে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে নূতন শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমার পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সম্পাদন, শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা, নবনির্ম্মিত শ্রীগৌরকিশোর-সমাধি-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন, ভক্তিবিজয়-ভবনে হরিকথা-কীর্ত্তন, তিনজন ভক্তকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রদান ও নবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ প্রদান করেন।

১৮ই মার্চ্চ শ্রীযোগপীঠের প্রস্তাবিত শ্রীমন্দির ও শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীমুরারিগুপ্ত-ভবনের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২রা এপ্রিল তারিখে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্কিত ছত্রভোগে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ছত্রভোগ গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ সরস্বতী ঠাকুরকে একটি অভিনন্দন প্রদান করিলে আচার্য্য তাঁহার প্রত্যভিভাষণ প্রদান করেন

শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ-মন্দিরের ভিত্তি খননকালে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন বেলা ১০ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা অধোক্ষজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশিত হন। ২৭শে জুন আলালনাথ-ব্রহ্ম-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগোপীনাথজীউ প্রকাশ ও হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১২ই জুলাই শ্রীধাম-মায়াপুরের গৌরকিশোর-সমাধিমন্দিরে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অর্চ্চা-বিগ্রহ সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রকাশ করেন।

১৪ই আগষ্ট পাটনা-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌড়ীয়মঠের উৎসবকালে প্রতিবৎসরের ন্যায় সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীসহ কলিকাতা মহানগরীতে শ্রীনাম বিতরণ করেন।

১লা সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিবস "সরস্বতী-জয়শ্রী" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাসিক "হারমনিষ্ট" পত্রিকা নবপর্য্যায়ে পাক্ষিক পত্রিকারূপে পরিণত করিয়া প্রচার আরম্ভ করেন।

১৭ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক-কাল মথুরায় বহু ভক্তের সহিত কার্ত্তিক-ব্রত পালন এবং অষ্টকালীয় লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। ২৯শে অক্টোবর মথুরায় সাতঘরা পল্লীতে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর গোপাল-দর্শন-স্থান আবিষ্কার করেন। ১লা নবেম্বর ব্রজমণ্ডলে চন্দ্রসরোবর, পরাসোলি, গৌরীতীর্থ ও পৈঠগ্রাম প্রভৃতি দর্শন ও তত্তৎ স্থানের লীলার উদ্দীপনে উদ্দীপ্ত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন্ গৌর-জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়া সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরের তথ্য শ্রবণ ও একটি অভিভাষণ প্রদান করেন ২৩শে ফেব্রুয়ারী সরস্বতী ঠাকুরের একষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথি-পূজা আচার্য্যের প্রকট-স্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে চটক-পর্ব্বতে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে মাননীয় পুরী-রাজ গজপতি শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

২০শে মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মযাত্রার দিন স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ স্যর শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করিয়া গৌড়েশ্বর ভিটার নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ৩১শে মার্চ্চ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব আগমন করিয়া আচার্য্যের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন।

১৯শে এপ্রিল গয়ায় গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থান-সমূহ দর্শন, বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন এবং ২২শে এপ্রিল গয়া-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০শে এপ্রিল বিশিষ্ট ব্রহ্মদেশে কতিপয় প্রচারককে প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী বিস্তার করেন। ৩১শে মে বহু ভক্তের সহিত দার্জ্জিলিং শৈলে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব আরম্ভ হইলে প্রতি রবিবারে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, রাধাষ্টমী ও ভক্তিবিনোদাবির্ভাবোৎসব-সম্বন্ধে রেডিও-যোগে বক্তৃতা হয়। বলদেব জন্মোৎসব হইতে আচার্য্যবর প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে সোমদিন ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

৮ই অক্টোবর হইতে মাসাধিক কাল শ্রীরাধাকুণ্ডে কার্ত্তিকব্রত দশ দিন প্রত্যহ উপনিষৎ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, শ্রীকুণ্ড পরিক্রমা ও অষ্টকাল-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলের উন্নতির জন্য শ্রীব্রজধাম-প্রচারিণী সভার উদ্বোধন করেন।

৪ঠা নবেম্বর শ্রীকুঞ্জবিহারীমঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, ৬ই নবেম্বর ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাবসেবা ও পুষ্প সমাধি স্থাপন, ৭ই নবেম্বর কাশীবাসী হইয়া দিল্লীতে গমন পূর্ব্বক ১০ই নবেম্বর দিল্লীতে হরিকথা-কীর্ত্তন ও সাধারণ উৎসব সম্পাদন, ১১ই নবেম্বর গয়ায় উপস্থিত হইয়া ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত গয়াবাসী ও প্রবাসিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা কীর্ত্তন এবং ১৩ই নবেম্বর গয়ামঠে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৩৬ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রয়াগে পারমার্থিক-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ও ও বিদ্বন্মণ্ডলি-মণ্ডিত বিরাট সভায় সভাপতি-সূত্রে ইংরাজী ভাষায় একটী অভিভাষণ প্রদান করেন। ১১ই জানুয়ারী হইতে পূর্ণ দুইমাস-কাল শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ শ্রীগৌরজন্মস্থলীতে ও শ্রীচৈতন্যমঠে ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

আচার্য্যের দ্বিষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি-দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রিসার্চ-ইন্ষ্টিটিউট বা অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার ও দৈব-বর্ণাশ্রম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাস-পূজার অনুষ্ঠান হয়। আচার্য্যপ্রবর নবদ্বীপ পরিক্রমান্তে পুনঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে নবদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপে তত্তৎ দ্বীপের বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহগণের শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ ও ১লা মার্চ্চ সুবর্ণবিহারে সুবর্ণবিহারীমঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, ৫ই মার্চ্চ বিদ্যানগরে সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং ৭ই মার্চ্চ রুদ্রদ্বীপে শ্রীরুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ ও তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। ১১ই মার্চ্চ আগমে সরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। সরভোগবাসী সজ্জনবৃন্দ আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান ও বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করেন। ২৭শে মার্চ্চ কটকে গমন করিয়া নূতন উড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

২৯শে মার্চ্চ হইতে পুরীতে চটক-পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া তথায় সাধুনিবাস ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের শ্রীমন্দির প্রকাশ এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে উৎকলে শতাব্দব্যাপী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। ৪ঠা মে আলালনাথ-ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া তথায় নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথি পালন ও হরিকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। ১৯শে জুন তারিখে গোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দ্বাবিংশতিতম বিরহ-তিথিতে 'দুঃসঙ্গবর্জ্জন' সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান ও সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব সম্পাদন করেন। ঐ দিবস সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোককে শ্রীচৈতন্য-বাণী শ্রবণের সুযোগ দিবার জন্য তথায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রকাশ করেন। ১৯শে জুলাই দার্জ্জিলিং-গৌড়ীয়মঠে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ ও তদুপলক্ষে সমাগত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বলদেব-আবির্ভাব ও জন্মাষ্টমীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পুরুষোত্তম মাসে মথুরামণ্ডলে পুরুষোত্তম-ব্রতোৎসব পালনের আদর্শ প্রদর্শনার্থ ১২ই আগষ্ট (১৯৩৬) কলিকাতা হইতে মথুরা যাত্রা করেন। প্রভুপাদ মথুরা-কেণ্টনমেণ্টে 'শিবালয়' নামক ভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন ও মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে 'মধুমঙ্গলকুঞ্জে' শুভবিজয় করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ গোবর্দ্ধনে একটি ভজন-স্থান প্রকাশ করেন। ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বার্ষিক উৎসবে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে গিরি-গোবর্দ্ধনাভিন্ন চটকপর্ব্বতে শ্রীমাধব-জন্মোৎসব ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথিত মন্ত্রের দ্বারা গোবর্দ্ধন-পূজোৎসব ও নিজ-প্রভু শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব সম্পাদন করেন। প্রত্যহ তাঁহার হরিকথা-মন্দাকিনী-ধারায় ভক্ত ও সজ্জনগণ স্নাত হইবার পরম সুযোগ প্রাপ্ত হন। শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান কালে সর্ব্বদাই শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে সাবধান করিয়া বলিতেন,—"আপনারা নিষ্কপটে হরিভজন করিয়া নি'ন, আর অধিক দিন নাই।" বিশেষতঃ তিনি অনুক্ষণই শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের এই কএকটি বাক্য উচ্চারণ করিতেন—

"প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন পূর্ণাম্"।

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

"নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্"।

অর্থাৎ হে গোবর্দ্ধন! আমাকে তোমার নিজের নিকটে (কুণ্ডতটে) বাসস্থান দান কর।

শ্রীল প্রভুপাদ ৭ই ডিসেম্বর প্রাতে পুরুষোত্তম-মঠ হইতে গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বক্ষণ সমবেত ভক্তগণ-সমীপে অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। অপ্রকট লীলাবিষ্কার-দিবস শ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলেন,—"আপনারা যাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁহারা না আছেন, সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন,—ভাগবত ও ভগবানের সেবা-প্রচারই আমাদের একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম্ম।"

শ্রীল প্রভুপাদ ১৬ই পৌষ (১৩৪৩) বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০ মিনিটে শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রথম যাম-সেবায় অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় প্রবেশ করেন। যে নিশান্ত-লীলায় শ্রীরাধা-মাধবের গাঢ় সমাশ্লেষ অর্থাৎ যে-কালে যে-স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত নিত্যলীলার প্রাকট্য, তথায়ই শ্রীপার্ষভানবীদয়িতদাস প্রভুবর প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

———

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমন্মথগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ম বর্ষ { ৮ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯ :: ১৩ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, সোমবার { ২৫৯-২৬০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ গোবিন্দ শর্ম সন্ধ্যা। গৌরাব্দ ৪৫৯

সাধন ও কৃপা পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত

——::::*::——

হরিভজনের মূল—ভগবৎ-কৃপা। সেবোর কৃপা বা ইচ্ছা ছাড়া সেবালাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভগবান্ ও ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা। ভক্তকে বাদ দিয়া ভগবৎসেবা হয় না। ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবানের সেবালাভ করা যায় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ভক্তকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, ভক্তের স্নেহকৃপা আকর্ষণ করিতে হইবে ও তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে সুকৃতি হয়, তাহাও কৃষ্ণকৃপা-সাপেক্ষ। যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া শ্রীবিগ্রহরূপে, শ্রীনামরূপে শ্রীধাম রূপে সাধুরূপে এ জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে সুকৃতিলাভ কি করিয়া হইত? ভগবান্ দয়াময়, স্বেচ্ছাময়, ইহাই ভরসা।

কৃপা ছাড়া সেবা লাভ হয় না—এই কথা শুনিয়া আমরা যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকি। সাধুগুরু কৃপা করিতেছেন না বলিয়াই আমার মঙ্গল হইতেছে না, সুতরাং আমি আর কি করিব, এইরূপ বিচার করিয়া যিনি সেবা ছাড়িয়া অন্য পথে ধাবিত হন, আমরা তাঁহার বিচার বা বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। যাঁহার বাস্তবিক সেবাকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি কি কৃপার প্রতীক্ষা না করিয়া পারেন? আর একটী কথা—কৃপাময়গণের কৃপার অভাব নাই। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ কৃপা করিতেছেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের শ্রীচরণে নত না হইয়া উদ্ধতশির বা দাম্ভিক হইতেছি বলিয়া, প্রভুত্ব করাকেই গুরুকৃষ্ণ-ভক্তি বলিয়া ভুল করিতেছি বলিয়া কৃপাবন্যা আমাকে স্পর্শ করিতেছে না। ভগবান ও ভক্তের কৃপা ত' অবিরত শতধারে বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু আমি কৃপা গ্রহণ করিতেছি কই? সেবাই কৃপা এবং কৃপাই সেবা। কৃপার ফল—সেবা এবং সেবার ফল কৃপা। গুরুবৈষ্ণব আমাদিগকে যে সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন, সেইটী তাঁহাদের অযাচিত কৃপা। কিন্তু সেবায় অন্যমনস্ক মনোধর্ম্মী আমি গুরুকৃষ্ণের সেই সেবা-নিয়োগ-ব্যাপারকে কৃপা মনে করিয়া অন্য কিছু মনে করিতেছি এবং কপটতা করিয়া পুনরায় কৃপা-প্রার্থনার ভাণ দেখাইতেছি। যিনি সত্য সত্যই নিষ্কপট, তিনি কৃপা দাতাকে সেব্যবিগ্রহরূপে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য সমাগত দেখিতে পান। তাই তখন তিনি উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য সহকারে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং সেবায় অতৃপ্ত হইয়া আরও সেবালাভের জন্য কৃপাভিক্ষা করেন। আমি যত আন্তরিকতার সহিত সেবানুকূল কার্য্য করিব, ততই আমি কৃপা পাইব—আমার সেবাপ্রবৃত্তি বাড়িয়া যাইবে। সেইজন্য বলিতেছি, শুধু মুখে 'কৃপা কৃপা' করিলে চলিবে না, নিরন্তর সেবোন্মুখ থাকিয়া কৃপার কাঙ্গাল হইতে হইবে।

সদ্গুরুর আনুগত্যে গুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত জীব কখনও কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারিবে না। সাধন ও কৃপা উভয়ই দরকার। একটী বাদ দিয়া অপরটী হয় না। যাঁহাতে সাধন বা সেবোন্মুখী বৃত্তি লক্ষিত হইতেছে, তিনিই কৃষ্ণকৃপা পাইতেছেন জানিতে হইবে। সেবোন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় বা সাধনই সেবা না ভর প্রাণাত্মা। ইহা সেবাবিমুখ কদ্দচেষ্টা নহে। প্রত্যেক কার্য্য হরিসেবানুকূল হইলে তাহা কৃষ্ণকৃপা বা কৃষ্ণ-সেবালাভের কারণ হয়। আবার কৃষ্ণভক্তকৃপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবায় নিষ্ঠা উদিত হয় না। সুতরাং কৃপা ও সাধন যে পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভগবৎসেবানুকূল চেষ্টা ও কৃপা পৃথক বস্তু নহে। সাধনভক্তি বা সেবা দ্বারাই শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান হয়, আবার শুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞান হইলেই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। ভক্তিদ্বারাই ভক্তি লাভ হয়। অভক্তি ভক্তির জননী নহে। সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি ও সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং সাধন বা সেবা বাদ দিয়া কখনও কৃপা লাভ হয় না। সেবোন্মুখই কৃপা পায়, সেবাবিমুখ কখনও কৃপা লাভ করিতে পারে না।

হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপার অভাব নাই। আমাদের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার বশতঃ আমরা সেই কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। আর যাঁহারা সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর নিত্য কৃপা লাভ করিতেছেন। স্বতন্ত্রতা—চেতনের ধর্ম্ম। এই স্বতন্ত্রতার উপর ভগবান বা ভগবদ্ভক্ত হস্তক্ষেপ করেন না। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকেও ভগবান্ সাধুসঙ্গের সুযোগ দিয়া অন্তরভাবে কৃপা করেন আর যাঁহারা একবারেই বিমুখ তাঁহাদিগকেও তিনি মায়াশক্তির কবলে কবলিত করিয়া ব্যতিরেকভাবে কৃপা করিয়া থাকেন। এত তাঁহার দয়া!

সাধুই ত' আমাদের একমাত্র বান্ধব। আমরা সাধুর নিত্যভৃত্য। সাধুগুরুর সহিত আমাদের প্রভুভৃত্যসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধজ্ঞান হইলে আমাদের আর কোন অসুবিধা হইবে না। আমাদের এই চেতনের বৃত্তি জাগ্রত করিবার জন্য সাধু আমাকে কতভাবেই না কৃপা করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহাতে উদাসীনই আছি। এমনি আমার দুর্দ্দৈব! প্রভুকে প্রভুত্ব করিতে না দিলে তিনি আর কি করিবেন? প্রভুর যোগ্য আনা হইতে না পারিলে আমরা কি করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? প্রভুসুখকে নিজ সুখ মনে না করিলে প্রভুকৃপা কি করিয়া লাভ হইবে? প্রভু মঙ্গলময়। বিশ্বে তিনিই আমার একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বান্ধব। সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক বিধান আমার মঙ্গলের জন্য নহে কি? শরণাগত ব্যক্তি ত' প্রভুর প্রত্যেক বিধানকেই প্রভুর করুণা বলিয়া তাহা সানন্দে বরণ করেন। তিনি জানেন, আমার প্রভুর সব ভাল। আর আমি যাহা করি, তাহাই খারাপ। সেইজন্য তিনি প্রভুর ইচ্ছার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া প্রভুর কৃপা-প্রতীক্ষার কাতর-প্রাণে সেবাময় জীবনযাপন করিয়া থাকেন। তাই তাঁহার প্রার্থনা—

> তুমি প্রভু প্রাণ মোর — সব তব অধিকার
> আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
> অধম সেবক বলে — তব দাস্য কৌতূহলে
> থাকি যেন সদা সেবাপর॥

আমরা ত' অনেকেই কৃপা চাই, কিন্তু আমরা কি জানি গুরুকৃপার প্রথম পরিচয়

বা লক্ষণ কি? দেহাত্মবুদ্ধি হইতে ছুটী লাভ করাই কৃপার প্রথম পরিচয়। আমি দেহ নহি, আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি, এই অনুভূতিই কৃপার লক্ষণ। শ্রীগুরুর সহিত পরিচিত হওয়াই শ্রীগুরুকে নিত্য প্রভু বলিয়া জানাই গুরুকৃপার প্রথম পরিচয়।

সাধন ও কৃপা দুইই চাই। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—"শরণাগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃ কর্তব্যতা দর্শিতা"। অর্থাৎ শরণাগতকে আমি সর্ব্বাধ অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিব—ইহার দ্বারা ভগবান্ ও জীব পরস্পরেরই কর্তব্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের দিক্ হইতে শরণাগতি ও ভগবানের দিক্ হইতে সেবাপদান। সুতরাং শরণাগতিই সেবা ও কৃপাপ্রাপ্তির উপায়। যেখানে জীবের শরণাগতি বা সেবোন্মুখবৃত্তি নাই সেখানে ভগবৎ-কৃপাও উপলব্ধি হয় না।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি যে, সাধনভক্তি ও কৃপা যুগপৎ একসঙ্গে মিলিত হইলেই ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করাইয়া থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া সাধনের কোন মূল্য নাই। আবার কৃপার আশায় কপটতা করিয়া সাধনভক্তিকে বাদ দিলেও সেবালাভ অসম্ভব।

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী, স্বাভাবিকী, নিরপেক্ষ ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

কৃষ্ণ অধোক্ষজসম্প। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপার দ্বারা বা মিছাভক্তি দ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে প্রীত করা যায় না। অন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। বাহিরে এই স্থূল শরীরের উপর কারচুপি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগমাত্র, তাহা কখনও ভগবানের সেবা নহে। মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প ও বিকল্প। ঐ মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা আত্মধর্ম্ম ভক্তি নহে। কৃষ্ণ জড়জগতের চিন্তা ও বিচারে আবদ্ধ জীবকে কখনও নিজেকে ভোগ করিতে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সেব্যবস্তু।

এই সংসারের মনুষ্যজাতির মধ্যে যত বড় বড় কথা আছে, ভগবদ্ভক্তগণ উহাদের কাণাকড়িও মূল্য দেন না। যাহারা হরিভজন করিতে আসিয়া বহির্ম্মুখ জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার জন্য লালসা পোষণ করে, আপনাদিগকে বড় মনে করে, অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উত্তম-উত্তম বেশভূষার জন্য লালায়িত হয়, তাহারা দম্ভ করিয়া শরীরের পূজা করিতে পারে, কিন্তু হরিভজনের বিপরীত রাস্তায় চালিত হইয়া অধঃপতনের পথ বরণ করে।

বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া জীবের স্বরূপদর্শনে যথাস্থানে সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি কখনও অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া হীনজ্ঞানে কোন জীবকে অবজ্ঞা করেন না বা উদ্বেগ দেন না।

যতদিন প্রাকৃত অহঙ্কারবিমূঢ়, তাহারা হরিভক্তের চরণে অপরাধী, তাহাদের অস্মিতা থাকা অবধি হরিভজন হয় না। হরিভজন কাহাদের হয়? শ্রীরাধিকা ও তাঁহার দাসী গোপীগণ, কৃষ্ণের মাতাপিতা, কৃষ্ণের সখাগণ, কৃষ্ণের দাসদাসীগণ ও তাঁহাদের সেবকগণেরই কৃষ্ণভজনে অধিকার আছে। কৃষ্ণ তাঁহাদের বশ্যগত হইয়াছেন। মহাভাগবত জগতে ভেদদর্শন করেন না, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের গোলোকপ্রতীতি এবং সর্ব্বভূতে চিদ্বিলাসী ইষ্টদেবের দর্শন হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কাহারও দোষ দর্শন করেন না। মহাভাগবতের বিচারে নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত, আর আমিই কেবল হরিভজন করিতেছি না—এই বিচার প্রবল হয়।

অকিঞ্চন হরিভক্তের মধ্যে সর্ব্ব সদ্‌গুণ বিরাজিত। অশ্ব দেয়ে রথের ন্যায় অভক্তের মন দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশ অশ্বের দ্বারা দশদিকে অর্থাৎ বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি সর্ব্বক্ষণ আমাদের মনোরথকে বাহিরের বস্তুর দিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। আমরা বিরূপের দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের আত্মরূপ অথবা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নখশোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পদনখশোভা দর্শন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা দরকার; নতুবা কখনও জগদ্দর্শনস্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না।

হরিবিমুখ বদ্ধিগণ দুরাশাবশে ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্ধকর্ত্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া উরুদামে অথবা বিপুল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়সকল যদি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—ইহা ভোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় পুরুষাভিমানী হরিবিমুখ জীবকে সর্ব্বক্ষণ টানিতেছে। ভোগ্য বিষয়রূপ স্ত্রীলোক-সকল থাকে থাকুক, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যই হইতেছে,—আমার মনকে সহস্র ঝাঁটা মারিতে মারিতে ঐপ্রকার বিষয়-ভোগকার্য্য হইতে নিরস্ত করা। সর্ব্বাগ্রে যোষিৎসঙ্গ বা ভোগদর্শন বন্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী বা পুরুষবেশধারী মানবমাত্রেই—জীবমাত্রেই ভগবানের দাস-দাসী, আর আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি? স্বয়ং কৃষ্ণ-ভোগ্য হইয়া অপর কৃষ্ণভোগ্যকে ভোগ করা—তদুপরি প্রভুত্ব অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে যাহারা এই বিপদকে আহ্বান করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদনখশোভা দেখিতে পাইব। সেই পদনখশোভা দর্শন করাই চক্ষুর একমাত্র সার্থকতা।

শ্রীকৃষ্ণ বা তদ্বৈভব অবতারগণের, এমন কি, তাঁহার পার্ষদগণের চিদ্দেহ কোন জীব-ভোগ্য নহে। অপ্রাকৃত কামদেবে ঘৃণ্য জড় কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। ভগবদ্দেহকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, মূল আশ্রয়বিগ্রহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়বিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ করিবার যত্ন করিলে অমঙ্গল অনিবার্য্য। ত্রেতাযুগে রাবণের ভগিনী শূর্পণখা সীতাদেবীর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কামুকতা প্রকাশ করিলে এবং তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরাম-সেবক লক্ষ্মণের নিকট কামজর্জ্জরিতা হইয়া গমন করিলে তিনি উহার নাক কাণ কাটিয়া তদনুচিত কর্ম্মের যোগ্যফল প্রদান করেন। শ্রীসীতাদেবী একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের স্বরূপশক্তি, নিত্যসঙ্গিনী ও সেবিকা। তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবাঞ্ছারূপ নিত্য-দাস্যপ্রেম বর্ত্তমান। আর শূর্পণখা রাক্ষসী হইয়া সুন্দরী রূপসীর বেশধারণপূর্ব্বক শ্রীরাম-চন্দ্রের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল; তিনি উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপ ধরাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় ধর্ম্মধ্বজী কপট গৌরভোগিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে ইষ্টদেবের নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত সাধকজীবন যদি সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয় না হয়—সাধুগুরুশাস্ত্রের আনুগত্য—পূর্ণ ও অনুমোদিত না হয়, তবে সেইরূপ জীবনের দ্বারা মিশনের কি সেবা হইবে? যিনি নিজে আচার করেন না, যিনি নিজেই শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য করেন না, যিনি নিজেই হরিকথা শ্রবণ করেন না, তিনি কি প্রচার করিবেন? সুতরাং ব্যক্তিগত সাধকজীবনে বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলে চলিবে না। সর্ব্বক্ষণ সজাগ থাকিয়া দীনতার সহিত সতত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। যাহার নিজেরই শ্রবণ হয় নাই, যাহার নিজেরই হরিকথায় বিশ্বাস নাই তিনি অপরকে শ্রবণ করাইবেন কি করিয়া? নিজে নির্ম্মলচরিত্র না হইয়া অপরকে নির্ম্মল-চরিত্র হইবার উপদেশ দিলে সেইরূপ উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। ব্যক্তিগত আদর্শজীবন-গঠনে অন্যমনস্ক হইয়া যেখানে কেবল মৌখিক প্রচারের বাগাড়ম্বর, সেখানে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান পাইয়া জীবকে পরছিদ্রানুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিবে—ভাল হইবার পরিবর্ত্তে বড় হইবার স্পৃহাই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। কৃষ্ণ-কাষ্ণ দাসাভিমানই ভাল হওয়া আর পুরুষাভিমান বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষাই বড় হওয়া। পুরুষাভিমান থাকাকালে হরিভজন হইবে না। দেহাত্মবুদ্ধি হইতে পুরুষাভিমান প্রবল হয়। সাধুগুরুর সঙ্গ ও কৃপায় এই প্রভুত্বাভিমানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আমরা শাস্ত্রে যে নববিধা ভক্তির কথা শুনিতে পাই, তন্মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই তিনটিই প্রধান। আবার কীর্ত্তনই ইহাদের অঙ্গী। সেই কীর্ত্তন-শ্রবণই ভক্তির প্রথম অঙ্গ। এই শ্রবণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—আমাদের নিত্যপূজ্য শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ। মহাভাগবতের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কালযাপনই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা—এই আদর্শ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বিশ্বে স্থাপন করিয়াছেন। বদ্ধজীব আমরা সকলেই মুমূর্ষু। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বরং তাঁহার জীবনের সাত দিন অবশিষ্ট আছে, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের জীবন তাহা অপেক্ষাও অনিশ্চিত। এই মুহূর্ত্তেই আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। সুতরাং যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের আদর্শানুসরণে অন্যান্য সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অধোক্ষজের কথা শ্রবণ করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই শ্রবণ দর্শনকে নিয়মিত করে। হরিকথা-শ্রবণ-প্রভাবেই ভোগোন্মুখ জীব সেবোন্মুখ হয়। যেখানে শ্রবণ সুষ্ঠু, সেইখানেই কীর্ত্তন স্বাভাবিক। কারণ, শ্রবণের স্বভাবই এই যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। শ্রবণকারীই কীর্ত্তনকারী, আবার কীর্ত্তনকারীই স্মরণ-কারী। শ্রবণকীর্ত্তন বাদ দিয়া স্মরণ হয় না। সেইজন্য কৃত্রিম স্মরণপ্রয়াস অনর্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। কারণ, স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন ও অন্তর্গত। শ্রবণই সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়ক। শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই হরিদর্শন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থসম্রাট্। আমরা যদি পরীক্ষিতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-পারায়ণ করি অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শুশ্রূষু হইয়া শ্রবণ করি, তাহা হইলে আনুষঙ্গিকভাবে

আমাদের সকল প্রকার সমাধান আপনা হইতেই হইয়া যায় এবং ভগবান্ অতি শীঘ্রই স্বয়ং সেই শ্রবণ ও কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন। সুতরাং আমরা সর্ব্বতোভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের শরণাগত হইব। শ্রবণ-শরণাগত হইতে না পারিলে ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হইবে না। কারণ, শ্রবণ-হীন দর্শন কুদর্শন বা দর্শনবাধ। সেইজন্যই ভক্তগণ শ্রবণমুখে দর্শন করেন—শ্রবণপথ বা শ্রৌতপথই অবলম্বন করেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রৌত-সদ্গুরুর নিকট শ্রবণের সৌভাগ্য পান নাই, তাঁহারা প্রথমে চক্ষুর দ্বারা দর্শনের জন্য ব্যস্ত হন। এইরূপ দর্শনে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত সেবার কোন কথা নাই।

ALL GLORY TO SRI GURU AND GAURANGA

GAUDIYA MISSION

(Registered)

Tele grams: GAUDIYAMAT
phone: B. B. 4115

Head Office:
Sri Gaudiya Math,
P.O. Baghbazar,
Calcutta.

February 23, 1946

NOTICE

A meeting of the members of the Council of Gaudiya Mission (Regd.) will be held at 8 p. m on Saturday, the 16th March, 1946 (the day previous to Sri Gaur Janmotsav) at Sri Chaitanya Math, P.O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

Agenda

1. Confirmation of the proceedings of last meeting.
2. General working of the Mission.
3. Collection of funds.
4. Nomination of 10 members of the Council by Sri Srila Acharyadev.
5. Election of Secretary.
6. Such other matters as may be brought before the Council.

Sajjan Suhrid Bhaktobandhab
Addl. Secretary

— —

প্রয়োজন

সকলের প্রয়োজনীয় বস্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হওয়া উচিত। কৃষ্ণ—সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেম—প্রয়োজন। যাঁহারা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহকে বহুমানন করেন, তাঁহারা স্বার্থগতি যে একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণু, তাঁহাকে জানিতে পারেন না। তাঁহারাই ভগবদ্বিমুখ জীব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবৎ-সান্মুখ্যলাভের জন্য তাঁহাদের চেষ্টা না হইবে, ততক্ষণ তাঁহারা বাস্তবরাজ্যের—বাস্তব-সেবার—নিত্যস্বরূপের—নিত্যজীবনের কোন সন্ধানই পাইবেন না। এ জগতের বস্তুসমূহের অনিত্যতার—ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয় শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ সর্ব্বক্ষণ হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত অপরাধফলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সৌভাগ্য হয় না।

ভগবান্ বিষ্ণুই সকলের একমাত্র স্বার্থগতি। সকলেরই প্রয়োজন বা স্বার্থ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা। স্বরূপতঃ আমরা সকলেই ভগবানের সেবক—ভগবৎ-সেবাই আমাদের প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্য কাজ আমাদের নাই। বদ্ধজীব আমরা আমাদের মূল প্রয়োজন ভগবৎসেবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ বা ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভগবানের সেবক জীব আমরা আজ ভগবৎ-সেবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। জগতে বাস করিয়া আজ যাঁহার বিশ্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতেছি না। তাই বিশ্বনাথ-ভোগ্য বিশ্বকে আজ নিজের ভোগ্যবস্তু মনে করিয়া ভোক্তৃ-অভিমানে প্রভুর আসন অধিকার করিতে দৌড়াইতেছি। যাঁহার কৃপায় হৃষীক বা ইন্দ্রিয়গুলি পাইলাম, তিনি যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়গুলি দিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি—সেই নিজ নিত্য প্রভুসেবা ছাড়িয়া আজ বহির্ম্মুখ মনের গোলাম হইয়া প্রভুসেবাবিমুখ হইয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না করিয়া তাহাদিগকে নিজের সুখের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাই কি আমার নিত্য স্বার্থ?

স্বার্থ=স্ব+অর্থ। 'স্ব'-শব্দের অর্থ নিজ ও 'অর্থ'-শব্দের অর্থ প্রয়োজন। নিজ প্রয়োজনের নামই স্বার্থ। জীবের এই স্বার্থ মুক্তাবস্থায় একপ্রকার এবং বদ্ধাবস্থায় আর একপ্রকার। বদ্ধাবস্থায় জীব দেহে 'আমি আমার' বুদ্ধিবিশিষ্ট। বদ্ধজীব দেহকেই আমি বলে এবং তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকেই আমার মনে করে। স্বেন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যক্তিই বদ্ধ আর সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত সৌভাগ্যবান জন মুক্ত। উভয়ের চেষ্টা বিপরীত-মুখী। বদ্ধজীবের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা স্ব-পর-ইন্দ্রিয়তর্পণ। বদ্ধজীব জানে কিসে তাহার নিজের সুখ হইবে, কিসে ভালভাবে থাকিতে পারিবে, এতদ্ব্যতীত অন্য কথা জানিয়া শুনিয়াও সেই অনুসারে চলিতে চায় না। বদ্ধজীব মায়ার মোহে মোহিত। প্রকৃত স্বার্থ শব্দের অর্থ সে জানে না। বদ্ধজীব স্বরূপবিস্মৃত। যে নিজের স্বরূপ জানে না, সে স্বরূপের প্রকৃত স্বার্থের কথা কি করিয়া জানিবে? কে আমি কেন মোর জারে তাপত্রয় এ জ্ঞান যাহার লাভ হয় নাই—ভগবদ্ভক্তের অহৈতুক-কৃপা-প্রভাবে ভগবৎসেবালাভের জন্য যাঁহার আকিঞ্চন জাগে নাই, তাঁহার স্বার্থানু-সন্ধানকে অপস্বার্থানুসন্ধানই বলা যাইতে পারে।

অন্যাভিলাষিতা-স্বার্থতা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তিকেই হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ স্বার্থ মনে করেন। এইরূপ অপস্বার্থকে স্বার্থ মনে করায় জগতে নানাপ্রকার জঞ্জালের সৃষ্টি হইয়াছে। বদ্ধজীবের প্রত্যেকের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু মুক্তজীবের—স্বরূপোদ্বোধিত জীবের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন নহে। তখন সকলেরই স্বার্থ এক। একের সুখসাধনই সকলের স্বার্থ। জীবের প্রকৃত স্বার্থ-বিষয়ে ভ্রম হওয়ার জন্যই জগতে আজ এই মহাসঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জগজ্জঞ্জাল কিছুতেই থামিতে পারে না, যতদিন পর্য্যন্ত না জীব ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবে। জগতে শান্তিস্থাপনের জন্য মনীষিগণ কত চেষ্টাই না করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন কি? যাঁহার বিশ্ব তাঁহাকে স্বীকার না করিয়া—সেবা না করিয়া—প্রভুকে প্রভু না বলিয়া এবং সকলকে না বলাইয়া শান্তি পাওয়া যাইতে পারে কি? এ জগৎ ত' শান্তিনিকেতন নহে, ভগবান্‌কে ভুলিয়া ত' এখানে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে না। ভগবদ্বিমুখের প্রতি এ জগৎ কারাগার। কিন্তু ভগবদ্-ভক্তগণ বলেন,—'বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে'। বিশ্বনাথের পাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলে কি আর কাহারও দুঃখ থাকিতে পারে? যেখানে আনন্দময় ভগবানের স্মৃতি ও সেবা, সেখানে আনন্দ পরিপূর্ণভাবে থাকে। একলক্ষ্য না হইলে—এক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট না হইলে—সকলের প্রাপ্তিফল এক না হইলে—সকলের স্বার্থ এক না হইলে সকলের মধ্যে বাস্তব একতা থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়তর্পণকামনা, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য থাকাকালে কাহারও সহিত আন্তরিকতার সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না।

ভগবদ্ভক্তগণ প্রকৃত স্বার্থপর। তাঁহারা প্রকৃত স্বার্থপর হওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ নাই। তাঁহাদের সকলেরই লক্ষ্য গন্তব্যস্থান ও বস্তু এক। একের সুখের জন্যই সকলে ব্যস্ত। সেইজন্যই তাঁহাদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ নাই। তাঁহাদের স্বার্থ—বিষ্ণুসেবা। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণের সুখবিধান করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা প্রাণের চেয়েও ভালবাসেন। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণের সন্তোষার্থ তৎপর, তাঁহাদিগকেও তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কখনও হইতে পারে না। তবে তাঁহাদের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা আছে—কে কত বেশী করিয়া প্রভুর সুখবিধান করিতে পারেন।

ভগবানের সেবাই জীবের প্রকৃত স্বার্থ, এতদ্ব্যতীত সমস্ত অপস্বার্থ, অন্যান্য কর্ত্তব্য যে অকর্ত্তব্য এ কথা পঞ্চমবর্ষীয় বালক প্রহ্লাদ মহারাজ নির্ভীককণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার ভয় ছিল না, তাই তিনি সসাগরা ধরার অধীশ্বর হিরণ্যকশিপু অমিত-প্রভাবকে তুচ্ছ করিয়া মন্দ্রগম্ভীরস্বরে প্রকৃত স্বার্থের কথা—ভগবানের মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এ স্বার্থ শুধু আমার নহে আপনারও, সমগ্র বিশ্ববাসী জীবেরও ইহাই স্বার্থ। কিন্তু ভোগী হিরণ্যকশিপু এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই।

প্রকৃত স্বার্থপর বৈষ্ণবগণের এই সকল আদর্শকে অনুসরণ করিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের সকলের জীবনযাপন করা উচিত। হরিভজনে একনিষ্ঠ বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে না পারিলে উন্নতির আশা নাই। জগতে হরিভজনে বাধাপ্রদানের জন্য বহু লোক আছে, কিন্তু সেবার—প্রকৃত স্বার্থলাভে সাহায্য করিবে এরূপ লোক অতি বিরল। তাই সরল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই একমাত্র স্বার্থগতি যে ভগবান্ বিষ্ণু তৎপাদপদ্ম-সেবালাভের জন্য ভক্তিরঞ্জন, তৎশ্রেষ্ঠ, তৎস্বরূপাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণগ্রহণই প্রকৃত স্বার্থলাভের একমাত্র উপায়।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাকৃত মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা অচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, বহির্জগতে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অলাভ বা হানিজানিতে উল্লাস ও বিষাদে নির্বিকার হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য —অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান— সকল অপাধিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত কর্তব্য।

৪। [illegible] ব্যক্তিগণের [illegible] সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকা[illegible]তে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাইলে ফেরত পা[illegible] না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুসারী যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

ইংলণ্ড ও ওয়েলসে প্রবল বন্যা

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী—ইংলণ্ড ও ওয়েলসের বহু শত বর্গ মাইল স্থান জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বহু পরিবার নিরাশ্রয় হইয়াছে এবং গৃহপালিত পশু বিনষ্ট হইয়াছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ এরূপ প্রচণ্ড বর্ষণ হয় নাই—৩৬ ঘণ্টা যাবৎ অবিরাম বারিপাত হইয়াছে।

বন্যার ফলে বৃটেন ও ওয়েলসের শত শত স্থানের রাজপথ ও রেলপথে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বন্যার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শস্য বিনষ্ট হইয়া খাদ্য-সঙ্কট আরও গুরুতর হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ঐ দিবস রাত্রিতে যে ঝড় হইয়াছে, গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এরূপ প্রচণ্ড ঝড় দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইংলণ্ডে আর হয় নাই। ঝড়ের ফলে মধ্য ইংলণ্ড ও দক্ষিণ ইংলণ্ডে গাছপালা উৎপাটিত হইয়াছে এবং ঘরবাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। উত্তর ওয়েলসের বালা সহর সম্পূর্ণ জলপ্লাবিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছে।

টেমস নদীর টেডিংটন প্লাবিত হইয়া লণ্ডন মিডলসেক্স এবং স্কটল্যাণ্ড মেন লাইন প্লাবিত হইয়াছে। দেশের সর্বত্র টেলিফোন লাইন বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং পোষ্ট অফিসের রিপোর্ট দেখা যায় যে, পাবলিক লাইনের ২৬টি সার্কিট খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রিকালে চ্যানেল অঞ্চলে প্রবল ঝড় চলিতে থাকে এবং ৩৩ খানা জাহাজ (তন্মধ্যে অনেকগুলিই বড়) ডোভার পাহাড়ের ধারে গিয়া আশ্রয় লয়।

জার্ম্মাণী ও হল্যাণ্ডেও ব্যাপকভাবে বন্যা সুরু হইয়াছে। কলোন ও বনের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রাইন নদীতে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গলার নূতন গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী—বাঙ্গলার নবনিযুক্ত গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ এবং লেডী বারোজ বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় বিমানযোগে করাচীতে উপনীত হইয়াছেন। ফ্রেডারিকের এসিষ্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী মিস ফিলিপ মিলার্ড তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। বিমানপোত হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা মোটরে গবর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করেন। ঐদিবস তাঁহারা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবেন।

স্যার ফ্রেডারিক বারোজ এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে তিনি বেশ আরামেই আসিয়াছেন। স্যার ফ্রেডারিক কোনরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করেন। তিনি শুধু বলেন, যে উদ্দেশ্যে আমরা ভারতবর্ষে আসিয়াছি আমি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। আমি সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি ভাবিয়া দেখিতে চাই।

নদীয়ার পল্লীতে দুঃসাহসিক ডাকাতি

১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রি দ্বিপ্রহরে কমারখালি থানার অন্তর্গত খয়েরচারা গ্রামে বিজয়লাল বিশ্বাস নামক জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মধ্য রাত্রিতে গৃহস্বামী বাড়ীর উঠানে একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হয় এবং বাহির হইবা মাত্র জনৈক বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি যাহারা অংকিতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া রামদা ও ছোরা দেখাইয়া বলে যে, চীৎকার করিলেই তাহাকে খুন করিয়া ফেলা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক ব্যক্তি তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া লোহার সিন্দুকের চাবি ছিনাইয়া লয় এবং সিন্দুক খুলিয়া নগদে ও গহনায় সংস্রাধিক টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত ডাকাতদলের কাহারও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতে খাদ্য রপ্তানি

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী—মেলবোর্ণ রেডিওতে প্রকাশ, আগামী মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে দেড় লক্ষ টন গম প্রেরণ করার জন্য অষ্ট্রেলিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ৫ খানা জাহাজে গম বোঝাই করিয়া প্রেরণ করা হইবে। তন্মধ্যে তিনখানা আমেরিকান জাহাজ থাকিবে।

বর্ত্তমানে বৎসরের মধ্যেই ভারতে অনেক চাউল ও গম রপ্তানি করা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মার্কিণ রাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্মচারীরা আশা করিতেছেন।

বিভিন্নস্থানে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী—সুজানগরে ধান ও চাউলের দাম ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ধান ৮৲ টাকা মণ দরে ও চাউল ১৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রী হইতেছে। বৃষ্টি না হওয়ায় রবি শস্যের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। পৃথিবীব্যাপী দুর্ভিক্ষের সংবাদে সকলের মনেই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

রংপুর

১৫ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় আইন সভায় দুর্ভিক্ষের আশু সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা হইবার সাথে সাথে রংপুর জিলার সর্ব্বত্র চাউলের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; ফলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সতীক। শরণাগতি

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত শরণাগতি 'কণিকা' নাম্নী টীকাসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অনুক্ষণ পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার এ

সভাষ্য কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অমূল্য কল্যাণকল্পতরু-গ্রন্থ 'পরিমল'-নামক ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছেন। ইহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই নিত্য-পাঠ্য।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২০শ বর্ষ { ১১ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯ : ১৬ই ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৪৬, বৃহস্পতিবার } ২৬৭-২৭৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ গোবিন্দ তৃতীয়াদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

নিজের কথা চিন্তা করি কি ?

——::(::*::)::——

জীব তটস্থশক্তিপ্রসূত হইলেও তটে তাহার অবস্থান নাই। তটস্থ বস্তু হয় জলে পড়িবে, না হয় স্থলের দিকে যাইবে। জীবের অহং একটা থাকিবেই—হয় শুদ্ধ অহং, না হয় অশুদ্ধ অহং,—হয় চিদ্ অহং, অথবা জড় অহং। জীব হয় মায়ার রাজ্যে, না হয় কৃষ্ণের রাজ্যে অগ্রসর হইবেই। মাঝামাঝি আপোষ বা অবস্থান তাহার নাই। আমরা যদি মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের জড়ের প্রতি অভিনিবেশ আসিবেই। মাঝামাঝি আপোষ করিতে চাহিলে তট হইতে ছিট্‌কাইয়া গিয়া ভোগসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে হয়, না হয় কৃত্রিম ত্যাগী সাজিয়া কখনও বা অবৈধ ও প্রচ্ছন্ন ভোগ, আবার কখনও প্রকৃতিলয় বা জড়-নির্ব্বাণ প্রভৃতি আত্মবিনাশের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। আমি বর্ত্তমানে মায়িক বিষয়ে প্রবৃত্ত আছি। আমার এই প্রয়াস-প্রবৃত্তিকে বা আমার ভোগোন্মুখী বৃত্তি-গুলিকে মোড় ফিরাইয়া কৃষ্ণমুখী করিবার জন্য আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুবৈষ্ণবগণ আমার যোগ্যতানুযায়ী আমাকে সেবাসুযোগ প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমি সেইসকল সেবাকে কর্ম্ম মনে করিয়া অধিকাংশ সময়ই বেগার শোধ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি অনেক সময় খুব মন লাগাইয়াও কাজ করিয়া থাকি। আমার অভিনিবেশ দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, ইঁহার সেবাকার্য্যে যখন এত মন বসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ইঁহার অসদ্‌বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ নাই। কিন্তু এত সেবার আড়ম্বর দেখাইয়াও অনেক সময় আমার হৃদয়ে অসদ্ অভিনিবেশ থাকিয়া যায়। এইরূপ হইবার কারণ কি? বেতনভোগী রাজভৃত্য যে সকল সময়েই ফাঁকি দেয় বা বেগার দেয়, এরূপ নয়। অনেক ভৃত্য খুব মন লাগাইয়াও কার্য্য করে, অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা ও মনোযোগ দেখাইয়া থাকে। এরূপ মনোযোগ ও যত্নের মূলে অন্যাভিলাষ বা অন্য বস্তু-প্রাপ্তির আশা থাকায় ভৃত্য এইরূপ করিতে পারে। আমরাও সেইরূপ অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় সেবোৎসাহ (?) দেখাইয়া থাকি বলিয়া আমাদের চিত্ত নির্ম্মল হয় না। যেখানে গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি সহজ আপনবুদ্ধি নাই, সেখানে সেবাভিনয়ের মধ্যে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি কিছু পাইবার গুপ্ত বা ব্যক্ত অভিলাষ থাকিবেই। আমি সেবার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু চাহিলে মায়া আমাকে সেই সকল বস্তু দিয়া ভুলাইয়া রাখেন। 'কৃষ্ণ তোমার হঙ' এইকথা যদি আমি নিষ্কপটে একবারও বলিতাম, তাহা হইলে মায়া কখনও লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদির পসরা লইয়া আমার অসচ্চিন্তাও থাকিত না। সচ্চিন্তাই যদি আমার কাম্য হয়, তাহা হইলে আমি নিরন্তর সচ্চিন্তা বা সদালোচনা করি না কেন, দৃঢ়তার সহিত প্রতিকূল বর্জ্জন করিয়া অনুকূল বিষয় গ্রহণ করি না কেন? আমি সর্ব্বক্ষণ সদালোচনা লইয়া থাকি কি? নিরন্তর সদালোচনায় প্রবৃত্ত না থাকিলে অসচ্চিন্তা বা মনোধর্ম্ম ত' আমাকে গ্রাস করিবেই এবং ক্রমশঃ শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অশ্রদ্ধা বা নাস্তিকতা আমার হৃদয়কে আক্রমণ করিবে। হরি-কথায় রুচিই হরিভজনের মূল। হরিকথায় রুচি থাকিলে হরিকীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গলাভের জন্য ইচ্ছা হয়। সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ বা সাধুর সঙ্গ করিতে করিতে বাস্তব শ্রদ্ধা লাভ হইলে হরিভজন আরম্ভ হয়। কিন্তু যদি আমার হরিকথায় রুচি না থাকিয়া কেবল ক্রিয়াকলাপের দিকে বেশী নজর পড়ে, তাহা হইলে আমার হরিভজন কি করিয়া হইবে? হরিকথায় যদি আমার স্বাভাবিকী রুচি না থাকে, তাহা হইলে আমার জড়াসক্তি ত' কিছুতেই যাইবে না। হরিকথা-শ্রবণের সময় যেখানে আলস্য, নিদ্রা, অন্যমনস্কতা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে হরিকথাকীর্ত্তনকারী হরিজনের শ্রীচরণাশ্রয় হয় নাই, হরিজনের প্রতি আপন-জ্ঞান হয় নাই, জানিতে হইবে। হরিজনের প্রতি যেখানে আপনজ্ঞান বা প্রীতি নাই, সেখানে শ্রবণ বা সঙ্গ কি করিয়া হইবে? শ্রদ্ধার অভাবেই এইরূপ সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে।

লোকদৃষ্টিতে আমি সংসার ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু আমার দেহ ও অন্তরে যে একটী গুপ্ত সংসার পাতাইতেছি তাহা একবারও চিন্তা করি কি? আমি মঠে থাকিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিয়া কৃষ্ণের সংসারের জন্য যেটুকু সেবাচেষ্টা দেখাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের সুখের জন্য করি, না লোকচক্ষে ধূলি দিয়া আমার দেহমনোভূমিকায় পাতা একটা ব্যক্তিগত সংসারের জন্য অর্থাৎ নিজসুখের জন্য করি, তাহা একটু বিচার করিয়া বুকে হাত দিয়া দেখিয়াছি কি? অন্তর্য্যামী গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদের অন্তরের সকল কথাই জানেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আমাকে নানাভাবে সুযোগ দিতেছেন। এত তাঁহাদের দয়া! আমি তাঁহাদের সেই অযাচিত স্নেহ ও অপার দয়ার সদ্ব্যবহার করিতেছি কি?

আমি মুখে বলি আমি ভবরোগী, কিন্তু সদ্বৈদ্যের কথা শুনিয়া চলি না। এইরূপ চিত্তবৃত্তি হইলে আমার রোগ সারিবে কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ দীন ও অকিঞ্চন হইবার জন্য উপদেশ করিতেছেন। তাঁহার সেই শুভঙ্করী বাণী আমি হৃদয়ে ধারণ করিতেছি কি? শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী মধুররসিক জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সকলের নিকট কৃপাভিক্ষা করিবার আদর্শ প্রকট করিয়া আমাকে হরিসেবায় অনুপ্রাণিত করিবার জন্য যত্ন করিলেন। কিন্তু বধির আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলাম কি?

"জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি' কৃপা মোরে কর বিতরণ॥
আমি ত' হতভাগ্য অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোর ভক্তি কর দান।
যে চরণ-বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সকলে করি কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণবচরণে মোর দেহ দৃঢ় মতি॥
উচ্চ-নীচ সর্ব্বজন-চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥"

যিনি কৃষ্ণের প্রিয়জন, যিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া ভগবানের সেবা করেন, সেই রূপানুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্মে অকপট, অহৈতুক অনুরাগ, আনুগত্য বা আপনার বুদ্ধি আমাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে রাখিয়াছে, না অন্য কোন কিছুর আশায় আমি রহিয়াছি, তাহা আমি একদিনও

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

চিন্তা করিয়াছি কিন্তু এ সব কথা যখন চিন্তা করি, তখন সাময়িকভাবে অনুতাপ আসিলেও আমার এই হৃদয়ের কথা নীরবে সংগোপনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে ত' নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই না, এমনই আমার দুর্দ্দৈব!

অকিঞ্চনতা ও দৈন্য

অকিঞ্চনতা ও শরণাগতি একই বৃত্তি. ছয়টি শরণাগতির মধ্যে একটি লক্ষণ বেশী দেখা যায়—সেইটী আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চনতার পূর্ণ-বিকশিত অবস্থাই শরণাগতি। অকিঞ্চন ব্যতীত অপর কেহ শরণাগতি লাভ করিতে পারেন না। দৈন্যই অকিঞ্চনতা। অকিঞ্চন ব্যতীত কেহ নিজের দীনতা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভোগাদর্শন যাঁহার সম্পূর্ণ দূর হইয়া গিয়াছে তিনিই অকিঞ্চন। আমার কর্ত্তৃত্বাধীন কোন বস্তু আছে—এই অভিমান থাকিলে অকিঞ্চনতা থাকে না।

আত্মসমর্পণ করিতে হইলে আত্মবস্তুটি এবং যাঁহার নিকট তাহা সমর্পিত হইবে, তাঁহার পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। সেব্যবস্তুকে—গ্রহীতাকে আমরা জানিতে পারি না কখন?

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥
(ভাঃ ১।৮।২৬)

উচ্চবংশজাতাভিমান, ধনজনের অভিমান, পাণ্ডিত্যের অভিমান এবং সৌন্দর্য্যের অভিমান থাকার নামই কিঞ্চনতা। যতক্ষণ এই চারিটির লেশমাত্র আছে, ততক্ষণ ভগবান্‌কে জানা যায় না। এই চারিটি ছাড়িয়া দিলে জীব অকিঞ্চনতা লাভ করিতে পারেন। তখন ভগবান্ নিজেই তাঁহার গোচরীভূত অর্থাৎ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাদনুভূতির পাত্র হইয়া পড়েন। যখন ভগবদনুভূতি লাভ হয়, তখন আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত শরণাগতের আর কিছু থাকে না। মনোধর্ম্ম হইতে—জন্মৈশ্বর্য্যাদি অভিমান হইতে ছুটি লাভ করিয়া যিনি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত—'আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন' বলিয়া যিনি গ্রহীতার কৃপার জন্য তাঁহার অনুসন্ধানে ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনিই অকিঞ্চন। কেবল জন্মৈশ্বর্য্যাদি অভিমান-হীনতা অকিঞ্চনের মুখ্য লক্ষণ নহে। আমার কিছু নাই—এই লক্ষণ অকিঞ্চনতার বাহ্য লক্ষণ মাত্র। ভক্তের অকিঞ্চনতা কি? তিনি 'জাগতিক কিছু আমার নাই'—এই অভিমানকেই যথেষ্ট মনে করেন না। তিনি বলেন,—

"আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে॥"

কেবল 'নেতি নেতি' বিচার ভক্তের নহে। ভক্ত ধনী ঋণী নহেন। শরণাগত আত্মনিবেদন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার" এই চিন্তাতেই ব্যস্ত। তাঁহার বিন্দুমাত্রও অভাব নাই, তিনি সদানন্দরসাপ্লুত—চৌদিকে কেবল আনন্দই দেখেন। ইতর বা দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধে ভাবিবার তাঁহার অবসরই নাই। অকিঞ্চন সর্ব্বদাই 'কি কাজ অপর ধনে?' এই চিন্তাতেই ব্যাকুল। "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার" এইটি যতই দৃঢ়ভাবে হইতে থাকে, ততই তাঁহার ব্যাকুলতা আসে—"কি কাজ অপর ধনে?" তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া আর্ত্ত—বিজ্ঞপ্তি বা নিবেদন ধ্বনিত হইতে থাকে—

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাঙ, কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল॥

"ভালমন্দ খাই হেরি পরি চিন্তাহীন" এ অবস্থাটা তখন আর থাকে না! কেবল ভাল খাওয়া পরা ছাড়িলে হইবে না, চিন্তাহীনতাকেও ছাড়িতে হইবে। কেবল সংসার-বৈরাগ্য হইলে হইবে না, 'কাঁহা যাঙ, কৃষ্ণ হেরি' এ চিন্তাও আসা প্রয়োজন. তবেই অকিঞ্চনতা লাভ হইবে। অকিঞ্চন সর্ব্বস্বসমর্পণের জন্য তীব্র আর্ত্তিবিশিষ্ট। গ্রহীতা গ্রহণ না করিলে দাতার আর জীবনধারণের পর্য্যন্ত প্রয়োজন নাই।

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এজন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তি-বুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাৎ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

অকিঞ্চনেরই অপর নাম দীন। দীনতার পরিচয় দিতেছেন—'শক্তিবুদ্ধিহীন'—"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই"। কিন্তু যোগ্যতা না থাকিলেও—তোমার করুণার উপর আমার ভরসা আছে। তাই তিনি বলিতেছেন—"কর মোরে আত্মসাৎ" অর্থাৎ 'আমি আত্মনিবেদন করিতেছি, তুমি আমাকে গ্রহণ কর'। অকিঞ্চনতার কথাই পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"দণ্ড দিবে দাও, কিন্তু ছাড়িও না"। আত্মসমর্পণের জন্য যিনি প্রস্তুত নহেন, তিনি অকিঞ্চন হইতে পারেন না। এজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু "আত্মনিক্ষেপ" আগে বলিয়া পরে দীনতা বা অকিঞ্চনতার কথা বলিয়াছেন।

অকিঞ্চন বা দীন জাগতিক অভিমান হইতে মুক্ত, তজ্জন্য তিনি জানেন, জগতের কিছু তাঁহার নহে। আবার সেব্যের অনুসন্ধানে তিনি সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুল; এইজন্য তাঁহার অভাববোধ—তাঁহার দৈন্যোপলব্ধি অত্যন্ত প্রবল। জড় সংসারই মায়া এবং কৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু; কাজেই ইহাকে যেন তিনি আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখনই দীনতা বা অকিঞ্চনতা আমাদের প্রবল হইবে, তখনই হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া তদীয় কৃপাপাত্রের আশায় নির্ব্বেদ স্বীকার করিয়া তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারিব—ভোগ-ত্যাগের গৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারিব। কৃষ্ণচিন্তা যদি প্রবল না হয়, তবে ভোগত্যাগরূপা চেষ্টা কৃষ্ণপাদপদ্মে মতি আনে না। তখন গৃহব্রত-ধর্ম্মকে নিশ্চিন্তমনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিয়া বেশ পরিতৃপ্ত থাকিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকেও অকিঞ্চনেরই পরিচয় দিয়াছেন। বৈষ্ণব সর্ব্বদা নিজেকে অকিঞ্চন বলিয়া অভিমান করেন। শরণাগত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'প্রভু কবে আমায় গ্রহণ করিবেন'। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অকিঞ্চন কথাটি অনেক স্থলেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। আত্মনিবেদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিলে অকিঞ্চনতা পরিস্ফুট হইবে। অকিঞ্চনতা অর্থাৎ 'কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি' এই চিন্তা বিশাল হইলেই সংসারের প্রতি বিরক্তিরূপ সেবা-দৈন্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। যতই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ চিন্তা হইবে, ততই সংসারের জ্বালাবোধ বেশী হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ সপ্তাহে একবার, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রতিপক্ষে একবার নিজেকে পরীক্ষা করিতে বলিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রাত্যহিক হরিভজনের বাস্তব উন্নতির পরীক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন, আত্ম-নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা একটু জাগেকি না, তাহারই উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ আমাকে কেশে ধরিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করাইতে আকর্ষণ করুন বলিয়া তাঁহাদের চরণে শরণ-গ্রহণ ব্যতীত উপায় দেখি না। কারণ আত্ম-সমর্পণের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দৈন্য বা নির্ব্বেদ স্বতঃভাবে জাগ্রত হয় না

শ্রীশ্রীহরিকথা-প্রসঙ্গ

যে হরিভক্তি হরিভক্তই নহে, যাহা গুরুপূজাময়ী নহে গুরুসেবা ব্যতীত হরিসেবার আভাসও হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। গুরুরই সেবা করিতে হইবে, গুরুর নামে লঘুর সেবা করিতে হইবে না। সেবাই করিতে হইবে সেবার নামে ভোগবুদ্ধির আবাহন করিতে হইবে না। সেবা বাহিরে লোকদেখান ব্যাপার নয়, তাহা অন্তরের জিনিষ সেবা প্রীতিময়ী। ভাগ্য মন্দ হইলে কিম্বা কুচক্রী দেবতাগণের চক্রান্তে পড়িলে সদ্‌গুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও জীবের দুর্গতি ঘটে। শাস্ত্র বলে,—

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
যস্মাদতীত্য ব্রজেদ্বিষ্ণুং শিষ্যো ভক্ত্যা গুরৌ ধ্রুবম্॥

দেবতাগণ সাধকের গুরুর প্রতি ভক্তি বা সেবাবৃত্তি অনেক সময় মন্দীভূত করিয়া দেন কারণ, ঐ সকল দেবতা মনে করেন, শিষ্য একমাত্র গুরুদেবে অনন্যা ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাদিগকে (দেবতাগণকে). লঙ্ঘন করিয়াও নিশ্চিতরূপে হরিপাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকে।

কে হরিভজন করেন? যাঁহার নিষ্কপট গুরুসেবা বৃত্তি আছে, তিনিই হরিভজন করেন। তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব খাট জিনিষ নন, লঘু নন, তিনি গুরুবস্তু। গুরুর পদরেণু-ভিখারী যিনি, তাঁহার কৃপাপ্রার্থী যিনি, তাঁহাকে কেহ হত করিতে বা ভোগ্য দিতে পারে না। তিনি যতই দুর্ব্বল হউন, যতই অযোগ্য হউন, তাঁহার কেহ ক্ষতি করিতে পারে না। সাধুগুরুকৃপায় গুরুতে যাঁহার আপনজ্ঞান হয়, তিনিই গুরুনিজজনকে হৃদয়ের অকপট বন্ধু বলিয়া জানিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। গুরুদেবতাত্মা সাধুর মঙ্গলে সে সৌভাগ্য পাওয়া যাইবে। নিষ্কপট গুরুসেবকের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আমরা গুরুবর্গের বাণীতে পাই, নিষ্কপট গুরুসেবক বাহ্যে যত সাময়িক অনর্থযুক্ত-রূপেই প্রতিভাত হউন, তাঁহার মঙ্গল সুনিশ্চিত। শ্রীমদ্ভাগবতও 'কামক্রোধাদিকং' শ্লোকে বলিয়াছেন, আত্ম-অহিতকর যে কামক্রোধাদি অনর্থ, তাহা সকলই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভক্তি-প্রভাবে পুরুষ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। যদিও ভগবদ্ভক্ত অজিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়ে অভিভূত হন, তথাপি নিষ্কপট ভক্তির প্রভাবে তিনি কখনও বিষয়ে মগ্ন হন না।

শ্রীগুরুদেব—সেবাবিগ্রহ—সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। সেই সেবাবিগ্রহের কৃপাই সেবালাভের একমাত্র উপায়। গুরুসেবায় নিষ্কপটতাই সর্ব্বমঙ্গল-জননী। নিষ্কপটতাই বৈষ্ণবতা—নিষ্কপটতাই সেবার বাহন। সেবাদেবী নিষ্কপটতা-বাহনে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-বর প্রদান করিতে আগমন করেন। কপটতাই জগতে সর্ব্বা-মূল। কপটের নিস্তার নাই। নিষ্কপট উচ্ছিষ্টভোজী গুরুদাসানুদাসগণ অচিরেই প্রপঞ্চ জয় করেন। নিষ্কপট অন্তেবাসী নিশ্চয়ই ও বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে বাস করিয়া বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবকগণের অহৈতুককৃপাপ্রভাবে কবে মাদৃশ পতিত, অনর্থগ্রস্ত, দুরাচার, নরাধমের তৎপাদপদ্ম-সেবাসৌভাগ্য লাভ হইবে? জানিনা, সেদিন আমার কবে হইবে?

শ্রবণের পথই ভক্তির পথ—সেবার পথ। শ্রবণপথই—প্রভুর বিজয়পথ। শ্রবণের পথ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির—আমার আত্মম্ভরিতার পথ—প্রভুত্বের পথ আর শ্রবণের পথ—শ্রবণীয় শ্রীগুরুকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পথ—শ্রীগুরুকৃষ্ণের প্রভুত্বের পথ। শ্রবণপথ, কর্ণপথ বা শ্রৌত-পথের কৈঙ্কর্য্য করিলেই রূপের পথ, গন্ধের পথ, স্পর্শের পথ আস্বাদনের পথ দর্শনের পথ, মনের পথ বা ভাবনার পথ প্রভৃতির মূল্য। আর উহারা স্বতন্ত্র হইলে ঐ গুলি নরকের পথ। শ্রবণের পথে আমার প্রভুত্ব চলে না। সেখানে প্রভুত্ব করেন—সকলের নিত্যপ্রভু শ্রীগুরু-কৃষ্ণ। সেইজন্য বদ্ধজীব আমরা শ্রবণের পথ—আনুগত্যের পথ—শরণাগতির পথ—শিষ্য হইবার পথ গ্রহণ করিতে চাহি না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই শ্রবণের পথ যিনি গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ নিজেকে গুরুর অযোগ্য কিঙ্কর জানিয়া সপরিকর গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, প্রথমমুখে তাঁহার যতই অসুবিধা থাকুক, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করিবেনই করিবেন।

কৃষ্ণতত্ত্ববিদের নিকটেই শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহারই শিষ্য হইতে হইবে। নিষ্কপট হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। পরমার্থ-শিক্ষকের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়া তাহা পালন করিতে হইবে। ইহাই শ্রবণ। শ্রবণের এমনি প্রভাব যে, তাহা পরম্পরায় আপনাকে ব্যক্ত করিবেই করিবে। যেখানে শ্রবণ সেখানে পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক। শ্রীশুকগোস্বামী সুষ্ঠু শ্রবণ করিয়া তাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ করিতে করিতেই পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন।

ALL GLORY TO SRI GURU AND GOURANGA

GAUDIYA MISSION

(Registered)

Telegrams: GAUDIYAMAT
Telephone: B. B. 4415

Head Office :
Sri Gaudiya Math,
P.O. Baghbazar,
Calcutta.

February 23 1946

NOTICE

A meeting of the members of the Council of Gaudiya Mission (Regd.) will be held at 8 p. m on Saturday, the 16th March, 1946 (the day previous to Sri Gaur Janmotsav) at Sri Chaitanya Math, P.O. Sree-Mayapur, Dt. Nadia.

All members are respectfully requested to be present.

Agenda

1. Confirmation of the proceedings of last meeting.
2. General working of the Mission.
3. Collection of funds.
4. Nomination of 10 members of the Council by Sri Srila Acharyadev.
5. Election of Secretary.
6. Such other matters as may be brought before the Council.

Sajjan Suhrid Bhaktibandhab
Addl Secretary

নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীনামই আমাদের কর্ণকে নিয়মিত করিয়া আমাদের যাবতীয় ভোগানুকূল ভাবগুলিকে নিরাস করিয়া থাকেন। করুণাময় ভগবান যখন কৃপাপূর্ব্বক শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হন, তখনই আমরা সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মকে ধারণা করিয়া থাকি। সেবোন্মুখতা না থাকিলে শব্দকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায় না। নামসংকীর্ত্তনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশ-লাভের অন্য কোন উপায়ই নাই। শ্রৌত-বিষয় শ্রবণে সহিষ্ণুতা ও উন্মুখতা আবশ্যক। শ্রবণই শ্রবণের বাধা অপসারিত করে সুতরাং সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের পথ বা শ্রবণের পথই আমাদের গ্রহণীয় হউক।

আমরা কলুপের হাটের মাঝিয়া ভাণ্ড নহি, আমরা শ্রীরূপের হাটের মহাজনের পদাঙ্করেণু—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের নগণ্য পদরেণুকণা। বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন, যাহাতে আমরা তাঁহাদের পশ্চাতে থাকিয়া আমাদের নিজ নিত্যপ্রভু শ্রীগুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিতে পারি।

কেহ কেহ বলেন যে হরিকথা শুনিলেই কি সব হইবে? তদুত্তরে সাধুগণ বলেন,—সব হইবে—হরিকথা শুনিলেই সব হইবে, নতুবা 'সব' হইতে হইবে। শুনিতে হইবে—আগে দেখিতে হইবে না, বা আগে পথটী খুলিয়া রাখিতে হইবে জাগিয়া ঘুমাইতে হইবে না॥

কেবল প্রতিষ্ঠালাভের আশায় 'আমি গুরু' একথা মুখে বলিলে চলিবে না। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অন্তরে অন্তরে ইহা উপলব্ধি করা দরকার। অন্তর্যামী গুরু-দেবকে ঠকান যাইবে না। নিষ্কপট সজ্জন-গণ তাঁহাকে আপন বলিয়া জানেন এবং তিনিও সেই নিষ্কপটগণকে আপন-জন বলিয়া গ্রহণ করেন। দুই দিক্ বজায় রাখিয়া ফাঁকতালে হরিভজন হয় না, গুরুর হওয়া যায় না। গুরুদেবের কৃপাতেই 'গুরুদেবের আমি' এই স্বরূপের অভিমান হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া জীবকে 'বড় আমি' হইবার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে রক্ষা করে। তখনই তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—তাঁহার যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত করাকেই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন। তখনই গুরুবৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার জীবন সার্থক হয়।

এই জীবনে যদি শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথের আদর্শের অনুসরণ (করা অনুশীলনের সৌভাগ্য না হয়, তাহা হইলে জীবন ধারণ কেবল বৃথা ভারবহনমাত্রই হইবে। সংসার-বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে, তখনই শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কথা কর্ণে প্রবেশ করিবে। জীবনধারণের সার্থকতা তখনই হইবে, যখন শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের আদর্শের পূর্ণভাবে অনুসরণ হইবে। উন্নতোজ্জ্বলরসের কথা যাহা শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের সর্ব্বোত্তম শিখরে অবস্থিত, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর কথা শ্রীগৌরসুন্দরই প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-রঘুনাথপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই কথাই সৌভাগ্যবান্ জগজ্জীবকে জানাইয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে জানাইয়াছেন। তিনি গ্রন্থদ্বারে জগতে ভক্তিরস বিতরণ করিয়াছেন।

শাস্ত্র অনন্ত, তত্ত্বও অনন্ত। জীবের পক্ষে সে সমুদয় অবগত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং শাস্ত্রের সার ও হরিভজনের অনুকূল বিচার-আচার যাহা একান্ত প্রয়োজন, তাহাই গ্রহণীয়। ভগবানের অকপট কৃপা হইলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্বতঃই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। সতত যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভগবানই হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ না দিলে সেবা হয় না। ভক্ত সর্ব্বদা হৃদয়ে ভগবৎপ্রেরণা উপলব্ধি করেন। অভক্তহৃদয়ে অন্তর্য্যামীর ইঙ্গিত বুঝা যায় না।

তটস্থ জীবশক্তির উপর স্বরূপশক্তি আর মায়াশক্তি—উভয়েই আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন। ভজনোন্মুখ সৌভাগ্যবান জীবের উপর স্বরূপশক্তি আধিপত্য বিস্তার করিলে জীবের কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, আর দুর্ভাগ্য-বশতঃ বিরূপ বা মায়াশক্তির প্রভাববশতঃ জীব বিমুখ হইয়া যায়। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই তটস্থশক্তিকল্পিত জীবের উপর আধিপত্য করিতে পারে। অবিদ্যার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যাবধূ জীবনের সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিত প্রভৃতিরূপ মিছরি অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অতিশয় তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রত্যহ আদরের সহিত সেবিত হইলে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে স্বাদু হইয়া সেই রোগমূল অবিদ্যার বিনাশক হইয়া থাকে।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় উচ্চ স্থান পাই। কেবল অকিঞ্চন চৈতন্য গোসাঞি ॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::০::-

নিয়মাবলী

১। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাপ্থিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের সার্বকালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ, কান্তি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপার্থিব মুদ্রা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা ৵১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

শুদ্ধ ব্যক্তিগণের পরমার্থ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:০:)::——

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী—কিশোরগঞ্জ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রসহ একদল লোক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটে সুরমা মেলে আরোহণ করিয়া পার্শ্বেল, লগেজ ও রেলওয়ের টাকা-কড়িপূর্ণ সিন্দুক হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকট একটি পুল মেরামত হইতেছে। ট্রেণখানি পুলের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সময় সশস্ত্র একদল লোক ট্রেণে উঠিয়া পড়ে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলের নিকট সিন্দুকটি পাওয়া যায় [illegible] ডাকাতরা উহা খোলে নাই।

কতকগুলি সহরে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্ত্তন

মিঃ উইলিয়ামাস ঘোষণা করেন যে, আর দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই দার্জ্জিলিং, কালিম্পং এবং কার্শিয়াং—এই তিনটি পার্ব্বত্য সহরে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রবর্ত্তন করা হইবে। তাহা ছাড়া, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি যত সত্বর সম্পূর্ণ করা যাইবে তত সত্বরই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, আসানসোল, বার্ণপুর, কুল্টি, শ্রীরামপুর এবং খড়্গপুর—এই সাতটি সহরেও পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা চালু হইবে। বর্ত্তমানে ৪৫ লক্ষ লোকের আবাস সমগ্র কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল এলাকা ছাড়াও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা সহরসমূহে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং চালু আছে।

শ্রীহট্টে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীহট্ট হইতে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান মূল্য ১৬৲ টাকা মণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে মূল্য ছিল ১১॥০ টাকা। প্রকাশ, স্থানীয় কতিপয় ব্যবসায়ী প্রচুর চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যদৃষ্টে অনেকে মজুদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানাইয়া স্থানীয় বার এসোসিয়েশন প্রধান মন্ত্রীর কাছে তার করিয়াছেন।

ভারতের খাদ্যসঙ্কট

গত ১৭শে ফেব্রুয়ারী—লণ্ডন কমন্স সভার প্রধান মন্ত্রী এটলি ঘোষণা করেন,—আমি বিশেষভাবে আশা করি যে, রাশিয়া কেবল ভারতকে নহে ইউরোপের অপরাপর দেশের খাদ্যসঙ্কট সমাধানে যথাশক্তি সাহায্য করিবে

রেশনের পরিমাণ হ্রাসের কারণ

রেশনের পরিমাণ এইভাবে হ্রাস করার কারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ উইলিয়ামস বলেন যে, "বাঙ্গলা দেশে যেরূপ খাদ্য শস্যের অবস্থা তাহাতে যদিও বিশেষ কোন উদ্বেগের কারণ দেখা দেয় নাই, তথাপি গত অক্টোবর মাস হইতে সারা ভারতে খাদ্যশস্যের অবস্থার দরুণ এখানে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কার্য্যতঃ ইহার ফলে পূর্ব্বে যেরূপ ভাবা গিয়াছিল তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বাঙ্গলাকে এক্ষণে নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং গম ইত্যাদি যে সব দ্রব্যের সরবরাহ কম এবং যেগুলির জন্য বাঙ্গলাকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়, সেগুলি পাইতে আরও অধিকতর অসুবিধা হইবে। এই সব কারণে বাঙ্গলাকে ভারতের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে একযোগে নিজের খাদ্যভাণ্ডার যথাশক্তি সঞ্চয় করিয়া উহা যাহাতে যথাসম্ভব সমসাম্যে ভিত্তিতে সুষ্ঠুরূপে বণ্টিত হয় তজ্জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বড়লাট গত শনিবার রেডিও বক্তৃতায় ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন তাহার মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই নীতি [illegible] ঘাটতি অঞ্চলগুলির সকলেরই একভাবে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই নীতিই সর্ব্বাধিক পরিমাণে কার্য্যকরী করিতে ইচ্ছুক।"

বালেশ্বর জেলা সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৫।১৭ এবং ১৮ তারিখে বালেশ্বর জেলা সঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন বালেশ্বর সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। মাষ্টার শঙ্কর এবং মিস শাকুন্তলার নৃত্য চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মিস প্রতিমা মিত্র ও মিস সুষমা গুপ্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সম্মিলনীর সেক্রেটারী মিঃ রবীন্দ্র সরকার সম্মিলনীর সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সকলকে টীকা লইবার অনুরোধ

গত ১৭ ফেব্রুয়ারী—অবিলম্বে টীকা লইবার জন্য আসামের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর আসামের সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রকাশ, আসামের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে টীকা দিবার জন্য আসামের জনস্বাস্থ্য বিভাগ নূতন টীকার বীজ আমদানী করিয়াছেন। জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, গত ২রা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে ৭০ জন বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে এবং ২৪ জন মারা গিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনকে বিশ্বাস করা যায় না; ঐন্দ্রজালিকের কার্য্যাবলী তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়া দেয়। অন্তর্দর্শনাভাবে আমরা বহির্দর্শনে বঞ্চিত হই। তজ্জন্য আমরা সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, মিত্রকে শত্রু ও শত্রুকে মিত্র মনে করিয়া ভ্রান্ত হই। এ জগতেই যখন প্রত্যক্ষ দর্শন ভ্রমযুক্ত, তখন পরমার্থ-জগতে যে তাহার স্থানই নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ভক্তিরাজ্যে শ্রুতিই একমাত্র অবলম্বন। অভক্তের ভগবদ্দর্শনচেষ্টা ও ভক্তের ভগবদ্দর্শন সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীপ্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর দর্শনে আকাশ পাতাল-ভেদ বর্ত্তমান। শ্রবণপরায়ণ প্রহ্লাদ শ্রবণফলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, স্তম্ভ দর্শন করা যায় না, যতক্ষণ স্তম্ভ তাহাকে দর্শন দান না করেন। কিন্তু দ্রষ্টৃ-অভিমানী হিরণ্যকশিপু নিজ চেষ্টায় স্তম্ভকে দর্শন করিতে গিয়া বঞ্চিতই হইয়াছিল। যাহারা শরণাগত না হইয়া দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি হিরণ্যকশিপুর চিত্তবৃত্তির অনুরূপ। শ্রীপ্রহ্লাদ এরূপ ব্যক্তিকে দর্শনচেষ্টা নিরাস করিয়াছিলেন। ভক্তের চিত্ত—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোত্রই ভগবদ্দর্শনের নেত্র। সেখানে শ্রোত্রের সহিত নেত্রের আর ব্যবধান থাকে না।

সাধনের প্রারম্ভে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য ভগবন্নাম-শ্রবণের অপেক্ষা থাকে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ বিষয়মলমুক্ত হইলে ভগবানের রূপসম্বন্ধিনী কথা শ্রবণ এবং তৎফলে অন্তরে ঐ রূপের উদয়যোগ্যতা লাভ হয়। কৃষ্ণতত্ত্ববিদের নিকট শ্রবণদ্বারাই প্রকৃত দর্শন হয়। শুরুদেবের বাণীতে পাই,—"জীবের আপনাকে দ্রষ্টৃ-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ-অভিমানে জগৎকে ভোগ্যজ্ঞানে অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেবাবুদ্ধিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার ও গোকুলদর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। একমাত্র পরমভোক্তা ও পরমদ্রষ্টা ভগবানের ভোগ্য দৃশ্য বা হইলেই মঙ্গল। শ্রীভগবান্ দৃশ্য নহেন, তিনি দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে শ্রীভগবানের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ শ্রবণনেত্রে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।"

হরিভজনকারীকে কেহ বাধা দিয়া কিছু করিতে পারে না

কে হরিভজন করিল না করিল সে তত্ত্ব লইয়া আমার সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। আমি হরিভজন করি না কেন? ভজন ব্যক্তিগত কল্যাণকর। জগতের কেহই যদি হরিভজন না করেন কিম্বা হরিভজনের ছলনায় অন্য কিছু করেন, তাহা হইলে আমি হরিভজন পরিত্যাগ করিব কেন? হরিভজনই আমার একমাত্র কৃত্য, এতদ্ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কৃত্য নাই। হরিভজন ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সবই অকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম—এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আমি হরিভজনে অগ্রসর হই না কেন? হরিভজন না করিবার গুপ্ত ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান পাইলেই অপরে হরিভজন করে না, যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি তাঁহারাই যখন সুষ্ঠুভাবে হরিভজন করিতেছেন না তখন আমি আর কেন করিব, এইরূপ কুযুক্তি হৃদয়ে স্থান পায়। হরিভজন করিবার ইচ্ছা না থাকিলে ছলনা বা নিরাশা হৃদয়ে স্থান পায়, কিন্তু হরিভজনের অকপট আকাঙ্ক্ষা যেখানে সেখানে সকলেই হরিভজন করিতেছেন, আমি করিতে পারিলাম না, এইরূপ অনুভূতি প্রবল হয়। হরি, গুরু ও বৈষ্ণব নির্দ্দোষ বস্তু। সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন বা কৃষ্ণের বিলাস-দর্শনই নির্দ্দোষ-দর্শন বা সুদর্শন। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ই নির্দ্দোষ। তাঁহাদের সবই ভাল। তাঁহারা বড় সুন্দর। এই সেবাদর্শন বা সুন্দরদর্শন যেখানে নাই, সেখানেই দোষযুক্ত দর্শন বা কুদর্শন। কৃষ্ণদর্শন না হইলে অকৃষ্ণ-দর্শন বা মায়াদর্শন হইবেই। হরিভক্তের চিত্তবৃত্তি এইরূপ—

"বৈষ্ণবের নিন্দা কভু নাহি পড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে—এইমাত্র জানে॥"

যত বাধা-বিপত্তিই আসুক, আমার একমাত্র কৃত্য হরিভজন আমি কিছুতেই ছাড়িব না, এরূপ দৃঢ়তা যেখানে নাই, সেইখানেই অজ্ঞতা আছে। শ্রদ্ধাই সেবা-অধিকারলাভের একমাত্র উপায়। অজ্ঞের শ্রদ্ধা অসম্ভব বলিয়া অজ্ঞের সেবাধিকার নাই। উপরিউক্ত দৃঢ়তা যাহার আছে, তাঁহারই শ্রদ্ধা বা শরণাগতি হয়। তিনিই শরণাগত হইয়া হরিভজন করিতে পারেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন,—"যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চাতেই শ্রীহরির পূজা করেন কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যজনের মধ্যে শ্রীহরির পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। অর্চ্চায় অর্থাৎ প্রতিমাতেই শ্রীহরির পূজা করেন, পরন্তু হরিভক্তের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না; সুতরাং অন্য জনের মধ্যে করেন না। ঈদৃশ ভক্তের ভগবৎপ্রেমাভাব, ভগবদ্ভক্ত-জ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বাদর-লক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয়হেতুঃ এই ভক্ত প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি আরম্ভ অর্থাৎ সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎই তাঁহার ভক্তি প্রারব্ধ হইয়াছে। এই কনিষ্ঠ ভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবধারণজাত নহে। যেহেতু 'যাস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে' এই শ্লোকের পবশুলা দেহে যাহার আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং নদ্যাদিসলিলে যাহার তীর্থবুদ্ধি বর্ত্তমান, অথচ ভগবৎ-প্রত্যভিজ্ঞ ব্যক্তিতে কখনও তাদৃশবুদ্ধি নাই সে ব্যক্তি গোখর।'—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহারা অবগত নহেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র লোকপরম্পরা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব অজাতপ্রেম অথচ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকই মুখ্য কানিষ্ঠরূপে জ্ঞাতব্য। ভগবৎশরণাপত্তিই উৎপন্ন শ্রদ্ধার চিহ্ন-স্বরূপ। শাস্ত্র অশরণাগত পুরুষের ভয় এবং শরণাগত পুরুষের অভয়ই বলিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ শাস্ত্রে ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসমূহের ঐহিক, ব্যবহারিক প্রমাণ শ্রবণেও তাহাতে অবিশ্বাসযুক্ত হন না। অতএব তাঁহার ভক্তিবিষয়ে প্রাকৃত দ্রব্যাদির তুল্যজ্ঞানে দোষবিশেষানুসন্ধানমূলে কখনও অপ্রবৃত্তি হয় না। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয় দশাতেই অর্থী ভিক্ষাভাবীর ন্যায় ভক্তিবিষয়ে অনুবৃত্তি-চেষ্টাই হইয়া থাকে। যদিও বা শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষেরও প্রারব্ধ কর্ম্মাদিবশতঃ বিষয়-সম্বন্ধের অভ্যাস হয়, তথাপি বিষয়সম্বন্ধকালেও তাহাকে বাধা প্রদানপূর্ব্বক দৈন্যরূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।"

যিনি হরিকে চান, তিনি হরিকে পাইবেনই। যিনি বাস্তবিক বস্তুপ্রার্থী হন, কে বস্তু চায় বা না চায় এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রশ্ন জাগে কি না তিনি সে সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান করেন কি? এই মায়ার জগতে কেবল বাধা। যিনিই হরিভজন আরম্ভ করিবেন তাঁহারই নিকট জাগতিক অসংখ্য অভাব-অসুবিধা পর পর আসিয়া উপস্থিত হইবে। যিনি ধীরবুদ্ধি হইয়া সেই সকল অসুবিধাগুলিকে কৃষ্ণানুকম্পার সোপান বলিয়া বরণপূর্ব্বক তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণাপেক্ষা সুনীচ, অনিন্দক, অমানি-মানদ ও নির্ম্মৎসর হইয়া সৎসঙ্গে শ্রীগুরুমুখশ্রুত বাণীর অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারই হরিভজনের অকপট পিপাসা উদিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। সুতরাং আমরা যেন আত্মকর্ম্মবিপাককে পরকৃত হিংসা মনে করিয়া অসহিষ্ণু, দাম্ভিক, মৎসর ও নিন্দক না হইয়া পড়ি। কীর্ত্তনাপরাধের জন্য যেন আমাদের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠারূপ উপশাখাগুলি বর্দ্ধিত না হয়।

কৃষ্ণ পূর্ণ বস্তু। তিনি অন্তর্য্যামী। তিনি আমার হৃদয়ের সমস্ত খবরই রাখেন সুতরাং তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া তাঁহাকে পাইতে চাই কেন? ইহা কি বুদ্ধিমত্তা, না আস্তিকতার অভাব নাস্তিকতা—অশ্রদ্ধা? আমি সত্য সত্য অকপটভাবে কৃষ্ণকে চাই কিনা তাহা ত' কৃষ্ণ জানেন, সুতরাং আমি কৃপা চাওয়ার ভাণ করিয়া কিরূপে কৃষ্ণকে পাইব? যিনি অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত নিষ্কপট-প্রেমাস্পদ প্রতি পদবিক্ষেপে কৃষ্ণসেবাময় জীবন যাপন করেন, গুরু-কৃষ্ণ তাঁহাকেই আত্মসাৎ করেন—আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। এরূপ সাধনাভিনিবেশ বা নিষ্ঠাভিনিবেশ আমার হইয়াছে কি? তা' যখন নাই, তখন আমার মঙ্গল কি করিয়া হইবে?

সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিয়া, সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গের মধ্যে থাকিয়াও আমি কেন হরিভজন করি না? হরিভজন করিতে আসিয়া হরিভজন না করার কারণ কি? তাহা হইলে কি আমার ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে? আমি কি গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি? আমার অর্চ্চনাপরাধ হইয়াছে কি? কই শ্রীনাম প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আদির সহিত একক্ষণ রোদনা ত' জানাইতেছি না? অন্যদেবার্চ্চনাই কি আমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতেছে? আমি কি কেবল সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়াই দিন কাটাইতেছি? আমি কি সাধু ব্যতীত অসাধুর সহিত ভুলক্রমে বা স্বেচ্ছাক্রমে বহুবিধ শ্রীভজনে আবদ্ধ হইয়াছি? আমি কি হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া উহাকে কঠিন রোগ না জানিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ রোগের ঔষধ কি? ইহার উপায় একমাত্র সাধুগুরুর পরামর্শগ্রহণ—নিজের বিশ্বাসঘাতক মন বা মনোধর্ম্মী জীবের পুষ্পিত প্রলাপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান—অনুক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণ-কীর্ত্তন। এই কথা শুনিয়া আমার যখন মনে হয়, ইহাতেই কি সেবা হইবে? তখন দৃঢ়ভাবে জানিতে হইবে, ইহাতেই সব হইবে—হরিকথা শুনিলেই সব হইবে, আগে শুনিতে হইবে, আগে দেখিতে হইবে না বা আর কিছু করিতে হইবে না। কাণের পথটী সর্ব্বক্ষণ খুলিয়া রাখিতে হইবে, সতত সজাগ থাকিতে হইবে—জাগিয়া ঘুমাইতে হইবে না।

আমার অনেক সময় মনে হয়, আমি ত' জাগিয়া ঘুমাই না, আমি ত' হরিকথা শ্রবণ করি। কিন্তু আমি সত্যসত্যই হরিকথা শ্রবণ করি কিনা আমার চিত্তবৃত্তির দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদি হরিকথা সত্য সত্যই শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচার নষ্ট হইবে। 'আমি কৃষ্ণের দাস'—এই চিন্তা প্রবল হইবে।

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

Regd No. C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। শ্রীহরিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাগতিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য অর্থাৎ আগন্তুক লাভ ও অভাব বা হানিজনিত উল্লাস বা বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ সম্বন্ধীয় দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের অনুসন্ধান—এই সকল অপ্রাপ্য মূল্য শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সদ্গ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহের পরম [illegible] কোন ব্যবহারিক কার্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শ্রীনদীয়া প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

——::(:০:)::——

কলিকাতা গেজেট

৩১শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার কলিকাতা গেজেট হইতে নিয়োগ ও বদলীর বিজ্ঞপ্তি সমূহ প্রকাশিত হইল :—

নোয়াখালির অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ সি সেন অস্থায়ীভাবে ঐ জিলায় ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অবসর প্রাপ্ত সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর বাবু আশুতোষ দাশগুপ্ত অস্থায়ীভাবে শিয়ালদহে সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর রায় বাহাদুর নিরঞ্জনমোহন বর্ধন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। অবসরপ্রাপ্ত সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাব ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল অস্থায়ীভাবে পুনরায় ময়মনসিংহ সদরে সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষানবীশ মুন্সেফ বাবু বলরাম বসাক অস্থায়ীভাবে হাওড়া জেলার অন্যতম স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। মৌলবী কাজী মহম্মদ আবদুর রউফ ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জিলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থলে নোয়াখালির জেলা সাব রেজিষ্ট্রার বাবু উপেন্দ্রলাল দেব ময়মনসিংহে বদলী হইলেন। চট্টগ্রামের সদর জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র সেন অস্থায়ীভাবে নোয়াখালির জিলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। আলিপুরের সদর তৃতীয় জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার মৌলবী মহম্মদ নুরউদ্দিন অস্থায়ীভাবে ফরিদপুরের জিলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। নীলফামারী, লালহাটির সাব রেজিষ্ট্রার বাবু ফণীন্দ্রকুমার মিত্র অস্থায়ীভাবে বর্দ্ধমানের জিলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। দিনাজপুরের জিলা সাব রেজিষ্ট্রার বাবু জ্যোতিরিন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রংপুরে বদলী হইলেন। শিয়ালদহের সাব রেজিষ্ট্রার বাবু জিতেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জি অস্থায়ীভাবে দিনাজপুরের জিলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। ডায়মণ্ড হারবারের সাব রেজিষ্ট্রার বাবু রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি অস্থায়ীভাবে বগুড়ার জিলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। খুলনা সদরের প্রথম জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি রাণাঘাটের সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন। নারায়ণগঞ্জের অস্থায়ী সাব ডেপুটি কালেক্টর ও অতিরিক্ত সার্কেল অফিসার বাবু শান্তিকুমার সেনগুপ্ত ঢাকার উত্তর সদরে বদলী হইলেন। সাব জজ ও সহকারী দায়রা জজ (ছুটিতে) বাবু অমূল্য-[illegible] চট্টগ্রামের সাব জজ নিযুক্ত হইলেন। [illegible] (ছুটিতে) বাবু [illegible] ২৪ পরগণার অতিরিক্ত সাব জজ নিযুক্ত হইলেন। ২৪ পরগণার অস্থায়ী অতিরিক্ত সাব জজ বাবু কালীনারায়ণ [illegible] পুনরায় খুলনা সদরে মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। যশোহর জেলার মাগুরার সাব ডেপুটি কালেক্টর বাবু কাশীনাথ হাজরা মাগুরার সার্কেল অফিসার হইলেন। বাঁকুড়ার সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাব ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুত নীলরতন ব্যানার্জ্জিকে রাজসাহীতে বদলী করা হইয়াছিল; তাঁহাকে সার্কেল অফিসার হিসাবে বগুড়ায় বদলী করা হইল। দিনাজপুর সদরের অস্থায়ী সাব ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী টি আই এম রফিকুদ্দৌলা চৌধুরীকে দিনাজপুরের বালুরঘাটে সার্কেল অফিসার হিসাবে বদলী করা হইল। দিনাজপুরের শিক্ষানবীশ সাব ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী জেসাবুদ্দিন মণ্ডলকে ঠাকুরগাঁওয়ের সার্কেল অফিসার নিযুক্ত করা হইল।

———

ভারতের জন্য চারি লক্ষ টন গম বরাদ্দ

নয়াদিল্লী ২০শে ফেব্রুয়ারী—ওয়াশিংটনস্থ যুক্ত খাদ্য বোর্ড ১৯৪৭ সালের প্রথমার্দ্ধে ভারতের জন্য চারি লক্ষ টন গম বরাদ্দ করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত ভারতের জন্য কোনও চাউলের বরাদ্দ করা হয় নাই। এই সম্বন্ধে খাদ্য বোর্ড বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ভারতীয় খাদ্য প্রতিনিধিদল ওয়াশিংটনে পৌছাইবার পর এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হইবে বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্ম হইতে চাউল পাইবার বিশেষ আশা নাই। শ্যাম হইতে সর্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে শ্যাম হইতে প্রেরণের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টন চাউল পাওয়া যাইবে। শ্যাম হইতে কি পরিমাণ চাউল পাওয়া যাইবে তাহা ওয়াশিংটনস্থ যুক্ত খাদ্য বোর্ড স্থির করিবেন।

ভারতে রহস্যজনক ব্যক্তির অবস্থান

করাচী ১৯শে ফেব্রুয়ারী এক রহস্যজনক ব্যক্তি বর্তমানে ভারত ভ্রমণ করিতেছেন। অনেকে তাঁহাকে লর্ড পেথিক লরেন্সের সেক্রেটারী বলিয়া মনে করেন। তাঁহার নাম মিঃ ডি উলমার। তিনি ঐ দিবস পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের সহিত সংযোগ রাখিয়াছিলেন। এখানে তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান সহরগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছে প্রকাশ যে, বর্তমানে তিনি দিল্লীতে আছেন।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের যেসকল প্রশ্নোত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

———

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিস্তৃত জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় সর্বোত্তম গ্রন্থ। মূল্য ২৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়

নিরপেক্ষ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণাসমূহের শ্রৌত ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ ভ্রমসমূহ নিরাকৃত হইয়াছে। মূল্য ৸০ আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

২০শ বর্ষ } ১৭ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯ · ২২শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২; ৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৪৬, বুধবার · } ২৮১-২৮৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ গোবিন্দ বাপু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৯

শ্রীনামসংকীর্ত্তন

——::::::::——

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সর্বাঙ্গ-লীলা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নবধাভক্তি-যাজনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অসমোর্দ্ধ-মাহাত্ম্যের বিষয় তৎপূর্ব্বে আর কেহ কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নামের মাহাত্ম্য শিক্ষকের বেশে জগতে আসিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীনামের অসমোর্দ্ধ মহিমা স্বয়ং শ্রীনামী ব্যতীত আর কেহ জানাইতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দর জানাইয়াছেন,—শ্রীনামই সর্ব্বসাধন-সাধ্যসার, শ্রীনামই পরমতত্ত্ব, নিত্য আরাধ্যতম বস্তু। শ্রীনামকীর্ত্তনেই যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ পরিপূর্ণরূপে সাধিত হইয়া থাকে। "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি"—কায়মনোবাক্যে শ্রীনামানুশীলন, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরমশিক্ষা। শ্রীনামকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম। কিন্তু কলিযুগের ধর্ম্ম হইলেও কলিহত জীবগণের শ্রীনামকীর্ত্তনে স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা নাই। শ্রীগৌরহরির কৃপা ব্যতীত কেহ শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে পারেন না, শ্রীগৌরশক্তির আনুগত্য ব্যতীত কেহ শ্রীনামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। পরমবস্তু শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তি জীব-কল্যাণের নিমিত্ত নিত্যধাম হইতে ভূলোকে নরোত্তম পাত্ররাজরূপে প্রেমদাতা নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ অবতীর্ণ হন। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়দয়ার মূর্ত্তবিগ্রহ জগদ্গুরু আচার্য্যবৃন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্য-স্বরূপ কীর্ত্তনমুখে জগতে প্রকাশ করেন, এজন্য তাঁহারা মহাবদান্য।

শ্রীনামকীর্ত্তন কলিকালের যুগধর্ম্ম। অবশ্য শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বকালেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; তথাপি বিশেষ করিয়া কলিযুগের ধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিবার মূলে দুইটী কারণ আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ কলিকালে জীব সকল অত্যন্ত অল্পায়ুঃ, হীনবীর্য্য ও অস্থিরচিত্ত হইয়া থাকে। ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনাদির সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করা কলিজীবের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সেইজন্য শ্রীনামকীর্ত্তনকেই কলিকালে যুগোপযোগী ধর্ম্মরূপে মহাজনগণ স্থির করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ কলি বা বিবাদের যুগে জীবের মতি নিসর্গতঃই অত্যন্ত তর্কনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আধ্যক্ষিক জ্ঞানের গরিমায় স্ফীত তর্কপন্থী শ্রৌতজ্ঞানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠবস্তুকে স্বীয় অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে মাপিবার দুশ্চেষ্টা তাহাতে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়। শ্রৌত-বাণীতে আদর বা বিশ্বাস না থাকায় তাহারা শ্রুতি-উপদিষ্ট পন্থাসমূহে অনাদর প্রকাশ করিয়া উহাকে অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তর্কপন্থার প্রাবল্যের যুগে অন্যান্য সাধনাঙ্গ তর্কপন্থিগণের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না। তর্কের অভিযান ব্যর্থ হয় একমাত্র শ্রীনামের নিকট। শ্রীনাম অভিন্ন শ্রীনামী, পূর্ণ, নিত্য, মুক্ত ও চৈতন্যরসবিগ্রহ বৈকুণ্ঠবস্তুকে তর্কপন্থা কখনও বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। স্বতঃকর্ত্তৃত্বশক্তির শ্রীনাম স্বশক্তি চালনা করিয়া তার্কিকের তর্কনিষ্ঠা দূর করিয়া তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এইজন্য কলিযুগে শ্রীনামকীর্ত্তনই পরম উপায়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, সর্ব্বত্র শ্রীনামের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীনাম-ভজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন? এই প্রশ্ন আমাদের মনে আসিতে পারে, শ্রীল ঠাকুর তাঁহার নামপ্রসাদ-দীপায় এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া শ্রীনামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরবস্তুর সান্নিধ্য এবং সেবানুকূল লাভ করিবার উপায় মাত্র একটী; তাহা ভক্তি। ভক্তির বহু অঙ্গ আছে। সেই সকল অঙ্গের অন্যতমরূপে কীর্ত্তনাঙ্গ নির্দ্দেশ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে কীর্ত্তন কেবলমাত্র অঙ্গনাঙ্গ বা ভক্ত্যঙ্গ নহে, কীর্ত্তনই সমগ্র ভজন। যেমন দশাবতারের অন্যতমরূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ অংশাবতারমাত্র নহেন, পরন্তু সকল অবতারের মূল বস্তু ও আকর অংশী, তদ্রূপ কীর্ত্তন সামান্যভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গের সমপর্য্যায়ভুক্ত কখনই নহে—ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। এ জগতে ভগবানের সাক্ষাৎসেবা সম্ভবপর হয় না। কারণ, এই পরিণামশীল নশ্বর জগৎ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতলীলাবিলাসের ক্ষেত্র নহে, এখানে বিপ্রলম্ভগত ভজনই জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। সেবোন্মুখ জীব যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার নিত্যসম্বন্ধের বিষয় অবগত হন তখনই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মসেবা-সৌভাগ্য পাইবার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তিনি তখন প্রবল আর্ত্তিসহকারে শ্রীনাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকেন। যুক্তির দিক্ দিয়া দেখিলেও দেখা যায়, এইরূপ বিরহসূচক আহ্বানই ভগবৎপাদপদ্ম-সেবকামী জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। এই আহ্বানই ভজন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। বিরহের আভাসে সকলপ্রকার সম্ভোগপিপাসা দূরীভূত হইয়া, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বিরহের গাঢ়তা যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই জীবহৃদয়ে আনন্দসমুদ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে—নিত্য নূতন মাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য হয়। বিরহদুঃখের প্রগাঢ়তম অবস্থায় জীব আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করিয়া থাকেন। বিরহই ভজন—বিরহই জীবের সর্ব্বাসর্ব্বস্ব। বিরহবোধ সেবা ও সৈবকে যত আনন্দ দেয়, এত আর কিছুতেই দেয় না। এই বিরহ-সাগরের উদ্বেলন একমাত্র শ্রীনাম-ভজনেই সম্ভবপর হয়। এইজন্য শ্রীরূপানুগগণের মধ্যে শ্রীনামানুশীলনের এত আদর। শ্রীনামই একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র গতি। অন্য উপায় বা অন্য আশ্রয় জীবের নাই। যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনে যাহা লাভ হয়, একমাত্র শ্রীনামানুশীলনে তৎসমুদয় এবং তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-বিজ্ঞান অনুস্যূত আছে। শ্রীনামাশ্রয়ে চিত্ত যত শুদ্ধ হয়, ততই সেই চিত্তে শ্রীনামীর অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরমাধুরী স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বিগলিত শিক্ষাষ্টক শ্রীনামানুশীলনকেই উদ্দেশ করে। কারণ উহার প্রত্যেকটী শ্লোকই বিরহবাচক। শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামানুশীলনের যে প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীনামভজনকারী ভাগ্যবান্ জীব অষ্টকাল শ্রীনামপ্রভুর সেবা সৌভাগ্য লাভ করেন।

কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীনামকীর্ত্তন চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনকে আমরা যেন গৌণ বা সাধনমাত্র মনে না করি। শ্রীনামই সাধ্য-সাধনের আকর। যতক্ষণ শ্রীনাম ও শ্রীনামীতে, শ্রীনাম ও রূপ-গুণাদিতে ভেদবুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ শ্রীনামের

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

অনুশীলন বিশুদ্ধভাবে হয় না। যাঁহারা শ্রীনামকৃপাবলে রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-বিলাসবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সেবাসৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহারা শ্রীনামকীর্ত্তনকে কখনও পরিত্যাগ করেন না; পরন্তু শ্রীনামসেবা মুখ্যস্বরূপে তাঁহারাই করিয়া থাকেন। শ্রীনামে তাঁহাদের অনুরাগ এত অধিক যে, তাঁহারা শ্রীনামে রূপ, গুণ, লীলারস আস্বাদন করিতে ভালবাসেন। শ্রীনামপ্রেম যিনি আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি অপরকে তাহা আস্বাদন না করাইয়া থাকিতে পারেন না। বিশ্বাবধূজীবন শ্রীনামকীর্ত্তনই যাঁহার জীবাতু, প্রচার তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীনাম-বিতরণেই জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া করা হয়। জীবের প্রতি দয়া করিবার প্রবৃত্তি না জাগিলে শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভ করা যায় না। কারণ জীবে দয়াবিতরণ শ্রীনিত্যানন্দের কার্য্য। 'দয়া করা' অর্থ কৃষ্ণসেবোন্মুখ করিতে চেষ্টা করা। শ্রীনামপ্রভুর প্রতি যাঁহার রুচি বা রতির উদয় হইয়াছে, তিনি সকলকে নামসেবোন্মুখ করিয়া সকলের দ্বারা শ্রীনামপ্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণে যত্নপর হন। শ্রীকৃষ্ণের সুখ যাঁহার তাৎপর্য্য, তিনি নিজে সেবাপর হইয়া বহু জীবনে ইন্দ্রিয়তর্পণযজ্ঞের ইন্ধন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন। শ্রীনামপ্রভুর সেবা, শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবকগণের গোত্রবর্দ্ধন কার্য্যটী শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুই করিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি যতটা নিজে সেবাপর হইয়া অপরকে সেবোন্মুখ করিতে চেষ্টা করেন, তিনি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা সেই পরিমাণে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য গাহিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের সংসার কর" ছাড়ি অনাচার
জীবে দয়া, নামে রুচি সর্ব্বধর্ম্মসার॥"

বিচারভেদ

——:::::::::——

জগতে দুই প্রকার লোক—বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব। সাধারণ ও সৎসাম্প্রদায়িক, বিদ্ধ ও শুদ্ধ, জড় ও চিৎ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, অসারগ্রাহী ও সারগ্রাহী, বদ্ধ ও মুক্ত, বদ্ধ ও মুক্ত, কপট ও অকপট, অধীর ও ধীর প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারা উদ্দিষ্ট। উভয়ের প্রমাণ বিভিন্ন, দর্শন বিভিন্ন, প্রাপ্য-বস্তুর ধারণা বিভিন্ন, বস্তুপ্রাপ্তির উপায় বিভিন্ন, পরস্পর ব্যবহার বিভিন্ন এবং নিজেদের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণাও বিভিন্ন।

অবৈষ্ণব আরোহপন্থী। সম্বল তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান ও নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি; প্রমাণ তাঁহার প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা কল্পনা। এইরূপ বস্তুবিষয়ক ধারণা এবং বস্তুপ্রাপ্তির জন্য উপায়কেও তিনি অসম্পূর্ণ জ্ঞান করেন। প্রতিপদে নূতন নূতন কল্পিত উপায়ে তিনি বস্তুর নিকট পৌঁছিতে যত্নবান্। অবৈষ্ণবের প্রাপ্যবস্তু জড়ের অনুগ্ন না অন্যের, বৈষ্ণবের বস্তু চিৎএর দৃষ্ট বা জ্ঞাত। অবৈষ্ণবের দর্শনের মূলে—প্রত্যক্ষ ও অনুমান, বৈষ্ণবের দর্শনের মূলে শ্রুতিপ্রমাণ। বৈষ্ণব অবরোহপন্থী বা শ্রৌতপন্থী। অবৈষ্ণব অসত্য ও অনিত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্যবস্তুতে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন, বৈষ্ণব সত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্যে পৌঁছিতে চেষ্টা করেন এবং পৌঁছেন। অবৈষ্ণবের বস্তুপ্রাপ্তির উপায় পরিবর্ত্তনশীল এবং উপেয় বা প্রাপ্যবস্তু পাইয়াছেন মনে করিয়া উপায়গুলি পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ উপায় ও উপেয় তাঁহার নিকট বিভিন্ন জাতীয়, বৈষ্ণবের নিকট উপায় ও উপেয়—একই জাতীয়। তিনি উপায় ও উপেয়কে পৃথক্ জাতীয় মনে করেন না। অবৈষ্ণব মনোধর্ম্মী বৈষ্ণব—আত্মধর্ম্মী। অবৈষ্ণব নিজেকে দ্রষ্টা এবং প্রাপ্যবস্তুকে দৃশ্য বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব প্রাপ্যবস্তুকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য বলিয়া অভিমান করেন। এই জন্যে সম্বল তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ, মন ও বুদ্ধি এবং তদ্দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞান; বৈষ্ণবের সম্বল—শ্রদ্ধা, আনুগত্য বা শরণাগতি বিশিষ্ট মন, শুদ্ধচিত্ত বা আত্মা।

অবৈষ্ণব দৃশ্য হইতে দ্রষ্টায় আরোহণ করেন, বৈষ্ণব দ্রষ্টার কৃপা বা অবতার এবং অবাধে সাক্ষাৎকার অনুভব করেন। অবৈষ্ণব নিজের উপায়কে অনিত্য ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান করায় উপায়ে তাহার বিবাদ ও সন্দেহের অবসর হয়, বৈষ্ণব উপায়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করায় বস্তুর উপেয়ের সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ করেন, সুতরাং বিবাদ ও সন্দেহের অবকাশ নাই।

অবৈষ্ণব যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিজ অভিজ্ঞান সম্বলটুকু সংগ্রহ করেন, তাহা কতকদিন পরে আর থাকে না বা একই অবস্থায় চিরদিন থাকে না অর্থাৎ অশুদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল। বৈষ্ণব আত্মসমর্পণ করায় তিনি শুদ্ধ ও নির্ম্মল। অবৈষ্ণবের অশুদ্ধ ও নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু পাওয়া যায় না বৈষ্ণবের শুদ্ধ ও নির্ম্মল ইন্দ্রিয়ে শুদ্ধ ও অবিনশ্বর বস্তু প্রতিফলিত হন। অবৈষ্ণব আরোহবাদে বিশ্বাস করেন, বৈষ্ণব নিত্য-সত্যের অবতারবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। অবৈষ্ণবের প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক অনুমান তাঁহাকে দর্শনকার্য্যে প্রবঞ্চনা করে, বৈষ্ণব মহৎ বা বিষয়মুক্ত ও শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকার করায় তাঁহার প্রাপ্যবস্তু সত্য সুতরাং পরিজ্ঞাত বিষয় বলিয়া তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করে না।

অবৈষ্ণবের সম্বল প্রত্যক্ষ ও অনুমান বলিয়া তাহার মনোধর্ম্ম এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, তাহার মন কোন তুচ্ছবস্তুতে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন বা বস্তুর সুষ্ঠু দর্শনে ব্যাঘাত করায় নশ্বরতা-নিবন্ধন তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ের সামর্থ্য অল্প বলিয়া অনুভবস্তুর নিকট তাঁহাকে পৌঁছিতে দেয় না এবং তাঁহার যাবতীয় চেষ্টার মূলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্ত্তমান থাকায় অন্যকে প্রবঞ্চনা এবং নিজেও বঞ্চিত হওয়াই তাঁহার নিসর্গ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে পরিজ্ঞাত ও বাস্তববস্তুই প্রাপ্য এবং উহা শ্রুতি-পরম্পরায় আগত হওয়ায় তাঁহাতে উপরিউক্ত চারিটী দোষের অবকাশ নাই।

জীবগতি

——:::::::::——

এই ব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য বদ্ধজীব কৃষ্ণ-সেবা বহির্ম্মুখ হইয়া চৌরাশীলক্ষ উচ্চাবচ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। জীবের দেহ ও মন,—এই দুইটী উপাধি। এই উপাধিদ্বয় পটহই জীবের সংসারকারাগারে ভ্রমণ। এই উপাধিদ্বয়ের অতীত জীবের একটী শুদ্ধস্বরূপ আছে, তাহা অতীব সূক্ষ্ম। এই অণুচৈতন্য বদ্ধ জীবের ধর্ম্ম—বিভুচৈতন্য পরমেশ্বরের নিত্য সেবা। জীব তাহার এই স্বাভাবিক দাস্য বা স্বাধীনতা হইতে নিজ নিজ ভোগেচ্ছা-রূপ স্বতন্ত্রতাক্রমে বিচ্যুত হইয়া নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। সেই জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম দ্বিবিধ ভেদ, জঙ্গম আবার ত্রিবিধ—জলচর, স্থলচর ও খেচর। এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ, স্থলচর প্রাণিগণের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মানবের সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা স্বল্প। সেই মানবের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর প্রভৃতি শ্রৌতপন্থাবিমুখ জীব। আবার যাঁহারা বেদনিষ্ঠ বলিয়া বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অর্দ্ধেক ব্যক্তি মুখেমাত্র বেদ মানেন। বেদনিষ্ঠগণ দুইপ্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী, ধর্ম্মাচারিগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কোটীজ্ঞানীদের মধ্যে বস্তুতঃ একজন জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত। সেইরূপ কোটী জড়বুদ্ধিমুক্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কৃষ্ণভক্ত পাওয়া দুর্লভ। কৃষ্ণভক্তের কোন কামনা নাই। ধর্ম্মাচারী ও কর্ম্মনিষ্ঠ—ভুক্তিকামী এবং মুক্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানী—মুক্তিকামী, তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার যোগ-ফলের সিদ্ধিকামী। যতদিন তাঁহাদের হৃদয়ে এই তিন প্রকার কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে ঐ সকল কামনা শান্তিদান করে না। এই কারণে তাঁহারা সকলেই অশান্ত; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন প্রকারে ভক্তিপ্রবণ কৃষ্ণকৃপা-সুকৃতি লাভ হয়, তাহা হইলেই সদ্গুরুর দর্শন হয় এবং সদ্গুরুর কৃপায় ভক্তিলতার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। সাধক জীব তখন মালীর ন্যায় সেই ভক্তিলতার বীজে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জলসেচন-ফলে লতার অঙ্কুর উদ্গম হয় এবং লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেবীধাম মাহিক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া রজস্তমাদির গুণ-নিরপেক্ষ মায়া-প্রদেশ বিরজায় উপনীত হন। বিরজা হইতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোকের দিকে অভিযান করেন। একান্ত কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ সাধুগণের শ্রীমুখবিগলিত কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনজল নিরন্তর সতর্ক হইয়া সেচন না করিলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাবস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ধাম ব্রহ্মলোকের জ্যোতি ত চক্ষু ঝলসাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে; ইহাতে ভক্তিলতা একেবারে নিরস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সাধক-মালী সাবধানে অপ্রাকৃত সবিশেষবিগ্রহ পরাৎপর-পুরুষের সেবালতায় গুরুবৈষ্ণবকৃপারূপ জল সেচন করিতে করিতে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোমে ভক্তিলতাকে বিবর্দ্ধিত করেন। কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পরব্যোমে শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্যও কৃষ্ণসেবালতার ফলনীলতা বোধ করিতে পারে না। জলসেচন করিতে করিতে মালী গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন। লতা কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইলেও মালী শ্রবণ-কীর্ত্তন পরিত্যাগ করেন না। এখানে পরম অনুরাগের সহিত স্বাভাবিকভাবেই নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল-সেচন করিয়া থাকেন।

যদি সাধক-মালী গুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার মৎসরতা বা দ্বেষ পোষণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবাপরাধরূপ এক ভীষণ মত্তহস্তী আসিয়া ঐ বর্দ্ধমান লতাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে এবং লতার পত্রাদিও শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব সে সময়ে মালী গুরুবৈষ্ণব-সেবায় সতত সতর্ক থাকিয়া তাঁহাদের প্রসাদরূপ একটী সুদৃঢ় আবরণ দ্বারা এরূপ-ভাবে লতাকে বেষ্টন করিয়া রাখেন, যাহাতে অপরাধ-হস্তীর কোনপ্রকারে অভ্যুদয় না হইতে পারে। এসময়ে আর একটী উৎপাতের আশঙ্কা আছে। যে সময় ভক্তি-লতা উঠিতে থাকে, সে সময় যদি ভুক্তিবাঞ্ছা, মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কপটতা, জীবহিংসা প্রভৃতি, লাভেচ্ছা, নিজের জড়ীয় সম্মান বা প্রতিষ্ঠার আশা প্রভৃতি উপশাখাগুলির উদ্গম হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির জলসিঞ্চ করিয়া অর্থাৎ সেইজল পাইয়াও মূল লতার প্রতিকূলে উপশাখাগুলি অত্যন্ত বাড়িতে থাকে। তাহাতে মূলশাখা স্তব্ধ হইয়া পড়ে, আর বাড়িতে পারে না। অতএব মালী এই উপশাখারূপ অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জলসেচন সময়ে প্রথম হইতেই ছেদন করিবেন, তাহা হইলেই মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইতে পারিবেন। তখন তাঁহারা সুপক্ক প্রেমফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। এই প্রেমাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যাহা সাধারণের নিকট পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা এই কৃষ্ণপ্রেমার নিকট অতি কপর্দ্দক তুল্য, অতিতুচ্ছ হয়।

শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণপ্রেম উদিত হয়। ভক্ত্যাভাস বা মিছাভক্তির দ্বারা প্রকৃত প্রেমলাভ হয় না। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণের অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপলক্ষণ; ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। পঞ্চরাত্র ও ভাগবতে ভক্তির এই লক্ষণই কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপটতা বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না। ভুক্তি ও মুক্তি পিশাচীদ্বয় ভক্তির লোপ সাধন করে।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্বক্ষত অনর্থ-সকল হ্রাস পাইতে থাকে, তত্তই শ্রদ্ধা-বৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও রতি-নামে পরিচিত হয়। সাধনভক্তি হইতেই ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি পক্ব হইলে প্রেমভক্তি, প্রেম আবার যত গাঢ় হইতে থাকে, তত্তই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি—শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্য ও মধুররতি। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস স্থায়িভাবে ভক্তহৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক—এই সপ্তবিধ গৌণরস 'কারণ' উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্য রসের পুষ্টিবিধানপূর্ব্বক নিবৃত্ত হয়।

শ্রীশ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ

যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি, যাঁহার সঙ্গফলে কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হয়, তিনি ভগবদ্ভক্ত। যদিও জীবমাত্রের স্বরূপে সকলেরই বৈষ্ণবতা আছে, তথাপি তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা থাকাকালে, অথবা চৌরাশী লক্ষ যোনিতে গমনাগমনকালে তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না। বৈষ্ণবের বেশভূষা ও ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। শ্রীভগবানে যাঁহার নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি আছে, তিনিই বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণবের সেবাই মঙ্গলের একমাত্র দ্বার। বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ ভক্ত ও ভগবান্ এই জগতে আসিয়াও মায়ার কোন গুণে আবদ্ধ হন না। ভগবদ্ভক্ত জিতেন্দ্রিয়, তিনি জগতে আহার করিয়াও মায়িকভাবে আবদ্ধ হন না। ভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, তাঁহারই ভগবদ্ভক্তি আসিয়া যায়। যিনি গুরু, তিনি ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট এবং যিনি প্রকৃত শিষ্য, তিনিও গুরুর শক্তিতে শক্তিশালী। সেই গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত জীবের গতি নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনন্ত শক্তি আছে। তাঁহার কৃপাশক্তিলাভে সবল হইলে মায়াশক্তি পরাভূত হইয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের কৃপাবললাভে বলীয়ান্ হইলে হরিভজনের পথে বাধা আসিয়া ক্ষতি করিতে পারে না। হরিভজনের পথে বাধা অতিক্রম করিতে হইলে মহান্তগুরুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়—সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিতে হয়। শ্রীহরিকথা-আলোচনা এবং শ্রীহরিভজনে সহায়তা করিবার জন্যই কৃপাময় সাধুগুরুর এজগতে অবতরণ।

জীবমাত্রেরই প্রাপ্যবস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ, অখণ্ড প্রীতি বলা যায় না। চেতনের চেষ্টামাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছে। প্রীতির অনুসন্ধানচেষ্টা সকল সময়ে সকল জীবে লক্ষিত হয়। নিত্য প্রীতি নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীগুরুকৃষ্ণেই অবস্থিত। কৃষ্ণ-ভক্তগণ নিষ্কপট হইয়া নিত্যকাল সেই নিত্য প্রীতিময়বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। অভক্তিচেষ্টাদ্বারা বা কৃত্রিম হরিসেবাদ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রীতি পাওয়া যায় না। প্রীতিমান্ সাধুর সঙ্গ বা কৃপাফলেই প্রীতি লাভ হয়।

শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দবস্তু। তাঁহার পার্ষদবৃন্দও তদ্রূপ। জীবমঙ্গলের জন্য তাঁহারা নানাদেশে নানাস্থানে বিচরণ করেন। তাঁহারা ভগবানের ন্যায় দয়ালু। অনাভক্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে সমাদর না করিলেও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধজীবের নিত্য অভাব মোচন করেন। অকপটে সাধুর পরিচর্য্যা ও সাধুর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে সাধুসঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই। শ্রীভগবৎপাদপদ্মই অভয়। সাধুসঙ্গে ভগবৎসেবায় কোন প্রকার ভীতির কারণ নাই। দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতি অসংখ্য। ইহাদের চিন্তা করিলে হৃদয়ে খুব উদ্বেগ হয়। কৃষ্ণানুশীলন করিলে এই উদ্বেগ বা দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কৃষ্ণ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ হইলেই ভয় হয়।

সাধনভজনে সর্ব্বক্ষণ উৎসাহ থাকা দরকার। ভক্তিতে নিরুৎসাহ নাই। নিরুৎসাহ মনের ধর্ম। সেবায় বাধা দেখিলে যেখানে নিরুৎসাহ আসে বা ভক্তির উপর সন্দেহ আসে, সেখানে ভক্তি আদৌই হয় নাই। কাহারও নিরুৎসাহ আসিলে তাহা মায়ার পরীক্ষা মনে করিয়া সাধুগুরুকৃপায় ভক্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে। উৎসাহ না থাকিলে ভক্তিবৃদ্ধি হয় না। আবার কৃত্রিম চেষ্টায় উৎসাহ প্রস্তুত করাও যায় না। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট কৃপাপ্রার্থনার দ্বারা ইহা স্বাভাবিকভাবে উদিত হয়। কৃপাপ্রার্থনায় যত দৈন্য আসিবে, ততই উৎসাহ দেখা যাইবে। সাধুগুরুর নিকট কৃপাপ্রার্থনা না করিলে উৎসাহ থাকে না। শ্রীগুরুবর্গের নিকট সকাতর ক্রন্দন করা দরকার। অকপটে ক্রন্দন করিতে পারিলে তাঁহারা সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। উৎসাহকে বাড়াইবার জন্যই বিঘ্ন আসে। সেগুলি ভগবৎকৃপার নিদর্শন। বাধা সেবককে কোটিগুণে ভক্তির পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়। কৃপা অবশ্যই পাইব,—এইরূপ নিশ্চয়তা সর্ব্বক্ষণ থাকা দরকার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ। মহাবদান্য লীলায় তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাবদান্য। শ্রীগৌরসুন্দর তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীনামকীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেই পরম সুফল লাভ হয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছেন, "শাস্ত্রাদিশ্রবণে বা শাস্ত্রবিশ্বাসরূপিণী শ্রদ্ধা যখন উদয় হয়, তখন নরম জেবই শুদ্ধভক্তিতে অধিকার হয়। সাংখ্য, বৈরাগ্য, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধোদয়ের হেতু নহে, কিন্তু কৃষ্ণনীলাগানপর সাধুগণের সঙ্গই একমাত্র হেতু। শ্রদ্ধোদয়মাত্রই ভক্তিতে কনিষ্ঠাধিকার জন্মে। যখন শ্রবণাদি সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান ও সাধুসঙ্গবলে শ্রদ্ধা নিষ্ঠাত্মিকা হয়, তখন শুদ্ধ-ভক্তিতে মধ্যমাধিকার জন্মে। পুনরায় শ্রবণাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সাধক হইতে শ্রেষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গবলে নিষ্ঠা রুচিতা লাভ করিলে অর্থাৎ রুচিপ্রকরণ হইলে সাধক উত্তমাধিকারী হইয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ইহাই শুদ্ধভক্তি-লাভের সনাতন প্রথা। কিন্তু যদি এরূপ ক্রমলাভকালে অসৎসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়াসক্ত বা নির্ব্বিশেষ চিন্তাসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ হয়, অথবা শুদ্ধভক্তের প্রতি অবজ্ঞারূপ অপরাধ হয়, তবে কোমলশ্রদ্ধা ও মধ্যম শ্রদ্ধা—উভয়েই লয়প্রাপ্ত হয়। তখন সাধকের আর শুদ্ধভক্তি লাভ হয় না।"

ভগবদ্দর্শন মনঃকল্পিত কোন ব্যাপার নহে। জড়দেহ ও মন ভগবদ্দর্শন করিতে পারে না। আত্মাই পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান। ভক্তই ভগবদ্দর্শন পান। শ্রীভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ। সেবায় প্রবৃত্ত সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের দর্শনীয়, স্পর্শনীয়, আস্বাদনীয়, আলোচনীয়, শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয় ও আরাধনীয়। ভগবৎকৃপার দ্বারা ভগবানকে জানাই ভগবজ্জ্ঞানের পথ বা অবরোহপথ। সেইজন্য ভক্তগণ কৃপালাভের জন্যই সাধন করেন, নিজের চেষ্টায় তিনি উদ্ধার হইবেন বা ভগবদ্দর্শন করিতে পারিবেন এরূপ দম্ভ তাঁহার নাই। ভগবানের দিক্ হইতে অহৈতুকী কৃপা, আর জীবের দিক্ হইতে পূর্ণ শরণাগতি হইলে ভগবদ্দর্শন সুলভ হয়। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার যখন শরণাগত হয়, তখন অসম্পূর্ণতা কৃপালোকে সম্পূর্ণতা লাভ করে, কৃপার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় সাধনের দ্বারা তাহা হয় না।

নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন নিত্যনিরন্তর জীবের হৃদয়দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবসমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কল্যাণকৈরব বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণস্বরূপ জীবের কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণামৃত আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সম্পাদন করেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্ত্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম কেবলমাত্র সেবোন্মুখ হইয়া গান করিতে সমর্থ। যেখানে গায়কের বুদ্ধি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্ম্মজ্ঞানাচ্ছন্ন, তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তন অন্তর্দ্ধান করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন তাহা এই—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রাকৃত অহঙ্কাররহিত হইয়া প্রাকৃত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচজ্ঞানে তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণসম্পন্ন হইয়া আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া অপরের প্রাকৃত অভিমান সমূহের সম্মান প্রদান করতঃ জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান-লাভে লুব্ধ হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হন না। যিনি প্রাকৃত জন্ম-মাহাত্ম্যে মদমোহিত হইয়া আত্মশ্লাঘা করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্পসদৃশ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া নিজ রূপ-গরিমার আস্ফালন করেন, তিনি পদে পদে প্রাকৃতমাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হইয়া যান, তিনি কখনও অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপটচিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

জন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥

ক নদীয়াপ্রকাশ

Regd

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

[illegible] বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ [illegible] নদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব [illegible] টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য [illegible], [illegible] বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই [illegible] নদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের [illegible] নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

১। [illegible] অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য [illegible] জাগতিক লাভ ও অভাব বা হানিজানিত উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ-[illegible] দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অপাথিব [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহক-গণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। [illegible] ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদ্ভক্তিবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

—::(:✱:)::—

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং সিণ্ডিকেটের অনুরোধক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পাল গত বৃহস্পতিবার তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কলিকাতা ও ভবানীপুর কেন্দ্রে আই এ ও আই এস-সি পরীক্ষা স্থগিত রাখার বিষয়ে পূর্বদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে ঘটনা ঘটে স সম্পর্কে ডাঃ পাল পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে আগামী ১২ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত পদে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ তারিখেই ডাঃ পালের ভাইস-চ্যান্সেলার পদের কার্য্যকাল সমাপ্ত হইবে।

ডাঃ পাল মঙ্গলবার ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বোম্বাই সহরে স্বাভাবিক অবস্থা

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফ্ল্যাগ অফিসার কমাণ্ডিং অগ্রণী হেড কোয়ার্টার হইতে দ্বিপ্রহর ১২টায় নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করা হইয়াছে :—

ভারতীয় নৌবাহিনীর কতকগুলি লোককে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। শীঘ্রই তদন্ত আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

জাহাজী, সিগন্যাল এবং মেরিন ফ্লাইট ক্যাম্পের যে সকল সৈন্য কয়েকদিন যাবৎ

আরম্ভ করিয়াছে। ক্যাম্পে স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করিতেছে।

বোম্বাই সহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। আর কিছু সৈন্য অপসারিত হইবে।

সৈন্যগণের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, সৈন্যগণের প্রত্যেকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ ছিল সমগ্র ভারতে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়ায় ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই বরাদ্দ খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পাঞ্জাবের প্রধান [illegible]

২৮শে ফেব্রুয়ারী [illegible] ঘোষণা করা হইয়াছে [illegible] বিভিন্ন দলের [illegible] পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা [illegible] কাজ চালাইবার [illegible] তাহাদিগকে অনুরোধ জানা যাইতেছে।

রেঙ্গুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষা দিবার সিদ্ধান্ত

রেঙ্গুণ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী— গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রধান প্রধান দাবীসমূহ মানিয়া লওয়ায় স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সোমবার পরীক্ষা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] দখলে রাখার সময় প্রদত্ত বি এ ডিগ্রী স্বীকার করিয়া লওয়া এই সকল দাবীর অন্যতম ছিল।

তিব্বত হইতে ভারতে শুভেচ্ছা মিশন

নয়াদিল্লী ২৭শে ফেব্রুয়ারী—লাসা হইতে অশ্বপৃষ্ঠে ৩১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ৪টি গিরিবর্ত্ম পার হইয়া তিব্বতের এক সরকারী শুভেচ্ছা মিশনের ৮ জন সদস্য ঐ দিবস প্রাতে ট্রেনযোগে দিল্লী পৌঁছিয়াছেন।

সূতী কাপড় ও সূতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নূতন আদেশ

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে ১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় সূতী কাপড় ও সূতা নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল করিয়া গত ১লা মার্চ্চ একটি নূতন আদেশ জারী

উত্তরপাড়ায় প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী উত্তরপাড়ায় এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে চাউল ও ধান মজুত করার জন্য প্রস্তুত ৪টি সরকারী গুদাম সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বাড়ীটিরও কিয়দংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

আমেদনগরে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী আমেদনগর কাপড়ের বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৩০টি দোকান পুড়িয়া গিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ অজ্ঞাত। প্রকাশ, ১০ খানি কাপড়ের দোকান, ৩ খানি জুতার দোকান, ১টি হোটেল, একটি ঔষধের দোকান এবং একটি মণিহারী দোকান একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীমনোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রীমদন কিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ } ২০ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ২৫শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ৯ই মার্চ্চ ইং ১৯৪৬, শনিবার, } ২৮৭ [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ গোবিন্দ অবাধ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

সাধুসঙ্গ

সাধুগণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ দেবস্বরূপ। সাধুগণ নিষ্কাম ও নিষ্কিঞ্চন। তাঁহারা পরিপূর্ণকাম, ভগবৎপ্রেমানন্দে বিভোর। যাঁহারা প্রেমানন্দ লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সার্ব্বভৌম বা ইন্দ্রাধিপত্য লাভরূপ ঐহিক বা পারলৌকিক সুখের বাসনা নাই। তাঁহারা যখন দীনচেতা গৃহীর গৃহে কৃপাপূর্ব্বক আগমন করেন, তখন তাঁহারা নিজ ঐহিক পারত্রিক সুখলাভের আশায় আগমন করেন না। জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনই তাঁহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁহারা পরোপকার করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন। প্রায়োপবেশনকালে শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ সমাগত সাধুগণকে বলিয়াছেন,—

> সমাগতাঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বে
> বেদা যথা মূর্ত্তিধরাস্ত্রিপৃষ্ঠে।
> নেহাথ নামুত্র চ কশ্চনার্থ
> ঋতে পরানুগ্রহমাত্মশীলম্॥
>
> (ভাঃ ১।১৯।২৩)

ত্রিভুবনের উপরিভাগস্থ সত্যলোকস্থিত মূর্ত্তিমান বেদসকলের ন্যায় আপনারা সকলে সকলদিক্ হইতে এস্থলে সমবেত হইয়াছেন। কারণ, পরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদিগের স্বভাব। নিঃস্বার্থ পরানুগ্রহ ব্যতিরেকে আপনাদিগের কি ঐহিক, কি পারত্রিক কোনরূপ প্রয়োজনই নাই।

শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু ভক্তভাবাঙ্গীকারী শ্রীগৌরসুন্দরকে নিজ গৃহে পাইয়া বলিয়াছেন,—

> "আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন।
> পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥
> মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
> নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥"
>
> (চৈঃ চঃ)

> "মহদ্বিচলনং নৄণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
> নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥"
>
> (ভাঃ ১০।৮।৪)

দীনচেতা গৃহিলোকসকলের নিত্যমঙ্গল সাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাঁহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্য কারণে গমন করেন না।

হরিকথাকীর্ত্তনরূপ আচার-প্রচারই নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার। সাধুগণ স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা তীর্থস্থানকে তীর্থীভূত করেন। যেসকল তীর্থস্থান মলিনজন-সংস্পর্শে দূষিত হইয়া যায়, সেই সকলকেও তাঁহারা তীর্থরূপে পরিণত করেন। সাধুর দর্শনে ও কৃপালাভে জীবের জন্মগত বা জাতিগত যাবতীয় দোষ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। সাধুগণের স্মরণমাত্রেই সদ্য সদ্য গৃহিগণের গৃহসকল শুদ্ধ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। যেখানে সাধুগণ দর্শন, স্পর্শন ও সেবা গ্রহণ করেন, সেই গৃহ যে পবিত্র হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? যাহারা গুরু বা সাধু হইতে কৃপালাভ করিয়াছি বলিয়া নিজদিগকে জন্মগত বা কুলগত দোষে পূর্ব্ববৎ দুষ্ট রাখিতে চান, তাঁহারা সাধুকৃপা লাভ করেন নাই, তাঁহারা বঞ্চিত। সাধুগণ নিজের পবিত্রতা-বলে ব্রহ্মাণ্ড তারণ করিতে পারেন, সাধুগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা শ্রীগোবিন্দ বিশ্রাম করেন।

যেমন দিক্‌সূর্য্যারশ্মি দেহাভ্যন্তরের অন্ধকার নিরসন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণবের সান্নিধ্যে জীবের যাবতীয় কল্মষরাশি বিদূরিত হইয়া যায়। প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ ফলোন্মুখ যাবতীয় পাপরাশি সূর্য্যোদয়ে নীহার বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সর্ব্বস্থান সূর্য্যের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণ মহাপুরুষ। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক দীনচেতা গৃহমেধীর কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের গৃহে আগমন করিলেও সেখানে অতি অল্প সময়ই অবস্থান করেন; কারণ, তাঁহারা নিজ নিজ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য কোথায়ও গমন করেন না। গৃহিগণের নিত্য কল্যাণবিধান করিবার জন্যই গমন করিয়া থাকেন।

সাধুগণ কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্যকথা শ্রবণকীর্ত্তনে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। একমাত্র হরিভজনের উদ্দেশ্য লইয়াই সাধুর উপদেশ প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রকৃত সাধুর নিকট সম্যগ্‌ভাবে অভিগমনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীনামকীর্ত্তন করিতে গেলে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন না, নামাপরাধ হয় মাত্র। সাধুর নিকট সেবোন্মুখ কর্ণ লইয়া উপস্থিত না হইলে আনুগত্যের অভাবে ভাগবত-কথা শ্রবণ সম্ভব হয় না। সাধুর আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধামবাস ত' দূরের কথা শ্রীধাম দর্শন বা ধামে প্রবেশ লাভও হয় না। সাধুর নিকট প্রপন্ন না হইয়া যিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমূর্ত্তিসেবায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, ঐ শ্রদ্ধা প্রাকৃত শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধাভাস মাত্র। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিলাভ করিতে হইলে একমাত্র সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। সাধুর কৃপাভাজন হওয়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের একমাত্র যোগ্যতা। কৃষ্ণসেবা-লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর পরিপূর্ণ অকপট কৃপালাভের জন্য সন্তুষ্ট একমাত্র সাধন। একমাত্র নিরুপাধিক ভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিত্যরতি লাভের অন্য কোন পথ নাই এবং একমাত্র সাধুসঙ্গ বা সাধুর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভেরও কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, স্বাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান ও তাহার সাফল্য অর্থাৎ সেই সেই সাধনের সিদ্ধিলাভ সাধকের স্বীয় যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। কর্ম্মফলদাতা দেবতাগণের কর্ম্মফলদানবিষয়ে কোন স্বতন্ত্রতা নাই। কর্ম্মানুষ্ঠাতার কর্ম্মের সুষ্ঠুতানুসারে কর্ম্মফলদান করিতে তাহারা বাধ্য। জ্ঞান ও যোগাদি মার্গে যে নির্ব্বিশেষ বস্তু চরম লক্ষ্য-বস্তু বলিয়া উপাসিত হন, তাঁহার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বাধীনতা বা স্বতঃকর্ত্তৃত্বের প্রকাশ নাই, সুতরাং কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীর পক্ষে উপাস্যবস্তুর প্রসাদভিখারী হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ঐপ্রকার ব্যাপার নহে, শ্রীকৃষ্ণকে কৃপা করিতে বাধ্য করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। তিনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ অপ্রতিহতকাম স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। জীব প্রচুর যত্ন করিতে পারেন, সাধনের ক্লেশ স্বীকার করিতে পারেন, তথাপি কৃষ্ণের কৃপা নাও হইতে পারে। কারণ, তিনি ত' কাহার বাধ্য বা অপেক্ষাযুক্ত নহেন। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে একমাত্র উপায়—সাধুর অনুগ্রহভাজন হওয়া; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ পরমস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপ্রেমবশ, ভক্ত যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট আবেদন

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

Regd No. C 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধালু বিবেচিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা অচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের [illegible]কালিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

শ্রী[illegible] অমূল্য কড়ি, [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ও [illegible] বা [illegible] উল্লাস ও বিমর্ষে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎ[illegible] শ্রীবিগ্রহ, গুণ ও [illegible] আলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, [illegible] বাক্য—অর্থাৎ [illegible] সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা [illegible] অনুসন্ধান—[illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। [illegible] পাইতে হইলে Reply card বা ১০ পয়সার ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়। [illegible]ভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; উক্ত গ্রাহক[illegible] স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন।

৪। [illegible] ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত [illegible] পাবে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি [illegible] ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধলেখকগণ [illegible] কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও [illegible] ইচ্ছায় যে কোন সময় হইতে যে কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। [illegible] শ্রীনদীয়াপ্রকাশ [illegible]গণের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ সম্বন্ধে চিঠিপত্রাদি শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসরস্বতী সংলাপ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনগণের যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য [illegible] আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

শ্রীমধ্বাচার্য্যের [illegible] জীবনচরিত, [illegible] ও [illegible]-সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় [illegible], মূল্য [illegible] টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সাম্প্রদায়িকতা

ও

[illegible]

[illegible] [illegible]-গ্রন্থ ইহাতে ভক্তি-সম্বন্ধে [illegible] নিরসনমূলে যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় বিচার ও সমালোচনা প্রদর্শিত এবং পরমার্থসম্বন্ধে মানবজাতির সাধারণ [illegible] নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

[illegible] আনা।

বিবিধ সংবাদ

রংপুর কেন্দ্রে পরীক্ষা বিভ্রাট

রংপুর হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] জানাইতেছেন—, আমার ভাগিনেয় শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র পাল রংপুর কারমাইকেল কলেজের একজন ছাত্র। অনেকদিন অসুখে ভুগিয়া ও তাহার মায়ের অসুখের জন্য অনুপস্থিত থাকায় থাকায় তাহার কলেজের উপস্থিতির পার্সেন্টেজ কম পড়ে। তাই যথাবিধি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'ননকলেজিয়েট ফি' জমা দিয়া সে বর্ত্তমান বৎসরের জন্য আই এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] যথাসময়ে পাঠাইয়া দেয় ও শ্রীমান গত ৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে আই [illegible] দিতে থাকে। কিন্তু তাহার [illegible] পরীক্ষা [illegible] হইবার পর মাত্র [illegible] পরীক্ষা [illegible] বাকী, এমন হঠাৎ কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাকে ডাকিয়া জানাইয়া দিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নির্দ্দেশ পাওয়ার দরুণ তিনি তাহার ও অপর ২১ জন আই এ ও আই [illegible] পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসিতে অনুমতি দিতে পারিবেন না। অনেক অনুনয় উপরোধেও তিনি পরীক্ষা দিতে অনুমতি না দেওয়ায় ২৩ জন ছাত্রের পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিয়াও রাজী করাইতে সক্ষম হই নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, [illegible] ২৩টী ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়ার পর হঠাৎ আবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কেন? অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অসময়ে ও অনেক বিলম্ব করিয়া সংবাদ দেওয়ার ফলে এই অবাঞ্ছনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ না হয় তজ্জন্য তিনি নিজেও চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। বর্ত্তমানে ২৩টি ছাত্র এত অর্থ ব্যয় করিয়া ও পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া এবং ৪ দিন পরীক্ষা দিয়া হঠাৎ বিনা অপরাধে পরীক্ষা দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল! ইহার জন্য দায়ী কে? ইহাতে অনেকেরই—বিশেষতঃ আমার ভাগিনেয়ের ভবিষ্যতে কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ আর হইবে না। সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে কলেজী শিক্ষার ব্যয় বহন করা বড় সহজ নহে।

এরূপ অবস্থায় আমার অনুরোধ, এই ২৩ জন ছাত্রকে পুনরায় অনতিবিলম্বে পরীক্ষা দিবার সুযোগ দেওয়া হউক। যাহার যে পরীক্ষা বাকী আছে, কেবল তাহাই লওয়া হউক। অথবা কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দেওয়ার সময় ইহাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আমি এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রুশিয়া কর্ত্তৃক ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব

গত ১লা মার্চ্চ—ওয়াশিংটন প্রকাশ করা হইয়াছে যে, রুশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট একশত কোটি ডলার ঋণ প্রার্থনা করিয়াছে। এই ঋণ সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটেন ছাড়া অন্যান্য দেশকে আমেরিকা যে ঋণ দিবে, উহার পরিমাণ ৩২৫ কোটি ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

মার্কিণ রাজস্ব-সচিব মিঃ ভিনসন বলেন, সর্ত্তাধীনে রাশিয়াকে ঋণ দেওয়া হইবে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কিন্তু ঋণ ইজারা খাতে হইতে এক অর্থ মঞ্জুর করা এবং রাশিয়া কর্ত্তৃক ব্রেটন উডস চুক্তিতে যোগদান প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের দুইটি আসন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের দুইটি শূন্য আসন মনোনয়ন দ্বারা বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির কোন শিক্ষকগণ হইতে পূর্ণ করা হইবে। উহার মধ্যে একটি আসন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বাঙ্গলার গবর্ণর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার হিসাবে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিমণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট চলতি আর্থিক বৎসর হইতে শিক্ষকগণের জন্য যে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে তাহা বাঙ্গলার সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহেও প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রেল কর্ম্মচারীদের বেতন সম্পর্কে তদন্ত

নয়াদিল্লী ২রা মার্চ্চ—রেলওয়ের বেতন সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড একটি কমিটি নিযুক্ত করিবেন জানা গিয়াছে।

রেলওয়ের বর্ত্তমান বেতন ব্যবস্থা খুবই জটিল কারণ গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানে এখন যে সকল রেলওয়ে আছে তাহার অধিকাংশ বে-সরকারী ব্যবস্থাধীন ছিল। তাহারা স্থানীয় সুবিধামত ব্যবস্থা করিয়াছে। সুতরাং বিভিন্ন রেলওয়েতে বিভিন্ন ব্যবস্থা। ঐ বিষয় কমিটি এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া কি করিয়া এই সমস্ত বেতন ব্যবস্থাকে একই ব্যবস্থায় পরিণত করা যায় সেই সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর [illegible] প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীনমীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও শ্রী[illegible] ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১০ম বর্ষ } ২৪ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯ ; ২৯শে ফাল্গুন, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ; ১৩ই মার্চ্চ ইং ১৯৪৬, বুধবার } ২৯৩-২৯৬ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ গোবিন্দ স্থাণু অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৯

প্রণতি

——::(::●::)::——

সাধুগুরুর নিকট মস্তক অবনত করাই ভজনরাজ্যের প্রথম কথা। যেখানে প্রণতি নমস্কার বা দৈন্য নাই, সেখানে হরিভজনের কোন কথা থাকিতে পারে না। হরিভজনে দৈন্য ও শরণাগতি থাকিবেই। হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তি দৈন্য ও শরণাগতির বাধক যাহা, তাহা দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করিবেন। শরণাগতি ও দৈন্য ভগবদ্ভজনের একমাত্র সহায়। ভক্তির মূলে শরণাগতি ও দৈন্য থাকিবেই। শরণাগতিতে শ্রীভগবান্‌কে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ করিতে হইবেই। এই বরণ-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থাটি আসে, তাহাকে আত্মনিবেদন বলে। বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা আত্মনিবেদনের মূল ভিত্তি। অধিকাংশ জীবই কোমলশ্রদ্ধা লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হন। তাঁহারা যদি সাধু-গুরুর কৃপা বরণ করিবার জন্য অকপট ইচ্ছা ও আর্ত্তি হৃদয়ে পোষণ করেন এবং শ্রদ্ধার বিপরীত সংশয়াদিকে হৃদয়ে স্থান না দিয়া অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপায় জীবের শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় —জীব হৃদয়ে বল লাভ করেন। শ্রদ্ধা দৃঢ় না হইলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু-গুরুর বাণী ও ব্যক্তিত্বে যদি আদর বা মমতাযুক্ত দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে সাধুর সঙ্গলাভ সম্ভব নহে। অনেক সময় দেখা যায়, সাধুগুরুর কৃপালাভের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ যথাসাধ্য পালনও করা হয়, অথচ বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। যেখানে নিজের ক্ষীণ ইচ্ছা ও চেষ্টাসত্ত্বেও, সাধুসঙ্গে থাকিয়াও বল পাওয়া যায় না, সেখানে নিশ্চয়ই হৃদয়ে দৈন্যাভাব বা দাম্ভিকতা আছে, জানিতে হইবে। সেখানে নিশ্চয়ই সাধুগুরুর অকপট আনুগত্য, তাঁহাদের প্রতি সহজবিশ্বাস বা তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য অন্তরে ক্রন্দন নাই। সাধুগুরুতে রতি, প্রীতি, মমতাবুদ্ধি, আপনজ্ঞান, সহজবিশ্বাস বা নির্ভরতা হইলে আর এই দম্ভ থাকে না। সাধুর আন্তরিক স্নেহ বা শুভদৃষ্টির মধ্যে পড়িতে পারিলে নিজের দীনতা বাড়িবেই—ভগবৎসেবা বা ভগবান্ হইতে কোন সাড়া না পাওয়ার জন্য একটা জ্বালা হইবেই। আপনজ্ঞানে প্রভু-বুদ্ধিতে সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ সম্ভব নহে। দাম্ভিকের জড়াভিনিবেশ থাকিবেই। আর যিনি দীন ও কাঙ্গাল হইয়াছেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তি-নিবেশ স্বতঃই আসিতেছে। সাধুতে মমতা-বুদ্ধি বা আপনজ্ঞান হইলে তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য যত্ন থাকিবেই। যেখানে শ্রদ্ধা আছে, সেখানে প্রতিবাদ করিবার স্পৃহা থাকিতে পারে না; সেখানে মস্তক স্বতঃই অবনত হইবে। আমাদের কাঙ্গালতা দেখিলে সাধুও আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন।

আত্মনিবেদন শুদ্ধ জীবাত্মার সহজ-সরল ধর্ম্ম বা স্বভাব। আত্মনিবেদন জিনিষটী ভক্তি। আত্মনিবেদন-হীন ক্রিয়াকাণ্ড হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ। আত্মনিবেদন যিনি করিয়াছেন, তাঁহার কত আশা-ভরসা! তাঁহার বুকে কত বল! অকিঞ্চন না হইলে আত্মনিবেদন করা যায় না। এত সহজ ব্যাপারটিকে দাম্ভিক ব্যক্তি বড় কঠিন বলিয়া মনে করে। এজগতের কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা অকিঞ্চনের নাই। অকিঞ্চন সাধুগুরুর প্রত্যেক কথাতেই ভরসা পান নিরাশার লেশমাত্রও তাঁহার হৃদয়ে নাই। যিনি অকিঞ্চন হইতে ইচ্ছুক অর্থাৎ যিনি সত্য সত্য দাম্ভিকতা ছাড়িয়া আত্মনিবেদন করিতে চাহেন, সাধুগুরুর নিকট প্রণত হইবার ইচ্ছা যাহার অন্তরে জাগিয়াছে, তিনিও ভক্তের কথায় যথেষ্ট বল-ভরসা, আশা ও উৎসাহ পাইয়া থাকেন। কিন্তু দাম্ভিক ব্যক্তি কোন কথার মধ্যেই আশা পান না, পরন্তু তিনি উত্তরোত্তর নিরুৎসাহই হইতে থাকেন। দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল থাকিলে আত্মনিবেদন হয় না। যেখানে সেবায় রুচি বা হরিকথায় রুচি, সেখানেই আত্মনিবেদন সম্ভব হয়। রুচি বা প্রীতি থাকিলেই আত্মনিবেদন সহজ হয়। রুচি প্রীতির প্রাগ্‌ভাব। যাঁহার রুচি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আত্মনিবেদন বড় সুখকর। আত্ম-নিবেদন হইলে নিজকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি অভিমান হয়। প্রীতি ব্যতীত—আপনজ্ঞান ব্যতীত কেহ স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিতে পারে না বা আত্মনিবেদন হয় না। কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া সুষ্ঠু আত্মনিবেদন হয় না। যেখানে আত্মনিবেদন আছে সেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে প্রেরণা লাভও আছে। শরণাগতির অভাবে আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিকট হইতে কোন সাড়া পাই না এবং তজ্জন্য বুকে বল, নির্ভীকতা বা উৎসাহ আসে না। নিবেদিতাত্মা সর্ব্বক্ষণ সাধুগুরুর সুখের উদ্দেশ্য যত্ন ও চিন্তা করেন। তিনি নিজের জন্য কোন চিন্তা করেন না। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তি অনুক্ষণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় শরণাগতবৎসল তাঁহারাও ভক্তবৎসল গাম্ভীর ন্যায় সতত শরণাগত ভক্তের জন্য ব্যস্ত থাকেন। ইহাতেই তাঁহারা পরস্পর সুখী হন। সাধুগুরু ছাড়া যাঁহার আর কেহ নাই, সাধুগুরু তাঁহার চিন্তা নিশ্চয়ই করেন। তৎফলে সেই দীন-কাঙ্গাল শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের কৃপা অচিরেই পান। যিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি শীঘ্র হয়। সেইজন্য নিবেদিতাত্ম শুদ্ধ-হৃদয়ে প্রত্যেক বিষয়ের সহজ-সরল মীমাংসা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পায়। নিবেদিতাত্মা সাধুগুরুর নিকট হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনায় তিনি দূর হইতেও সকল প্রেরণাই লাভ করেন। এইজন্য নিবেদিতাত্ম বড় সুখী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

> "আত্মনিবেদন তুয়া পদে করি'
> হইনু পরম সুখী।
> দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
> চৌদিকে আনন্দ দেখি॥"

নিবেদিতাত্মার নিজের বলিতে কিছু নাই, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মই তাঁহার সর্ব্বস্ব, একমাত্র রক্ষক, পালক, জীবন ও ভূষণ। তিনি নিজ সুখচিন্তা ছাড়িয়া নিরন্তর ভগবৎ-সুখচিন্তায় ব্যস্ত হইয়াছেন। স্ব-সুখবাঞ্ছা বা নিজ ভরণপোষণ-বাঞ্ছা তাঁহার আদৌ নাই। নিবেদিতাত্ম ব্যক্তিকে মায়া আর আবৃত করিতে পারে না। এই আত্মনিবেদনের দ্বারা শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবান্ সকলেই বশীভূত হন। আত্মনিবেদন করিবার পর শ্রবণ হয়। নিবেদিতাত্মাই প্রকৃত সাধু-সঙ্গী। শ্রবণ করা জিনিষটি শিষ্য হওয়া। শ্রবণাভিনয় করিলেই শিষ্য হওয়া যায় না। শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে—আত্মনিবেদন হইলে তবে শিষ্য হওয়া যায়। এই শ্রবণের দ্বারা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখ হয়, শ্রবণকারীর নহে—নিবেদিতাত্মা বা অর্পিতাত্মার, এই

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

বিচার আছে। নিবেদিতাত্মা- শ্রবণ লাভ করিতে পারে। যে শ্রবণের দ্বারা নিজসুখ বা লোকরঞ্জন হয়, কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় না, তাহা শ্রবণ-ভক্তি নহে, পরন্তু শ্রবণাভিনয়। প্রপন্ন বা নিবেদিতাত্মার পূজাভিমান, কর্ত্তৃ-অভিমান বা নিজেকে যোগ্য বলিয়া অভিমান নাই। তাঁহার কথার মধ্যে সঞ্জীবনীশক্তি আছে। শ্রদ্ধা থাকিলে শ্রবণ হয়, আবার শ্রবণ যত হয়, শ্রদ্ধা তত বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অভাভিমানও তত কমিতে থাকে।

সকলকে প্রণতিই বৈষ্ণবধর্ম্ম। কৃষ্ণাধিষ্ঠান জানিয়া সকল জীবকেই সম্মান করিতে হইবে। জীবকে অনাদর করিলে ভগবানের চরণে অপরাধ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

"প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল-গোখরম্।
প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি॥"

(ভাঃ ১১।২৯।১৬)

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই সকল দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে।

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি'।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি'॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী, যা'র ইথে নাহি রতি॥"

(চৈঃ ভাঃ)

কৃপা চাইলে পাওয়া যাইবেই

——::.::*::)::——

কৃপার ব্যক্তিত্ব আছে, রূপ আছে। কৃপার কৃষ্ণবশকারিণী শক্তি আছে। কৃপা কৃষ্ণকে দেখাইতে পারেন আমার সহিত কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করাইতে পারেন, কৃপা এত বড় জিনিষ! সূর্য্যালোকে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় ভগবৎকৃপালোকেই ভগবদ্দর্শন হয়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সেই আলোর অবতার। এতদ্ব্যতীত ভগবদ্দর্শনলাভের অন্য কোন রাস্তা নাই। সাধুই ভগবৎকৃপার মূর্ত্তি। কৃপার প্রতি যেখানে শ্রদ্ধা অর্থাৎ নির্ভরতা নাই, সেখানে মুখে কৃপা চাওয়া কপটতা নহে কি? কৃপা-প্রাপ্তির প্রথমেই ত' কৃপাপ্রদাতার প্রতি শ্রদ্ধা। কৃপার সাক্ষ্মূর্ত্তি সেই সাধুর প্রতি আমার অকপট শ্রদ্ধা ও শরণাগতি আছে কিনা তাহা আমি বুকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কি? সাধুর হৃদয়ই শ্রীকৃষ্ণের নিজন গৃহ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের অধীন—এই শাস্ত্রবাক্যে আমার বিশ্বাস হইয়াছে কি? আমি ত' অনেক সময় কৃপার দোষ দিই, যেন আমি নিজে কত নিখুঁত, রূপ-সুন্দর, কত নির্দ্দোষ; আর যত দোষ কেবল কৃপার! কৃপা [illegible] তাঁহারই সাধুগুরুর [illegible] আসে। সেরূপ [illegible] আছে কি? গুরুভিমানতঃ [illegible] আমার [illegible] থাকিলেও, সেরূপ [illegible] আমার আন্তরিক [illegible] কি? [illegible] যায় [illegible] দাবী করিয়া [illegible] ইহা ঠিক নহে কি? কৃপা আমার [illegible] করিবে আর [illegible] ভোগের [illegible] লাগাইয়া পুষ্ট না দিবে, সেইজন্য আমি অন্তর হইতে কৃপা চাহি না—ইহাই আমার অন্তরের উদ্দেশ্য নহে কি? যদি এইরূপ অভিসন্ধি থাকে, তাহা হইলে কৃপা কেন পাইব?

প্রপন্নই কৃপা পায়। প্রপত্তি বা আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত শ্রীভগবানের প্রীতিসাধক আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ও সেবা ব্যতীত কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ হওয়া যায় না—কৃষ্ণে বস্তুতঃ আত্ম-সমর্পণ হয় না। নারদ-পঞ্চরাত্রেও দেখিতে পাই,—"যিনি সদ্গুরুর নিকট অভিগমন করেন নাই, তাঁহার আয়তে অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ বহ্নিতে আত্মসমর্পণরূপ সমিধ্ নিক্ষেপ বৃথাই হয়। সাধুকে বাদ দেওয়াই কৃপাকে বাদ দেওয়া। নিজ স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে গিয়া যাহারা কৃপার প্রতি নির্ভর করিল না অর্থাৎ সদ্গুরুর চরণে শরণ লইল না, ভগবানে তাহাদের প্রকৃত আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি হয় না এবং হইতেও পারে না। যেখানে অন্তরে অন্তরে সত্য সত্য প্রপত্তি বা শরণাগতি নাই, সেখানে শরণাগতির শুধু বাহ্যানুষ্ঠান ও প্রকৃত শরণাগতি এক নহে। আন্তরিক ঐকান্তিকতাই শরণাগতির প্রাণ, নচেৎ প্রাণহীন লোকদেখান বাহ্যানু-ষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। যেখানে সত্য সত্যই আন্তরিক ঐকান্তিকতা বা প্রাণ আছে, সেখানে বাহ্য-অনুষ্ঠানে লজ্জাসঙ্কোচাদি কোন প্রতিবন্ধকই আসে না। অন্তর হইতে বাহ্যানুষ্ঠানসমূহ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। জনক-জননীর হৃদয়ে সন্তানের প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ, তাহা স্বতঃই সন্তানের নানাবিধ আদর-যত্ন ও সেবারূপে স্ফূর্ত্তি পায়। স্নেহ ও আদর-যত্ন—বস্তুতঃ দুইই এক—পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কেহ কেহ মনে মনে কিঞ্চিৎ শরণাগতির ভাব পোষণ করিয়াও যদি তাহারা কায় ও বাক্যকে নিজের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাচারের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রকৃত শরণাগতি হয় নাই জানিতে হইবে।

করুণাময় ভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে কৃপাকর্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রৌতপন্থার বেণুবায়ুদ্বারা, সাধুমুখনিঃসৃত বাক্যদ্বারা অনন্ত জীবগণকে নিত্যই আকর্ষণ করিতে-ছেন। ভগবানের কৃপাকর্ষণ নাই ইহা অসম্ভব কথা। জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। যিনি সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন, তিনি ভগবানের কৃপা হইতে স্বেচ্ছায়ই দূরে থাকেন। আর যিনি সেই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করেন, তিনি ভগবানের নিত্যকৃপায় নিত্যকাল [illegible] নিত্যসেবা ও উত্তরোত্তর [illegible] কৃপা লাভ করিতে পারেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ সর্ব্বদাই আমাদিগকে অযাচিতভাবে সাক্ষাৎ কৃপা করিতেছেন, কিন্তু আমরা কৃপার ভিখারী বা অকিঞ্চন না হইলে তাঁহারা আর কি করিবেন? কৃপা চাহিলে পাওয়া যাইবেই, ইহাতে কোন সংশয় নাই। সাধুগুরুর বাণীতে পাই,—"অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—'আমি কে, আমাকে তাহা জানাইয়া দাও', তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে 'আমি যাহা' সেই স্বরূপটী উপলব্ধি করাইবেন। সরল হইয়া অর্থাৎ শ্রীহরিনামের প্রীতিবিধান ছাড়া চিত্তে অন্য কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে, তবেই কৃপা হইবে। ডাকার মধ্যে কোন ভেজাল না থাকিলে তাঁহাদের কৃপা উপলব্ধি হয়। ডাকিয়া যেখানে সাড়া পাওয়া যায় না, সেখানে ডাকার মধ্যে ভেজাল আছে জানিতে হইবে। কৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। অকপট হইয়া তাঁহাকে চাহি দেখি, তিনি কিরূপে কৃপা না করেন! তিনি ত' কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত। সূর্য্যদেব তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাববশতঃ আলোক-প্রদানের জন্যই সর্ব্বদা ব্যাকুল, আমরা সম্পূর্ণরূপে দ্বার খুলিয়া রাখিলেই হইল।" একমাত্র শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোন উপায় দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণজনের কৃপার উপলব্ধি হয় না। ভগবানের দিক্ হইতে অহৈতুকী কৃপা, আর জীবের দিক্ হইতে পূর্ণ শরণাগতি—ইহাই অবরোহপথ। ভক্তের সাধনে কৃপা ও ভক্তির সমন্বয় আছে। ভবান্ধকূপে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য ভগবানের কৃপারজ্জু নিরন্তই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। ভক্ত সেই কৃপারজ্জুকে ধারণ করিবার জন্য সাধন করিয়া থাকেন—কৃপালাভার্থই তাঁহার সাধন—নিজের চেষ্টায় তিনি উদ্ধারলাভ করিতে পারেন, এইরূপ আত্মম্ভরিতা তাঁহার নাই।

ভগবৎকৃপা অপ্রতিহতা ও স্বতন্ত্র। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইলেই তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। অন্তরে কৃপাভিখারী না হইয়া যিনি 'গুরুদেব, আমাকে কৃপা করুন'—এই কথাটি মুখে বলিলেন অথচ অন্তরে বা কার্য্যকালে গুরুদেবের প্রদত্ত কৃপারজ্জু-গ্রহণে অমনোযোগী থাকিলেন অর্থাৎ তাঁহার কৃপাদেশে ও কৃপোপদেশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া নিজ স্বতন্ত্রতা—কৃষ্ণ-বিমুখতাই সংরক্ষণ করিলেন, সেইরূপ স্বতন্ত্র জীব কখনই সংসার-কূপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। সেবোন্মুখতাই সেবালাভের উপায়। জীব যখন আত্মমঙ্গলের জন্য ভগবৎসেবোন্মুখ হন—গুরুকৃপাপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তখন ভগবান্ জীবকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করেন। সাধনচেষ্টা ও ভগবৎকৃপা-প্রভাবে জীব উদ্ধারলাভ করিতে পারে। ভগবৎ-কৃপার প্রতি বিমুখ হইয়া অর্থাৎ ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া বা সাধুগুরুর কৃপা-সাহায্যের প্রতি উদাসীন হইয়া আরোহচেষ্টা-মূলে কেবল সাধন-চেষ্টার দ্বারা জীব উদ্ধার-লাভ করিতে পারে না—কিছুদূর উঠিতে না উঠিতেই আবার পতিত হইয়া যায়। এই ত' গেল নিজের প্রতি নির্ভরতায় কেবল সাধনচেষ্টার কুফল। আর সাধনচেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কপটতা করিয়া মুখে কৃপাপ্রার্থনার দ্বারাও সংসার-কূপ হইতে উদ্ধারলাভ করা যায় না। এতাদৃশ সাধন-চেষ্টাহীন কপট কৃপাপ্রার্থনার মধ্যেও সাফল্য নাই। তবে কি করিয়া কৃপা লাভ হয়?—এই প্রশ্ন আমাদের মনে স্বতঃই জাগিয়া থাকে। তদুত্তর এই যে, যিনি কৃপাপ্রার্থনা করিবেন, তিনি সাধন করিবেন অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইবেন এবং সেই সেবা-প্রবৃত্তির সাহচর্য্যে তিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রচুর কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহা কল্পনা নহে, পরন্তু অবিসংবাদিত প্রত্যক্ষ সত্য। অকপট কৃপাপ্রার্থীমাত্রেই এই কথার সত্যতা আজ না হয় কাল নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন, এ বিষয়ে আমরা দৃঢ়নিশ্চয়।

কৃপা জিনিষটী সেবা। তবে আমি অকপটে কেবল সেবার ভিখারী না হইয়া অর্থাৎ আরাম, সুনাম, শান্তি প্রভৃতি অন্য কোন কিছুর আশায় কৃপার ভিখারী হইবার চেষ্টা করি কেন? শান্তিময়ের না হইলে কি শান্তি পাওয়া যায়? কৃপার প্রতি বিমুখ থাকিলে অর্থাৎ সেবাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না জাগিলে কৃপালাভ কি করিয়া হইবে? কৃপাই কৃপালাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগায়। ইহাই কৃপার ফল। কৃপাই আমার জীবাতু, এই জ্ঞান না হইলে কি কৃপার জন্য ব্যস্ততা জাগে? আমি অনেক সময় মনে করি যে, আমি বাস্তবিকই কৃপা চাই, আমি ষোল আনা ঠিক আছি, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবভগবান্ আমাকে কৃপা করিতেছেন না। কিন্তু আমি আমাকে অন্তর হইতে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কি, যে গুরুবৈষ্ণবভগবান্ কৃপা দিলে আমি নিশ্চয়ই কৃপা গ্রহণ করিব। যে তৃষ্ণার্ত্ত, তাহার কি যত সময় যায় জলাভাবে তৃষ্ণা তত কমে না বাড়ে? যদি তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা বাড়িয়াই চলে তবে আমার কৃপাপ্রার্থনা কিছুক্ষণের জন্য প্রকাশিত হইয়া পরক্ষণে আকাশে বিলীন হয় কেন? সেইজন্যই বলিতেছি, আমি কি বাস্তবিকই কৃপা চাই? হৃদয়দ্বার সম্পূর্ণ খুলিয়া

কৃপালোক সম্পূর্ণ বরণ করিতে চাই কি—সাধুগুরুকে প্রভুরূপে বরণ করিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে চাই কি?

অনেকে সম্প্রাসক্তি বজায় রাখিয়া —লোভর পুঁতিয়া রাখিয়া বলেন, আপনাদের কৃপা হইলে সব হইবে, আপনারা কৃপা করুন। কিন্তু প্রাকৃতপক্ষে তাঁহারা সত্য সত্য কৃপা লাভ করিতে প্রস্তুত—এ কথা বুকে হাত দিয়া গুরুপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন কি? দুর্বার্থকামমোক্ষের প্রার্থী হইয়া আমার কৃপার আশা করা বৃথা নহে কি? কথায় বলে, যে যাহা চায়, সে তাহা পায়। আমি এতদিন যাহা চাহিয়াছি তাহাই অবিরত পাইয়াছি—এ কথা সত্য নহে কি? এখনও যাহা চাহিতেছি তাহাই পাইতেছি, যাহা চাহিব তাহাই পাইব। নিজসুখ চাহিয়া অর্থাৎ বঞ্চনার প্রার্থী হইয়া কৃপা অর্থাৎ সেবাসুখ পাইব কি করিয়া? আমি অনেক সময় মনে করি, আমি কৃপা চাই, কিন্তু সত্যিক আমি চাই আর কিছু। করুণাময় ভগবান্ আমার সেই কপটতা ধরাইয়া দেন, আমার নিকট বিপদ্-আপদ্ আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, সত্য সত্যই আমি তাঁহাকে চাই কিনা। বিপদ্-আপদ্গুলি যে ভগবানের কৃপা, ইহা বিপদের সময় আমার মনে থাকে না। তখন ভগবানের প্রতি নির্ভরতা ত্যাগ করিয়া নিজের শক্তি অথবা অন্য তর কাহারও প্রতি নির্ভর করিবার জন্য ব্যস্ত হই। আমার পড়িবার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু পরীক্ষা আসিলেই আমি পড়া ছাড়িয়া দেই। ইহার নাম কি পঠনেচ্ছা? যে কৃপা চায় সে কি বাধা দেখিয়া ভয় পায়? সে ত' কৃপালাভের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতেও প্রস্তুত। সুতরাং কৃপার জন্য বিহ্বল ব্যক্তিকে কৃপালাভ-বিষয়ে কে বঞ্চিত করিতে পারে? সাধুগুরুর কৃপাধারা মাদৃশ জীবন্মৃতের উপর মৃত-সঞ্জীবনীরূপে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু পাছে ঐ কৃপাধারা আমাকে স্পর্শ করিয়া পুত্রস্নেহপাশ, জ্ঞাসঙ্গ বা পত্নী-সহবাস প্রভৃতি আপাতমধুর অথচ মহাবিপজ্জনক বস্তুর সঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় সাধুর অব্যর্থ বাণী বা উপদেশ আমি হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহি না। সাধুগণ নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদিগকে কৃপাবারিধারায় সিক্ত করিতে চাহিলেও আমি গা ঢাকা দিয়া তাঁহাদের সেই অযাচিত করুণা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হই। কিন্তু যখন সাময়িক-ভাবেও কিঞ্চিৎ সেবোন্মুখ হই তখন প্রত্যক্ষ বুঝিতে ও অনুভব করিতে পারি যে, আমার উপর গুরুবৈষ্ণবের শুভদৃষ্টি এত প্রচুর, এত তীব্র যে, উহার এক কণা গ্রহণ করিতে পারিলেই আমি এত বড় হইতে পারি যে, সংসারের কোন কিছুই আমাকে আকৃষ্ট ও লুব্ধ করিতে পারিবে না। আমি জীবনে একা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও মায়ায় মোহে তাহা ... বুঝিতে পারি না। ... হইতে ... উদ্ধার ... কি এ ... ? ... আছেন। ... ইহা আমি ... পারিব। আমার ... কাঙ্গালের মত বুকে ... আছে। কিন্তু আমি তাঁহাদের না হইলে তাঁহারা কি করিবেন? ... ত' কৃপা। কিন্তু আমি যদি সঙ্গ না করি, রোগী হইয়া সদ্বৈদ্যের কথা না শুনি, তাহা হইলে আমার এই দুরারোগ্য রোগ কি করিয়া সারিবে? রোগীর রোগ যতই কঠিন হউক, ধন্বন্তরীর কাছে যখন তাহার আরোগ্যলাভ অনিবার্য, সে রূপ ভবরোগী আমরা যতই অযোগ্য এবং অপরাধী হই না কেন, সাধুগুরু-চরণে শরণ লইলে তাহা অনায়াসেই চলিয়া যায় এবং জীব তখন স্বাস্থ্য ও সবলতা লাভ করিয়া সেবানন্দে কৃতকৃতার্থ হয়। সুতরাং হরিভজনে হতাশার কিছু নাই, তবে একটা কথা আমি কৃপা চাই ত'? যিনি আমাকে এই মুহূর্তে কৃষ্ণ দিতে প্রস্তুত, যিনি আমাকে এই মুহূর্তে মহাভাগবত করিবার জন্য ব্যস্ত, আমি কি সত্য সত্যই সেই মহাপুরুষের পদধূলি হইতে চাই?

আমার কৃপা চাওয়া কপটতামাত্র। তাই কৃপা যখন স্বয়ং আসেন, তখন আমি তাঁহাকে বাধা দিই, গুরুবৈষ্ণব যখন কৃপাদৃষ্টি করেন তখন আমি বক্ষকে রুদ্ধ করি। এইরূপ হইলে কি মঙ্গল হইবে? আমার কৃপা চাওয়ার অর্থ—আমি যেরূপ আছি, আমাকে সেইরূপ রাখিয়াই ভাল করুন। তাহা কি হয়? সদ্বৈদ্য আমার রুচি অনুসারে আমার কুপথ্যের ব্যবস্থা করেন না। প্রথম মুখে রোগীর কিছু কষ্ট হইলেও ডাক্তার কি তাহার ফোড়া অপারেশন করিতে ইতস্ততঃ করেন? সেইজন্যই বলিতেছি, সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থা অকাতরে, আনন্দসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে অনায়াসে রোগ সারিয়া ক্রমশঃ সুস্থ হওয়া যাইবে। আমি এ সংসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে চাই! এরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম কি করিয়া সম্ভব হয়? আমার মঙ্গলের জন্য যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত, সেই পরমবান্ধবকে শত্রু ভাবিলে—পরমাত্মীয়গণকে অনাত্মীয় না পর ভাবিলে আমার মঙ্গল কি করিয়া হইবে? আমি স্বদেশে—ব্রজে কি করিয়া ফিরিয়া যাইব? শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলিতেন, মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একজনকে কৃষ্ণের ভোগের জন্য তৈয়ারী করিতে হইলে ২০০ গ্যালন চিত্তের রক্ত ব্যয় করিতে হয়। এত ক্লেশ স্বীকার করিতে চান। উদ্দেশ্য—আমার মঙ্গল হউক। আমার মঙ্গলের জন্য তাঁহার এত যত্ন, এত চিন্তা, এত প্রয়াস, এত কৃপা! তথাপি আমি তাঁহার সেই কৃপাবারিকে পায়ে ঠেলিয়া দিতে চাই। ইহার চায় অজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, দাম্ভিকতা আর কি থাকিতে পারে? ইহা অপেক্ষা করুণাময় প্রভুর কোমল প্রাণে বেশী আঘাতপ্রদান আর কি হইতে পারে? তজ্জন্যই বলিতেছি, আমি সত্য সত্যই কৃপা চাই কি?

কুটিল কৃপা পাইবে না শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদির প্রবৃত্তি, তাহা সমস্তই কুটিলতা। অতি মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসের দ্বারা মঙ্গল হয়। কিন্তু কুটিল ব্যক্তির আদৌ ভক্তির অনুবর্তনই হয় না।

হরিকথা প্রসঙ্গ

——::(::॥::)::——

সাধকের হৃদয়ে দৈন্য থাকিবেই। দৈন্য বা সুনীচতা অন্তরের জিনিষ। তাহা বাহিরে প্রচার করিবার জিনিষ নহে। যেখানে দৈন্য বা কার্পণ্য সেখানে ভক্তি থাকিতে পারে না। দৈন্য ভূষিত হইতে না পারিলে কখনই গুরুকৃপা, ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না, নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব না দিবাস্ত, বৈষ্ণবের মহত্ত্ব বুঝা যায় না। যাঁহার হৃদয় দৈন্যের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছে, তিনিই সেবাময় জীবন লাভ করিতে পারিয়াছেন। দীন ব্যক্তির ভোক্তৃ-অভিমান হয় না বলিয়া তাঁহাকে আর ভোগী বা ত্যাগী সাজিতে হয় না। দৈন্যময় জীবন স্বচ্ছ, সরল, সরস, শান্ত ও সুখময় হয়। যে হৃদয়ে অকৃত্রিম—দৈন্য স্থান পায়, সে হৃদয়ে আর অন্ধকার থাকিতে পারে না। দীন কাঙ্গালের প্রতিই সাধু-গুরুর কৃপা হয়। গুরুর কৃপা এত বড় একটা জিনিষ যে, তাহা সমস্ত সাধনার শিরোমণিটিকে সকলের অজ্ঞাতসারে অসাধনে সাধিয়া দেয়। তাই সাধকের পক্ষে নিষ্কপট দৈন্য অপেক্ষা আর বড় সাধন কিছুই নাই। এই চেতনময়ী দৈন্য হৃদয়ের যাবতীয় আবরণ সরাইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার একটি অপ্রাকৃত প্রীতিময় সম্বন্ধ করিয়া দেয়, হৃদয়ে একটা চেতনময় ভাবশক্তির চিরস্থায়ী স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। নির্মলচিত্ত গুরুদেবতাত্মাই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন। দৈন্য জীবকে নিঃশক্তিক বা কাপুরুষ করে না। দৈন্যের ভিতর এত অমানুষিক শক্তি নিহিত আছে, যাঁহার কোটিঅংশের একাংশও পাশবিক পৌরুষে নাই। দৈন্যই যথার্থ বল। দৈন্যহীন দাম্ভিকই দুর্ব্বল। দীনই প্রকৃত সবল, শ্রীভগবান্ দীনের বন্ধু, দীনবৎসল। দৈন্য অজিত ভগবান্কে বশ করে। দৈন্য ব্যতীত হইলে আত্মরক্ষার অন্য উপায় নাই। যেখানে দৈন্যের সহিত কাতর আহ্বান, সেইখানে প্রভুর সাড়া।

দৈন্য, সহিষ্ণুতা ও পরপ্রশংসা—এই তিনটী বিশেষ প্রয়োজন। সাধক যেমন দীন হইবেন, তেমন সহিষ্ণুও হইবেন। সহিষ্ণু না হইলে অনর্থের আক্রমণ নিপীড়িত হইতে হয়। যাঁহার সহিষ্ণুতা আছে, তিনি অনায়াসে সাধুগুরুকৃপায় অনর্থের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরিভজন করিতে পারেন না। যখন কোন ভাগ্যবান্ জীবের সাধক-জীবন আরম্ভ হয়, তখন শত শত বাধাবিপত্তি সেই সাধকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন কি, দেবতাগণও সেই সাধকের সাধনায় অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকেন। যাঁহারা একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য সাধন করেন, তাঁহাদের বিঘ্ন জন্মাইবার জন্য দেবতাগণেরও যত্ন দেখা যায়। এই সকল বাধা দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলে পথভ্রষ্ট হইতে হয়। সেইজন্য সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া হরিভজনে অগ্রসর হওয়া দরকার। সহিষ্ণু চতুর সাধক মায়াকেও জয় করিতে পারেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার সাধ্য মায়ার নাই। সহিষ্ণুতায় অস্থিরতা নাই। সেখানে সহিষ্ণুতা সেই-খানেই যুক্তবৈরাগ্য। দীন ও সহিষ্ণু হইয়া ভক্তিসাধন করিলে তরিদাস জীব সিদ্ধ হইতে পারেন। দৈন্য যেরূপ কৃপা পাইবার উপায়, সহিষ্ণুতাও সেইরূপ কৃপা রক্ষা করিবার ও কৃপায় সিদ্ধ হইবার মূল কারণ।

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় তুচ্ছ আমি পাই। কেবল ভক্তির গোটেচেতে বশ জাকি

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

নিয়মাবলী

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের বাণী বা শাস্ত্রের প্রতি অকপট শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিগণ পারমার্থিকপত্র শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গ্রাহক হইবার অধিকারী। কোন প্রকার প্রাথিব মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা প্রভৃতির বিনিময়ে শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাওয়া যাইবে না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতা, মূর্খতা বা পাণ্ডিত্য, অনিপুণতা বা দক্ষতা, নীচজাতিত্ব বা উচ্চজাতিত্ব—এই সকল শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রাপ্তির অযোগ্যতা বা যোগ্যতা নহে। ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যের ঐকান্তিক নিয়োগই ইহার প্রকৃত ভিক্ষা।

২। শ্রীভক্তিকথায় অকৃত্রিম রুচি, শরণাপত্তিলক্ষণা সেবোন্মুখতা, ব্যবহারে অকার্পণ্য, জাগতিক লাভ ও অভাব বা মানাপমানে উল্লাস ও বিষাদে বশীভূত না হওয়া, ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ার অলৌকিকত্বে সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য—অর্থাৎ সর্বস্ব বা সমগ্র জীবনীশক্তির দ্বারা পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধান—এই সকল অর্পণ দ্বারা শ্রীনদীয়াপ্রকাশপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক।

৩। কেহ কোন সংখ্যা না পাইলে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে না জানাইলে পরে আর পাওয়া যায় না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে Reply card বা /১০ পয়সার ডাক-টিকেট পাঠাইতে হয়। সাময়িকভাবে ঠিকানা পরিবর্তন করিয়া লওয়া হয় না; তজ্জন্য গ্রাহকগণের স্থানীয় ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করণীয়।

৪। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের পরমার্থ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সম্পাদকের অনুমোদন লাভ করিলে শ্রীনদীয়াপ্রকাশে প্রকাশিত হইতে পারে। অননুমোদিত প্রবন্ধাদি যথোপযুক্ত ডাকটিকেট না পাঠাইলে ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধপ্রেরকগণ প্রেসের কার্য্যের সুবিধার জন্য কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠাইবেন।

৫। শ্রীনদীয়াপ্রকাশের প্রতি কাহারও কোনপ্রকার অশ্রদ্ধাজনক আচরণ বুঝা গেলে ও সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন সময় হইতে যে-কোন ব্যক্তির নিকট শ্রীনদীয়াপ্রকাশ-প্রেরণ বন্ধ করা যাইতে পারিবে। শুদ্ধভক্তিপত্র শ্রীনদীয়াপ্রকাশ ধর্মগ্রন্থের ন্যায় ভগবদভিন্নবোধে পরমপূজ্য বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে কোন ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ অত্যন্ত অপরাধের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

৬। শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি—শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

বিবিধ সংবাদ

দামোদর বাঁধের পরিকল্পনা

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্যের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পরিকল্পনা অর্থাৎ ৫০ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে দামোদরের বাঁধ নির্মাণ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবার জন্য বর্ত্তমান সপ্তাহের প্রথমভাগে আমেরিকা হইতে ২ জন বিশেষজ্ঞ ভারতে আসিয়াছেন। একজনের নাম মিঃ এফ সি শ্লেমর—ক্যারোলিনার বিখ্যাত কণ্টানা পরিকল্পনার কনট্রাকশান ম্যানেজার। অপর জনের নাম মিঃ আর এম রেইদেল—টেনেসিভ্যালি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা বিভাগের হেড সিভিল ইঞ্জিনীয়ার। টেনেসিভ্যালি কর্তৃপক্ষ বিশেষজ্ঞদ্বয়ের সার্ভিস এদেশের কর্তৃপক্ষকে ধার দিয়াছেন। ইঁহারা এখন দামোদর অঞ্চল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইঁহাদের সঙ্গে আছেন বাঙ্গলা সরকারের সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ জে এফ রাসেল এবং ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। ইঁহারা প্রথম বরাকর যান। রিপোর্ট দাখিল করার আগে ইঁহারা ৩ সপ্তাহ যাবৎ দামোদর-ভ্যালি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

তিনটি বাঁধ নির্ম্মাণের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইঞ্জিনীয়ারগণ প্রথমে গবেষণা করিবেন। একটি—বরাকর নদীর উপর মায়থন বাঁধ, অপর দুইটি দামোদর নদের উপর আয়ার ও পাঞ্চাত হিল বাঁধ। এই ৩টি বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এক সঙ্গেই তিনটির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ৬টি বাঁধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে—ইহার অধিকাংশই হইবে বাঙ্গলায় দামোদর ও বিহারে উহার শাখা নদীর উপর। নির্ম্মাণ-কার্য্য ৫ বৎসরে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ভারত সরকার, বাঙ্গলা সরকার, বিহার সরকার ও কলিকাতার পোর্ট কমিশনারের যুক্ত চেষ্টায় নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। বাঁধ নির্ম্মাণের পর জলাধারগুলিতে বন্যার জল রাখা হইবে এবং গ্রীষ্মকালে সেচের জল ধরিয়া রাখার উদ্দেশ্যেও সেগুলি ব্যবহার করা হইবে। বন্যার জলের খানিক অংশ ও সঞ্চিত সমস্ত জলশক্তি উৎপাদনের কার্য্যে ব্যবহার করার প্রস্তাব হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে সেচের জল বাড়াইয়া নদীর নিম্নাংশে প্রসারিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

শক্তি ও সেচ হইতে আয় হইবে। প্রথম ৫ বৎসরে আংশিক খরচও উঠান যাইবে না বলিয়া মনে হয়।

পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে আবশ্যক হইবে—একজন চীফ ইঞ্জিনীয়ার ২ জন সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, ৮ জন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ২৯ জন এসিষ্টাণ্ট এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বা এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, ১০০ জন ওভারসিয়ার, ৪০ জন এষ্টিমেটর ৮০ জন ড্রাফ্‌টসম্যান ও ট্রেসার, ৯০ জন কেরাণী এবং ১০ হাজার শ্রমিক।

কলিকাতার রাস্তা মেরামত

কলিকাতা কর্পোরেশন সামরিক যানবাহনের যাতায়াতের ফলে কলিকাতার কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ইতিপূর্ব্বে ৭৫ লক্ষ টাকা প্রদানের জন্য দাবী উত্থাপন করেন।

এক্ষণে জানিতে পারা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, কর্পোরেশনের প্রদত্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি রাস্তা মেরামতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, উক্ত টাকার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যে কর্পোরেশনকে প্রদান করা হইয়াছে এবং বাকী ১৮ লক্ষ টাকা ৪॥ লক্ষ টাকার বাৎসরিক কিস্তীতে চারি বৎসরে প্রদান করা হইবে

আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, অন্যান্য দাবী সম্পর্কে ৩৩ লক্ষ টাকা প্রদান করার প্রশ্ন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

বঙ্গীয় খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আইন

১৯৪৫ সালের বঙ্গীয় খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ ১৯৪৬ সালের ৭ই মার্চ্চ হইতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে কার্য্যকরী হইবে,—

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী এবং দার্জ্জিলিং।

এই আদেশ অনুযায়ী যে কোন প্রকার যানবাহনে ১৯৪৬ সালের ৭ই মার্চ্চের পর লাইসেন্স ব্যতীত অন্যের পক্ষ হইতে এই সকল অঞ্চলে ১০ মণ বা তাহার অধিক পরিমাণ চাউল বা ধান আমদানী করা নিষিদ্ধ। রেল ও ষ্টীমার কোম্পানী এ আদেশের মধ্যে পড়িবে না।

উপরোক্ত লাইসেন্সের জন্য ১ টাকা ফি সহ নির্দ্দিষ্ট ফরমে ১৯৪৬ সালের ৭ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে।

মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদিত ও নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১০ম বর্ষ } ২১ গোবিন্দ, গৌরাব্দ ৪৫৯, ৩রা চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৫২ ১৭ই মার্চ্চ ইং ১৯৪৬, শনিবার } ২৯৭-৩০০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ গোবিন্দ অথবা ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৯

নদীয়া-শশধরের উদয়

——::::::●::::——

অদ্য ভুবনমঙ্গলময়ী মহামহোৎসব শ্রীগৌর-আবির্ভাব-তিথি। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের-অন্ত-সম্বোজ্জ্বল হৃদয়ে অপ্রাকৃত শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু-জাত শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যাবির্ভাবলীলা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটতিথিবরার স্মরণ এইরূপ করিয়াছেন,—

"রাহুগ্রস্তে শশধরে ফাল্গুনে পূর্ণিমায়াং
গৌড়ে শাকে মহণ্ডবিন্দ
সপ্তবর্ষাধিকে হঃ।
প্রাগপূর্ব্বাং সমজনি শচী-
গর্ভসিন্ধৌ প্রদোষে
যং চিচ্ছক্তি-প্রকটিতওঘং
নিত্যহংহং স্মরামি॥"

—১৪০৭ শকাব্দায় গৌড়দেশে ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে শশধর রাহুগ্রস্ত হইলে শ্রীধাম নবদ্বীপান্তর্গত রত্নাকরসাগর সন্নিকর্ষে শ্রীমায়াপুর-মহাযোগপীঠে শ্রীশচীদেবীর গর্ভ-সিন্ধুতে যে চিন্ময় গৌর-শশধর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই চিচ্ছক্তি-প্রকটিতস্বরূপ শ্রীজগন্নাথমিশ্রনন্দনকে আমি স্মরণ করি।

শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীগৌর-সুন্দর নিজের জনপিতৃগণী উজ্জ্বলোজ্জ্বল-ভক্তিরস আপামরে বিতরণ করিবার জন্য নদীয়া-উদয়-গিরিতে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই গৌরশশধরের উদয়ে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমরূপ সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার বিমল ছটায় জীবের হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; হৃদয়ের পাপরাশিরূপ তমঃ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছেন,—

"নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমঃ হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়॥"

"নবদ্বীপে শচীগর্ভশুদ্ধদুগ্ধ-সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণপূর্ণ-ইন্দু॥"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"রাহু কবলে ইন্দু, পরকাশ নামসিন্ধু,
কলিমর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥
দেখিতে গৌরাঙ্গচন্দ্র।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ॥"

শ্রীল মুরারিগুপ্ত প্রভু এই নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ততঃ জনসমবেতৃগণাঙ্কং
রাহুগ্রাসকং জগদৈব।
কৃষ্ণনামবদনেন নির্জ্জিতঃ প্রাবিশৎ
সুরমিপোমুখং বিধুঃ॥"

শ্রীগৌরচন্দ্রের জন্মসময়ে গগনের চন্দ্র রাহু-কবলিত হইল কৃষ্ণমুখপদ্ম-কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়া চন্দ্র লজ্জায় সুররিপু রাহুর বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইল।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের আবির্ভাব-লীলা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"শুভদিন, শুভক্ষণ পূর্ণিমার তিথি।
ফাল্গুনের শুভনিধি চিন্ময়মূর্ত্তি॥
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদ্ভুত বেশে।
উঠিল চৌদিক ভরি' হরি হরি বোলে॥
চৌদিক ভরিল আর দিবা চারুশঙ্খ।
পরসর মন্দ মন্দ বায়ু মন্দ মন্দ॥
ষড় ঋতু উদয় হইল কোন্কালে।
প্রভুর শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে॥"

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের আবির্ভাব-প্রশস্তি-গীতি এইরূপ গাহিয়াছেন,—

"ফাল্গুন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা,
প্রকট গোকুল-ইন্দু।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
উথলে আনন্দসিন্ধু॥"

জয় জয় জয় মঙ্গল রব
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-নিশিনব-শোভিত,
শচীগর্ভে প্রকট গৌরবরজ-রজনা।
ঝলকত বর বালক-তনু,
কুসুম থির দামিনীতনু,
চমকত মুখচন্দ্র মধুর হৈরত ভব মজনা॥"

শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার বন্দনা গীতি এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃত-দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্তত্তির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃত-জগন্মনাঃ কিমপি শর্ম বিন্যস্যতু॥"

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ প্রণয়রস-সুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলপতি অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, জগন্মানস-বশকারী শচীনন্দনাখ্য-চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও শ্রীগৌরাবির্ভাব-লীলা অভিন্ন হইলেও গৌরাবির্ভাব-লীলা অধিক ঔদার্য্যময়ী। কারণ, ইহা অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়কেও শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ প্রদান করিবার জন্য স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। হৃদয়ে গৌরাবির্ভাব হইলে কৃষ্ণাবির্ভাবের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়—শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের কৃপারূপ সুশীতল জ্যোৎস্নায় হৃদয় স্নিগ্ধ ও আলোকিত হইলে সেই মঙ্গল হৃদয়ে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের আবির্ভাবলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন হয়। গৌরজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপসুধাকরের এই আবির্ভাব তিথির বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"গৌর-ভক্তের নিকট তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীগৌর-হরির ন্যায় গৌরপ্রকট-পূর্ণিমা পরমানন্দের বস্তু। ● ● জগতে অনেকপ্রকার উৎসব আছে; কিন্তু প্রকটপূর্ণিমোৎসব সর্ব্বোপরি অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ সর্ব্বোত্তম-আরাধ্য, তাঁহার প্রকটতিথিও তদ্রূপ উৎসবময় ও সর্ব্বোল্লাসকর।

"শ্রীগৌরহরি আনন্দময় বসন্তঋতুর ফাল্গুন পূর্ণিমায় প্রকট হইয়া সংসার-দুঃখরূপ শীতভার অপনোদন করিয়া জীবকে উদ্ধার করত নিত্য কৃষ্ণসংসারের পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র পাদাঙ্কসরণে জীবের সর্ব্বোত্তম লাভ শ্রীরূপ প্রমুখ গোস্বামিপাদগণ জগৎকে জানাইয়া দিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীচৈতন্য-দেবের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীপ্রকট-পূর্ণিমার অলৌকিক মহিমা ভক্তগণ-হৃদয়ে সমুল্লাসিত করিয়াছেন। তাই আজ বঙ্গের উচ্চনীচ অনেকের গৃহে প্রকট-পূর্ণিমার মহিমা ন্যূনাধিক আনীত পর্ব্বরূপে লক্ষিত হইতেছে।

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥

ইতিপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার মহিমা তাঁহার পার্ষদবংশে ও তদাশ্রিতকুলে আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এক্ষণে ক্রমশঃ বঙ্গদেশে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে গৌরকথা প্রকাশমান হইয়াছেন।

"শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়ের কথা, তাঁহার জন্মস্থান ও তাঁহার আদর লীলা জগতে প্রকাশ করিবার জন্য যিনি তাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ প্রভুর আজ্ঞা সমাধানপূর্ব্বক নিত্যলীলায় পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন সেই মহাত্মা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটস্থানে শ্রীগৌরহরির মূর্ত্তি প্রকট করাইয়া শ্রীগৌরজন্ম-তিথিতে মহোৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভাগবতগণকে সমবেত আহ্বান করিয়া যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার কথা লইয়াই এক্ষণে আমরাও গৌরভক্ত সাধারণকে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে আনন্দ-সম্মেলনে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি।"

...... নবদ্বীপসুধাকর শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই আত্মনিবেদন এবং আত্মনিবেদনমুখে শ্রদ্ধান্বিত বা লালসযুক্ত হইয়া সাধনভক্তিযাজনই কর্ত্তব্য। এইজন্যই শ্রীগৌরজন্মতিথির পূর্ব্বে কীর্ত্তনমুখে নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার অনুষ্ঠান। শ্রীগৌরচন্দ্র স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি যখন কৃপা করিয়া সৌভাগ্যবান্ সর্ব্বাত্মনিবেদিত জীবের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব তাঁহার পরিচয় পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বিলাস-ক্ষেত্র—শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়েই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া থাকেন।

—শ্রীনবদ্বীপসুধাকর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যকাল শ্রীশচীদেবী ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি তাঁহাদের প্রেমসেবায় নিত্য বশীভূত—চিরবিক্রীত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজিত হইয়াও ভক্তের নিকট প্রেমজিত; জন্মরহিত হইয়াও ভক্তের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে প্রাতমুহূর্ত্তে জন্মলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্ম প্রাকৃত মর্ত্ত্যজীবের জন্মের ন্যায় নহে। তিনি ভক্তের প্রেমবাধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও নিজের অজত্ব পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখেন। প্রাকৃত মর্ত্ত্যজীবের জন্মের ন্যায় তাঁহার জন্মলীলা কালের দ্বারা পরিমিত নহে। জীব ভোক্তৃ-অভিমানে চালিত হইয়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়াকর্ত্তৃক প্রদত্ত দণ্ডস্বরূপ জননীগর্ভে প্রবেশ ও জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীভগবান্ নিজ হইতে অভিন্ন বিজস্বরূপ-শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে প্রেমিক ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বহৃদয়কে অবলম্বন করিয়া জন্মলীলা প্রকাশ করেন। জীবের জন্মগ্রহণ শাস্তি—দুঃখজনক, আর ভগবানের জন্মগ্রহণলীলা, তাহা ভগবানের, ভগবদ্ভক্তের ও সকল জীবের নিত্যানন্দবর্দ্ধনকারী।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের এই জন্মগ্রহণ-লীলা সেবোন্মুখ ভক্তগণই তাঁহাদের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে যদি শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব না হয়—শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের স্নিগ্ধ কৃপালোকে যদি হৃদয় উদ্ভাসিত না হয়, তাহা হইলে জীবনধারণ বৃথা। হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব না হইলে—শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আরাধিত না হইলে শ্রীগৌরাবির্ভাব উপলব্ধ হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ও সেবা লাভ করিয়া হৃদয় শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে সেই স্নিগ্ধ সুশীতল হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় আসন রচনা করেন। আজ শ্রীগৌরপ্রকট-তিথিতে শ্রীগৌরপ্রাণজীবন শ্রীগৌরকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুবর্গের শ্রীচরণে সতত প্রণত হইয়া তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষ-লাভের আশাবন্ধ লইয়া এই পরম পবিত্রা তিথিবরার নীরাজন করিতেছি।

সর্ব্ব সদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥"

—সেই সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

——::(::✽::)::——

সর্ব্বাবতারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য নিজে অনুভব করিবার জন্য এবং নিজের প্রণয়ী রসিক ভক্তগণকে নিজমাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য যেরূপ ঔদার্য্য লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপই শ্রীগৌররূপ। শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীগৌরাবতারে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবিকা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর ভাব ও অঙ্গকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা কিরূপ বা শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদ্য তাঁহার নিজ শ্রীবিগ্রহের যে অদ্ভুত মধুরিমা, তাহা কিরূপ এবং শ্রীরাধা তাঁহার মাধুর্য্য-আস্বাদন হেতু কিপ্রকার সুখ লাভ করেন, এই তিনটী বিষয়ে লোভ-হেতু শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়ের ভাব লইয়া শ্রীশচীগর্ভসিন্ধুতে স্বীয় জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কারণ বিষয়বিগ্রহের বিষয়-বিগ্রহাভিমানে আশ্রয়ের প্রণয়মহিমা অনুভূত হয় না। অথচ তাহাই অনুভব করিবার জন্য অত্যদ্ভুত লোভবিশিষ্ট হওয়ায় মাধুর্য্যময় স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়বিগ্রহের ভাববিভাবিত হইয়া—অর্থাৎ অতীত—অধোক্ষজ ও অতীত অপ্রাকৃত ঔদার্য্য-মধুরিমা তাহাকে প্রকট করিবার জন্য পরমৌদার্য্য-অবতারী শ্রীগৌররূপে এই শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা
দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী-শক্তিক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে শ্রীচৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকটিত। অতএব শ্রীরাধার ভাব ও দ্যুতিদ্বারা সুবলিত সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাবতারের এই অভিপ্রায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এইরূপ ব্যক্ত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥
সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয় ॥
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধপ্রকার ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর নিত্যপ্রকাশ। কেহ অগ্র, কেহ পশ্চাতে—এইরূপ বলা যায় না। দুইপ্রকাশই নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলায় কোন ভেদ নাই। কৃষ্ণলীলায় ভজনের বিষয় প্রতিভাত আর গৌরলীলায় সেই ভজনের প্রণালী প্রতিভাত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"কৃষ্ণ ও গৌরকিশোর—ইঁহারা পৃথক্ তত্ত্ব নন। উভয়েই মধুর রসের আশ্রয়। একটু ভেদ এইমাত্র যে, মাধুর্য্যরসে দুইটী প্রকার আছে অর্থাৎ মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য। তন্মধ্যে মাধুর্য্য যেখানে বলবৎ, সেইখানে কৃষ্ণস্বরূপ এবং ঔদার্য্য যেখানে বলবৎ, সেখানে গৌরাঙ্গস্বরূপ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়বিগ্রহ। তিনি আশ্রয়ের ভাবকান্তি প্রদর্শন করিলেও তাঁহাকে বিষয়রূপেই পূজা করিতে হইবে। শক্তিমান্ শক্তিজাতীয় চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও তদ্দ্বারা শক্তি হইয়া যান না। শক্তি শক্তির সেবিকা নহেন। শক্তিমান্ নিজের সেবিকা নহেন। তিনি সেবিকাদিগের নিত্যোপাস্য, তিনি স্বীয় শক্তিবর্গের উপাস্যস্বরূপ দুইরূপে প্রকট করিয়া থাকেন। বিষয়বিগ্রহের ভাব ও কান্তিপ্রদর্শনের দ্বারা শক্তিবর্গের সেবাগ্রহণ করেন; আবার আশ্রয়ের ভাব ও কান্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক শক্তিবর্গের আশ্রয়রূপে তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন। বিষয়বিগ্রহ যেখানে আশ্রয়বর্গের আশ্রয়রূপ প্রদর্শন করেন, সেখানেও তাঁহার প্রদর্শিত আশ্রয়রূপ বিষয়পর্য্যায়েই সেবা। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই লীলায় তাঁহার ভোক্তৃভাব তাঁহার প্রিয়তম সেবিকা শ্রীমতীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিপ্রলম্ভময় ভাবদ্বারা আবৃত করিয়াছেন। শ্রীমতী যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই শ্রীগৌরাবতারে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমতীকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-কল্পনা যেরূপ অসম্ভব, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া শ্রীমতীর স্বরূপ-কল্পনাও তদ্রূপ অসম্ভব। সম্ভোগরসে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাচেষ্টা প্রদর্শিত হইলে উহা রসাভাসদুষ্ট হয়। মহাপ্রভুর সেবার মধ্যে সম্ভোগের কোন কথা নাই। তজ্জন্য তাঁহার ভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণজ্ঞানে তাঁহার উপাসনাই সঙ্গত।

শ্রীশচী ও শ্রীদেবকী

——::(::✽::)::——

আমরা শাস্ত্রে দেবকীর গর্ভে ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ এবং শ্রীশচীদেবীর গর্ভে জন্মমরণশীল অষ্ট কন্যার উৎপত্তির কথা শুনিতে পাই। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ দেবকীর গর্ভে ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ এবং মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশচীদেবীর গর্ভে প্রাকৃত মানুষীর ন্যায় জন্মমরণশীল অষ্টকন্যার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, এইরূপ প্রশ্ন অনেকেরই হৃদয়ে জাগে। ভগবদ্বিমুখ কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের সমাধান করিতে না পারিলেও সেবোন্মুখ জনগণ ভগবৎকৃপায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ যেমন বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, দেবকীতে ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। তত্ত্ব-ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তনলক্ষণা শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান। সেই শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে করিতে জীব-হৃদয়ে বিষয় ভোগ অন্যাবৃত্ত বর্ত্তমান থাকে, তখন ভক্তের "হায়! আমি এতকাল বিষয়ভোগ করিয়া সংসারান্ধকূপে

নির্মুক্ত হইব”—এরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কাল-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভক্তি বৃদ্ধি হইতে হইতে করুণাময় ভগবান্ তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ‘মন হইতে মরীচির আবির্ভাব’—এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টী পুত্রই শব্দ-স্পর্শাদি ছয়টী মনোভোগ্য বিষয়। তত্র যেমন ভক্তিপথভ্রষ্ট বহুবিধ বিষয়নিবৃত্তির মূল, কংসও সেইরূপ দেবকীগর্ভজাত ষড়্গর্ভ নামক অসুরের হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে সেবাময়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়; দেবকীতেও তদ্রূপ ষড়্গর্ভ নামক অসুর বিনষ্ট হইবার পর সপ্তমগর্ভে নিবাস, শয্যা, আসনাদিরূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব হয়। প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে।

গৌরজননী শ্রীশচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর অল্পকাল মধ্যেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহাতে ভীত হইয়া শ্রীশচী-জগন্নাথ পুত্রলাভার্থ বিষ্ণুর আরাধনা করেন এবং তৎকালে নবম সন্তান শ্রীবিশ্বরূপ অবতীর্ণ হন। বাৎসল্য-রস-রসিক শ্রীশচী জগন্নাথ ভক্তগণের আচরণের মূল পথপ্রদর্শক স্বরূপ কলিহতে জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয় ঔদার্য্যধাম শ্রীমায়াপুরে বাস করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামসেবকেরই শ্রীব্রজধাম করিছেন। অপরের পক্ষে বৃন্দাবনপ্রাপ্তি অসম্ভব, এই শিক্ষা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

নবদ্বীপে বসেদ্ যঃ করে তস্য ব্রজাবধিঃ।
মরীচিকাবদন্যত্র বৃন্দারণ্যং দূরে স্থিতম্॥

(শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্)

দ্বাপরলীলায় দেবকীর সপ্তমগর্ভে শ্রীসঙ্কর্ষণ-রাম ও অষ্টমগর্ভে শ্রীবাসুদেবের উদয় হয়। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীশচীদেবীর পক্ষে একে আট কন্যার মৃত্যু ও তৎপরে নবমগর্ভে বিশ্বরূপের আবির্ভাব এবং দশমগর্ভে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় হয়। শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাব-রহস্য বিষয়ে ভক্তগণ বলেন, অষ্ট অপরা প্রকৃতির আবরণে অধোক্ষজ আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধসত্ত্ব জীবাত্মস্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব-স্ব কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব-জীবাত্মরূপ ও তৎসহচর পরমাত্মার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, স্থূলভূতসমূহ ক্রমে তৎকারণস্বরূপ সূক্ষ্মভূতে প্রবিষ্ট হইলে এবং অহঙ্কারাদি সূক্ষ্মভূতসমূহ বিজ্ঞানস্বরূপ মহত্তত্ত্বে সংস্থাপিত হইলে, মহত্তত্ত্ব আবার ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে সংযুক্ত হইলে, ক্ষেত্রজ্ঞ আবার পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিলে হৃদয়াকাশে জীবাত্মশক্তি সঙ্কর্ষণের উদয় হয়। সঙ্কর্ষণ স্বরূপ বিশ্বরূপ বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই সেবা-পরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র তদ্‌সঙ্গে উদিত হন। অর্থাৎ অষ্ট অপরা প্রকৃতির বিলয়ে যখন জীবহৃদয় শুদ্ধসত্ত্বভাব ধারণ করে, সেই সময় তাহার সেবোন্মুখিনী অস্মিতার স্বরূপ সেবক-অভিমানে সেবাবিগ্রহ গুরুরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেব্যবিগ্রহ গৌরসুন্দরকে প্রদান করেন, ইহাই রহস্য।

শ্রীশচী-জগন্নাথ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর। তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, কখনই প্রাকৃত ভাবের স্থান নহে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বের নাম বসুদেব। শ্রীবসুদেবেই চিদ্‌বাসী শ্রীবাসুদেব প্রকটিত। অতএব শ্রীমূর্ত্তিগণের প্রাকৃত রক্তমাংসময় দেহ স্ত্রীপুরুষের কামক্রীড়া ও সাধারণ স্ত্রীর ন্যায় গর্ভধারণ ও শচীদেবীর মিলন না শচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং তাহা মনে করিলে চিন্তা করাও অমার্জনীয় ভীষণ অপরাধ। শ্রীশচী-জগন্নাথ উভয়েই শ্রীগৌরচন্দ্রের সুখের জন্য নিত্য ব্যস্ত। তাঁহারা উভয়েই শুদ্ধ। কৃষ্ণসুখ-সেবা ব্যতীত স্বসুখের লেশমাত্রও তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। সেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের চরিত্র স্বরূপ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

শ্রীশ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ

——::((::●::))::——

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে তৃণাবর্ত্ত-নামক অসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের এক বৎসর পরে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া স্তনদান, আদর ও চুম্বনাদি করিতেছেন এমন সময় সেই বালক গিরিশৃঙ্গের ন্যায় গুরুবোধ হওয়ায় তিনি তাঁহাকে বহন করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন ভারাক্রান্ত শ্রীযশোদা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভূমিতলে স্থাপনপূর্ব্বক মহাপুরুষ শ্রীনারায়ণের স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং স্বস্ত্যয়নের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মা যশোদা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে কংসভৃত্য তৃণাবর্ত্ত-নামক অসুর কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ধূলিরাশিদ্বারা সকলের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া এবং মহাঘোরশব্দে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া ঘূর্ণিবায়ুরূপে ভূতলস্থিত বালককে হরণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে গোষ্ঠ ধূলিতে অন্ধকার হইল। মা যশোদা যেস্থানে পুত্রকে রাখিয়াছিলেন, সেস্থানে না পাইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া পুত্রকে আহ্বান করিয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কেহই নিজেকে ও অপরকে দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর ধূলিরাশি নিবৃত্ত হইলে এবং বায়ু শান্তভাব ধারণ করিলে শ্রীযশোদার প্রতিবেশিনীগণ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। তজ্জন্য তাঁহারা সকলে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে অশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন।

তৃণাবর্ত্ত বায়ুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে হরণপূর্ব্বক অতি উর্দ্ধদেশে গমন করিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যে তাহার বেগ প্রশমিত হওয়ায় সে আর অধিকদূর গমন করিতে পারিল না। অতএব গুরুত্বহেতু তৃণাবর্ত্ত বালক শ্রীকৃষ্ণকে পর্ব্বত-তুল্য মনে করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও পারিল না। কারণ, লোককে বাল্যলীলায় অনুকরণকারী কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ বালকের ন্যায় ভয়ে কাতর হইয়া দৈত্যের গলদেশে দৃঢ়রূপে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। গলদেশে দৃঢ়ভাবে ধারণ করায় তৃণাবর্ত্তের কণ্ঠরোধ হওয়ায় অসুর নিশ্চেষ্ট ও বলহীন হইল। তাহার নেত্রদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতর হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণের সহিত পতিত হইল। পূর্ব্বে পুতনাবধের সময় রাক্ষসীর ভীষণ চীৎকারে ও পদবিক্ষেপজনিত মহাশব্দে ব্রজবাসিগণের অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন হইয়াছিল। অধুনা গোপগোপীগণ সেইরূপ ভীত না হয়, তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তকে আকাশমার্গেই নিহত করিলেন।

সকরুণ রোদনশীলা শোকাকুলা শ্রীযশোদা ও অন্যান্য গোপীগণ দেখিতে পাইলেন, ভীষণ দৈত্য আকাশমার্গ হইতে রুদ্রবাণ বিদ্ধ ত্রিপুরাসুরের ন্যায় শিলাতলে পতিত হইল এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তের বক্ষঃস্থল অবলম্বন করিয়াছিলেন। দৈত্যকর্ত্তৃক আকাশমার্গে অপহৃত হইয়াও বালক মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইল, ইহা দর্শন করিয়া সাবধানে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাদরে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক আনিয়া মা যশোদাকে অর্পণ করিলেন। শ্রীনন্দ-যশোদাদি ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিলেন,—“কি আশ্চর্য্য! বালক স্বরবভাব দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া পুনরায় জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল! পরের অনিষ্টকারী হিংস্র খল ব্যক্তি নিজ পাপের দ্বারাই বিনষ্ট হয় আর সাধু ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শনহেতু এইরূপ ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন আমরা পূর্ব্বজন্মে তপস্যা, ভগবদ্-আরাধনা, যজ্ঞ বা প্রাণিগণের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তাহার ফলে এই বালক মৃত্যুমুখগত হইয়াও পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া নিজ স্বজনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিল।”

যৎকিঞ্চিৎ

——::●::——

পূর্ব্বজন্মের অপরাধ হইতে অসদালোচনা ও মনশ্চাঞ্চল্য হয়। সাধুসঙ্গদ্বারাই তাহা দূর হয়। সর্ব্বক্ষণ সাধুর চিন্তা রহিলে আর কোনও অসুবিধা হইতে পারে না। যেখানে অর্থের চিন্তা, সেখানে আবার অনর্থের চিন্তা কোথায়? প্রত্যেকেরই ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি রাগোদয় হওয়া দরকার। এই রাগ সহজ। ইঁহার বল খুব বেশী, কিন্তু খুব বিরল। বিধির পালনে রুচির উদয় হইতে দেরী হয়। তাই বলিয়া বিধি লঙ্ঘন করিতে হইবে না। গায়ের জোরে অনুরাগ হয় না। অনুরাগী ভক্তের কৃপাতেই তাহা লভ্য হয়। যাহারা বিষয়চিন্তা করে, তাহাদের কৃষ্ণাতি-নিবেশ বা রাগোদয় হওয়া কঠিন।

শ্রীঅর্চ্চাবতার বড় দয়ালু। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীঅর্চ্চাবতারের পূজা করিতে হয়। যে-কেহ একটা পুতুল গড়িলেই তাহা অর্চ্চাবিগ্রহ হইবে না। মহাজন-বিশেষের হৃদয়ে আবির্ভূত রূপ, ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদিতে প্রাকটিত হন। শিল্প, কাষ্ঠ প্রভৃতির হৃদয়ে সেই ভগবান্ প্রেরণা দান করেন। ভগবৎপ্রেরিত হইয়া তাহারা মহাজনের হৃদয়ে আবির্ভূত সেই ভগবদ্বিগ্রহকে প্রকট করে। জড়ের সঙ্গে অত্যন্ত মাখামাখির অবস্থায়—অত্যন্ত জড়ভাবাপন্ন অবস্থায় শ্রীঅর্চ্চাই উপাস্যবস্তু হন। শ্রীভগবানই শ্রীঅর্চ্চারূপে প্রকটিত হইয়া জীবের নিকট সেবাগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করেন। অর্চ্চা সাক্ষাৎ ভগবান্—করুণাময় অবতার। যাহারা অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি করে, তাহারা পাষণ্ডী।

শ্রীভগবানে শরণাপন্ন হইলে আর ভেদ-বুদ্ধি থাকিবে না। একান্তভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুরুষাভিমানে স্বসুখ-বাঞ্ছা চলিয়া যায়। শরণাগত হইয়া যদি আমরা ভজন করি, তাহা হইলে সমাতীরাশ্রয়-বিশিষ্ট নিজ সাধু জনের গূঢ় কথা আমাদিগকে বলিবেন। শরণাগত হইলে সাধু, গুরু ও ভগবান্ তাঁহাদের রূপ দেখাইবেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীগৌর-কৃপা লাভ হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনকথা বুঝা যাইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা বড় গূঢ়, বড় দুর্জ্ঞেয়। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র কেশবেশবাসপ্রিয়। ইন্দ্রিয়াসক্ত ষড়্‌বেগের দাস যাহারা, তাহারা এই লীলাকথা কখনও মনে মনেও চিন্তা করিবে না, করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। রাগমার্গে বা রুচিমার্গে ব্রজবাসীর অনুগমন করিবার লোভ না হইলে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলাকথা আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বনাশ হয়।

নিজের ইন্দ্রিয়ের উপর, নির্ভর করিলে অপ্রাকৃত বস্তুর দর্শন হইবে না, ইতরদর্শন—

ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই। কেবল ভক্তির গোচে তজ্জ বল সাজি